ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ। ২ সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৮০৩ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা

হে অনন্ত দেব, উৎসব কি শেষ হইল, না এ উৎসবে উৎসবের সূত্রপাত হইল মাত্র। তোমার দিকে দৃষ্টি করিয়া কোন্ কথা বলিব? তুমি অনন্ত, তোমার সঙ্গে যাহা কিছু সম্বন্ধ তাহা অনন্ত, এতো আর এখন জ্ঞানের কথা নয়, এ যে প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত কথা। এমন সুখের উৎসব সম্ভোগ করা গেল, কৈ তৃপ্তির তো পরিসমাপ্তি হইল না? এখনো বোধ হইতেছে যেন উৎসবের আরম্ভই হয় নাই। এ কি অদ্ভুত মনের ভাব তুমি উপস্থিত করিলে? তুমি অনন্ত হইয়া কোথায় আমাদিগকে ভীত করিবে, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে ছুড়িয়া দূরে ফেলিবে, আর কোথায় তুমি আমাদিগের অনন্ত আশা, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত অপরিতৃপ্তি উদ্দীপন করিতে লাগিলে! অনন্তের ভিতরে এমন সুখের সামগ্রী ইহাতো পূর্ব্বে জানিতাম না। সকল বিষয়েরই আরম্ভ আছে শেষ আছে জানিতাম, এবার তুমি এ কি করিলে, আরম্ভ দেখাইলে কিন্তু শেষ তোমার অসীম অনন্ত স্বরূপের আড়ালে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে। এত দূর, আর নহে, এ কথা যে আর বলিবার উপায় রাখিলে না। এক মাস কাল ক্রমান্বয়ে উৎসব চলিল, শেষে কি না হৃদয় এই সিদ্ধান্ত করিল, কৈ উৎসবেরতো আর সুরু হয় নাই? প্রভো, এ লীলা তোমার ভাল; কিন্তু ক্ষুদ্র কীট যে হাঁপাইয়া পড়িল। চটকের ক্ষুদ্র চঞ্চু অনন্ত অমৃতসমুদ্রের ধারে বসিয়া কত টুকু সুধা তুলিয়া লইবে? অসীম ভোগের সামগ্রী সম্মুখে অথচ তাহার বিন্দুমাত্র গ্রহণের অতিরেক সামর্থ নাই, এ যে মহাক্লেশের কারণ। যে দিকে চাই সেই দিকে দেখি বস্তু অনন্ত, ইচ্ছা হয় একেবারে অনন্ত সামর্থ্য লাভ করিয়া সমুদায় অধিকার করিয়া বসি, কিন্তু তাহাতো সম্ভবে না। তুমি ও কি ধর্ম্ম আনিলে? পূর্ব্বে পূর্ব্বে একটা সীমা ছিল, আ! এত দিনে বিশ্রাম লাভ করিলাম, লোকে বলিতে পারিত, এ যে দেখি সকলই অফুরন্ত। না ফুরায় উৎসব, না ফুরায় ভোগ, না ফুরায় সাধন, না ফুরায় ভজন, না ফুরায় যোগ, না ফুরায় ভক্তি, না ফুরায় কার্য্য। এ কি! এ কি অদ্ভুত অলৌকিক ধর্ম্ম! নাথ, তুমি এ কোথায় আনিয়া ফেলিলে! জীবন যে আর দীর্ঘ বলিয়া বুঝিতে পারি না, সময় যে অত্যন্ত মূল্যবান্ হইয়া উঠিল। ইহার একটি মুহূর্ত্তের অণুমাত্র অংশও যে আর সংসারের কোন অমূল্য বস্তুর বিনিময়ে দেওয়া যায় না। হায়,

মায়াবশে অনেক সময় হারাইয়াছি, এখন যে অতি অল্পই অবশেষ আছে। প্রাপ্য সামগ্রী দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, এখন ইচ্ছা হয় অবশেষ জীবন খুব ঘনীভূত করিয়া তুলি, অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে অধিক আদায় দিতে পারি, অধিক আদায় করিতে পারি তাহার উপায় করি। হে অনন্তদেব, তোমার রাজ্যের সমুদায় বিষয় অনন্তের সঙ্গে মিশাইয়া যখন আমাকে তটস্থ করিলে, তখন এই কথা যেন শেষ দিনে বলিয়া যাইতে পারি, তোমার সঙ্গে যথা সামর্থ্য তোমার সাধন ভজন সেবা করিয়াছি, ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই।

দ্বাপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক।

মনুষ্যের অপূর্ণ ভাষায় অধ্যাত্ম রাজ্যের সুখ, সম্ভোগ, দর্শন বর্ণন করিয়া অপরের হৃদয়গোচর করিবার জন্য যত্ন যাহাদিগের মস্তকে নিপতিত, তাহাদিগের আক্ষেপ রাখিবার স্থান নাই। যেখানে সম্ভোগের বিষয় দর্শনের বিষয় অল্প, সেখানে বর্ণনের অত্যুক্তি শোভা পায়, লোকে কবিত্ব বলিয়া তাহার অনেকাংশ পরিবর্জ্জন করিয়া সারাংশ সঙ্কলন করিতে যত্ন করিতে পারে, কিন্তু যেখানে কল্পনা ও কবিত্ব পরাস্ত হয়, সেখানে দুঃখ এই, ভাষার মধ্য দিয়া কেন অধ্যাত্ম বিষয়ের গতিবিধি হয়, আত্মাকে খুলিয়া কেন লোকের কাছে দেখান যায় না। প্রাচীন প্রণালীতে উৎসবের ব্যাপার বর্ণন করিয়া আর এখন চলে না। সেই প্রাতঃ সূর্য্য, সেই প্রাতঃসমীরণ, সেই কুসুমদাম, সকলই সেই রহিয়াছে, কিন্তু এক অন্তরের রাজ্যের পরিবর্ত্তনে সে সকল সামগ্রী আর হৃদয়ের ভাব সমগ্ররূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। বর্ণনাকে তবে এবার বিদায় করিয়া দেওয়া যাউক। যাহা বর্ণনার অতীত, বৃথা তাহার বর্ণনে ফল কি? এবার আবার আক্ষেপের উপরে আক্ষেপ এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব-বারের ন্যায় উৎসবের বিবরণ আচার্য্যের ভাষায় পূরণ করিবার উপায় নাই। যদি থাকিত, কথঞ্চিৎ অপর হৃদয়ে সেই সেই দিনের ভাব সংক্রামিত হইতে পারিত। অপ্রতিবিধেয় কারণে এই অক্ষমতা লইয়া আমরা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলাম, যত লজ্জা ও অসামর্থ্য আমাদিগের দুর্ব্বল লেখনীরই।

১লা মাঘ শুক্রবার আমাদিগের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সে দিনের সায়ংকাল আজও অনন্তদেবের আরতিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। অনন্ত ঈশ্বর, তাঁহার আরতি!! আরতি কি অনতিক্রমনীয়? আরতি কি নিত্য ক্রিয়া? অপরাপর উপাসনার অঙ্গের ন্যায় ইহাও কি অপরিহার্য্য? হাঁ! সে দিন সায়ংকালে আচার্য্য দুই হস্তে দুই আলোক ধারণ করতঃ ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে উত্তোলন ও অবতারণ করিয়া যে প্রকার এক এক বিশেষণের সঙ্গে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে যে ঊর্দ্ধাধঃক্রমে অনন্তের দ্বিবিধ মূর্ত্তি হৃদয়পটে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইল। অনন্তের পরিধি এক ঊর্দ্ধে আরএক অধোভাগে, এক অসীমবিস্তৃতিতে, আরএক অসীম সূক্ষ্মাংশে। আলোক যখন ঊর্দ্ধে উঠিল তখন জয় শব্দের সঙ্গে অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় অনন্ত মহান্ ভূমা ঈশ্বরের অব্যক্ত অচিন্ত্য দুর্ভেদ্য স্বরূপমালা আবার যখন নিম্নে অবতরণ করিল তখন প্রেম স্নেহ দয়া শান্তি প্রভৃতি অনন্ত সৌম্য গুণ সহকারে তাঁহার জন হৃদয় হারিত্ব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে সময়ে আচার্য্যের মুখমণ্ডল যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনি আর জন্মে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। যুগপৎ বিস্ময় ও মধুর রস একাধারে উপস্থিত হইলে তাহার ছবি কি হয়, সে দিন তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সেই কেবল বলিতে পারে। জয় অনন্ত মহান্ ভূমা অগম্য অপার, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জয় জননী জগদ্ধাত্রী স্নেহময়ী মঙ্গলময়ী ক্ষেমঙ্করী এক নিঃশ্বাসে দুই বিপরীত

স্বরূপ আরোহাবরোহক্রমে হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, চেষ্টায় নহে যত্নে নহে স্বাভাবিক সহজ পতিতে স্বর্গের নিঃশ্বাস প্রভাবে, এ কি সামান্য দৃশ্য! সেদিনকার সে জয়গীত লিপিবদ্ধ হইতে পারিল না, এ সহজ আক্ষেপ নহে, কিন্তু যে লিপিবদ্ধ করিবে সে তটস্থ, লেখন সামগ্রীর নিকটস্থ হইতে অসমর্থ, করে কি? ক্ষীণা লেখনা, আর তির কথা বলিতে ক্ষান্ত হও, তোমার সামর্থ্য নহে যে তুমি উহা পাঠকবর্গের হৃদয়গোচর করিবে।

২ মাঘ শনিবার। অদ্য প্রান্তরে বক্তৃতা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এবার বক্তৃতা হয়। প্রথমতঃ ভাই অমৃতলাল বসু হিন্দীতে এবং ভাই দীননাথ মজুমদার বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন, সর্ব্বশেষে আচার্য্য মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় উপসংহার করেন। আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতা ত্রিবিধ দৃষ্টান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ বীজের সহিত সত্যের তুলনা। বীজ দেখিতে অতি সামান্য এবং ক্ষুদ্র তাহাকে দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারে না যে উহা হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যে উহা কালে শত শত লোককে ছায়া প্রদান করিবে বীজকে লোকে আরম্ভে উপেক্ষা করিতে পারে কিন্তু যখন উহা শাখা প্রশাখা বিস্তৃত বৃহদ্বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন যাহারা অগ্রে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই আসিয়া উহার শীতল ছায়া আশ্রয় করে। বর্ত্তমানে যে সত্য প্রচারিত হইতেছে, উহার উচ্চতা ও গভীরতা লোকে এখন অনুভব করিতে পারিতেছে না কিন্তু সময় আসিতেছে যে সময়ে কোটি কোটিলোক উহার আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ বক্তার মস্তকোপরিস্থ প্রকাণ্ড আকাশ সমুদায় প্রভেদ বিলোপক দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হয়। মনুষ্য যখন মন্দিরে ঈশ্বরের আরাধনা করে, তখন তাহাদিগের স্বতন্ত্রতা ও প্রভেদ থাকে, কিন্তু অনন্ত আকাশের নিম্নে দণ্ডায়মান্ হইলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি প্রভেদ থাকে না, এক অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে এক প্রশস্ত মন্দিরে সকলেই অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হন। আচার্য্য মহাশয় যে ধর্ম্মের প্রবক্তা হইয়া উপস্থিত, তাহা আকাশের ন্যায় উদার প্রশস্ত ও বিপুল, তাহার মন্দির অনন্ত আকাশ, সেখানে কোন প্রকার প্রভেদ নাই, সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। তৃতীয়তঃ প্রস্তরীভূত অঙ্গার। অঙ্গার সহজে অতি মলিন কৃষ্ণবর্ণ, বল কে তাহার সমাদর করিবে? কিন্তু একখণ্ড অঙ্গারকে অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত কর, দেখিবে উহা অগ্নিযোগে উজ্জ্বল আরক্তিম প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করিবে। এই অঙ্গারের সঙ্গে শত শত অঙ্গার সংযুক্ত কর সকলই ঐরূপ উজ্জ্বল বেশে পরিশোভিত হইবে। বিধানের সমাগম সময়ে যখন এক ব্যক্তিতে স্বর্গের অগ্নি সংক্রামিত হয়, সে ব্যক্তি অঙ্গার সদৃশ পাপমলিন থাকিলেও, সেই অগ্নির প্রভাবে এমন মনোহর কান্তি ধারণ করে যে অঙ্গার সদৃশ শত শত মানবকে আত্মসংস্পর্শে স্বর্গের উজ্জ্বল বর্ণে বিভূষিত করে। বর্ত্তমান সময়ে বিধান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে এবং বিধানবাহকগণ অঙ্গার সদৃশ মলিন কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শত শত লোককে বিধানপ্রভাবে উজ্জ্বল মনোহরস্বর্গের ভূষাতে ভূষিত করিবে।

৩ মাঘ রবিবার। অদ্য প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনার প্রথমাংশ ভাই অমৃতলাল বসু, দ্বিতীয় অংশ ভাই দীননাথ মজুমদার সম্পন্ন করেন। উৎসবার্থ সংযম উপদেশের বিষয় ছিল। এ সংযম মহাব্রহ্মচর্য্য, সমুদায় পরিবারের সহিত সাংসারিক যোগের সম্বন্ধ পরিহার করিয়া স্বর্গের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া ইহার উদ্দেশ্য। ইক্ষু দেখিতে শুষ্ক এবং কঠোর কিন্তু উহাকে নিষ্পেষণ কর, দেখিবে ইহা হইতে কেমন সুমিষ্ট মধুর রস বিনিঃসৃত হইবে। সংসার ভয়ানক সংগ্রামের স্থান। উহা সাধ-

কের চিরপ্রতিকূল, মিথ্যা দৃষ্টি এবং মোহ সাধককে একপদ অগ্রসর হইতে দেয় না। ইক্ষু নিষ্পেষণের ন্যায় সংসারকে নিষ্পেষণ কর, মোহের বিকার একেবারে ঘুচিয়া যাইবে, সংসার দর্শনের হেতু হইবে। সায়ংকালে আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং বেদীর কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপদেশের বিষয় "হাস্য"। সাধকের মুখে যদি হাস্য বিরাজ না করে, সাধক যদি সর্ব্বদা ম্লান মুখ হন, তবে তিনি জগতের মহদনিষ্ট সাধন করেন। আমরা বিধানসূত্রে এত আনন্দ শান্তি ও সুখ লাভ করিয়াছি যে আমরা কখন সংসারে ম্লান মুখে অবস্থিতি করিতে পারি না। ভিতরে পাপ কলঙ্ক অপরাধ চাপিয়া রাখিয়া মুখে হাস্য ইহা ঘোর কপটতা, ঘোর অপরাধ। কিন্তু যেখানে স্নেহময়ী জননী এত দিতেছেন, এত সম্ভোগ হইতেছে সেখানে মনের আহ্লাদ গোপন করা চাপিয়া রাখা ঘোর অধর্ম্ম। যদি মুখে হাস্য বিরাজ না করিল তবে উৎসব কেন? যেখানে নববিধানের নিশান উড়াইবে সেখানে যদি আহ্লাদের স্রোতঃ প্রবাহিত না হয় ও সকলের মুখে হাস্য বিরাজ না করে, তাহা হইলে বিধান নিষ্ফল হইল। সকল সাধকের মুখে হাস্য চাই কিন্তু সে হাস্য যথার্থ হাস্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কষ্টি প্রস্তর আছে! কেহ যে মিথ্যা, হাসিয়া ভুলাইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। যদি ভিতরে আহ্লাদের কারণ থাকে, হাসির হেতু থাকে, কতক্ষণ কে চাপিয়া রাখিতে পারে। মেঘ কতক্ষণ চন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিবে? বাহিরে ছিন্নবস্ত্র দুঃখ দারিদ্র কতক্ষণ হৃদয়ের আনন্দ আহ্লাদকে আচ্ছাদন করিবে? উৎসবে সকলহৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাস্যে পরিণত হউক। সকল মুখ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের আকার ধারণ করুক।

৪ মাঘ সোমবার ৪ টার সময় কমল কুটীরাভিমুখে "আশালতার" যাত্রা সঙ্গীত ও অধিবেশন হয়। ৫ মাঘ মঙ্গলবার ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরাজীতে উপাসনা এবং উপদেশ হইবার কথা ছিল, কিন্তু পীড়া নিবন্ধন তিনি উপস্থিত না থাকাতে মন্দিরে কীর্ত্তনাদি হয় এবং শুক্রবার ইংরাজী উপাসনাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

৬ মাঘ বুধবার ৫ টার সময় এলবার্টহলে থিয়লজিকেল ক্লাশের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। তাহাতে এবার বহুসংখ্যক যুবক উপস্থিত হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাতবক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ধর্ম্মজীবন' বিষয়ে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলেন। তিনি বলেন প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। আত্মজ্ঞান এবং জগৎজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান লাভের উপায় বটে কিন্তু নিজে পতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকেও কেবলই পতনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং আত্মা কিম্বা জগৎতত্ত্ব প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভের উপায় হইতে পারে না। তবে কি আমাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞান লাভসম্বন্ধে নিরাশ হইতে হইবে? তাহা কখনও নহে। কারণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আপনার বিষয় জানাইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। যে তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হয় তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রেরিত সাধু আত্মাদের নিকটও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা যায়। এইরূপ সুমিষ্ট ভাষাতে তিনি কয়েকটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে পর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় নববিধানের আলোতে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সত্যালোচনা করা যায় তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের বিষয়ে বিস্তারিতরূপে অনেক কথা বলেন। অবশেষে আচার্য্য মহাশয় প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অর্থাৎ জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছার উন্নতি অত্যাবশ্যকীয় তাহা সুন্দর মত বুঝাইয়া দেন। এবং

প্রার্থনার বিদ্যালয়েই যে এই প্রকৃত উন্নতি লাভ হইয়া থাকে তাহারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। এইরূপে কার্য্য শেষ হইলে পর ছাত্রগণ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত নগরকীর্ত্তনে বাহির হয়।

৭ মাঘ বৃহস্পতিবার। অদ্য বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় আলবার্ট হল গৃহে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, আচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ. গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। স্থানাভাবে আমরা সে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাঁহারি পাঠ সমাপ্ত হইলে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিলেন।

আমি যখন মনে মনে চিন্তা করি আমি কেন কায়স্থ বংশে জন্মিলাম, তখন আমার প্রতি আমার বড় সম্মান বাড়ে এবং আপনাকে আপনি সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হই। একদিকে যেমন এই বিস্তীর্ণ বংশের লোক-দুঃখে পড়িয়া নিতান্ত নীচ ব্যবসায় করিয়া থাকে, অপর দিকে তেমনই আবার এই কায়স্থরাই দেখিতেছি বড় উচ্চ পদ পাইতেছে। বর্ত্তমান নববিধানে কায়স্থের বড় আদর বাড়িয়াছে। নববিধান সকলকে বিনীত ভাবে সেবক হইবার জন্য বার বার উপদেশ দিতেছেন, এমন কি ইহার নেতা আপন ইচ্ছায় সেবকের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। যে সেবকত্ব যে দাসত্ব উপাধির জন্য বড় বড় মহাত্মারা এত ব্যস্ত এই কায়স্থ জাতির প্রধান ধর্ম্ম সেই দাসত্ব করা। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দাস ছিলেন। তাঁহারা আপন আপন নাম বলিবার সঙ্গে দাস অমুক এই কথা অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন। এখনকার সভ্যতার সময়ে আমার ন্যায় অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই নামের সঙ্গে দাস বলিতে চায় না। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা যে উপাধির জন্য প্রার্থী, দয়াময় হরি নিজে দয়া করিয়া আমাকে প্রথম হইতে সেই দাসের বংশে প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার আর কোন গুণ জ্ঞান ক্ষমতা নাই যে আমি নববিধানের কোন কর্ম্ম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, কেবল দাসত্ব ব্রত দিয়াছেন বলিয়াই আমি আজও এই বিধানের অন্তর্গত হইয়া আছি। অতএব আমাকে কেহ ঠাট্টাই করুন, আর যাই করুন, আমি কিন্তু জন্মদাস এ যেন তাঁহারা মনে রাখেন। আমার জাতির আর একটি বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাই, সে কার্য্যটী খাতা লেখা। প্রায়ই দেখিতে পাই দোকানি ব্যবসায়ী জমীদার সকল লোকের ঘরেই কায়স্থ খাতা লেখক আছে। নববিধান দেখিলেন খাতা লেখা যখন কায়স্থের কার্য্য তখন নববিধানের এই খাতা লেখা কার্য্যটি এক জন ঐ বংশের লোকের হাতে দিতে হইবে। সকলেই জানেন খাতা লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নাই। গোটা কতক কসি ও গোটাকতক অঙ্ক লিখিতে পারিলেই হইল। গোয়ালা, ধোপা, ইটওয়ালার খাতা দেখিলেই খাতলেখক মুহুরিদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যাহা হউক আমার জাতীয় খাতা লেখকের কার্য্যভার পাইয়া আমি বড় কম সুখী হই নাই। আমার যেরূপ বিদ্যা তাহাতে এ কার্য টী ঠিক আমারই জন্য বিধাতা সৃজন করিয়াছিলেন। আমার বন্ধুগণ আমাকে সর্ব্বদা খাতা লইয়া থাকিতে দেখেন বলিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে ধমক দেন, কিন্তু আমি যে খাতা লইয়া থাকি কেন তাহার ভিতরকার মানে কেহ বুঝিতে পারেন না। আমার যে ইহা বড় ভাল লাগে। উপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাকরণ লেখাতে যে সুখ হয়, আমার খাতা লেখাতে তাহা অপেক্ষা বড় কম সুখ হয় না। ১৪ বৎসরের অধিক হইল আমি এই দাসত্ব কার্য্য লাভ করিয়া খাতা লিখিয়া আসিতেছি। বিধাতার কত লীলা খেলাই এই কার্য্যে দেখিলাম, কত মুক্তিপ্রদ অমূল্য আশ্চর্য্য সত্যসকল এই কার্য্যে পাইলাম, কত তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তই দেখিলাম, তাহা বন্ধুদিগকে প্রতি বৎসরই যথাসাধ্য বলিয়া আসিয়াছি। এবারকার বৎসরের আবার ভয়ানক ব্যাপার, এমন বৎসর আমার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। আমি আমার হরির কার্য্য দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। আমি কখন কখন নির্জ্জনে গালে হাত দিয়া ভাবি নববিধান ব্যাপারটা কি, এর যে সকলই অদ্ভুত কাণ্ড। খাতালেখক চাকর ছোঁড়াকে লইয়া যখন এত রঙ্গ দেখান, তখন সাধু ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গে তাঁহার রঙ্গের যে আর কথাই নাই। হরি হে তোমার কার্য্য সকলই অতিঅদ্ভুত। ভক্তগণ আমার বিধাতা হরির এবারকার বৎসরের কার্য্য যৎকিঞ্চিৎ বলি শ্রবণ করুন। জানি না ঠিক বলিতে পারিব কি না। তিনি যেমন করেন তাহাই হউক।

১৪ বৎসরকাল আমি, আমার প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একটি মহাজনের নামে খাতা খুলিয়াছি, সেই খাতায় একাল পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া ১৪ টী মহারত্ন জমা করা হইয়াছে। কৃপাময়ী জননীর আশীর্ব্বাদে এই জমা দেখিয়া আমি বড় সুখে ভাসিতেছিলাম, একাল পর্য্যন্ত আমার জমা খরচে জমা বই কখন খরচ লিখিতে হয় নাই। আমি মনে করিতাম যে যে মহাজনের নামে

খাতা খোলা হইয়াছে ইনি অতিশয় ধনী। ইহার তো কোন অভাব নাই, ইনি ক্রমাগত জমাই দিবেন এত বড় ধনীর আর খরচের দরকার কি? ১৪ টী রত্ন আমার খাতায় জমা দেখিতাম আর আমি মনে মনে হাসিতাম, আর বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতাম। আমার মহাজন দীর্ঘজীবী হউন, তিনি মনোযোগী হইয়া আমার খাতার জমা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিন।

১৪ বৎসরের খাতায় যাহা হয় নাই স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই কি সর্ব্বনাশ!! তাহাই ঘটিল। আমি জমার দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখি কে আমাকে না বলিয়া আমার মহাজনের হুকুম না লইয়া ১৪ টি রত্নের একটি রত্ন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমিতো অবাক্, একি ব্যাপার? এ যে অস্বপ্নের স্বপ্ন, এমন করিয়া কে বুকে শেল বিদ্ধ করিল, আমার সাদা খাতার কালির দাগ কে দিয়া দিল, আমার এত সাধের অঞ্চলের নিধি কে কাড়িয়া লইল। আমি কত কাঁদিলাম, কত পায়ে ধরিলাম, কত কি বলিলাম, আমার সে হারাধনের সংবাদ তখন আর কেহ দেয় না। খাতার মুহুরীর এইবারে সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়া গেল। হায় এত দুঃখের মানিক আমি অনায়াসে হারাইলাম। সে যেমন তেমন মাণিক নয়, সে যে মায়ের মাণিক। হায় দেখে দেখে সেই মাণিকটিই লইয়া গেল। আমি করি কি, যাহা কখন করি নাই দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে আমার খরচের ঘরে কালি দিয়া একটী রত্ন খরচ লিখিতে হইয়াছে। এটি কি আর পাব না, এটি কি একেবারে গেল, এই বলিয়া মহাজনের নিকট যাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মহাজন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার কান্নায় যোগ দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার হাসিলেন। আমি বলিলাম ব্যাপারটা কি মহাশয় হাঁসিলেন কেন, ধন হারাইলে কি হাঁসি আসে? মহাজন আমাকে স্থির হইতে বলিয়া আমার খাতার অপর একটী পৃষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমি তো আর নাই। আমার খাতায় অপর হস্তের সুন্দর লেখা কেমন করিয়া আসিল, নূতন পাতা খুলিয়াই বা কে দিল? এমন সুন্দর লেখাতো কখন দেখি নাই। লেখার দিকে বার বার দেখিতেছি এমন সময় চক্ষের জল পুঁছিয়া দেখি আমার খাতার সেই পৃষ্ঠায় স্বয়ং হরির নামে এক পাতা খোলা হইয়াছে। সেই খাতার বাম দিকে কেবল জমা এই কথাটি লেখা আছে, আর খরচ এ কথাই তাহাতে নাই। খানিক ক্ষণ পরে দেখি আমি যে রত্নটি আমার খাতায় খরচ লিখিয়াছি সেই রত্নটি এই হরি নামের খাতায় জমা রহিয়াছে। আমি আমার মহাজনকে জিজ্ঞাসা করি এসব ব্যাপার কি? তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে এই রহস্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া আমাকে জন্মের মত কৃতার্থ করিলেন। আমার কান্নার চক্ষে হাসি আসিল, হারান ধনটিকে সেখানে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার শোক তাপ সব চলিয়া গেল। মনে মনে খাতা লেখার কত প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হইল। এবারকার বৎসরে সর্ব্বাগ্রে এই হিসাবটি আপনারা সকলে আমার খাতায় দেখিয়া সুখী হন এই এ দাসের বিনীত নিবেদন। তৎপরে এবৎসরের অন্যান্য ঘটনা সকলই সুখপ্রদ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আয় ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে; আয় ব্যয় বিবরণ বাৎসরিক হিসাব যথা স্থানে দেওয়া হইল তাহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

২য় রহস্য। শীতকালের আরম্ভে এক দিন সন্ধ্যার সময় বিদেশের কোন বন্ধুর বিধবাস্ত্রীর নিকট হইতে একখানি শক্ত রকমের গালাগালী পূর্ণ পত্র পাইয়া ভাবিতেছিলাম। তিনি আমাদের নিকট কতকগুলিন টাকা পাইবেন, টাকা না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যেমন করা উচিত, সেইরূপ বেশ দশ কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার টাকার কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় দুইটী কাগজের মহাজনের দুই জন লোক শমনের পেয়াদা সঙ্গে লইয়া দুইখানি শমন আমার হাতে দিল। আমার তো চক্ষু স্থির। দুইখানি শমনে প্রায় ৮০০ টাকার দাবি দিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম এ আবার কি? ইহাতে কি শিক্ষা দেওয়া হইল। দেনার জ্বালা আসিয়া হৃদয়কে অস্থির করিল, কি করি কোথায় যাই, কেমন করিয়া ঋণ পরিশোধ দিব এই ভাবনা প্রবল হইল। জাগ্রতে নিদ্রা আসিল, পথে সকল অবস্থাতেই ভাবনা আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। চিৎকার করিয়া মা মা বলিয়া ডাকি, মনে যাহা আসে তাই বলে যার কাছে জানাই এইরূপে মকদ্দমার দিন উপস্থিত। প্রাতঃকাল হইল, কোন স্থানেই, টাকার সুবিধা হয় নাই। একটি নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু আমাদের দুঃখে যিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকেন, তিনি কোথা হইতে গোপনভাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া হাওলাত দিবেন মনে করিয়া আপনার ইচ্ছায় পূজনীয় আচার্য্য মহাশয়কে মনের কথা জানাইলেন, আচার্য্য মহাশয় দেনা করার অত্যন্ত বিরোধী। তিনি দেখিলেন অদ্য মকদ্দমা টাকা তো দিতেই হইবে, আশ্রিত সেবকের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বন্ধুর প্রস্তাব শুনিবা মাত্র বন্ধুকে তাঁহার পরিবার চলিবার একটি মাত্র উপায়স্বরূপ যে ছাপাখানা তাহাই বিক্রয় করিতে চাহিলেন। বলিলেন যদি প্রেসটী কিনিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে টাকা দিতে পারি। বন্ধু অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে কি করেন। সেই দিন টাকা না দিলে অনেকগুলিন টাকা অনর্থক বেশি লাগে এই জন্য সম্মত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,

তাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প অন্য ব্যক্তিকে না দিয়া নিজে রাখাই ভাল। আচার্য্য মহাশয় বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়া বন্ধুর নিকট হইতে টাকা লইয়া আমাকে তো উদ্ধার করিয়া আনিলেন। আমার এই ঘটনাতে ভাবনা কমিল না বরং বৃদ্ধি হইল। কি হইবে, কেমন করিয়া সব চলিবে, ইহাঁর সংসারের অন্য আয় নাই, অন্য কোথা হইতেও লইবেন না। একটী ভাবনা ছিল দশটী ভাবনা আসিয়া পড়িল। প্রেমময়ীর খেলা বুঝিতে পারে কে? দুই দিন এই অবস্থায় গেল। কি করিব কি উপায়ে টাকা আসিবে? এই জন্য বার বার জিজ্ঞাসা আসিতে লাগিল। উপাসনার সময় কোথা হইতে অল্প অল্প আলোক আসিতে লাগিল। একদিন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা হইল যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ টাকার সুবিধা করিতে পারা যায় তাহা হইলে আচার্য্য মহাশয়ের ছাপাখানাটী রক্ষা হয়, নচেৎ উহা একেবারে বাহিরের লোককে দেওয়া হইবে। আমি আর কি করি? আমার বল বুদ্ধি ভরসা সবই তিনি। আমার কাঁদিবার স্থান হাঁসিবার স্থান বলিবার স্থান সবই এক জায়গায়। জিজ্ঞাসা করিলাম এই তো হুকুম, এখন বল কি করিতে হইবে? তোমার অভিপ্রায় আমাকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও। উপাসনার পর এই ভাবিতে ভাবিতে আফিসে আসিয়াই এই পত্র খানি ছাপাইলাম।—

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন।

ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যালয়ের ঋণ পরিষ্কার জন্য আমি অতি বিনীত ভাবে আপনার নিকট—টাকার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই মূল্যের পুস্তক আপনাকে আমি দিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া পুস্তকের তালিকা দেখিয়া বলিয়া দিন কি পুস্তক কতখানি দিব। আপনার আবশ্যক না থাকিলে সেই সকল পুস্তক বন্ধুদিগের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন।

সেবকস্য—

এই খানি সঙ্গে করিয়া বন্ধুদিগের নিকট গেলাম। যেখানে যাহা আশা করিয়া গেলাম প্রায় সকল স্থান হইতেই সাহায্য পাইলাম। যে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে টাকা দিবার কথা ছিল, মা দয়াময়ী কৃপা করিয়া সেই দিন সবই জুটাইয়া দিয়া এ দাসকে একেবারে দৃঢ়তর প্রেমরজ্জুর দ্বারায় বাঁধিলেন। আমি বলিব কি আমি যাহা চাই নাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইলাম। একটি বন্ধুকে ২০ টাকার বই লইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বন্ধু এককালে একশত টাকা ঋণ শোধ জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এসব ব্যাপারে আমি কি বলিব? আমি দেখিলাম কি, জানিলাম কি? মা আমার দয়াময়ী আমার ভাবনা তিনি যেমন ভাবেন এমন আর কেহ ভাবিতে জানেও না, ভাবেও না। ধন্য মা তুমিই ধন্য। টাকা গুলির সুবিধা করিয়া দিয়া ভক্ত পরিবারের উপজীবিকার উপায় ও আমার রক্ষা করিয়া দিলেন। বাঁচিলাম আর প্রাণ জুড়াইল।

তৃতীয় রহস্য। এক জন পণ্ডিত, বাহিরের লোক, আমার সাধু অঘোর নাথের স্বর্গারোহণ সংবাদ শুনিয়া আমাকে কিরূপ জব্দ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যালয়

কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বরাবরেষু।

প্রেমৈকনিলয়েষু

যথোচিত সাদর সম্ভাষণ

মহাত্মন্?

"আমি ১৬ পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বর্গগত সাধু অঘোর নাথের দুঃখিনী বিধবা ও সন্তানগণের চাঁদা দ্বারা এক্ষণে আপনারা সাহায্য করিতে ব্রতী হইয়াছেন পাঠ করিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। পক্ষে দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণ আমি তাঁহাদের উপযুক্ত মত সাহায্যদানে অসমর্থ। যাহা হউক, সম্প্রতি অনেক আলোচনার পর নিজ চিত্তের শান্তির জন্য একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছি।

আমার কতকগুলি অবশিষ্ট পণ্ডিতমূর্খ নাটক আছে। আপনারা উহার মধ্যে ১০০ এক শত টাকা মূল্যের পরিমাণে (যথানা হয় হিসাব করিয়া) পুস্তক গ্রহণ করুন। এবং ঐ পুস্তক সকলের কবরের ভিতরে এক খানি চিরকুট ছাপাইয়া সংলগ্ন করিয়া দিউন যাহাতে উহা পাঠ করিয়া সর্ব্বসাধারণে শীঘ্র গ্রহণ করে। তদ্ভিন্ন সুলভ আদিতে ও সাহায্যার্থে ঐ পুস্তক গুলি (যত সংখ্যা আপনারা লইয়া যাইবেন) গ্রহণার্থ সাধারণকে বিদিত করুন। এইরূপ করিলে যে এক শত টাকার পুস্তক লইয়া যাইবেন তাহা অচিরাৎ বিক্রীত হইয়া টাকা সকল হস্তগত হইবে।

মহাশয়! এইরূপ করিয়া যদি সাধু অঘোর নাথের দুঃখিনী বিধবা ও সন্তানার্থ আমার নিকট হইতে ঐ যৎসামান্য ১০০ শতটাকা সাহায্য লন তবে আমি কত দূর যে আনন্দ লাভ করিব তাহা অবক্তব্য। আমি দরিদ্র ও আপনাদের ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত নহি বলিয়া যদি আমার এই দানকে অগ্রাহ্য বা অপবিত্র বিবেচনা করেন তাহা হইলে আপনারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন। পক্ষে আমি ঈশ্বরের নিকট আর দায়ী নহি। যেহেতু "অন্তর্য্যামী তিনি দেখিতেছেন আমার এ দান যথাসাধ্য কি না, এবং "শ্রদ্ধয়া দেয়ং" এই বেদের অনুগামী কি না।"

"মহাশয়!

ইতিপূর্ব্বে অনুমান (ঠিক স্মরণ হইতেছে না) ৬।৭ দিন হইল আপনার নামে একখানি পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে মহাত্মা সাধু অঘোর নাথের বিধবা পত্নী ও অনাথ বালকগণের সাহায্যার্থ ১০০ একশত টাকার পণ্ডিত মূর্খ পুস্তক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়।

পণ্ডিত মূর্খ নাটকের মূল্য।৵০ নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনারা বোধ হয় সেই হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি ঐ পুস্তকের মূল্য যদি।০ আনা করা যায় এবং বিক্রেতার কমিশন শতকরা ২৫ টাকা দেওয়া হয় তবে শীঘ্রই আমার অভীপ্সিত এক শত টাকা আপনারা হস্তগত করিতে পারিবেন। অন্যথা ৵ হিসাবে এক শত টাকার পুস্তক গ্রহণে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অনেকটা সন্দেহ। পক্ষে আমার হৃদয়ের বেগ এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, "এই মহোৎসবের মধ্যেই একশত টাকা বিধবা সাধ্বীর জন্য দিতেই হইবে" এরূপ দৃঢ় সংকল্প, পুনঃ পুনঃই আমাকে তাড়না করিতেছে। অতএব।০ আনা করিয়া বিক্রয় ও বিক্রেতা সংকারদিগকে ২৫ টাকা কমিশন দেওয়াই স্থির করিয়া আপনাকে হৃদয়ের সহিত অনুরোধ করি, আপনি পণ্ডিতমূর্খ নাটক ৫০০ পাঁচশত সংখ্যক আমার জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া লইবেন। ৪০০ খানি।০ আনা হিঃ বিক্রয় করিলে ১০০ টাকা হইবে। আর ১০০ পুস্তক কমিশনের জন্য। ঐ একশত পুস্তকে।০ আনা হিঃ ২৫ টাকা হইবে।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, তাঁহার পেটের অন্ন কেমন করিয়া চলে তাহারই ঠিক নাই। তিনি কি না আমাদের দুঃখে এত কাতর হইয়া অনায়াসে একশত টাকার পুস্তক অকাতরে দান করিলেন। ইহাতেও অনেক লজ্জা পাইয়াছি।

আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে পারি না বলিয়া আমার বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে আমাকে ধমক দেন। আমি ভিক্ষুক বটি কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানি না। কি অবস্থায় কাহার নিকট কি বলিয়া ভিক্ষা করিব তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। ভিক্ষা চাওয়া বড় শক্ত কার্য্য। বিশেষতঃ নববিধানে পুরাতন রকম ভিক্ষা চাওয়াটা ঠিক মনের সঙ্গে মিলে না। নানা রকম বাব করিয়া ভিক্ষা করিলে অনেক টাকা যে পাওয়া যায় তাহা জানি। ২টী মাতৃহীন বালক, একটী অনাথা বিধবা ও তাহার তিনটি শিশু সন্তানের নামে ভিক্ষা চাহিলে আমি যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে না পারি এমন নয় কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কার্য্যই করিতে পারি না।

কার্য্য বিবরণ ও হিসাব পাঠান্তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ধর মহাশয়ের পোসকতায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গত বৎসরের হিসাব ও বিবরণ গ্রাহ্য হইল। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট রেলওয়ে প্রভৃতির অধ্যক্ষ সাহেবগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়া প্রথম শ্রেণীর ফ্রী পাস দেওয়াতে এবারে তিনি অনেক স্থানে অতি সহজে গমনাগমন করিয়া নববিধানের সত্য সকল প্রচার করিয়াছেন, এজন্য রেইলওয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তিনি গুইকওয়ার মহারাজার দ্বারায় নিমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এবং মহারাজা তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বন্ধেও কিছু বলিলেন। সমুদায় উপকারী সহানুভাবক বন্ধু যাঁহারা স্বদেশে কিংবা বিদেশে আছেন বিশেষতঃ আমেরিকার পাদরী হেক্‌সফোর্ড আফ্রিকার কেনন ডেবিস্, ইংলণ্ডের মক্ষমূলার ফ্রান্সের বিখ্যাত রিভিউয়ের সম্পাদক প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। পরিশেষে সাধু অঘোর নাথের ও সাধ্বি শ্রীমতী নিস্তারিণী রায়ের ইহলোক পরিত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। যে সকল মহাত্মা দয়া করিয়া সাধু অঘোর নাথের বিধবা পত্নী ও সন্তানগণের সাহায্য জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত শামাধ্যায়ী মহাশয়কে ও আমাদাবাদের ভোলানাথ সারাভাইকে তাঁহাদের দান ও শুভ কামনার জন্য সভা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ভাগলপুর, গাজিপুর, সীমলা, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রভৃতি যে সকল স্থানের বন্ধুগণ প্রচারক মহাশয়দিগের পরিবারগণের জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সেবা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনন্তর আচার্য্য মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া রাত্রি ৮ টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

৮ মাঘ শুক্রবার। অদ্য মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। প্রাতে উপাসনা গৃহে উপাসনা হইল। উপাসনা গৃহের প্রাতঃকালীন উপাসনা যাঁহারা সম্ভোগ করেন নাই তাঁহারা ইহার মধুরতা কি প্রকারে বুঝিবেন। উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয়

এবং ব্রাহ্মমণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মঙ্গল বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হন। মঙ্গলবাড়ীর উৎসব এবার সাধু অঘোর নাথের জন্য ক্রন্দন। আচার্য্য মহাশয় সমাধি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সাধুকে সম্বোধন করিয়া এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যে সকলে অধীর হইয়া না কান্দিয়া থাকিতে পারিলেন না। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে সেখানে সকলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আচার্য্য-গৃহে সকলে একত্র ভোজন করিলেন।

৯ মাঘ শনিবার। অদ্য টাউন হলে ভক্তি-ভাজন আচার্য্য মহাশয়ের ইংরেজী বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় "ত্রিত্ববাদ।" আমরা বৎসর বৎসর বক্তৃতার কতক অংশের অনুবাদ করিয়া দিয়া থাকি। এবার ভবিষ্যতের জন্য উহা রক্ষিত হইল। ঈশ্বর, খ্রীস্ট এবং পবিত্রাত্মা এ তিনের সম্বন্ধ অতি বিশদরূপে বক্তৃতায় বিবৃত হয়। স্বর্গে ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্রে ঈশ্বর, প্রতি আত্মাতে ঈশ্বর, এ তিন ভিন্ন নহে একই ঈশ্বর। ঈশ্বর-পুত্রকে নরদেব বলা যাইতে পারে কিন্তু দেবনর অর্থাৎ দেবতা নর হইয়া অবতীর্ণ এ কথা বলা যাইতে পারে না। নরেতে দেবভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে, দেবতাতে কখন নর ভাব প্রকাশ হয় না। ঈশ্বরকে মনুষ্য করিয়া পৌত্তলিকতার সমাগম হইয়াছে খ্রীষ্টা-নগণ কর্ত্তৃক যাহাতে সে ভ্রম পুনরানীত না হয় তৎসম্বন্ধে আচার্য্য তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন। বর্ত্তমান বিধান, পবি-ত্রাত্মার বিধান; তৃতীয় বিধান। ইহাতে প্রত্যেক মনুষ্য দেবত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরপুত্র হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইবেন। ঈশ্বর পুত্রেতে প্রকাশিত হইয়া পবিত্রাত্মারূপে আবার আপনাতে আপনি মিলিত হইলেন। এই ব্যাপারটি ত্রিভুজসদৃশ। ঈশ্বর ত্রিভুজের প্রথম ভুজ, ঈশ্বর পুত্র দ্বিতীয় ভুজ, পবিত্রাত্মা তৃতীয় ভুজ। শেষোক্তভুজ ভুজ দ্বয়ের পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়া উভয়কে মিলিত করে।

১০ মাঘ রবিবার। অদ্য উৎসবের দিন। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি এবার কার উৎসব বর্ণনাযোগে পাঠকবর্গের হৃদয়গোচর হইবার নহে। প্রাতঃকালের উপাসনাতে আচার্য্য যে উপদেশ দেন তাহার সারসংগ্রহ দ্বারা এবার কার উৎসবের মূলবিষয় পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা যত্ন করিব। আচার্য্য উপদে-শের প্রারম্ভে বলেন "আমাদের ধর্ম্মে মানুষ কিছু বলে না, কিন্তু মানুষকে মনের মানুষ বলেন। ভক্তের রসনা হইতে যাহা কিছু বাহির হয়, তাহার এক অক্ষরও ভক্তের নয়?" এ অবস্থা কোন্ সময়ে উপস্থিত হয়? "যখন মানুষের কথা থাকে না, তখন ঈশ্বরের কথার আরম্ভ। যে নিজে কিছু বলে না, তাহারই মুখে ঈশ্বর কথা কহেন?" তবে কি এ সময়ে কেবল কথন দর্শন নাই? না দর্শন ও কথন একত্র সম্মিলিত? যেখানে দর্শন নাই, সেখানে কথন কি প্রকারে অবিমিশ্র চলিতে পারে? আমরা পরক্ষণে আচার্য্য মুখে শুনিতে পাই "ওরে ভ্রান্তজীব, আকাকে সত্য দেখ আর বল, চারিদিকে সত্য দেখ আর বল; এখন আর বাতীর আলোর প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের মত বলিতে হইবে না। এ সময় নববিধানের পবিত্র সময়; এ সময় ক্রমে মনুষ্যের বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। এ সময় জ্বলন্ত ব্রহ্মবাণীর অধিকার। আচার্য্যের এখন প্রয়ো-জন নাই. আচার্য্য উপাচার্য্যের ব্যবসায় বন্ধ হই-তেছে।" তবে বক্তাই কি কেবল ব্রহ্মবাণীর আবাস স্থল? শ্রোতা কি ব্রহ্মদ্বারা অনুবিদ্ধ না হইয়াও ব্রহ্মবাণী ধারণ করিতে পারেন? কে বলিল? "কেবক্তা, কে শ্রোতা? হরি-বক্তা, হরি শ্রোতা। হরি যদি না বলান কে বলে? হরি যদি না বুঝান, কেই বা বুঝে? তাঁর শক্তি বিনা সরলতম-সত্যকেও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, কোন সত্য কাহা-রও শুনিবার অধিকার হয় না। হরির বলাও চাই, হরির শোনাও চাই।" তার কি এ সময়ে

মানুষের কথার মধ্যে কেবল ঈশ্বরের কথা? "এখন কার কথার মধ্যে মানুষের কথা যে নাই, তাহা বলিতেছি না। যদি থাকে, তাহা অসত্য, তাহা ভ্রান্তি। দিন আসিতেছে, মানুষের রসনাকে যন্ত্র করিয়া ঈশ্বরই কেবল জীবের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবেন। ব্রহ্ম বুদ্ধি ভিতরে থাকিয়া মানুষের বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিবেন, ব্রহ্ম-ভক্তি ভিতরে থাকিয়া মানুষের বোধকে কার্য্যে পরিণত করিবেন।" যদি বক্তার মুখে হরি-বক্তা হইলেন, শ্রোতার কর্ণে হরি শ্রোতা হইয়া বসিলেন, তবে যখন উপাসনা করিব, তখন কি নিজে করিব? না "আর আপনি উপাসনা করিও না যদি ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়া জিহ্বাকে উত্তেজিত করেন তবেই উপাসনা হইবে।" যদি বক্তা নিজের বক্তৃত্বের পরিচয় দিতে ব্যস্ত হন কি করিব?" যেখানে বক্তা নিজে বলেন, দাঁড়াইয়া বক্তৃতাকে সেখানে কাটিবে। বলিবে, তোমার গরলপূর্ণ কথা শুনিতে আমরা আসি নাই। দুই দশদিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম কি মানুষের কথা শুনিবার জন্য? মানুষের কথায় পরিত্রাণ নাই। তোমার আচার্য্যবেশ ছাড়, মানুষ রসনা ছাড়। দেবস্বর চড়াইয়া দেবগান আরম্ভ কর। ব্রহ্মস্বরে যদি গান হয়, বক্তা বলিতে বলিতে ব্রাহ্ম মোহিত হইবেন, শ্রোতা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শব্দ যদি ব্রহ্ম হন, মুখে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারিত হউক, কর্ণে ব্রহ্মশব্দ প্রবিষ্ট হউক। বলিতে বলিতে স্বর্গ, শুনিতে শুনিতে স্বর্গ।"

আচার্য্য ব্রহ্মবাণীতে উপাসনা আরম্ভ করিয়া কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিলেন? "ভগবানের প্রেম।" মধুর বিষয়, মনোহর বিষয়। কেন প্রেমের কথা কি আর বেদী হইতে শুনা যায় নাই? হাঁ, শুনিয়াছি কিন্তু এমন মধুর প্রেমের কথা আর শুনি নাই। স্বয়ং আচার্য্য বলিয়াছেন "আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি, তাহা অনেক প্রকার আছে। উৎকৃষ্ট ভালবাসা বাহির করিতে হইবে। ভগবান্ অনেক ফুল রাখিয়াছেন; গোলাপ, জুঁই, মল্লিকা চাঁপা, কদম্ব, পদ্ম ফুলে তোমার হৃদয় সাজান রহিয়াছে। ভগবান্‌কে বল, কোন্ ফুল ভাল লাগে? কোন্ ফুল তিনি তুলিয়া লইবেন? পদ্ম না গোলাপ? জুঁই না চাঁপা? ভালবাসা কত রকম, ফুল কত রকম? চাঁপার গন্ধ গোলাপে নাই, জুঁইয়ের গন্ধ চামেলিতে নাই। কিন্তু প্রত্যেকটিই সুন্দর" ঈশ্বরকে কখন আমরা মা বলি, পিতা বলি, বন্ধু বলি, ভাই বলি, ঘরবাড়ীও বলি; যাহার যাহা প্রিয় তাহারা তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া সমাদর করে। ইহাতে কি ঈশ্বরাবমাননা হয়? না, "সেই স্তবের কাছে বেদ বেদান্তের স্তব ভাল লাগে না। সেই স্তব ঈশ্বরের এত ভাল লাগে যে তিনি বলিলেন, ঋক্‌বেদের স্তব অপেক্ষা আমি এই স্তব পছন্দ করি।" কেন এ স্তব ঈশ্বরের মনোনীত কেন? "যাহাতে যা[illegible]র কিছু মঙ্গল হইয়াছে, উপকার হইয়াছে, তাহার তাহাই স্তবের উপকরণ হইয়াছে।" "বড় বড় বক্তৃতা ঈশ্বরের সমক্ষে করিও না। তাঁহার সমক্ষে বক্তৃতা করার ন্যায় অন্যায় দুষ্ট কার্য্য আর নাই। প্রেমের উচ্ছ্বাস যেরূপে হয় সেখানই ভাল।" এমন কি ভক্ত হরিতে সন্তানবাৎসল্য পর্য্যন্ত অর্পণ করেন, তাহাতেও তাঁহার অবমাননা হয় না। ভক্তের কাছে হরি অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখনই আমায় ডাকিবে তখনই আমি আসিব। অধিক কি ভক্তের উপাধান নাই, ভক্ত হরিকেই উপাধান করিয়া সমুদায় রাত্রি নিদ্রা যান। "হরি কি ভক্তের মস্তক আপনা হইতে ফেলিয়া দিয়া যাইবেন? কোথায় ফেলিয়া যাইবেন? হরি কি তা পারেন? হরি তাহা পারেন না। হরির নিকটে আর ভক্তের প্রার্থনা নাই, আব্দার। তিনি যে আব্দার করেন, হরি তাহাই পূর্ণ করেন। এমন কি তাঁহার আব্দার করিবার পূর্ব্বে সকলই তিনি

অগ্রে আয়োজন করিয়া রাখেন সুতরাং "আগে প্রার্থনা ছিল, এখন কেবল মুখ তাকিয়া থাকা। যা কিছু প্রয়োজন, হরি নিজেই সমস্ত প্রদান করিবেন।" হরির সঙ্গে বৎসর বৎসর বিবিধ ক্রীড়া হইয়াছে, এবার তাঁহার সঙ্গে কোন্ ক্রীড়া কোন্ আমোদ? এবার ফুল দিয়া আমরা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব? পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ফুল দিয়াছি, এবার দেখি হরি তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। সে সকল ফুল বাসি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কেন সন্তোষ হইবে? এবার তিনি কোন্ ফুল চান? "সতীত্ব ফুল" "ভাবের ভাবুক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন সতীত্বফুলের অভাব শুনিয়া পিতাভাবে মাতাভাবে বন্ধুভাবে পুত্রভাবে, সকল ভাবেই অন্বেষণ করা হইয়াছে। এ ভাব ব্রাহ্মেরা এখনও দিতে পারে নাই। মা কি সহজে বিষণ্ণ? সুন্দর সুন্দর ফুল আমরা আনিয়াছি তিনি প্রেমরসে রসাভিষিক্ত হইয়া লইতেছেন না কি সহজে? রসবিহীন ফুল কি তিনি স্পর্শ করিবেন? পুরুষ না নারী তোমারা? পুরুষ। ভগবতী চলিয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইল।" একি কথা পুরুষ হইবেন নারী, পুরুষ—নারীরসতীত্ব অব্যভিচারীপ্রেম না পাইলে জগৎপতি সন্তুষ্ট হইবেন না। এ ফুল কোথায় পাইব? প্রাচীন কোন স্থানে নহে, নববিধানের নব বৃন্দাবনে এই ফুল লইয়া "ঈশ্বরের নিকটে পতিপ্রিয় সতীর ন্যায় যাইতে হইবে।" কেন এ ফুলের এত আদর কেন? এই এক ফুলের মধ্যে সমুদায় ভাব নিহিত আছে। "সতীর প্রেমের ন্যায় আর প্রেম নাই, এ শাস্ত্র অভ্রান্ত উৎকৃষ্ট শাস্ত্র। সতীর সতীত্ব লালফুল, কত চিত্র বিচিত্র করা, তাহাতে পিতৃভক্তি, বন্ধুর প্রণয়, ভ্রাতৃস্নেহ এ সকলও ইহার মধ্যে আছে, ইহা যেন একটি নূতন ফুল, ইহা প্রণয়পূর্ণ। স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব। নিরাশ্রয় অবস্থায় সতী কন্যারূপে স্বামীর সেবা করেন, কখনও ভগিনী ভাবে পতিমুখ পানে চাহিয়া হাস্য করেন। কোন ভাবই সতীত্বভাব হইতে ছাড়া নয়। * * * ভাই ভগিনীকে খেলা করিতে দেখিলে, সতী ভাবেন আমরা কেন এইরূপে করিব না? স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া ভাই ভগ্নীর সুখ কেন লাভ করিব না? আমরা কি ভাই ভগিনী নই? সে সম্বন্ধ তো ঘোচে না। বিবাহ হইলে সে সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়। সতী স্বামীকে ভাইভাবে ফোঁটাও দিতে পারেন। আবার যখন স্বামী শয্যাতে শয়ান উঠিবার সামর্থ্য নাই,রোগে জর্জ্জরিত সে সময়ে মাতার ন্যায় গম্ভীর ভাবে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে সতী ভিন্ন আর তো কেহই নাই; স্বামীর তখন মা বাপ ভাই বন্ধু যা বল, সব এই একজন। টাকা স্ত্রীর হস্তগত। পাইয়াছেন স্বামীর কাছে, এবার স্বামীকে দিবার সময়। ডাল বেদানা কোথায়, মিছরি কোথায়, স্ত্রী কেবল এই বলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রীই মাতার কার্য্য করেন সতীর মতন "এমন পতি মর্য্যাদা আর কে জানে? কে আর এমন পতির সেবা করে" সতী যে এসব কার্য্য করেন, সে কি টাকার লোভে? না দশ জন লোক তাঁহার নামে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিবে বলিয়া? পাড়ার লোকের সুখ্যাতির জন্য কি পতি সেবায় ব্যস্ত হন? না। পতি যে তাঁর সর্ব্বস্ব। পতিই তাঁহাকে ভাল লাগে, পতির যাহা কিছু তাহাই তাঁহার নিকট সুন্দর ও মিষ্ট, " "সতীর যেমন দ্বিতীয় পতি থাকিতে পারে না, ব্রহ্মভক্ত তেমনি বলিতে পারেন না, জগৎপতি আর এক জন আছেন। অন্য পতি আছে বলিলে তাঁহার গলা কাটা হয়।" সতী যে চেষ্টা করিয়া পতি মর্য্যাদা শিখিয়াছেন তাহা নয়, আপনিই আপনার সরস্বতী; আপনার মনে আপনিই কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর ব্রহ্মপতি যাঁহার পতি তাঁহারও তেমনি, আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না" "ব্রহ্মই প্রাণপতি; এ কথাতে ব্যাকরণের কিছুই ভুল

নাই। কি বেদবেদান্ত, কি শিখধর্ম্ম, কি ইংরাজধর্ম্ম, সকলধর্ম্মই তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকেন। জগৎপতি স্বর্গপতি, তিনি যদি সাধারণ ভাবে পতি হন, তবে এক এক জনের পতি নয় কেন? আমি কি এমনই কুলটা যে আমি তাঁহাকে পতি বলিব না? সকলের পতি হইবেন তিনি, কেবল আমিই বাদ পড়িব! তিনি জগতের পতি কেবল কি আমারই পতি নন? এই পথে ব্যভিচার কণ্টক, অন্য কণ্টক নাই। জ্ঞান চাই না, পতিভক্তি থাকিলেই পতি কাছে আসিতে দিবেন। মানুষ পতির ন্যায় তিনি নন। নিরাকার পতি, ব্রহ্মপতি। আমি বালিকা পত্নীর মত তাঁহার পানে চাহিব, সতী দাসী হইয়া আমি তাঁহার কাছে থাকিব, আমি তাঁহার পদার্চ্চনা করিব, আমার ধনপতি, সংসার পতি, বন্ধুপতি ছিল, সকলে হাত ধরিয়া রাস্তায় কাঙ্গাল করিয়া বসাইল, এখন সাতপতির অর্চ্চনা না করিয়া আসলপতি ব্রহ্মপতির শরণাগত হইব। "পতির হাস্যেই সতীর স্বর্গ, ব্রহ্মের হাস্যেই আমাদিগের স্বর্গ। অব্যভিচারী প্রেম যদি আমাদিগের পক্ষ থাকে, ঈশ্বর দেখিয়াই চিনিবেন এবং হাতে ধরিয়া আমাদিগকে কাছে বসাইবেন। "আগে বলিতাম, বেদ থেকে উপাসনা লও, পুরাণ হইতে উপাসনা গ্রহণ কর, ঈশ্বরে বিবেক লও, অমুকের ভক্তি লও। পাঁচটি ফুল তোল, ভাল করিয়া মালা গাঁথিয়া পর। প্রেমের মত্ততায় ভালবাসার ভিতরে পাঁচ নাই, দ্বিতীয় তৃতীয় নাই। পৃথিবীতে গুরু নাই, ভাই ভগিনী নাই, জগৎপতিই সমস্ত। পতিকুলই প্রিয়কুল। সতীর কাছে পতির বাড়ীর ভাঙ্গা জানলাটিও ভাল। পতির বাড়ীর লোক তোমরা পতিকে না চিনিলে তোমাদিগকে কিরূপে চিনিব?" "পতি যাহাতে বিরক্ত না হন, তাহাই আমার কার্য্য। তাঁর যত কুটুম্ব সব আমার কুটুম্ব। পতির জীব আমার প্রিয়।" "মানুষ আর মানুষ নয়, জীবে ব্রহ্ম অবতীর্ণ। নদ নদী গাছ পালা, সমস্ত পদার্থেই আমার ব্রহ্মপতি, তাই সকলের সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবার সুন্দর হইব। ছিলাম অব্যবসায়ী এবার ব্যবসায়ী হইব। ছিলাম উদাসীন এবার গৃহস্থ হইব। এবার সপরিবারে গৃহধর্ম্ম সাধন করিব। সকলে মিলিয়া সতীত্বধর্ম্ম পালন করিব। এবারকার উৎসব সতীদিগের উৎসব হউক। পতির মুখ দেখিয়াছি বলিয়া সকলে পাগল হইয়া যাও। আপনার আত্মাকে সুন্দর কর, পতির পদ ধারণ করিয়া যত দুঃখ সন্তাপ নিবারণ কর।"

প্রাতঃ কালীয় উপাসনা মধ্যাহ্ন কাল অতিক্রম করিয়া বেলা ১টা বাজিলে ভঙ্গ হয়। সুতরাং মধ্যাহ্ন কালের উপাসনা আর হইতে পারিল না। কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়, বিদেশ হইতে সমাগত যাঁহারা সেই সেই স্থানে উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহারাই প্রায় ব্যক্তিগত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর ধ্যানের জন্য আচার্য্য বেদীতে আসীন হন। ধ্যানের উদ্বোধনে ধ্যানের ক্রমিক অবস্থা বিবৃত হয়। প্রথমাবস্থা নির্ব্বাণ, কোন প্রকারের চিন্তা ধ্যানের মধ্যে আসিতে না দেওয়া। তৎপর ব্রহ্মসত্তাতে চিন্তার নিমগ্নভাব। পরিশেষে মাতা প্রভৃতি সম্বন্ধানুভব। এই সময় আচার্য্য এক তারা যাগে সুললিত তানে নববিধানের নববিধ যোগারম্ভ করিলেন। সকলে ইহাতে মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হইলেন। শেষাবস্থায় চিদাকাশে আত্মার বিলয় এবং আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি। যাঁহারা ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পর পর অবস্থার আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই কেবল এবারকার ধ্যানের মর্ম্ম কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য ধ্যান চিরজীবনের অপরিহার্য্য সামগ্রী হইয়াছে। সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তনের প্রমত্ততা সমুদায় মন্দিরকে টলমল করিয়া তুলিয়াছিল। সে নিবারণকরে কাহার সাধ্য।

যদি অন্য দিকে বিপরীত ভাবের টান না থাকিত. তবে নিশ্চয় কেহ এ সঙ্কীর্ত্তণ আর থামাইতে পারিত না। মহাত্মা চৈতন্যের সময়ে মহাপ্রেমের উচ্ছ্বাসে কি হইত এবারকার সঙ্কীর্ত্তনে তাহার আভাস সকলে অবলোকন করিয়াছেন। এই সায়ংকালে এত জনতা হইয়াছিল যে মন্দিরে তিলার্দ্ধও স্থান ছিল না। আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি বহু লোক স্থানাভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনান্তর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশ নিম্নে লিপি বদ্ধ করা গেল।

জর্ম্মণী দেশে রাইন নদী তীরে লোলি নামে এক বিচিত্র স্থান আছে, এই স্থান পর্ব্বতময় নদী কূল। সেই সকল পর্ব্বতের এক বিশেষ গুণ এই. কেহ যদি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে এত দূর পর্য্যন্ত যায়. যেন প্রতিধ্বনিরূপ সাগরে [illegible]িশিয়া পড়ে। এই ব্যাপার দেখিলে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত [illegible]। শব্দ এবং প্রতিশব্দ ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি। হে ব্রাহ্ম! এবিষয়ে কি আলোচনা করিয়াছ? আওয়াজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার. মনে কি ইহা লাগিয়াছে? সর্ব্বদা পৃথিবী নানাবিধ শব্দে পরিপূর্ণ; কয় জন লোক স্থির হইয়া শব্দতত্ত্ব আলোচনা করে? আওয়াজের বিষয় বলা এবং ভাবা কার অধিকার? সাহিত্যের? না বিজ্ঞানের? না ধর্ম্মের? আমি বিবেচনা করি, শব্দের গভীর তত্ত্ব বিজ্ঞানের অতীত; ধর্ম্মের অধিকৃত। শব্দকে সঙ্কোচ করা, শব্দ দ্বারা দিক্ বিদিক্ কম্পিত করা, শব্দে শাস্ত্র সংগঠন করা, বিদ্যা উৎপন্ন করা এ সমুদায় ধর্ম্মের ব্যবসায়। শব্দ কি, শব্দ কত বড় হইতে পারে কত ছোট হইতে পারে, এ সকল অতি অদ্ভুত আলোচনা। শব্দকে বৃদ্ধি করিতে করিতে, এমন ভয়ঙ্কর করা যায়, যে মানুষের কর্ণ তাহা সহিতে পারে না। এক বজ্রের শব্দ শুনিলে লোকে কর্ণে হস্তার্পণ করে। কে না মনে ভাবিতে পারে, এই বজ্রের শব্দ শত গুণ হইতে পারে। এক বজ্রের শব্দ শত বজ্রের শব্দ হইতে পারে। সেই ভয়ানক শব্দ সহিতে পারে, এমন শ্রবণ পুট কাহার আছে? এই শব্দকে যদি সঙ্কোচ কর, যদি ছোট হইতে এত ছোট হইয়া যায়, যে নিস্তব্ধতার সঙ্গে প্রভেদ না হয়. তাহা হইলে মানুষের শ্রবণ সূক্ষ্মতম শব্দের সঙ্গে আর নিস্তব্ধতার সঙ্গে প্রভেদ করিতে পারে না শব্দের অর্থ কি? যদি বল 'ক' তাহার মানে কি? কিছুই না। যদি ক এ আকার দেও কি বুঝায়? কিছুই না। যদি আর একটী অক্ষরপাত কর, কি হয়? কিছুই না। কিন্তু শব্দ হইবা মাত্র, একটী শব্দ বলিবা মাত্র মনে একটী ভাবের উদয় হয়। শব্দের অর্থ ভাব, অর্থাৎ একটী শব্দ বলিবা মাত্র স্বাভাবিক নিয়মে একটী ভাবের উদয় হয়। যদি বলি, 'আত্মা কি পরমাত্মা,' তাহা হইলে ভাব যোগে হৃদয়ের মধ্যে একটী বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। যদি বল উহা হইতে পারে, কেন না আত্মা. পরমাত্মা, প্রভৃতি শব্দের মানে আছে। তাহা হইলে বীণার আওয়াজ মনে কর। নদীর বক্ষে যখন বায়ু বহে, সেই বায়ু দ্বারা বাঁশির শব্দ যখন কর্ণকুহরে আসিয়া স্পর্শ করে, তখন কি অদ্ভুত ভাবের সমাগম হয়। যখন কোন আওয়াজ কর্ণে প্রবেশ করে, কাহার ও হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিত হয়, কাহার ও হৃদয়ে আহ্লাদের সমাগম হয়, কাহার ও হৃদয়ে বা অপর কোন ভাব। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শব্দের কোন অর্থ নাই, অথচ শ্রুত হইবা মাত্র হৃদয়ে বিচিত্র ভাব উৎপাদন করে, শুনিবামাত্র ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। এই জন্যই বীণাবংশির আদর, এই জন্যই সংগীতের উৎপত্তি, এই জন্যই বেদ পাঠ। ইহারই জন্য বিবিধ প্রকার শব্দ শাস্ত্র আসিয়াছে। যদি মূলে অবতীর্ণ হও, দেখিবে আদিশব্দ কি ছিল। প্রথম শব্দ কে উচ্চারণ করিল? প্রথমে যে আওয়াজ হইল, সে কি আওয়াজ? বেদে বলে আদিশব্দ ওঁকার। এই যে ওঙ্কার রূপ বিচিত্র চিহ্ন, ইহার ভিতর সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র, সমুদায় তত্ত্ব নিহিত। কথিত আছে, ঋকবেদীয় ঋষিগণ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহাদের শুভ্রকেশ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া গেল; মুখ হইতে স্বর্ণরাশি বহির্গত হইতে লাগিল। যেমন আমাদের দেশে শব্দের মাহাত্ম্য এইরূপ কতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যদেশে, খ্রীষ্টানদিগের দেশে. গ্রীস দেশে, আফ্রিকার মিসর দেশেও শব্দের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। শব্দের চিন্তাতে মহা মহা পণ্ডিতগণ ধার্ম্মিকগণ মগ্ন ছিলেন। আমাদেরও উচিত হইয়াছে, এ বিষয়টী কি, উপলব্ধি করিব। যদি, পারি, আমরা শব্দের উপর আমাদের ধর্ম্মকে স্থাপন করিব। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম ঈশ্বরের শব্দ। কোরাণ কি? শব্দ। গুরু নানক ও অনাহত শব্দের কথা লিখিয়া যান। বাস্তবিক শব্দ বিনা ধর্ম্ম স্থাপিত হইতে পারে না। যতক্ষণ না শব্দ ঈশ্বরের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়, যতক্ষণ না সেই বিস্তৃত পরমাত্মা, সেই আকাশব্যাপীব্রহ্ম, সেই সর্ব্বঘটে বিরাজমান-লাবণ্যময়ী শক্তি, সঙ্কুচিত হইয়া গাঢ় হইয়া শব্দায়মান হন, ততক্ষণ ঈশ্বর বোধ হয় না, ধর্ম্মের গভীরতা বোধ হয় না। সেই জন্য ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী লোক সর্ব্বদা শব্দের অনুসরণ করেন শিক বলে, গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি সকল

শাস্ত্রের নাম শব্দ। ভজন নয়, শাস্ত্র নয়, সংগীত নয়, শব্দ। শব্দ কেন নাম হইল? সেই সকল ছন্দে বন্ধে, সেই সকল শব্দে, সেই সকল ভাবে, ঈশ্বরের মহিমা এমনই প্রকাশিত যে শ্রবণ মাত্রই শ্রোতার ধর্ম্মবোধ, ব্রহ্মবোধ হয়। অতএব যাহা কিছু ধর্ম্ম ও সত্য যাহা ঈশ্বরের গুণ ও প্রকৃতি, সমুদয়ই শব্দায়মান হয়। কেন হয়? না শুনিলে ত বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথায়? কর্ণে শ্রবণে। বিশ্বাসী সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, শব্দ শ্রবণে বিশ্বাস হয়। অতএব হে উপস্থিত ভ্রাতৃগণ! শ্রবণের উপর যে ঘৃণা করে না, যে শ্রুতিধর, যে শব্দরূপবর্ণকে ধরিয়া রাখে, তাহারই ধর্ম্মে অধিকার হয়। অদ্য শুনিয়াছ যেমন বক্তার আবশ্যক, তেমনি শ্রোতারও আবশ্যক আমি বলি, শ্রোতার বরং অধিক আবশ্যক। আকাশ হইতে জল পড়িয়া যদি অরণ্যে বা মরুভূমিতে যায়, তাহা হইলে কি ফল জন্মে? অতএব এই যে শব্দরূপ শ্রাবণ মাসের জলধারা, যাহা শাস্ত্রে, আচার্য্যের কথাতে, পরিব্রাজকের জিহ্বাতে, ইহাকে ধারণ করে কে? শ্রোতার শ্রবণরূপ সরোবরে যখন এই জল পড়ে, তখনই ধর্ম্মের উদ্যানে ফল হয়, ফুল হয়, ঐশ্বর্য্য হয়। বক্তৃতা করিতে অনেকেই পারে, কিন্তু শ্রবণ করিয়া কথার ভাব রস পান করা সকলের হয় না। মুনিদিগের মান অধিক, চিরকালই আছে। মুনি ত কথা কহেন না? ধর্ম্ম তাঁহার কোথায়? তিনি ক্রমাগত বসিয়া শব্দসিন্ধু পান করেন, শব্দ রোমন্থন করেন, চর্ব্বণ করেন। মৃগ কি গো যেমন আহার করিয়া চর্ব্বণ করিয়া রক্তমাংসাদি লাভ করেন, ধর্ম্মের মেষ যিনি, তিনি নানা শাস্ত্র, নানা আচার্য্য হইতে ফুল, ফল, পল্লব সংগ্রহ করিয়া মুনি হইয়া রোমন্থন করেন। দেখিয়াছ ত, মৃগ কি গো যখন চর্ব্বণ করে তখন অন্যদিকে তাকায় না; স্থির হইয়া চর্ব্বণ করে। যিনি আহূত শ্রোতা, মনোনীত শ্রোতা, "কেননা জানিও শ্রোতাও প্রেরিত আছে" তিনি শব্দ লইয়া সেইরূপ মত্ত হন। বীণা বংশী বাজিতেছে, তুরী ভেরী শব্দ নিনাদিত হইতেছে, পক্ষিকণ্ঠ হইতে আওয়াজ হইতেছে, তিনি এই সমস্ত লইয়া চর্ব্বণ করিয়া রক্ত মাংস, স্বাস্থ্যে পরিণত করেন। আমিও একজন সকলের মত শ্রোতা। শুনিবার শাস্ত্রে আমার অধিক সম্মান। যখন শুনিতে হইবে, হৃদয়কে সরোবর করিয়া শব্দের জল ইহাতে ধরিতে হইবে। শব্দ আসিবে কোথা হইতে? ঈশ্বরের নিকট হইতে। ঈশ্বরের কি মুখ আছে? নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের কি মুখ কল্পনা করিতে পারি? যদি মুখ না থাকে, তাহা হইলে শব্দ হয় কিরূপে? 'ওরে রসনা! হরিনাম বল্, 'এইরূপে রসনার উপর সম্বোধন সতত শুনি। কেননা এই যে রসনা, ইহা রসকে আস্বাদন করে। ইহা হইতে যখন পুণ্যরস উদ্ভূত হয়, তখনই ইহা রসপ্রসূ রসনা। সকল রসের মূল কোথায়? মিষ্ট রস বল, সাহিত্যরস বল, নীতিরস বল, ধর্ম্মরস বল, সমুদায় রসের মূল কোথায়? শাস্ত্রে বলে, "রসো বৈ সঃ" ঈশ্বর যিনি, রস স্বরূপ তৃপ্তি স্বরূপ। যেমন তিনি সত্যস্বরূপ, তেমনিই তিনি রস স্বরূপ। হাস্য রস, কবিত্ব রস, বিজ্ঞান রস, ধর্ম্মরস সমুদয় রসের আস্বাদন মিলিত হইয়া তাঁহার নামকে সুমিষ্ট করে। দয়াল নাম মধুর নাম। মধু হইল কোথা হইতে? গোলাপ রস, পদ্মরস, প্রভৃতি সমুদয় রস মধুকে রচনা করে। আমরা যদি পাঁচ সহস্র বৎসর গোলাপ চর্ব্বণ করি, মধু বর্ষণ হয় না, কিন্তু মক্ষিকা দশটী ফুল হইতে কত মধু সঞ্চয় করে। নানা প্রকার ফুলের কথা আজ শুনিয়াছি। শান্তি চম্পক, ভক্তিপদ্ম আছে, নানা প্রকার ভাবের দ্বারা উপাসকের হৃদয় পূর্ণ হয়। সমুদয় ভাব ঈশ্বর হইতে একত্রিত হইয়া সাধু হৃদয় চিত্রিত হয়। শান্তি পীযূষ, কবিত্বের মধু, ভক্তের গভীর সুখ সমুদয় একত্রিত হইয়া রস স্বরূপ ঈশ্বরে সঞ্চিত আছে। রস আস্বাদিত হয় কিরূপে? বলিয়াছি রসনা দ্বারা। তবে রসনা কি হইল? হইল যন্ত্র পুণ্যের বাজনা তাহাতে বাজে, পুণ্যের লহরী তাহা হইতে উচ্চারিত হয়। যে ব্যক্তি রসনাকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, সময়ে চাবি খুলিতে ও সময় বন্ধ করিতে পারেন, ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করাইতে পারেন ও বাঁশির ন্যায় বিবিধ ভাবের সুর বাহির করিতে পারেন, তাঁহাকেই বলি, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। যে শব্দ বিনা শাস্ত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, সেই শব্দ বিনির্গত হয় কোথা হইতে? যিনি ভক্ত, ঈশ্বরের ভৃত্য, রসনা সাধনে সিদ্ধ, তাঁহারই মুখ নিরাকার ব্রহ্মের শব্দ প্রকাশের যন্ত্র। কোন কোন মহাত্মা এমনই বলেন যে বেদ বেদান্ত পরাজিত হইয়া যায়। কোন কোন মহাত্মার এমনই উচ্চারণ যে কাহারও নাম হইয়াছে চতুর্ম্মুখ। এই জন্যই বলে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। এক মুখে অধিক বলা যায় ভাবিতে না পারিয়া, লোকে অধিক মুখের আরোপ করে। মুখবান নর নারীই দেবতা বলিয়া গণিত হইয়াছেন। এক ভাব সাধক মুখে উচ্চারিত হয়, সংগীতে সেই ভাব গীত হয়, বাদ্যযন্ত্রে সেই ভাব বাজে। মূল কোথায়? সাধক বিনিঃসৃত একটী শব্দ। সাধক যাঁহারা, ঈশ্বরের দাস যাঁহারা, তাঁহাদের মুখ যন্ত্রস্বরূপ। ইহার আওয়াজে কোটী বাদ্যযন্ত্র হারিয়া যায়। একটী শব্দ, ঈশা উচ্চারণ করিলেন, চার সহস্র লোক একত্রিত হইয়া তাহাই গান করিতেছে, ইহা কর্ণে শুনিয়াছি। এই যে প্রকাণ্ড বজ্রতুল্য চীৎকার, যাহা এক মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক লোর্লী নামক স্থানের শব্দের ন্যায়। এমনই নিকটে আসিবে,

এমনই দূরে যাইবে, যে ভয় পাইতে হয়। সাধক কণ্ঠের ধ্বনি বিদেশে চলিয়া গেল, ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিল। প্রথম মানুষ যিনি, তিনি হয়ত বলিলেন 'পিতাকে প্রেম কর, ভ্রাতাকে ভালবাস।' এ শব্দ কোথা হইতে তিনি বলিলেন? অন্তরের এক শব্দ হইতে। ভিতরের সেই যে এক শব্দ তার নাম কি? তার নাম বিবেক, তার নাম প্রত্যাদেশ, তার নাম আদেশ। তার নাম কি? তার নাম মনুষ্যের আত্মাতে ঈশ্বরের স্থিতি। সেই স্থিতি হইতে যে ধ্বনি হইল তারই প্রতিধ্বনি বরাবর হইতে চলিল। এক জন উপদেষ্টার প্রতিধ্বনি দশ জনে করে; একজন আচার্য্যের প্রতিধ্বনি পাঁচ শত লোক করে। এক ভগবদ্ভক্তের প্রতিধ্বনির এই রবিবারে চল্লিশ সহস্র প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। এই মুহূর্ত্তেই উঠিতেছে। উপাসনা ও প্রতিধ্বনি সকলই প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনিতে আকাশপূর্ণ। প্রথম শতাব্দি অন্য শতাব্দিকে প্রতিধ্বনি দিল। কি দিল যুগ যুগকে? ঈশার শব্দের প্রতিধ্বনি, মুশার শব্দের প্রতিধ্বনি। আদি ইহার কি? ঈশ্বরের শব্দ লোর্মি পর্ব্বতের ন্যায় দূর হইতে নিকটে নিকট হইতে আবার দূরে প্রতিধ্বনি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে যদি কেহ একটী প্রস্তর ফেলে, প্রথম একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয়, তার পর একটী বড় আয়তন তরঙ্গ হয়, তার পর আর একটী হয়। শেষে হয় কি? শেষে কোটী কোটী ক্রোশ ব্যাপী প্রশান্ত সাগরকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। তেমনি ভক্ত রূপ ক্ষুদ্র প্রস্তরাভিঘাতে পরমাত্মা সাগরে যে তরঙ্গ হয়, তাহা প্রথম বেদীর চার দিকে বদ্ধ থাকে, ক্রমে উড়িষ্যায় যায়, পঞ্জাব দেশে যায়, গুজরাটে যায়, ইংলণ্ডে যায়। ব্রহ্মাণ্ড ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। এই যে শব্দ, ইহা ব্রহ্মের প্রকাশ। ধন্য বাদ করি, তাঁহাদিকে, যাঁহারা এই শব্দকে রক্ত মাংসের আকার দিতে পারেন। তাঁহাদিগের ভিতরে অনাহত শব্দ আহত শব্দ হয়। বীণাপাণি আর কে? সেই, যার মুখ হইতে ব্রহ্ম অভিজ্ঞায়, ব্রহ্ম আজ্ঞা বিনির্গত হইয়া এমনই শব্দ করে, যে সমুদায় বাদ্য যন্ত্র হার মানে। অতএব হে ভ্রাতৃগণ! এই শব্দের প্রতি অমনোযোগ করিও না। শ্রোতার এই গৌরব যে, প্রেরিত শ্রোতা সুশব্দ কুশব্দের পার্থক্য বুঝিতে পারেন। প্রেরিত সিদ্ধ বক্তা যেমন কুশব্দ বলেন না, কেবল অন্তরে বাজে যে শব্দ তাই বলেন, প্রেরিত শ্রোতা তেমনই সুশব্দই শ্রবণ করেন। আমাদিগের মন্দির হইতে তাই বাজুক আমরা শ্রবণ পুটে তাহাই সঞ্চয় করি। আমরা মুনি হই, ধারক হই, শব্দ ব্রহ্মে হৃদয় পূর্ণ করি; শব্দ আহার করি। বৃক্ষ লতা আমাদের নিকট গান করুক; অচেতন সচেতন সকলে মিলিয়া অশব্দ ব্রহ্মের ভাব শব্দায়মান করুক। ঈশ্বর আমাদিগের উপর এই সৌভাগ্য বিধান করুন্।

১১ মাঘ সোমবার। অদ্য প্রাতঃকালে আর্য্যনারী সমাজের উপাসনা হয়। এবার মন্দিরে নারীগণের সংখ্যা পূর্ব্ববারাপেক্ষা সমধিক হইয়াছিল। মন্দিরের সমুদায় গ্যালারি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অদ্য প্রাতে ব্রাহ্মিকাগণ দ্বারা গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। আচার্য্য বেদীতে আসীন হন। নিয়মিত উপাসনাতে যে উপাসনা হয়, তাহাতে সতীত্ব ধর্ম্ম অতি সুন্দররূপে বিবৃত হয়। মহেশ্বরের নিন্দাতে সতীর মৃত্যু এবং পুনরায় নবদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ এই বিষয়টি এমন আশ্চর্য্য রূপ প্রতি আত্মার অবস্থার সঙ্গে মিলিত করা হয় যে, যে ব্যক্তি এই উপাসনা শ্রবণ করিয়াছে তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। আমরা সংসারে আসিয়া অবিশ্বাস নাস্তিকতা সংসার পাপ প্রভৃতিতে মহেশ্বরের নিন্দা নিয়ত শ্রবণ করিয়াছি, এই নিন্দা শ্রবণে আমাদিগের সেই মন এমন কলুষিত হইয়াছে যে যোগে এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবতনু নবজীবন লাভ না করিলে আর দেবাদিদেব মহাদেবকে যে পতিত্বে বরণ করিব তাহার সম্ভাবনা নাই। সতী কি কখন পতির নিন্দা শুনিতে পারেন? না শুনিয়া পাপ দেহ ধারণ করিতে পারেন? এইজন্য সংসারে মৃত হইয়া নবতনু ধারণ করিয়া পুনরায় তিনি পতিকে বরণ করিলেন। প্রত্যেক নারীকে এইরূপে পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করিতে হইবে, এবং ঈশ্বরকে চির পতিত্বে বরণ করিতে হইবে। অপরাহ্নে নারীগণ কর্ত্তৃক উপাসনা কীর্ত্তন ও বরণ হয়। রজনীতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করেন।

১২ মাঘ মঙ্গলবার। অদ্য নগর সঙ্কীর্ত্তন ও বিডন পার্কে বক্তৃতার দিন। এবার সঙ্কীর্ত্তন আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্ব পৈতৃক গৃহ হইতে বাহির হয়। সর্ব্ব সম্মুখে বালকগণ, তৎপর দেশীয় বিদেশীয় সঙ্কীর্ত্তনের দল মহোৎসাহে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডন পার্কে গিয়া

উপস্থিত হয়। বিডন পার্কে সমবেত লোকের সংখ্যা বলিতে হয় না। এবার টাউন হলে লোকের স্থান হয় নাই, বিডন পার্কে আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতার পক্ষে প্রশস্ত স্থান বটে কিন্তু লোকের নিষ্পেষণে যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে হয়, এস্থানও একপ্রকার অনুপযুক্ত। সে যাহা হউক, আচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে লিপি বদ্ধ করা গেল।

আবার এক বৎসর পরে এই আনন্দের শোভা দেখিয়া হৃদয় মন উৎসাহিত হইতেছে। প্রাণ আনন্দরসে প্লাবিত হইতেছে। সকলে ভৃত্যের প্রতি কৃপা করিয়া অন্তরের অনুরাগ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। তোমরা আমাকে ভাল বাস জানি। তোমরা যেমন আমাকে ভাল বাস আমি ও তেমনই তোমাদিগকে ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই বৎসরান্তে আসিয়াছি। ধনের প্রয়াসে এখানে আসি নাই। মান মর্য্যাদার প্রয়াস ও রাখি না। দাসত্ব করিতে আসিয়াছি। হরির আদেশে হরিকথা বলিয়া জীবন সফল করিব। আমাকে তিনি বলিয়াছেন, বল; আমি বলিব। আমি তাঁহারই আদেশে এক হাতে কাশী, আর এক হাতে বৃন্দাবন; এক হস্তে বেদ, অপর হস্তে পুরাণ; এক হস্তে জ্ঞান, অপর হস্তে ভক্তি; এক হস্তে সূর্য্য অপর হস্তে চন্দ্র এই দুই লইয়া বৎসরের শুভ দিনে উপহার দিতে আসিয়াছি। আমার বিনীত উপরোধ এই, দুই হাতে এই দুই গ্রহণ করুন। কৃতার্থ হইবে সে, যে ইহা লইবে, সেও কৃতার্থ হইবে, লোকে পাইবে যাহার হস্ত হইতে। চারি হাজার বৎসর অতীত হইল, হিমালয়ের উপরে, মহোচ্চ গিরিশিখরে, সেই উচ্চগিরির উচ্চশিখরে বসিয়া আর্য্যগণ ব্রহ্মনিনাদে নিনাদিত করিতেন। বেদত তখনকার; এখন আমাদিগের কাছে সেই বেদ আসিয়াছে। সেই বেদ ছাপা হইয়াছে, আমরা তাহার স্তবস্তুতি পাঠ করিতেছি। ইন্দ্র বরুণের ভাব বুঝিতেছি; আকাশ দেখিয়া আকাশের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বেদের সময় যখন চলিয়া গেল, পুরাণ তখন প্রস্তুত হইল, যখন চারিদিক শুষ্ক হইল, তখন জলবর্ষণ হইল। অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে ধরিতে গিয়া ব্রহ্মাংশের পূজা আরম্ভ করিল। ব্রহ্মকে কুচি কুচি করিল। এক এক অংশ লইয়া বন্দনা করিতে লাগিল। একটী সাধু, একটী সূর্য্য একটী নদী লইয়া ব্রহ্মস্তুতি করিল। ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হাতে করিয়া ধরিতে লাগিল। ছোট দেবতাকে ধরিতে পাইল। পুরাণ তন্ত্রের অনুগত হইয়া আমি কোন ভাবের ভাবুক হইব? ঋষিরক্ত দেহের ভিতর রহিয়াছে; ভক্তরক্ত ও শরীরে বহিতেছে, দুই শোণিতই প্রবাহিত হইতেছে। যদি নরাধমের মুখ হইতে কাহারও নিন্দা বহির্গত হয়, পাপ হইবে। আর্য্য জ্ঞানিকে গৌরব দিতে হইবে, আর্য্য ভক্তকে ও গৌরব দিতে হইবে। দুই ভাবকে মিলাইতে হইবে।

এমন সময় ছিল তখন লোকে ছয় মাসে ও হয়ত কাশী যাইতে পারিত না; এখন তিনমাস, ছয়মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। কাশী এখন হাবড়া, বালী, উত্তর পাড়ার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই কাশী এই আমি। এই আজ হাবড়ায় টিকিট কিনিলাম, এই একেবারে কাশীতে। পৃথিবীর কাশীকে নিকটস্থ দেখিয়া, যদি আশ্চর্য্যান্বিত হই, তবে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইব, যখন দেখিব মনের কাশী আরও নিকটবর্ত্তী। কাশী কি? যেখানে যথার্থ মহাদেবের পূজা হয় সেই কাশী। যেখানে ওঁকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, সেই কাশী। যেখানে ঋষিরা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বেদের গুণ ব্যাখ্যা করেন, সেই কাশী। যেখানে তিনি পূজিত হন আমি সেই কাশী চাই; ব্যাসকাশী চাই না। অন্য কাশীতে আমার প্রয়োজন নাই। বাষ্পীয়শকটের বল যেমন বাহিরের কাশীকে এক মিনিটের রাস্তা করিয়া দিল, যোগও তেমনি আসল কাশীকে নিকটে আনিল। এই বলিতেছি, এই শুনিতেছি, চক্ষু নিমিলিত কর; নিমিলিত নয়নের সম্মুখে আসিল। জড় বিজ্ঞানে তাড়িতের দ্বারা দূর দেশ নিকটের দেশ হইল, যোগ তাড়িতের দ্বারা প্রাণের কাশী, প্রাণের মধ্যে আসিল। এবার কাশীবাসী হইব। যোগীর ধন হইবেন, মহাদেব। মহাদেব বড় দেবতা; ক্ষুদ্র নন, সাকার নন। ভুলিলাম সংসার, টাকা কড়ি সব ভুলিলাম। টিকিট কিনিয়া পলকের মধ্যে কাশীতে উপস্থিত হইলাম। কাশী ছাড়িয়া এখন আরও যাও। যেখানে গঙ্গা যমুনা একত্র হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া যাও। যাও, আরও যাও; প্রয়াগতীর্থ অতিক্রম করিয়া যাও। শ্রীবৃন্দাবন সম্মুখে দেখিতে পাইবে। তখন জ্ঞানের কাশী পশ্চাতে ভক্তির বৃন্দা- বন সম্মুখে। সূর্য্য ওখানে চন্দ্র এখানে। এবার ভক্তির বৃন্দাবনে যাইব; এবার ভক্তিযমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব।

আগে কাশীতে বৈরাগী হইতে হইবে। বলিতে হইবে, টাকা কড়ি! দাও বিদাও। সন্তান স্ত্রী, বিদায় দাও; দাও বিদায় সংসার একবার কমণ্ডলু হস্তে কাশীর অভিমুখে চলিব। সন্ন্যাসী হইয়া পরিব্রাজক হইয়া পৃথিবী ভুলিব। ভুলিলাম, বিদায় লইলাম; ব্রহ্ম আরূঢ় হইলেন আত্মা অশ্বের উপর। ব্রহ্ম এবার এমনি জব্দ করিতেছেন,

যেন আর কিছুই নাই, বেদ-বেদান্তের অবস্থা কেবল ব্রহ্ম দর্শনের অবস্থা। ক্রমে মানুষ বলে, কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানে মাতা ফাটিয়া গেল, কে শীতল করিবে? দুই প্রহরের রৌদ্র মানুষ সহিতে পারিল না; ছোট মানুষের পক্ষে এত কিরণ অনেক। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; সুধাংশুর সুধাময় জ্যোৎস্নায় পৃথিবী মধুতে অভিষিক্ত হইল। পূর্ণিমার শশী, সকলের মুখে হাসি। এবার বৃন্দাবন সমাগত। সূর্য্য যখন অস্তমিত হইলেন, আর তিনি কখন আসিবেন না। জ্ঞান যথেষ্ট হইয়াছে; ব্রহ্মচাঁদকে চাই। প্রেম ফুল দিয়া এবার তাঁহাকে পূজা করিব; চন্দ্রের দিক্ দিয়া তাঁহার কাছে যাইব। বৃন্দাবনে কি আমায় প্রবেশ করিতে দিবে? দুঃখে পড়িয়াছি, বাহিরে আর থাকিব না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রেমের প্রাসাদে আমায় যাইতে দাও; শ্রীবৃন্দাবন! পায়ে পড়ি, কলিকাতার দুঃখী আমি, আমাকে গ্রহণ কর। যা করিতে বলিবে আমি তাই করিব, আমাকে প্রবেশ করিতে দাও। কোন্ জলে স্নান করিব বল; কোন্ ফুলে পূজা করিব বল; কি ভাবে পূজা করিব বৃন্দাবন! যুগলভাবে। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কাশি! তোমারও কি যুগল নয়? কাশী বৃন্দাবন কি পরস্পর কাটাকাটি করে? পরস্পরের মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ? হিন্দুর বৃন্দাবন কি হিন্দুর কাশীর মুখকে দগ্ধ করে? না না। আমরা নববিধানবাদী; আমরা বিবাদের কথা জানি না; গোলমাল শুনি নাই। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক; আমরা জানি, একদিক হইতে সূর্য্য, অপর দিক হইতে চন্দ্র বাহির হয়। উভয়ের বিবাহ হয়। বেদের সঙ্গে পুরাণের ভয়ানক সংগ্রাম হয় না। সংগ্রাম হয় নাই, হয় নাই। দেখ সতীত্ব বৃন্দাবনের ধর্ম্ম। শ্রীমতী সতী বৃন্দাবনের রাণী। কাশীতে ও সতী। যিনি পতি নিন্দা শুনিতে অসমর্থ হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সতী কাশীতে। মহাদেব সতী ছাড়া নন। সতী কাশীতে, সতী বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের সতী কৃষ্ণ ছাড়া নন। কৃষ্ণ ও শ্রীমতী সতী ছাড়া নন। মহাদেব সতীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। দেহত্যাগ করিয়া আবার মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া ছিলেন। ভারতবাসীও মানেন, সতীর কখন মরণ নাই। সেই সতী যিনি মহাদেবের রাণী। মহাদেবের রাণী? যিনি উদাসীন হইয়া গিরিতে গিরিতে ভ্রমণ করিতেন, যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার স্ত্রী? সতীর চাই মহাদেবকে সতীকে চাই মহাদেবের? বৈরাগী সন্ন্যাসীর স্ত্রীর প্রয়োজন? তিনি স্ত্রীর বশীভূত? ইহার অর্থ আছে, শ্রবণ কর। তাঁহার সতী তাঁহার ক্রোড়ে। মহাদেব যোগেতে মত্ত। দেখয়েজীব? দেখ, যদি যোগ করিতে হয়, দেখ। ভয়ে ভীত হইয়া মহাদেব অরণ্যে গমন করেন নাই। সতী থাকিবেন পতির কাছে, পতি যোগে মগ্ন হইবেন। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি সমস্ত, মহাদেবকে নমস্কার করুক। এই টাকা কড়ি দূরে রাখ, যাও অরণ্যে; কালপেড়ে কাপড় ছাড়, ইহারা বলিল কি মহাদেব সেই পাহাড়ের উপর সতীকে কাছে বসাইয়া যোগানন্দে মাতিলেন? কৈলাসের উপর হর গৌরী মিলিত। স্ত্রীসঙ্গে, অথচ বৈরাগ্য; যোগানন্দে আচ্ছন্ন। এই যুগল ভাব পুরাণে। যুগলভাব বেদে, যুগলভাব কাশীতে, যুগলভাব বৃন্দাবনে। কে বলে কৃষ্ণ, কে বলে রাধা, বৃন্দাবনের যুগল ভাব?

শ্রীচৈতন্য সংসার ছাড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন? বলিলেন, স্ত্রী আমার হৃদয়ের ভিতর, আমি চলিলাম। কবার সন্ন্যাসী হইতে হইবে; আগে শ্মশানে যাও, পরে এস। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মা কাঁদেন, স্ত্রী কাঁদে, শাঁ শাঁ করিয়া চৈতন্য চলিলেন। গম্ভীর ভাবে কীর্ত্তন করিয়া পৃথিবীকে কাঁপাইলেন। সহর কাঁপিতে লাগিল গৌরাঙ্গ, করিলে কি? এ হেন যৌবনে করিলে কি? যাও কোথায়। নবস্ত্রীকে অসহায় করিয়া যাইও না। তার প্রাণ যে কাঁদিতেছে? তার সুখের জন্য একবার ভাবিলেন না; নিতাই! শোন, শোন। ফিরে এস, সংসার কর। শ্রীচৈতন্যের সংসার করা শেষ হইল, তিনি ফিরিবেন কেন? লোকের পরিত্রাণের জন্য তিনি চলিলেন। ঘর ছাড়িয়া গাছ তলায়, গাছতলা ছাড়িয়া ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। জীবের সমস্ত দুঃখভার মাতায় লইলাম বলিয়া তিনি চলিলেন। গৌরাঙ্গের শিষ্যেরা কাঁদিতে লাগিলেন, হায় গৌরাঙ্গ! হায় গৌরাঙ্গ! কোথায় ফেলে চলিলে? নদের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া কোথায় যাও? যত দিন তুমি না ফের, নদের সূর্য্য উঠিবে না। চৈতন্যঐ দেখ পলাইলেন, আর নিত্যানন্দ সংসারী হইলেন। এক বার পরিবর্জ্জন অত্যন্ত প্রয়োজন, অন্ততঃ এক মিনিটের জন্য ও ছাড়িতে হইবে। একবার বৈরাগ্য লইয়া কমণ্ডলু ধরিতে হইবে। একবার ছাড় নতুবা প্রেমভক্তি হইবে না। ছাড়িয়া যাইতে হইবে তোমার আমার ভিতরে চৈতন্য আসিলে। চৈতন্য কি? জ্ঞান, শ্রীজ্ঞান। চৈতন্যের সঞ্চারে শত সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান প্রকাশিত। চৈতন্য যিনি, তিনি আবার নিত্যানন্দ। চৈতন্যের কাজ শেষ হইল নিত্যানন্দের কাজ আরম্ভ হইল। চৈতন্য যখন কেবল চৈতন্যে, তখন বৈরাগ্য; চৈতন্য যখন নিত্যানন্দে, তখন সংসার। চৈতন্য পাইয়া জ্ঞান পাইয়াছ, এখন নিতাই লও। জীব কি কেবল শ্মশানে মড়ার দুর্গন্ধ শুঁকিবে? চৈতন্য ফিরিলেন না, কিন্তু বলিলেন নিত্যানন্দকে, "নিতাই তুমি সংসার কর।" নিত্যানন্দে চৈতন্য আছেন।

নিত্যানন্দ চৈতন্যরূপে; চৈতন্য নিত্যানন্দরূপে। জয় চৈতন্যের জয়! জয় গৌরাঙ্গের জয়! শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা, হর এবং গৌরী; পুরুষভাব এবং স্ত্রীভাব। পুরুষ দেবতা এবং নারী দেবী। চৈতন্যে দুই ভাব পরে পরে। চৈতন্য পাগলিনীর মত। চৈতন্য উন্মাদিনী। পুরুষ অমন কাঁদে না, চৈতন্যকে কিরূপে পুরুষ বল? চৈতন্য উন্মাদিনী। প্রেমের উচ্ছ্বাসে চৈতন্য মাতোয়ারা। ওরে, সেভাব নয়, মহাভাব। আমরা চৈতন্যকে ডাকিয়া আনিব। কলিকাতার রাস্তায়, আর আনন্দ ধরে না। অনেক দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। ইংরাজী লেখা-পড়া শিখিয়া দেখিলাম, অনেক মন্ত্র তন্ত্র সাধন করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। এবার প্রেমে মাতিতে হইবে।

এক খণ্ড আমাদিগের জ্ঞান সূর্য্য, আর এক খণ্ড আমাদিগের প্রেম চন্দ্র। পতি সতী, সতী পতি। জ্ঞান আর প্রেম, সতী আর পতি এ দুই দিবার জন্যই ভৃত্য আজ আপনাদিগের সমক্ষে আসিল। সতী ছাড়া পতি, পতি ছাড়া সতী কখনই নয়। শ্রীনাথ ছাড়া শ্রীমতী শ্রীমতী ছাড়া শ্রীনাথ, হর ছাড়া গৌরী, গৌরী ছাড়া হর, কখনই হইতে পারেন না। এই সত্য অতি উচ্চ সত্য। আধ্যাত্মিকা নয়, গল্প নয়, ইহা কল্পনার কথা নয়। নিরাকার শ্রীনাথ, নিরাকার শ্রীমতীর কথা বলিতেছি। সেই শ্রীনিবাস, সেই শ্রীমতী পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে; শ্রীমতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন শ্রীনাথের। গৌরী পার্শ্বে বসিয়া আছেন হরের। কলিকাতায় ভক্তদল যে ডাকিতেছে, ভক্তেরা যে কাঁদিতেছে, তাহাদের যে প্রাণ গেল, যাও না হে, যাও শীঘ্র, এই বলিয়া শ্রীমতী অনুরোধ করেন শ্রীনাথকে। শ্রীমতীকে তাই অর্দ্ধাঙ্গ কোমলাঙ্গ বলে। য়িহুদী শাস্ত্রেও এইরূপ উপদেশ। মেরিনন্দন কি শিখাইলেন? আমি ভেদাভেদ জানি না, ভেদাভেদ মানি না। ঈশা প্রচার করিলেন, ভালবাসা। আমার কবীর, নানক সবাই বলিলেন, প্রেম কর, ভালবাস। প্রেমেতে মাত। প্রিয় বঙ্গমেশ! শ্রীনাথের সঙ্গে শ্রীমতীকে গ্রহণ কর। কাশী বৃন্দাবন আজ একাকার করিতে হইবে। বেদ পুরাণে কাশী বৃন্দাবনে আজ বিবাহ। চতুর্দ্দিক হইতে দ্বিজ আসিয়াছেন, পণ্ডিত আসিয়াছেন। শ্রীনাথ শ্রীদেবীর গৌরব বৃদ্ধি হউক। ব্রহ্ম ভক্তিতে গিয়া পুরাণকে অপমান করিও না; ব্রহ্মকে ধ্যান করিতেছ, স্ত্রীপুত্রকে দূর করিয়া দিও না। অভেদ আসিয়াছে, অভেদের নিশান উড়িয়াছে। জয় একমেবাদ্বিতীয়ং। এই রব বজ্রধ্বনির ন্যায় আকাশের এক দিক হইতে অপর দিকে গড়াইতে গড়াইতে চলিয়া যাউক। ব্রহ্মনাম নিনাদিত হউক। ভয় করিও না, ধর্ম্মকে কাটিও না। হরির গলা টিপিও না। দেখ শ্রীমান, দেখ শ্রীদেবী, দেখ ব্রহ্ম, দেখ হরি। এদিকে সৎ, ওদিকে আনন্দ। বল লাগ ভেল্কি; লাগ ভেল্কি। একেবারে কাশী বৃন্দাবন এক হইয়া যাউক। ব্রহ্ম মালা দিবেন হরির গলায়। বেদ মালা দিবে পুরাণের গলায়; পুরাণ মালা দিবে বেদের গলায়। ব্রহ্ম ও হরির নাম করিয়া সকলেই নৃত্য করিবে; সকলেই সুখী হইবে।

বক্তৃতান্তে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করা হয়। এই সময় ঘোর প্রমত্ততার সময়। আচার্য্য মহাশয় গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত তথাপি তাঁহাকে আর কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি পথে সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহের নিকটে আসিয়া এত প্রমত্ততা বাড়িল যে সঙ্কীর্ত্তনের নৃত্য থামায় কাহার সাধ্যে? গৃহে আসিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে পীড়ানিবন্ধন আচার্য্য মহাশয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার প্রমত্ততার শেষ হয় নাই দেখিয়া চিকিৎসক তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। এই ব্যাপারে অগ্রেই সঙ্কীর্ত্তন স্থগিত হইবার কথা ছিল কিন্তু প্রমত্ততার তরঙ্গে তখনও সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য চলিতে লাগিল। গৃহে ও বাহিরে কেবল সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য। ধন্য নববিধান ভক্তিবিধান যে তাহার কৃপায় শুষ্ক নীরস ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত নৃত্য ও প্রমত্ততা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম।

১৩ই মাঘ বুধবার হইতে ১৬ মাঘ শনিবার পর্যন্ত কয়েক দিন কলিকাতায় পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে প্রচার যাত্রা হয়। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ত্তনের দল এই সকল দিকে গিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন। রবিবারে মন্দিরে প্রাতে ও সায়ঙ্কালে উপাসনা ও উপদেশ হয়।

১৮ মাঘ সোমবার বাষ্পীয়শকট যোগে বেল ঘরিয়া তপোবনে গমন ১৯ মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে কমল-সরোবরের চতুর্দ্দিগে নির্জ্জন যোগ ও সমাপ্তিসূচক প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন করিবার কথা ছিল আচার্য্য মহাশয়ের পীড়া নিবন্ধন তাহা হইতে পারে নাই।

উপসংহার। আমরা এবার উৎসবের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এক ধর্ম্মতত্ত্বে শেষ করিলাম। উৎসবে যে সকল উপাসনা বক্তৃতা ও কথা হইয়াছিল যদি সেগুলি সকল লিপিবদ্ধ হইত তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে উৎসবের বৃত্তান্ত যে কয়েক সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বে শেষ হইত, তদপেক্ষা ন্যূন না হই‍া বরং সমধিক হইত। এবারকার উৎসবে অন্যান্যবার হইতে অনেক বিষয়, বিশেষ ব্রাহ্মিকাগণ কোন দিন মফঃস্বল হইতে উৎসবোপলক্ষে আগমন করেন নাই, এবার অনেক গুলি ব্রাহ্মিকাভগিনী দূরস্থান হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই মঙ্গলবাটীতে অবস্থান ও পান ভোজনাদি করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে সমাগত ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ স্বতন্ত্র বাসায় পান ভোজন করিতেন, এবার প্রচারকমণ্ডলীর ভজন সাধনস্থল বৃক্ষতলায় সকলে মিলিয়া আহার করিয়াছেন। কয়েক দিন যাঁহারা একত্র ভোজন করিয়াছেন সমষ্টিতে তাঁহাদিগের সংখ্যা ধরিলে পোনের শতের ন্যূন হইবে না। এতদ্ভিন্ন বক্তৃতাদিতে সমাগত লোক সংখ্যা গণনা করিলে ন্যূন ষোড়শ সহস্র লোক গণনা করা যাইতে পারে। এই সকল লোকদিগের সেবার জন্য ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রচুর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। এতো গেল বাহিরের কথা। ভেতরের ব্যাপার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। গতবর্ষে মাতৃভাব সমাগমে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কেনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবার যে ভাব প্রতিষ্ঠিত হইল, অতি উচ্চভাব অতি শ্রেষ্ঠ ভাব। কিন্তু এ ভাবের নিকটবর্ত্তী হওয়া সামান্য কথা নহে। এখানে নির্ম্মল চিত্ত বিশুদ্ধাত্মা না হইতে পারিলে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। মারীর ন্যায় বিশুদ্ধহৃদয় চিরকৌমার্য্যের র্শ পরম পরিশুদ্ধ প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট দায় হৃদয় মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে এ সামান্য কথা নয়। আমরা দেখিতে চাই আগামী উৎসবের পূর্ব্বে কত জন এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ভাই দীননাথ মজুমদারের বক্তৃতার সারাংশ।

হে উপস্থিত বন্ধুগণ! হে ভদ্র মহোদয়গণ? আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা তোমাদিগকে যে শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন সেই বিষয়ে আমিও তোমাদিগকে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমরা যদি মনোযোগ দিয়া শুন সুখী হইবে, আমরাও সুখী হইব। আমি তেমন বিদ্বান্ নহি পণ্ডিত নহি যে বক্তৃতা করিয়া তোমাদিগকে সুখী করিব কিন্তু হৃদয়ের ভিতরে যে বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস বলে ভজন সাধন করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই তোমাদিগকেও প্রদান করিব এইটি বড় বাসনা। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেরূপ বিষয়াসক্তি, বিদ্যামদ ও ধনমদের আধিপত্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রায়শ দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্যগণ হতচেতন হইয়া কেবল বিষয় কার্য্য লইয়া ব্যস্ত আছে, ভ্রমেও কেহ আর ধর্ম্মের কথা ঈশ্বরের কথা মনে স্থান দান করেন না। এই ভয়ঙ্কর মোহনিদ্রার সময়ে এমন এক দল লোকের প্রয়োজন, যাহারা এই নিদ্রাভিভূত মানব জাতিকে জাগাইয়া দিবেন, আমরা সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমরা আমাদিগের প্রভুর নিকট আদিষ্ট লোক সকলকে জাগাইয়া দিবার জন্য। বিদ্যা জানি না বুদ্ধিশক্তি তেমন প্রবল নহে তথাপি আমরা আসিয়াছি, কেবল ঘুম ভাঙ্গাইতে, কেননা ঘুম ভাঙ্গাইতে তত বিদ্যার প্রয়োজন করে না। আমার একটী গল্প মনে পড়িল। এক রাজা ঈশ্বরকে মনে রাখিবার জন্য সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দণ্ড হস্ত দুই জন লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, রাজকার্য্যে অবসর হইলেই তাহারা লাঠীর খোচা দিয়া বলিত "রাজা রাম কহো" "রাজা রাম কহো" আমরাও সেইরূপ নিযুক্তভৃত্য সকলকে জাগাইবার জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়াই।

জাগহে বন্ধুগণ, জাগ। সময় আসিয়াছে জাগ। এখন আর ঘুমাইবার সময় নাই। ঘুমের সময় চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগের প্রিয়তম ভারত, বহু শতাব্দি ঘুমাইয়াছে এখন আর ঘুমাইলে চলিবে না।

পূর্ব্বকালের অবস্থা একরূপ ছিল বর্ত্তমান কালের অবস্থা অন্যরূপ। পূর্ব্বে এক দেশের লোক অন্য দেশে যাতায়াত করিতে পারিত না সুতরাং দেশ বিদেশের লোকের সঙ্গে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। আলাপ প্রলাপ ছিল না। এক দেশের বিদ্যা, বুদ্ধি-কৌশল অন্যদেশীয় লোকের পাইবার আশা ছিল না। এক দেশের শিল্প নৈপুণ্যের ফল অন্য দেশের শিল্প নৈপুণ্যের ফল অন্য দেশের অধিকার ছিল না। এক দেশের পরিশ্রমজাত দ্রব্যজাত অপর দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল। এখন আর সে সময় নাই। এখন ইংলণ্ড জার্ম্মণ ফ্রান্স আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্য ও আমাদিগের সুলভ হইয়াছে, আবার ঐ সকল স্থানের শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমরা ও আমাদিগের পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদি অপরাপর দেশের লোকেরা অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতেছেন।

এমন সময় আসিয়াছে, যে সময়ে আর কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ স্থাপন করিতে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। আমরা যেমন ইচ্ছা করিলেই নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ও নানা দেশোৎপন্ন বিদ্যা বিজ্ঞান সভ্যতা নীতি প্রভৃতির ফলভোগ করিতে সমর্থ হই, তেমন অন্য দেশীয় লোকেরাও ইচ্ছা করিলেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পরস্পরের নিকট আদান প্রদান করিয়া সুখী হইতে পারেন। হে উপস্থিত ব্যক্তিগণ! দেখ কি আশ্চর্য্য সময় আসিয়াছে। এখন আমরা বিদেশীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে অনায়াসে অতি অল্প ব্যয়ে এক দিনে দশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছি। এবং নানা দেশীয় লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া আলাপাদিকরিয়া কত সুখী হইতেছি। পূর্ব্বে মণিমুক্তাদি মূল্যবান পদার্থ সকল যে অন্ধকার পূর্ণ খণিতে জন্মিত সেই স্থানেই থাকিত অথবা সেই দেশীয় লোকেরাই তাহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হইত কিন্তু এখন আর সে সময় নাই। এখন নানা দেশীয় রত্ন বণিকগণ আমাদের দেশে যাতায়াত করিতেছে। আমাদের দেশীয় বণিকগণ ভিন্ন দেশে গিয়া রত্নাদির ব্যবসায় করিতেছে। কিন্তু ভাই সাবধান! যাহারা রত্নবণিক তাঁহাদের বস্ত্রাদি মলিন, পৃথিবীর সাধারণ লোকের নিকট তাঁহারা তেমন সমাদৃত নহেন। পৃথিবীর লোকেরা তাহাদিগকে রত্ন বণিক বলিয়া চিনিতে পারে না। মণিমুক্তা সকল মাটির ভিতরে কয়লার খণিতে ও সমুদ্রগর্ভে লুকায়িত থাকে।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। লাহোর, লক্ষ্ণৌ, গাজিপুর, আরা, দানাপুর, বাঁকিপুর, গয়া, মুঙ্গের, মোকামা, ভাগলপুর, মালদহ, মুংসিদাবাদ, বর্দ্ধমান, সুলতানগাছা, খৈপাড়া, হুগলী, চুঁচড়া, ওমারপুর, চন্দননগর, অমরাগড়ী, বালেশ্বর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ী, বাসাইল, ঢাকা, তিল্লী, টাঙ্গাইল, রঙ্গপুর, ধুবড়ী, মোড়পুকুর, কাচড়াপাড়া, রাঁচি, জাগুল।

এ বৎসর টাউন হলে অন্য অন্য বর্ষ অপেক্ষা লোক অধিক হইয়াছিল। হল একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনুমান তিন সহস্র শ্রোতা হইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি, এবং পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনরেল, কাউন্সেলের মেম্বর গিভ্‌স সাহেব ও অনেক প্রধান প্রধান মিশনারী ও বিজনাগ্রামের মহারাজ কোচ বিহারের মহারাজ কুমার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বীডন উদ্যানে প্রায় ছয় সহস্র লোক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিল।

টাউন হলের বক্তৃতার দিবসই ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় পীড়ার জন্য শরীরে বিশেষ গ্লানি ও দুর্ব্বলতা অনুভব করেন। সেই অবস্থায়ই পরদিন জলন্ত উৎসাহের সহিত মাঘোৎসব সোমবার প্রাতে ৩ ঘণ্টা কাল আর্য্যনারী সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দেন এবং মঙ্গলবার দিন বীডন উদ্যানে বক্তৃতাও মহা সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্যাদি করেন, তাহাতে পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, চিকিৎসকদিগের উপদেশানুসারে কিছু কালের জন্য সকল কার্য্য হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি শিরঃপীড়া ও মহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় এক্ষণ রোগের অনেক উপশম দেখা যায়। তাঁহার পীড়ার জন্য উৎসবের শেষ ভাগ এবার অপূর্ণ রহিয়া গেল। আর একদিন বীডন উদ্যানে বক্তৃতা ও নৃত্য হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল সমুদায় রহিত হইল। অবিলম্বে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া নব উৎসাহ উদ্যমের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ইং ১৮৮১ সালের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়—

মাসিক দান	...	৯৯০।১৩
এককালীন দান	...	৫৬১।৶১০
আনুষ্ঠানিক দান	...	২৩৲
শুভকর্ম্মে দান	...	৬৫৸০
বিশেষ সাহায্য	...	৭৮॥০
সুলভ সমাচার	...	৬২৫।৵১০
ব্রহ্ম মন্দির	...	১৭৪॥০
এলবার্ট স্কুল	...	১০
পাথেয়	...	১৭৩৬৸৫
পুস্তক বিক্রয়	...	৯১০৮৶১৫
বস্ত্রজন্য দান	...	১৮
উৎসব	...	৪৩০
গচ্ছিত	...	৩৩৭৵৫
ধর্ম্মতত্ত্ব	...	৮৩৮॥৶১০
স্ত্রীবিদ্যালয়	...	৬০
ক্ষুদ্র আয়	...	৸০
বিধান ভারত	...	১০
ইণ্ডিয়ান মিরর	...	৩০
ভুবনকৃষ্ণ সিংহের পরিবার	...	১১॥৶০
সাধু অঘোর নাথের শ্রাদ্ধ	...	৫২৸০
ঋণ শোধ সাহায্য	...	২৫১৶০
শিমলা পাহাড়ের লালা কাশীরাম ২২০, লালা বলরাম ৮০, বাবু যদুনাথ ঘোষ ১০৩	...	৪০৩
ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ আনুমানিক		২৭৫
টাক্ট সোসাইটী	...	২১৮২।৶১০
ব্রহ্মমন্দির	...	৩১০৮।৫
প্রচারকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ	...	৪৩৩
ঢাকাস্থ শাখা সমাজের	...	৭৯৮॥৶০
সমষ্টি		১৪৪১৭।/০

ব্যয়—

প্রচারকদিগের আহার	...	২৩১৮৸৶১০
বস্ত্র ও বিনামা	...	১৪৩॥১০
ঔষধ	...	৩১৸৵১৫
পাল্কি ভাড়া	...	৪৭৵০
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	৮৭/১৫
ছেলেদের পুস্তক	...	১৯॥৶০
পাথেয়	...	১৭৪৫॥৶১৫
ষ্টেশনারি (আপিষের জন্য)	...	১৸৶০
ভুবনকৃষ্ণ সিংহের পরিবার	...	৩৮
পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ	...	৩১০।/১০
উৎসব	...	৫১২/০
কমিশন	...	২৪॥৶১৫
গচ্ছিত শোধ	...	৪৭॥৶১৫
ধর্ম্মতত্ত্ব	...	৭৯৩৸১৫
কর্ম্মচারীর বেতন	...	২২৮/৫
বিধানভারত	...	১০
দপ্তরি	...	১৬।৵
বাড়ী ভাড়া	...	৭৯৸৵০
পুরাতন ঋণ শোধ	...	৫১৩॥৵১৫
টেক্স	.	৮১।৵০
সাধু অঘোর নাথের শ্রাদ্ধে	...	৬৩৵০
নিশান ও পদক	...	৭
উপহার	...	১২৫
প্রতাপ বাবু মহাশয়ের সপরিবারে শিমলায় অবস্থান কালে খরচ	...	৪০৩
দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের সপরিবারে ভাগলপুর অবস্থান কালে খরচ আন্দাজ		২৭৫
টাক্ট সোসাইটী	...	২১৮২।৶১০
ব্রহ্ম মন্দির	...	৩১০৮।৫
প্রচারকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ	...	৪৩৩
ঢাকাস্থ শাখা ব্রাহ্ম সমাজে	...	৭৯৮॥৶০
সমষ্টি		১৪৪১৭।/০

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ৩রা ফাল্গুন শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ। ৪ সংখ্যা। — ১লা চৈত্র, সোমবার, ১৮০৩ শক। — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, লুক্কায়িত ভাব তুমি অতিশয় ভাল বাস। যদি তাহা না হইবে তবে এমন বিস্তৃত কার্য্যরাশির মধ্যে তুমি আপনাকে অনায়াসে জনবুদ্ধির অগোচর করিয়া রাখিলে কি প্রকারে? তোমার পুত্র ঈশা তোমাকে যাহা করিতে দেখিতেন আপনিও তাহাই করিতেন। সুতরাং কি সৎকার্য্য কি উপাসনা বন্দনা কি ব্রত নিয়ম সকলই তিনি গোপনে করিতে ভাল বাসিতেন। হে প্রভো, এ সকল অনুষ্ঠান লোককে জানাইয়া করা তাহাদিগের নিকট পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশা হইতে সমুপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যাহারা তোমার ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত, তাহাদিগের এ প্রলোভন অনতিক্রমণীয়, কেননা তাহারা এমন কিছু করিতে চায় না যাহাতে অপরের উপকার না হয়। ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার প্রচারকেরা অনেক সময়ে জড়বাদী হন, সুতরাং গোপনে অলক্ষিত প্রদেশে কিছু অনুষ্ঠান করিলে পৃথিবী তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না, ঈদৃশ ধর্ম্মপ্রচারকের কি অল্প বিশ্বাস? এতদপেক্ষায় গোপনে গিরিগুহায় আসীন হইয়া যাঁহারা তোমার ধ্যান ধারণা যোগ সমাধি করিতেন, তাঁহাদিগকেই ভাল লাগে। কেন না তুমি এবং তাঁহারা এতদ্ভিন্ন আর তাঁহাদিগের তৃতীয় চিন্তার বিষয় ছিল না। মহর্ষি ঈশা বলিলেন গোপনে অনুষ্ঠান কর, প্রকাশ্যে পুরস্কার লাভ করিবে, এ কথা এ যোগিদিগের সম্বন্ধে যে, বেশ খাটে। গাজীপুরের ভূগর্ভস্থ যোগী গোপনে স্থিতি গোপনে সাধন ভজন করিয়া যোগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন পূর্ব্বের যোগী ঋষিদিগের তো কথাই নাই। হে যোগিজন বল্লভ, প্রকাশ্যে যোগ সাধন করিতে গেলে তাহার বিঘ্ন অনেক। যাহার উপরে বহু জনের চক্ষু পড়ে সে জিনিষ কখন ঠিক থাকে না। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, ঢাক বাজাইয়া সাধন ভজন হইতে এ অধমকে রক্ষা কর। যদি এ দিকে ঢাক বাজাইয়া ও দিকে তোমাকে ফাঁকি দেই তাহাতে লাভ হইল কি? বরং সহজ সামান্য মানুষের ন্যায় সর্ব্বদা বাস করিলে কাপট্যের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। এই ভাবে থাকিতে গিয়া যদি কখন ধরা পড়ি তবে তাহাতে আমার অপরাধ নাই। কেন না আমিতো কোন প্রকারে ধরা দিতে চাই নাই। ফলতঃ, নাথ, তোমার চাপে পড়িয়া বুঝিলাম যোগাদির অন্তঃশীলা

প্রবাহ তোমার অনুমোদনীয়। যাহাতে তাহাই সম্পন্ন হয় তুমি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। যে পথ ধরিয়াছি সমুদায় জীবনের জন্য ধরিয়াছি। সব দিক্ রক্ষা করিয়া যাহাতে সেই পথে চির জীবন থাকিতে পারি তুমি এইরূপ কৃপা বিধান কর।

একদেশিত্বের বিষময় ফল।

মনুষ্যহৃদয় একসময়ে একের অধিক বিষয় ধারণে অক্ষম। এই অপূর্ণতা উহার উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই কারণ। একটি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে হইলে একাগ্র হৃদয়ে তাহাতে চিত্তাভিনিবেশ আবশ্যক। যদি বিষয়ান্তর আসিয়া অভিনিবেশ্য বিষয় হইতে চিত্তকে অন্যত্র লইয়া যায়, তবে এটি বা ওটি কাহারও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অভিনিবেশ্য বিষয়ই যদি চরম হয়, তৎসঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত অপরাংশ যথাসময় চিত্তকে অধিকার না করে, প্রত্যুত তাহা হইতে উহা আপনাকে বলপূর্ব্বক বিরত করে, তাহা হইলে উন্নতি হইতে অবনতির দিকে গতি হয়। একদেশিত্বের বিষময় ফল এখানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিনা দৃষ্টান্তে বিষয়টি বুদ্ধিগোচর হওয়া সুকঠিন। অতএব আমরা ধর্ম্মোন্নতির প্রাথমিক অবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলাম।

বৈদিক সময়ে বাহ্য দৃষ্টির আধিক্য। এই আধিক্যের বিকার সুরা ক্রোধ দ্যূত ক্রীড়া প্রভৃতি (১) যখন মনুষ্যসমাজের শান্তি হরণ করিল, তখন ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চতার (২) প্রতি বৈদিক ঋষিগণের দৃষ্টি নিপতিত হইল। ব্রহ্মচর্য্য ঋষিগণের প্রাণকে এত দূর মুগ্ধ করিল যে ক্রমে তাঁহাদিগের চিত্ত সংসার বিমুখ হইয়া পড়িল। অনেকে ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের চরম বলিয়া গ্রহণ করিলেন (৩) পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যবলে কন্যা পতি লাভ করিতেন "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্" তৎপর সময়ে ব্রহ্মচর্য্য স্ত্রীজাতির উপরে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। সময়ে ব্রহ্মচর্য্যপ্রধান যোগিগণের নিকটে স্ত্রীগণ "নরকাগ্নির ইন্ধন" স্বরূপ হইলেন। এরূপ অবস্থা মনুষ্যসমাজে চিরদিন থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপ বা বিবেক প্রাধান্য লাভ করিয়া অসংযত পুণ্যবিমুখ লোকদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আনয়ন করিল, কিন্তু মনুষ্য অন্ধতা বশতঃ ঈশ্বরের অন্য স্বরূপ মন হইতে বিদায় করিয়া দিল। সুতরাং ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব ঋষিগণের চক্ষে আসিয়া পড়িল। তাঁহারা তন্মধ্যে অতি বিশুদ্ধ ভাব অবলোকন করিলেন, এবং তৎসহ ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধ অবলোকন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়াকে তাঁহারা এক যোগে বদ্ধ করিলেন। তান্ত্রিক বিকারের সময়েও এ সত্যের প্রতি দৃষ্টি সম্যক্

১। "ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যু র্বিভিদকোঽচিত্তিঃ।" ঋক্ ৭।৮৬।৬।
হে বরুণ, নিজ ইচ্ছা নহে, কিন্তু প্রলোভন, সুরা, ক্রোধ, দ্যূত ক্রীড়া এবং চিন্তাবিহীনতা।
"অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতোরনুব্রতামপ জায়ামরোধম্।" ঋক্ ১০।৩৪।২। দ্যূতাভিবক্তি জন্য অনুব্রতা জায়াকে দূর করিয়া দিয়াছি।
"এবাং নিস্কৃতাং জারিণী ইব।" ঐ ৫।

২। "ব্রহ্মচারীষ্ণংশ্চরতি রোদসীউভে তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি।" ইত্যাদি। অথর্ব্ব ১১।৫।১।
ব্রহ্মচারী পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ উভয় লোকে বিচরণ করেন। দেবতারা তাঁহাতে আনন্দিত হন ইত্যাদি।"

৩। "ভরদ্বাজোহ ত্রিভিরায়ুর্ভি র্ব্রহ্মচর্য্য মুবাস। তং হ জীর্ণিং স্থবিরং শয়ানমিন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ ভরদ্বাজ যৎতে চতুর্থমায়ুর্দদ্যাং কিমেতেন কুর্য্যা।" ইতি। "ব্রহ্মচর্য্যমেবৈনেন চরেয়" মিতি হোবাচ।"
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
ভরদ্বাজ তিন আয়ু ব্রহ্মচর্য্যে যাপন করিলেন। তিনি জীর্ণ বৃদ্ধ শয়ান, তাঁহার নিকটে ইন্দ্র গমন করিয়া বলিলেন যদি তোমাকে চতুর্থ আয়ু অর্পণ করা যায় তবে এতদ্দ্বারা তুমি কি কর? তিনি উত্তর দিলেন 'এতদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করি।'

বিনষ্ট হয় নাই। (১) এমন কি প্রজোৎপাদন ক্রিয়া একটি যাজ্ঞিক ব্যাপার বলিয়া (২) নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় বিকারগ্রস্ত তন্ত্রও এ ভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, ঠিক বৈদিক মন্ত্র এস্থলে গ্রহণ করিয়াছে (৩)। এ ভাব অবিকৃত থাকা সহজ ব্যাপার নহে। কালে এটি একটি এমন প্রধানতর ব্যাপার হইয়া উঠিল যে যে কোন প্রকার প্রজোৎপাদন হউক তাহাই ধর্ম্ম, প্রজোৎপাদন অস্বীকার অধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইল। বামদেব্য সামোপসনা সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত করিল, ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক রূপে প্রবাহিত হইল (৪)। যাঁহারা য়িহুদী-ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন প্রজালোপ না হয়, এজন্য কি অসৎকার্য্যই না অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সে যাহাহউক, এই ভাবের বিকার চরমাবস্থা লাভ করিল, ঋষিগণ একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে সেই সময়ে শিব অসৎকার্য্যসত্ত্বে উদ্ধারের জন্য তন্ত্রের জঘন্য মত উদ্ভাবন করিলেন (৫)। ব্রহ্মচর্য্যের বৈকারিক সময়ে মনুষ্যসমাজ সম্পর্কীয় যত সকল কর্ত্তব্য তাহা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তান্ত্রিক বিকারের সময়েও তাহাই হইল (৬)। যাহারা শুদ্ধাচারী, যাহারা এই সকলকে গর্হিতকার্য্য বলিয়া নিন্দনে প্রবৃত্ত হইল তাহারা এই সকল দুরাচারীর দ্বেষ্য হইয়া পড়িল (৭)। মদ্য মাংস পরদারাভিমর্ষণ প্রভৃতি ভয়ানক পাপ মুক্তির কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইল। মনুষ্য প্রকৃতি অতি অদ্ভুত। ধর্ম্মেতে ইহার যেমন একতা আছে, অধর্ম্মেও ইহার তেমনি একতা। দুই বিরুদ্ধ সম্প্রদায় দেখিতে দেখিতে পাপে এক হইয়া যায়; প্রাচীন কাল আধুনিক সময় অধর্ম্মে একতা লাভ করে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাক্ত সম্প্রদায় পরস্পর বিবদমান হইয়াও ঘৃণ্য বীরাচারে দুই এক হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার পরিণয়বিধিবিরোধী স্ত্রীপুরুষের উচ্ছৃঙ্খল যোগ (Freelove) তান্ত্রিক সময়ের পরস্ত্রী সম্ভাষণ দুইই মূলে এক (৮)। উচ্ছৃঙ্খলাচার বন্ধ্যাত্বের

১। ব্রহ্মচর্য্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণুদেবি সমাহিতা।
যস্যাচরণমাত্রেণ নরো নারায়ণোভবেৎ ॥
গৈরিকং বসনং কুর্য্যাদ্দেবতাধ্যানতৎপরঃ।
ফল মূলাহাররতো দুগ্ধং গব্যং সমাহরেৎ ॥
শালোদ্ভবং ন গৃহ্নীয়াৎ শূদ্রানীতং তথা জলম্।
ঋতুকালং বিনা নৈব স্বকান্তাগমনং চরেৎ ॥”
নির্ব্বাণতন্ত্র।

২ “যোষা বা অগ্নিগৌতম * * * তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি।” বাজ ব্রা উ, ৮।২।

৩। গর্ভংধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি (পৃথুষ্টুকে) গর্ভংতে চাশ্বিনৌ দেবা বা ধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥” “অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্” নিগমকল্পদ্রুমে ১০ প।

৪। “উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কার” * * * “ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্ব্রতম্।” ছান্দো। ২ প্র।

৫। “পুরাদারুবনে রম্যে মুনয়ো রাগমোহিতাঃ।
পরস্ত্রিয়ং ধর্ষয়ন্তি দ্রব্যংখাদন্তি নিত্যশঃ ॥
তদৃষ্ট্বা শুচিকর্ম্মাহসৌ বিষ্ণুর্মাং সমুপস্থিতঃ।
দেব দেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক ॥
এতে দারুবনে পাপাদ্রব্যপানরতাস্তথা ॥
পরস্ত্রিয়ং ধর্ষয়ন্তি মুনয়ো রাগমোহিতাঃ ॥
দিগম্বরা মুক্তকেশা গতিরেষাং ভবিষ্যতি?
ইতি বিষ্ণুবচঃশ্রুত্বা তমুবাচ অহংপ্রিয়ে ॥
কালিকা যা মহাবিদ্যা অনিরুদ্ধা সরস্বতী।
বিদ্যারাজ্ঞীতি সা প্রোক্তা এতন্মন্ত্রপ্রজাপকাঃ ॥
পরং মুক্তা ভবিষ্যন্তি তদ্গায়ত্রীং জপন্তি যে ॥
কুমারীতন্ত্রে ৬ প,

৬। “ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুবা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহাম্যহম্ ॥”
স্বাহান্তোহয়ং মহামন্ত্র আরম্ভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
কুমারীতন্ত্রে ঐ।

৭। “পশূন্ শৃণু মহাদেবি সর্ব্বদেববহিষ্কৃতান্।
অধমান্ পাপচিত্তাংশ্চ পঞ্চতত্ত্ববিনন্দকান্ ॥
* * অতো হি পশবশ্ছেদ্যা ভেদ্যা গ্রাহ্যাশ্চ বীরকৈঃ।
বর্জ্জ্যাস্তে সর্ব্বথা তন্ত্রে পরমার্থবহিষ্কৃতাঃ ॥
কামাখ্যাতন্ত্রে। ৪ প।

৮। শ্রীশিবউবাচ। স্ত্রীরূপং ব্রহ্মরূপঞ্চত্বয়োক্তং বরবর্ণিনি।
অভাবে স্বস্ত্রিয়ং দেবি কথমুক্তং সদাশিবে ॥

মূল, সুতরাং যে মূল হইতে তন্ত্রাচারের আরম্ভ তাহা এতদ্দ্বারা বিঘটিত হইয়া পড়িল। অধিকন্তু ঘৃণ্য পশুভাব প্রজাবৃদ্ধি চায় না, সুতরাং প্রজাবিলোপের উপায় উদ্ভাবিত হইল। জন্ম দুঃখের কারণ। অতএব জন্ম অবরোধ করাই জীবের প্রতি দয়া বলিয়া পরিগৃহীত হইল। মূর্খের হাতে পড়িয়া অন্যার্থের শ্লোক প্রজাবিলোপসাধক হইয়া গেল (১)। এখনকার পাশ্চাত্য উচ্ছৃঙ্খলাচারীরা প্রজালোপে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রবৃত্ত, এদেশে অনেক জঘন্য নীচ সম্প্রদায় বিজ্ঞানের বিনা সাহায্যে তৎকার্য্যে কৃতকার্য্য। এই পাপাচার নিবারণ জন্য নূতন তন্ত্র সকল উদ্ভূত হইল, (২) পঞ্চতত্ত্বকে আধ্যাত্মিক অর্থে পরিণত করিতে যত্ন হইল, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বেদাচার বিরুদ্ধ (৩) বলিয়া বামাচারের নিন্দা করিলেন (৪); কিছুতেই আর কিছু হইল না। যে অদ্বৈতবাদের জালে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া তন্ত্রের ঘৃণ্য মত আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম হইল (৫), সেই অদ্বৈতবাদের কুহকে স্বয়ং শঙ্করার্য্য বামাচারকেও তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় চিত্তের অবিমোহক বলিয়া গ্রহণ করিলেন (৬)। কোন দিক্ হইতে আর এ মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিল না। পুরাণকারেরা যে মনে করিয়াছিলেন বেদভ্রষ্ট স্মৃতিবিমুখ লোকেরা তন্ত্র হইতে বেদ স্মৃতিতে (৭) পুনরাগমন করিবে, তাহা আকাশকুসুমবৎ বিফল হইল। অসৎপথ অবলম্বন করিয়া কেহ কি কখন সৎপথে আগমন করিতে পারে?

আমরা উপরে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম তাহাতে একদেশিত্বের ঘোর বিকার সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিষয় নিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ ইহা কাহার না অনুমোদনীয়? বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকিলে ইহা কখন সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং তৎসহ অবিশুদ্ধ যোগ সর্ব্বথা পরিহার্য্য ইহাই বা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ঈদৃশ উচ্চধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যদি মনুষ্যসমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ চ্ছেদ করা হয়, বিজাতীয় ঘৃণা অনুরাগের স্থলকে অধিকার করে, তবে পুন-

শ্রীদেব্যুবাচ। ব্রহ্মদত্তা রুদ্রদত্তা দ্বিবিধা স্ত্রী মহেশ্বর।
ব্রহ্মদত্তাগ্নিনা হুত্বা শিবদত্তা চ কামতঃ॥
শিবকার্য্যে শিবা যোজ্যা পরাঃ যোজ্যানাকর্ম্মণি।
সন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যো মম বাক্যপ্রমাণতঃ॥

নিগমকল্পদ্রুমে ৪ প।

১। "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বৈর্জ্জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষা পরম্পরা॥

২। "ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামকামো ব্রাহ্মণোঽপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥"

শ্রীক্রমে।

"ন কলৌ শোধনং মদ্যে নাস্তি নাস্তি বরাননে।
ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্যপানঞ্চ নগনন্দিনি॥"

কালীবিলাস তন্ত্রম্।

৩। "ন সুরাং পিবেৎ। ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ। ন পরদারান্ গচ্ছেৎ। নাপ্নীন্নুদ্বাসয়েৎ।" ইত্যাদি।

৪। "অতো বামাচারবতাং ব্রাহ্মণ্যবিচ্ছিত্তিদর্শনাৎ তবতাং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যম্।" শঙ্করবিজয়ে।

৫। শ্রীদেব্যুবাচ। "শুক্রশোণিতমূত্রাণি শুদ্ধানীহ কথং বিভো।

শ্রীশিব উবাচ। শৃনু দেবি রহস্যঞ্চ মহাজ্ঞানং বদামাহম।
শুক্রোঽহং শোণিতস্ত্বংহি দ্বয়োরেবাখিলং জগৎ॥
শুদ্ধং সর্ব্বশরীরঞ্চ শুক্রশোণিতজং ততঃ।
এবন্তু তশরীরেতু যদ্যদ্বস্তু প্রজায়তে॥
অশুভং তৎ কথং দেবি নিন্দন্তি পশবো ধ্রুবম্।
ব্রহ্মজ্ঞানমিদং দেবি ময়া তে গদিতং কিল॥"

কামাখ্যা তন্ত্রে ৬ প।

"অভেদাদ্বৈতকং জ্ঞানং পাপপুণ্যবিবর্জ্জিতম্।"

নিগমকল্পদ্রুমে ১ প।

(৬) "কদাচিচ্ছক্তীনাং বিকচমুখপদ্মেষু কবলান্
ক্ষিপন্ তাসাং বাপি স্বয়মপিচ গৃহ্নন্ স্বমুখতঃ।
তদদ্বৈতং রূপং নিজপরবিহীনং প্রকটয়ন্
মুনির্ন ব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষততমাঃ॥"

আনন্দলহরী।

(৭) "বেদাদ্ভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রৌতসিদ্ধার্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ॥"

শাম্বপুরাণং।

রায় বিপরীত দিকে গতি কে নিবারণ করিবে? এই বিপরীত গতি আরম্ভে ভাল, কেননা তৎকালে পূর্ব্বভাবের সহিত ঐক্য রক্ষিত হয়। এই গতি যখন শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, পূর্ব্বভাব একেবারে বিদ্বেষের আস্পদ হয়, তখনই আবার বিকৃতচিত্ততার আরম্ভ। যোগিগণ বাহ্যবস্তু সমুদায়কে তুচ্ছ করিলেন, ঘৃণার বিষয় করিলেন, কুলাচারিগণ সে সমুদয়কে ব্রহ্মময় দর্শন (১) করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, যোগিগণ স্ত্রীজাতিকে স্রক্‌চন্দনাদির ন্যায় নীচদৃষ্টিতে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কুলাচারিগণ সাক্ষাদ্দেবী জ্ঞানে তাঁহাদের বন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন। (২) দুয়ের বিপরীত দিকে গতি হইল, একতার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। সুতরাং বিকার, অসম্মিলন পাপ উভয়কে গ্রাস করিল। ধন্য নব বিধান যে সমুদায়কে একতার ভূমিতে আনয়ন করিতে পারে। যোগীর বিবেক, কুলাচারীর প্রকৃতিজাত বস্তু ও বিষয় সমূহের প্রতি পবিত্রদৃষ্টি এ দুইকে এক করিয়া নববিধান সমুদায় পাপ ব্যভিচার, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ত্যাগের পথ অবরুদ্ধ করিল। এখানে সমুদায় ধর্ম্মের অঙ্গের একত্রাবস্থান, সুতরাং বিকারের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা এই নিঃশঙ্কভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য।

কর্ম্মবিভাগ।

নরনারী সর্ব্ববিষয়ে এক প্রকার কিনা এ বিষয় লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যে প্রকার ক্রমোদ্ভেদ হইয়াছে তাহা কতদূর প্রকৃতি সঙ্গত, কতদূর প্রকৃতিসঙ্গত নহে ইহাও এস্থলে বিচার্য্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, কোন উদ্ভেদ সর্ব্বপ্রকারে বিকারের বিষয় হইতে পারে না। কেননা প্রকৃতি ত্যাগে যে বিকৃতি, তাহারও সীমা আছে, সুতরাং কোন স্থলে প্রকৃতি সর্ব্বথা পরিহৃত হয় না। বিজ্ঞান বেত্তারা এমন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহাতে ঘোর দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া পুরুষের স্তনে স্তন্যসঞ্চার হইবার কথা আছে, কিন্তু উহা সেই সময়ের জন্য, অন্য সময়ে আর দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যাহা আছে তাহা হইতে আমরা নরনারীর কার্য্য বিভাগ করিতে যত্ন করিব।

প্রথমতঃ পুরুষের প্রকৃতি মধ্যে একটি বিষয় দৃষ্ট হয়, যাহা প্রায় জন সাধারণ। পুরুষের বিষয়ের আয়োজন অনেক কিন্তু বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য অল্প। সংসারে সর্ব্ববিধ বিষয়ের আগম পুরুষ হইতে হয়। অশন বসন ভূষণ প্রভৃতি যত কিছু ভোগ্য সামগ্রী সকলই পুরুষের কর্ত্তৃত্বে নিষ্পন্ন। এই সকলের আহরণ জন্য পুরুষগণের নিরঙ্কুশ গতি। সুতরাং তাহাদিগের আয়োজনানুসারে ভোগাধিক্য হওয়ার দ্বার সদা উদ্ঘাটিত। অথচ যে সকল পুরুষ পূর্ব্বার্জ্জিত অতুল সম্পত্তিলাভে আলস্যের দাস হইয়া পড়ে নাই কিন্তু সদা অর্জ্জনশীল, তাহাদের মধ্যে ভোগাধিক্য অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয় সংগ্রহে যাহারা ব্যাপৃত, বিষয় গ্রহণে তাহাদিগের সামর্থ্য স্বভাবতঃ অল্প হয়, কেন না এক অপরকে বিঘটিত করিয়া ফেলে। পুরুষের এই বিষয় গ্রহণের সামর্থ্যের অল্পতা নিবন্ধন তাহাতে বিষয় বিরাগ সহজে উৎপন্ন

---

(১) "জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্কালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যাপ্‌ তেজো বায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে।
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্প মেতেস্বাবরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবোক্তো ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদঃ।"

(২) স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং স্বয়ঞ্চৈবং তথা ভবেৎ।
পেয়ং চর্ব্ব্যং তথা চোষ্যং ভক্ষ্যং লেহ্যং গৃণৎ সুখম্।
সর্ব্বঞ্চ যুবতীরূপং ভাবয়েন্মতিমান্ সদা।
কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
কালীতন্ত্রে।

হয়। পুরুষ বিষয় আনয়ন করিবার জন্য নিযুক্ত, অপরে তাহা ভোগ করিবে। এই নিঃস্বার্থভাব পুরুষে যত রক্ষিত হয়, ততই তাহার উচ্চতা লাভ হয়।

আমরা পুরুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, স্ত্রীপ্রকৃতি ইহার বিপরীত। স্ত্রীজাতিতে বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য সুতীক্ষ্ণ কিন্তু তাহা অবরোধ করিবার সামর্থ্য ও তদুপযোগী। অশন বসন ভূষণাদির সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য পরিগ্রহে স্ত্রীজাতি প্রসিদ্ধা, অনেক সময়ে তদ্বিরহে অসুখী কিন্তু ভোগাবরোধে সামার্থ্য অনল্প বশতঃ কখন তাঁহাদিগের উচ্চতার ব্যাঘাত হয় না। যদি এদুই বিপরীত সামর্থ্য তাঁহাদিগের না থাকিত, তবে তাঁহারা পুরুষ হইতে নিকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু তাহা হইবে কেন? প্রকৃতিতে বৈষম্যে সাম্য সর্ব্বত্র বিরাজমান। পুরুষ বিষয় আনয়ন করিবে, স্ত্রী তাহা ভোগ্যে পরিণত করিবে। ভোগ্যে পরিণত করিবার মধ্যে তদ্গ্রহণে সামর্থ্য প্রকাশ পায়, অন্যথা ভোগ্যত্বে পরিণাম অসম্ভব। কিন্তু যেমন গ্রহণে সামর্থ্য আছে তেমনি তদবরোধে সামর্থ্য আছে বলিয়া স্বয়ং ভোগাসক্ত না হইয়া পরিজনবর্গকে তদ্ভোগে সুখী করিবার জন্য তাঁহাদিগে চিত্তের একান্ত প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাঁহারা নিজে সুখী অন্যথা দুঃখী। পুরুষ সংগ্রহে ব্যস্ত, স্ত্রী সংগৃহীত বিষয় অপরকে ভোগ করাইতে ব্যস্ত। বিপরীত প্রকৃতি হইয়াও দুয়ের কার্য্যতঃ সাম্য উপস্থিত হইল। এই সমপ্রকৃতির উপরে স্ত্রী পুরুষের কর্ম্ম বিভক্ত হইতে পারে।

পুরুষ বাহির হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনয়ন করিবেন, স্ত্রী গৃহমধ্যে থাকিয়া সেই সকলকে পরিবার বর্গের সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ করিবেন। উভয়ে ঠিক অনাসক্তির ভূমিতে দণ্ডায়মান। যেখানে স্ত্রী পুরুষের এই প্রকার প্রকৃতিস্থতা, সেখানে ধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত। ইহার বিপরীত স্থলে অধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্। পুরুষ পূর্ব্ব সঞ্চিত অতুলসম্পত্তি লাভে প্রমত্ত অথবা সংগ্রহ করেন বলিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে স্ফীত, যাহার প্রতি যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত, নারী একান্ত ভোগাসক্তা, পরিজনবর্গের অপর কেহ আনীত বিষয়ের অংশী হয়, ইহা সহ্য করিতে অসমর্থা, এখানে গৃহ অকল্যাণের নিলয়। প্রকৃতি যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা বিশৃঙ্খল করিয়া কে আপনি সুখী হইতে পারে, অপরকে সুখী করিতে পারে? প্রকৃতি বিকার অবরোধ করিবার জন্য দুই বিপরীতবৃত্তি এক স্থানে রক্ষা করেন, তাহার কোন একটির উচ্ছেদ হইলেই, বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। যাহারা এই দুই বিপরীত বৃত্তিকে সমভাবে নিয়োগ করিতে পারে, তাহারাই নিয়ত কল্যাণের মুখ দর্শন করে।

আমরা স্ত্রীপুরুষের একই সময়ে যে বিপরীত বৃত্তিদ্বয় প্রদর্শন করিলাম তাহাতেই প্রতি পরিবারের কল্যাণ সমুপস্থিত হয়। এই বৃত্তিদ্বয়ের একটি, অপরটির বৈকারিক গতি নিবৃত্তি করে। যেটি দ্বারা বিকার নিবৃত্তি হইবে, সেইটির উচ্ছেদ হইলেই সর্ব্বনাশ। পুরুষের যদি সংগ্রহ করিবার বিষয় না থাকে, তবে তদ্বিপরীত দুর্ব্বল বিষয় গ্রহণ সামর্থ্যই সকল স্থান অধিকার করিয়া বসে। এইরূপ কোন স্ত্রীর বিষয় গ্রহণ সামর্থ্যাবরোধক বৃত্তি যদি উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহা হইতে কল্যাণ আসিতে পারে না। আমরা উভয় জাতির বৃত্তি দ্বয়কে এতক্ষণ বাহিরের বিষয়ে আবদ্ধ রাখিয়াছি, অধ্যাত্মবিষয়ে নিয়োগ করিলেও আমরা সমান ফল দেখিতে পাইব। পুরুষ জ্ঞান বিজ্ঞানাদি অর্জ্জনে প্রবৃত্ত। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগৎ হইতে সে নানা প্রকার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান সকল অর্জ্জন করিয়া আনয়ন করে। এই অর্জ্জনে বিশ্বাস অধ্যবসায়, উৎসাহ দৃঢ়তা আবশ্যক, পুরুষে এ সকলই আছে। এই প্রকারে যে সকল তত্ত্ব অর্জ্জিত হইল, তাহা

স্ত্রী প্রকৃতির নিকটে আনীত হইলে পূর্ব্ববৎ আশ্চর্য্য ভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়। জ্ঞান বিশ্বাস প্রভৃতির কঠোর সামগ্রী অতি মধুর সুন্দর বেশে হৃদয়ের নিকট উপস্থিত হয়। স্ত্রীপ্রকৃতি কোন একটি বিষয়ের কঠোর তত্ত্ব দেখিতে চায় না, সেই তত্ত্বকে সে রক্তমাংসের শরীরের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট করিয়া তুলে। ঈশ্বরের দয়া করুণা প্রেম প্রত্যেক তত্ত্বের সঙ্গে মিশিয়া যায়, এবং সাধকের অপূর্ব্বভোগ্য সামগ্রী হইয়া পড়ে। ভক্তি আর কিছুই নহে, রসপূর্ব্বিক বিষয় গ্রহণে সামর্থ্য। ঈশ্বরতত্ত্বরূপ বিষয়কে অধিকার করিলেই বিষয় গ্রহণসামর্থ্য ভক্তিনাম প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী প্রকৃতির সঙ্গে ভক্তির যোগ দেখাইয়া আমরা হয় তো নিন্দাভাজন হইলাম, কেননা ভক্তির পরমোচ্ছাস পুরুষেতেই আমরা অধিকাংশ সময়ে দেখিতে পাই। আমাদিগের এস্থলে এই বক্তব্য যে পুরুষ স্ত্রীপ্রকৃতি স্বীকার না করিয়া কখন আপনাকে ভক্তির অধীন করিতে পারে না। ইহা যে স্ত্রীজাতির স্বভাবনিহিত ইহার কারণ আমরা আর কিছু দেখাইতে চাই না, কেবল এই দেখাইতে চাই যে, নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরাও কেমন দেবতাকে জাগ্রৎ বলিয়া গ্রহণ করে এবং পুরুষেরা যে সময়ে বিষয় কর্ম্মে উদাসীন সে সময়ে তাহারা পূজা ব্রত নিয়ম উপবাসাদিতে নিদ্রিত দেবতাকে জাগ্রৎ রাখে। সংগ্রহ, ভোগ ও বিতরণ এই তিনটি কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আমরা ইহার যে বিভাগ প্রদর্শন করিলাম, নিত্য পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যাসত্য গ্রহণীয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মসমাজে গৈরিক বস্ত্রের ব্যবহার প্রবিষ্ট হইল। গৃহস্থগণ উদাসীনদিগের ব্যবহৃত চিহ্ন কেন ধারণ করিলেন? অথবা প্রাচীন কুসংস্কার পুনরায় ব্রাহ্মসমাজে কেন স্থান পাইল? গৈরিক বসন যে ব্রহ্মচর্য্যের চিহ্ন? ব্রাহ্মগণ কি ব্রহ্মচারী? তবে তাঁহারা উপাসনার সময়ে গৈরিক ব্যবহার করিয়া অন্য সময়ে বিষয়ীর শুক্লবেশ কেন গ্রহণ করেন? তাঁহারা সংসারী ও ব্রহ্মচারী উভয়ই? দুই একত্র অবস্থান করে কি প্রকারে? নববিধানের আশ্চর্য্য যোগে। মানিলাম কিন্তু জিজ্ঞাসা এই, বসন গৈরিক মৃত্তিকারঞ্জিত করিবার প্রয়োজন কি? ভাবযোগের নিয়ম রক্ষার জন্য যদি বর্ণানুরঞ্জিত করা প্রয়োজন হয়, তবে নিবৃত্তি যোগিগণের পীতবসন কেন গৃহীত হইল না? তাহাতে তো কাম ক্রোধাদির নির্ব্বাণ অভিব্যক্ত হইত। লেখকের মতে, গৈরিক একটু বীরভাবের অভিব্যঞ্জক। কামক্রোধাদিকে বলিদান করিয়া তাহাদিগের কণ্ঠ নিঃসৃত শোণিতে বসন অনুরঞ্জিত করিয়া দেহে ধারণ, গৈরিক বসন অভিব্যক্ত করে? এভাব পাইলে কোথায়? আগে পাইলাম হৃদয়ে, তৎপরে পাইলাম তন্ত্রে। তন্ত্রে কোথায়? কালীর রক্ত বসনে। কালরূপা কালী মহাপ্রলয়ে সমুদায় ধ্বংস করতঃ তচ্ছোণিতে রক্তবাসনা। তবে যাঁহারা কামক্রোধাদির ধ্বংসব্যঞ্জক গৈরিকবসন পরিধান করেন তাঁহাদিগের দায়িত্ব গুরুতর? হাঁ গুরুতর। যে ভাবযোগের নিয়ম প্রতিপালন জন্য গৈরিকবসন ব্যবহার তাহা যদি কার্য্যকালে কার্য্যকর না হয়, তবে উহা কুসংস্কার এবং অবশ্যপরিহার্য্য। সংন্যাসী হইয়া ক্রোধী ও রিপুপরতন্ত্র হইলে যে প্রকার নিন্দা ও অধোগতির ভাজন হইতে হয়, ইহাতে ও তাহাই তদপেক্ষা কিছু ন্যূন নহে। লোকদিগকে বৃথা বেশধারী করা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য নহে, বেশ যদ্ভাবের অভিব্যঞ্জক, তদ্ভাবাপন্ন করিবার জন্য তাহার নিয়োগ মাত্র।

যাহার গৃহে কূপ আছে সে দুঃখী। যাহার পুষ্করিণী তড়াগ দীর্ঘিকাদি আছে সে অপেক্ষাকৃত সুখী। যাহার গৃহের দ্বারে নদী প্রবাহিত, সে তদপেক্ষা সুখী কিন্তু সমুদ্র তীরস্থিত ব্যক্তির ন্যায় সুখী ইহার কেহই নহে। কেন না তাহাকে আর জলের অভাব ভোগ করিতে হয় না। যে প্রকারে হউক জল ব্যয় করিতে কিম্বা ভোগ করিতে তাহার আর সঙ্কোচ বা ভয় নাই। অসীম জল রাশি যাহার সম্মুখে রহিয়াছে তাহার কি আবার জলের অভাব হইতে পারে? নব বিধান এই প্রকার এক সমুদ্র। কেনন ইহা পৃথিবীর সমুদায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তড়াগ দীর্ঘিকা নদী প্রভৃতির কূল কিনারা ভাঙ্গিয়া এক প্রকাণ্ড প্রশান্ত মহা সাগর রচনা করিতেছে। ইহার তীরাশ্রিত ব্যক্তিকে আর জলের অভাবে শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া মরিতে হইবে না। ভক্তি, প্রেম, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি সহস্র সহস্র নদী নানা দিগ দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া স্বাভাবিক গতিতে ইহাতে সম্মিলিত হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং যে সকল সুচ-

তুর ব্রহ্ম সাধক এই নববিধানরূপ প্রশান্ত সাগরের কূলে ব্রহ্মকল্প তরুতলে আপনার জন্য সুদৃঢ় বিশ্বাসের বাস গৃহ চিরকালের নিমিত্ত রচনা করিতে পারিবেন তিনি অনন্ত কাল নিরাপদে জীবন কাটাইতে সমর্থ হইবেন।

মানুষ চেষ্টা করিয়া দেবতাও চেষ্টা না করিয়া পিশাচ হয়। যে মানুষকে আমরা নরকের কীটরূপে দেখিতে পাই আবার সেই মানুষই স্বর্গের দেবতা হইতে সমর্থ। এই বিষয়টি চিরপ্রসিদ্ধ। কেন না দেখা গিয়াছে পূর্ব্ব-কালে চেষ্টা বলে মানুষ দেবত্ব উপার্জ্জন করিয়াছিল, সেই সকল দেবচরিত্র অদ্যাপি কত সহস্র জীবনে আলোক দান করিতেছে। ইহা মিথ্যা বা কল্পনার কথা নহে কিন্তু জীবন্ত জলন্ত জীবন সকল এক সময়ে এই পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে একত্র পান ভোজনাদি করিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য!! যুগে যুগে এইরূপ দেবজীবন সকল পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীর মানব জাতিকে আলোক প্রদান করি-তেছে সহস্র সহস্র কোটি কোটি মানব আবার সেই আলোকে আলোকি হইয়া জগতে দেবত্বের মহিমা প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তথাপি মানুষ মোহ জালে আবৃত হইয়া নিদ্রা যায় কেন? সাক্ষাতে দেখিল হাজার হাজার লোক পতঙ্গ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিল? তথাপি মানুষ পতঙ্গ হয় না কেন? ব্রহ্মাগ্নির উজ্জ্বল আলোকে আত্মবিসর্জ্জন করে না কেন? এত মানুষ জুলিল, এত মানুষ প্রাণ দিল অবশিষ্ট রহিল কেন? আমাদিগের বোধ হয় মানুষ আত্ম-হারা হইয়াই এই রূপ দুরবস্থা ভোগ করে। সে আপন দুর্ব্বলতার পরিমাণ জানে না এবং সকল বলের মূলবল, সকল রক্তের মূলরক্ত, সকল অস্থির মূলঅস্থির ভিতরে কত শক্তি আছে, তাহা জানেন না। আলোকের ঔজ্জ্বল্য প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করে না, পতঙ্গ হইবে কিরূপে? আলোকের বলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নাই, পতঙ্গ হইবে কিরূপে? অনুরাগের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উন্মত্ত হইতে পারিল না। পতঙ্গ হইবে কিরূপে?

ভাগবত তত্ত্বসার।

(গত প্রকাশিতের পর।)

১২। একেশ্বরবাদের সর্ব্বদা অনুশীলন। ইটি বড় কঠিন। তেত্রিশকোটি দেবতাকে একের মধ্যে অন্তর্ভূত করাকে "একেশ্বর বাদের অনুশীলন" কহে। ইহা দ্বিবিধ। অদ্বৈত ভাবে ও দ্বৈতভাবে। ব্রহ্মে বা ব্রহ্ম সত্তাতে জগতের ভ্রম যাঁহারা মানেন তাঁহাদিগকে পরি-বর্ত্তবাদী কহে। পরিবর্ত্তবাদীআর্য্যগণের যে একেশ্বর বাদের অনুশীলন তাহাকে আমরা অদ্বৈত ভাবে অনুশীলন বলি। ভক্তগণ অদ্বৈতভাবের অনুশীলনকে বিশ্বাসনেত্রে অতি শুষ্ক নীরস দেখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। পক্ষে ভক্তগণ ঈশ্বরকে সেব্য ও আপনাকে সেবক ভাবে স্থির রাখিয়া একমাত্র তাঁহাতেই সকল দেবদেবীর অন্তর্ভাব করিয়া থাকেন। ইহারই নাম দ্বৈত ভাবে অনুশীলন। অতএব তোমরা যদি ভক্তি পথের পথিক হও তবে আমা-দের ভক্তগণপ্রদর্শিত এই দ্বৈতভাবেই "একেশ্বর বাদের সর্ব্বদা অনুশীলন" করিও। আবার বলি, ভক্ত হইতে চাওত, আপনাকে ঈশ্বরের সিংহাসন হইতে বহু দূরে অবস্থাপিত কর। অদ্বৈত ভাবে অনুশীলন করা ও ঈশ্ব-রের সিংহাসনে অধিরোহণ করা সমান কথা। অতএব সাবধান? কদাচ ভ্রমেও অদ্বৈতভাবে "একেশ্বরবাদের অনুশীলন" করিও না। পক্ষে তাঁহার সিংহাসনের দূরে থাকিয়াই সাধ্যমত তাঁহার প্রীতি বিধানার্থ সেবা কর। সেবকগণের সেবা করাই পরম ধর্ম্ম, সুতরাং সুখদ। একের মধ্যে ৩৩ কোটি দেবতার অন্তর্ভাব করিবে, এক রূপের দর্শন ও তাঁহারই সেবা। তাঁহার মায়া আমাদিগকে পরি-পক করিবার জন্য তাঁহা হইতে তেত্রিশ কোটি সংখ্যক গুণ লইয়া তেত্রিশ কোটি স্থানে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তিনি যেন ছড়াইলেন এখন কুড়াইবে কে? ইহা কুড়াইয়া দিবার লোকের ভাবনা নাই। ঈশ্বরের সেবকেরাই কুড়া-ইয়া দিবে। যাহাদের জন্য যাহাদের পরিপক করিবার জন্য মায়াদেবী ছড়াইলেন, তাহারাই কুড়াইবে। কুড়াইয়া একত্র করিবে। সুতরাং এইরূপ কুড়নও তাহাদের, ঈশ্ব-রের সেবাকার্য্য। অতএব তোমরা যদি ঈশ্বরের সেবা করিতে চাও তবে তেত্রিশ কোটি স্থান হইতে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে কুড়াইয়া সেই একমাত্র ভগবানে স্থাপন কর।

১৩। গৃহ পুত্রাদিতে আমার আমার ভাবের পরি-ত্যাগ। ইটি আরও কঠিন। আমার আমার ভাব ও মমতা একই কথা। মমতা না থাকিলে গৃহ পুত্রাদির রক্ষা কিরূপে হইবে? কিন্তু রক্ষা করাও চাই। রক্ষা না করিলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় মত কার্য্য করা হইবে না। এখন উপায়? উপায় এই, যেখানে 'আমার গৃহ, 'আমার পুত্র' 'আমার রাজ্য' এইরূপ জ্ঞান আছে, সেখানে নিজের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরকে আন। অর্থাৎ 'ঈশ্ব-রের গৃহ' 'ঈশ্বরের পুত্র' 'ঈশ্বরের রাজ্য' এইরূপ জ্ঞান যাহাতে হয় অভ্যাস কর। শুদ্ধ এইমাত্র অভ্যাস করিলেই চলিবে না, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে "আমি ঈশ্বরের দাস" দাসের উপর তদীয় গৃহ পুত্রাদির 'তাঁহারই আদেশ মতে, রক্ষা করিবার ভার আছে।' এই জ্ঞানটিও শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা করিতে পারিলেই দুইদিক্ রক্ষা হইল। গৃহ পুত্রাদিরও রক্ষা হইল এবং মম-

তারও পরিত্যাগ করা হইল। অতএব উপদেশ এই, গৃহ পুত্রাদিতে নিজের স্বত্ব উঠাইয়া দিয়াও অগ্রাহ্য করিও না। কিন্তু তোমরা যাঁহার দাস তাঁহার এই গৃহ পুত্রাদির রক্ষা করিয়া আপনাদের দাসত্বের পরিচয় দাও। সে দাসও কি দাস, যে আপন প্রভুর দ্রব্যসামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ না করে? পক্ষে, সে দাসও কি দাস, যে আপন প্রভুর দ্রব্য সামগ্রীতে নিজের স্বত্ব বসাইয়া উপভোগ করিতে চায়?

১৪। জনশূন্য দেশে পতিত বস্ত্রখণ্ডের বা বৃক্ষবল্কলের পরিধান। ইটি গুরুর নিকট শিক্ষা করিবার আবশ্যক? পরিধান করিলেই হইল? একটু তাৎপর্য্য আছে। ইটি শিক্ষা করিবার তাৎপর্য্যই অভিমান ত্যাগ বা কু অভ্যাসের ত্যাগ। গুরুর নিকট, সংসারে অভিমান বা কু অভ্যাস কিরূপে ত্যাগ করিতে হয় সেইটি শিক্ষা করাই ছিন্ন বস্ত্র বা বল্কল পরিধান শিক্ষার তাৎপর্য্য। নিকৃষ্ট বা অনায়াসলভ্য বস্তুর ব্যবহার করিতে অভ্যাস থাকিলে, কোনো সময়ে উৎকৃষ্ট বা আয়াসলভ্য বস্তুর অভাবে কষ্ট অনুভব হয় না, এই মাত্র এইরূপ শিক্ষার ফল। অতএব নিকৃষ্ট বস্তুর ব্যবহার করিতে শিখিয়া আত্মাকে খর্ব্ব করিয়া রাখিও। আত্মা এইরূপে খর্ব্ব হইতেই উন্নত হইবে। উন্নতিশীল হইতে চাও ত অগ্রে খর্ব্ব হইতে শিক্ষাকর।

১৫। যাতে তাতে সন্তোষ। ইটি সাক্ষাৎ স্বর্গীয় ভাব। এই স্বর্গীয় ভাবই আমাদিগকে দেবতা করিয়া তোলে। দেবত্ব ও স্বর্গীয় ভাব, নামে ভিন্ন কিন্তু কার্য্যে ও ফলে এক। শিক্ষা দ্বারা এই ভাবটি হৃদয়ে আনিতে পারিলে, সুরম্য হর্ম্যতলে বাস করিয়া ও যেমন সন্তোষ, আবার সহস্র ছিদ্র যুক্ত পর্ণ কুটীরে বাস করিয়াও তেমনি সন্তোষ, এবং বহুমূল্য স্বর্ণরৌপ্যময় পাত্রে আহার করিয়া ও যেমন সন্তোষ, আবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন কদলীপত্রে আহার করিয়াও সেইরূপই সন্তোষ, কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হইবে না। অতএব দেবতা হইতে চাও ত অগ্রে, মনের যাতে যাতে সন্তোষ বিধান কর।

১৬। ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা। ভাগবত শাস্ত্র বলিতে কেবল শ্রীমদ্‌ভাগবত নহে। ভাগবত ভগবানের উপাসক ভক্তকে কহে। সুতরাং ভক্তের আদরনীয় 'ভক্তি শাস্ত্র'। অতএব জগতে যত প্রকার ভক্তি শাস্ত্র আছে সমস্তই আলোচ্য। পুনঃ পুনই আলোচ্য। পুনঃ পুনঃ আলোচনার নামই শ্রদ্ধা। হৃদয়ে মূলবিশ্বাস স্থাপনাই ইহার চরম ফল। (একথার মর্ম্ম ভাবুক গণ বুঝিয়া লউন)

১৭। অন্যান্য শাস্ত্রে দ্বেষ পরিত্যাগ। ভক্তি শাস্ত্র ছাড়া আরও অনেক শাস্ত্র আছে। জ্ঞানশাস্ত্র আছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র আছে। তর্কশাস্ত্র আছে। যোগশাস্ত্র আছে। নীতিশাস্ত্র আছে। বিধিবাদিগণের বিধি নিষেধপ্রবর্ত্তক কর্ম্মমীমাংসা শাস্ত্র আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র আছে। তন্ত্র শাস্ত্র আছে। বাক্য শাস্ত্র আছে। ইতিহাস শাস্ত্র আছে। পুরাণ শাস্ত্র আছে এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র আছে। সে সকল শাস্ত্রের নিন্দা করিও না। এবং অবজ্ঞাও করিও না। আবশ্যক হয়, শ্রদ্ধেয় ভক্তিশাস্ত্রের সহিত ঐ সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যাংশে ও ফলাংশে একতা বিধান করিতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরে জীবগণের যেরূপে সমন্বয়, ভক্তিশাস্ত্রেও সেইরূপ অন্যান্য শাস্ত্রের সমন্বয় করিবে। পক্ষে জীবগণের মধ্যে ঈশ্বরের যেরূপ প্রবেশ অন্যান্য শাস্ত্র মধ্যে ও ভক্তিশাস্ত্রের সেইরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পার। উদ্দেশ্যাংশে ও ফলাংশে একতা বিধানের এইরূপ দর্শনই চরম ফল।

১৮। মনের দণ্ড বিধান। মন সতত চঞ্চল। ঈশ্বরোপাসনায় ইহাকে কিছুতেই স্থির রাখা যায় না। এইজন্য ইহার দণ্ড বিধান করিতে শিক্ষা করিবে। মনের কিরূপ দণ্ড? আর কাহার কাছেই বা দণ্ড?—প্রাণায়ামই মনের দণ্ড। এবং আত্মার কাছেই সেই দণ্ড। মন, প্রাণায়াম দ্বারা যেমন জব্দ, এরূপ আর কিছুতেই নয়। সাধ্য কি যে তখন আর একপা এদিগ্ ও দিগ্ হন্। একেবারে আড়ষ্ট, যেদিগে যেরূপে লইয়া যাইবে ঠিক্ সেইদিগে সেইরূপেই যাইতে বাধ্য। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ। যাঁহারা আর্য্য, প্রাত্যহিক উপাসনায় (সন্ধ্যায়) রীতিমত প্রাণায়াম করিয়া থাকেন, একথায় তাঁহারা অনায়াসে সাক্ষ্যদিতে পারেন। অতএব উপাসনায় মনকে স্থির রাখিবার জন্য যদি আগ্রহ থাকেত অগ্রে প্রাণায়াম করিতে শিক্ষা কর। মানস পাপ সকল প্রাণায়ামাগ্নি দ্বারাই ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

১৯। বাক্যের দণ্ডবিধান। বাক্য, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা ধৃষ্ট ও বলবান্। তাহার যুক্তি এই, ঈশ্বর, শ্রোত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়কেই, অতিপিচ্ছিল ও অতিনিম্ন-সংসার ভূমিতে বিশেষ সাবধানতার সহিত নামিবার জন্য বাধাস্বরূপ এক একটি মাত্র কপাট দিয়াছেন। কিন্তু বাক্যকে একটি দিয়া সন্তোষ হয় নাই, একেবারে দুই দুইটি। ইহার কারণ কি? (একটি দন্ত, অপরটি ওষ্ঠ এই দুইটি বাক্যের কপাট) ইহার কারণ এই অনুমিত হইতেছে, বাক্য অন্যান্য সজাতীয়গণ অপেক্ষা ধৃষ্ট ও দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য। অতএব এরূপ দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য ইন্দ্রিয়কে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক। এখন বিবেচনা করা যাউক, ইহার উপযুক্তমত কি দণ্ড হইতে পারে? "যে যেমন তাহার সেইরূপ দণ্ড দেওয়া উচিত" এই ন্যায়ে উহার ঐ কপাট দুটি বন্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলেই উপযুক্তমত দণ্ড হইল। এইরূপ বাক্যের কপাটদ্বয় বিধান

করাকে মূকভাব কহে। অত্র ব্যবস্থা,—যখন বাক্য শিক্ষিতর নিয়ন্তর সংসার ভূমিতে নামিবার সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে, বিবেচনা কর সেইসময়ের জন্যই তাহার এইরূপ দণ্ড করিবে। পক্ষে, যদি সে সংসারভূমিতে নামিবার সময় অতিসাবধানতা গ্রহণ করিতেছে বিবেচনা কর, তবে আর তাহাকে এরূপ দণ্ড দিবে না। তাৎপর্য্য এই,—সাবধান হইয়া কথা কহিতে পারত, কথা কও, নতুবা চুপ করিয়া থাক।

২০। কর্ম্মের দণ্ড বিধান। নিশ্চেষ্টতাই কর্ম্মের দণ্ড। যদি দেখ, তোমার ইন্দ্রিয় সকল কর্ম্মভূমি সংসারে অবতীর্ণ হইয়া আপন আপন যোগ্যানুরূপ কর্ম্ম করিতেছে বটে কিন্তু যাঁহার প্রীতি উদ্দেশে অবতীর্ণ হয় তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতির পরিবর্ত্তে নিজ নিজ প্রীতিকেই স্থান দিতেছে। তখন তাহারা দণ্ডার্হ। কর্ম্মের আবার দণ্ড কি? ইন্দ্রিয়গণকে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখাই কর্ম্মের দণ্ড। অতএব দণ্ডার্হ কর্ম্ম সকলের অবিলম্বে এইরূপ দণ্ড দাও। পক্ষে ইহাও বলিয়া রাখি, যদি কর্ম্মনিয়ন্তা মানসেন্দ্রিয়, প্রতিজ্ঞা করেন,—প্রতিভূ হইয়া স্বীকার করেন যে, "আমার শাসিত ইন্দ্রিয় সকল, কর্ম্মভূমি সংসারে অবতীর্ণ হইয়া আর কখনও প্রভুকে বিস্মৃত হইয়া কর্ম্ম করিবে না।" তবে আর আবদ্ধ করিয়া (নিশ্চেষ্টতারূপ দণ্ড দিয়া) রাখিও না, ছাড়িয়া দাও। কিন্তু সাবধান, বিশেষ লক্ষ্য রাখিও। যদি আবার তাহারা প্রভুকে ক্ষণার্দ্ধ কালের জন্য বিস্মৃত হইতেছে দেখ, তবে তৎক্ষণাৎই আবার এই দণ্ড দিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দণ্ড দিতে দিতে তাহারা শাসিত হইবে। স্পষ্ট কথা এই,—সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে হয় ত এক মাত্র ঈশ্বর প্রীতিই যেন সকল কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য থাকে। পক্ষে যে কর্ম্মে কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রীতি না থাকিয়া আত্ম প্রীতিই আসিয়া পড়ে সে কর্ম্ম করা অপেক্ষা না করাই মঙ্গল। যেহেতু ঈশ্বরের সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের দাস হইয়া ঈশ্বরের আদেশ, ঈশ্বরেরই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও ঈশ্বরের প্রীতির পরিবর্ত্তে আত্ম প্রীতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্য করা, মুখ থাকিতে নাসিকায় আহার করা হইতেছে। অতএব সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত করিও। এই শাসনটি রক্ষা করিলে, আশু প্রত্যক্ষ একটি ফল দেখাই। "হয় কর্ম্ম করাই উচিত, নয় কোন কর্ম্ম করিও না যদি কর তবে এক মাত্র ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই করিবে" এইরূপ মনে মনে একটি প্রতিজ্ঞা থাকিলে, কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে না। অর্থাৎ আত্মপ্রীতি ও লোভ একই কথা। যখন আত্ম প্রীতি উদ্দেশ্য গেছে তখন লোভও গেছে বলিতে হইল। সংসারে লোভ গেলেই কাম গেল। কাম গেলেই ক্রোধ গেল। ক্রোধ গেলেই মোহ ভাব গেল, মোহভাব গেলেই বুদ্ধির বিস্মৃতি ভাব গেল। বিস্মৃতি ভাব গেলেই বুদ্ধি মার্জ্জিত ও সতত ঈশ্বরস্মৃতি পরায়না হইল। এইরূপে আত্মপ্রীতি পরিত্যাগদ্বারা বুদ্ধি স্মৃতি সম্পন্ন (ঈশ্বর পরায়ণ) হইলে তখন কাজে কাজেই আর সে দুষ্কর্ম্মে রত হইবে না। আত্ম প্রীতির পরিত্যাগ ও ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশে কর্ম্ম করার ইহা অপেক্ষা আশু প্রত্যক্ষ ফল আর কি হইতে পারে।

২১। সত্যব্যবহার। ইহা প্রায়শ্চিত্ত। দণ্ডিত মন, দণ্ডিত বাক্য ও দণ্ডিত কর্ম্ম সকলের প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত আবশ্যক। যেমন, কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়া রাজদ্বারে কারাগার দণ্ডে দণ্ডিত হইল, কিন্তু সে, আর্য্য সমাজে আসিবার পূর্ব্বে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিল না, তাহাকে আর্য্যেরা কি সমাজে গ্রহণ করিবেন? কখনই না। পক্ষে সে যখন আপন দণ্ডভোগের ও আবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয় তখন তাহাকে আর্য্যেরা সানন্দে গ্রহণ করিতেছেন। ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এইরূপ আমাদের মহা আর্য্য ঈশ্বরের নিকটেও ব্যবস্থা। তিনি ও দণ্ডভোগীগণকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে আপন সমাজে গ্রহণ করেন না। এখানে দেখ মনবাক্য ও কর্ম্ম ইহারা ঈশ্বরের বিস্মরণ রূপ মহাপরাধে অপরাধী হইয়া, কেহবা প্রাণায়াম কারাগারে আবদ্ধ হইয়া, কেহবা কপাটদ্বয়ে আবদ্ধ হইয়া, কেহবা নিশ্চেষ্টতারূপ দৃঢ়বন্ধনে পড়িয়া রীতিমত দণ্ডই পাইয়াছেন কিন্তু কেহই প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই অতএব ইহাদিগকে যদি ঈশ্বর সমাজে তুলিতে চাও, তুলিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাও, তবে এক কার্য্য কর। ইহাদের যেমন দণ্ড দিবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করাইবে। সত্য ব্যবহারই সেই প্রায়শ্চিত্ত। । স্পষ্ট কথা এই, মনই বল বাক্যই বল আর কর্ম্মই বল, যেই হউক না কেন, তাহাদিগকে ঈশ্বরে অবিস্মৃত রাখিবার জন্য প্রাণায়ামাদি যেরূপ কঠোর সাধনই অবলম্বন করাও না কেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্য ব্যবহারকে অবশ্যই আশ্রয় করাইতে হইবে। সত্য ব্যবহারকে আশ্রয় করাইতে না পারিলে, তাহাদের প্রাণায়মাদি কোন কঠোর সাধনই কার্য্যে আসিবে না। সমস্তই ভস্মাহুতির ন্যায় বৃথা হইবে।

২২। শম। ইহা বুদ্ধির নিগ্রহ। বুদ্ধির কার্য্য অধ্যবসায়। অধ্যবসায় দ্বিবিধ। সৎ অধ্যবসায় ও অসৎ অধ্যবসায়। বুদ্ধি অসৎ অধ্যবসায় করিলেই তাহাকে নিগৃহীত (দণ্ডিত) করিবে। অসৎ অধ্যবসায়ের ভাবকে একেবারে দগ্ধ করিয়া তৎস্থানে সৎ অধ্যবসায়ের আসন দানই বুদ্ধির নিগ্রহ। অতএব গুরুর নিকট অতি যত্নে শমের শিক্ষা করিবে।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

২৪ শে মাঘ ১৮০৩।

হিন্দু মাত্রেই পূর্ব্বদিককে লক্ষ্য করিয়া পূজাদি করিয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া সমুদয় স্নান জপাদি করিবার করিবার বিধি। পূর্ব্বদিগের এত সম্মান কেন? পূর্ব্ব এই কথার মানে কি? পূর্ব্ব মানে, যাহা হইয়া গিয়াছে; যাহা কোন সময় ছিল, এখন নাই; গত কাল, অতীত সময়। আমরা কে? আমরা অতীত কালের সন্তান। কথিত আছে, যখন শাক্যমুনি সিদ্ধ হইয়া পুনরায় কপিলবস্তু নগরে ফিরিয়া আসিলেন, পিতা শুদ্ধোদনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, সশিষ্যে যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন রাজার এক গুণ শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রাজা একে পুত্রশোকে কাতর, একমাত্র পুত্র সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে, ভাবিয়া দুঃখিত, পুত্রবধূ বিধবার ন্যায়, তাহার মাতা কাঙ্গালিনীর ন্যায়, তার পর সেই পুত্র পুনরাগত হইয়া মুণ্ডিতমস্তকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে দেখিয়া রাজার শোকের আর অবধি রহিল না। একে পুত্র হারাইবার ক্লেশ, তার পর সেই পুত্রকে ভিক্ষুক দেখিবার ক্লেশ। তিনি বুদ্ধদেবের কাছে গমন করিয়া বলিলেন, "হে পুত্র! মনঃপীড়া দাও কেন? তুমি রাজার সন্তান বৈরাগী হইয়াছ, ইহা যথেষ্ট কি নয়? নিজ রাজ্যমধ্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে আমার মনে ক্লেশ দেওয়া ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজা দিগের অপমান করা কি হইতেছে না? পূর্ব্বপুরুষ দিগের ধর্ম্ম বিলোপ কর কেন?" প্রশান্তমতি বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বপুরুষ দিগের ধর্ম্ম বিলোপ করি নাই, পালন করিতেছি।' 'কিসে?' 'তুমি রাজা, রাজধর্ম্ম পালন করিতেছ, পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ? শাক্য বলিলেন আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা নহেন। যেখানে যত ফকির আছেন, ভিক্ষুক আছেন, যাঁহারা দণ্ডধারণ করিয়া অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েন, আমি তাঁহাদের বংশজাত। তুমি রাজ ধর্ম্ম পালন কর, আমি আমার পূর্ব্বপুরুষ দিগের ধর্ম্ম পালন করি।' শুদ্ধোদন এই কথা শুনিয়া নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের কথার অর্থ কি? কেবল শাক্যমুনি নহেন, যখন যিনি কোন ধর্ম্মবিধি পালন করেন, তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে যত যোগী, মুনি, ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের সন্তান। যে মনে করে, আমার ধর্ম্ম, অপরের ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন সে ধর্ম্ম বোঝে না; ঈশ্বর বোঝে না। সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম বোঝে, যে মনে করে, আমার ধর্ম্ম সেইরূপ, পিতা পুত্রের নিকট ধন রাখিয়া যান যেরূপ। যোগ সাধন করিয়া, তপস্যা করিয়া সকল সম্প্রদায়ের যোগী ঋষিরা যে ধন রাখিয়া গেলেন, আমরা সেই পূর্ব্বপুরুষ দিগের বিত্তের অধিকারী হইয়া আমাদিগের ধর্ম্ম পালন করিতেছি। যে মনে করে, আপনাকে পূর্ব্বপুরুষ দিগের হইতে বিচ্ছিন্ন, গত কালের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সে নির্ব্বোধ; সে ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ। মানবের বর্ত্তমান অবস্থা কি হইতে হইল? জ্ঞানীরা বলেন, যে মানববংশ পূর্ব্বে ছিল, তাহা হইতে; এমন কি, পশুবংশ লইয়া মানব প্রকৃতি গঠিত হইল। আমরা বলি, যোগ ছিল, ভক্তি ছিল, তপস্যা ছিল, সেই সমস্ত একীভূত হইয়া, ঘন হইয়া, পিতা মাতা হইয়া আমাদিগকে গর্ভে ধরিল। অতীত কাল আমাদিগকে গর্ভে লুকায়িত রাখিয়াছিলেন; পরে যখন আমরা ধর্ম্মবিধি পাইলাম, জন্মিলাম, পূর্ব্বকার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলাম। যেমন সন্তানের আকার স্বাস্থ্য পিতা মাতার ন্যায় হয়, তেমনি আমাদিগের যোগ ধ্যান প্রভৃতি সমস্ত ভাব পূর্ব্ব পুরুষদের ন্যায় হওয়াই স্বাভাবিক। বালকের প্রকৃতি কিরূপ হয়? পিতামাতার প্রকৃতিকে একত্র করিলে যা হয়, তাই। আমাদিগের হস্তের নাড়ী ধরিয়া দেখিতে হইবে, পূর্ব্বকালের রক্ত চলিতেছে কিনা? বক্ষে যন্ত্র ধরিয়া দেখিতে হইবে, পূর্ব্বকার যে ধ্যান ছিল, যে সব চিন্তা ছিল, ভিতরে তাহার শব্দ হইতেছে কি না? যদি না হয়, বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মের গল্প করিলেও তোমার ধর্ম্ম কাল্পনিক। আর ইহা যদি হয়, তাহা হইলে তোমার প্রকৃতিতে শাস্ত্র লিখিত দেখিব; তোমার উপাসনার ভিতর বাল্মিকি, বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইব, তোমার উপদেশের ভিতর শাক্যমুনির শব্দ শুনিব। যে সকল মহাত্মা যে সকল বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছেন, তোমার কর্ম্মে তাহার গন্ধ পাইলে বলিব, তোমার ধর্ম্ম পুরাতন শক্তি সামর্থ্য লইয়া, পিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহ দিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিয়াছে। তুমি সেই পুরাতন মহাত্মাদিগের বংশে জন্মিয়াছ। যে ভাবিবে তার ধর্ম্ম আর চৈতন্যের ভক্তির ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, সে কখন চৈতন্যেরভক্তি পাইবে না। যে ঈশার ভাব কে স্বতন্ত্র ভাবিবে, সে বাইবেল ও ঈশার প্রকৃতির গভীর অর্থ পাইবে না। যে ভাবিবে, শাক্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, সে নির্ব্বাণের গভীর ভাব বুঝিবে না। এমন হইতে পারে, তাঁহাদের কোন কোন মতের সহিত কি ভাবের সহিত ভিন্নতা আছে; কিন্তু তাঁদের প্রকৃতির সার ভাব যাহা, তাহার যে সত্যতা, সমুদয়, ভূত কালের সন্তান যে আমরা, আমাদিগের ভিতর প্রবাহিত হইতেছে। লোকে যে ঈশার বিষয় পাঠ করে, উপকার হয় না কেন? শাক্যের সাধন ও চৈতন্যের ভক্তির কথা শোনে, চরিত্রে সেই সমস্ত ভাব নামে না কেন? সে মনে করে, শাক্যের ধর্ম্ম পড়িবার বিষয়; ঈশার ধর্ম্ম

শুনিবার বিষয়। আমি যে এযুগে ঐ সব ভাব পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, সে একথা ভাবে না। দায়ীত্ব মানে না। ব্রাহ্ম মনে করে না, ভক্তির জন্য সে দায়ী; গভীরতম আত্মদমন করিবার জন্য দায়ী। তার অন্তঃকরণে এভাব লাগে না, যে সে জগৎকে দেখাইবার জন্য দায়ী, ঈশ্বরের সন্তান হওয়া কাহাকে বলে। পিতৃঋণ যে তাহার গলায়, ঈশ্বরের নিকট ঋণ করিয়া শাক্য চলিয়া গিয়াছেন, ঈশা চৈতন্য চলিয়া গিয়াছেন। ঋণ নয় ত আর কি? চৈতন্যের ভক্তি দয়াময়ের ভাণ্ডার হইতে না হইলে কি হইতে পারে? সেই যে ঈশার পবিত্রতা, পরহিত পরায়ণতা, অন্যের দুঃখে কাতরতা, প্রাণদান, ভাব, বিশ্বাস দয়াময়ের ভাণ্ডার হইতে না হইলে কোথায় পাওয়া যায়? অহিংসা প্রভৃতির যে উপদেশ শাক্য প্রচার করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের দ্বার ব্যতীত তাহা আর কে কোথায় পায়? আমরা সেই পিতৃঋণ ভোগ করিতেছি, সেই ঋণ লইয়া ঈশ্বরের পূজা করিতেছি। যে বিশ্বাস ঈশা দেখিয়াছিলেন, তাহাই ভোগ করিতেছি। ঋণ যে শোধ দিতে হইবে, মনে করি না। চৈতন্য যে ভক্তির ধর্ম্ম অসমাপ্ত ধর্ম্ম রাখিয়া গেলেন, তাহা যে আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে, ইহা আমাদিগের মনে হয় না। শাক্যের সন্তান আমরা, তাঁর নির্ব্বাণ যে আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে। অতীত কালের সন্তান আমরা, যাবতীয় অসমাপ্ত ভাব ও অসমাপ্ত বিধান, সমস্ত আমাদের ধর্ম্মের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। অতএব দেখ, আপনাদিগকে অতীত কালের সন্তান বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশা মুসার সন্তান বলিয়া মানিলে পূর্ব্বপুরুষ দিগের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, ধর্ম্মপালন করিতে হয়। কেহ যদি সমস্ত পূর্ব্ব পুরুষ দিগের ধর্ম্ম পালন করে, ভবিষ্যৎকাল আসিয়া তাহার সেবা করিবে। বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি পূর্ব্বকালের অসমাপ্ত কার্য্যকে সমাপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সহস্র লোক ভবিষ্যতে তাহাকে ধন্যবাদ করিবে। তার জীবনরূপ ক্ষুদ্র প্রদীপ নিবিয়া গেলে পরবংশীয় লোকে তাহার কার্য্য ভার লইয়া তাহাকে পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া মানিবে। ইহা দ্বারা হয় কি? না, সমুদয় মানব বংশ এক বংশ হয়, এক পরিবার হয়। জাতিভেদ থাকে না; ভূত বর্ত্তমানে বিরোধ থাকে না। কেবলই সমন্বয় হয়, শান্তি হয়, আর অতুলসম্পত্তি মনুষ্য পায়। মহাত্মাদিগের সম্পত্তি কি সাধারণ? পিতৃদত্ত ধন লইতে গেলে তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহার দায়ীত্ব লইতে হয়। দয়াময় পিতা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভাবিতে পারি, অসমাপ্ত কার্য্যকে সমাপ্ত কার্য্য; অসমাপ্ত ভাবকে সমাপ্ত ভাব, অসমাপ্ত বিধিকে সমাপ্ত বিধি করিতেই আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন ইহা ভাবা যায়, তখন বর্ত্তমানের জীবনকে সর্ব্বণ কণার ন্যায় বোধ হয়। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় হয়। পূর্ব্বকাল মনে হইলে পরকাল মনে হয়। অবশেষে ভবিষ্যৎ ও বিলুপ্ত হইয়া যায়; অনন্ত কালের ভাব অনন্ত ঈশ্বরের নিকট সমস্ত বিলীন হয়। এইরূপে আমরা ভূতকালের সঙ্গে যোগ লাভ করি, ভবিষ্যৎ জীবনের সংবাদ পাই, সকলের সঙ্গে একাত্ম হইয়া অখণ্ড ঈশ্বরের মঙ্গলময় পদাশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হই।

সংবাদ।

পণ্ডিতবরাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রচারিত সটীক সানুবাদ সামবেদ পাইবার জন্য আমাদিগকে অনেকে পত্রাদি লিখিতেছেন তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে, বহু সংখ্যক গ্রাহক হইলে ও যেরূপ সাহায্য পাইলে পুনর্ব্বার সামবেদ প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে তাহা হয় নাই, উপযুক্ত গ্রাহক সংখ্যা পাইলেই তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। কেহ কেহ পূর্ব্ব প্রকাশিত সামবেদ পাইবার জন্য তাহার মূল্য জানিতে চাহিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রচারিত সামবেদ প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত আছে। যদি কেহ তাহা প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন, আমাদিগের নিকট পত্র ও টাকা পাঠাইলেই আমরা দিতে পারিব।

মূল আরবি কোরাণ শরিফের তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবারে দেখিলাম ঢাকা ও কলিকাতা নিবাসী পাঁচজন বড় বড় মৌলবি কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া অতি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ ২ মূল আরবি ভাষায় লিখিত কোরাণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, ঠিক অবিকল অনুবাদ হইয়াছে, ইতি পূর্ব্বে আর কখন এরূপ অনুবাদ কেহ করিতে পারেন নাই।

রাজপুতনা প্রদেশে আজমীড় নগরে একটি প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিগত ২৭ শে মাঘ শ্রীমান্ লক্ষণ চন্দ্র সিংহের সঙ্গে কলিকাতা সীমলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজ মোহন বসুর কন্যার শুভ বিবাহ হইয়াছে।

পণ্ডিতবর মৃত দ্বারকানাথ রায় আচার্য্য মহাশয়ের রচিত ইংরাজি "ট্রুফেথ" পুস্তকের বাঙ্গলা পদ্য অনুবাদ করিয়া তাহার কিয়দংশ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন তাহার সমুদায় একত্রিত করিয়া তাঁহার পুত্র ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কাহার প্রয়োজন হয় আমাদের কার্য্যালয়ে মূল্য পাঠাইবেন। মূল্য ৴০ আনা। ডাকমাশুল ৴১০।

আমরা ময়মনসিংহ হইতে হরিভক্তি [illegible] নামে একখানি মাসিক পত্রিকার ৩ খণ্ড ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকা খানি দ্বারা নববিধান প্রচার করাই লিখকের উদ্দেশ্য। লিখক মহাশয়কে আমরা এজন্য ধন্যবাদ করি।

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ৩রা চৈত্র শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৬ ভাগ । ৫ সংখ্যা । | ১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৮০৩ শক । | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে পরমেশ, তুমি আকাশরূপী হইয়া এত মধুর হও কি প্রকারে, কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারি না । যত মধুর, অদ্ভুতসামগ্রী সকলই তুমি আত্মস্বরূপের অনুরূপ করিয়া রাখিয়াছ। শক্তি, প্রেম, জ্ঞান, পুণ্য সকলই কি আকাশ ? আকাশে এত মধু সঞ্চয় করিলে কেন ? যোগীগণ আকাশ ভাবিতে ভাবিতে এমনি মুগ্ধ হইয়া যান যে, আর তাঁহারা স্থূল বস্তুতে অবতরণ করিতে চান না । আনন্দ একটী আকাশ সামগ্রী, সুখ একটী আকাশ সামগ্রী, তুমি একেবারে সমুদায় যে আকাশ দিয়া আচ্ছাদন করিয়াছ । আকাশ, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি, আকাশ আমি তোমাকে আমার আত্মার অন্নপান করি, আকাশ তুমি আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেল। আকাশে স্থিতি, হে প্রভো, একান্ত মধুর । সংসারের বিবাদ বিসংবাদ শোক দুঃখ, অসার বিষয়ের অনুসরণ, এ সকল এক আকাশে স্থিতিতেই তিরোধান করে । আকাশ, নাথ, দুঃখীর পরম শরণ । বাহিরের গৃহ সংসার যাহাকে সুখী করিতে পারিল না, সে যায় কোথায় ? আকাশে, মহাকাশে, চিদাকাশে, সুখাকাশে । আকাশ তো আকাশ নয়, উহা তোমাতে পূর্ণ, সমুদায় শূন্যকে পূর্ণ করিয়া তুমি স্থিতি করিতেছ । যখন সব ছাড়িয়া শূন্যের ভিতরে প্রবেশ করি, তখন তোমার ভিতরে প্রবেশ করি, তোমার ভিতরে প্রবেশ করাতে কি আরাম ! কিছুর ভিতরে প্রবেশ করিলাম না, অথচ এমনি ডুবিয়া গেলাম যে আর সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতে ইচ্ছা যায় না । দীনবন্ধো, সুখ যদি এত সুলভ করিয়া রাখিয়াছ তবে যে সুখ কোন দিন অনায়ত্ত নয়, সে সুখে মানুষ কেন ডোবে না ? তাহারা বুঝি ইহার সন্ধান পায় নাই ? তুমি তো তুষাররাশিপ্রচ্ছন্ন গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় এ সুখকে মানবজাতির নিকটে গোপন রাখ নাই। অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী লোক এই সুখের গৃহ আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং এখানকার সুখে মত্ত হইয়া আর সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন । যাহা হউক, প্রভো, এ দাসকে আকাশে একখানি আসন পাতিতে দাও । আকাশে বসিয়া আকাশের সেবা করিয়া যাহাতে স্থূল জগতের দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া যাই, এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর । জীবনে এ আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে, আর কিছুই চাই না ।

ইন্দ্রিয় শুদ্ধি।

অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সাধন পথে কণ্টক, ইন্দ্রিয় শুদ্ধি না হইলে কখন মনুষ্য অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যদিও আপনি কিছু করিতে পারে না, তথাপি যখন অবিশুদ্ধ ভাবযোগের অনুবর্ত্তী হয়, তখন উহারা মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বিষয় এবং বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং অবিশুদ্ধ নহে কিন্তু অবিশুদ্ধ হৃদয়ের নিকটে উহারা বিশুদ্ধ হইয়াও অবিশুদ্ধ। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, বাক্, প্রভৃতি অবিশুদ্ধ ভাবযোগের বশবর্ত্তী হইলে, উহাদিগের স্বাভাবিক নির্দ্দোষ স্বভাব তিরোহিত হয়। চক্ষুরাদির গতি এমন সদোষ হয় যে উহাদিগের গতি দেখিয়াই মনের অভ্যন্তরে কি ভয়ানক নরক স্থিতি করিতেছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বিকারগ্রস্ত ইন্দ্রিয়গণের সংযমে বাহ্যোপায় অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর কি না একথা জিজ্ঞাস্য বটে। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে বাহ্যোপায় কার্য্যকর হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু অন্তরকে একেবারে বিশুদ্ধ করিতে পারা যায় না। এজন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়কে তত্তদ্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিয়া তাহাদিগের ক্রিয়াকে দুর্ব্বল করা এক প্রকার সাধারণ উপায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকেরা এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, বর্ত্তমান সাধকেরাও সময়ে সময়ে এ উপায় অবলম্বনে বাধ্য। কেন না অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়চালনা দ্বারা অবিশুদ্ধ পথে তাহাদিগকে সবল করা অপেক্ষা অপরিচালন জন্য তাহাদিগের সামার্থ্য সঙ্কোচ বরং ভাল।

ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক ক্রিয়ার গতি রোধ আমাদিগের ধর্ম্ম নহে। চক্ষু দর্শন করিবে, তাহাকে দর্শন ক্রিয়া হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া ক্ষীণ করা ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে দৃষ্টির সামর্থ্যসঙ্কোচ ইহার অর্থ কি? অর্থ এই দর্শন করিবে তো ভদ্র বিষয় দর্শন কর, অন্যথা চক্ষু, নিমীলন করিয়া রাখিতে অভ্যাস কর। প্রতিজ্ঞা কর, যত ক্ষণ চক্ষু ভদ্র দর্শন করিতে শিক্ষা না করিবে, তত ক্ষণ তাহার যথেচ্ছ গতি কখন তোমার অনুমোদন লাভ করিবে না। "যদি তোমার দক্ষিণ চক্ষু তোমায় অপরাধগ্রস্ত করে, তবে তাহাকে উৎপাটন কর" এ কথার অর্থ কি অঙ্গচ্ছেদ, না তাহার ক্রিয়াসঙ্কোচ? অবশ্য ক্রিয়াসঙ্কোচ, কেন না উৎপাটন দ্বারা অপরাধের মূল বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সংযমন দ্বারা। যাহা দেখিলে তোমার মনে অবিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়, যত দিন সেই বিষয়সম্বন্ধে মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম না হইয়াছ, তত দিন সে বস্তু দর্শন না করা শ্রেয়ঃ। তবে কল্পনাযোগে সেই বস্তুর প্রতিকৃতি তোমার মনে আসিয়া তোমার মনকে অনেক সময়ে অবিশুদ্ধ করিবে, কিন্তু জানিও যদি বাহিরে অনুরূপ বস্তু না পায়, তবে কল্পনা দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং তদ্বিষয়ের প্রতিকৃতি দিন দিন ক্ষীণভাবে মনে উদিত হইয়া একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের অবরোধ দ্বারা বিশুদ্ধি উপস্থিত হয় না। প্রবল ব্যাধি সমুপস্থিত। তাহার বর্দ্ধক সামগ্রী হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, কিন্তু সে যে তোমার শরীরস্থ শোণিতাদি ধাতু এমনি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে সে আপনার পোষণ পরিবর্দ্ধনের উপাদান তোমার শরীর হইতেই সংগ্রহ করিতে সমর্থ। এসময়ে ভিতরে তাহার গতি যাহাতে অবরুদ্ধ হয় তজ্জন্য যত্ন একান্ত প্রয়োজন। ঔষধের শক্তিদ্বারা তুমি তাহার গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে যত্ন করিয়া থাক, এবং তাহাতে তুমি কৃতকার্য্য হও; কি জন্য না তাহার বর্দ্ধক বাহ্য কারণ সমুদায় তুমি পরিহার করিয়াছ। ইন্দ্রিয়গণকে সেই সমুদায় বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলে যাহাতে তোমার মানসিক ব্যাধি প্রবল হয়, এখন অন্তরে তাহার প্রাবল্যের যে সকল উপাদান আছে, তাহার সঙ্কোচ করিতে যত্ন-

শীল হও। অবিশুদ্ধ ভাবযোগ ভিতরের উপাদান। এই ভাবযোগের গতি সচ্চিন্তা সদনুধ্যান তত্ত্বালোচনা প্রভৃতি উপায়ে অবরুদ্ধ করিয়া তৎস্থলে বিশুদ্ধ ভাবযোগকে সংস্থাপন কর।

এখন জিজ্ঞাস্য এই মনুষ্য যদি এত সহজে ভাবযোগ বিশুদ্ধ করিতে পারে, তবে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখী হয় কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখী হয় কেন, এ কথার উত্তর নাই, কেন না ইচ্ছা এমনি অসামান্য বস্তু যে এতদ্‌যোগে মহাত্মারা আশ্চর্য্য অলৌকিক অসাধ্য ব্যাপার সকল সাধন করিয়া গিয়াছেন। তবে সাধারণলোক-সম্বন্ধে এ কথা সত্য যে সচ্চিন্তা সদনুধ্যানাদি দ্বারা অবিশুদ্ধ ভাবযোগ অবরুদ্ধ করা সহজ নহে। সচ্চিন্তা, সদনুধ্যান, তত্ত্বালোচনাদি আপনি সমুদ্ভূত হয় না। এ সকলের উদ্ভাবন জন্য বিশেষ সাধন ভজনের প্রয়োজন। চক্ষুর উৎপাত অসহ্য হইয়া তাহাকে নিমীলিত করিলে, কিন্তু চক্ষু নিমীলন করিয়া থাকিলেই যে সচ্চিন্তার প্রবাহ মনের মধ্যে প্রবাহিত হইবে কে বলিল? চক্ষু নিমীলন করিলে ভাল, কিন্তু চক্ষুকে নিমীলিত দেখিয়া মন যে দ্বিগুণ চঞ্চল হইল তাহার কি করিলে? সে যে বিষয় চায়। তাহাকে এমন কিছু বিষয় দাও যাহা লইয়া সে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। তাহাকে কান্দাও তাহাতে ক্ষতি নাই, সে কান্দিতে পারিলেও তাহাই লইয়া থাকিতে চায়। তবে যদি তাহাকে হাসাইতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে এক বার তাহাকে কান্দাও। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে সহায় করিয়া মন তোমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা কর। অধিক না বুঝুক, একটি বুঝিলেই তোমার মন প্রার্থনার উপযোগী হইবে। যদি প্রার্থনার উপযোগী হইল, তবে আর ভয় নাই; প্রবল অস্ত্র হাতে পাইলে। এখন ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করিতে থাক; দেখিতে পাইবে, তুমি যে অপরাধকে ক্ষুদ্র মনে করিয়াছিলে তাহা এখন তাহার প্রকৃত বিকটমূর্ত্তি তোমার নিকটে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। একটু কান্দিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিয়াছিলে এখন আর ক্রন্দনের বেগ থামে না। প্রার্থনা করিতে বস, কেবল কান্না, কান্না বৈ আর কিছু হয় না।

এখনও সচ্চিন্তা, সদনুধ্যান, তত্ত্বচিন্তাদির সময় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং এখান হইতে পূর্ব্বাভ্যাসে প্রতিগমন করিবার সম্ভাবনা আছে। প্রবল অস্ত্রাঘাতে ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হইল, আর মনে করিল আমি সুস্থ হইলাম সে যেমন মূঢ়, ক্রন্দনারম্ভে ক্রন্দনের আবেগ দেখিয়া যে মনে করিল, আর ভয় নাই, ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধি হইয়াছে সেও তেমনি মূঢ়। অস্ত্রাঘাতে আবদ্ধ পূয় নির্গম হইল, কিন্তু পুনরায় পূয় সঞ্চারের পথ অবরুদ্ধ হইল না, এখন শোধন রোপণের প্রয়োজন, অন্যথা পূর্ব্বভাবপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। ক্রন্দনের পর আশ্বাসপ্রাপ্তি। এই আশ্বাসে বলসঞ্চার হয়। কিন্তু একটু বলসঞ্চার দেখিয়া যে ব্যক্তি অনবধান হয়, সে আবার অসুস্থতায় নিপতিত হয়। বলসঞ্চার হইল কেন না তুমি ঈশ্বরের করুণাহস্ত দেখিতে পাইলে। এই করুণাহস্ত ভাল করিয়া ধর, অন্যথা তোমার পুনরায় পদস্খলনের সম্ভাবনা। ধরিয়া কি করিবে, হৃদয়ে বসাইবে, নিমীলিত চক্ষুকে উন্মীলিত করিও না, যত ক্ষণ না উঁহাকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিবে। যদি এক বার ইঁহাকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিলে, তবে তোমার ভিতরে সচ্চিন্তার স্রোত খুলিয়া যাইবে। তখন সে উৎস হইতে কেবলই তত্ত্বরাশি উদ্ভূত হইবে। পূর্ব্বে যে বস্তু যে ভাবে দর্শন করিতে, আর সে বস্তু সেভাবে দর্শন করিতে পারিবে না। তুমি নিয়ত এক বিশুদ্ধভাবপূর্ণ জগতে বিচরণ করিবে।

"রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।"

ইন্দ্রিয়গণকে অবরুদ্ধ করিলে ক্ষীণ করিলে কিন্তু ভিতরের কামনা নিবৃত্ত হইল না, সে কামনা নিবৃত্ত হইবে কখন যখন রসস্বরূপ

ঈশ্বরকে অন্তরে পাইবে। এখন কি হইল, সমুদায় বস্তুতে ঈশ্বর আপনাকে মিশাইয়া ফেলিলেন। যাহা দেখিতে যাও, ধরিতে যাও, ভাবিতে যাও, বলিতে যাও, দেখ ঈশ্বরের একটি স্বরূপ তাহার মধ্যদিয়া মুখ বাড়াইতেছে। আর তোমার অবিশুদ্ধতার অবকাশ রহিল কোথায়? ঈশ্বর সকল অবিশুদ্ধতা আত্মবিদ্যমানতা দ্বারা হরণ করিয়াছেন, ঈশ্বর বিদ্যমানতার অগ্নিতে সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন যে সাধকের সর্ব্বস্বাপহারী কাম সেও ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তিকে দেখাইয়া দিয়া বিবেকাশ্রয়ে আপনাকে বিষদন্তবিহীন নির্দ্দোষ ভুজঙ্গশিশু করিয়া তাঁহার পদলগ্ন হইয়াছে। আর ক্রোধের ভীষণমূর্ত্তি নাই, ঈশ্বরের ন্যায়মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়া সে প্রশান্ত গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়াছে। কেন না ন্যায়দণ্ড দর্শনে সে আপনি তটস্থ, অপরের উপরে অত্যাচার প্রকাশ করিবে কিরূপে? লোভ এখন রসস্বরূপে পরিতৃপ্ত, এখন আর তাহার অন্য রস আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেন? সংক্ষেপতঃ যে ইন্দ্রিয় শুদ্ধির জন্য এত ব্যস্ততা, এখন তাহা স্বতঃ অসদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত, পুণ্যময় ঈশ্বরে আবদ্ধ, আর ভাবনা কি?

বিধান প্রণালী।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন ঈশ্বর পূর্ণপ্রজ্ঞ পূর্ণ মঙ্গল পূর্ণ পবিত্র, তবে ধর্ম্মবিধান একেবারে পূর্ণ হইয়া পৃথিবীতে আসিল না কেন? পুনঃ পুনঃ দেশে দেশে যুগে যুগে নানা ধর্ম্ম মত সকল আবির্ভূত হওয়াতে ঈশ্বরের পূর্ণজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ আসিতে পারে।

প্রথমতঃ ইব্রাহিম আসিয়া জগতে অপৌত্তলিক বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহা দ্বারা সে কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না, সক্রেটিস আসিলেন, মুসা আসিলেন, তাহার পর ঈশা ও মোহম্মদ, এইরূপে ক্রমে বিধানের প্রচারকারী ভক্তগণ জগতে আসিয়া বিধান প্রতিষ্ঠা করিলেন। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশে শাক্যমুনি, চৈতন্যদেব, গুরু নানক শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ সময়ে সময়ে আসিয়া অলৌকিক বলের সহিত ধর্ম্মভাব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাময়িক বিধিকেই আমরা এক একটি ধর্ম্মবিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, এরূপ হইলে ঈশ্বরেতে অপূর্ণতার আরোপ না হইয়া পারে না; কেন না তিনি এক দিনে একটি মাত্র উপায় দ্বারা কার্য্যের পূর্ণতাবিধান করিতে অসমর্থ হইয়া এই সকল ব্যক্তির উপরে আপেক্ষিক শক্তি দিয়া সময়ে সময়ে জগতে পাঠাইয়া থাকেন। যদি তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির পূর্ণতা থাকিত, তবে কদাচ এরূপ আপেক্ষিক ভাবে বিধান রচনা করিতেন না। এই সন্দেহের মীমাংসা করিবার জন্য আমরা কিছু বলিব।

ইহা বলিবার পূর্ব্বে বিধান কি জানা আবশ্যক হইতেছে। বিধান অর্থাৎ এক জন কর্ত্তা সময়ে সময়ে যে কার্য্যবিধি প্রচার করিয়া থাকেন তাহাকে বিধান বলা যায়। এই বিধান প্রধানতঃ দুই প্রকার, সামান্য ও বিশেষ। সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে যাহা বিহিত হয় তাহা সামান্য; কোন এক দেশ বা ব্যক্তির জন্য যাহা বিহিত হয় তাহাকে বিশেষ বিধান বলা যাইতে পারে। কোন একটি মানুষ চিন্তা করিয়া কতকগুলি ভাব উপার্জ্জন করিয়াছিল, সেই গুলি একত্র সংগৃহীত করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছে এবং সেই পুস্তক অদ্যাপি জগতে আছে ও জগতের উপকার সাধন করিতেছে। এরূপ ঘটনা সত্য ও উপকারী হইতে পারে, কিন্তু ইহা বিধান হইতে পারে না। যাহা বিধান সেস্থানে বিধাতাকে দণ্ডায়মান দেখিতে হইবে। যেস্থানে বিধাতার হস্ত কার্য্য করে না, বিধাতার জ্ঞানের

চিহ্ন পরিস্ফুট হয় না তাহা বিধান হইতে পারে না, ফলতঃ বিধাতার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া কখন বিধান হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ করিবার জন্য অস্মদ্দেশীয় ঋষিদিগের গ্রন্থ লিখিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ও মোহম্মদের জীবনের তেজের কথা উল্লেখ করিতে পারি। মোহম্মদ এই বিষয়ে ঈশ্বর হইতে শক্তি লাভ করিয়া সহস্র সহস্র শত্রুর খড়্গ তলে অনায়াসে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং মোহম্মদের জীবন এই শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলা যায়, অর্থাৎ তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিয়া বিধান রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ঋষিদিগের ভিতরে এবাক্য সম্বন্ধে সেরূপ তেজ ও প্রভাবের প্রমাণ নাই। তাঁহাদের মনে একটী কথা উদিত হইয়াছিল, সেই সুন্দর কথাটী পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উহা মূল শক্তি হইয়া কোন সমাজের উপর কার্য্য করে নাই। ফলতঃ এইরূপ তেজের প্রমাণ না পাইলে তাহার নাম বিধান হইতে পারে না, এইরূপ শক্তির প্রাচুর্য্য স্থলে বিধান না বলাও দোষ।

ঈশ্বর পূর্ণ। তাঁহা হইতে পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ মঙ্গলই আমাদিগের জন্য আসিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে আমরা ত আর পূর্ণ নহি। তিনি যেমন পূর্ণ, আমরাও যদি সেইরূপ হইতাম, তবে তাঁহার পূর্ণতা আমরা ধরিয়া রাখিতে পারিতাম। যখন পূর্ণ ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম হইতে পূর্ণ ভাবসকল জগতে আবির্ভূত হয়, তখন সেই সকল ভাব অংশতঃ জন হৃদয়ে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ধর্ম্মবিধান রচনা করিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ণ ঈশ্বর হইতে জগতে একেবারে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইলেও আমাদিগের দুর্ব্বলতা হেতু তাহা হইতে পারে না। আমরা তাঁহার প্রেরিত বিধানের পূর্ণতা ধরিয়া রাখিতে পারি না বলিয়া ধর্ম্মেরও অপূর্ণতা দূর হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানবীণা অহর্নিশি অবিশ্রান্ত বাজিতেছে, তাহা এক মুহূর্ত্তও বিরাম প্রাপ্ত হয় না। সেই বীণার সুর যিনি যেটুকু ধরিয়া রাখিতে পারেন সেইটুকু লইয়া তিনি তৎকালের উপযোগী একটি বিধান রচনা করিয়া চলিয়া যান, কাজেই অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিবার জন্য অন্য এক জন প্রেরিত পুরুষের প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই যে আংশিক গ্রহণ, ইহাও আবার এলমেলরূপে হইতে পারে না; কিন্তু যাহার বা যে দেশের জন্য যে অংশের প্রয়োজন সে সময়ে সে দেশের জন্য তাহাই গৃহীত হইয়া থাকে, অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যক্ত হয়। যেমন অনেক লোক একত্র বসিয়া এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অভিনয় শ্রবণ ও দর্শন করে, তন্মধ্যে যাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে পুত্রের মৃত্যুবিষয়ক প্রস্তাব শুনিলেই সেই ব্যক্তি একেবারে হতচেতন হইয়া পড়ে, অন্য কেহ সেরূপ হয় না। আবার পতিবিয়োগবিধুরা স্ত্রীর প্রস্তাব আসিলে তদ্ভাবে ভাবিত ব্যক্তির হৃদয়েই সেইটি বিশেষরূপে মুদ্রিত হয়, অন্য কাহারও সেরূপ হয় না। সেইরূপ যখন ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অবৈধ দুরাচার দ্বারা পৃথিবী অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে শাক্যমুনি আসিয়া জগতে নির্ব্বাণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই নির্ব্বাণের বিধির জন্য তৎকালে পৃথিবীর অশ্রুপাত হইতেছিল, সেই অশ্রুপাত শাক্যমুনিকে আঘাত করিয়াছিল। শাক্য প্রেরণা দ্বারা এমন প্রবলরূপে প্রেরিত হইলেন যে রাজ্য ধন স্ত্রী পিতা মাতা এ সকল কিছুরই প্রতি আর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না; অথবা সে সকল আকর্ষণরজ্জু ঈশ্বরের প্রবল প্রেরণায় পড়িয়া ছিন্ন হইয়া গেল। এখানে ঈশ্বরের অজস্র প্রেরিত বিধানের মধ্যে তখনকার উপযোগী বিষয় যতটুকু পারিলেন শাক্য গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণবিধি রচনা করিলেন, অধিক যাহা ঈশ্বরেতে রহিয়া গেল। তৎপর জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত লোকসকল আবির্ভূত হইয়া যখন অত্যন্ত অবিশ্বাস নাস্তিকতা ব্যভিচারময়

দৌরাত্ম্য দ্বারা জগৎকে উপদ্রুত করিয়া তুলিল, তখন ভক্তির প্রতিমা চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তৎকালে যে জন্য পৃথিবী ক্রন্দন করিতেছিল, ঈশ্বর হইতে তাহার আয়োজন সকল গ্রহণ করিয়া জগতে বিতরণ করিলেন। এই প্রেরণা তাঁহাকে এরূপ অন্যমনস্ক করিয়াছিল ও প্রবল পরাক্রমের সহিত চালিত করিয়াছিল যে প্রিয়তমা পত্নী ও দুঃখিনী জননীর অনিবার অশ্রুজল তাঁহাকে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

এইরূপ যখন পৃথিবী ঘোরতর অজ্ঞানতাজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পাপ কুসংস্কার যখন অনিবার্য্য হইয়াছিল, সেই সময়ে ইব্রাহিমের উদয় হইল। ইব্রাহিম পাপ অন্ধকার পূর্ণ জগতে অপৌত্তলিক ঈশ্বরনিষ্ঠার আলোক জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ইব্রাহিমের সেই আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে ঈশা মুসা সক্রেটিশ প্রভৃতি উদিত হইয়া নূতন আলোক প্রদান করিলেন। এই সকল বিধান একই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও একের ভিতরে যে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল, অপরের ভিতরে সে ভাব ছিল না কিন্তু অন্য একটি ভাব ছিল। যেমন ইব্রাহিমের মধ্যে এক চৈতন্য শক্তির দয়া পরিস্ফুট হইয়াছিল, কিন্তু সক্রেটিসেতে সে ভাব ব্যতীত অতিরিক্ত একটি আত্মপ্রভাব কার্য্য করিয়াছিল এবং সেই ভাব সবিজ্ঞান ও সপ্রমাণ ছিল। মুসাতে আবার সেই অজন্মা ঈশ্বর বিবেকের ভূমি প্রশস্ত করিয়া লইয়া তাহাতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঈশাতে আবার ইচ্ছাযোগের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এ প্রকার শিব শুক নারদ জনক ও অম্বরীষ প্রভৃতি প্রেরিত পুরুষ ও ভক্তগণ আমাদিগের দেশে আসিয়া বিধান ও ভক্তিভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ চৈতন্য শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন।

এই সকল এক একটি প্রধান প্রধান বিধানের আবার পরিপোষক অন্য প্রেরিতগণ সময়ে সময়ে আসিয়া বিধানের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। যেমন ঈশার পর জন, ও পল আসিয়াই ঈশার প্রচারিত ইচ্ছাযোগের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এই প্রকার অপর বিধানের পরিপোষণ জন্য জগতে প্রেরিতগণ সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিতে হইলে প্রস্তাব বড়ই দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা সে সকল ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যে সকল বিধান ও বিধানপ্রচারকর্ত্তাদিগের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে. তাহাদের প্রত্যেকের ভিতরে এমন কিছু ছিল যাহা অপরের মধ্যে ছিল না, এবং এ সকলই যে একটি পূর্ণ ধর্ম্মবিধানের অংশ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা দ্বারা প্রত্যেক মানবজীবনের জন্য যে প্রত্যেক বিধানের তেজ ও বলের প্রয়োজন, প্রত্যুত একটি ক্ষুদ্র ভাবও যে পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই তাহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। যদি এই কথা সত্য হইল তবে এই সমুদায় বিধান একত্র গ্রথিত করিয়া এক পূর্ণ ধর্ম্মবিধান রচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। তদনুসারে সেই মানবজীবনের পূর্ণতা বিধায়ক এক পূর্ণ ধর্ম্মবিধানের সূত্রপাত করিবার জন্যই প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম উদিত হইল। আবার সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পূর্ণ করিবার জন্য নববিধানের জন্ম হইল। নব বধান কোন মনুষ্যের বল ও তেজ বিধানের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু পূর্ণ মঙ্গলময় বিধাতা স্বয়ং স্বহস্তে এই বিধানসকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন. অদ্যাপি তিনি জটিল কুটিল ভাবসকলের মীমাংসা করিয়া সকলকে এক সম্মিলনের ভূমিতে টানিয়া আনিতেছেন। তিনি ঐ সম্মিলনের প্রতিবন্ধকসকল দূর করিয়া দিয়া সকল বিধান ও বিধানবাহী ভক্তকে এক সুদৃঢ় সম্বন্ধসূত্রে

আবদ্ধ করিতেছেন। কোন মনুষ্য নববিধানের সংগ্রহীতা নববিধান ইহা বিশ্বাস করে না। কোন্ বস্তুটি বিধানের অংশ কোন্‌টি নহে, মানুষ তাহা বুঝিবে কিরূপে? মানুষের সামান্য বুদ্ধি ঐশিক কার্য্যের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইবে কিরূপে? কোথায় কোন প্রদেশে বিবদমান বিষয়ের মীমাংসা অবস্থিতি করিতেছে মানুষ তাহা বুঝিবে কিরূপে?'

প্রতিদিনের অন্নপান মধ্যে যেমন বিধাতার উপস্থিতির প্রয়োজন, প্রতিদিনের গমনাগমনের মধ্যে যেমন বিধাতার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, প্রতি শারীর ক্রিয়া প্রতিদিনের নিদ্রা জাগরণ প্রতিদিনের অন্ন রসের রক্তে পরিণতি যেমন ঈশ্বরের হস্তস্পর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ বিধানসম্বন্ধীয় একটী কথাও আমরা মানবীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যে অংশ মানবীয় তাহা পচনপ্রবণ ক্ষণভঙ্গুর, তাহা লইয়া আমরা কি করিব।

আমারা ঈশা, মুসা, মোহম্মদ বুদ্ধ, চৈতন্য শঙ্কর প্রভৃতি ইহাঁদিগের ভিতরে যে অংশ মানুষের, যাহা দুর্গন্ধ উৎপাদন করে, যাহা লোকের পীড়া জন্মায়, সে ঈশা সে মুসা সে মোহম্মদ সে বুদ্ধ বা চৈতন্য গ্রহণ করি না। কিন্তু যে অংশ ঈশ্বরের, যে অংশ শান্তি ও কল্যাণের আকর, আমরা সেই অংশ গ্রহণ করি। আমরা গ্রহণ করি না, কিন্তু সেই অংশ লইয়া উন্নতিশীল নববিধানরূপ পূর্ণ বিধান রচিত হইতেছে। পূর্ণ মঙ্গল বিধাতা এই পূর্ণ ধর্ম্মবিধান আমাদিগকে দান করিবার জন্য আমাদিগের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত, কাজেই ইহা গ্রহণ করিতে ও জীবনে পালন করিতে আমরা দায়ী।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রলয়কালে ঈশ্বরের যোগনিদ্রাতে স্থিতি নিয়ত বর্ণিত হয়। ঈশ্বরের নিদ্রা, এ কথা শুনিলে হাসি পায়, কিন্তু এই নিদ্রাশব্দের অন্তরালে যে সত্তা লুক্কায়িত আছে, তাহা হাসির বিষয় নহে। প্রলয়কালে ঈশ্বর আপনাতে সমুদায় সৃষ্টি বিলীন করিয়া যোগনিদ্রায় শয়ান হন, ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর কিরূপে স্থিতি করেন, ইহা তাহাই প্রদর্শন করে। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় সৃষ্টি ঈশ্বরেতে লুক্কায়িত থাকে, কেন না তাঁহার শক্তিতে তাঁহার জ্ঞানে সমুদায় সৃষ্টি কারণাবস্থায় অবস্থিত। এ সময়ে ঈশ্বর নিদ্রিত অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান শক্তি অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত। একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে, আমরা এই অবস্থা বুঝিতে পারিব। মনে কর, আমি বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ইংরেজী সংস্কৃত প্রভৃতিতে পারদর্শী। কিন্তু আমি যখন নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত, তখন সে সকল আমাতে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত, এমন কি তাহারা আমার নিকটেই চিন্তার অবিষয়। কিন্তু যখনই প্রয়োজন উপস্থিত, তখনই কোথা হইতে উহারা স্বতঃ বহির্নিঃসৃত হইতে থাকে। সকল সময়ে আমার সত্তা থাকে, কিন্তু আমার জ্ঞানাদি তাহাতে অবিদ্যমানবৎ লুক্কায়িত থাকে। ঈশ্বরের সত্তাতে সেইরূপ শক্তিজ্ঞানাদি অবিদ্যমানবৎ এক হইয়া অব্যক্তাবস্থায় স্থিতি করে। এই ভাবে অবস্থিতকে দেশীয় শাস্ত্রকারগণ যোগনিদ্রা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। কেন না যোগাবস্থায় যোগীতে সমুদায় জগৎ আত্মাতে এবং আত্মা ঈশ্বরে বিলীনাবস্থায় স্থিতি করে। এই তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি যোগীর যোগনিদ্রা, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান তাঁহার যোগনিদ্রা। ঈশ্বরের এ যোগনিদ্রা মহানিদ্রা, কেন না তাহাতে স্বপ্নদর্শন নাই। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায়কে কল্পনাতে চিত্রিত দেখিলেন, একথা কেহ বলিতে পারে না, কল্পনাতে চিত্রদর্শন স্বপ্নদর্শন একই কথা। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় অব্যক্ত, পূর্ণ অব্যক্ত, এমন কি অবিদ্যমানবৎ। যখন সৃষ্টি হইল, তখনই হইল, যেন কিছু পূর্ব্বে ছিল না, এইরূপ তখনকার অবস্থা। নাই হইতে ঈশ্বর সমুদায় সৃষ্টি করিলেন, এজন্য একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এই তত্ত্ব হইতে অনেক কথার মীমাংসা হয়, চিন্তাশীল পাঠকগণ এ বিষয়ে স্বয়ং চিন্তা করিবেন আমরা আশা করিতে পারি।

প্রভূত ক্ষমতার সঙ্গে তৎসুলভ দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। এক জনের হস্তে সমধিক ক্ষমতা সঞ্চিত হইলে সে সকল সময়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। ক্ষমতার সঙ্গে অভিমান আসিয়া যোগ দেয় এবং এই অভিমান বশতঃ মানবসুলভ দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা সর্ব্বজনবিদিত এই সামান্য কথা কেন লিখিতেছি? লিখিবার কারণ আছে। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার সঙ্গে এই দুর্ব্বলতা না থাকাতে অনেকে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে

অপূর্ণ বলিতে সাহস করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং স্বেচ্ছাচারিত্ব এ দুই অনেকের মনে একই কথা। ঈশ্বর এরূপ না করিয়া এরূপ করিলেন কেন, অনেকের মুখে সর্ব্বদা এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কার্য্যের যদি নিত্যত্ব না থাকিত, এখন এক প্রকার তখন অন্য প্রকার করিতেন; প্রভূত শক্তি, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহা করিতে পারেন, ইহা হইলে ঈশ্বরে মানবসুলভ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত, তিনি দৃঢ় ইচ্ছাশীল না হইয়া নিজ ইচ্ছার দাস হইয়া পড়িতেন। ঈশ্বরের দয়াসম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহাতে দয়া আছে অথচ দয়ার দৌর্ব্বল্য তাঁহাতে নাই। যেখানে দয়া এবং দুর্ব্বলতা একত্র বাস করে, সেখানে প্রভূত মঙ্গলের নিদান ক্লেশকে চিত্তদৌর্ব্বল্যনিবন্ধন ভীতি সহকারে দূরে নিঃক্ষেপ করিতে যত্ন হয়। প্রবল অস্ত্রচিকিৎসার ব্যাধিতে আতুর ব্যক্তির অস্ত্রাঘাতে ক্ষণিক ক্লেশ হইবে বলিয়া চিকিৎসক যদি অস্ত্রব্যবহারে সঙ্কুচিত হন, তবে তিনি দয়া দ্বারা পরিচালিত হইলেন না দৌর্ব্বল্য দ্বারা। মনুষ্যকে প্রভূত আত্মকর্ত্তৃত্ব অর্পণ ঈশ্বরের দয়া। সেই আত্মকর্ত্তৃত্বের অপব্যবহারে সে ক্লেশ পাইবে ইহা বলিয়া ঈদৃশ মহত্তর দয়ার দান হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখিলে দয়া না হইয়া দৌর্ব্বল্য হইত। সমুদায় অপূর্ণতাকে পরাজয় করিয়া পূর্ণতা লাভে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা বলিয়া ঈশ্বর যদি সন্তানদিগকে এই বীরত্বের ব্যাপার হইতে সর্ব্বথা দূরে রাখিতেন, তবে তাঁহাতে দয়া প্রকাশ না পাইয়া সামান্য পৃথিবীর মাতার চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইত। মনুষ্য আত্মদৌর্ব্বল্য ঈশ্বরে অর্পণ করিতে এত ব্যগ্র যে নিজ লঘুচিত্ততানুসারে ঈশ্বরের দোষ ধরিতে কেহ একটু সঙ্কোচ করে না।

বিবাহসম্পর্কীয় রাজবিধিসম্বন্ধে ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেক প্রকার ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। তাঁহারা মনে করেন, রাজবিধিকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া লইতে পারেন না কেন না তদ্দ্বারা ধর্ম্মসম্পর্কবিরহিত অনেক বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা রাজবিধির প্রতি দোষারোপ করিব, অথবা যাঁহারা তাঁহার অমর্য্যাদা তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিব? বিধি-মধ্যে ধর্ম্মবিধি যে পরিগৃহীত হইয়াছে, ইহা যদি অনবধানবশতঃ কেহ অবলোকন না করেন, তবে সে দোষ কাহার? যে কোন প্রণালীতে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হউক, তন্মধ্যে যদি "বৈধপতিত্বে" "বৈধপত্নীত্বে" গ্রহণ করিলাম এরূপ শব্দ অন্তর্ভূত থাকে, তবে রেজিষ্টার তাহা শ্রবণ করিলে বিবাহ রাজবিধির চক্ষে সিদ্ধ হইবে, এ কথার উল্লেখ আইনে কেন রহিল? ধর্ম্মবিধানসঙ্গত প্রণালীর সঙ্গে আত্মসম্মেলন সংরক্ষণের জন্য। বিবাহ সভায় রেজিষ্টারের উপস্থিতি এবং বিবাহ প্রণালী মধ্যগত "বৈধপতিত্বে" "বৈধপত্নীত্বে" গ্রহণশব্দ শ্রবণ, এজন্য একান্ত অপরিহার্য্য ব্রাহ্মবিবাহের অঙ্গ। ইহা পরিত্যাগ করিয়া অপর সময়ে রেজিষ্টারী করিলে সে বিবাহ ধর্ম্মভ্রষ্ট, আমরা অবশ্য বলিব। বাছিয়া বাছিয়া ব্রাহ্মকে রেজীষ্টারপদে নিয়োগ করিবার যত্ন কেবল ধর্ম্মের সঙ্গে এই অচ্ছেদ্য যোগ রক্ষা করিবার জন্য। অনেক ব্রাহ্ম অনভিজ্ঞতা বশতঃ এই যুক্তি দেন, রেজিষ্টার তৎকালীন তাদৃশ কথা শ্রবণ করিয়াও যখন পরিশেষে বিধিপূরক পত্রিকায় আমরা "বিবাহিত নহি" এই কথার উল্লেখ করান, ইহাতে তখন অব্যবহিত পূর্ব্বের বিবাহ ব্যাপার রেজিষ্টার স্বীকার করিলেন না বুঝাইতেছে। আমরা বলি তাহা নহে। দণ্ডবিধিতে যে নিয়ম আছে, কেহ আপনার পূর্ব্ব বিবাহ গোপন করিয়া নূতন বিবাহ করিলে পরে প্রকাশ পাইলে দণ্ডার্হ হইবে, এ "বিবাহিত নহি" সেই বিধিকে স্বীকার করাইবার জন্য, এখন যে বিবাহ হইল রেজিষ্টার চক্ষে দেখিলেন, বৈধপতিত্বাদি শব্দ উল্লেখে বিবাহ সিদ্ধ করিয়া লইলেন, তাহা অস্বীকার করিবার জন্য নহে। ফলতঃ কোন পূর্ব্ব বিবাহ গোপন করা হয় নাই, এইটি রেজিষ্টার লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে চান; অন্যথা বিধি মধ্যে যাহা সিদ্ধ করিয়া লওয়া হইল, অন্তে তাহাকেই অসিদ্ধজ্ঞানে লেখা পড়া করিয়া লওয়া উন্মাদকৃত নিয়ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে সকলেরই জ্ঞান মার্জ্জিত রাখা উচিত, কেন না বিবাহবিধির অখণ্ডত্বের উপরে সমুদায় সমাজের পবিত্রতা নির্ভর করে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

১লা ফাল্গুন রবিবার, ১৮০৩।

ধর্ম্মাচার্য্য উত্তপ্ত কেন? ধর্ম্মোপদেষ্টার মুখে নিন্দাসূচক বাক্য কেন? ধর্ম্মাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিবেন, প্রিয় বলিবেন, মিষ্ট বলিবেন, রুষ্ট হইবেন না, এই ত জানি। প্রত্যাশা করি, সাধুকার্য্য করিব, আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগ্রেসর হইবার সাহায্য করিবেন। যখন অন্যায় কার্য্য করিব, প্রিয় বচনে ফিরাইবেন। তাহা দেখি না কেন? মাঝে মাঝে ধর্ম্মাচার্য্য এমনই তীক্ষ্ণ বাক্যে হৃদয় বিদ্ধ করেন, অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করেন, যে ব্যথিত হই। জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মাচার্য্য এত রুষ্ট কেন? অপ্রসন্ন কেন? ধার্ম্মিকেরা মিষ্ট বলিলে লোকে বিস্মিত হয় না; রুষ্ট বলিলেই বিস্মিত হয়, ইহার মানে কি, লোকে বুঝিতে পারে না। যিনি পর্ব্বত পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দীনাত্মারা

ধন্য "তিনিই আবার কালসর্পের বংশ বলিয়া নিদারুণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলেন। মোহম্মদ কোরেশের দৌরাত্ম্য, স্বদেশীয় দিগের বিদ্রোহ কত দীন হইয়া ও ধীর হইয়া সহ্য করিলেন, সেই মোহম্মদ চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া কাফেরকে অভিসম্পাত করিলেন। যে শাক্য নির্ব্বাণ সাগরে মগ্ন, নির্ব্বাত প্রদীপ তুল্য, তিনিই আবার মাঝে মাঝে কুতর্ক দমন করিবার জন্য এমন সকল বাক্য ব্যবহার করিলেন, যে বজ্র পড়িলে যেমন বৃক্ষের উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ভেদ হয়, তেমনি কুতার্কিকের কুতর্ক ভেদ হইয়া গেল। ইহাতে ফল হয় কি? অনেক হিন্দু, অনেক মুসলমান, অনেক খ্রীষ্টান এমনই দারুণ বাক্য ব্যবহারে পটু হইলেন যে তাহা শুনিলে মন শীতল না হইয়া মন উত্তপ্ত হয়। সাবধানে হৃদয়ঙ্গম কর, প্রেমের সঙ্গে আর আঘাতের সঙ্গে কোথায় যোগ ও কোথায় বিয়োগ আমরা মনে করি প্রেম মানে মিলিত হওয়া, মেষ শিশুর ন্যায় হওয়া, মাটী অপেক্ষা নীচু হওয়া, কর্দ্দমের ন্যায় দলিত হওয়া। প্রেম এক পক্ষে পুষ্প অপেক্ষাও কোমল ও চন্দ্র অপেক্ষাও শীতল; অপর পক্ষে পৃথিবীতে যত ভয়ানক দৌরাত্ম্য ও বিপ্লব হইয়াছে, প্রেমের দ্বারাই হইয়াছে। স্বদেশ হিতৈষণা যদি প্রবল হয়, স্বদেশের জন্য কে না রক্ত দেয়? কেহ স্বাধীনতা হরণ করিলে শত সহস্র লোকে সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দেয়; এবং লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাহা অপেক্ষাও যদি নীচে টানিয়া আনি, যেখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভাল বাসা, সন্তানের প্রতি মাতার ভাল বাসা, সেখানে যদি আনি, কি দেখিতে পাই? নারী যে, সে ব্যাঘ্রীর ন্যায় সিংহীর ন্যায় শিশুকে রক্ষা করে। যে সকল জীব কোমল স্বভাব, সন্তান রক্ষার সময় তাহারাও তীব্রভাব ধারণ করে। এক ভাব যেমন কোমলতা, অপর ভাব তেমনই ভীষণতা। যথার্থ প্রেম যাঁর জন্মিয়াছে সে ব্যক্তি দুইএরই সমন্বয় করিতে শিখিয়াছেন। যেমন মা এমনই স্নেহ শিশুর উপর যে তাহা বর্ণনা করা যায় না; সেই স্নেহই সময়ে শিশুর উপর নিষ্ঠুর হইতে বাধ্য করে। প্রেমের ধর্ম্মই এই। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক হন, জগতে সতীর স্থান যাঁহারা অধিকার করেন, ভালবাসার সুরা যাঁহাদিগের ধমনী হইতে ধমনীতে, শিরা হইতে রক্ত হইতে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে যাঁহারা সেই সুরার দ্বারা অধিকৃত, তাঁহাদের মেজাজের ঠিক নাই। চন্দ্রের ন্যায় শিশুর ন্যায় নারীর ন্যায় এই শান্ত কোমল আবার এমনই সিংহের ন্যায় লম্ফ, এমনই ভয়ানক গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, যে লোকে দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাঁহাদের এমন দশা হয় কেন? লোকে সকল সহিতে পারে, কিন্তু যার জন্য প্রেম দিয়াছে, সেই পদার্থের উপর আঘাত করিলে কেহ সহিতে পারে না। নারীকে বস্ত্র না দাও, অন্ন না দাও, সহিবেন; সন্তানের উপর আঘাত করিলে আর সহিবেন না। স্বামী সমস্ত বরদাস্ত করিতে পারেন, পত্নীর উপর অত্যাচার করিলে আর সহিবেন না। ধর্ম্মাত্মা যিনি, তাঁকে মার, বিরক্ত কর, তাঁর কুৎসা কর, তিনি সমস্তই সহ্য করিবেন, কিন্তু প্রিয়তম পরমেশ্বর ও তাঁহার কার্য্যের উপর, কেহ নাস্তিকতার, কি বিপুর, কি সন্দেহের আঘাত যদি করে, কোন ক্রমেই সহিবেন না। তাঁর নিকটে এমনি মানযন্ত্র আছে যে, ঈশ্বরের দিকে এক কুচ তুল্য অত্যাচার করিলে তাঁর শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়, তিনি কঠোর ভাষা বলেন ও কঠোর কার্য্য করেন। নরনিন্দা আর হরিনিন্দার প্রভেদ লোকে ত বুঝিতে পারে না, তাই আশ্চর্য্য হয়। মারিলাম, কাটিতে গেলাম, যে সকলই সহিল, একটী কথাও কহিল না, সেই আবার সিংহনাদ করে, মারিতে আসে, কাটিতে আসে কেন? তাঁর উপর যত অস্ত্র ফেলা হয়, তিনি কিছুতেই উত্তেজিত হন না, কিন্তু তাঁর সীমা অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি তৃণ নিক্ষেপ করিলেই বজ্রের ন্যায় তাঁর হৃদয়ে বাজে। যিনি আপনার প্রকৃতিকে ঈশ্বরের প্রকৃতিতে ফেলিয়াছেন, যিনি আপনাকে ফেলিয়াছেন তাঁহাতে, তাঁকে মারিলে লাগিবে কেন? যাঁহার আমি বলিবার ঠাঁই নাই, তাঁর 'আমি' কে লাগিবে কেন? তাঁর সকল প্রেম যেখানে রাখা, তাঁর শরীর মন যেখানে, ইহ পরকালের আশা যেখানে সমর্পিত, সেখানে দৌরাত্ম্য করিলে আর সে মানুষ থাকেন না। তিনি কি ব্যবহার করিবেন, তাহার ঠিকানা নাই। এই সকল দেখিয়া ধর্ম্মাত্মাকে ভয় করে। তাঁকে ঘৃণা কর, তাঁহার মরণ কামনা কর, এমন কি মারিবার চেষ্টা কর, তিনি 'কার অন্বেষণ কর' বলিয়া ধরা দিবেন। যাঁহাকে শত্রুরা ঢাল লইয়া, তরবারি লইয়া গিয়া সহজে ধরে, ঈশ্বরের বিপক্ষে একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনিই এমনই হুঙ্কার করেন, যে কার সাধ্য ধরিতে পারে? যখন ধর্ম্মাচার্য্য সিংহ শাবকের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করেন, লোকের তখন তাক লাগিয়া যায়। এই যে প্রেম, ইহা কখন নরম, কখনও গরম; কখন শিশুর ন্যায়, কখনও হস্তীর ন্যায়; কখন ক্রন্দন, কখনও হাস্য কখন হুঙ্কার লম্ফ, কখন শান্ত স্থির। কখন যে কি মূর্ত্তি ধরে, কি করে, অথবা কি বাক্য উচ্চারণ করে, মানুষ তাহা বুঝে না। আর একটী কথা এই যাঁহাদের শরীরে শরীরে এখনও প্রেম সুরা প্রবেশ করে নাই, আমিত্বরূপ মহিষকে অষ্টমীর দিবসে যাঁহারা আজও বলিদান দেন নাই, জুলুম জবরদস্তিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। যে পরিমাণে প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া, ও পরের জন্য প্রাণ দান সেই পরিমাণে রোষ প্রকাশের অধিকার। তুমি যদি ধর্ম্মাত্মার জীবনের রোষ মাত্র অনুসরণ কর, তাহাতে লোকে

ভুলিবে না; তোমারও কিছু গৌরব নাই। প্রথমে প্রেম আনিয়া হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে প্রেমিক কর, ক্ষমা ও নিজের প্রকৃতি ত্যাগ ও সংযম সম্পূর্ণরূপে অধিকার কর, প্রেমেতে মাটী হও, কোমল হও, তার পর অধিকার দেওয়া যাইবে, যার উপর যে ভাবা হউক, ব্যবহার করিও। প্রেমের সঙ্গে আঘাতও ভাল; প্রেমের অভাবে স্তুতিও মন্দ। প্রেম আগে হউক, পরে প্রেমের অনুরোধে কখন শাস্তি, কখন ও রোষ কখন ও হাসা, কখন ও রোদন, কখনও কিছু এই সমস্ত মহাভাব পূর্ণ হইয়া আপনারা ধন্য হইব; পৃথিবীকে ও কৃতার্থ করিব।

ভারতসংস্কার সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী মহোদয়ের বক্তৃতা।

বিংশতির্বর্ষীয়ত্তে ত্বামহস্রম্।

ইহ খলু ধর্ম্মবিহীনেন ধর্ম্মাচারবিহীনেন নীতিবিহীনেন নীত্যাচারসম্মোদিতসভ্যতাবিহীনেন প্রায়ঃ পাশব প্রকৃতি মাপন্নে ভারতে কিয়দ্বৎসরতো হমুষ্যাং নমু রাজধান্যাং "ভারতসংস্কার" নাম্না সভা সংস্থাপিতঃ। অস্যাঃ কিল প্রাচুর্ভাবশ্চিরন্তনধর্ম্মজ্ঞানাদেরার্য্যানুষ্ঠিতস্য তত্ত্ববেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিতস্য বা বিশুদ্ধনীতিনীত্যাদেশ্চাদ্যতন পাশ্চাত্যসভ্যতায়া নবসংস্কারাদেব। অতএবৈতস্যা বভূব পঞ্চধা বিভাগঃ। যোহত্র স্ত্রীশিক্ষার্থোহয়ং বিভাগঃ স বা প্রথমঃ। ন বাত্র কেবলং বালিকানামনূঢ়ানামেবাধ্যয়নচর্চ্চা ভবতি কিন্তু নববিধাং শিক্ষিতযুনাং যুবতয়োঽপি স্ত্রিয়ঃ শিক্ষিতা ভবন্তি। কিঞ্চ বিজ্ঞানসাহিত্যচর্চ্চার্থঃ স এব বিভাগ এব দ্বিতীয়ঃ। এতস্মিন্ হি বিভাগে সুলভসমাচার নামধেয়মেকং হ্যুত্তমং সংবাদপত্রং। অতো পণমূল্যলভ্যত্বাৎ পত্রমিদং যথার্থতএব স্বনামানুরূপং। তথাচ ধনিদরিদ্রাদিসাধারণস্য বা পণ্ডিতমূর্খাদিসাধারণস্য বা সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মজ্ঞানাদিসহিতৈর্হিতোপদেশৈঃ পরিপূর্ণা নম্বভূতপূর্ব্বেয়া, সুলভসাহিত্যচর্চ্চা, বর্দ্ধতি সর্ব্বোপরীতি, এবং মে বিশ্বাসঃ। ব্যবসায়িনাং বিদ্যাদানং যতো ভবতি স এব বিভাগ স্তত্র তৃতীয়ঃ। সুরাপাননিবারিণী সমিতিশ্চ তত্র চতুর্থো বিভাগঃ। পঞ্চমো হস্যা দাতব্যবিভাগঃ।—যতঃ খলু অন্ধো বা বধিরো বা কাণো বা খঞ্জো বা মূকো বা অনাথো বা বিপন্নো বা, স্ত্রিয়ো বা তথা, পুরুষা বা তথা, কিং বহুনা যং কশ্চিদন্ধত্ববধিরত্বাদিদোষমাপন্নাঃ সর্ব্বে এব হ্যাতুরাঃ সর্ব্বদৈব হি যথাযোগ্যং যথাসম্ভবং সাহায্যং প্রাপ্নুবন্তীতি নাস্ত্যো ধর্ম্মঃ।

অহো পুরা কিল মহর্ষিবরেণ বেদব্যাসপ্রভুনা ভারতানাং হিতেচ্ছয়া নম্বষ্টাদশপুরাণপ্রঘটকেনাগণনীয়েঽপি সংপ্রবৃত্তে বিভাগে ন তথোপকারমহং মন্যে তদানীন্তনানাং, যথেদানীন্তনানাং জ্ঞানবিজ্ঞানোজ্জ্বৃম্ভিতধিয়াং তরুণানাং মহর্ষিকল্পেন শ্রীযুতা কেশবচন্দ্রসেনেনৈতৎসভাপ্রঘট্টকেন গণনীয়েঽপি পঞ্চবিধে বিভাগে সংপ্রবৃত্তে। ধন্যোঽসৌ মহাপুরুষঃ। যর্হি বাব প্রাতঃস্মরণীয়োঽয়ং মহাপুরুষঃ * * * * কেশবচন্দ্রঃ সঙ্গৈব মহাসাগরমুত্তীর্য্য পাশ্চাত্যদেশপ্রধানং মহানগরং নমু লণ্ডনং গতস্তদা কিং কেনাপি কথাঞ্চিদপ্যেবং মনসাপ্যালোচিতং যদয়ং পরাবৃত্য তস্মাৎ স্বদেশমাগত্য পুনর্ভারতার্থমীদৃশেন মহতা প্রযত্নেন সঞ্জীবনমুৎসর্গীকরিষ্যতীতি। নমু চ ভোঃ! ভারতপুত্রা স্তাবদনেকে এব সমুদ্রপারং গতাঃ পরং মুক্তকণ্ঠেনৈব বক্তুং লিখিতুং বা শক্যো যদীদৃশো হি মহান্ মহত্তরো বা সার্ব্বভৌমিকঃ সার্ব্বজনীনশ্চোপকারঃ খল্বেকেনৈব শ্রীকেশবচন্দ্রেণ বিনা নাদ্যাপি কেনচিদপীংলণ্ডগামিনা মহাত্মনা সংবৃত্তঃ। বস্তুতস্তু ভারতহৃদয়াকাশে নক্ষত্রাণি (ষ্টার্-অপ্ ইণ্ডিয়েতি নামধেয়াঃ) নবসংখ্যানীতি কো ন জানে পরং তমোনাশনঃ কিল সোঽয়মেক এব। কস্তর্হি? স এবায়ং চন্দ্রঃ কেশবচন্দ্র ইতি।

হে ভারতবাসিনঃ সভ্যতমা ভ্রাতৃবরাঃ! পশ্যন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বে। সৈষা মহোপকারিণী "ভারতসভা" ভারতসংস্কারার্থমুদ্ভূতা সতী নম্বেতৎ হ্যাস্মনং কিল পঞ্চধা বিভজ্য কাস্মান্ কিং কিং নোপকারং বিস্তৃতবতী। তমঃপ্রকৃতীনাঃ বিজ্ঞানোন্নতমনস্কেনাস্মত্তরীণাং পাশ্চাত্যানামর্দ্ধাতারা অসারাংশভক্ষিষ্ণুনাং নৃপশূনাং স্ত্রীণাং বা পুরুষাণাং বা অদ্যাপি কিং কিং নোপকারং কর্ত্তুং প্রববৃতে। "অর্দ্ধং বা এষ যৎ পত্নীতি" শ্রুতিঃ। "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমেতি" স্মৃতিশ্চ কৈর্ব্বা ন জ্ঞায়তে। কিন্তু পৃচ্ছামহে সর্ব্বান্,—কার্য্যতো বা হ্যর্থত এব বা ফলমনয়োঃ কিং কোঽপ্যুপলেভে? ন কোপি। কিমত্র কারণমিতি চেৎ—পুরুষার্দ্ধভূতানাং স্ত্রীণাং বিদ্যাবিহীনত্বমেব তত্র পুষ্কলং কারণম্। নাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ কস্যচিৎ। পশ্যন্তু তাবৎ উপপাদ্যতে চাস্মাভিঃ। প্রকৃতিপুরুষয়োর্মেলনেনৈব পুরুষঃ পূর্ণশ্চৈকইতি ব্যবহারবিষয়ঃ। প্রকৃত্যা বিহীনঃ পুরুষো বা পুরুষেণ বিহীনা স্ত্রী বা ন হি তথা, কিন্তুপূর্ণশ্চার্দ্ধভাগএবেতি যদাহ বেদস্তদা খলু পরস্পরস্য জ্ঞানধর্ম্মাদেরুন্নতেঃ কথা তু দূরাস্তামর্দ্ধভাগস্যাবিদ্যাচ্ছন্নত্বাৎ তয়োঃ কার্য্যক্ষেত্রে মেলনমেব প্রথমং সুদূরপরাহতম্। বস্তুতস্তু স্ত্রীণাং যথা পুরুষাঃ প্রবর্ত্তকাঃ কার্য্যক্ষেত্রে বা ধর্ম্মক্ষেত্রে বা সহায়ভূতাস্তথা পুরুষাণাং স্ত্রিয়োঽপি কার্য্যক্ষেত্রে বা সমানমেব সহায়ীভূতাঃ প্রবর্ত্তিকাশ্চেতি সহজত এব প্রতীমঃ। মন্যামহে চ ততস্তয়োঃ পরস্পরং কার্য্যক্ষেত্রে হ্যবিনাভাবিত্বং বহ্নিধূমাবিবেতি। যথা বা সত্ত্বরজস্তমোগুণানি যথা পরস্পরস্য সহায়তা

মাবলম্ব্য ন কিমপি চেষ্টন্তে তদ্বৎ প্রকৃতে স্ত্রীপুরুষাবপি নিমপি কার্য্যমীহমানৌ পরস্পরস্যা "হজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া" বিনা ন কথমপি সমর্থৌ ভবত ইতি। এতদর্থমেব বেদে "অর্দ্ধং বা এষ যৎ পত্নী" ত্যাহ। তথাচেৎ পূর্ব্বমনতিপ্রাচীনাবস্থায়াং স্ত্রীশিক্ষাবিহীনেনা-স্মদাদীনামর্দ্ধভাগঃ খলু মৃতপ্রায় এব ভূদন্ধপ্রায় এবাভূদ্বেতি সত্যমেব এব সর্ব্বৈর্মুক্তকণ্ঠৈরেব বক্তুং যুজ্যতে। অপিচ অবিদ্যায়াঃ প্রাবল্যমর্দ্ধশরীরে বিদ্যায়াঃ প্রাবল্য ঞ্চাপরার্দ্ধে উভার্দ্ধকরতীনাং স্বভাবশ্চেতুর্হি বিদ্যাবিদ্যয়োস্তেজস্তিমির-বদ্বিরুদ্ধস্বভাবত্বান্ন কথমপ্যশিক্ষিতপ্রকৃতিসহায়স্য বাপ্য-শিক্ষিতপুরুষসহায়স্য চ সংসারযোন্নতির্ম্মনসাপি চিন্তিতুং শক্যতে। এবং হি অস্মপ্রদর্শিতোহন্যথা কার্য্যক্ষেত্রে বা ধর্ম্মক্ষেত্রে বা প্রাবিষ্টোহপি প্রায়োগন্তমেবাপদ্যতে বৌরবমেবাপদ্যতে; মধ্যাবস্থায়াং বতাস্মদাদীনামপি তথৈব গাঞ্জাতেতি ধ্রুবং মে বিশ্বাসঃ। সমজনি চ তত্তোহয়ং মহান্ মোহভাবঃ সর্ব্বেষাং। তত এব সর্ব্বে ধর্ম্মজ্ঞানসং-লোলীকৃতচিত্তা অপি মহান্তঃ ক্রমশ এবান্নুন্নতিমাপন্নাঃ, ক্ষুদ্রাণামস্মদাদীনাং তু কৈব কথা? পরং নাশ্চর্য্যমেবৈতৎ, যদাহ বেদে,—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ইতি। তথাচ লোকা অশিক্ষিতর্দ্ধ শরীরেণার্দ্ধশিক্ষিতা মা ভূবন্নিত্যয়মারম্ভঃ পূর্ণন্নুক্তিমূলক এব। অহো অদ্য পরমানন্দঃ যদিদানীং মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠিতা সেয়ং ভারতসভা, স্বোদ্দিষ্ট সংসাধনায়ক্রমশ এবোন্নতিমাপ্নোতীতি।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মিকারচিত

সঙ্গীত।

আমি যে ভাল বাসি তা কি তুমি জান না।
আপনার মনে আপনি কেন কর বিপদ কল্পনা।
হয়ে পাপে অপরাধী, নিরাশ মনে কাঁদ যদি, নিরু-পায়ের আমি উপায়, কর আমার সাধনা।
আমার নাম দয়াময় যে আমার আশ্রিত হয়, দূর করি তার ভয় ভাবনা।
বিপদ ভঞ্জন নাম ধরে, বেড়াই জীবের ঘরে ঘরে, আমার নামে বিপদ কাটে ঘুচে ভবযাতনা।

কেন ভাল বাসিব না মা তোমায়।
আছে কি এমন ধন ভুলে রহিব মায়ায়।
সব ধনের সার ধন, হৃদয়ের প্রিয় ধন, সব ভাল বাসা দিব দাসী হব দয়াময়।

সংবাদ

প্রজাবৎসলা শ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারত-সম্রাটের দুরাত্মার দুশ্চেষ্টা হইতে জীবন রক্ষিত হওয়াতে ব্রহ্মমন্দিরে কৃতজ্ঞতাসূচক বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছে।

রঙ্গপুর কুড়ীগ্রামে উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় তথায় গমন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা কার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনি শীঘ্রই ঢাকায় প্রত্যাগমন করিবেন।

আমাদিগের আচার্য্য মহাশয় কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি প্রতিদিনের উপাসনার শেষ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। গত রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় তিনি শেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমাদিগের এই বিশেষ অভাবের সময় যে সকল মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদিগকে অর্থ দ্বারায় বিশেষ রূপে সাহায্য করিয়াছেন আমরা অতি বিনীত ভাবে সেই সকল দাতা দিগের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বিশেষ সাহায্য, এক কালীন দান শুভ কর্ম্মের দান প্রভৃতিতে এই দুই মাসে যথেষ্ট আয় হইয়াছিল বলিয়াই সুলভ সমাচার হইতে নিয়মিত টাকা না পাই-য়াও একরূপ সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। দয়াময় ঈশ্বরের কৌশল বুঝিতে পারিলেই মনুষ্য সুখী হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

১৮ ই পোষ হইতে ২৯ শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১৮০৩।

আয়

এককালীন দান	...	১২৩॥৶০
মাসিক দান সংগ্রহ	...	১২৯।০
বিশেষ সাহায্য	...	২০৪।০
বাৎসরিক দান	...	২
শুভ কর্ম্মের দান	...	৬৩
সুলভসমাচার পত্রিকা	...	৩০।/০
ব্রহ্মমন্দির	...	২২
পাথেয়	...	১৫
পুস্তক বিক্রয়	...	২৯২॥১০
মৃত ভুবন কৃষ্ণ সিংহের পরিবারের জন্য সাহায্য		৬
ঋণ শোধ জন্য সাহায্য	...	২৩
ধর্ম্মতত্ত্ব।		
গ্রাহকদিগের নিকট মূল্যপ্রাপ্তি	...	২৯১॥১০
সমষ্টি		১২০২॥/০

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	৪২৭।১০
বস্ত্র ও বিনামা	...	৩১
ঔষধ	...	১২৸/০
পালকি ভাড়া (মন্দিরে যাইতে)	...	৫
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	২৬/৫
পাথেয়	...	২০॥/১০
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	১৩৸৶০
* উৎসব	...	৫০৶১৫
কর্ম্মচারীর বেতন	...	৫৬৶১২
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	১৭৮৶০
মৃত ভুবনের পরিবার দিগের জন্য	...	১০৵১০
ঋণ শোধ	...	১০৯
পুস্তক বাঁধান মজুরী	...	৬৵১০
কোমিশন	...	১০॥৶০
আপিষ বাটী ভাড়া	...	৭৫॥/১০
ধর্ম্মতত্ত্ব—		
কাগজ ২৭৸৫, ডাকমাসুল ২৫/০		৫২৸/৫
		১০৩৭৵১৫
স্থিতি		১৬৫।৵৫
সমষ্টি		১২০২॥/০

* মাঘোৎসবের বিস্তারিত আয় ব্যয় পশ্চাৎ দেখান হইবে।

এককালীন দান।

একটী হিন্দু মহিলা ... ২
শ্রীযুক্ত বাবু বেণী মাধব মজুমদার চোপরা ... ২
,, ,, ষষ্ঠি দাস মল্লিক, খগাল ... ১
,, ,, মতি লাল রায় ঐ ... ১
,, ,, গোপী কৃষ্ণ সেন ঢাকা ... ৫
,, ,, গোপাল চন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্ণৌ ... ২
,, ,, নব কুমার বায়, ছাপরা ... ১
,, ,, গিরিশ চন্দ্র সেন, লওয়াখালী ... ৫০
রাম নাথ রাও সাহেব ত্রিবাঙ্কুর ... ৬০
একটা মহিলা ... ৫
সংয়েদ কান্তি রেজ্জা হে সেন, বাঁকিপুর ... ৬০
শ্রীমতী বিরাজ মোহিনী দাসী ... ||০

১২৭||০

মাসিক দানসংগ্রহ

শ্রীযুক্ত মহারাজা কুচবিহার ... ২০
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন ... ৩
,, ,, কালিদাস সরকার ... ৩
,, ,, ভুবনমোহন দে ... ২০
,, ,, সাধুচরণ দে ... ৩
,, ,, তারকচন্দ্র সরকার ... ১
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল ... ২
,, ,, নগেন্দ্র নাথ মিত্র ... ৮০
,, ,, জয়গোপাল সেন ... ২৮||০
,, ,, নব কুমার রায় ... ১
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর ... ৪||০
,, ,, হরিমোহন নন্দী ... ৩
,, ,, হরগোপাল সরকার ... ||০
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মোকামা ... ২
,, ,, মুকুন্দবল্লভ মজুমদার ... ২
,, ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত ... ১
,, ,, যদুনাথ ঘোষ ... ৩
,, ,, জয় কৃষ্ণ সেন ... ||০
,, ,, অক্ষয় কুমার রায় ... ৪
,, ,, হরি হর মুখোপাধ্যায় ... ১
,, ,, নরেন্দ্র নাথ সেন ... ৪
,, ,, চণ্ডীচরণ সিংহ ... ১০
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক ... ২
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ... ২
,, ,, প্রমথনাথ মিত্র ... ১০
,, ,, রামেশ্বর দাস ... ৩
,, ,, প্রিয়নাথ দাস ... ২
,, ,, দীননাথ চক্রবর্ত্তী ... ১
,, ,, লক্ষ্মণ চন্দ্র সিংহ ... ||০
,, ,, জয় নাথ ভট্টাচার্য্য ... ২||০
,, ,, হিতাগোপাল রায় গাজিপুর ... ৪
,, ,, গগন চন্দ্র রায় ... ২
,, ,, কৃষ্ণবিহারী সেন ... ১|
,, ,, আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত ... ||০
,, ,, রাজ মোহন বসু ... ||০
,, ,, মহেন্দ্র নাথ নন্দন ... ১
ধুবড়ী ব্রাহ্ম সমাজ ... ৬

বিশেষ সাহায্য।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ্র মায়মনসিংহ ... ১০
,, ,, বিহারী লাল চন্দ ঐ ... ২
,, ,, ভুবন মোহন ঘোষ ... ৫
,, ,, লালা মহেশ চাঁদ, মিঃমদন ... ৫
,, ,, লালা বেণী প্রসাদ ... ১৫
,, ,, চণ্ডী চরণ সিংহ ... ৮২০
একটী বন্ধু ঢাকা ... ৭
একটী বন্ধু ... ০
সিন্ধুহিলস্থ বন্ধুগণ ... ৭৵০
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ নন্দন ... ১
,, ,, চন্দ্র মোহন দাস ... ১
,, ,, নবীন চন্দ্র ঘোষ চট্টগ্রাম ... ৮
,, ,, কে এম ভেমণ্টী আর চিনসাপালা ... ২
,, ,, কৃপাসিন্ধুর উলপিও ... ১০
,, ,, কালী নাথ দে ... ৪
,, ,, মুরারী মোহন দাস ... ৫
,, ,, লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস ... ৭৶০
,, ,, কালী দাস সরকার ... ১
,, ,, দ্বারকা নাথ বসু, জলপাইগুড়ী ... ১
,, ,, গঙ্গাচরণ সরকার বর্দ্ধমান ... ৫
সিন্ধু হাইদ্রাবাদস্থ বন্ধুগণ ... ৩১
কাশীস্থ বন্ধুগণ ... ৭১

২০৪০

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরি প্রসন্ন দত্ত লাহোর ... ২

ঋণ শোধ সাহায্য।

শ্রীযুক্ত বাবু হর কালী দাস, হাবড়া ... ৪
,, ,, কালী কুমার বসু, মায়মনসিং... ১০
,, ,, সাধু চরণ দে ... ৯

২৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত মহারাজা কুচবিহার ... ৫০
শ্রীযুক্ত বাবু শক্তি চন্দ্র মিত্র ... ২
,, ,, কৃষ্ণা সিংহ, বাউলসিঙি ... ১০
,, ,, অভিমুক্তেশ্বর সিংহ ... ১

৬৩

কলিকাতা,
৬ নং কলেজ স্কোয়ার।
১৬ ই চৈত্র ১৮০৩।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধানযন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ। ৬ সংখ্যা। } ১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৮০৪ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৷০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্, আর কত কাল তোমার সঙ্গে আমার ব্যবধান অনুভব করিব? তুমি নিকটে থাকিতে দূরে, তুমি অব্যবহিত সত্ত্বে ব্যবধানে, যন্ত্রণা সামান্য নহে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠব্যক্তির মুখের নিকটে পানীয়, অথচ তাহার সামান্য এক বিন্দুজল গলাধঃকরণ করে এমন সামর্থ্য নাই, এরূপ অবস্থায় যে অসহ্য ক্লেশ, সেই ক্লেশ তাহার যে ব্যক্তি জানে যে তুমি অমৃতের উৎস তোমায় অন্নপান করিলে, অনন্ত কালের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হয়। আমার ইচ্ছা আমার ক্ষুদ্র ভাব তোমায় অন্তরিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদিগের হস্ত হইতে বল, প্রভো, আমি কবে মুক্তি পাইব? আমার ইচ্ছা আমার ক্ষুদ্রতা আমার পরম শত্রু হইল। ক্ষুদ্র মন আমার বিশ্বাসের ভূমিকে প্রশস্ত হইতে দেয় না। এ যে যার তার উপরে বিশ্বাস নয়, তোমার উপরে বিশ্বাস! কি মোহ, সংসারের কোন লোক যদি দুটো মিস্ট কথা বলে, মিষ্ট ব্যবহার দেখায় তার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি, আর অজস্র তুমি করুণা দেখাইতেছ, তোমার উপরে সমুদায় বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বুঝিয়াছি নাথ, তুমি ক্ষুদ্র নও এই তোমার অপরাধ। ক্ষুদ্র মনুষ্যকে অনায়াসে ভুলান যায়, সুতরাং আত্ম অভিপ্রায় সাধনবিষয়ে তৎপ্রতি বিশ্বাস হয়, তোমার প্রতি তাহা হয় না, কেননা জানি তোমায় ভুলাইয়া কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লইতে পারিব না। দীনবন্ধু, কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি এ ক্ষুদ্রতা কবে যাইবে? তুমি যেমন বিশ্বস্ত এমন বিশ্বস্ত কেহ নাই, অথচ তোমার প্রতি অবিশ্বাস! সম্পূর্ণ তোমায় বিশ্বাস করিতে না পারিলে, সব বিষয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। তোমার ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ না হইলেও, তোমার সঙ্গে যোগ হইল না, অব্যবধান সম্বন্ধ হইল না, তুমি আমি এক হইলাম না। হে বিশ্বপতি, তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, যে অভেদ যোগের আমি ভিখারী, আমার ক্ষুদ্রতাকে ভুলাইয় দিয়া সেই অভেদ যোগে আমাকে সুখী কর। আমাতে কোন ইচ্ছা থাকিবে না, বাসনা থাকিবে না, আমি তোমার বক্ষে নিশ্চিন্ত হইয়া মাথা দিয়া থাকিব, তোমার ইচ্ছার চক্রে ঘুরিব, তন্মধ্য দিয়া প্রেম পুণ্য শান্তি আমার ভিতরে প্রবেশ করিবে, আমি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইব।

অদ্বৈততত্ত্বসাধন

ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তাঁহাকে তদ্রূপে দর্শন এখন আর উপদেশের বিষয় নহে, কিন্তু যে বিভাগ জীবগণের সহিত সম্বন্ধ, সেই বিভাগে অনেকের অনেক ভ্রম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সঙ্গে বা মধ্যে জীব আসিয়া না পড়ে, এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা আমাদিগের সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা ঈশ্বরের সিংহাসনকে সর্ব্বদা অংশিশূন্য রাখিব, এতৎসম্বন্ধে অণুমাত্র বিপর্য্যয়ও আমরা সহ্য করিব না। এই উচ্চতম কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া ইহলোকস্থ পরলোকস্থ সমুদায় যোগী মহর্ষি ভক্ত প্রেমিক সাধুগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যাই, হৃদয়শূন্য ভাবশূন্য শুষ্ক নীরস হইয়া না পড়ি, সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই দুই গুরুতর কর্ত্তব্য এক সময়ে কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যোগী ঋষি মহর্ষি সাধু ভক্তগণের জীবন সমালোচন তাঁহাদিগের সঙ্গে পরিচিত হইবার একটি উপায় সকলেই মনে করেন। আমরা দেখিয়াছি, এরূপে তাঁহাদিগের সঙ্গে অতি অল্প পরিচয় হয়। উপাসনা প্রার্থনাতে অগ্রসর হইতে হইতে যখন আত্মা তাঁহাদিগের ভাবে উত্থান করে, বা দূর হইতে সেই সেই ভাব অনুভবগোচর করে, সেই সময়ে তাঁহাদিগের জীবন সমালোচনের বিষয় করিলে তবে উহা পরিচয়ের কারণ হয়? এ জন্য উপাসনার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের পরিচয় চির দিন আমরা বলিয়া আসিতেছি। ঈশ্বরের যে যে স্বরূপ যে যে ভাব তাঁহাদিগের মধ্যে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে তত্তৎস্বরূপাবিষ্ট এবং তত্তদ্ভাবাপন্ন করিয়াছিল, উপাসনা ধ্যান প্রার্থনা যোগে আমরা যখন তত্তৎস্বরূপে তত্তদ্ভাবে প্রবিষ্ট হই, তখন তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের একতা লাভ হয় এবং তখন আমরা তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারি ও ঈশ্বরমধ্যে তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে সক্ষম হই। একথা আমরা অনেক বার অনেক প্রকারে বলিয়াছি, এবার উল্লিখিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ উদ্দেশ্য নহে। ঠিক উপাসনা প্রার্থনাদির সময়ে একমাত্র ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া মহাত্মাদিগের সঙ্গে কি ভাবে অবস্থিতি করিতে হয় তাহাই বলিব আমরা মনে করিয়াছি।

ঈশ্বরোপাসনা যখন আমরা নির্জ্জনে করি তখন নির্জ্জনে নহে, যখন সজনে করি তখনও সজনে নহে, ইহাই অদ্বৈততত্ত্বসাধনে সার কথা। আমি যখন ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছি স্বরূপ চিন্তন করিতেছি, তাঁহার ধ্যান করিতেছি, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তখন তন্মধ্যে অন্য কেহ আসিলে ঈশ্বরের অদ্বৈতত্বে ব্যাঘাত পড়িল, এবং মহম্মদের শাণিত অসি আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। আমরা এতৎসম্বন্ধে চিরকাল অসহিষ্ণু। ঈশ্বরকে পূজা করিবার সময়ে অন্য কোন বস্তু ব্যক্তি তৎসমকক্ষ হইয়া পূজা বা চিন্তার বিষয় হইবে, ইহা কখন হইতে পারে না। উপাসনাধ্যানাদিসময়ে অন্য চিন্তা মহা অপরাধ। উহাতে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের শৈথিল্য ও অনাদর প্রকাশ পায়, এবং অন্য কোন পুত্তলিকাকে গোপনে পোষণ করা হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। অথচ নির্জ্জনকেও সজন এবং সজনকেও নির্জ্জন করিতে হইবে। নির্জ্জনকে সজন এবং সজনকে নির্জ্জন করা কি তাহাই দেখা যাউক।

যখন আমরা নির্জ্জনে উপাসনা করি তখন উহা সজনোপাসনার সঙ্গে এক করিতে হইবে অন্যথা উহা নীরস শুষ্ক এবং হৃদয়বিহীন হইবে। নির্জ্জনকে সজন করিব কি প্রকারে? আমি উপাসনার্থ যখন হৃদয়মধ্যে উপস্থিত, তখন দেশ কালের ব্যবধান আর আমার চিন্তার অন্তরায় নহে। আমি ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট, এবং

ঈশ্বরস্থিত সমস্ত সাধু মহাত্মাদিগের সঙ্গে মিলিত। আমি যখন ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত, তখন তাঁহাদিগের সঙ্গে একহৃদয় এবং একপ্রাণ। এখানে আমাদিগের মধ্যে কোন ভিন্নতা নাই, এবং আমরা সকলে মিলিয়া এক জন। এইরূপে নির্জ্জন সজন হইল, এবং আমার সঙ্গে সকলে এক হইয়া সজন আবার নির্জ্জন হইল।

এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিলে আর সাধু সম্মাননা ঈশ্বর পূজার অন্তরায় হইতে পারে না।

এই ব্যাপারকে আমরা অদ্বৈততত্ত্ব সাধন বলি কেননা অদ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বর সহ অভিন্নতা সাধন জন্য "সোহম্" শিবোঽহম্ প্রভৃতি মন্ত্র সাধন করিতেন ; এস্থলে সমুদায় সাধকমণ্ডলী এবং আমি এক এই মন্ত্র সাধিত হইতেছে। উপাসনা কালে সকলকে আমার সঙ্গে অভিন্ন করিয়া লই এবং সর্ব্বসমষ্টি আমি হয় "আমি" বা "আমরা" শব্দে ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকি। আমাদিগের প্রতিদিনের সজনোপাসনামাত্র এ নিয়মের অন্তর্নিবিষ্টি। আচার্য্য এবং আমরা এক না হইলে প্রকৃত সজনোপাসনা কখন সাধন হয় না যেখানে একত্ব নাই সেখানে বক্তা ও শ্রোতার সম্বন্ধ, উপাসক সহ উপাসনার সম্বন্ধ নাই। আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে যদি বিষয়টি বিষদ হইয়া থাকে, তবে আমরা ভরসা করিব সাধু ও ঈশ্বর এতদুই লইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ভয়ানক ব্যভিচার হইয়াছে তাহা তিরোহিত হইবে। উপাসনা কালে যিনি উপাসনা করিতেছেন তাঁহার ও সাধুগণের মানবীয়াংশ এক হইয়া ঈশ্বরকে পূজা করিতেছে এদৃশ্য অতি মনোহর এবং ইহাতে আত্মা প্রতিদিন স্বর্গে বাস করিয়া সুখী হয়। এইরূপ হইলেই ভাগবতের এই কথা যথার্থ হয়।

"যদাস্তি ভক্তি র্ভগবত্য কিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

যাহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাহাতে সমস্তগুণ লইয়া দেবগণ বাস করেন। "অকিঞ্চনা ভক্তি" বলাতেই এখানে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য অনুসন্ধান তিরোহিত হইতেছে। অথচ এই ভক্তিই দেবগণকে টানিয়া আনতেছে। তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া কোথায় আসিয়া বাস করিলেন? ভক্ত দেহে। ভক্ত ও তাঁহারা এইরূপে এক হইয়া গেলেন। দেবগণের গুণ ভক্তের গুণ হইল এবং সেই সমস্তগুণে ভূষিত হইয়া তিনি ঈশ্বরের আরো অকিঞ্চনভক্ত হইলেন দেবগণ তাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তির প্রতিরোধকারী হইলেন না, বর্দ্ধক হইলেন। ধন্য নববিধান যিনি এই তত্ত্ব জগতে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বসমন্বয় উপস্থিত করিয়াছেন।

দম্পতীর সহসাধন।

"সংরাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" ইত্যাদি বেদ বলিলেন, "তাঁহারা দুইজন এক মাংস হইবে, এবং ইহার জন্য পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিবে বাইবেল বলিলেন। একথা শুনিতে কাণে বাধে। "সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্ম মধ্যে প্রবিষ্টা॥" একটী ছোট বধূ হইয়া বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক গৃহে প্রবিষ্ট হইল, অপর সেই অপরিচিতা স্ত্রী পরিশেষে সকলের উপরে হইল সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয়া হইল, ইহা বলিয়া কবি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সহানুভূতি দিতে সহজে অভিলাষ হয়। সাধারণতঃ দাম্পত্য সম্বন্ধে যে প্রকারে পৃথিবীতে পরিণত হয়, তাহাতে বেদ বাইবেলের কথা কেমন কেমন প্রতীত হয়। যাহা সচরাচর দেখিতে পাই তাহাই যদি দম্পতীর সম্বন্ধ হয় তবে বেদ বাইবেল প্রভৃতির নির্ব্বাক্ থাকাই সমুচিত ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাদিগের মধ্যে উচ্চতর সম্বন্ধ দেখিয়াছিলেন তাই একথা বলিয়াছিলেন, অন্যথা দম্পতীর জন্য সর্ব্বোচ্চ স্থান কখন তাঁহারা কল্পনা করিতেন না।

দম্পতী পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ। কি জন্য? বিষয় সুখের জন্য। যদি ইহা হয়, তবে আমরা দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে সেস্থান হইতে মুখ ফিরাইতে বাধ্য। দুঃখ কেন? যাহারা অনন্ত দাম্পত্যসুখ সম্ভোগ করিবে, তাহারা বিষয় সুখে রত হইয়া সে সুখের সম্বন্ধ ছেদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া দুঃখ। প্রমাণ কোথায়? একের বিচ্ছেদে অপরের নবীনতর সঙ্গী অন্বেষণ। মুখ ফিরাই কেন? পৃথিবীর দুর্গন্ধ বায়ু নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। এখানে তো বিশুদ্ধ প্রেমের সুগন্ধামোদেতে গৃহ পূর্ণ হয় নাই। ভোগ বাসনার আত্মসুখ চরিতার্থতার নরকোচিত বায়ুতে সমুদায় স্থান বিষাক্ত করিয়াছে। এগৃহে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী বাস করেন না। সামান্য পশুভাব এখানকার অধিবাসী।

দম্পতীকে একত্র ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, এ চিরন্তন কথা। আমরা একথা কে কতদূর মানিয়াছি নিজ নিজ মনকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার প্রত্যুত্তর পাইব। স্বার্থান্বেষী পুরুষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক সময়ে স্ত্রীকে ভুলিয়া যায় ও স্ত্রীকে উচ্চতর ধর্ম্মসাধনে অনুপযোগিনী মনে করে। এই ভাব হইতেই পুরাকালে কতক বয়স পর্য্যন্ত একত্র অবস্থান করত পরিশেষে একে অপরকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা ভূমিতে প্রস্থান শাস্ত্রোক্ত বিধি ছিল। এখন আমরা এ বিধি মানি না। কিন্তু কার্য্যকালে নিয়ত এই বিধির অনুসরণ করি। প্রথম দুচারি দিন আমরা সহচারিণীকে সহধর্ম্মিণী করিতে যত্ন করি, পরিশেষে যখন দেখি উচ্চতর ধর্ম্ম সাধনে তাঁহার অপ্রবৃত্তি, তখন স্বভাবকৃত স্ত্রীজাতির দৌর্ব্বল্য মনে করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হই। বাহিরে আমরা তখনও একত্র ছিলাম, কিন্তু অন্তরে কাটা ছিঁড়া হইয়া গেল, সে কালের প্রব্রজন ভিতরে অনুষ্ঠিত হইল। এ প্রকারে ধ্রুপ্রাচীন বিধির চক্ষে লিনিঃক্ষেপ করিতে গিয়া পরিশেষে বঞ্চিত হইতে হয়, কেননা স্বামী যদি টানিয়া পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে না পারিলেন, পত্নী অবশ্য তাঁহাকে টানিয়া আপনার ভূমিতে আনয়ন করিবে।

অনেকে পত্নীকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হন এবং মনে করেন সংসারাসক্ত পত্নী তাঁহার কি করিতে পারেন? ঈদৃশ ভ্রান্তির হাতে পড়িয়া অনেককে মারা যাইতে হয়। আন্তরিক বিচ্ছেদ জনিত যে সংসার দুঃখের নিলয় হইয়াছে, সেখানে পতি পত্নীতে সন্তুষ্ট নহেন, পত্নী পতিতে সন্তুষ্ট নহেন, এই অসন্তুষ্টি উভয়ের শরীর মনের উপরে প্রবল পরাক্রমে কার্য্য করিতে থাকে। এ অসন্তুষ্টি উভয়কে বা একতরকে বিনাশ না করিয়া শেষ হয় না। যে দুর্ব্বল তাহাকেই অগ্রে ইহার তীক্ষ্ণাঘাতে গতাসু হইতে হয়। এতো গেল শরীরের কথা। মনের কথা বলিতে যাইয়া প্রাণ আকুলিত হইয়া উঠে। পত্নী পতির পতি পত্নীর হৃদয়ের সান্ত্বনা। সেই পত্নী ও পতি যদি পরস্পরের অসান্ত্বনার কারণ হন তাহা হইলে গৃহ কি ভয়ানক বিপদের আবাস স্থান হয়। পতি যখন গৃহের বাহিরে বন্ধুবর্গ লইয়া আছেন, পত্নী যখন আপনার সমবয়স্কা ভগিনীগণের সঙ্গে আমোদ করিতেছেন তখন তাঁহাদিগের মুখ প্রফুল্ল, সরস বাক্যে হৃদয় মনপরিতৃপ্ত, কিন্তু যাই গৃহে প্রত্যাগমনের সময় আসিল, পতির হৃদয় ভয়গ্রস্ত হইল, কি জানি বা আজ গৃহে গিয়া কোন অবিশ্বাসের কথা শুনিয়া হৃদয় বিষবাণাহত হয়, পত্নী পতির বৈরাগ্যদগ্ধ মুখ দেখিতে হইবে মনে করিয়া আহ্লাদশূন্য বিপদগ্রস্ত। পতি গৃহে আসিলেন, দুএকটি অবিশ্বাসের কথা শুনিলেন, হৃদয় ব্যথিত হইল মুখ শুষ্ক হইল, বাক্য শূন্য হইল, পত্নী প্রত্যুত্তর না পাইয়া সহানুভূতি না পাইয়া ক্রোধান্ধ হইলেন, আরো অধিকতর অবিশ্বাসের বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্রী ও মেষশাবকের একত্র সাক্ষাৎ হইল; সাধন

ভজন উড়িয়া গেল। পতি আর থাকিতে না পারিয়া একটী ক্রোধের কথা বলিয়া ফেলিলেন। সমুদায় দিনের যোগের পর্য্যবসান ক্রোধ, বিরক্তি অশান্তিতে হইল। পত্নী পতিকে টানিয়া আপনার ভূমিতে নামাইলেন, তাঁহারই জয় হইল। যোগ ধর্ম্মের মুখ মলিন আর তাহাকে রক্ষা করে কে? যদি শান্তিই গেল তবে যোগ রহিল কোথায়?

যোগপরায়ণ স্বামী অযোগপরায়ণা পত্নীকে লইয়া সুখে গৃহে স্থিতি করিতে পারেন, ইহা আমরা কদাপি বিশ্বাস করিতে পারি না। দুই বিষমস্বভাবকে একস্থানে আনয়ন প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশল। বিপরীত দুই বস্তুকে একত্র করিয়া নবীনতর সামগ্রী প্রস্তুত করা প্রকৃতির নিয়ম। স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি। একের দৃষ্টি বাহিরে, আর একজনের দৃষ্টি ভিতরে। ভিতর বাহিরের মিলন, স্ত্রীপুরুষ প্রকৃতিতে সাধিত হয়। পতি যোগগতিতে ভিতর হইতে বাহিরে আইসেন স্ত্রী বাহির হইতে ভিতরে যান। এই প্রকারে একজন যখন ভিতর হইতে বাহিরে আর একজন বাহির হইতে ভিতরে যান তখন দুজনের মিলন হয়। প্রথমতঃ দুজনের গতি ভিন্ন, কিন্তু পরিশেষে উভয়ের গতি পরিচিত হইয়া গেলে সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। অতএব পতি, তুমি তোমার পত্নীকে তিনি যে সকল বাহ্যসামগ্রী লইয়া ব্যস্ত তাহাতে ঈশ্বর দর্শন করিতে সাহায্য কর। তুমি অগ্রগামী হও, কেননা ভিতর হইতে বাহিরে আসিলে তবে তো তুমি বাহিরের তত্ত্ব পত্নীর মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবে। যখন বাহিরে ঈশ্বরদৃষ্টি স্থির হইল তখন তাঁহাকে হাতে ধরিয়া ভিতরে লইয়া যাও সেখানে দুজনে একত্র বসিয়া অনন্তকাল কিরূপ সুখে একত্র বাস করিবে, দেখিয়া পরমাহ্লাদ লাভ কর। পতি তুমি বেদান্ত, পত্নী তুমি বেদ, পতি তুমি দর্শন, পত্নী তুমি পুরাণ, বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণে অবশ্যম্ভাবী মিলন আছে জানিয়া উভয়কে উভয়ে আলিঙ্গন কর চিরকাল সুখী হইবে, কৃতার্থ হইবে, স্বর্গ তোমাদিগের মধ্যে অবতরণ করিবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদিগের দেশে স্তোত্র ও প্রার্থনা একত্র মিলিত? ভাগবতাদিগ্রন্থে যত স্তব আছে তন্মধ্যে প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্তব যাঁহারা যখন করিয়াছেন তখন উহা তাঁহাদিগের মুখের উক্তি অন্য কাহার বর্ণিত বা উক্ত স্তোত্রের পুনরুচ্চারণ নহে। ধ্রুব শিশু স্তব করিতে জানেন না। ভগবান্ তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি পাইল এবং ভগবানের কৃপালব্ধ বাঙ্নৈপুণ্যে তিনি তাঁহার স্তব করিলেন, প্রার্থনা করিলেন। কি আশ্চর্য্য কথা, কি আশ্চর্য্য একালের সঙ্গে সম্মিলন। ভগবানের স্পর্শে বাক্যস্ফূর্ত্তি, তৎকৃপায় তাঁহার স্তব। একালে নববিধানে যাঁহারা স্তবমিশ্র প্রার্থনা করেন তাঁহারাও ইহাই বিশ্বাস করেন। সে যাহা হউক অনেকে মনে করেন, মৌখিকস্তব প্রার্থনা হিন্দুগণের প্রতি বিধিসিদ্ধ নহে। তাঁহারা পুরাণ তন্ত্রোক্ত স্তব প্রার্থনায় ইষ্টদেবের পূজা করিবেন এই তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবস্থা। যাহা দেখিয়া আসিতেছি, তদনুসারে আমাদিগেরও তাহাই বিশ্বাস ছিল। আর এক দিন শিবার্চ্চন দীপিকার এই গোতমীয় বচন পাঠে আমাদিগের সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে

"দেবোক্তমুত্তমং স্তোত্রং স্বীয়োক্তমুত্তমোত্তমম্।
মুন্যুক্তং মধ্যমং জ্ঞেয়মধমং পণ্ডিতোক্তকম্॥"

আপনি যে স্তোত্র করা যায় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অধুনা হৃদয়বিহীন পূজা অর্চ্চনার প্রাচুর্য্য হওয়াতে এ পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। ধন্য ব্রাহ্মসমাজকে যে স্বীয়োক্ত স্তব প্রার্থনা প্রথম হইতে ইহাতে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। এত কালে পাণ্ডিত্য প্রকাশ ছিল বলিয়া উহা অধম ছিল। এখন যথার্থ সাধনের স্রোত সমাগত হইয়া সে দোষ নিরাকৃত করিয়াছে।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় সেদিবস আলবার্ট হলে "প্রাচীন আর্য্যগণের গৌরব ও ক্রমোন্নতির বিষয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া বেদাদি শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যেপ্রকারে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে কাহার অমত হইতে পারে না। তাঁহার মতে দৃশ্য কতকগুলি শব্দরাশি বেদ নহে কিন্তু অবিরত ব্রহ্মমুখ বিনিঃসৃত বাণী বেদ। "অগ্নি" হইতে ঋক্" "বায়ু" হইতে যজু ও "সূর্য্য" হইতে

সাম বেদকে দোহন করার অভিপ্রায়ে তিনি এই প্রকারে ব্যাখ্যা করেন যে প্রথমতঃ কাষ্ঠের অগ্নি হইতে কণ্ঠ প্রধান ঋক্, দ্বিতীয়তঃ বক্ষস্থ বায়ু হইতে জ্ঞান প্রধান যজু এবং শীর্ষদেশস্থ সূর্য্যমণ্ডল হইতে উপাসনা প্রধান সামবেদ উৎপন্ন হইল। যখন শব্দ উচ্চারিত হয় তখন উহা নাভি দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বক্ষ ও কণ্ঠকে প্রতিঘাত পূর্ব্বক শীর্ষদেশে গমন করে, তথায় প্রত্যাহত হইয়া রসনা যোগে বাহিরে প্রকাশ পায়। এই শব্দ যখন ব্রহ্মাশ্রিত হইয়া ঋষিগণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় তখনই বেদ নামে আখ্যাত। অব্যক্ত ব্রহ্ম সমুদায় পদার্থে আপনাকে ব্যক্ত করিলেন। এই ব্যক্তব্রহ্ম ব্রহ্মানামে আখ্যাত। তাঁহার চারিমুখ, এই জন্য বর্ণিত হইয়াছে যে চারিদিক্ তাঁহার মুখ; কোন দিকে তাঁহার বাণী প্রতিরুদ্ধ নহে। আমরা যদি ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ জীবসমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহাতেও এ ব্যাখ্যার ক্ষতি হয় না। কেননা " তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে " আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয় দ্বারা বেদবিস্তার করিলেন এই ভাগবতীয় বাক্যে জীবরূপ ব্রহ্মার মুখ দিয়া বেদ বিস্তার করিলেন নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ফলতঃ যোগবাশিষ্ঠাদিতে মনকেই ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। এই মন যখন ঈশ্বরের সুব্যক্ত অধিষ্ঠান ভূমি হয়, তখন তাহা হইতে বেদ বিস্তারিত হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যগণ বেদকে কতকগুলি গ্রন্থে আবদ্ধ রাখেন নাই অন্যথা পুরাণকে তাঁহারা পঞ্চমবেদ বলিতে পারিতেন না। সমুদায় ভ্রম ভ্রান্তিকে বিদায় দিয়া প্রবহমানবাণীকে বেদ বলিতে আর কোন বিবাদ অবস্থান করে না।

পৌষ ও মাঘ মাসের ৫ম ও ৬ ষ্ঠ সংখ্যক বিশ্বাসী বাহির হইয়াছে। বিশ্বাসী প্রকৃত বিশ্বাসী। ইহার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া সকলে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই লাভ করিবেন। আমরা বিশ্বাসীর সাজি হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" প্রোসেস এট ট্রুথ " নামক প্রসিদ্ধ চিন্তাপূর্ণ ইংরাজি পুস্তকে দৃষ্ট হয়,—" যাহাদের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত, তাহাদের নিম্নশ্রেণীর কথা দূরে থাক বিজ্ঞতম ব্যক্তিদিগের জ্ঞান অপেক্ষাও অনেক সময় সেই ভাষা অধিকতর তত্ত্ব পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। * * * এক সময় যে সত্য সমূহ সকলে উত্তমরূপ জ্ঞাত ছিল, যে সত্য সমূহ কালের গতিতে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হওয়াতে লোকে বিস্মৃত হইয়াছে, কোন কোন সময় ইহা সেইগুলিকে রক্ষা করে। যে সত্যগুলি কখন স্পষ্টরূপে বোধগম্য না হইলেও কোন কালে পদ্যাদেশের শুভযোগে সত্যস্থাপনকারিগণের প্রতিভা সমক্ষে অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, অন্যত্র ইহা সেইগুলিকে ধারণ করে। আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহ ব্যক্ত করিবার জন্য কত আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহাদের সম্বন্ধে দার্শনিকনামধারী পুরুষগণ পর্য্যন্ত বিষম ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু, তৎসমুদয়ের মূলে যে গভীর চিন্তা নিহিত আছে, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি যখন তাহা খনন পূর্ব্বক বাহির করেন, তখন বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না, এবং অনেক সময় এইরূপ বোধ হয়, যেন যে সত্যের রশ্মিগুলি তৎকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধির দৃষ্টিসীমার নিম্নে অবস্থিতি করিতেছিল, সেগুলি অগ্রোন্মুখী কল্পনার উপর উষাবিকাশের ন্যায় আসিয়া পতিত হইয়াছে। অতএব যাঁহারা স্বদেশবাসীগণকে শিক্ষা ও আলোক দিবার জন্য হৃদয়ের ভিতর আহ্বান উপলব্ধি করেন, তাঁহাদিগের দেশীয় ভাষার মধ্যে যে সমস্ত চিন্তার ভাণ্ডার পূর্ব্ব হইতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেগুলি যাহাতে বাহির করা হয় কালে সকল বস্তুকেই যেরূপ বিকৃত করিয়া ফেলে এবং যে বিকৃত অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে ভাষারও অব্যাহতি নাই, যাহাতে উহা সেই সমস্ত হইতে সংস্কৃত হইয়া উঠে, এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু অসম্বদ্ধ বা অস্পষ্ট আছে তাহাতে স্পষ্টতা ও স্থিরতা প্রদান করিবার যাহাতে চেষ্টা হয়, তাহা তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যের একটী প্রধান অংশ বলিয়া মনে করা উচিত।" যে সকল পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি নববিধানকে এই বলিয়া দোষ দেন যে, ইঁহারা পুরাতন কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা দূষিত শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছেন এবং যাঁহারা সেই সমস্তের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেও বুঝিতে চাহেন না, তাঁহারা উপরোক্ত কয় পংক্তি পাঠ করিয়া দেখুন ও একটু চিন্তা করুন। হয়ত বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে ও কেন নববিধান পুরাতন শব্দ, পুরাতন কথনরীতি ও পুরাতন ক্রিয়াকলাপের অর্থের ভিতর যে বিচারহীনতা ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, সেই সমস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া উহাদিগকে বৈজ্ঞানিক ও জীবন্ত ভাবের সহিত সংলগ্ন করিতে উদ্যত হইতেছেন।

নাগাসাধু ব্রহ্মস্বরূপ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

গত ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে নাগাসাধু ব্রহ্মস্বরূপের জীবন লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হই। সাত মাস অতীত হইয়া গেল, আর আমরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই, অনেক আরব্ধ কার্য্য এই প্রকারে অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। অন্য কিছু অসম্পন্ন থাকিলে পরবর্ত্তী লোক কর্ত্তৃক পূরণ হইতে পারে, কিন্তু জীবিত সাধুগণের জীবন বৃত্তান্ত তৎসমকালিক লোক অসম্পন্ন রাখিলে আর তাহা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাই আমরা দীর্ঘ হইলেও এই বারেই সমুদায় বৃত্তান্ত শেষ করিব মনে করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি।

নাগাসাধু ব্রহ্মস্বরূপকে আমরা দ্বিতীয় মায়ার বন্ধনে নিপতিত অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছি। এখানে কি ঘটিয়াছে পাঠক জানেন না। ব্রহ্মস্বরূপ পলায়িত যুবা পুরুষ হটাৎ বিনা আয়াসে পিতা পাইলেন মাতা পাইলেন, ভগিনী পাইলেন, প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এমন কি বিবাহের উপবাসাদি ক্লেশ বিনা পত্নী পর্য্যন্ত পাইলেন ব্রহ্মস্বরূপের অন্তরে যদি প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মের অলৌকিক বীর্য্য না থাকিত এমায়াপাশ ছেদন সহজ হইত না। তিনি কি বলিলেন? নির্ব্বন্ধ সহকারে পুত্রত্ব স্বামিত্ব অস্বীকার করিলেন। তাঁহার এই অস্বীকার গৃহস্থের গৃহে অন্ন জল বন্ধ করিল। কেহ আর আহার করেন না সকলেই হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। করেন কি অগত্যা ইনি তাঁহাদিগের গৃহে পুত্রবৎ অবস্থান করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া গবর্ণমেণ্টে টাকা জমা দিয়া কয়েক জন সিপাই (কনেষ্টবল) আনিয়া ইহাঁকে বদ্ধ করিল। ব্রহ্মস্বরূপ বদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু আপনার ধর্ম্মভাবকে নিস্তেজ করিলেন না। তিনি যখন রাত্রিতে গৃহে শয়ন করিতে যাইতেন তখন গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ করিতেন। পতি বলিয়া ভ্রান্ত পত্নীর এইরূপে তাঁহার নিকটে সমাগম অসম্ভব হইল। ইনি প্রতিদিন ব্যয়ের জন্য কিছু কিছু টাকা পাইতেন। ঐ টাকা সিপাহীদিগকে দিতেন যে তাহারা টাকা পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে বিপরীত ফল হইল, টাকার লোভে তাহারা পাহারা আরো দৃঢ় করিল। ইনি দেখিলেন ঘোর বিপদ উপস্থিত, কোনরূপে অব্যাহতি নাই। সুতরাং টাকার প্রতি মমতার ভাণ করিয়া গৃহস্বামীকে আপনি বলিলেন, কেন অনর্থক অর্থব্যয় হয়, আমি গৃহে থাকিতে সম্মত হইলাম, আপনি সিপাহীদিগকে বিদায় দিন। বৃদ্ধ বলিলেন, তোমারই টাকা ব্যয় হইতেছে তুমি যদি ইহা বুঝ তবে আর অপব্যয় কেন? ব্রহ্মস্বরূপ বৃদ্ধের প্রত্যয়োৎপাদন করিয়া সিপাহীদিগের হাত হইতে মুক্ত হইলেন। এক দিন গৃহস্বামী বাড়ী নাই। ইনি সুযোগ বুঝিয়া গৃহস্বামিনীকে বলিলেন আমি রামগঙ্গায় স্নান করিতে যাইব অনুমতি দিন। তিনি বলিলেন, তোমাকে বাহিরে যাইতে দিতে গৃহস্বামীর নিষেধ, আমরা কি প্রকারে যাইতে দিব। তিনি অনেক প্রকার আশা ভরসা দিয়া স্নানের ছলে বাহির হইলেন। ঘাট ছাড়িয়া অঘাটে গিয়া সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইলেন। পথ ছাড়িয়া বাঁশ বনে কতক দূর গিয়া রাজপথে উঠিলেন এদিকে তাঁহার অন্বেষণে প্রেরিত এক জন সোওয়ার তাঁহাকে পথে ধরিয়া ফেলিল। আর তাহার হাত এড়াইতে পারিলেন না। পুনরায় তাঁহাকে আবদ্ধ হইতে হইল। এক দিন একটি পাত্রের বিবাহ উপস্থিত। তিনি বিবাহের সেই ভিড়ের ভিতর দিয়া গৃহ হইতে অপসৃত হইলেন। গলি পথ দিয়া সহর হইতে বাহির হইলেন। এবার একেবারে পথ ছাড়িয়া বিপিনে চলিতে লাগিলেন। রাস্তায় এক জমিদার বাড়ীতে উত্তীর্ণ হন। তাঁহারাও আবদ্ধ করিবার উপক্রম করাতে তিনি মথুরা বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। প্রত্যাগমনের প্রতিজ্ঞা লইয়া তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। রাজঘাটের নিকটে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে একটি লোক জোটে। তাহাকে বস্ত্রাদির মোট দিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। ঘাটে আসিয়া শৌচে গমন করেন, এদিকে লোকটি সব জিনিষ পত্র লইয়া পলায়ন করে। আবার তিনি একেবারে রিক্তহস্ত হইলেন। রেলওয়ের একটি বাবু এই অবস্থায় তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কিছু টাকা করিয়া দিলে তথা হইতে মথুরা বৃন্দাবন গমন করেন। সেখানে দুইটী স্ত্রীলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়? তিনি ঘোর বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। ক্রমান্বয়ে লোকের কুহকে পড়িয়া, ইহাঁর মন এমনি বিরক্ত হইয়া উঠিল যে মনুষ্যের ব্যবহার ও কথা ইহাঁর নিকটে বিষতুল্য হইল। ইনি আর কাহার মুখাবলোকন করিবেন না, অবধারণ করিলেন। এই প্রতিজ্ঞায় ইনি ছয় মাস কাল গঙ্গার কূলে বালীতে পড়িয়া থাকিতেন। নিকটে ঝাউবন ছিল, তাহাই তাঁহার বাসস্থান ছিল। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি বলিয়া তাহার দৃক্‌পাত ছিল না। ইনি গঙ্গার বালীতে উবু হইয়া পড়িয়া হরিনাম করিতেন ও কাঁদিতেন। সেখানে জনমনুষ্যের সমাগম ছিল না, অথচ প্রতিদিন একজন মনুষ্য তাঁহাকে ডাকিয়া বলিত "এই লও আহার কর। আহার দাতা আহার দিয়া এক দণ্ড দাঁড়াইতেন না। ইনি যখন উঠিতেন কাহাকেও কোন দিন দেখিতে পান নাই; নিত্য নিয়মিত রূপ আহার পাইতেন। ইনি এখান হইতে গঙ্গার কূল দিয়া ক্রমান্বয়ে দেবরাজী অভিমুখে গমন করেন। দেবরাজী হইতে ৪৫ পাঁচ ক্রোশ এদিকে একটি নাগা সম্প্রদায়ের সাধু বাস করিত। তিনি ইহাকে পাইয়া স্বীয় সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লন। এখানে ৫ বৎসর অবস্থিতি করেন। তীর্থ ভ্রমণকারী কতকগুলি সন্ন্যাসী তাঁহারই গুরুর আশ্রমে সমাগত হয়। তাঁহাদিগের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন বলিয়া অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন। গুরু অগত্যা সম্মত হন, কিন্তু যাইবার বেলা সন্ন্যাসীগণকে তাঁহার শিষ্যকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিতে অনুরোধ করেন। তিন বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার গুরু পরলোক গত হইয়াছেন, তাঁহার গোবৎসাদি সমুদায়

গবর্ণমেণ্টে আবদ্ধ। স্থানীয় জমীদারগণ সেই সকল খালাস করিয়া দেন এবং তাঁহাতে গুরুর মঠধারী হইয়া থাকিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ইনি তাহাতে সম্মত না হইয়া সমুদায় বস্তুজাত বিক্রয় পূর্ব্বক ভাণ্ডারা দেন এবং পূর্ব্ববৎ তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। ইনি তীর্থ ভ্রমণে নেপাল প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সেখানে বরাহ চত্র হইতে চত্রর মঠে যাইতে পথভ্রান্ত হন। ২৫ দিন পর্ব্বতীয় ফল আহার করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া পরে জয়ালয়ে উপস্থিত হন। ইহাঁর সঙ্গে কতকগুলি ঠাকুর ছিল। দুইজন সন্ন্যাসী ইহাঁর সঙ্গে জোটে। জলপাইগুড়ীর নদী পার হইয়া ইনি জ্বররোগে আক্রান্ত হন। রঙ্গপুরান্তর্গত পাটগ্রামে কালীকিঙ্কর জপুর বলিয়া একজন প্রধানের বাড়ীতে অতিথি হন। সেখানে ঘোরতর জ্বর বিকারে আক্রান্ত হওয়াতে একজন সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সকল লইয়া পলায়ন করে। প্রধানটি বিপদ দেখিয়া তাঁহাকে নদীর ধারে শোওয়াইয়া রাখিয়া আইসে। ইহাঁর কিছু জ্ঞান ছিল না। একটু চেতন পাইয়া মনে করিতে লাগিলেন, আমি যে ঘরে ছিলাম, তাহার চাল কোথায় গেল। দূরে দ্বিতীয় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নড়িতে চড়িতে দেখিয়া সে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, ইত্যবসরে কুচবিহার মেখলী গঞ্জের হাসপাতালের ডাক্তার সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইয়া সেই দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর দ্বারা তাহাকে প্রধানের বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া যান। সেখান হইতে মেখলী গঞ্জের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে আমাদিগের বন্ধুর গৃহ হইতে প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ প্রাপ্ত হন এই দুগ্ধের জন্য ইনি এতদূর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া পড়েন যে তৎকালে বিপদ্‌গ্রস্ত বন্ধুপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে ইনি দাসবৎ প্রবৃত্ত হন। আজও ইহাঁর সে দাসত্ব ঘোচে নাই। ইনি বিপদগ্রস্ত বন্ধুপরিবারের অন্ন তৎকালীন গ্রহণ করেন নাই আপনি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহাই ভক্ষণ করিতেন। ইহাঁর আশ্চর্য্য ভাব এই যে আহারের হুকুম পাইলে ঝড় বৃষ্টি মানেন না। যখন গৃহ ছিল না তখন বৃক্ষতলে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মহাক্লেশ স্বীকার করিয়া রন্ধন করিয়া খাইতেন। পাঠের সময় কেহ তাঁহাকে পাঠ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। কেননা তিনি বলেন, পিতা আমাকে পাঠ করিতে হুকুম দিয়াছেন, না পড়িলে তিনি ভারি শাস্তি দিবেন। তিনি ভজন গাইতে গাইতে এমন মত্ত হন, অনেক সময়ে পাগলের ন্যায় হাসিতে থাকেন। দুপ্রহর রাত্রিতে শুন, হয়তো তিনি আহ্লাদে হাসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "পিতাজিক্যা লীলা কর্‌তেহেঁ" আমাদিগের অবস্থিতিকালে একবার তিনি তিন দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হন। ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পাওয়া গেল, মাঠে ঘাসের ফুল সকল ফুটিয়াছে তাই দেখিয়া হাসিতে হাসিতে এক দূরস্থ পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখানে অনুরুদ্ধ হইয়া এ কয়েক দিন ছিলেন। ইনি প্রকৃতির শোভা অত্যন্ত ভাল বাসেন; শোভা দেখিয়া উন্মত্ত হন ইনি আপনাকে বালক মনে করেন, এবং সমুদায় স্ত্রীপুরুষকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। পথ দিয়া যে সকল লোক যাতায়াত করে, তাহাদের সঙ্গে কৌতুক করেন এবং বলেন কেহ কোথাও যায় না, আমি দেখি সকল এক জায়গাতেই আছে। কোন জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "আমি লেড়্কা আদমি কি জানি" আপনি বলুন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাঁর প্রকৃতি অতি সরল ও নির্ভীক এক সময়ে স্থানীয় সাহেব দিগকে দেখিয়া বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাহাদিগের মাথায় আবীর দেন ইহাঁর টাকা কড়ীর উপরে কিছু মাত্র লোভ নাই, যথাকথঞ্চিৎ আহারীয় পাইলেই সন্তুষ্ট, ঈশ্বরের উপরে নির্ভর এত প্রবল যে কোন সময়ে কোন দুশ্চিন্তা মনে প্রকাশ করে না। এক জন বড় সাধক এ ভাবের কোন আড়ম্বর নাই এক জন সাধারণ লোকের ন্যায় থাকেন। অনেকে আদর করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে চায় আদর লৌকিকতার উপরে কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই। ইনি কয়েক বৎসর হইল আমাদের বন্ধুর নিকটে আছেন, কেহ কোন দিন ইহাঁর জীবনের বৃত্তান্ত শুনিতে পায় নাই। এমন কি আমাদিগের বন্ধু ও কৃতকার্য্য হন নাই। সাধকের জীবন ঈশ্বরের লীলা স্থান, উহা দ্বারা তিনি জগতের কল্যাণ করেন, জীবনে ঈশ্বরের যে করুণা দেখা গিয়াছে উহা অপরের কল্যাণার্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বলাতে ইনি জীবন বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে বলেন। বৃত্তান্তটি লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম তিনি হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন বাঙ্গালী অত্যন্ত চতুর। এত দিনের পর আমাকে আত্মীয়গণের নিকটে ধরাইয়া দিবে, তাহারই জোগাড় করিয়া লইল। তাঁহাকে সান্ত্বনা করাতে তিনি বলিলেন, এসংসার অত্যন্ত কঠিন স্থান। আমার সম্মুখে কত সংন্যাসী ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইল, এখানে ধর্ম্ম ঠিক রাখা কঠিন। আমরা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলাম দেখিয়া পরিশেষে বলিলেন, যাউক এক যুগ বার বৎসর চলিয়া গিয়াছে আর কে আমায় ধরিবে। যাহা হউক আমরা তাঁহার জীবনের ব্যবহার করিতে পারি। আমরা সাধু ব্রহ্মস্বরূপের জীবন শেষ করিলাম, ইনি যেরূপ অসাধারণ পরিচ্ছদে থাকেন, তাহাতে ইহাকে সাধু বলিয়া চেনা কঠিন। কিন্তু কয়েক দিন সঙ্গে থাকিলে, ইহাঁর

ঈশ্বরোদ্দেশে সরল বিশ্বাস দেখিয়া সকলকে মোহিত হইতে হয়।

ভারতসংস্কার সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী মহোদয়ের বক্তৃতা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অপি চাস্যাঃ দ্বিতীয় তৃতীয়াবপি বিভাগৌ নাস্মদাদীনামল্লাভায়। গৃহ্নন্তু সর্ব্বে সুলভসমাচারনামধেয়ং সাপ্তাহিকং পত্রমেব তত্রাপূর্ব্বং ফলং। তত্রভবন্তশ্চক্ষুষ এব সাক্ষিণঃ। নন্ বদন্তু তে, যদেতৎ পণমাত্রলভ্যং পত্রং, তদেতস্মাৎ পূর্ব্বং সুবিস্তীর্ণেঽস্মিন্ ভারতসাম্রাজ্যে কুত্রচিৎ প্রকটিতমভূদিতি কেনাপি দৃষ্টং শ্রুতং বেতি। অতো সুলভমিদং সুলভত্বাৎ পাংশুলপাদঃ খলু চাষিকোঽপি ক্রীণাতি। কিং বহুনা গোপালো বা অশ্বপালো বা ভারবাহকো বা পাক্ষিকো বা মাৎসিকো বা মায়ূরিকো বা ব্রাতীনো বা শাকটিকো বা ধুর্য্যো বা সূতো বা তক্ষকো বা কর্ম্মকারো বা চর্ম্মকারো বা পুক্কসো বা সর্ব্ব এব ক্রীণাতি। তথা চৈকেনৈব হি সুলভপত্রপ্রচারেণ সর্ব্বসাধারণস্য ব্রহ্মতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বৈব সবিজ্ঞানসাহিত্যচর্চ্চাপ্রবর্ত্তনং যৎ তৎ খলু নৈব বিস্ময়াবহমিতি কো ন মন্যেত, ইতি ভৃশং ভাগ্যং ভারত লোকানাং আনন্দঃ।

কিঞ্চাস্যাশ্চতুর্থাংশঃ সুরাপাননিবারিণী সমিতিঃ। অনয়াপি খল্বস্মদাদীনাং বহূপকারঃ সাধিত ইতি ভৃশং মন্যে। সামাজিকাস্তঃপ্রবেশশীলাঃ জানপদা এবতত্র সাক্ষিণঃ। পুরা কিল "হালাস্তঃ ব্রহ্মবর্চ্চস" মিতি বা "সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবে" দিতি বা সুরাপানে সর্ব্ব এব নিষেধবিধিঃ প্রায়োদ্বিজপরঃ, শূদ্রাদাধমজাতীনাং নিষেধস্য কথা দূরাস্তাং "মত্তং মত্তং প্রমত্তং বে" ত্যাদি স্মৃতভ্যো বহু বিধিরেব দৃশ্যত ইত্যহহো পক্ষপাতঃ শাস্ত্রস্য তথা চ দ্বিজাতয় এব পানে বিভ্যতি; সুরাপানং ব্রহ্মণ্যহানিজনকমিতি বিভীষিকা তাবৎ ত্রৈবর্ণিকানেবোপগচ্ছতি স্ম। শূদ্রাদীনামিতরজাতীনাং খলু ন বা ব্রহ্মণ্যং ন বা বিভীষিকা বেতি ক্রমশঃ সুরাপায়িনাং সংখ্যাধিক্যম্। নন্বধুনা দ্বিজা অপি প্রায়ঃ পাশ্চাত্যজ্ঞানবিজ্ঞানধিয়ঃ কুশলাস্তে সর্ব্বে মধ্যাবস্থাপ্রাদুর্ভূতস্যার্য্যপ্রণীতস্য ধর্ম্মশাস্ত্রস্যেদৃশীং পক্ষপাতদূষিতাং ব্যবস্থাং কথমপি ন শ্রদ্দধতে ইত্যত এব সর্ব্বতো মহান্ ব্যভিচারঃ সংপ্রবৃত্তঃ যস্য নন্ সুরাপান রূপৈকতর-বেগো নাদ্যাপি সর্ব্বতোভাবেন পরিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ। বস্তুতস্তু ধর্ম্মে বা ব্যবহারে বা সামাজিকেষু রীতিনীত্যাদিষু বা সর্ব্বত্রৈব মাধ্যমিকপ্রাচীনপক্ষতের্নববিধয়া সংস্কারোঽহদা ত্বম সংপ্রদায়েঽত্যবিতরামেবাবশ্যক ইতি বিবেচ্যৈব সঙ্ঘেঽয়ং স্বান্তর্গতৈকৈকাং সুরাপাননিবারিণীং সমিতিং প্রবর্ত্ত্য সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষেণৈব সুরাপানং নিষেধয়তি। দ্বিজা বা ম্লেচ্ছা বা ব্রাহ্মা বা বৈষ্ণবা বা শাক্তা বা যে কেচন বা ভবন্তু সর্ব্বাসামেব মানবজাতীনাং সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং কিং বহুনা সর্ব্বেষামেব প্রাণিনাং সুরাপানং মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তায় তস্মাৎ অমৃতাদিবৎ সুরাবিষং সর্ব্বৈরেব পরিত্যাজ্যমিত্যপক্ষপাতোঽয়ং নিষেধবিধির্ন কস্যান্তরতমং স্পৃশতীতো সুরাপাননিষেধবিধের্নববিধয়ায়ং সংস্কারোঽপ্যস্মদাদীনাং নায়েলাভায়। ফলমপ্যেতস্যাঃ কার্য্যতঃ সুব্যক্তমেব মন্যেত সর্ব্বে। যত ইদানীং নহি পূর্ব্বদস্মদাদয়ঃ যতস্ততো যত্র তত্র কমপি প্রমত্তং পুরুষপশুং প্রপশ্যামঃ। কিঞ্চ "রোগাণাং সমতা বিশেষঃ" ইতি ন্যায়েন যদা খলু সমস্তৈব বিশেষ ইতি মন্যন্তে সর্ব্বে, তদা ন্যূনত্বে চ তস্য কথং বা বহূপকারং ন মন্যেরন্—ইত্যতোঽপি বহুতর আনন্দঃ।

এবমস্যাঃ সভায়াঃ পঞ্চমেন দাতব্যবিভাগেনাপি দুর্ভিক্ষাদাং ভারতানাং বহূপকারঃ কৃতঃ। যদ্যপি দাতব্যবিভাগস্য কথঞ্চিদাংশিকং কার্য্যং প্রাচীনরীত্যা ধার্ম্মিকাণাং মন্দিরেষু ভৃশমেবাসীৎ অতো আসীদিত্যাপি তব প্রৌঢ়ং বচঃ, ইদানীমপ্যস্তীতি বদ। অস্তু বা, আতোপুরুষিকামাত্রমেবৈতৎ যতস্তেষামপি বর্ত্তমানানাং সংস্কারমাত্রমনয়া সভয়েত্যপি মহদুপকারায়। তস্মাৎ তেষাং দাতব্যানাং নামব্যবস্থিতত্বাদ্বিপরীতমেব বয়ং মন্যে। তত্তাদৃশান্নিপর্য্যান্ত গার্হস্থ্যদাতব্যকার্য্যেভ্যঃ খলু ন বয়ং কথঞ্চিদপি পূর্ণোপকারিকামাশাস্মহে ভয়মাবস্তুঃ শুভায় ভবতীত্যহে আনন্দঃ।

অথেদানীং সভায়াঃ খলু বার্ষিকাধিবেশন-দিবসে সর্ব্বকর্ত্তারং সর্ব্বোন্নতিবিধায়কং জগদীশমেবমেব প্রার্থয়ামঃ যদেতস্যাস্মদ্ভক্তপুত্রপ্রতিষ্ঠিতায়াঃ ক্রমোন্নতিবিধায়িন্যাঃ সত্যযুগপ্রবর্ত্তিকায়া ইত্থমেব বা ইতোঽপ্যধিকমেব বা শ্রীবৃদ্ধিং করোত্বিতি শম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রভুপদাশ্রয়স্য

শ্রীব্রহ্মব্রত শর্ম্মণঃ।

ভাগবত তত্ত্বসার।

(গত প্রকাশিতের পর)

২৩। দম। ইতি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়। ইহারা স্বস্ব নামে এক একটি নদী বিশেষ হইতেছে। আকাশ বায়ু তেজ, জল, মৃত্তিকা এই পাঁচটি ইহাদের আদি সীমা পর্ব্বত। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী সকল যেমন আদিসীমা আপন আপন পর্ব্বত হইতে ধীরে ধীরে প্রস্রুত হয় পরে সংসার ভূমিতে আসিয়া বেগে প্রবাহিত হয়, তৎপরে যখন সাগরে গিয়া প্রবিষ্ট হয় তখন অতিবেগে ভীষণ শব্দে প্রবাহিত হয়। তদ্রূপ আমাদের বুদ্ধীন্দ্রিয় গণেরও অবস্থা। বুদ্ধীন্দ্রিয়গণও প্রথমে নিজ আদি সীমা পর্ব্বত হইতে ধীরে

ধীরে অগ্রসর হয়, পরে পুণ্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়া বেগে ধাবিত হয়, তৎপরে যখন করুণা সাগরে মিশিতে যায় তখন অতিবেগে ভীষণশব্দে প্রবাহিত হইতে থাকে। পক্ষে যদি ইহারা পথভ্রান্ত হইয়া অর্থাৎ যে খানে গিয়া অবশেষে মিশিতে হইবে সেই উদ্দেশ্য স্থানটি বিস্মৃত হইয়া ভিন্নপথ অবলম্বন করে। পুণ্য সংসারের পথ পরিত্যাগ করিয়া পাপ সংসারের পথ আশ্রয় করিয়া তাহারই উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, তবে তাহারা করুণাসাগরে আর কি রূপে মিশিবে? তাহাদের পাপসংসারে পথের যে শেষ সীমা পাপীগণের খোদিত অন্ধতামিস্র নামক নরকখাত তাহারা তাহাতে গিয়াই মিশিবে। অতএব সাবধান! পূর্ব্ব হইতেই বলিতেছি 'সাবধান!' এই সকল বুদ্ধী-ন্দ্রিয়গণ যদি দেখ, উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইল, পুণ্যভূমিতে প্রবাহিত না হইয়া পাপভূমিতে অবতীর্ণ হইল, তবে তখনই তাহাদিগকে সচেতন করিবার জন্য রীতিমত নিগৃহীত কর। পাপ সংসারের পথে দ্বেষ, রূপ আল (বাঁধ) বাঁধিয়া দাও। পুণ্যসংসারের পথে অজ্ঞান বা অবিশ্বাস রূপ বড় শক্ত বাঁধ পড়িয়াছে। সেটিকে জ্ঞান বা বিশ্বাস যন্ত্র দ্বারা একেবারে উড়াইয়া দিয়া পথ খোলসা করিয়া দাও। ইহাই বুদ্ধীন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ। বুদ্ধীন্দ্রিয় সকল এইরূপে এক বার যদি নিগৃহীত হয় তবে আর কিছু মাত্র ভাবনা থাকিবে না। তাহারা আর ভ্রান্ত হইয়া পাপ পথের দিগে ধাবমান হইবে না। পক্ষে পুনশ্চ পথটি খোলাসা আছে দেখিয়া আপনাপনিই তাহাতে আসিয়া অবতীর্ণ ও প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে। অত-এব তোমরা গুরুতর নিকট "দম" ও বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করিও। উপদেশ. সাবধান! দেখ যেন তোমার ইন্দ্রিয় সকল সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া কার্য্যে রত না হয়।"

এই রূপে, এই সকল (২৩ প্রকার) সাধনভক্তি শিক্ষা করিবে, এবং সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অঙ্গভক্তি গুলির ও অভ্যাস করিবে।

> শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরে রদ্ভুত কর্ম্মণঃ
> জন্ম কর্ম্ম গুণানাঞ্চ তদর্থেহ খিলচেষ্টিতং ॥
> ইষ্টং দত্তং তপোজপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ং।
> দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনং ॥

অদ্ভুতকর্ম্মা হরির শ্রবণ করা ও ভক্তগণের মতে একটু বিশেষ আছে। তাঁহাদের মতে "এক একটি জীব বিশেষের শরীরে (*) ব্রহ্মগুণবৈচিত্র্যের বিশেষ রূপে যে প্রকাশ বা আবির্ভাব,—যাহার আধারভূত শরীরকে অবতারপ্রিয় ভক্তেরা অবতার বলিয়া থাকেন, সেই সেই প্রকাশিত বা আবির্ভূত ব্রহ্ম গুণ বৈচিত্র্যের চিত্তে আলোচনা করিবার জন্য, সেই সেই প্রকাশিত বা আবির্ভূত ব্রহ্ম গুণবৈচি-ত্র্যের আধারভূত সেই সেই জীববিশেষের জন্ম কর্ম্ম বৃত্তান্ত শ্রবণই অদ্ভুতকর্ম্মা হরির শ্রবণ।"

অদ্ভুতকর্ম্মা হরির কীর্ত্তনে ও একটু বিশেষ আছে। ঐরূপ আবতারিক কর্ম্ম সকলের কীর্ত্তনই তাঁহার কীর্ত্তন। সাধারণতঃ কীর্ত্তন দ্বিবিধ। কর্ম্মকীর্ত্তন ও নামকীর্ত্তন। তবে ইহা বলা অসঙ্গত নহে, কর্ম্মের স্মরণ করিয়াই স্মৃত কর্ম্মানুরূপ নাম কীর্ত্তনই যখন উত্তমশ্রেণীর নামকীর্ত্তন বলিতে হইবে তখন নাম কীর্ত্তন ও কর্ম্মকীর্ত্তনের মধ্যেই অন্তর্ভূত হইল। ফলতঃ বটেও তাই। সেই জন্যই কীর্ত্তন লক্ষণে "ঐরূপ আবতারিক কর্ম্ম সকলের কীর্ত্তনই তাঁহার কীর্ত্তন" এইরূপ বলা হইয়াছে যাহাউক, এই কর্ম্ম কীর্ত্তনও আবার দ্বিবিধ ১ম। সর্ব্বজীবে তাঁহার মহিমা দেখিয়া ভক্তসমাজে (উচ্চৈঃ স্বরে বক্তৃতা করিয়াই হউক, বা পুস্তকাদি প্রণয়নচ্ছলে লিখিয়াই হউক) উহা প্রকাশ করা। ২য়। বিশেষ, যাহা শ্রবণ মাত্র সাধা-রণের চিত্তাকর্ষক, এরূপ মহিমা গুলির প্রকাশার্থ আব-তারিক কর্ম্ম সকলের লোক সমক্ষে ব্যাখ্যা করা। এই-রূপে দ্বিবিধ। এইরূপে নামকীর্ত্তন ও দ্বিবিধ। ১ম। নিভৃতে একাকী বসিয়া বীণা লইয়া, বিশুদ্ধ স্বর তান, মান, লয় মূর্চ্ছনাদি আশ্রয় করিয়া একমনে ঈশ্বর বিষ-য়ক ঈশ্বর মহিমার উদ্দীপক সঙ্গীত আলাপ করা। ২য়। ভক্তসমাজে ভক্তগণের সহিত একত্র হইয়া অতি উৎসাহের সহিত এবং নির্লজ্জ হইয়া পথে পথে গ্রামে গ্রাম নগরে নগরে, ঈশ্বরের এক মনে এক প্রাণে নাম করা।

অদ্ভুতকর্ম্মা হরির স্মরণ কি? তাঁহার গুণের স্মরণই তাঁহার স্মরণ. তাঁহারত আর স্মরণ নাই। একথা কেন বলিতেছি তাহার কারণ বলি হরি নির্গুণ অর্থাৎ আমাদের যেমন দৃশ্য গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি আছে, সেরূপ তাঁহার নাই। এইরূপ দৃশ্য গুণ না থাকায় তিনি আমাদের ন্যায় দৃশ্য পদার্থ ও হইতে পারিলেন না। যিনি দৃশ্য গুণাতীত হইয়া আমাদের অদৃশ্য, আমাদের

(*) গোস্বামিগণ; কেবল গোস্বামী মহাত্মা গণেরই উল্লেখ করিতেছি কেন, সকল প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাত্মারাই এই শব্দ পাঠ করিয়া আপন আপন কর্ণে হস্ত প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, আমি তাঁহাদের অনুরোধে ভগবানের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত নহি। যাহা সত্য ও প্রকৃত আমার লেখনী তাহাই লিখিবে। নির্ভয়ে লিখিবে। লেখকঃ শ্রীঃ।

ইন্দ্রিয়গণ সুতরাং তাঁহার দর্শন ও পায় না। যাহার দর্শন হয় না, তাহার দর্শন জন্য চিত্তে সংস্কারই হয় না। সংস্কার না থাকিলে কাজে কাজেই তাহার স্মরণ ও নাই। এই যুক্তিতেই বলিতেছি, "তাঁহার স্মরণ নাই, তাঁহার গুণের স্মরণই স্মরণ" পক্ষে হরি এইরূপে দৃশ্য গুণাতীত হইলেও "অদৃশ্য অনন্তগুণ শালী" একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য নতুবা তাঁহার গুণের ও ঐরূপে ঐ যুক্তিতে স্মরণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ফলতঃ নির্গুণ হরির অনন্ত অদ্ভুত গুণকেই অদৃশ্য গুণ কহে। বিশ্বাসি ভক্তগণের ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্বাস নেত্রে সে গুণ, সেই অনন্ত অদ্ভুত গুণ, স্পষ্টরূপেই জীবন্ত ভাবেই প্রতিভাত হইতেছে। এই জন্যই হরি আমাদের, নির্গুণ হইয়াও অনন্তগুণ। এই জন্যই হরি আমাদের, নিষ্ক্রিয় হইয়াও অদ্ভুত কর্ম্মা। অতএব হরিগুণের স্মরণই হরি স্মরণ একথা এখন নির্ব্বিবাদ হইল। কর্ম্মকীর্ত্তন ও নাম কীর্ত্তন এদুটি হরিগুণ স্মরণের দুটি ফল মাত্র। স্মরণে পরিপক্ক হইলেই এদুটি অনায়াসে অতিসহজে হয়। যাঁহারা হরিস্মরণে মনকে পরিপক্ক করিতে পারেন না, কীর্ত্তন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে অনেকটা আয়োজন করিতে হয়। এবং যাঁহারা হরিস্মরণে মনকে পরিপক্ক করা অনেক দূরের কথা, কখনও ভুলেও মনকে হরির স্মরণে অগ্রসরই করেন না, অথচ নিজের ধার্ম্মিকতা ভাণ করিবার জন্য হরি গুণের বা হরিনামের কীর্ত্তন করিতেছেন তাঁহাদের কীর্ত্তনসকল কীর্ত্তনই নহে। সে সকল কীর্ত্তনকে কীর্ত্তনের অভিনয় কহে। কীর্ত্তনাভাস কহে এবং ব্যর্থ কীর্ত্তনও কহে। এই সকল, কুটিল মতি গণের ব্যর্থকীর্ত্তন কুক্কুর রোদন তুল্য লোকের অমঙ্গলপ্রদ অতএব সাবধান! ভাই সকল! তোমরা সাবধান! দেখো, যেন ঈশ্বরের নাম ব্যর্থ গ্রহণ করিও না। ঈশ্বরের গুণ ব্যর্থ গ্রহণ করিও না। ব্যর্থ ব্যর্থ তাঁহার গুণ বা নাম গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করা হয়। অবিশ্বাস স্থাপিত হইলেই লোকগণের অপরাধের সীমা থাকিবে না। পক্ষে যদি তোমরা তাঁহার স্মরণে পরিপক্কতা লাভ কর, তবে দেখিও, তোমাদের স্মরণ-যোগের কি বিচিত্র ক্ষমতা হইবে! "আহা! তখন তোমাদের মুখ পদ্ম হইতে অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীহরির অদ্ভুত কার্য্য সকল অনর্গল ধারাপ্রবাহরূপে কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে॥ অনন্ত নাম শ্রীহরির শত শত, সহস্র সহস্র নাম সকল অবিরত, সর্ব্বদাই, বিনা চেষ্টায়, অতি সহজেই, আপনাপনি বাহির হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার আর বিশ্রাম নাই।—কি সংকেত সময়ে, কি পরিহাস সময়ে, কি লিখিবার সময়ে, কি পরস্পর আলাপ সময়ে, কি অধ্যয়ন সময়ে, কি ভোজন সময়ে, কি শয়ন সময়ে, কি ঔষধ পান সময়ে, কি প্রাতে উত্থান সময়ে, কি বিপদ, কি সম্পদে, ভাল করিয়াই হউক অপহেলায় (*) হউক্ সকল সময়েই সকল অবস্থায়ই হরিনাম প্রবাহ চলিতেছে। উহার আর কিছুতেই বিশ্রাম নাই। হৃদয়ের উপর দিয়া শত শত বজ্র চলিয়া যাইতেছে তথাপি বিশ্রাম নাই। কেবলই সেই নাম, কেবলই সেই নাম; সেই নাম ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।" † ইহাই প্রকৃত নাম কীর্ত্তন। ইহাই হরিস্মরণের প্রকৃত ফল। অবিশ্বাসী কুটিলমতি গণের মুখ হইতে এরূপ নাম কীর্ত্তন কখনই বাহির হইবে না। যেহেতু ইটি অভিনয়ের কার্য্য নহে কিন্তু ইতি পূর্ব্বেইত বলিলাম ইটি হরিস্মরণের পরিপক্কতায় আপনাপনিই অতি সহজেই হয় সুতরাং ইহা সতত হরিস্মরণের অযত্ন সুলভ ফল মাত্র।

অতএব হে বিবিধা দগণ! তোমরা গুরুর নিকট পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি প্রকার সাধনভক্তি শিক্ষা করিয়া যখন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গভক্তির শিক্ষা করিতে ব্রতী হইবে তখন সর্ব্বদাই, এই তিনটি আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম, সেই রূপই মর্ম্ম পরিগ্রহ করিও। প্রেম ভক্তিকে হৃদয়ে আনিবার জন্যইত অঙ্গভক্তিই বল, আর পূর্ব্বোক্ত সাধন ভক্তিই বল, এসকলের আবশ্যক? "তার আর সন্দেহ!"—তবে সাবধান? মৎ প্রদর্শিত ব্যাখ্যা বিস্মৃত হইও না। কদাচ বিস্মৃত হইও না। একেবারে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ। ভক্তাবতার হনুমান্ (‡) যেমন রাম নাম আপন হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমরাও আমার এই উপদেশ সকল আপন আপন হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখ। কালে, এইরূপ মিশ্রণের ফল আপনাপনি অনুভূত হইবে।

নববিধ অঙ্গভক্তির মধ্যে আর একটী কঠিন আছে। সেটি ও গুরুর নিকট বিশেষরূপে শিক্ষিত হইবে। সেটি সর্ব্বশেষের, আত্মনিবেদন,—যাহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ও বলিলে বলা যায়। ফলতঃ সারগ্রাহী ভাবুক গণের অনুভবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ আত্মনিবেদনের চরম ফল। পক্ষে, আত্মনিবেদন, সর্ব্বস্ব সমর্পণের প্রথম অবস্থাও বলিয়া থাকেন।

(*) অপহেলা অগ্রাহ্য নহে। এখানে অভিমান ত্যাগ। "আমি অমুক, ঈশ্বরের নাম করিতেছি" এইরূপ অহংভাবের বিস্মৃতিকে অপহেলা বলা হইয়াছে।

(†) এই সময়ে পাঠকগণের প্রহ্লাদ ও নারদের চরিত্র স্মরণ হয় কি?

‡ কেহ কেহ হনুমানকে রুদ্রাবতার কহেন। তাহার তাৎপর্য্য "রুদ্রের ন্যায় তেজস্বী" আর কিছু নহে। ফলতঃ সারগ্রাহী ভক্তগণ যখন সকল অবতারকেই ভক্তাবতার' বলিয়া থাকেন তখন হনুমান্ ও ভক্তাবতার তার আর সন্দেহ?

"হরি আমার কিসে প্রীত হইবেন" এইরূপ ভাবে হরি উদ্দেশে কার্য্য সকল করার নাম আত্মনিবেদন। অতএব পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন সকল কর্ম্মেই পতির প্রীতি মাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, তদ্রূপ যাঁহারা সংসারের সকল প্রকার কর্ম্মই সেই সর্ব্বপতি শ্রীহরির প্রীতি মাত্র লক্ষ্য করিয়া করিতেছেন, তাঁহারাই, "আত্মনিবেদন" ভক্তিযুক্ত। 'সর্ব্বস্ব সমর্পণ' তাঁহাদেরই সাধ্যায়ত্ত।

ইচ্ছা, দান, তপস্যা, সদাচার, প্রিয়বস্তু, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, গৃহ, ইত্যাদি বিভব সকল ও সর্ব্ব বিভব মূল প্রাণপর্য্যন্ত সেই সর্ব্বপতি শ্রীহরিতে যে সমর্পণ, তাহাকে 'সর্ব্বস্ব সমর্পণ' কহে।

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং।
পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসুনৃষু সাধুষু॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥

এইরূপে তোমরা যখন গুরুর নিকটে আত্ম নিবেদন বা সর্ব্বস্ব সমর্পণ পর্য্যন্ত শিক্ষিত হইবে তখন 'মনুষ্যমাত্রেরই পিতা এক,' এবং "হরিই সেই পিতা" "মনুষ্যমাত্রই ভোগ্যা অর্থাৎ গোপী" এবং "সেই ভোগ্যের একমাত্র হরিই ভোক্তা অর্থাৎ স্বামী" ইহা অনায়াসে অতি সহজে বুঝিতে পারিবে। সুতরাং তখন তোমরা মনুষ্যমাত্রেরই সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে পারিবে। কেহ আর তোমাদের চক্ষে পর ঠেকিবে না। সকল মনুষ্যই, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয়, সকলই আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা হইবে। সকলই এক গোত্রীয় বা এক বংশীয় বলিয়া বিবেচনা হইবে। কি স্থাবর কি জঙ্গম সকল প্রাণিরই সহিত সমান সম্বন্ধ দেখিবে। সুতরাং সমস্ত পৃথিবীই কুটুম্ব জ্ঞান হইবে। এবং তাহাদের সকলেরই পরিচর্য্যা করিতে ব্রতী হইবে। মনুষ্যগণের বিশেষরূপেই পরিচর্য্যা করিবে। কেননা তাহাদের সহিত অন্যান্য জীব জন্তু অপেক্ষা আরও নিকট সম্বন্ধ। আবার মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহারা সাধু, ভক্ত, তাঁহাদিগকে আরও শ্রদ্ধা করিবে। সাধুগণের মধ্যেও যাঁহারা বিবেকী পরম ভাগবত, তাঁহাদিগের ত একেবারে দাসানুদাস হইয়া উঠিবে। এবং বিবিধ প্রকারে সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর পরিচর্য্যা এবং পরম ভাগবতগণের সৎসঙ্গগুণে তখন তোমাদের আর একটি বিশেষ সামর্থ্য জন্মিবে। পরস্পর সৎকথালাপ। অর্থাৎ তখন পরস্পর আলাপ প্রসঙ্গেও অদ্ভুতকীর্ত্তি ভগবানের কীর্ত্তি গান করিতে ছাড়িবে না। ইহার ফল পরস্পর পবিত্র আত্মীয়তা, ক্রমশঃ তাহাও হইবে। এবং ইহাতেও উহা নিবৃত্ত হইবে না, ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকিবে। অনন্তরই স্বর্গ *। এই স্বর্গ তখন পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়াই লাভ করিতে পারিবে। অনন্তরই দুঃখনিবৃত্তি †। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ সকল তখন পরস্পরই পরস্পরের তপঃ প্রভাবে বিনষ্ট করিতে পারিবে। তাহার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির আর অপেক্ষা থাকিবে না। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

গত বারে আঁখালাগের শেষ প্রুফ যথা সময়ে সংশোধন না হওয়ায় অনেক ভুল ধর্ম্মতত্ত্ব মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে সামধ্যায়ি মহাশয়ের সংস্কৃত বক্তৃতা কতক গুলি অপরিশুদ্ধ অবস্থায় বাহির হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

আমরা এবার তাপস মালার তৃতীয় খণ্ড উপহার পাইয়াছি। এবারে [illegible] যে সকল তপস্বীদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা অতি উপাদেয়। মুসলমান তপস্বীদিগের জীবন এমন তীব্র বৈরাগ্য সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের আশ্রয়ভূমি ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না।

প্রেরিত ভ্রাতা দীন নাথ মজুমদার মহাশয় প্রথমতঃ গাজিপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে ডোমরাওনে গমন করেন সেখানে রাজ মন্ত্রী কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে গৃহীত ও সম্মানিত হইয়াছেন। তথা হইতে গয়াতে গমন করিয়া তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিমন্ত্রিত হইয়া টিকারিতে গমন করিয়াছেন।

১লা বৈশাখ তারিখে নূতন বৎসরোপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে উপাসনা ও উপদেশাদি হইয়াছিল তাহাতে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম জীবনের কল্যাণার্থ আচার্য্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে যিনি নূতন বৎসরে নূতন জীবন লাভ করিতে চাহেন, অথচ ইতঃপূর্ব্ব আপনকৃত যত্ন সকল নিষ্ফল হওয়াতে হতাশাস হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে বেদী হইতে যদি সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে বেদী মণ্ডলী সহ তাঁহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিবেন অঙ্গীকার করিতেছেন। যিনি জীবনের কল্যাণার্থ প্রার্থনার জন্য প্রার্থী হইবেন, তিনি গোপনে আপনার ইচ্ছা উপাধ্যায়ের নিকট পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিবেন। যদিও আমার ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কিন্তু সে বিষয়ে দুর্ব্বলতা বোধ হইলে পবিত্রতার প্রার্থী কৃপাপাত্র ভ্রাতার জন্য যদি মণ্ডলীসহ একত্র ক্রন্দন ও প্রার্থনা হয় তবে অবশ্যই জীবনের কলঙ্ক অপনীত হইয়া জীবন নূতন বল ও নূতন সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবে।

বিদেশস্থ গ্রাহকগণের নিকট আমরা অর্থ ভাবে গত বারের পত্রিকা পাঠাইতে না পারিয়া দুঃখিত আছি, তাঁহারা আমাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া যেন শীঘ্র শীঘ্র দেয় মূল্য ত্বরায় প্রেরণ করেন।

---

* সারগ্রাহীগণের মতে স্বর্গ এখনেই। এবং যাহা দুঃখের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয় না, কিছুদিন পরে দুঃখ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হয় না, এবং অভিলষিত বস্তু সকল যাহাতে আপনাপনিই উপস্থিত হয়, ঈদৃশ, স্থির ও ক্রমশ বর্দ্ধনশীল যে সুখ তাহারই নাম স্বর্গ।

† আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে মোক্ষ কহে। আবার কেহ কেহ পরম সুখের প্রাপ্তিকেই মোক্ষ কহেন। কিন্তু আমাদের সারগ্রাহী ভক্তগণের মতে দুইই মোক্ষ। এবং এই মোক্ষের জন্য ভক্তগণ কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। এই মোক্ষ ইহাঁদের মতে ৫ প্রকার। ইহাঁরা বলেন, যাঁহারা একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ প্রার্থনা করেন তাঁহাদের নিকট সকল প্রকার মোক্ষই কিঙ্কর হইয়া থাকে। পক্ষে যে ব্যক্তি ঐ ৫ প্রকারের মধ্যে বাছিয়া (যেটি নিজের মনোগত) একটির প্রার্থনা করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহার সেই পর্য্যন্তই লাভ। আর বাড়িতে পায় না। লেখকঃ।

এই পত্রিকা কালকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধানযন্ত্রে ৩রা বৈশাখ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

১৬ ভাগ।	১৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৮০৪ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
৭ সংখ্যা।		মফস্বল ঐ	৩

প্রার্থনা।

হে জগদীশ, তুমি আপনি আপনার জন্য কিছু রাখ নাই, সকলই পরের জন্য। তোমার সাধক, যে সর্ব্বদা তোমার মত হইবার জন্য যত্ন করে সে কি কখন আপনার কিছু রাখিতে পারে? তাহার যাহা কিছু সকলই পরের জন্য। তোমার সাধক বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া সাধন করেন কেন? আত্মসুখ শান্তির জন্য? যদি ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি তোমার প্রকৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। তোমার শাক্য এ জন্য কঠোর আত্ম-নিগ্রহ করেন নাই। তিনি আপনি ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে যত্ন করিয়াছেন এই জন্য যে অপরকে তাহা হইতে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন। স্বয়ং যে বস্তু প্রত্যক্ষ করি নাই, উপভোগ করি নাই, যাহার সত্যতাসম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি না, তাহা অন্য লোকের নিকটে সবলে উপস্থিত করিব কি প্রকারে? আমার যাহা হয় নাই, তাহা অপরের অবশ্য হইবে, একথা জোর করিয়া কিরূপে বলিতে পারা যায়। শাক্য আপনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রচার করিলেন, গৌরচন্দ্র আপনি প্রেমে ডুবিয়া জগৎকে প্রেমে মাতাইলেন, তোমার ঈশা তোমার ইচ্ছা পালনে আত্ম-জীবন সমর্পণ করিয়া ইচ্ছাযোগ জগতে প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন, সক্রেটিস আত্মজ্ঞানার্থ প্রাণ দিয়া জগৎকে তাহার প্রভাব বুঝাইলেন হে পরমদেব, যদি আমি সাধক হইতে চাই, যোগী হইতে চাই, ভক্ত হইতে চাই, দাস হইতে চাই, তবে তাহা কি কেবল আমার নিজের সুখ ও শান্তি বর্দ্ধনের জন্য? সংসার দুঃখের নিলয়, এখানে বিপদ প্রলোভন অনেক, সুতরাং এ স্থান হইতে বিদায় লইয়া হৃদয়ের মধ্যে লুকাই সত্য, কিন্তু এ লুকান যদি সংসার ও তাহার লোকসমূহ হইতে পলায়ন হয়, তবে যে আমি তোমার নিকটে ঘোর অপরাধী হইব। এক এক বার লুকাইয়া প্রভূত বল আনন্দ শান্তি লইয়া যদি ফিরিয়া আসি, এবং লোকদিগকে দেখাই, দেখ, পিতা আমাদিগের হৃদয়মধ্যে এমন একটি নিভৃতস্থান রাখিয়া দিয়াছেন, যেখানে গেলে এত বল ও আরাম লাভ করা যায় যে প্রতিদিনের দুঃখ ক্লেশ আর দুঃখ ক্লেশ থাকে না, সাংসারিক বাসনা আর প্রাণের উপরে কার্য্য করিতে পারে না, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা যে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইল। হে প্রভো, আমার সকলই পরার্থ হউক। যাহা আত্মার্থ তাহা কেবল

পরার্থে উপযুক্ত হইবার জন্য নিযুক্ত হউক। দীনবন্ধো, যদি আমি আশা করি যে আমি তোমার অজস্র করুণা সম্ভোগ করিব, সে এজন্য নয় যে আমি ভোগী হইব, এই জন্য যে তদ্দ্বারা অপরের তোমার করুণার উপরে সুদৃঢ় আস্থা হইবে। নাথ, আমি আমার নই আমি তোমার ও তোমার সন্তানগণের ইহা যেন আমি কখন বিস্মৃত না হই।

ঈশ্বরের দ্বিভাব।

ঈশ্বরকে দ্বিবিধ ভাবে লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে। একটি দার্শনিক, একটি পৌরাণিক, একটি অব্যক্ত একটি ব্যক্ত, একটি ব্যক্তিত্ব-বৰ্জ্জিত, একটি ব্যক্তি। এই দুই প্রকারে গ্রহণে বিশেষ হেতু আছে, এবং দ্বিবিধ ভাবে গ্রহণ সাধকের পক্ষে প্রয়োজনও বটে। একই পদার্থকে দ্বিবিধ ভাবে গ্রহণ অবৈজ্ঞানিক নহে, কেন না বিজ্ঞানের যে রাজ্য তাহাতে ইহা নিয়ত দৃষ্ট হয়। এই আমাদিগের অধিষ্ঠানভূত পৃথিবী, বৃক্ষ পৰ্ব্বতাদি সকলকে স্থির একাবস্থ প্রতীত হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে নিয়ত অদৃশ্যভাবে ক্রিয়া চলিতেছে, এবং কত প্রকারের পরিবর্ত্তন হইতেছে। এ সকলকে এক দিক দিয়া দেখিলে স্থির অপর দিক দিয়া দেখিলে সদা অস্থির। ঈশ্বর স্থির, শান্ত, অসঙ্গ, উদাসীন, আবার সৰ্ব্বদা ক্রিয়াশীল, এ দুই আমরা মানিয়া থাকি। আমাদিগের সাধন ভজন উপাসনার উপকারার্থ ঈশ্বরের এই ভাবদ্বয়কে আমরা কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারি, তাহাই প্রদর্শন আমাদিগের উদ্দেশ্য।

দার্শনিক মতে ঈশ্বর শক্তিমান্ নহেন শক্তি, জ্ঞানবান্ নহেন জ্ঞান, মঙ্গলকারী নহেন মঙ্গল। আপাততঃ শুনিতে বোধ হয় এরূপে শব্দ পরিবর্ত্তনে কিছু আসে যায় না কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়, এ প্রকার শব্দপরিবর্ত্তনের অনেক অর্থ আছে। সমুদায় বস্তু স্বভাবতঃ হইতেছে, তন্মধ্যে কোন কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন নাই, একথা বলাও যাহা, ঈশ্বরসম্বন্ধে তাদৃশ শব্দ প্রয়োগও তাহাই, কিছু ভিন্নতা নাই। তুমি বলিবে শক্তি বলিলে তৎসঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান আসিতেছে। দার্শনিকেরা বলিবেন, এ তোমার অহংভাব হইতে সমুৎপন্ন অজ্ঞান, যথার্থতঃ যাহা হইতে কিছু হইতে পারে, তাহাকেই শক্তি বলা যায়। লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি অনন্ত অজ্ঞেয় শক্তি। অজ্ঞেয়, কেন না জ্ঞেয় শক্তির সহিত তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই। শক্তি থাকিলেই তাহা হইতে কিছু হইবে, সুতরাং অনন্ত অজ্ঞেয় শক্তি হইতে স্রস্টৃত্বাভিমান বিনা স্বভাবতঃ কোটি কোটি জগৎ ও জীব সমূহ উৎপন্ন হইল। এখানে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে, তিনি নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, উদাসীন, কর্ত্তৃত্ববর্জ্জিত। এই শক্তি জ্ঞান, কিন্তু এ জ্ঞান চিন্তাবর্জ্জিত, ভাববর্জ্জিত, তরঙ্গবর্জ্জিত, বস্তুস্বভাবসদৃশ স্বাভাবিক, সুতরাং তাহা হইতে যাহা স্বতঃ উৎপন্ন তাহাতে জ্ঞানের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই শক্তি আবার মঙ্গল। সুতরাং যাহা কিছু উৎপন্ন তন্মধ্যে মঙ্গলাংশ দৃষ্ট হয়। কেহ কিছু করিতেছে তাহা নহে, কেবল আদিম বস্তুর স্বাভাবিকগুণ হইতে এ সকল স্বতঃ হইতেছে।

সমুদায় দেশের দর্শনশাস্ত্রে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য ভাবে এই মত প্রবিষ্ট। তবে যে সকল দর্শন জড়কে নিত্য বলেন, ঈশ্বরকে স্রস্টা না বলিয়া নির্ম্মাতা বলেন, তাঁহাদিগের মত ভিন্ন। দার্শনিক রাজ্যে এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সমাদর তত নাই। এখন দেখা যাউক সাধক হইয়া আমরা এ মতের কি ব্যবহার করিতে পারি। এমতে ভক্তি উদ্রিক্ত হইতে পারে না, কেন না ভক্তি যিনি স্নেহ করিতেছেন, দয়া দেখাইতেছেন, সৰ্ব্বদা জীবের জন্য ব্যস্ত, তাঁহাকে চায়। যোগের স্বভাব অন্যরূপ। যোগ অচল কূটস্থ সত্তামাত্র নির্গুণ চিন্ময় দেবতাকে চায়। সে সমুদায় সৃষ্টিকে নিমেষের মধ্যে উড়াইয়া দিয়া

তূষ্ণীম্ভাবে সেই দেবতাতে স্থিতি করিতে ব্যস্ত। অব্যক্ত ব্রহ্ম, যিনি নড়েন না চড়েন না একই ভাবে নিয়ত আপনাতে আপনি বিদ্যমান, যোগ তাঁহাকে পাইলে চরিতার্থ। যোগের মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" যোগীমাত্রেই ইহার ওদিকে আর পদার্পণ করেন নাই। যদি কখন মঙ্গলে গিয়াছেন, তাহাও চলাচল বর্জ্জিত। চক্ষু নিমীলিত করিয়া, জগতের ঘটনাব্যূহের প্রতি উদাসীন হইয়া দার্শনিক নিগুর্ণ ঈশ্বরে স্থিতি যোগের পক্ষে অনুকূল; কিন্তু ইহাতে লোক কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ হইয়া যায়, জগতের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হয়, ভাল মন্দ সকলকে একাকার করিয়া ফেলিতে হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযমনে আরম্ভ হইয়া পরিশেষে নীতিবর্জ্জিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলাচারে পরিণত হয়।

এই ভূমি হইতে অবতরণকালে মধ্যে একটী অবস্থা আছে তাহা এতৎসদৃশ, এবং ভয়াবহ। ঈশ্বর করেন বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ ভাবে, বিশেষ ভাবে নহে এইটি মধ্য পথ। এখানে আংশিক ক্রিয়া আংশিক ঔদাসীন্য অবস্থান করিতেছে। তিনি তোমার আমার প্রতি দৃষ্টি করেন না, তাঁহার দৃষ্টি অখণ্ড জীবসমূহের প্রতি। তিনি আমার জন্য অমুক কার্য্য করিলেন, ইহা তুমি বলিতে পার না, ইহা নিতান্ত ভুল, হয়তো তাঁহার প্রতি তাহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ উপস্থিত হইবে। এ মত, ভক্তির পক্ষে অনুকূল নয়, কেন না ভক্তি আমার ঈশ্বর বলিতে না পারিলে, তৎপ্রতি হৃদয়ের অনুরাগ সংস্থাপন করিতে পারে না। তবে কি এ মধ্যপথ যোগের অনুকূল? তাহাও তত বোধ হয় না, কেন না ঈশ্বরের অচল কূটস্থ ভাব অংশতঃ ইহাতে ব্যাহত হইয়াছে। এখানে শুষ্ক কঠোর নিয়মবাদীর অবকাশ আছে। কিন্তু এ নিয়ম অটল অচল একাবস্থ, জীবের জীবনের অবস্থানুসারে নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশিত ও নিয়োজিত নহে, সুতরাং অধ্যাত্মভাব ও ক্রমোন্নতনীতির পক্ষে অনুকূল নহে। এখানে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা ভুলিয়া যাইবার ভয় আছে, কেন না যাঁহার আমার জীবনের সঙ্গে কোন যোগ নাই তাঁহাকে স্মরণ রাখা না রাখা সমান।

পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক ভূমির বিপরীত ভূমি ভক্তির ভূমি। এখানে ঈশ্বর প্রতিজীবকে লইয়া ব্যস্ত। অখণ্ড অনন্ত শক্তি হইতে স্বতঃ সমুদায় হইয়াছে তাহা নহে, সেই শক্তি ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছা করিল আর সমুদায় হইল। সুতরাং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে যেমন তাঁহার ইচ্ছা তাহার সৃষ্টি স্থিতির কারণ, প্রত্যেক জীবের সম্বন্ধে তেমনি তাহা স্থিতি রক্ষণ পালন বর্দ্ধনের হেতু। দর্শন আপনাতে আপনি স্থিত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মকে অবলোকন করে, পুরাণ তাঁহাকে সৃষ্টির মধ্যে অবতীর্ণ দেখিয়া প্রতিনিয়ত যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহাতে তাঁহার নিত্যক্রিয়া অবলোকন করে। দুইই সমান প্রামাণিক, কেন না ঈশ্বরের অনন্ত শক্ত্যাদির সমগ্র বিকাশ জগতে হয় নাই, তিনি কূটস্থ ভাবে এখনও স্থিতি করিতেছেন, আবার দৃশ্যমান জগদংশে তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেখিতে পাইতেছি। তিনি তোমার আমার প্রতি কিছু করিতেছেন না, ইহা কি প্রকারে বলিব? কেন না তোমার আমার প্রতি কিছু না করিলে সকলের প্রতিও কিছু করিতে পারেন না। কারণ প্রতিজীব লইয়াই জীবসমষ্টি। তবে যদি বল, প্রমুক্তবায়ুর ন্যায় সমুদায় ঈশ্বর হইতে আসিতেছে, কেহ ধরিতে পারিতেছে, কেহ অযোগ্যতানিবন্ধন ধরিতে পারিতেছে না, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, কেন না এই যোগ্যতানুসারে কেহ কেহ তাঁহার বিশেষ করুণা বুঝিয়া তাঁহার প্রতি দিন দিন অধিক অনুরক্ত হয়, কেহ কেহ শুষ্ক কঠোর হৃদয়ে অবস্থান করে। ভক্তিসাধনসম্বন্ধে এই বিশেষ করুণা অনুভব একান্ত প্রয়োজন। যদি তাহা হইল, যে যুক্তিতে হউক ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বস্তু দর্শনের ভিন্ন প্রণালীতে একই বস্তুকে দুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য বস্তুসম্বন্ধে যাহা সৃষ্টির তারতম্যে সত্য, ঈশ্বরসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। আমি কখন স্থির প্রশান্ত আপনাতে আপনি স্থিত, কখনও কার্য্যে ব্যস্ত। আমাতে এক সময়ে দুই ভাব স্থিতি করে না; ঈশ্বরে একই সময়ে দুই স্থিতি করে, এই তাঁহার মহত্ত্ব। যাঁহারা ঈশ্বরের অব্যক্ত দার্শনিক ভাব গ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন না। আবার যাঁহারা কেবল তাঁহার ব্যক্ত পৌরাণিক ভাব গ্রহণ করেন, তাঁহারা কেবল ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন, এত দূর যান যে সামান্য পুরুষবৎ করিয়া ফেলেন। দুই দিকেই বিপদ আছে। উভয় ভাবকে যুগপৎ গ্রহণ করিলে সে বিপদের আশঙ্কা নাই। সাধনের সৌকর্য্যার্থ আমরা এক এক সময়ে এক একটি ভাব লইয়া সাধন করিতে পারি, কিন্তু অপরটিকে বিস্মৃত হইতে পারি না। এক হইতে অপরেতে, পরিশেষে উভয়েতে স্থিতি সাধকের হিতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

ভাষা ও ভাব।

"ভাষায় জীবন বিনাশ করে এবং ভাবে জীবন দেয়" এই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা আমরা অনেক সময়ে বিস্মৃত হইযা যাই ভাষা আমাদিগকে ইতরজন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে এবং পণ্ডিত ডারুইনের দুশ্চেষ্টা, হইতে রক্ষা করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই ভাষাতে আমাদিগকে অনেক সময়ে বঞ্চিত হইতে হয়। আমরা এবং আমাদিগের ভাষা এক। আমাদিগের যাহার যে প্রকার অবস্থা, তাহার ভাষাও সেই প্রকার। ভাষা আমাদিগের আন্তরিক গুহ্য বৃত্তান্ত অপরের নিকট ব্যক্ত করে, অনেক সময়ে আমরা কি, আলাপে পরিচিত হই। যেখানে উচ্চ উচ্চ কথা শিখিয়া লোকে আপনাকে এবং অপরকে বঞ্চিত করে, সেই স্থানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে এবং সেখানেই ভাষা তদ্ব্যক্তির বিনাশের কারণ হয়।

উচ্চ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে বাস করিয়া আমরা আর কিছু লাভ করিতে পারি আর না পারি, আমাদিগের ভাষা উচ্চতা লাভ করে। কেবল ভদ্রতার সীমার মধ্যে যত দিন এই ভাষার উৎকর্ষ বদ্ধ থাকে, তত দিন যে ব্যক্তি উচ্চ ভাষা শিক্ষা করিল, নিকৃষ্ট ভাষা পরিত্যাগ করিল, তাহার কল্যাণ হয়। কেন না ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত না হইয়া যায় না। এই জন্য নীচ লোকও ভাল লোকের সঙ্গ করিয়া সঙ্গগুণে ভাষা ও ব্যবহারে অন্য দশ জন বিজাতীয় লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু যেখানে উচ্চপ্রকৃতির লোকের ভাষা গ্রহণ করা হয়, অথচ তাঁহাদিগের ভাবের মধ্যে প্রবেশ করা না হয়, সেখানে আত্মবঞ্চনা ও অকল্যাণ উপস্থিত হয়। এই সকল লোকদ্বারা অন্য লোকেরা অনেক সময়ে বঞ্চিত হয়। অপরে কেবল তাহাদিগের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া এই বঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

ভাষা ভাবের পরিচ্ছদ। ভাষা ভাবকে অনেক সময়ে আবৃত করিয়া রাখে। এজন্য নিপুন দর্শন ভিন্ন ভিতরের ভাব বুঝিতে পারা সহজ নহে। সুন্দর দেহও যেমন অনেক সময়ে পুরাতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সুন্দর ভাবও সেইরূপ অনেক সময়ে পুরাতন শব্দে আচ্ছাদিত হয়। ফলতঃ ভাব ভিন্ন ভাষা অনর্থক শব্দরাশি। ভাষা বাহিরের সামগ্রী। যাহাদিগের বহির্দৃষ্টি প্রবল, তাহারা ভাষার যোগে মিলিত হয়, ভাষার ব্যতিক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়। সহস্র সহস্র লোক এক দলে এক সম্প্রদায়ে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দল বা সম্প্রদায়ের বিশেষ কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা তাহাদিগকে একত্র বদ্ধ রাখিয়াছে।

সেই দল বা সম্প্রদায়ের প্রতিলোককে জিজ্ঞাসা কর বা পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে তাঁহারা সকলে একই শব্দ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সেই সেই শব্দে ভাবসংযোগ তাহাদিগের পরস্পরের অত্যন্ত ভিন্ন। অনভিজ্ঞতা বশতঃ তাহারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে পারে না। যত দিন বুঝিতে না পারে, তত দিন একত্র থাকে, বুঝিতে আরম্ভ করিলেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

ভাষা ভাবের অধীন। অগ্রে ভাব পশ্চাৎ ভাষা। এই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রমে অনেক সময়ে বিপর্য্যয় ঘটে, যেখানে ভাষার দিকে সমগ্র দৃষ্টি, ভাবের দিকে নহে, সেখানে অল্পকালের মধ্যেই একটি মহাকুজ্ঝটিকা উপস্থিত হয়; সে কুজ্ঝটিকা যথার্থবস্তু দর্শনে অন্তরায় হইয়া পড়ে। যত দিন এই কুজ্ঝটিকা থাকে লোক সকল পরস্পরকে না বুঝিয়া একত্র চলে আর কোন কারণে কুজ্ঝটিকা একটু একটু করিয়া অদর্শন হইতে আরম্ভ করিলেই পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের বীজ দেখিতে পায়। যখন এইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, তখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াই কি আমাদিগের নিয়তি? দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয়ে একতা থাকিবে না, যদি থাকে, সে কেবল ভাষাসমুত্থিত ভ্রান্তিতে, এই কি যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত? মনুষ্যের এই প্রকার দুরবস্থা যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যদি ভাষায় একতা হয়, তবে ভাবে একতা হইবে না কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। হৃদয়ের সমানাবস্থা ভাবের একতার মূল। এমন কতকগুলি হৃদয় কি একত্রিত হইতে পারে না, যাহাদিগের হৃদয়ে একতা থাকিতে পারে?

পৃথিবীতে মনুষ্যে মনুষ্যে বন্ধুতা দেখিতে পওয়া যায়। রুচি, সংস্কার, অভিলাষ, অনুসরণীয় বিষয়ে একতা ইত্যাদি কারণে লোকের সঙ্গে লোকের বন্ধুতা হইয়া থাকে তাহাদিগের বন্ধুতা তত দিনের জন্য যত দিন এই সকলের একত্ব থাকে। আমরা যে হৃদয়ের একতার কথা বলিতেছি, তাহা নিত্যকাল স্থায়ী, যাঁহাদিগের একতা হইল, তাঁহাদিগের সে একতা ইহকাল পরকাল ব্যাপী। এক ধর্ম্মবিধির অনুসরণ এই নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানেও ভাষা ভাবকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়া পরস্পরের মুখকে অপ্রকৃত বর্ণে অনুরঞ্জিত করে। যত দিন মুখে এই বর্ণ থাকে, তত দিন ঐক্য, বর্ণ চটিয়া গেলেই যে অনৈক্য সেই অনৈক্য।

তবে কি আমরা দুই ব্যক্তির মধ্যে ভাষা ও ভাবের যুগপৎ ঐক্য সম্বন্ধে নিরাশ হইব? পৃথিবীতে যে সকল উপায় বিদ্যমান, তাহাতে নিরাশ হইবারই কথা। সভা কর, তর্ক কর, বিচার কর, শব্দ সকলের যথাযথ বিন্যাস করিয়া মত সকলকে নির্দ্দোষরূপে নির্দ্দেশকর, ঐ পর্য্যন্ত বাহিরের ব্যাপার হইল, পরস্পরের ভিন্নতা উহাতে একটুও ঘুচিল না। পৃথিবীর উপায় এই, শব্দের অপ্রকৃতআচরণে অনৈক্য যত টুকু আচ্ছাদন করিয়া রাখা যায়, তত টুকু কল্যাণ। সরল পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, এই জন্য পৃথিবীর লোক সকল যেখানে মিল করিয়া চলে, সেখানে ইহাঁদিগের নিয়ত বিবাদ বিসংবাদ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মসম্প্রদায়সকল উচ্চরূপে পরিগণিত হইয়াও এই জন্যে এসম্বন্ধে পৃথিবীর নিকটে নিয়ত তিরস্কৃত হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু যথার্থ অন্তর ও বাহির। ভাষা ও ভাবের যদি কোথাও মিল হইতে পারে, তবে তাহা এখানেই। এক বিধির অনুগত হইলে একতা হয় না, এক বিধাতার অনুগত হইলে, তবে একতা সমুপস্থিত হয়। বিধাতা আমাদিগের প্রতিজনের হৃদয়ে বসিয়া যদি যুগপৎ একই ভাব উদ্দীপন করেন, তাহা হইলে আমাদিগে ভাষা ও ভাবের একতা অবশ্যম্ভাবী। বিধাতা এখানে হৃদয়কে একভূমিতে আনায়ন করে, এবং ভাষা ও

ভাবকে সমভাবে সম্মিলিত করিয়া ঈশ্বরাধীন ব্যক্তিগণকে কৃতকৃত্য করে। যেখানে বিধাতার কার্য্য স্থগিত করাতে মৃত্যু সমুপস্থিত হইয়াছে, সেখানে ভাষার আড়ম্বরে লোক সকল এক সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকে। আমরা মৃত সম্প্রদায়ের লোক নহি, আমাদিগের ভাষা ও ভাব কতদূর একত্র চলিতেছে ইহা নিয়ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। অন্যথা ভাষা আমাদিগকে বিনাশ করিবে, ভাষার বঞ্চনায় জীবন্ত বিধাতার দিকে দৃষ্টি হ্রাস হইয়া গিয়া শীঘ্র আমরা মৃত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুক্ত হইয়া যাইব।

ধর্ম্মতত্ত্ব

আমাদিগের মনে হয়, অনেক দিন পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম ঈশ্বরের বিশেষ আজ্ঞা ভিন্ন এক ব্যক্তি অপরের পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে না। কেননা স্বয়ং যে ব্যক্তি পাপে দুর্ব্বল সে অপরের জন্য প্রার্থনা করিতে কি প্রকারে সাহসী হইবে? আমাতে পাপ নাই, এরূপ অভিমান ভয়ানক মোহ সুতরাং এক ব্যক্তি বিনা আজ্ঞায় কখন যে অপরের জন্য প্রার্থনা করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমরা বন্ধুগণকে আর দশ প্রকারে উপকৃত করিতে পারি, এক পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাহায্য দান করিতে পারি না এ কি প্রকারের কথা? দু জনে সমান দরিদ্র হইলে পরস্পরের সাহায্য চলিবে কি প্রকারে? তবে এক উপায় আছে। বহু দরিদ্র একত্র হইয়া একজন দরিদ্রকে অনায়াসে সাহায্য করিতে পারে। একটি তৃণ দুর্ব্বল কিন্তু শত শত তৃণ একত্র প্রকাণ্ড হস্তিকেও অবরুদ্ধ করিতে পারে। এখানে বিজ্ঞান আমাদিগকে মিলিত প্রার্থনার কার্য্যকারিত্ব দেখাইয়া দিতেছে। কেননা প্রতি ব্যক্তিতে পাপ দুর্ব্বলতা জন্য যে কর্ষা তাহা সমষ্টিতে তিরোহিত হইয়া পুণ্যের কার্য্য অবশেষ থাকে! বিজ্ঞান এই জন্য ব্যষ্টির ব্যতিক্রম সমষ্টিতে তিরোহিত হয়, মূল সূত্র নিবদ্ধ করিয়াছে। বর্ষের আরম্ভে সকলে মিলিয়া একজনের জন্য প্রার্থনা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য আরম্ভও হইয়াছে কিন্তু এখানে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা বন্ধুগণের মিলিত প্রার্থনা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের তৎসম্বন্ধের দায়িত্ব অনুভব করা একান্ত প্রয়োজন। স্বয়ং প্রার্থনা করিতে গিয়া ব্যাকুলতা সারল্য প্রভৃতির যেমন প্রয়োজন, এখানেও তাহার কিছুমাত্র ন্যূন হইতেছে না। মন গ্রহণে প্রস্তুত না থাকিলে বল, হৃদয়ে গিয়া কি প্রকারে পঁহুছিবে। বন্ধুগণকে প্রার্থনা করিতে বলা শিথিল যত্ন হইবার জন্য নহে, আরো দৃঢ়যত্নশীল হইবার জন্য। এত বড় বলকে যদি কেহ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতে পারেন, তবে তাঁহার রোগ আরো দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়িবে। সমষ্টির প্রার্থনায় প্রার্থনাকারিগণের মধ্যে পৌরোহিত্যের অভিসম্পাত আসিবে না, কেন না সেস্থলে কাহারও সদাভিমানের অবকাশ নাই, কিন্তু যে গ্রহণ করিবে, তাহার বিপদ এতদ্দ্বারা ন্যূন হইল না, বরং বর্দ্ধিত হইল।

কোন ধর্ম্মের ভিতরের উচ্চতা মূলপ্রস্রবণের নিকট না গেলে বুঝিতে পারা যায় না। সেই প্রস্রবণের জল কতকদূর প্রবাহিত হইয়া গিয়া পরিশেষে সংসারের মলিন পঙ্কের সঙ্গে মিশিয়া এমন আকার ধারণ করে যে, উহার যে কোনদিন নির্ম্মলউৎসের সঙ্গে যোগ ছিল বুঝিতে পারা যায় না। আমরা বালককাল হইতে এ দেশে মুসলমান ধর্ম্মের যাহা কিছু দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা পঙ্কযুক্ত সুতরাং উহার প্রতি আমাদের তাদৃশ আদর ছিল না। এ ধর্ম্মের নিম্নে যে আবার সুকোমল মধুর ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে, প্রেমপূর্ণ উচ্চজীবন সকল মুসলমান ধর্ম্মরাজ্যকে শোভিত করিয়াছে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি নাই। আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন আরবী পারসী উর্দ্দু হইতে মুসলমান ধর্ম্মের তত্ত্ব ও জীবন সকল প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে এতৎসম্বন্ধে চক্ষুষ্মান করিয়াছেন এবং আমাদিগের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সম্প্রতি তত্ত্বকুসুম নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা "গোলশনে আস্রার" নামক পারস্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সংক্ষেপে কতকগুলি তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তত্ত্ববিবৃতি এমন পরিষ্কার যে পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং এ কালের সঙ্গে লেখার প্রণালীর মিল দেখিয়া তত্ত্বান্বেষী চিত্ত, সকল সময়ে একই সত্য দর্শন করে একভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিতে পারা যায়। এ পুস্তিকাখানি সকলেরই পাঠ করা প্রয়োজন। আমরা দৃষ্টান্তার্থ প্রথম প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

যত সকল বিধান হইয়াছে তাহাতে প্রচারের বিষয়টি এমন সহজ যে লোকে অনায়াসে তাহা ধরিতে পারিয়াছে। মহাত্মা চৈতন্যের হরিনাম, মহর্ষি ঈশার "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," তাঁহার শিষ্যগণের "মহর্ষি ঈশাতে পুনর্জ্জন্ম লাভ" শাক্যের নির্ব্বাণ, এই প্রকার প্রচারের

বিষয় সর্ব্বত্র অতিসংক্ষিপ্ত দেখা যায়। এক ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানই কি বিবিধ বিষয়ে বিবিধ প্রকারের বক্তৃতার দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবে? ইহাতে ইহাকে শুষ্ক নীরস অকার্য্য কর বলিয়া সহজে প্রতীত হয়। এমন একটি সহজ মূল চাই; যাহা অবলম্বন করিলে বিধির অন্তর্গত আর যাহা কিছু সকলই আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। "স্বর্গ-রাজ্য এবং ধর্ম্ম অগ্রে অন্বেষণ কর" সকলই তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে" একথা আজও বলা চাই। যাঁহারা সাধন দ্বারা ঈশ্বর কৃপায় এমন কিছু পান নাই যাহা সর্ব্বাস্থঃ করণে অপরের নিকটে প্রত্যক্ষবৎ বলিতে পারেন, তাঁহাদিগের দ্বারা কোনদিন ধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। বুদ্ধ যখন বাহির হইলেন তখন এই প্রতিজ্ঞায় বাহির হইলেন, আপনি ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া অপরকে ভবসাগরে উত্তীর্ণ করিব। ফলতঃ প্রত্যেক প্রচারককে নিজ নিজ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখা উচিত, কিসে তাঁহাদিগের সমুদায় জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিসে তাঁহারা সুখশান্তি লাভ করিয়াছেন, কিসে দুর্ব্বাসনা দুশ্চিন্তা তিরোহিত হইয়াছে সংক্ষেপতঃ আপনি যে উপায়ে সংসারের বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইয়াছেন অপরকে তিনি তাহাই বলুন ও জীবন দ্বারা প্রদর্শন করুন, অন্যথা তাঁহার সমুদায় আদেশ উপদেশ বক্তৃতা অনুশাসন আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে কোন ফল বহন করিবে না। যদি কথায় মনুষ সমাজকে উন্নত ভূমিতে আরূঢ় করা যাইতে পারিত, তবে এ কার্য্যে বড় বড় মহাত্মার প্রয়োজন হইত না, পথের যে সে লোক, যাহারা খুব বকিতে পারে তাহাদিগের দ্বারা ইহা অনায়াসে সাধিত হইত। অতএব আমরা আমাদিগের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করি, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিতরের বস্তু বাহির করিয়া দি। ধর্ম্মতত্ত্ব কোন মূলসূত্রের উপরে স্বীয় প্রচারকার্য্য স্থাপন করিবে তাহা বোধ হয় পাঠকেরা জানেন ইহার সেই মূলসূত্র চিরদিন থাকিবে।

তত্ত্বকুসুম হইতে উদ্ধৃত।

সাধন মার্গ।

ধর্ম্মপথে পদস্থাপনাবধি উচ্চতম লক্ষ্য ভূমিতে সমুপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সাধককে নানা অবস্থা ও নানাভাবের ভিতর দিয়া চলিতে হয়। এসকল অনুকূল ও প্রতিকূল দুই অবস্থা আছে। এক দিগে এ সকল অবস্থার প্রয়োজন ও অপর দিকে অপ্রয়োজন। উচ্চ লক্ষ্য ভূমি লাভ করিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, অন্যথা অপ্রয়োজন। প্রকৃত সাধক সমুদয় অবস্থার সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ করেন, পরে সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া সমুচ্চ লক্ষ্য ভূমিতে উপনীত হন। ইহার কোন একটিতে নিজেকে বদ্ধ করিয়া রাখেন না। যেমন কেহ গোধূমের ক্ষেত্র করিল। তাহার উচ্চতম লক্ষ্য রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করা। বীজ বপনের পর গোধূমের অঙ্কুরোদ্গম হয়, তৎপর অঙ্কুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শস্যপুঞ্জ প্রসব করে। অনন্তর কর্ত্তন করা ও বিচালি হইতে গোধূম নিষ্কাশিত করা. অবশেষে গোধূমকে তুষবিমুক্ত করিয়া জাঁতা যন্ত্রে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করা, পরে জলসংযোগে রুটিকা প্রস্তুত করা। দেখ বীজ বপন অবধি রুটিকা প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত কত অবস্থান্তর ও ভাবান্তর ঘটিল। ইহার কোন একটি অবস্থা পরিত্যাগ করিলে রুটি প্রস্তুত হইতে পারে না। উপরিউক্ত সমুদয় অবস্থার সংঘটন আবশ্যক। কিন্তু সেই সকল অবস্থাতে বদ্ধ থাকিলে লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত। এইরূপ সাধককে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিয়া যাইতে হইবে। উন্নতির পর উন্নতির লাভ করিতে হইবে। তবে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হওয়া যাইবে। নচেৎ তাঁহার পথে পড়িয়া থাকিতে হইবে। যদি সাধক যত্ন চেষ্টার দ্বার উন্মুক্ত না করেন, সাধন ভজন ও অনুতাপের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখেন, তবে উচ্চ লক্ষ্য ভূমি যে ঈশ্বর দর্শন তাঁহার অন্তরে প্রকাশ পাইবে না। সহস্র সহস্র জ্যোতি ও অন্ধকার পথে প্রাপ্ত হওয়া সমুয়কে অতিক্রম করিয়া সাধক লক্ষ্য ভূমিতে উপনীত হন।

ভাগবত তত্ত্বসার।

[গত প্রকাশিতের পর।]

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং॥

এবং তখন তোমাদের অধীন বা করায়ত্ত সেই অঙ্গ-ভক্তিই, সেই সাধন ভক্তিই, প্রেমভক্তি মহাদেবীকে আনিবার জন্য দৌত্যকার্য্য করিবে। আপনাপনিই করিবে, চেষ্টা করিতে হইবে না। শুদ্ধ দৌত্যকার্য্য করিয়া আনিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইবে না আবার তাঁহারাই, সেই অঙ্গভক্তিরাই তাঁহাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইবে, হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া দিবে। এবং তাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া আপনারা চারিদিকে থাকিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিবে। অর্থাৎ তখন সকল কার্য্যই অতি সহজে ও প্রেম হৃদয়ে করিবে। যে দিগে দৃষ্টিপাত করিবে, সর্ব্বত্রই প্রেমময়ের প্রেমচ্ছবি দর্শন করিবে। এইরূপে দেখিতে দেখিতে তাঁহাতে ভক্তি (প্রেম) আরও ঘনীভূত হইবে। সুতরাং তখন তোমরা সেই, পুঞ্জ পুঞ্জ পাপহর হরিকে পরস্পর ঘন ঘন স্মরণ করিবে, শুদ্ধ নিজেই স্মরণ করিবে এমন নয়, আবার অন্যকেও সেইরূপ স্মরণ করাইবে। অনন্তরই অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয়ের সময়। এ সময়ে, তোমাদের শরীর সতত পুলকে পরিপূর্ণ হইবে।

কচিৎ ক্রন্দন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি—
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্ব্বৃতাঃ॥

১ রোদন। ২ হাস্য। ৩ আনন্দ জ্ঞাপক নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী। ৪ অলৌকিক বাক্যসকলের উচ্চারণ। ৫ নর্ত্তন। ৬ সঙ্গীত। ৭ অভিনয়। ৮ মৌনাবলম্বন। সাত্ত্বিক ভাব এই আট প্রকার প্রেম-পুলকিতাঙ্গ ভক্তগণের ঘন ঘন অচ্যুত চিন্তাতে অবশেষে এই রূপ ভাব সকল আপনাপনিই ঘটিয়া উঠে। এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব, যাঁহাতে আপনাপনিই উদয় হয়, তিনিই যথার্থ 'প্রেম পাগল'। এই অবস্থাই ভক্তিমার্গের চরম কৈবল্য অবস্থা। শুক বামদেবাদির বা নারদ প্রহ্লাদাদির এই অবস্থাই হইয়া ছিল। ভক্তগণের এই প্রেমোন্মত্ততা বিচিত্র দর্শনীয়। আহা! তখন তাঁহারা প্রেমোন্মত্ততা প্রযুক্ত কি না করে! কখন ও বা ভগবানের ভূতপূর্ব্ব বিরহ অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, কখন ও বা ভগবানের জীবগণ সম্বন্ধে পরীক্ষা কার্য্য সকল দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিতেছেন, কখন ও বা ভগবানের অনন্ত করুণা দেখিয়া আনন্দে নানা বিধ অঙ্গ ভঙ্গী করিতেছেন। কখনও বা ভগবানের অলৌকিক আদেশ সকল শ্রবণ করিয়া লোকগণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন। কখনও বা অলভ্য ভগবান্‌কেও লাভ করিলাম ভাবিয়া আনন্দোদ্বেগে নৃত্য করিতেছেন কখনও বা দয়া করিয়া লোকগণকে পবিত্র করিবার জন্য ভগবানের মহিমা প্রকাশক নাম সকল সুস্বরে গান করিতেছেন কখনও বা লোকগণের বিশ্বাসার্থ ভগবানের লীলা সকল অভিনয় করিয়া দেখাইতেছেন। কখন ও বা আনন্দের আতিশয্যে জড়ের ন্যায় স্থির স্পন্দরহিত হইতেছেন। কেহ কেহ এ অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থাও বলিয়া থাকেন।

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণ পরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাং॥ হরিঃ ওঁ।

অতএব হে বিধিবাদি ভক্তগণ! তোমরাও এই রূপ জীবন্মুক্ত বা প্রেমপাগল হইতে চেষ্টা কর। উহার চেষ্টা আর কিছু নয়; আমি, গুরুর নিকট যেরূপে তোমাদিগকে ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিতে উপদেশ দিলাম সেইরূপ শিক্ষা করাই উহার চেষ্টা। এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলেই তোমাদের প্রেম ভক্তির লাভ হইবে। প্রেমভক্তির লাভ হইলেই উহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেষ্ঠরূপ অষ্ট সাত্বিক ভাবের লাভ করিবে। অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের লাভ হইলেই তখন প্রেম পাগল বা জীবন্মুক্ত উপাধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি, এইরূপে প্রেমপাগল বা জীবন্মুক্ত উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে, তাঁহার আর ভাবনা কি তিনিত প্রকৃত হরি পরায়ণ (ব্রহ্মপরায়ণ) প্রকৃত হরিপরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসেই এই ভবনদী বা মায়ানদী উত্তীর্ণ হইতেছেন। অতএব তখন তোমরাও 'প্রকৃত হরিপরায়ণ' ভক্ত মধ্যে গণ্য হইবে এবং এই ভবনদী বা মায়ানদী অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। হরিঃ ওঁ।

ইতি শ্রী ভাগবত তত্ত্ব সারে ১ কাণ্ডে নবযোগি উপদেশে যোগিবর প্রবুদ্ধ প্রোক্ত "মায়ানদী উত্তীর্ণোপায়" নামক চতুর্থ উপদেশ সমাপ্ত।

"শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"

পঞ্চম উপদেশ।

(ব্রহ্মের স্বরূপ)

বক্তা রাজর্ষি পিপ্পলায়ন।

স্থিত্যুদ্ভব প্রলয়হেতুরহেতুরস্য,
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র!॥

যিনি নিজে পিতৃহীন অথচ সকলের পিতা বা পালন কর্ত্তা যিনি নিজে কারণশূন্য অথচ সকলেরই কারণ—উৎপত্তিকর্ত্তা। যিনি নিজে বিনাশশূন্য অবিনাশী অথচ সকলেরই বিনাশ বা লয়কর্ত্তা। যিনি প্রকৃত পক্ষে তুরীয়াবস্থ অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাশূন্য অথচ কৃপা করিয়া জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েও বর্ত্তমান। এবং দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ এসকল যাঁহার অধিষ্ঠানেই জলন্ত জীবিত হে নরেন্দ্র! সেই পর তত্ত্ব পদার্থই 'ব্রহ্ম' জানিবে। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই পরতত্ত্ব পদার্থের নানা প্রকার নাম দিয়া থাকেন। কেহ বা ব্রহ্ম কেহ বা পরমাত্মা, কেহ বা ভগবান, কেহ বা দয়াময় কেহ বা হরি, কেহবা হর, কেহ বা মহেশ্বর কেহ বা বিরিঞ্চি, কেহবা কালী, কেহবা দুর্গা, কেহবা তারা, কেহবা উমা, কেহবা পার্ব্বতী, কেহবা গণেশ কেহবা কার্ত্তিক, যাঁহার যাহা ইচ্ছা নাম দিয়াছেন। ব্রহ্মের এক একটী গুণ লইয়াই এক একটি নাম॥ পক্ষে ব্রহ্মের গুণের শেষ নাই নামের শেষ নাই। ভাবুক ভক্তগণ তাঁহার যতই গুণ বাহির করিবেন নাম ও ততই বাহির হইবে।

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণিচ যথাহনলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতেন নিষেধসিদ্ধিঃ॥

গুণ আছে, কিন্তু সেসকল অদৃশ্য। অদৃশ্য গুণযুক্ত এই জন্যই তিনি নির্গুণ। সুতরাং তাঁহাকে বাক্য ও বলিতে পারে না, চক্ষু ও দেখিতে পায়না, প্রাণ ভাল বাসিতে চায় না মনও প্রবিষ্ট হয় না, ফলতঃ এক একটি ধরিয়া ২ আর কত বলিব,—কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁহাকে বিষয়

করে না অগ্নিই এবিষয়ে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। দেখ, অগ্নি বা অগ্নিসমবেত জ্বালা ঘট পটাদি বস্তু সকল প্রকাশ করিতেছে কিন্তু সে স্বপ্রকাশ, আপন প্রকাশেই প্রকাশিত, তাহাকে কিছু তাহার প্রকাশে প্রকাশিত ঐ ঘট পটাদি বস্তু সকল প্রকাশিত করে না এখানে ব্রহ্মবিষয়ে ও তদ্রূপ জানিবে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, আপন প্রকাশেই প্রকাশিত তাঁহাকে, তাঁহার প্রকাশিত জীব বা ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশিত (গোচরিত) করিতে পারে না। তবে, তাঁহার বাচক শব্দই তাঁহার 'প্রকাশক ?' না। ইটিও আমাদের ভ্রম। এমন শব্দই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, যাহারদ্বারা আমরা তাঁহাকে প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারি। কিরূপে তবে, তাঁহাকে জানা যায় ? আছে, তাহার ও উপায় আছে। দয়াময় ব্রহ্ম, তাহারও উপায় আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। "পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাস"। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে চাওত একমাত্র বিশ্বাসকে হৃদয়ে আন। ইহাকে মূলবিশ্বাস কহে। ব্রহ্মজ্ঞ কোবিদগণ মূলবিশ্বাসকে "অর্থোক্ত" * অর্থাৎ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া থাকেন। অতএব যিনি এই মূলবিশ্বাস বা ঈশ্বরাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তিনি অনায়াসেই "ব্রহ্মবিদ," "ব্রহ্মজ্ঞ," হইতে পারিবেন।—"ব্রহ্ম. বাক্যের গোচর নহেন" "ব্রহ্ম, মনের গোচর নহেন" "ব্রহ্ম কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন।" এই সকল নিষেধ বাক্য ও এই মূলবিশ্বাসকেই অপেক্ষা করিতেছে। পক্ষে, উল্টাইয়াও বলিতে পার, "যাহা বিনা, এই সকল নিষেধ বাক্যের যাথার্থ্য হয় না সেই-ই ঈশ্বরের আদেশ" এবং "যেই-ই ঈশ্বরের আদেশ, সেই-ই মূলবিশ্বাস," একই কথা। অতএব যদি সেই অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াবেদ্য, অবাঙ্‌মনস গোচর, পরমার্থ তত্ত্ব. ব্রহ্মকে দেখিতে চাও, ত, অগ্রে মূল বিশ্বাসকে স্থাপন কর। অন্যান্য জড়তত্ত্ব দেখিতে ইচ্ছা করিলে অনেক গুলি সহকারীর আবশ্যক হয়,—দর্শনেন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের সহকারি আলোকের আবশ্যক হয়, নিকট কালের আবশ্যক হয়, নিকট দেশের দেশের আবশ্যক হয়, দ্রব্যগত স্থূলতার আবশ্যক হয়। কিন্তু আমার পরতত্ত্বব্রহ্মকে দেখিবার জন্য কিছুরই আবশ্যক নাই। প্রথমে দেখ, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক নাই, তাহার পর, দর্শনের সহকারি আলোকাদির যে উল্লেখ করিলাম, সে সকলের ও কোনো আবশ্যক নাই। একমাত্র বিশ্বাস থাকিলেই হইল। তাঁহার মূল বিশ্বাসই দর্শনেন্দ্রিয়। তাঁহার দর্শনে মূল বিশ্বাসই দর্শনেন্দ্রিয়ের সহকারিকারণ আলোকাদি। তাঁহার দর্শনে নৈকট্যের আবশ্যক নাই, তাঁহার দর্শনে, দর্শনযোগ্য কালেরও কিছু আবশ্যক করে না। তিনি যেখানে থাকুন্ না কেন, মূলবিশ্বাসই তাঁহাকে নিকটে করিয়া লইবে। তিনি যেখানেই থাকুন্ না কেন, মূল বিশ্বাসই তাঁহাকে দর্শনযোগ্য কালে টানিয়া লইবে। তিনি সূক্ষ্ম হইতে ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম হউন না কেন, মূল বিশ্বাসই তাঁহাকে বৃহৎ হইতে ও বৃহত্তর করিয়া লইবে *। অতএব সেই দয়াময়ের দয়াতে এই মূল বিশ্বাসটি যাঁহার লাভ হয় তিনিই সার্থক জন্মা। তাঁহার আর চিন্তা কি। তিনি অনায়াসেই দয়াময়েরসুন্দর আনন নিরীক্ষণ করিতে পারেন।

সত্ত্বং রজ স্তম ইতি ত্রিবৃদেক মাদৌ
সূত্রং মহানহ মিতি প্রবদন্তি জীবং।
জ্ঞানক্রিয়ার্থ ফলরূপ তয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি, সদ সচ্চ তয়োঃ পরং যৎ।

এই জড় জগতে দৃশ্যপদার্থ দ্বিবিধ, একটি সৎ ও একটি অসৎ। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যস্থানে যিনি, তিনি আর দৃশ্য নন্, অদৃশ্য, তিনি পরশব্দ বাচ্য অর্থাৎ পরতত্ত্ব. ব্রহ্ম। সৎ ও অসৎ এই দুয়ের মধ্যস্থানে যে কেহ আছেন তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে মূলবিশ্বাস মূলক একটি যুক্তি দি।—"যে দুয়ের মধ্যস্থানে তৃতীয় নাই, তাহারা দুই নহে, কিন্তু এক।" যেমন দিবা ও রাত্রি, শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ, ইহারা দুই দুই। ইহাদের মধ্যস্থানে তৃতীয় ও আছে, যথা,—দিবা ও রাত্রির মধ্যে সন্ধ্যা,—শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে বসন্ত,—সুখ ও দুঃখের মধ্যে শান্তি। ইহাদের বিপরীতে দেখ, এক বস্তু মহাকাশ, একবস্তু ব্রহ্ম। ইহাঁদের মধ্যে তৃতীয় নাই, সুতরাং ইহাঁরা দুই নহেন। ইহাঁরা এক একটি অদ্বিতীয় বস্তু। তদ্রূপ সৎ ও অসৎ ইহারা ও যখন দুই বস্তু বলিয়া আমাদের স্পষ্ট অনুভূত তখন ইহাদের ও মধ্যস্থানে কেহ তৃতীয় আছেন।"—

---

* অর্থ শব্দে পরমার্থ, উক্তশব্দে বচন। "অর্থের উক্ত," এইরূপ ষষ্ঠী সমাসে, "পরমার্থের বচন" পাওয়া গেল। পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ, ও বচন আদেশ সুতরাং "ব্রহ্মের আদেশ" এইরূপ অর্থ হইল। "অর্থোক্ত" শব্দে "ব্রহ্মের আদেশ" এরূপ অর্থ কিরূপে হইল, এ আশঙ্কা বোধ হয় আর কেহ করিতে পারিবেন না। [লেখকঃ।]

* ব্রহ্ম যে সর্ব্বত্র সকল কালেই বর্ত্তমান, এবং অতি নিকটে ও আছেন, অতি দূরেও আছেন ও তিনি সূক্ষ্ম হইতে ও সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ হইতে ও বৃহৎ, এবিষয়ে এক মাত্র বিশ্বাসই প্রমাণ। শ্রুতি ও যুক্তি সকলও এই এক মূল বিশ্বাস মূলকই। ইহাকে ত্যাগ করিলে কোনো যুক্তিই খাটে না। এবং কোনো শ্রুতিই গ্রাহ্য হয় না। (লেখকঃ।)

ব্রহ্ম বিষয়ে এই প্রদর্শিত যুক্তি অবিশ্বাসিতার্কিকগণের শ্রবণ করিবার আবশ্যক নাই।

[ক্রমশঃ]

কুটীর।

বুধবার, ৩ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম! তুমি যোগের দুই পথ শ্রবণ করিয়াছ। যোগের প্রথমপথ বাহির হইতে ভিতরে, দ্বিতীয়পথ ভিতর হইতে বাহিরে। দুই শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতে হয়, এক শ্রেণীতে ভিতরে গিয়া, আর এক শ্রেণীতে বাহিরে বসিয়া। বাহিরে আসিতে হইবে; কিন্তু ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে হইবে, এই যোগসাধনের গূঢ় অর্থ। সংসারে থাকিয়া যোগী হইতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে সংসারের ভিতর থাকিয়া। আমি এক দিকে, ঈশ্বর এক দিকে, মধ্যে সংসার। এই কথাতে বুঝিতে পার সংসার কেন ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক। আমি এক দিকে, ঈশ্বর আর এক দিকে, মধ্যে সংসার ইহাতে এক প্রকার জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে গ্রহণ হয়। যেমন সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, তেমনই ব্রহ্ম গ্রহণ। সংসার যদি মনুষ্য এবং ঈশ্বরের মধ্যে আসে, তাহা সত্য সূর্য্যের কতক অংশ গ্রাস করিবেই, ঈশ্বরের মুখ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে দিবে না। প্রকাণ্ড আকার সংসার মধ্যস্থলে থাকিলে ব্রহ্মের মুখ জীবাত্মা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইবে না, কারণ মধ্যপথে প্রতিবন্ধক। সংসার যোগের ব্যাঘাত করে। তবে এই সংসারকে কি করিতে হইবে যদি ইহা বারম্বার আমাদের ধর্ম্মপথে উপস্থিত হইয়া আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়? এক শ্রেণীর লোক সংসারকে টানিয়া ফেলিয়া দেন, স্ত্রী, পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, একাকী নির্জ্জনবনে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে বসিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করেন। এক যুক্তিকে ইহা ঠিক বোধ হয়, কেননা ইহাতে মধ্যে তৃতীয় পদার্থ পৃথিবী রহিল না। ঈশ্বর এবং তাঁহার সঙ্গে যোগার্থীর মধ্যে যাহা কিছু ব্যবধান ছিল, সেইটী স্থানান্তরিত হইল। মধ্যে যাহা কিছু ব্যবধান সেইটী স্থানান্তরিত করিয়া দুই পদার্থের মিলনই যোগ, আর কিছুই যোগ নহে। সেই সংসার কি যাহা আমাদের যোগের প্রতিবন্ধক? বাহিরে যে সকল ব্যাপার দেখি, এবং তাহারা আমাদের মনে যে সকল ইন্দ্রিয় ও স্বার্থ উত্তেজিত করে আমাদের অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পাপাশক্তি মনের ভিতরে একটী প্রকাণ্ড সংসার নির্ম্মাণ করে, এ সমুদয় যোগের প্রতিবন্ধক, সুতরাং এ সমুদয়ের নাম সংসার। এ সমুদয় সেই সংসার একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া আমাদের যোগ ভঙ্গ করে। এক শ্রেণীর মত এই সংসারকে বিদায় করিয়া দিলে আত্মা পরমাত্মার সন্নিকর্ষ লাভ করে, অথবা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা দুই ভিন্ন পদার্থের মিলন হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধন কি? সংসারের সমুদয় ব্যাপার এবং ইহার মধ্যে যত রিপুর উত্তেজনার কারণ সমুদয়কে মনের ভিতর নিয়ে যেতে হবে, তার পর যখন তাহারা ভিতর হইতে বাহিরে আসবে তখন সমুদয় ঈশ্বরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আসবে। পূর্ব্বে সে সমস্ত ব্যাপার ব্রহ্মবিহীন ছিল, তখন সে সমুদায় স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিবে। এখন যাহা মেঘের ন্যায় ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখে, সেই মেঘকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আবার বাহিরে আসিতে দিলে, তাহাই স্বচ্ছ কাচের ন্যায় ব্রহ্ম দর্শনের অনুকূল হইবে। অভ্যাসেতে এ সকল এমন সহজ হইয়া যায়, যে যোগী যখন নিরাকার জগৎ হইতে পুনর্ব্বার বাহিরে আসেন, তখন তিনি সংসারের ভিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, বাহ্য তাবৎ পদার্থে কেবল তাঁহাকেই দর্শন করেন।

ইহা শুন্তে কঠিন কিন্তু প্রকৃত যোগীর পক্ষে ইহা সহজ। সংসারীর পক্ষে সূর্য্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, লতা, এ সমুদয় বাহ্য পদার্থ, এসমুদয় পদার্থে ঈশ্বর অপ্রকাশ, এসকল জড়বস্তু আবরণ স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু যখন আমরা অন্তরে এ সকলকে লয়ে গিয়া সাধন করি তখন এসকলের ভিতরে যিনি আছেন তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। যখন পরিপক্ক হয়ে বাহিরে আসি তখন সাকারেও নিরাকার দর্শন হয়। ভিতরে সাধন করিয়া যখন বাহিরে আসিবে তখন যে ফুল হাতে নেবে, যে জল স্পর্শ করিবে প্রত্যেক জড় বস্তু সেই নিরাকার অন্তরাত্মাকে দেখাইয়া দিবে। তখন চোক খুলে ধ্যান করা কাণ খোলা রেখে ভিতরের দৈববাণী শ্রবণ করা সহজ হইবে। বাহিরে কোকিল ডাকিতেছে, জল কল্লোল করিতেছে তার মধ্যে যোগী ব্রহ্মনাম গান শ্রবণ করেন। যোগী বাহিরের সমুদয় পদার্থ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তখন ব্রহ্মগ্রহণ হইল না, অর্থাৎ বাহ্য পদার্থরূপ সংসার ব্রহ্মকে ঢাকিতে পারিল না, কিন্তু আত্মা সহজে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিল। যোগের প্রথমাবস্থায় বাহিরের বস্তু সকল বলে যোগী! আমাদের সঙ্গে থাকিলে তুমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না, তুমি বাহির হইতে ভিতরে যাও; কিন্তু ভিতরে সাধন করিয়া যখন যোগী বাহিরে আসেন, সে সমুদয় পদার্থই আবার স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। এই প্রকৃত যোগ ধর্ম্ম। সংসার ছেড়ে যাওয়া অন্যায়, পাপ। করতে হবে কি? সংসারকে বুকের ভিতর নিয়া স্বচ্ছ করে আনতে হবে। সংসারের ভিতর দিয়া কেবল অন্তর্জগৎ দেখতে হবে। এই যেমন ঈশ্বর

সমক্ষে, মধ্যে সংসার, তার পর আমি। যতবার ঈশ্বরকে ভাব্‌তে যাই সংসার প্রতিবন্ধক হয়, সংসার বিঘ্ন দেয়। অতএব চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতাদি ভিতরে ভাবব। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে ভাব্‌ব। ক্রমাগত উন্নত পবিত্র চিন্তা দ্বারা সেই সংসার স্বচ্ছ হইয়া আসিবে অর্থাৎ সূর্য্যের ভিতর দিয়া, চন্দ্রের ভিতর দিয়া বেশ দেখা যাইবে, ঐ সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র ঐদিকে বসে আছেন। সংসারীর পক্ষে সংসার প্রাচীর, যোগীর পক্ষে সংসার স্বচ্ছ কাচ। যোগীর নিকট বাহ্যবস্তু অন্তরাল, বা আবরণ বলিয়া বোধ হয় না। যোগী সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখেন যিনি আপনাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্য এ সকল করেছিলেন। যোগী যাহা দেখেন তাহারই ভিতর ঈশ্বরকে দেখেন। সংসারীর পক্ষে সংসারের নানা প্রকার কার্য্য নিকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যোগীর পক্ষে সমুদয়ই ব্রহ্মের ব্যাপার। সমুদয় ঈশ্বরের হস্ত রচিত, সকল স্থান ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ।

এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিয়া যোগীর ইচ্ছা সফল হয়। এই সূত্রে ভ্রম, মায়াবাদ উৎপন্ন হয়। মায়াবাদীরা বলে যদি সর্ব্বস্থান ব্রহ্মময় হইল জগৎ তবে ছায়া, জগৎ তবে কিছুই নহে। প্রকৃত যোগী ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর আছেন, জগৎ আছে, আমি আছি এই তিনই সত্য। আর তিনি এই বলেন যোগবল দ্বারা কেবল এই বাহ্য জগৎকে স্বচ্ছ করিয়া লইতে হইবে। মূর্খ বলে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া, যোগী বলেন সংসারও সেইরূপ ঈশ্বরের সংসার, যেমন আমার মন ঈশ্বর রচিত। সংসারেও ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, কেবল সংসারীর নিকট তিনি অপ্রকাশ। আমার ভিতর ঈশ্বর আছেন, এখানে তাঁহাকে শীঘ্র দেখা যায়, আর বাহিরে নাকি অনেক স্থূল আকার, অত্যন্ত কোলাহলরূপ সংসার, অনেক আবরণ, এই জন্য সহজে তাঁহাকে দেখা যায় না। ঐ ঢাকা, ঐ আবরণটী তাড়াইয়া দাও সেখানেও ঈশ্বরকে দেখিবে। প্রকৃত যোগ সংসারকে বিদায় করিয়া দিল না; কিন্তু সংসারের উপর যে মলিন আবরণ ছিল তাহা দূর করিল। সংসার কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতে লাগিল। অতএব সংসার আমাদের শত্রু নহে। অতএব মনের ভিতর গিয়া এমন সাধন কর যে বাহিরে আসিলেও কোন জড় পদার্থ ঈশ্বরকে ভুলাইয়া দিতে পারিবে না। বাহিরে আসিলেও দেখিবে সেই অনন্ত নিরাকার ঈশ্বর সাম্‌নে আছেন, সংসার মধ্যে বেড়াচ্ছেন, কার্য্য কর্‌চ্ছেন। এইরূপে সংসারের সমুদয় ব্যাপারের ভিতরে থেকেও যোগী ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করেন।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

অন্তর্ব্বহিঃপভেদেন শ্রুতং মার্গদ্বয়ং ত্বয়া।
বাহ্যাদন্তর্হি প্রথমন্তেনৈব বহিরেতি চ ॥ ১ ॥
এষহি দ্বিতীয়স্তত্র যোগী যোগপরায়ণঃ।
সংসারে নিবসন্নেব নির্লিপ্তমনসা সদা ॥ ২ ॥
সাধকেশ্বরয়োর্মধ্যে সংসারো ব্যবধীয়তে।
ব্রহ্মণশ্ছাদকোঽয়ন্তু ছায়ৈব চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৩ ॥
অন্তরায়াতি সংসারো যদা সংছাদয়ত্যসৌ।
সত্যস্বর্গং স্বং শত্রোঽপি বিঘ্নোঽয় মতএব হি ॥ ৪ ॥
উপায়ৌ দ্বিবিধাবত্র দৃশ্যেতে [illegible]
আলম্ব্যতে যোগিভিস্তত্র [illegible] ॥ ৫ ॥
ত্যক্তে বিদূরে সংসারে [illegible] যোগসংজ্ঞকম্।
সুলভং কিন্তু নৈবৈতৎ [illegible] ॥ ৬ ॥
সংসারে নিবসন্ যোগী [illegible]
কৃত্বানুবিদ্ধমীশেন মুক্তো [illegible] চরেদ্বহিঃ ॥ ৭ ॥
মেঘোপমোঽয়ং সংসারো [illegible] যোগসাধনৈঃ।
স্বচ্ছকাচইবায়াতি [illegible] দর্শনম্ ॥ ৮ ॥
মূর্ত্তং জগদমানেন [illegible] পরিণামিতম্।
যোগেন তদ্বহির্ভাতি সকলং ব্রহ্মাধিদৈবতম্ ॥ ৯ ॥
পুষ্পাদিবস্তুজাতস্য সংস্পর্শৈশ্চানুভূয়তে।
তৎসংস্পর্শসুখং নিত্যং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ॥ ১০ ॥
অসত্যং সত্যবদ্ভাতি মায়াবাদমতে জগৎ।
তদসদ্ধি সদেবেদং জগদাত্মা চ নিশ্চিতম্ ॥ ১১ ॥
যোগবলেন সংসাধ্য স্বচ্ছকাচোপমং জগৎ।
আত্মানঞ্চ তয়োরীশং পশ্যন্নির্ম্মল চক্ষুষা ॥ ১২ ॥
প্রকাশঃ স্বপ্রকাশস্য সর্ব্বত্রৈব হি বিদ্যতে।
উন্মোচ্যাবরণং যোগৈর্যোগীতঞ্চানুপশ্যতি ॥ ১৩ ॥
অতস্ত্বং সর্ব্বথা যোগমাতিষ্ঠ সংস্থিতো বসন্।
আদাবাত্মনি পশ্যেমং পশ্চাদ্বিশ্বে পরেশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে
ইহসর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনং নাম চতুর্থমুপ-
নিষৎসু চতুর্দ্দশমনুশাসনম্।

সংবাদ।

৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার কোচ বিহারের মহারাজার একটি নব কুমার জন্মিয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর এই নবশিশু ও মহারাজা ও মহারাণীকে ধর্ম্মে পুণ্যে পরিবর্দ্ধিত করুন।

শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন মহাশয় ৮ই বৈশাখ তারিখে ঢাকা গমন করিয়াছেন।

ধোপা পাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিহারি লাল নাথের পুত্রের নাম করণ ১৩ই চৈত্র সম্পন্ন হইয়াছে, তদুপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃত লাল বসু তথায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদের অনেক ভদ্রলোক তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

গত ১৬ই চৈত্রের বিশেষ সাহায্যের হিসাবে ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ সরকার বর্দ্ধমান বলিয়া ৫৲ পাঁচ টাকা দান স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ টাকা তাঁহার নহে, বর্দ্ধমানস্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

মাহ চৈত্র ১৮০৩।

আয়

গত মাসের স্থিতি	...	১৬৫।৶৫
এককালীন দান	...	৭৶৫
মাসিক দান সংগ্রহ	...	৯৭৷৹
শুভ কর্ম্মের দান	...	৫।০
সুলভসমাচার পত্রিকা	...	২৭৸৶১০
ব্রহ্মমন্দির	...	২৪
পাথের	...	১৬৷৹
পুস্তক বিক্রয়	...	৯০৻১০

ধর্ম্মতত্ত্ব।

গ্রাহকদিগের নিকট মূল্যপ্রাপ্তি	...	৪৭৷৶০
সমষ্টি		৪৮১৶।১০

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	২৩৩৶১০
বস্ত্র ও বিনামা	...	৬৶০
ঔষধ	...	৪
পালকি ভাড়া (মন্দিরে যাইতে)	...	৩৶১০
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	৭।৫
পাথের	...	২১৬৶০
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	।/০
কর্ম্মচারীর বেতন	...	২
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	২২
মৃত ভুবনের পরিবার দিগের জন্য	...	১০
ঋণ শোধ	...	৫০
টাক্স	...	২০৶
বাড়ী ভাড়া	...	১৬

ধর্ম্মতত্ত্ব—

ছাপাখানা	৪৮	
কাগজ	২২৷০।	৮৯।০
ডাকমাসুল	৮।০	
সম্পাদকীয়	১০৷০	
		৪৮০৶৫
স্থিতি		১৶৫
সমষ্টি		৪৮১।৶১০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিগুণাচরণ সেন	...	১
,, ,, নটুবিহারী সেন	...	১
একটী ব্রাহ্ম	...	১৷৶০
,, ,, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়	...	২
,, ,, রাধিকা চরণ সেন	...	১
,, ,, বাগুল খণ্ডী	...	৷৫
		৭৶৫

শুভকর্ম্মের দান।

একটী বন্ধু	...	২
শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল নাথ	...	২
,, ,, কান্তি মণি দত্ত	...	১।০
		৫।০

মাসিক দানসংগ্রহ।

শ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার	...	১৪
কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ	...	২
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	...	১
,, ,, কালিদাস সরকার	...	১
,, ,, সাধুচরণ দে	...	১
,, ,, তারকচন্দ্র সরকার	...	২
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল	...	২
,, ,, কুঞ্জবিহারী দেব	...	২
,, ,, জয়গোপাল সেন	...	১৩৷০
,, ,, নব কুমার রায়	...	১
,, ,, হরিমোহন নন্দী	...	১
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র ধর	...	২
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল. মোকামা	...	২
,, ,, মুকুন্দবল্লভ মজুমদার	...	২
,, ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	...	১
,, ,, যদুনাথ ঘোষ	...	১
,, ,, গোপাল চন্দ্র বসু	...	৩
,, ,, আশুতোষ ঘোষ	...	৪
,, ,, ত্রৈলোক্য নাথ সাহা	...	৷০
,, ,, অক্ষয় কুমার রায়	...	১
,, ,, হরি হর মুখোপাধ্যায়	...	২
,, ,, নরেন্দ্র নাথ সেন	...	৬
,, ,, চণ্ডীচরণ সিংহ	...	৫
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	২
,, ,, প্রমথনাথ মিত্র	...	।০
,, ,, রামেশ্বর দাস	...	১
,, ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত	...	২
,, ,, কাশীনাথ বসু	...	১৬
,, ,, হর নাথ ভট্টাচার্য্য	...	১
,, ,, ছুতাগোপাল রায়	...	২
,, ,, গগন চন্দ্র রায়	...	১
,, ,, কৃষ্ণবিহারী সেন	...	২
ধুবড়ী ব্রাহ্ম সমাজ	...	৩

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধানযন্ত্রে ১৭ই বৈশাখ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ।
৮ সংখ্যা।

১ লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জ্ঞানসাগর, এ দাস যখন তোমার বক্ষ হইতে ভূতলে আসিল তখন তুমি ইহাকে কি বলিয়া এখানে পাঠাইয়াছিলে? তুমি কি এই বলিয়াছিলে, "যাও বৎস, ভূতলে গমন কর, সেখানে গিয়া আমি যাহা কিছু তোমার জন্য আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি নিত্যকালের জন্য ভোগ কর," অথবা এই কথা বলিয়াছিলে, "বৎস যাও, আমি তোমার জন্য সকলই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, তোমার কিছুরই অভাব হইবে না, কিন্তু সাবধান, আমি তোমাকে সেখানে নিত্যকাল বাস করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছি না, কেবল তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে বিদেশে প্রেরণ করিতেছি, বিদেশের সামগ্রীতে কখন স্বদেশের স্বস্থান ভুলিও না। যে মাতার বক্ষ হইতে তুমি চলিলে, সেই মাতার বক্ষে ফিরিয়া আসাই যেন নিয়ত তোমার লক্ষ্য থাকে। যে সকল আয়োজন আমি তোমার জন্য তথায় রাখিয়াছি, তোমার হিতের জন্য তোমার সুশিক্ষার জন্য যখন যিটি হইতে তোমাকে বঞ্চিত করা প্রয়োজন, আমি তখন সেইটি তোমা হইতে দূরে লইয়া যাইব, দেখিও তাহাতে বিরক্ত হইও না, আমার উপরে নিষ্ঠুরতার দোষারোপ করিও না। আমার মঙ্গল সঙ্কল্পে সর্ব্বদা স্থিরতর বিশ্বাস রাখিও।" হে স্নেহের অনন্ত জলধি, এই শেষোক্ত কথাই যে তুমি বলিয়া দিয়াছ, তাহার নিদর্শন আমার হৃদয়ে, সমুদায় বস্তুজাতের মুখে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, এ কথাতো আমি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। তবে বল, হে দীনবন্ধো, এ সংসারে সুখসাধনে বঞ্চিত হইয়া আমি তোমার প্রতি কি প্রকারে বিরক্ত হইব। তুমি আমার সম্বন্ধে যখন যাহা বিধান কর, আমার সম্বন্ধে তাহাই ভাল, আমি তোমার বিধানের উপরে একটী কথাওতো বলিতে পারি না। প্রভো, আমি তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি, যখন তুমি যাহা আমার সম্বন্ধে বিধান কর, আমার মন যেন তাহার বিরোধে অণুমাত্র বিপরীত চিন্তা করিতে সাহসী না হয়, যেন আমি কখন এ কথা মুখে না আনি, দাস তোমার সেবায় আত্মসমর্পণ করিল তাহার প্রতি তোমার এ প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ কেন? এ প্রাণ যেন এরূপ কথা মুখে আনিতে কম্পিতকলেবর হয়, এবং মহাপরাধ জানিয়া সর্ব্বদা ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। হে নাথ, তোমার ইচ্ছাই এ দাসের পরিত্রাণ, মঙ্গল, কল্যাণ সকলই। সেই ইচ্ছার অনুসরণে এ দাস যেন কখন অণুমাত্র পশ্চাদগামী না হয়।

সাধন চতুষ্টয়।

সাধন অতিসমাদরের সামগ্রী। অন্যান্য সম্প্রদায় কতক দিন সাধন করিয়া পরিশেষে সাধন ত্যাগ করেন, আমাদিগের তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদিগের লক্ষ্য পরিমিত, তাঁহাদিগের সাধনও পরিমিত। যাঁহাদিগের লক্ষ্য অনন্ত দেশ কাল অধিকার করিয়া বিদ্যমান, তাঁহাদিগের সাধনের কোন দিন পরিসমাপ্তি নাই। তবে এ ধর্ম্মের সাধকগণ কি সিদ্ধির আনন্দসম্ভোগে বঞ্চিত? বঞ্চিত হইবেন কেন? অনন্ত লক্ষ্যের দিকে গমন করিতে পথে যে সকল অন্তরায় আসিয়া সমুপস্থিত হয়, সেই সকলকে নির্জ্জিত ও দূরীকৃত করিবার জন্য তত্তৎসময়ের জন্য এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ্য সাধকের চিত্ত অধিকার করে। এই সকল লক্ষ্যের সিদ্ধি কখন কখন গুরুতর আয়াসসাধ্য। যখন সাধক বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তত্তল্লক্ষ্যে সিদ্ধমনোরথ হন, তখন সিদ্ধির আনন্দ সম্ভোগ করেন। অন্য সম্প্রদায় তত দূর গিয়া আর অগ্রসর হইতে চান না, সুতরাং তাঁহাদিগের সাধন নিবৃত্ত হয়। নব বিধানের ধর্ম্মে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং ইহাতে সাধন ও সিদ্ধি ক্রমান্বয়ে হস্ত ধারণ করিয়া চলিতে থাকে।

এক এক জনের জীবনে সাধন যে ক্রমে সচরাচর সমুপস্থিত হয় তদনুসারে আমরা সাধনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলাম। জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম, আনন্দ, এই চারি সামগ্রী ক্রমে সাধকে চারিটী অবস্থা আনিয়া উপস্থিত করে। সাধকের চিত্তের অবস্থার তারতম্যানুসারে আমাদিগের প্রদত্ত ক্রম ভগ্ন হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ এই ক্রমই ঠিক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। সাধন প্রযত্ন বুঝায়। সুতরাং প্রযত্নের পূর্ব্বে সহজে যাহা সমুত্থিত হয়, তাহা আমরা ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া লই নাই। সহজ ভাবে যাহা সমাগত হয়, তাহাই সাধনের মূল হইয়া থাকে, সুতরাং সহজ ভাব এবং সাধন এ দুয়ের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। সে যাহা হউক, জ্ঞানকে আমরা বৌদ্ধ ভূমির সঙ্গে এক করিয়া গ্রহণ করিলাম, পুণ্যকে আমরা বৌদ্ধ ভূমি ও ভক্তিভূমির সংযোজক বিবেকভূমি অবধারণ করিলাম। প্রেম ভক্তিভূমি এবং এই ভূমিত্রয়ের একত্র সম্মিলনে আনন্দভূমি। আমরা যাহা বলিলাম, তাহা বিষদ করিবার জন্য কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম জ্ঞান বা বৌদ্ধভূমি। সহজ ভাব তিরোহিত হইয়া যখন চিন্তার আরম্ভ হইল, সেই হইতে এই ভূমির প্রথম সূত্রপাত। এ ভূমিতে সংশয় আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দেবগণকে অস্বীকার করত একত্বের ভূমি পরিষ্কার করিল। সহজাবস্থায় যাহার চিত্ত যদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল, সে যেমন তাহারই স্তোত্র নিবদ্ধ করিয়াছে, চিন্তার অবস্থায়ও চিদেকবস্তুর যে অংশে চিন্তা অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহা লইয়া ভিন্ন মত উপস্থিত হইয়াছে। সকল প্রকারের চিন্তা এই ভূমির অন্তর্ভূত করিলে, ইহাকে বৌদ্ধ ভূমি বলা যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য চিন্তা জড় অবিমিশ্র শুদ্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভূত নহে। সুতরাং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভূমিরূপে নির্ণয় না করিয়া মধ্যভূমিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ভূমিতে চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই চৈতন্য জড়ের সর্ব্ববিধ গুণবর্জ্জিত, এ জন্য নির্গুণ, নিরবয়ব, শূন্য ও আকাশসদৃশ। শূন্য বা আকাশ এ জন্য বৌদ্ধ ভূমির অবলম্বনীয় বিষয়। এই শূন্য বা আকাশ ঈশ্বরভাববিরহিত। বৌদ্ধ ভূমি যদি নিরীশ্বরবাদের ভূমি হয়, তবে যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এ ভূমি কি প্রকারে অনুকূল হইবে? বৌদ্ধ ভূমির নিরীশ্বরবাদ নাস্তিকতা নহে, ইহাতে চিন্মাত্রের স্থিতি স্বীকৃত হয়। এই চিন্মাত্রের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব যাহাকে ঈশ্বর বলা যায়, তাহাই এখানে অস্বী-

কৃত হইয়া থাকে। যদি চিৎ স্বীকৃত হয়, তবে এ ভূমিতে নিরাত্মবাদও কেন দেখিতে পাওয়া যায়? জীবের স্বতন্ত্র স্থিতি ইহাতে অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিরাত্মবাদে পরিগণিত। ফলতঃ সমুদায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হইলে কিছু থাকে না চিন্মাত্র আকাশ বা শূন্যের স্থিতি হয়, বৌদ্ধগণ এই লয়ের অবস্থা গ্রহণ করিয়া সাধন করিয়াছেন। সমুদায়ের লয় হইলে আকাশ বা শূন্যরূপী চিতের অবস্থিতি ধ্যানযোগে অপরিহার্য্য, এজন্য বৌদ্ধগণ তাহা অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন নাই।

অদ্বৈতবাদী বৌদ্ধগণের সাধন মন্ত্র "তত্ত্বমসি"। তৎপদবাচ্য সমুদায় জগৎকে ব্রহ্মে বা বোধমাত্রে বিলীন করিয়া, সেই ব্রহ্ম বা বোধমাত্রকে ত্বম্পদবাচ্য সাধকে লয় করত শুদ্ধচিন্মাত্রে পর্য্যবসান হওয়া এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান কালে এ ভূমির সাধনমন্ত্র "ত্বমসি।" পূর্ব্বে ত্বং পদ সাধককে বুঝাইত, এখন এপদ ব্রহ্মকে সম্মুখে বিদ্যমানরূপে গ্রহণ করে। "ত্বং" এই শব্দ উচ্চারণ করাতেই সাধক আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে রক্ষা করিতেছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, "ত্বমসি" মন্ত্র বৌদ্ধভূমিকে অতিক্রম করিল, কেন না জীবকে এখানে ব্রহ্মে বিলীন করা হয় নাই। নূতন সাধন প্রণালীতে এ অংশে বৌদ্ধভূমি হইতে স্বাতন্ত্র্য আছে সত্য, কিন্তু জগৎকে চিন্তার বিষয় না করিয়া "ত্বমসি"পাদবাচ্য ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার অচল কূটস্থরূপে গ্রহণ করাতে তদ্ভূমি সহ ইহার ঐক্য আছে। এই ভূমির আরো সংক্ষিপ্ত মন্ত্র ওঁ। এই ওঙ্কার ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের সাঙ্কেতিক অক্ষর। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি তিষ্ঠন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিবিশন্তি।" এইটি ওঁকারের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সমুদায়ের লয় ব্রহ্মেতে করিবার জনাই ওঙ্কার যোগিগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। নূতন ভাবে ওঙ্কারে—ঈশ্বরস্থ জগৎকে লইয়া ঈশ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বর সহ পুনরায় জগতে প্রত্যাগমন—বুঝায়। এ ভূমিতে নিরবলম্ব হওয়াই উদ্দেশ্য, সুতরাং মন অন্যত্র না যায় এজন্য "ত্বমসি" বা "ওঙ্কার"বা তদনুরূপ মনোমত কোন শব্দ বা বাক্য অবলম্বন করত মধ্যে মধ্যে সত্তামাত্রে একেবারে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় বিবেকভূমি। এ ভূমিকে কর্ম্মভূমিও বলা যাইতে পারে, কেন না বিবেক লোককে কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করে, এবং কর্ত্তব্য পালনেই পুণ্য সমুপস্থিত হয়। প্রথম ভূমিতে সত্তামাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কর্ত্তৃত্বাদি সমারোপিত হয় নাই। এ ভূমিতে সেই সত্তাকে অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আপাততঃ দেখিতে পূর্ব্ব ভূমির সঙ্গে ইহার কোন যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু একটু অবধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এ ভূমি পূর্ব্ব ভূমির অবশ্যম্ভাবী ফল। পূর্ব্বভূমির সাধন দ্বারা মনের মধ্যের সমুদায় কোলাহল নিবৃত্তি হইলে মন শান্ত হইলে, সাধক যখন জগতে বাহির হইয়া আইসেন, তখন যে জরা মৃত্যু প্রভৃতির চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ভিতরে অশোক অভয় একটি স্থান লাভ করিয়া শান্ত হইলেন, সেই স্থানে সকলের প্রবেশ হয় এ জন্য তাঁহার যত্ন স্বাভাবিক। বৌদ্ধগণ এজন্যই সমুদায় জগৎকে শূন্যে পরিণত করিয়াও উহাকে নির্ব্বাণের শান্তি অর্পণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ত। বৌদ্ধগণের শূন্য এই জন্য ধর্ম্মস্বরূপ। এই ধর্ম্ম আর কিছুই নহে কর্ত্তব্যরাশি। কর্ত্তব্য বিবেকের নিকট হইতে সমাগত হইতেছে এবং এই বিবেক অন্তর্যামী পরমাত্মা। বৌদ্ধ এ স্থলে ধর্ম্মময় হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছাশক্তিকে বৌদ্ধ কথায় না মানিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যে তাঁহাকে তদধীন হইতে হইয়াছে। শাক্য বুদ্ধ তাঁহার নিবৃত্তিযোগের ভূমিকে ঠিক মূল প্রস্রবণের সঙ্গে স্পষ্টবাক্যে যোগ করিয়া যান নাই, এই অপূর্ণতা মহর্ষি ঈশা দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে।

এ ভূমির সাধনমন্ত্র কি? "প্রভু" "পিতা"। ইহাতে এদেশের মন্ত্রের যোগ করিলে "হরি" "ঈশ্বর" ইত্যাদি শব্দ এ স্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি জীব সহকারে নিয়ত বাস করিতেছেন, জীবের আত্মার্পণের তারতম্যানুসারে তাহার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তিনিই এ ভূমিতে উপাস্য। এ ভূমিতে সত্যস্বরূপের অতিরিক্ত মঙ্গলস্বরূপের যোগ হওয়াতেই তৃতীয় ভূমির সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

তৃতীয় ভক্তিভূমি। দ্বিতীয় ভূমি কি ভক্তির ভূমি নহে? ভক্তি শব্দেতো ভজনা বুঝায়। ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন বিনা আর ভজনা কি আছে? সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় ভূমিতে বিশ্বাস-প্রবল, বাধ্যতা প্রবল, অনুরাগ ঈশ্বরের নিদেশ-পালনে। ঈশ্বরে এখানে ততটুকু অনুরাগ যতটুকু থাকিলে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অনুরাগ সমুপস্থিত হয়। কিন্তু এই মঙ্গলময় হরি যখন "সুন্দর" হইয়া প্রকাশিত হন, তখন হরির সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইয়া ভক্তি বা প্রমত্ত প্রেম সমুপস্থিত হয়। এই ভূমির মন্ত্র "হরি সুন্দর"। মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে যখন উহা প্রাণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলে তখনই হরির সৌন্দর্য্য আত্মাতে প্রকাশ পায়।

চতুর্থ আনন্দভূমি। এখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ভূমির সম্মিলন। প্রথম ভূমির দুঃখের অভাবে শান্তি, দ্বিতীয় ভূমির আজ্ঞাপালনে কৃতার্থতা, তৃতীয় ভূমির সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধতা, এই তিনটি একত্র মিলিত হইয়া নিয়ত ঈশ্বরে বাস জন্য আনন্দকে প্রগাঢ় করে। এ তিনের একটি না থাকিলে আনন্দে ব্যাঘাত সমুপস্থিত হয়। প্রথম ভূমিতে সত্তামাত্রে স্থিতি ছিল, দ্বিতীয় ভূমিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সাধকে প্রতি-ষ্ঠিত হইল, তৃতীয় ভূমিতে তিনি সাধকের চিত্ত হরণ করিলেন, চতুর্থ ভূমিতে সাধক ঈশ্বরে স্থিতি করিতে লাগিলেন, তাঁহার জ্ঞান পুণ্য প্রেম সমুদায় ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাঁহার আর স্বতন্ত্র কিছুই রহিল না। এই ভূমির সাধনমন্ত্র "মা"। ক্রমে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর ন্যায় যখন সাধকের ঈশ্বরসম্বন্ধে অবস্থা হয়, তখনই এই ভূমির অবস্থা সাধকে উপস্থিত হইয়া থাকে। এভূমি বা অন্য ভূমিসম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে চাই না, কেন না এ সকল সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়, বাক্যব্যয় করিবার বিষয় নহে।

ফল দ্বারা পরিচয়।

আমরা ফলবাদী নহি, অথচ আমরা ফল মানি না তাহা নহে। ফলদৃষ্টে কার্য্য আমা-দিগের মতে বিরুদ্ধ, কেন না ফল বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ফল নিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরের আদেশ-পালনে পরিশেষে যে ফল সমুপস্থিত হয়, আমরা তাহার একান্ত আদর করিয়া থাকি। ঈশ্বর ফলদাতা, তাঁহার আদেশের পূর্ণতায় মঙ্গল ফল অবশ্য সমুৎপন্ন হইবে, ইহা অভ্রান্ত কথা। এই বিশ্বাসে সাধক ঈশ্বরাদেশপ্রতিপালনে আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতেও সঙ্কোচ করেন না।

বহু সাধন ভজন তপস্যা উপাসনা এ সকল বৃথা অনুষ্ঠিত হয় না, অবশ্য ইহার ফল আছে। এ সকল দ্বারা সাধকে শান্তি সুখ উপস্থিত হইলে জগৎ তাহার সুস্নিগ্ধ ছায়া অবশ্য প্রাপ্ত হয়। শান্তি সুখ কখন সাধকে পর্য্যবসান হইতে পারে না। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদিগেরই সমাগম হয়, তাঁহারাই উহার সান্ত্বনাকর প্রভাব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না।

"বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি জগতামস্য সৌম্যরূপম্।"

পরমেশ্বর সাধকের হৃদয়ে প্রকটরূপে বিরাজমান হইলে, জগতের নিকটে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশ পায় একথা কিছুতেই অসত্য নহে। ঈশ্বরাবির্ভাবে চরিত্রের মধুরতা অবশ্য-ম্ভাবী। ঈশ্বরের জনগণ এই গুণেই লোকের চিত্ত হরণ করেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, চরিত্রের মাধুর্য্যই যদি উচ্চতম ফল হইল, তবে সংসারে এমন অনেক লোক আছে, স্বভাবতঃ যাহাদিগের চরিত্র অতি মধুর। তাহারা এই গুণে সহজে লোকের মন হরণ করিয়া থাকে। ঈশ্বরাবির্ভাবের মধুরতা পুণ্যের স্থির প্রভাবে এমন একটি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে যে, পৃথিবীর মধুরতায় তাহার অবকাশ নাই। পার্থিব মধুর স্বভাবের সঙ্গে দৌর্ব্বল্য সংযুক্ত থাকে। যেখানে ঈশ্বরবিরহিত চরিত্রের মাধুর্য্য সেখানে পুণ্যের ব্যাঘাত প্রকাশ পাইবেই পাইবে। সংশয়বাদিগণের চরিত্রের উৎকর্ষ এইখানেই জলমগ্ন হইয়াছে।

অনেকে বলিতে পারেন, সংশয়বাদিগণের চরিত্রে যে প্রকার কোন না কোন একটি বিষয়ে দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সাধকেতেও তো সেরূপ দোষের অভাব নাই। সুতরাং চরিত্রসম্বন্ধে সাধক ও সংশয়ী দুইই এক ভূমিতে দণ্ডায়মান। আমরা বলি তাহাদিগের ভূমি স্বতন্ত্র। কেন না এক জন চির দিন তদবস্থ থাকিবে, বা তদবস্থ থাকাকেই পূর্ণতা বলিবে, আর এক জন অবস্থান্তর প্রাপ্তির সুদৃঢ় আশা রাখে, এবং তৎসম্বন্ধে আপনাকে অপূর্ণ জানিয়া পূর্ণতাসাধনে যত্নশীল হয়। এক জনের আর সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, আর এক জনের সিদ্ধি অদূরে। সুতরাং সংশয়ী ও সাধক এ দুইকে কখন এক করা যাইতে পারে না। ইহারা চির কাল স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক। অসিদ্ধমনোরথ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত লইয়া সাধক ও সংশয়ীকে এক করা অতীব অবিচার। সাধকে যখন ফল সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন এমন লোক নাই যে সংশয়ী ও সাধকে ভিন্নতা অবলোকন করিতে না পারে।

অবান্তর বিষয় বলিতে গিয়া আমরা মূল বিষয় দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, আমরা সাধন ভজন ধ্যান ধারণা যাহা কিছু করি, তাহা ব্যর্থ করি না। তাহার এমন ফল আছে যাহার জন্য সকল লোকেই এ সকলের প্রশংসা করিয়া থাকে। এক জন অসাধকও সাধককে দেখিলে মুগ্ধ হয়। কেন হয়? না সে জানে ঈদৃশ সাধনের মধ্যে সুখ শান্তি পরিত্রাণ সকলই আছে। মনুষ্য মাত্রের এই স্বাভাবিক অপেক্ষাকে যদি বহু দিন সাধন ভজনাদি করিয়াও পূর্ণ করিতে না পারা যায়, তবে আমাদিগের সে সকল ব্যর্থ ও নিষ্ফল অবশ্য বলিতে হইবে। শুদ্ধ ব্যর্থ ও নিষ্ফল কেন বলিব, এমন সময় আসিবে যে সময়ে আমরা আপনারাই ঐ সকল অনুষ্ঠানকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া দূরে পরিহার করিব। যাহাতে আমাদিগকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইতে হয়, আমাদিগের সকলেরই তদ্রূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

এ পৃথিবীতে প্রায় সকলেই দীর্ঘ কাল সাধনে বিমুখ। পাশ্চাত্য দেশের ভাব এদেশে প্রবিষ্ট হইয়া লোককে এমন ব্যগ্রচিত্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, কোন বিষয় দু দিন সিদ্ধমনোরথ হইতে গৌণ হইলে আর কেহ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। ব্যগ্রতা থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তৎসহকারে তদ্দেশীয় দৃঢ় অধ্যবসায় এ দেশীয়েরা প্রাপ্ত হন নাই। সে যাহা হউক, অধিকসংখ্যক লোক যে দোষে অল্প কাল মধ্যে সমুদায় যত্ন পরিত্যাগ করিয়া সাধনাদির নিষ্ফলতা লোকের নিকটে জ্ঞাপন করে, দীর্ঘ কাল সাধনে অবস্থিত আমরা যেন এত দিন পরে সে দোষে দোষী না হই। দীর্ঘ কালের পর যদি আমরাও অসিদ্ধকাম হই, এ দেশে সাধনাদির পথে আমরা চিরকণ্টক আরোপ করিব। আমাদিগের সাধনাদির ফল লোকে চরিত্র দ্বারা জানিতে চায়। অধ্যাত্ম সাধন দ্বারা এক জন জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে বা আকাশে উড়িবে, এ বৈজ্ঞানিক সময়ে ইহা কেহ অপেক্ষা করে না, ঈদৃশ অপেক্ষা চিত্তদৌর্ব্বল্যের পরিচয়, এখন লোকে দেখিতে চায় যে তুমি অন্তঃশীতলতা

লাভ করিয়াছ এবং সেই অন্তঃশীতলতার প্রভাব যে তোমার নিকটস্থ হয় সেই অনুভব করে। যদি এ বিষয়ে কৃতকৃত্য না হও, তোমার দীর্ঘ ধ্যান উপাসনা যোগ সকলই বিফল হইল। তোমার দৃষ্টান্তে এ বিষয়ে উদ্যম ব্যর্থ জানিয়া লোকে যে ভবিষ্যতে ইহাতে প্রবৃত্ত হইবে তাহার পন্থাও তুমি অরুদ্ধ করিলে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

আমাদের এক জন মফঃস্বলস্থ বন্ধু "অদ্বৈতবাদ সাধন" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিয়া আন্দোলিত চিত্তে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। উন্নত অবস্থার লোক ভিন্ন কেহ আচার্য্য হয় না, সুতরাং নিম্নাবস্থার লোকদিগের তাঁহার সঙ্গে একত্ব লাভ সুদূরপরাহত, একথা শুনিতে আপাততঃ অতি গুরুতর বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু যখন অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করি তখন আর তত গুরুতর বোধ হয় না। যিনি যত বড় কেন উচ্চ হউন না স্বরূপ বা প্রকৃতির একতা বশতঃ সহানুভূতিযোগে তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ একত্র বাসের সময়ে একত্ব লাভ করা যাইতে পারে। জ্ঞানাদি স্বরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদিগের ঐক্য তাহা অনন্তের সঙ্গে অণুপরিমাণের যোগ, অথচ ইহাতেই একত্বের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমা হইতে উন্নত ব্যক্তির সঙ্গে যখন আমি বাস করি, তখন আমি তাঁহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হই এবং উন্নতের সঙ্গে থাকিয়া উন্নত ভূমিতে আরোহণ করি, এ কেবল এক সহানুভূতিযোগে। উন্নত ভিন্ন আমরা কাহাকেও আচার্য্যপদে বরণ করিতে পারি না, কেন না যিনি সহানুভূতিযোগে আমাদিগকে টানিয়া নিম্ন ভূমি হইতে উর্দ্ধে তুলিতে না পারিবেন, তিনি আমাদিগের আচার্য্য হইবেন কি প্রকারে? তবে অপরের উপাসনার প্রথম হইতে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত যোগ রক্ষা করা যে সুকঠিন বলিয়া প্রতীত হয় তাহা এ জন্যে নয় যে অপরের উপাসনায় নিজের উপাসনা সিদ্ধ হয় না; এই জন্য যে মন ঠিক সংযত অবস্থায় উপস্থিত হয় নাই। নিজে যখন কথা না বলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে উপাসনা করিতে বসি, তখনও মন ঐ রূপ স্থানান্তরে প্রস্থান করে। ইদানীন্তন প্রার্থনাতে পূর্ব্ব রীতির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন উপাস্য সহ কথোপকথন অধিক, প্রার্থনা সেই কথোপকথনোত্থিত প্রার্থিতব্য বিষয়ের বিজ্ঞপ্তি। যিনি যত উচ্চ হউন না কেন তিনি যাহা চান, তাহা সকলেরই চাহিবার বিষয়, তবে এক জন তদ্বিষয় চাহিবার অনুপযুক্ত আপনাকে মনে করিতে পারেন সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু জানা উচিত যে, দিন দিন প্রার্থিতব্য বিষয় উচ্চ না হইলে, জীবন হীন নিস্তেজ দুর্ব্বল এবং পাপপ্রবণ হয়। উচ্চতর প্রার্থনা শিক্ষাদান অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উচ্ছ্বাস বর্দ্ধন আচার্য্যের একটি কর্ত্তব্য। এখানে উচ্ছ্বাসের সাম্যে একতার সম্ভাবনা।

আমরা মৎস্য মাংস খাই না, অধিক সময় পর্য্যন্ত ধ্যান ধারণা করি এ একটি আমাদিগের মহানিন্দার বিষয় হইয়াছে। এ নিন্দা শুনিয়া সকলে হাসিবেন, কিন্তু ইহার মূল অন্বেষণে অল্প লোকেই প্রবৃত্ত হইবেন। কতকগুলি লোক এমন আছেন, যাঁহারা মনে করেন ভারতের উদ্ধার শারীরিক বলবৃদ্ধি ভিন্ন কখন হইবে না। তাঁহারা মৎস্য মাংস খাইয়া শরীর সবল করিবেন, বিজাতীয়গণকে দূর করিয়া দিয়া আপনারা স্বরাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিবেন এই তাঁহাদিগের গূঢ় অভিপ্রায়। অধিক ধ্যান ধারণার উপরে বিরক্ত কেন? না তাঁহারা মনে করেন, এ দেশীয় আর্য্যগণ ধ্যান ধারণা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই এদেশ বিদেশীয়গণের হস্তগত হইয়াছে। এসকল লোককে আমরা কি বলিব জানি না। শারীরিক বলে যাঁহারা ভারতকে উদ্ধার করিবেন মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে অণুমাত্র যোগ রাখিতে চাই না, কেন না প্রথমতঃ ইহা রাজভক্তিবিরোধী, দ্বিতীয়তঃ ইহা মনুষ্যপ্রকৃতির অবমাননা। এমন সভ্যতর সময়ে শরীরের বলকে মানসিক বলের উপরে সংস্থাপন করা আমরা একান্ত বর্ব্বরোচিত সময়ের উপযুক্ত কার্য্য মনে করি। ধ্যান ধারণাতে নিশ্চেষ্টতা উপস্থিত হয় যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ধ্যান ধারণার প্রকৃত মর্ম্ম অনবগত। এ দেশে যে সময়ে ধ্যান ধারণা প্রবল ছিল সেই সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, দেশও উন্নত ছিল। অনুধ্যান বা চিত্তের একান্ত অভিনিবেশ ভিন্ন কেহ সত্যরাজ্যের গূঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না, ধ্যান ধারণা এই শক্তিকে একান্ত বর্দ্ধিত করে। যাঁহারা বড় বড় লোকের জীবন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন তাঁহাদিগের মন কেমন গভীর ধ্যানশীল ছিল। দুই মিনিট যাহারা স্থির হইয়া চিন্তা করিতে পারে না তাহাদিগের কথায় ধ্যান ধারণার অবমাননা হইতে পারে না, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে কোন উচ্চতর বিষয়ের অপেক্ষাও নাই।

এ সময় সমতার সময়। এ সময়ে উচ্চ নীচ সমুদায়কে এক সমান করিয়া সমভূমিতে আনয়ন করা সকলের যত্নের বিষয়। ঈদৃশ কার্য্যে আমরা কত দূর যোগ দিতে পারি,

ইহা নির্দ্ধারণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এক সমান করিতে গিয়া গুরুকে লঘু মনে করা ইহাতো কদাপি ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যাহা সত্য নহে তাহা কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, শক্ত, অশক্ত, এ সকলের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, এ কথা সত্য নহে। ইহাদিগের নিজ নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা সাম্যধর্ম্মের বিরোধী, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ করাতে সাম্য ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয় না। বরং যাহারা সাম্যের ছল করিয়া অধিকারদানে কুণ্ঠিত হয়, তাহারা ঘোর বৈষম্য আনিয়া উপস্থিত করে। বালক যদি পিতার, উপদেশার্হ যদি উপদেষ্টার প্রাপ্য বাধ্যতা অর্পণে যথেচ্ছাচারে নিরত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র অনীতি সমুপস্থিত হইয়া সমাজ বিনাশের দিকে ধাবিত হয়। বালককে বালক বলিয়া উপদেশককে জ্ঞানহীন বলিয়া যদি অবহেলা করা যায়, বা অনুচিত শাসনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সাম্য ধর্ম্মের বিরোধ বশতঃ উহা অতি শীঘ্র উচ্ছৃঙ্খলাচার আনয়ন করিবে। এ কালে যে সাম্যের ব্যভিচার সমুপস্থিত তাহা এই অত্যাচারমূলক। কিন্তু অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া অনত্যাচার স্থলেও অত্যাচারীর সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার সেই প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। যদি ক্রমান্বয়ে সমুদায় সম্বন্ধের বিপর্য্যস্ত অবস্থা চলিতে থাকে, তবে সমাজ ভঙ্গ না হইয়া কখন যায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে সমাজগত বাধ্যতার অপলাপ কখন হইতে পারে না। এক জন মুখে যতই কেন স্বাধীনতার কথা না বলুক, কার্য্যকালে তাহাকে বাধ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে, অন্যথা তাহার এক দিনের জন্যও দিনপাত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই স্বাধীনতা এবং বাধ্যতা এ দুয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ অবগত না থাকাতে অনেকের ব্যবহার অসম হইয়া পড়ে আমাদিগের সমাজে এ জন্য ঘোর ব্যভিচার সমুপস্থিত, এ সম্বন্ধে সকলেই একটী ধর্ম্মসঙ্গত সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া সমুচিত।

ভাগবত তত্ত্বসার।

[গতপ্রকাশিতের পর।]

আমরা সৎ ও অসতের মধ্যে তৃতীয়, ব্রহ্ম, বা ব্রহ্মের পরা নামক শক্তি, স্পষ্টই অনুভব করিয়া থাকি। এই পরা শক্তি বলেই আমরা সৎ অসতের নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। এই মধ্যস্থ মহাশয়, যদি সকল বিরোধি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া বিরোধ ভঞ্জন না করেন, পক্ষে ইহাও বলিতে পারি, পরস্পর বিরোধি বস্তুদ্বয়ের বিরোধ ভঞ্জনার্থ যদি মধ্যস্থ শক্তি রূপে না থাকেন, তবে তাঁহাকে দয়াময়ী (বা দয়াময়) বলিয়াই বা কেন ডাকি? এই দয়াময়ী ব্রহ্মশক্তিই স্থূল ও সূক্ষ্ম দুয়ের মধ্য স্থানে উন্নতিরূপিণী। এই ব্রহ্মশক্তিই কার্য্য ও কারণ দুয়ের মধ্যস্থানে ক্রিয়ারূপিণী। এই ব্রহ্মশক্তিই পশুভাব ও মনুষ্য ভাব দুয়ের মধ্যস্থানে দৈবভাব (দেবতা) মহাদেবী। এই মহাদেবী ব্রহ্মশক্তিই পাপ ও পুণ্যরূপ প্রকাণ্ড পর্ব্বতের মধ্যস্থানে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের নিকটে পার্ব্বতী নামে পরিচিত হইতেছেন। এই দয়াময়ী মহাদেবীই অনুরাগরূপ সিংহ ও দ্বেষরূপ মহামহিষের (মহিষাসুরের) মধ্যস্থানে দয়া পদ দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক লোকগণের দুর্গতি হরণ করিয়া দুর্গা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই মহাদেবীই আমাদের সুষ্ঠু সরস্বতী ও দুষ্টসরস্বতীর মধ্যস্থানে থাকিয়া মহাসরস্বতী নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই মহাদেবীই আমাদের লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী দুয়ের মধ্যস্থানে থাকিয়া মহালক্ষ্মী হইয়াছেন। এই মহাদেবীই আমাদের দণ্ড মুহূর্ত্তাদি খণ্ডকাল গুলির মধ্যস্থানে শুভকাল স্বরূপিণী হইয়া মহাকালী নাম ধারণ করিয়াছেন। এই রূপে ভক্তগণের বিশ্বাস নেত্রে এই ব্রহ্মশক্তি মহাদেবীই অনন্তগুণে অনন্তরূপিণী, এইজন্য ইহাঁকে ভক্তেরা 'অনন্ত' দেবও বলিয়া থাকেন, এবং জীবগণের যত কিছু কল্যাণ, যতকিছু সত্য বা সৌন্দর্য্য সে সমস্তই এই মধ্যস্থ মহাশয় ব্রহ্ম শক্তিই বিধান করিতেছেন, সুতরাং আমরা ইহাকে 'শিব' 'সত্য' 'সুন্দর' এই সকল নাম দিয়াও ডাকিতেছি।

এই সত্য শিব ও সুন্দর স্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তিই ব্রহ্ম। কেন না, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন নহে, একই পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান্ পদার্থ যদি ভিন্ন হইত তবে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন বলিতে সাহস করিতাম। শক্তি ও শক্তিমান পদার্থ যাহাদের মতে ভিন্ন তাহারা আমাদের মতে স্থূলদর্শী।

যাহাকে আমি, 'আমার শক্তি' বলি, সেটি যদি আমা হইতে ভিন্ন হইত তবে শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন স্বীকার করিতাম। কিন্তু তাহা নহে। যাহাকে আমি, 'আমার শক্তি' 'আমার শক্তি' এরূপ ভেদ ব্যবহার করি, কেবল ব্যবহার করি কেন, ঐ রূপ ভেদ ভাবে জ্ঞানও করি, তাহার কারণ আছে। বিকল্পজ্ঞানই তাহার কারণ *। পূর্ণিমা ও চন্দ্র একই পদার্থ জানি, তথাপি

* বি—কল্প, বিশেষরূপে অর্থাৎ অভেদে ভেদরূপে কল্পিত যে জ্ঞান তাহার নাম বিকল্প জ্ঞান। বিকল্প জ্ঞান ভ্রম জ্ঞানের ন্যায় নহে। ভ্রমজ্ঞান, ভ্রমকারণের নিবৃত্তি হইলেই অর্থাৎ তত্ত্ব পদার্থের বোধ হইলেই বিনাশ্য, বিকল্প জ্ঞান, তত্ত্ব পদার্থের বোধ হইলেও থাকে। সুতরাং ইহাকে চির কুসংস্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। পাত-

পূর্ণিমার চন্দ্র বলি। রাহুই মস্তক বেশ জানি তথাপি রাহুর মস্তক বলি। চৈতন্যই চেতন জানি, তথাপি চেতনের চৈতন্য বলি। এই সকল বিকল্প জ্ঞানের উদাহরণ। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধেও জানি ও শক্তি ও শক্তি মান্ একই পদার্থ, জানি, তথাপি আমরা বিকল্প জ্ঞাননিবন্ধন "আমি শক্তি" এরূপ জ্ঞান, ও এরূপ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে "আমার শক্তি" এরূপ জ্ঞান ও এরূপ ব্যবহার করিতেছি।

বিকল্প জ্ঞান দ্বারা অভেদে ভেদের আরোপ করিয়া একই পদার্থে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবের কল্পনা হয়, ইহা স্বীকার করি, এবং তাহার উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) যে সকল প্রদত্ত হইল, গ্রাহ্য করিলাম। কেন না উদাহরণ পূর্ণিমা ও চন্দ্র, রাহু ও মস্তক, চেতন ও চৈতন্য এ সকল বাস্তবিক যে একই পদার্থ ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেছে। কিন্তু সন্দিগ্ধ স্থলে, 'শক্তি ও শক্তিমান্' এই স্থলে, ইহারা দুটি বাস্তবিক যে একই পদার্থ, তাহা কৈ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে? তাহাও সুন্দর প্রত্যক্ষ হইতেছে। দেখ, মনুষ্য যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার শক্তিরও কার্য্য (চেষ্টা) থাকে। অধিক কি, যখন "মুমূর্ষু, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে," এরূপ জানিতেছ ও ব্যবহার করিতেছ, তখনও চক্ষুনিমেষেরপতনরূপ চেষ্টা আছে, একেবারে নিশ্চেষ্ট অথচ জীবিত, এরূপ কখনও দেখিতে পাইবে না। যখন চক্ষুনিমেষেরও পতনব্যাপার বন্ধ অর্থাৎ শিবচক্ষু হইবে তখন অবশ্য নিশ্চেষ্ট হইল বলিতে পার, কিন্তু তখন আর জীবিত দেখিতেছ কৈ? যদি বাস্তবিকই জীব ও জীবের শক্তি ভিন্ন হইত তবে কখনও ত জীবকে শক্তিহীন হইয়া থাকিতে দেখিতে, তাহা যখন দেখিতে পাও না, তখন বল' "শক্তি ও শক্তিমান্ একই, এই জন্যই জীব ও জীব শক্তি কখন ও পৃথক্ দেখিতেছি না"।

অতএব প্রকৃতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিসম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিবে। ব্রহ্মকে যদি ব্রহ্মশক্তি হইতে কখনও ভিন্ন দেখিতে পাই তবে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন স্বীকার করাতে কোনো বাধা বা আপত্তি ছিল না। কিন্তু কৈ,—ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণ তাহা কৈ দেখিতেছেন? যদি বল, ব্রহ্মশক্তিত নানারূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তবে ব্রহ্ম নানা? শক্তির কার্য্যে নানা, শক্তির দ্বার নানা, এই জন্যই শক্তির নানাত্ব কল্পিত হইয়াছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে একই শক্তি। দৃষ্টান্ত জীব শক্তি দেখ। দেখ, জীবের এক মাত্র যে জীবনী শক্তি, সেই-ই হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি নানা দ্বার দিয়া নানা কার্য্য করিতেছে। কিন্তু আমরা তাহাকে নানা জ্ঞান করিতেছি। মুখরূপ দ্বার ও ভোজনরূপ কার্য্য দেখিয়া ভোজনশক্তি, হস্তরূপ দ্বার গ্রহণ ও দানরূপ কার্য্য দেখিয়া গ্রহণশক্তি ও দান শক্তি, এবং পদরূপ দ্বার ও গমন ও আগমন রূপ কার্য্য দেখিয়া গমনাগমন শক্তি, ইত্যাদি প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারের প্রতি কার্য্যেই এক একটি শক্তি বলিতেছি। এইরূপে ব্রহ্মশক্তিসম্বন্ধেও বুঝিবে। ব্রহ্মশক্তি বাস্তবিক এক অদ্বিতীয় হইলেও, তাঁহার কার্য্য অনন্ত, অসংখ্য, তাঁহার দ্বার অনন্ত, অসংখ্য চরাচর, এই জন্যই আমরা তাঁহাকে অনন্ত শক্তি বলিতেছি। বাস্তবিক তিনি এক অদ্বিতীয় শক্তিস্বরূপ। ইহারাই নাম পরাশক্তি। এই পরাশক্তিই জ্ঞানশক্তি, এই পরাশক্তিই ক্রিয়াশক্তি; এবং এই পরাশক্তিই ফলশক্তি, অর্থাৎ আহ্লাদিনী [আনন্দময়ী] শক্তি *।

এই উক্তশক্তি বা অনন্তগুণ ব্রহ্ম, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিকেই গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি থাকেন। অনন্তর যখন সৃষ্টি করেন তখন সিসৃক্ষা শক্তি গিয়া উহাতে মিশ্রিত হইলে, উহা [প্রকৃতি] তখন, সাম্যাবস্থাকে পরিত্যাগ করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য অবস্থাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ইহারই নাম প্রকৃতিতে ক্ষোভ হওয়া। সত্ত্ব রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থাই সমাপ্রকৃতি † এবং সত্ত্ব রজঃ ও তমের বৈষম্যাবস্থাই বিষমাপ্রকৃতি। বিষমাপ্রকৃতি ও ক্ষুব্ধা প্রকৃতি একই কথা। এই ব্রহ্মাধিষ্ঠিত বা সিসৃক্ষা শক্তি মিশ্রিত ক্ষুব্ধা প্রকৃতি ‡ হইতেই

যোগ দর্শনে ইহার "শব্দজ্ঞানানুপাতবস্তুশূন্যো বিকল্পঃ", এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক নহে, অথচ "বাস্তবিক নহে" এরূপ জ্ঞানও হইতেছে, পক্ষে ব্যবহার করিবার সময়ে যাহা বাস্তবিক নহে, তাহারই ব্যবহার করিতেছে, এবং তাহারই জ্ঞানও করিতেছে ঈদৃশ আরোপিত জ্ঞানকে বিকল্প জ্ঞান কহে। লেখকঃ।

* ফলতঃ আমাদের বিকল্প জ্ঞান নইলে ব্যবহারই হয় না। অর্থাৎ নিজেও বোঝা যায় না, এবং শিষ্যগণকেও বোঝান যায় না। অতএব আমরা ব্যবহারের সময় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন জ্ঞানই করিব, এবং ব্রহ্মশক্তি নানা এইরূপই ব্যবহার করিব। ফলতঃ তাহাতে কিছু ক্ষতিও নাই; পর্য্যবসানে সমানই দাঁড়াইবে। [লেখকঃ]

† প্রকৃতি পদার্থ যখন নির্ণয় করিব তখন ইহার গম্ভীর তত্ত্ব সকল সাধ্যমতে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না। এখন এই পর্য্যন্তই থাক। প্রকৃতি পদার্থ এমনই কঠিন যে, এতৎসম্বন্ধে, সংক্ষেপে দুইচার পংক্তি লিখিলে, আর ও সন্দেহাগ্নি দ্বিগুণতর হইয়া উঠিবে। [লেখকঃ]

‡ ব্রহ্মের সিসৃক্ষা শক্তির [সর্জ্জনেচ্ছাশক্তির] মিশ্রণ, হওয়াতেই ক্ষোভ হয়। একত্রাবস্থিত সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের যে পরস্পর তারতম্য বা ন্যূনাধিক ভাব তাহাকে ক্ষোভ

অনন্ত অসংখ্য জীবসকল * অসংখ্য জীবগণের অসংখ্য শরীর নির্ম্মাণোপযোগি মূল পদার্থ সকল † এবং জীবগণের সংসার ও ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় অহংকার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল ‡ উৎপন্ন হয়। সৃষ্টি সমুদায়ে এই ত্রিবিধ। আর যত প্রকার সৃষ্টি আছে সে সমস্তই এই ত্রিবিধ সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্ভূত জানিবে। এই ত্রিবিধ সৃষ্টি, একবার হইয়াই বন্দ হইয়া গেছে, এরূপ বিবেচনা করিও না; বরাবরই হইতেছে। এখনও ইহার পরেও প্রতিক্ষণেই প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতি নিমেষেই এইরূপ ত্রিবিধ সৃষ্টি হইতেছে, ও হইবে। ইহার আর বিরাম নাই। বিরাম হইবে কি না, কেহ বলিতে পারে না। অথবা বিরাম কবে হইবে, বা কখন হইয়াছিল, এ বিষয়েও আজি পর্য্যন্ত কেহ, ঠিক করিতে পারেন নাই, পারিবেন বলিয়াও বোধ হয় না। বোধ হয় '—না' একথাও ভাল বলিলাম না,—একেবারেই ঠিক করিয়াই বলিতেছি, "না"। (ক্রমশঃ)

গুরুনানকের জীবন বৃত্তান্ত।

[গতপ্রকাশিতের পর।]

স্নানোপলক্ষে গুরু নানক বীপাশা নদীর শান্ত ঘাটের নিকট জলে তিন দিন তিন রাত্র অবস্থিতি করিয়া, পর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন ও প্রত্যাদিষ্ট হইলেন। মুদিখানার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জীবনিস্তারের জন্য পরমেশ্বর তাঁহাকে তাঁহার নাম জগতে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। গুরুনানক এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিন দিনের পর নদী জল হইতে উঠিয়া মুদিখানার অভিমুখে গমন করিলেন, এ দিকে গুরুনানকের পত্নী চৌনিজী ও তাঁহার ভাগিনী নানকী, এবং তাঁহার স্বামী জয়রাম নানকের অনুপস্থিতিতে নানা প্রকার দুঃখ শোক করিয়া, তিনি কোথায় বিরাগী হইয়া গিয়াছেন মনে করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নানক মুদিখানার অর্থের গোলযোগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিলেন ভাবিয়া নবাব দৌলত খাঁ লোদি ক্রোধান্বিত মনে মুদিখানার দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। নানকের অনুপস্থিতিতে বাস্তবিক চারিদিকে হুলু স্থূল পড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থার মধ্যে গুরু নানক মুদিখানার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্বলন্ত হুতাশন সদৃশ পরমেশ্বরের পুণ্যময় সহবাসে তাঁহার সমস্ত শরীর জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার সমস্ত জীবন উদাস ও আলোড়িত হইয়াছিল এবং বৈরাগ্যের অগ্নিতে তাঁহার সমস্ত আত্মা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি আসিবা মাত্র মুদিখানার বন্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কথিত আছে, হিন্দু মুসলমান, আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ডাকিয়া মুদিখানার সকল দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতে লাগিলেন, যে যাহা সম্মুখে পাইল তাহাই গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিল। নানক নিরাকারী নবাব সাহেবের মুদি খানা লুঠ করিয়া দিতেছে এই সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল ও চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইল, জয় রাম তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত হইলেন, দৌলত খাঁ লোদী মুদিখানা লুঠের কথা শুনিয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঈশ্বরের সহবাস ও প্রত্যাদেশে নানকের যে অপূর্ব্ব তেজস্কর রূপ হইয়াছিল, তাঁহার সম্মুখে কেহ একটীও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, তাঁহার অপূর্ব্ব স্বর্গীয় রূপে সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন কিন্তু নানক আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়া রহিলেন কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না, সুগম্ভীর ভাবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। চারিদিকে লোকেরা যে যাহা পাইল মুদিখানার সকল পদার্থই লুঠ করিতে লাগিল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ নবাব দৌলত খাঁর নিকট অগ্রসর হইয়া কহিতে লাগিল, "খাজী নানক কয়েক দিন নদী জলে থাকিয়া কিছু দৈব কৃপা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।" অমঙ্গল ভয়ে সকলেই দৌলত খাঁকে কিছু বলিতে না দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দৌলত খাঁ অত্যন্ত দুঃখিত মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

নানক ভাবে বিভোর হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় প্রকৃত হিন্দু অথবা প্রকৃত মুসলমান্ এক জনও নাই।" এই কথা শুনিয়া এক জন কাজি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নানককে জিজ্ঞাসা করিল, "নানক তুমি দৈব কৃপা এমন কি পাইয়াছ যে, তুমি হিন্দু মুসলমান্ উভয়েরই নিন্দা করিতেছ?" নানক উত্তর করিলেন "যে ব্যক্তি হিন্দুর কার্য্য করে সেই হিন্দু এবং যে প্রকৃত মুসলমানের কার্য্য করে সেই মুসলমান্। গুরু নানক এই সময় দুইটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন *। কাজী তাঁহার কথা শুনিয়া

কহে। এইরূপ ক্ষোভযুক্ত গুণময়ী প্রকৃতি সূক্ষ্মা প্রকৃতি। [লেখকঃ]

* ইহা জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, ও স্বেদজভেদে চতুর্ব্বিধ।

দেখ নানক নবাব সাহেবের টাকা উড়াইয়া দিয়া এখন পাগলের ভাণ করিতেছে, কেহ বা তাঁহার ভাব দেখিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। দৌলত খাঁ নানকের ভগ্নীপতি জয় রামকে ডাকাইয়া বলিলেন, "নানক মুদিখানার আমার অনেক টাকা ক্ষতি করিয়া এখন পাগল হইয়াছে তুমি আমার হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেও।" জয় রাম নানককে ডাকিয়া সকল হিসাব নিষ্পত্তি করিয়া দিবে বলিয়া নবাবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নানককে সকল বিষয় অবগত করায়, নানক নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কথিত আছে হিসাব প্রস্তুত হইলে যাদব রায় মুহুরি কাগজ পত্র লইয়া আসিলেন, হিসাবে নানকেরই সাত শত বাট টাকা পাওনা হইল। এই টাকা তাঁহাকে প্রদান করিবার আদেশ হইল এবং নবাব সাহেব নানককে মুদিখানায় গিয়া পূর্ব্বমত কার্য্য ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। নানক উত্তর করিলেন, "খানজী আমার প্রাপ্য টাকা আপনি ফকীরদিগকে বিতরণ করুন এবং আমি আর মুদিখানার কার্য্য করিব না, আমি এখন হইতে পরমেশ্বরেরই দাসত্বে নিযুক্ত হইব।" এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনি এখন হইতে আর গৃহেও প্রত্যাগমন করিলেন না, নগরের বাহিরে বাহিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময় গৃহে গুরু নানকের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাসের জন্ম হইল। প্রসূতি পতির বৈরাগ্য দেখিয়া অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, প্রসবাগারে সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। জয়রাম ও নানকী দিবা নিশি দুঃখে কাতর হইয়া রহিলেন। চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। নানকের শ্বশুর মুল চোলা সহজেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বভাবের লোক। কন্যাকে অসহায় রাখিয়া তাঁহার সেই সঙ্কট অবস্থায় নানক সংসার ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া প্রথমে তিনি কোপে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অল্প ক্ষণ পরে ক্রোধানল একটু নির্ব্বাণ হইলে শ্যামা নামে জনৈক পণ্ডিতের নিকট যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নানা প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় জ্ঞানযুক্তি সহকারে নানককে প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। এক দিন তাঁহারা উভয়ে তলবণ্ডিতে উপনীত হইয়া দেখেন, নানক বৈরাগ্য সহকারে সন্ন্যাসীর বেশে শ্মশানে বসিয়া আছেন। মুলা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং [illegible] শুনিয়া একটি বৈরাগ্যসূচক শব্দের দ্বারা * অন্তরের গভীর বৈরাগ্যের ভাব প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, আমি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি এরূপ উপদেশ আপনি প্রদান করুন। নানকের শ্বশুর মুলা নানকের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার যদি এইরূপই অভিপ্রায় ছিল তবে কেন তুমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া আমাকে মহা দুঃখী করিলে? তোমার গৃহে নবকুমার জন্মিয়াছে, তুমি একটী পয়সাও দেও নাই, এত অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়া দিলে।" গুরু নানক শ্যামা পণ্ডিত ও মুলার সহিত সদালাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন, শ্যামা পণ্ডিত নানকের বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি ও স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া পরাস্ত ও অবাক্ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। কিন্তু মুলা জামাতার কথায় কোন সান্ত্বনা লাভ করা দূরে থাকুক আরো ক্রুদ্ধ ও হতাশ হইয়া উঠিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

১ লা জ্যৈষ্ঠ; ১৮০৪ শক।

যদি ব্রহ্মের দর্শন পাই, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি চিন্ময় নিরাকার হইয়া কিরূপে জড়ময় জগৎ রচনা করিলেন। সৌন্দর্য্যময়ের সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, তবে এক বার চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য কিরূপে পুষ্পের পত্রে চিত্র করিলেন ও বালকের হাস্যে নিহিত করিলেন। তিনি যে কত গুণধারী, তা আর কি বলিব? চিন্ময় ব্রহ্ম গুণরাশি এমনি করিয়া ভৌতিক জগতে ঢালিয়া দিলেন যে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব কি এই যে, চিন্ময় বস্তুকে বাহিরে গঠন দিতে পারা? যোগ, তপস্যা, প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান, এই সমস্ত ভাবকে একত্র করিয়া বাহিরের উপকরণে মিশ্রিত করিলে যে নিরাকার হইতে সাকার হয়, তাহাই কি তবে ব্রহ্মতত্ত্ব? ধর্ম্মতত্ত্ব কি এই, বল, যদি বলিতে পার, তবে বল। ইহাই যদি হয়, মঙ্গলময় ঈশ্বরের যদি এই লীলা হয়, তাঁর ভাবের গভীরতা হইতে যদি তিনি বাহ্য সৃষ্টিকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তবে ইহাও সত্য যে নিরাকার ধর্ম্মের ভিতর হইতে বাহিরে এক অপূর্ব্ব গৃহ রচিত হইতে পারে। ধর্ম্ম নিরাকার সামগ্রী; প্রেমে, শান্তিতে ও সত্যেতে ধর্ম্ম বির- [illegible] সকলই ভাবময়, চিন্ময়, আত্মিক, জ্যোতির্ম্ময়, এই [illegible] এই ধর্ম্ম [illegible]

বেত্ত করিয়া এক বিচিত্র জগৎ প্রসব করেন, সে সৃষ্টির নাম কি? বাহিরের উপকরণে যে সৃষ্টি হয়, তাহার নাম জড় সৃষ্টি। চন্দ্র সূর্য্য লইয়া যে সৌর জগৎ রচিত হয়, তাহার নাম জড়সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের ভিতর নিরাকার ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া বাহিরে যে আকার গ্রহণ করেন, তার নাম কি? তার নাম ধর্ম্মসমাজ। মণ্ডলী বল, আর পরিবারই বল, আধ্যাত্মিক মিলন বল, আর গির্জ্জাই বল, ইংরাজীতেই বল, আর পাঞ্জাবীতেই বল, যাহাতে বলিতে হয়, তাহাতেই বল, মূল কথা এই ধর্ম্মের মূল বদ্ধ হয় সমাজে। সমাজের ভিতরে ধর্ম্মের শক্তিতে এক মানুষের প্রকৃতি অপর মানুষকে টানে; এক জনের পার্শ্বে পাঁচ জন আসিয়া সমাগত হয়; হইয়া অপূর্ব্ব আকার যাহা নিরাকার প্রসব করেন, তাহাই হয়। সমাজের ভিতরে এই যে টান, ইহা কিসের টান? ঈশার শিষ্যকে যদি বল, হে পিটার! হে জন! হে পল! কি শক্তিতে ঐ অল্পবয়স্ক সূত্রধরের চারি দিকে একত্রিত করিয়াছে? উত্তর নাই। কেমন একটা টান আছে যে, পিতা মাতা স্ত্রী, আত্মীয়, এমন কি মৃত হইয়াছে যে জ্ঞাতি, তাহাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া মেষপাল যেমন মনের গতিতে এক দিকে ধাবিত হইতে থাকে, তেমনি সকলে ঈশার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। হে নিত্যানন্দ! হে গদাধর! হে হরিদাস! কি বলিয়া গৌরের সঙ্গে বেড়াও? ভক্তির অর্থ কি, তাহা কি বলিতে পার? না। এমনি এক প্রকার টান জন্মিয়াছে যে, এক জালে যেমন স্বভাবমৎস্য ধরা পড়িয়াছে। দশ জনে এক জনের চারিদিকে ঘুরিতেছে। প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্ম যখন বাহিরে আকার গ্রহণ করেন, ভিতরে নিহিত প্রত্যাদেশ শক্তি যখন দশ জনকে আনিয়া নদীতীরে পর্ব্বতে পর্য্যন্ত লইয়া বেড়ায়, তখন লোকে যে বলে, উপদেবতা স্কন্ধে বসিলে কি যে হয়, কোথায় যে লইয়া যায়, কিছুরই ঠিকানা নাই, সেই কথাই যথার্থ হইয়া থাকে ঠিক যেন উপদেবতাই স্কন্ধে বসে; আর বলিতে পার না, এমন কোন শক্তি মানুষকে লইয়া ঘোরায়। দেখ, নিরাকার শক্তি মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাধ যেমন পক্ষীকে ধরে, কাঁচপোকা যেমন অন্য কীটকে ধরে, তেমনি মানবাত্মাকে ধরিয়া থাকেন। কীটের ক্ষমতা থাকে না যে পলাইয়া যায়। চিন্ময়ী নিরাকারশক্তি এইরূপে কতকগুলি নরদেহ নরআত্মা লইয়া মণ্ডলী রচনা করেন। যে দেশে এই মহাশক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই খানেই দল হইয়াছিল। কুলবধূরা পর্য্যন্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই স্বর্গের রচনার অঙ্গী-দেখিয়া? পাণ্ডিত্য দেখিয়া কি নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছ? উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশীয় বলিয়া কি তাঁহাতে মোহিত হইয়াছে? শরীরের সঙ্গে যোগ নয় উহার মন টানিয়াছে ভিতরে কি আছে, তারই এত আকর্ষণ। মনে করি, চলিয়া যাই, গিয়া গৃহকার্য্য করি, কিন্তু কোনও ক্রমেই পারি না। মন বন্দী হইয়াছে। এই যে পরম আশ্চর্য্য শক্তি, যদ্দারা নর নারী একত্র হয়, ইহা লইয়াই ধর্ম্মবিধান। এই যে আমাদিগের ধর্ম্মবিধান, ইহার আর কিছু বলিতে পারি, আর না পারি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কোন এক শক্তি আসিয়া আমাদের দশ জনকে আক্রমণ করিয়াছে; নর নারীকে আক্রমণ করিয়া একত্র করিয়াছে। আমাদের যে মণ্ডলী এই যে সমাজ, ইহার ভিত্তি সংস্থাপন হইয়াছে, অন্য কিছু বলিতে পারি আর না পারি একথা নিঃসংশয় বলিতে পারি। আমাকে বলিতে পার যে তোমার শক্তি আছে, অনায়াসে অন্যত্র গিয়া পন্থা দেখিতে পার, এখান হইতে সংসারে চলিয়া গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পার, কিন্তু বাস্তবিক তাহা পারি না। শুদ্ধ যে পারি না তাহা নহে, ইচ্ছা হইলেও পারি না কি এক উপদেবতা স্কন্ধে আসিয়া বসিয়াছে যে, আমি যাইতে চাহিলেও যাইতে দেয় না। আমি যদি বলি 'ছাড়' আমায় ছাড়ে না। আমরা কিছু বালক নই, নিতান্ত যুবকও নই, ভাল মন্দ পৃথিবীর জানি, অভিমান আছে লজ্জা আছে, কেহ আঘাত করিলে আঘাত পাই এ সকল সত্ত্বেও এই যে কি একটা শক্তি আমাদিগকে ধরিয়াছে যে কিছুতেই ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না; ইহার জাল কিছুতেই কাটিয়া যাইতে পারি না। এখন বিবেচনা করিব, এই যে আসক্তি, ইহা শরীরের না মনের? দেহ না মন আকৃষ্ট হইয়াছে? হৃদয় আমাদিগের ধরা পড়িয়াছে! মন বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পরের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। অভিমান বশতঃ আমরা স্বীকার করি আর না করি, এই মণ্ডলীর মধ্যে কেহ আমাদিগের পিতা, কেহ পিতৃব্য, কেহ মাতা, কেহ কনিষ্ঠ। এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে নানা সম্বন্ধ সংস্থাপিত আছে। মন যখন ভাল থাকে, তখন পিতা বলিতে লজ্জা বোধ হয় না, জ্যেষ্ঠ বলিয়া কাহারও বা চরণ চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়। দেবশক্তি অবতীর্ণ হইয়া এই সকল সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া ধর্ম্মসমাজে পরিণত হইয়াছেন জাতিভেদ ছাড়িয়া, এই যে এখানে আসিলাম, ইহা কি আপনার ইচ্ছাতে? কেহ ছিল নগরে, কেহ ছিল গ্রামে, কেহ ছিল পাপে। সেই শক্তি সকলকে এখানে আনিয়া এক করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর পিতা মাতা অস্বীকার করিলেন, আত্মীয় কুটুম্ব নদীর জলে মায়া মমতা ভাসাইয়া দিলেন, ডাকিলে কেহ উত্তর দেন না, দেখিলেও কেহ পরিচয় লন না; কিন্তু এই যে এখানকার ৫ জন ১০ জন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইতেছেন; কেহ কাহাকেও জ্যেষ্ঠ বলিতেছেন, কেহ কাহাকেও অভিভাবক প্রতিপালক বলিতেছেন, এই দলেরই ভিতরে কোন সতী সাবিত্রীকে কেহ মাতারূপে স্বীকার করিতেছেন, নিঃসন্তান যিনি,

ত সাহসে কি চলে? এত সম্বন্ধ পাতাইয়া এখন দূর হ' বলা, আঘাত করা, সর্ব্বনাশ চিন্তা করা, কি পরস্পরে সুখী হওয়া, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা, কি শোভা পায়? এই যে মণ্ডলী ইহা মনের মণ্ডলী দশটি আত্মা একত্র হইয়া পরলোকধাম রচনা করিতেছে। প্রাণ যখন বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন করিতে চায়, মুখ তখন কটু বলে কেন? এই প্রশ্ন স্বয়ং ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি, যে নীচু ছিল, তাহাকে উচ্চ করিলেন, প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে যার জন্য শ্রদ্ধা ভক্তির উপহার আসিতে লাগিল, সে যদি নিরাকার ধর্ম্মের অবয়বকে খণ্ডন না করিয়া ভঙ্গ করে, তাহা হইলে কি হয়? দেখিও শুক্তির প্রতি দারুণ অত্যাচার যেন না হয়। নিরাকার ঈশ্বরের প্রমাণ কি? আকারযুক্ত মণ্ডলী। নিরাকার স্বর্গের নিদর্শন কি? ধর্ম্মপরিবারের সম্বন্ধ। মহাব্যাপার হয়, যখন পৃথিবীতে এইরূপ মণ্ডলী রচনা হয়। ইহা হইতেই সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়, নীতি রক্ষিত হয়, স্ত্রীজাতির উন্নতি হয়। ইহা এক বার বিকৃত হইলে প্রচারে ফল হয় না, স্ত্রী জাতির দুর্গতি হয়, অর্থাগমও বন্ধ হইয়া পড়ে। এই মণ্ডলীরূপ দেহে যদি ব্যারাম হয়, মুখ যদি না বলে, যার পরিশ্রম করিবার সে যদি না করে, পৃথিবীর লোক আসে না, বরং চলিয়াই যায়। যদি ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তবে হে আত্মগণ, মণ্ডলীকে পবিত্র কর, প্রেমেতে পূর্ণ কর; ধর্ম্মমণ্ডলীতে যাহাতে শান্তি ও পবিত্রতা প্রবিষ্ট হয়, কায় মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হও।

আত্মনিবেদন।

হে আত্মন্! তুমি কি লোভে পূর্ব্বাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নূতন আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে? তোমার পূর্ব্বাশ্রম ভাল লাগিল না কেন? দেখ তোমার চতুর্দ্দিকে শত শত লোক যে আশ্রমে তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই আশ্রমেই জীবন শেষ করিয়া যাইতেছে। তাহারা দুঃখ ক্লেশকে দুঃখ ক্লেশ বলিয়া গণ্য করিতেছে না। তাহারা কখন হাসিতেছে কখন কাঁদিতেছে, অথচ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট আছে। তুমি কি দেখিয়া, বল, নূতন আশ্রমে প্রবেশ করিলে? তুমি যে লোভে আসিলে, বল সে লোভ কি তোমার চরিতার্থ হইয়াছে? এ নূতন আশ্রম ভারতের আশ্রম হইবে, পৃথিবীর আশ্রম হইবে, এখানে সুখী পরিবারের বাস হইবে, তুমি তো এই লোভে পড়িয়া আসিয়াছ, কৈ সে লোভ তোমার পরিতৃপ্ত হইল কোথায়? এই লোভে পড়িয়া তোমার কি সর্ব্বনাশ হইল, তুমি আজও কি দেখিতে পাও নাই? তুমি কি লোভপরিতৃপ্তির জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিবে মনে করিয়াছ? তোমার যাহা ২ কিছু অত্যন্ত প্রিয় তাহা ইহার জন্য বলি অর্পণ করিতে কি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ? তুমি যেরূপ দুর্ব্বল, তাহাতে ঈদৃশ সাহসিক ব্যাপারে তুমি কিরূপে প্রবৃত্ত হইলে জানি না। তুমি অনেক বার দুঃখের কথা শুনিয়াছ, আর্ত্তনাদ শুনিয়াছ, সকল যত্ন বিফল হইয়াছে। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আমার সম্মুখে অতি প্রিয় সামগ্রী বিনষ্ট হইতে দেখিলেও বিধির বিরোধে দ্বিরুক্তি করিব না, ভগবান্ তোমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন অভিমান করিও না, তুমি ঈদৃশ বলি অর্পণ নিজ গুণে করিয়াছ। ভগবানের করুণা যদি তোমার চিত্ত ভাবরাজ্যে আকৃষ্ট করিয়া না রাখিতেন, নিশ্চয় তোমার চিত্ত বহির্ব্যাপারনিচয়নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারিত না। এখন কি করিবে বল, তুমি যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছ এ অবস্থায় যদি তোমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে না পার, তোমার কি ঘোরতর অপরাধ হইবে। তুমি যথার্থই [illegible] সেই সকল লোককে সমগ্র হৃদয় অর্পণ করিয়াছ, যাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীতে সুখী পরিবার সংস্থাপিত হইবে। তুমি বলিবে, যে বলি আমি অর্পণ করিয়াছি, তাহাই আমার অনুরাগের প্রমাণ। এ কথা বলিলে শুনিব না, আমি শুনিতে চাই, শেষ পর্য্যন্ত তুমি অনুরাগের অনুরোধে আরো যদি বলি অর্পণ করিতে হয়, করিতে পারিবে কি না? তুমি বলিবে, আমি এখন যে সঙ্কট স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমার আর শেষ পর্য্যন্ত অনুরাগানল প্রদীপ্ত না রাখিয়া চারা কি? যদি না রাখিতে পারি, তবে যে বলি অর্পিত হইয়াছে সেই বলিই যে আমাকে নরকস্থ করিবে। মানিলাম, কিন্তু বল তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ, যাহাতে তুমি শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রিয় পরিবারের প্রতি অনুরাগ প্রদীপ্ত রাখিতে পারিবে? যদি তোমার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দিন দিন গাঢ়তর না হয়, কখনও তাঁহার পরিবারের প্রতি অনুরাগ কখন স্থায়ী হইবে না। বিবাদ বিসংবাদ অসম্মিলন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এ সকলের মূল আর কিছুই নয়, অযোগিত্ব। যদি তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে না পার, মনে করিও না [illegible] সঙ্গে তোমার যোগ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। [illegible] ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হয়, হৃদয়ে যোগানন্দ না থাকিলে সে সকলকে অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে অতিক্রম করিয়া কে তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ অব্যাহত রাখিতে পারে? তাই বলি, হে আত্মন্, তুমি দিন দিন ঘনিষ্ঠ যোগে যোগী হও, নৈলে তোমার স্বর্গীয় লোভই তোমার বিনাশের কারণ হইবে। আজ তোমায় সাবধান করিবার জন্য তোমার অবস্থা তোমাকে জ্ঞাপন করিলাম, সাবধান হও, যেন যোগে কখন উদাসীন হইয়া না পড়।

সংবাদ।

বিগত ২৬শে বৈশাখ সোমবার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত যোড়পুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শরৎ কুমার ঘোষের পবিত্র ব্রহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে শুভবিবাহ হইয়াছে; এবং ৩১শে বৈশাখ শনিবার [illegible] সাধক ভাই কুঞ্জবিহারী দেবের জ্যেষ্ঠা

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ ৯ সংখ্যা	১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৮০৪ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জগজ্জননি, হে স্নেহময়ি, আমাকে অভিযোগপিশাচের হস্ত হইতে নিয়ত রক্ষা কর। তোমার স্নেহ নিয়ত আমার কল্যাণ সাধন করিতেছে, আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আমি কোথাও দেখিতে পাই না, অথচ অভিযোগপিশাচ আমার কর্ণে কর্ণে আসিয়া বলে "ওরে তুই নিতান্ত বোকা, তোর এত দুঃখের কারণসত্ত্বে তুই কেন নিশ্চিন্ত আছিস? তুই কি ভীরু না কাপুরুষ যে নিজ অধিকার প্রাপ্তির জন্য সমুচিত অভিযোগ উপস্থিত করিয়া প্রাপ্য বিষয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছিস্ না। কাপুরুষেরাই নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকে, এবং সেই সন্তোষ তাহাদিগের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধির দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। দেখিতেছিস্ না তোর সম্মুখে কত লোক আপনার সুখের সুবিধা করিয়া লইতেছে, তুই সুখে নিদ্রা যাইতেছিস্।" হে মাতঃ নিয়ত বল দাও যে এই পিশাচকে সগর্ব্বে বলিতে পারি "রে পিশাচ, পশ্চাৎ অপসৃত হ"। পিশাচ বলে কি? আমার মনে অসন্তুষ্টি উৎপাদন করিয়া আমার যথেষ্ট অধিকৃত সুখসৌভাগ্য হরণ করিতে চায়! আমি তোমার কৃপায় পরম সুখী হইয়া কোন্ প্রাণে এমন সকল অভিযোগ উপস্থিত করিব, যাহাতে লোকে মনে করিবে, আমি তোমার রাজ্যে আসিয়া বঞ্চিত হইয়াছি। জননি, তুমি জান কোন প্রকার অভিযোগের কথা তোমার দাসের কর্ণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। অভিযোগ, তোমার রাজ্যে অভিযোগ, এ কি কখন সম্ভবে? তুমি কি অসম্পন্ন রাখিয়াছ যাহার জন্য অভিযোগ করিতে পারি? শত্রুগণ মিত্রের বেশে নিকটস্থ হইয়া অভিযোগ শিক্ষা দিতে যত্ন করে, দেখিও, মাতঃ, তোমার এ সন্তান যেন ছদ্মবেশ দেখিয়া বঞ্চিত না হয়। আজ বহু বর্ষ তোমার গৃহে আসিয়া যে ব্যক্তি কোন দিন কোন অভিযোগ উপস্থিত করিবার কারণ পাইল না, আজ পরের কথায় কাণ দিয়া তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবে? অমুকে আমায় উপেক্ষা করিল, অমুকে আমায় শক্ত কথা বলিল, অমুক আমায় অপদস্থ করিতে যত্ন করিল, অমুক আমায় রোগ বিপদের সময় সাহায্য করিল না, অমুকে আমায় সুখ বৃদ্ধি করিয়া দিবার উপায় করিল না, এ সকল অভিযোগ তাহাদিগের বিরুদ্ধে না তোমার বিরুদ্ধে? যাহারা এ সকল করিল, তাহারা যে আমার ধর্ম্ম বাড়াইয়া দিল, তোমাতে সুখ শান্তি আরো গভীরতর করিল,

বাহির হইতে ভিতরে সুখের রাজ্যে প্রবেশ করিতে সাহায্য করিল, তাহারা কি অল্প উপকার করিয়াছে যে আমি তাহাদিগের বিরোধে অভিযোগ উপস্থিত করিব? আমায় রোগে শোকে আক্রমণ করিয়াছে কে বলিল? রোগ শোক যে আমায় দিব্যধামবাসিগণের সহবাস সুখ অর্পণ করিয়াছে। যদি কিছুই আমার অপকার না করিয়া থাকে, প্রত্যুত আমার বহু উপকার সাধন করিয়া থাকে, তবে এ সকলের জন্য অভিযোগ করিব, কি তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে বাধ্য হইব, তুমিই বল। তাই বলি হে বিশ্বজননি, অভিযোগ-পিশাচ যেন আমার গৃহের ত্রিসীমাতেও আসিতে না পারে, আমি সর্ব্বদা যেন তাহার গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হই।

দ্বিবিধ সাধন।

আমরা আর বার চারি প্রকার সাধনের উল্লেখ করিয়াছি। এ বার চারি প্রকার সাধনকে এক ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সাধন বলিয়া এক প্রকার এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীসম্পর্কীয় সাধন অপর প্রকার এই দুই প্রকার সাধন বলিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রথম প্রকার সাধন দ্বিতীয় প্রকার সাধনের মূল। প্রথমটি আয়ত্ত না হইলে দ্বিতীয়টি আয়ত্ত হয় না, দীর্ঘকালের পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছি। এ সিদ্ধান্ত প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিপরীত সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা প্রয়োজন।

আপাততঃ দেখিতে বোধ হয় অদৃশ্য ঈশ্বর অপেক্ষা দৃশ্যমান ভ্রাতা ভগিনীগণকে প্রীতি করা সহজ। পৃথিবীতে যে সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, সেই সকল সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহজে প্রতীত হয়, ঈশ্বর অপেক্ষা মনুষ্যকে ভাল বাসা অতি সহজ। একটু গূঢ়রূপে বিচার করিলে প্রতীত হইবে, এখানে আমরা যাহাকে ভাল বাসা বলিতেছি তাহা অতি নীচ উহাকে কখন স্বর্গীয় ভালবাসা বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত ভালবাসা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় না দিলে কখন হইতে পারে না। আপনাকে বিদায় করিয়া দেওয়া সহজ সাধ্য নহে, এই ব্যাপার সাধনের জন্য ধর্ম্মের উচ্চতর সাধন অবলম্বন করিতে হয়। এ সাধন ঈশ্বর সহ যোগ সাধন ব্যতীত কখন হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্পূর্ণরূপে আপনাকে পরিত্যাগ ও ঈশ্বরে আপনাকে বিলীন করিয়া না ফেলিলে কেহ কোন দিন সিদ্ধ হইতে পারে না। নিঃস্বার্থ ভাব প্রীতির প্রাণ। এ নিঃস্বার্থ ভাব ঈশ্বর সহ যোগের পরিমাণে সম্ভবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরবিষয়ক সাধন একান্ত প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলিবেন, ঈশ্বরবিষয়ক সাধন বিনা আত্মবিলোপ হয় না, একথা বলা যায় না। কেন না বৌদ্ধগণ আত্মবিলোপ করিয়াছেন, অথচ ঈশ্বরবিষয়ক ভাব তাঁহাদিগের কিছু ছিল না। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে নাস্তিকতা সহ বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত ভিন্নতা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, এখানে এই মাত্র বলা প্রয়োজন বৌদ্ধধর্ম্মে প্রীতির অবকাশ নাই, দয়ার অবকাশ আছে। দয়া যদিও প্রীতিজাতীয় বটে, তথাপি উহা সে প্রীতি নহে যাহাতে প্রিয় বস্তু সহ আপনার সম্পূর্ণ অভেদ ভাব সমুপস্থিত হয়। বরং এখানে দয়ার পাত্র অবস্থাগত তারতম্যবশতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থান করে, অন্যথা এক জন আর এক জনের প্রতি দয়া কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? কেবল মনুষ্যত্ব সাধন দ্বারাও ঈদৃশ উচ্চতর প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই। কেন না এখানে পরার্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগের প্ররোচক কিছুই নাই। যদি মনুষ্যত্বই প্ররোচক হয়, তবে যাহা সাধনের বিষয় তাহাই প্রথম হইতেই সিদ্ধ বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, ইহা একান্ত অসম্ভব। অনেকে মনুষ্যত্বই মনুষ্যত্বের কারণ বলিয়া অভিমান

করেন এবং এমন সকল প্রীতির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে অগ্রসর যাহাতে সর্ব্বোচ্চ প্রীতির সঙ্গে উহা সমকক্ষ হয়। আমরা এ সকল দৃষ্টান্তের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, তন্মধ্যে তখনও পার্থিব মুগ্ধতা অবস্থিতি করিতেছে, উহা স্বর্গীয় প্রীতির পদবীতে কখন আরোহণ করিতে পারে না।

ঈশ্বরে প্রীতি, ভ্রাতৃগণে প্রীতি, সমুদায় ধর্ম্মের সার। আমরা এই ধর্ম্মসাধনে বহু বৎসর যাবৎ যত্ন করিতেছি। এত বৎসরের যত্নে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, ঈশ্বরে প্রগাঢ় প্রীতি ব্যতীত কদাপি ভ্রাতৃগণের প্রতি যথার্থ প্রীতির সঞ্চার হয় না। অনেক সময়ে আমাদিগকে ইহাও মানিতে হইয়াছে ঈশ্বরে প্রীতি সহজ, ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রীতি তদপেক্ষা সুকঠিন। ঈশ্বর সহজে সন্তানগণকে যেরূপে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে দেন, এবং তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতাদি যে প্রকার অসম্ভব, মনুষ্যসম্বন্ধে তাহা নহে। সুতরাং মনুষ্যে প্রীতিসাধন অপেক্ষা ঈশ্বরে প্রীতিসাধনে বিঘ্ন অল্প। আমাদিগের মধ্যে অনেকের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে, মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ অতি অল্প বলিয়া প্রতীত হয়। যদি ন্যূনাধিক্যকেই চরম ফল বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি ঈশ্বরে প্রীতি জন্মিলেও হয় না, সুতরাং উহা অসাধ্য। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে অবশ্য ভ্রান্তি আছে, এই ভ্রান্তি বাহির হইলেই আমাদিগের প্রবন্ধ অবতারণের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

ভ্রাতার প্রতি প্রীতি সাধন সুকঠিন কেন না সেখানে প্রতিযোগিতাদি বহু প্রতিবন্ধক আসিয়া অন্তরায় হয়। এই অন্তরায় সকল যাহাতে প্রীতিসাধনে বিঘ্ন সমুপস্থিত করিতে না পারে, এই জন্য আমরা অগ্রে ঈদৃশ অন্তরায়বিহীন ঈশ্বরপ্রীতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরপ্রীতির প্রগাঢ়তার পরিমাণানুসারে সমুদায় বাহিরের বিঘ্ন প্রতিবন্ধকতাকে আমরা অনায়াসে পরাভব করিতে পারি। যেখানে আমরা দেখিতে পাই অন্তরায় সমুদায় আমাদিগকে পরাভব করিতেছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, এখনো আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতি হয় নাই। ঈশ্বরের প্রীতিতে যদি আমাদিগের চিত্ত সদা অভিষিক্ত থাকে, তবে সেই প্রীতির গুণে আমাদিগেতে তাঁহার ধৈর্য্য ক্ষমা সামর্থ্য প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়। এমন কি হৃদয় সর্ব্বদা গভীর শান্তিসলিলে নিমগ্ন থাকাতে সে সকল অন্তরায় প্রাণকে কখন তরঙ্গায়িত করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ঈশ্বরে প্রকৃত প্রীতির সঞ্চারে ভ্রাতার প্রতি প্রীতি সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে।

একজন বলিতে পারেন, যে সকল মহাত্মাদিগের ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহারাও সময়ে সময়ে ভ্রাতার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কিরূপে বলা যাইতে পারে ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ ভ্রাতার প্রতি তদনুরূপ অনুরাগের হেতু। প্রীতি এবং কঠোর ব্যবহার দুই একান্ত বিপরীত ইহা কে বলিল? প্রীতি যে কঠোর ব্যবহার আনয়ন করে, তাহা আপাততঃ দেখিতে অসদৃশ হইলেও পরিণামমধুর। যেখানে প্রীতি নাই, অথচ কঠোর ব্যবহার আছে, তাহাই ভ্রাতৃপ্রীতির একান্ত বিরোধী, প্রীতি প্রীতিপাত্রের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কিছু চায় না, সুতরাং তাহা তজ্জন্য সময় সময় কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিলেও প্রগাঢ় প্রীতি।

যাহা বলা হইল তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, ঈশ্বর সহ যোগ ভ্রাতৃমণ্ডলী সহ যোগের মূল। এখানে এক জন বলিতে পারেন ঈশ্বর যোগকে আমরা মনুষ্য সহ বিয়োগের কারণ অনেক স্থলে দেখিতে পাই। সুতরাং একটিকে অন্যটির কারণ কি প্রকারে বলিব। বরং একের সহিত যোগে অপরের সঙ্গে বিচ্ছেদ

ইহাই নিয়ত দৃষ্ট বিষয়। আমাদিগের এস্থলে বক্তব্য এই যে, ঈদৃশ যোগ সাধনে অবশ্য দোষ আছে। অন্যথা বুদ্ধগণের কঠোর নিবৃত্তি যোগও যখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে জীবের প্রতি দয়া উদ্রিক্ত করে, তখন যোগকে কখন মনুষ্যের প্রতি ঔদাসীন্যের কারণ বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা যোগের জন্য নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিয়াছেন এবং বিষয়ীর সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়া লোকের হিতার্থে জীবনক্ষেপ করিয়াছেন। শুকাদি যোগিগণ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদি কেহ ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সাধন দোষসংস্পৃষ্ট অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মহর্ষি জনক যখন যোগে সিদ্ধি লাভ করিলেন, তখন মনে করিয়াছিলেন ঈশ্বর সহবাসে চিরদিন অরণ্যে বাস করিবেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি রাজ্যপালনের আদেশ হইল। তিনি সে আদেশকে অবহেলা করিতে পারিলেন না। অধিকাংশ যোগিসম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদিগকে অপবাদ দেওয়া বৃথা। যত বিজ্ঞান ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় উহার সকলই মহর্ষিগণ প্রণীত। শুদ্ধ এদেশে নয়, সকল দেশেই এই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল দ্বারা এই সপ্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরযোগ মনুষ্যজাতি সহ বিয়োগের কারণ নহে, ঘনিষ্ঠ যোগের কারণ। জ্ঞানযোগেই যখন ঈদৃশ যোগ দৃষ্ট হয়, প্রীতিযোগের তো কথাই নাই।

বেদ, শ্রুতি, পুরাণ ও আগম।

বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, আগম এসকল শব্দ যে আমরা ব্যবহার করিতে পারি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আমরা এ সকল শব্দসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না, আমাদিগের মধ্যে এই সকলের পর্য্যায়ক্রমে অভ্যুদয়, এবং পরিশেষে সকলের একীভূততা ইহাই আমাদিগের এ প্রবন্ধের দর্শনীয় বিষয়। বেদ ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ, এ কথা আমরা বলিতে পারি কি না, সর্ব্বপ্রথমে ইহা নির্দ্ধারণ হওয়া আবশ্যক। সকলেই জানেন বেদান্ত ইহার মূল, বেদ নহে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের ব্রহ্ম লইয়া এই ধর্ম্মের পত্তন দেন। মুসলমান এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সংঘর্ষণে তাঁহার মনে প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, কি সহজ ভাবে প্রধূমিত বিতৃষ্ণা এই ধর্ম্মদ্বয়ের দ্বারা প্রজ্বলিত আকার ধারণ করে, আমরা বলিতে চাই না, কিন্তু এই বলি তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অর্চ্চনা অবলম্বন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যখন এসময়ে ধর্ম্মস্থাপনের যত্ন হইয়াছে, তখন এ সময়কে ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈদিক কাল কখন বলা যাইতে পারে না। যথার্থ বৈদিক কাল সেই সময়ে যখন সাক্ষাৎ সহজ জ্ঞানকে ইহার পত্তনভূমি করা হইয়াছে। হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাস বৈদিক সময়ের প্রবর্ত্তক। যে কালে ব্রাহ্মসমাজে এই উচ্ছ্বাস কার্য্য করিয়াছে এবং বাহ্য জগতে ঈশ্বরের ক্রিয়া অবলোকন করিয়াছে, তখনই ইহার বৈদিক সময়।

বৈদিক সময়ের অন্তে শ্রুতির সময় উপস্থিত হয়। ইহাতে বিবেকবাণীশ্রবণ সর্ব্বপ্রধান। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি বাহ্য হইতে ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। এই বিভাগের আরম্ভে নীতি অন্তে জীবনের সমুদায় বিভাগসম্বন্ধে আদেশ শ্রবণ প্রাধান্য লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজ পর পর অবস্থা লাভের সময়ে ইহার উপাসকশ্রেণীভুক্ত সকল লোককে লইয়াই যে অবস্থান্তরে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পদার্পণ করিতে অনেকে ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছে; অল্পসংখ্যক লোক সঙ্গে আসিয়াছে। বৈদিক সময় হইতে ইনি যখন শ্রৌত সময়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন অনেকে আর অগ্রসর হইলেন না

পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়া গেলেন সুতরাং তাঁহাদিগের উন্নতি সেই স্থলে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। আবার এই শ্রৌত সময়ের আরম্ভে সঙ্গে থাকিয়া অনেকে ইহাঁর পরিণামাবস্থায় ইঁহার উন্নতির অণুগমন করিল না, সুতরাং তাহাদিগের আত্মার আলোক লঘু হইতে লঘুতর হইয়া পড়িল। তাহারা শ্রৌত অবস্থা হইতে পৌরাণিক অবস্থায় সমাগত হইবে দূরে থাকুক শ্রৌতাবস্থাতেও অসিদ্ধমনোরথ হইয়া অবস্থান করিল।

ক্রমে শ্রুতি পুরাণে পরিণত হইল। পুরাণ ঈশ্বরের অনবচ্ছেদ ক্রিয়াসম্ভূত। শ্রবণের আরম্ভ এবং বিশ্রাম আছে, সুতরাং শ্রৌত সময়ে সময়ে ২ শ্রবণ পুরাণে অবিচ্ছেদে তাঁহার ক্রিয়াতে জীবননির্ব্বাহ। এই সময়ই যথার্থ বিধানের সময়, সুতরাং এই সময়ে নববিধান প্রচারিত হইল। ঈশ্বরের ক্রিয়াসাতত্য দর্শন ও অনুভব বিনা এই সময়ের কেহ অন্তর্ভূত হইতে পারে না সুতরাং এ সম্বন্ধে যাহাদিগের দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইল না, তাহারা পশ্চাতে পড়িল এবং তাহাদিরে জীবনস্রোত অবরুদ্ধ হইয়া গেল। ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ ক্রিয়া পুরাণ এবং সেই ক্রিয়াতে নিত্য যে সকল সত্যের সমাগম হয়, তাহাই আগম। এই আগম সাধকগণকে মণ্ডলীতে বদ্ধ করে এবং সত্যের সমাগম সেই মণ্ডলীর মধ্য দিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই মণ্ডলীর মধ্যবিন্দু ঈশ্বর, ইহার পরিধি বিস্তৃত পৃথিবী। পৃথিবীর যেস্থানে যে লোক কেন বাস করুক না, বর্ত্তমান সময়ের বিধানের অনুসরণ করিলে সে সেই মণ্ডলীস্থ। সুতরাং দূর ও নিকট সর্ব্বত্র একই সত্য অনুভূত হয়। পুরাণ ও আগম পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থাকে এক স্থানে আনয়ন করে। ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ ক্রিয়া বাহে অন্তরে, এবং ব্যক্তিবিশেষে লক্ষিত হয়। সুতরাং বৈদিক ও শ্রৌত এ দুই অবস্থা পুরাণ ও আগম পরিহার করিতে পারে না। এখানেই পূর্ব্বাপর অবস্থার সামঞ্জস্য। পুরাণ ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ বর্ত্তমান ক্রিয়া না দেখাইয়া যখন অতীত কালের ক্রিয়া প্রদর্শন করে তখন উহা বেদ শ্রুতি ও আগম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। যত দিন নবীনতর বিধান আসিয়া এই মৃত অবস্থাকে স্থানান্তরিত না করে, তত দিন সর্ব্বসামঞ্জস্য হৃদ্গোচর হয় না। সকল পৌরাণিক সময় সমান নয়। বর্ত্তমান পৌরাণিক সময় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পৌরাণিক সময়ে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্ব সময়ে ব্যক্তিবিশেষে ঈশ্বরের ক্রিয়াসাতত্য লোকে অনুভব করিয়াছে, আত্মাতে বা তদন্যত্র তাহা অবলোকন করে নাই। সুতরাং বেদ ও শ্রুতি সাধারণ লোক হইতে দূরে স্থিতি করাতে সুবহু ভ্রম কুসংস্কার আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে জুটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাহে, অন্তরে, এবং ব্যক্তিবিশেষ এ তিনেতেই ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়া প্রতিসাধকের অনুভবের বিষয়, ইহার কোনটি পরিহার করিলে এ সময়ের পুরাণের লোক হইতে পারা যায় না। এই তিনের সামঞ্জস্যে আগম বা নিত্য সত্যলাভ সম্ভবে; অন্যথা কল্পনা ভ্রান্তি প্রভৃতি দ্বারা নিপীড়িত হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে বেদ, শ্রুতি, পুরাণের সমাগম প্রদর্শন করিলাম। আগম সর্ব্বদা সাধককে জীবিত রাখে তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। একা নির্জ্জনে স্থিতি করিলে আগমের সম্ভাবনা নাই তাহা নহে, কিন্তু এস্থলে দেখিতে হইবে যে যিনি নির্জ্জনস্থানবাসী তিনি অধ্যাত্মমণ্ডলী সহ সর্ব্বদা সংযুক্ত আছেন কি না? ঈশ্বর সহ যোগে সকলের সঙ্গে যোগ ইহা বলিলে চলিবে না। কেন না লাভালাভ সকলই লক্ষ্যানুসারে। যে ব্যক্তি যে প্রকার বিষয়ের প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে যায়, তিনি তাহাকে তাহাই অর্পণ করেন। কোন ব্যক্তি যদি আপনার জীবন অধ্যাত্মমণ্ডলী সহ সংযুক্ত করিয়া পরসেবায় নিযুক্ত হইতে না চায়, তবে সে ব্যক্তিতে নিত্য সত্যাগমের প্রয়োজন কোথায়? তাহার নিজের জীবনের কথঞ্চিৎ উন্নতিসম্বন্ধে

যত দূর আবশ্যক লাভ হইয়া আগম নিবৃত্ত হয়। এই সকল লোক সীমাবদ্ধ ভূমিতে আবদ্ধ থাকে নিত্যোন্নতি তাহাদিগের জীবনে অসম্ভব।

আগমসম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহাতে প্রতীত হইবে, আগমভিন্ন অনন্ত উন্নতির দিকে উত্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহাদিগের লক্ষ্য অনন্ত, তাহাদিগের আগমেরও পরিসমাপ্তি নাই। সাধকে ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াতে নিত্য নূতন আগম প্রকাশিত হইতে থাকে। এই আগম সাধকের জীবন ও আচরণের নিয়ামক। ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা কিছু সমাগত হয়, সাধক আপনার জীবন ও আচরণ তদনুসারে গঠিত ও নিয়মিত করেন। তোমার জীবন ও আচরণ যদি ঈশ্বরের ক্রিয়াতে নিত্য নূতন বেশ ধারণ না করে, তবে জানিবে তোমার মৃত্যু সমুপস্থিত হইয়াছে, তোমার ঘোরতর অপরাধ সঙ্ঘটিত হইয়াছে, অন্যথা প্রবাহ অবরুদ্ধ হইল কেন? আগম যুবাকে গম্ভীর করে, বৃদ্ধকে নব উদ্যম উৎসাহে পূর্ণ করে, দিন দিন শিশুভাব আনিয়া উপস্থিত করে। যেখানে আগম আছে সেখানে প্রেমপূর্ণ পবিত্র পুণ্য ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী, কেন না যত দিন ঈশ্বরের ক্রিয়া সাধকে অবস্থিতি করে, তত দিন পাপ অপ্রেম প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না। কুৎসিত, ঘৃণিত, বিবেকবিরুদ্ধ জীবন ও আচরণ আগমের তিরোধান প্রদর্শন করে, সুতরাং সে সময়ে আগমের ভাণ বঞ্চক ধূর্ত্ত ব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

প্রাচীন শাস্ত্রে পুরাকালে একটি মাত্র বর্ণ ছিল কথিত আছে। এই বর্ণ শুভ্র শ্বেতবর্ণ। ক্রমে বিকৃত আচরণ দ্বারা এই বর্ণসকলের কৃষ্ণ রক্তাদি বর্ণে পরিবর্ত্তন হইয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণের উৎপত্তি হইল। প্রাচীন কাহিনীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার যত্ন নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক, জন্ম মাত্র সকলেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু পরিশেষে সংসারের পাপসংস্রবে শূদ্রত্ব চণ্ডালত্বাদি সমুপস্থিত হয়। বংশের উচ্চতা নীচতা অনুসারে মনুষ্যের উচ্চতা নীচতা সমুপস্থিত হয়। তুমি যদি আপনাকে ঋষিবংশসম্ভূত মনে না করিয়া চর্ম্মকার বংশের লোক মনে কর, তাহা হইলে তোমার জীবন ও আচরণ ঋষিতুল্য হইবে না, কিন্তু চর্ম্মকারের অনুরূপ হইবে। আপনাকে উন্নত করিতে হইলে উন্নত বংশের সহিত আত্মার একত্ব অনুভব একান্ত প্রয়োজন। তুমি ঈশার বংশ কি বুদ্ধের বংশ, চৈতন্যের বংশ কি ঋষিবংশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। তোমার জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, ইঁহাদিগের কাহারও না কাহার সঙ্গে তোমার বংশের একতা আছে। যদি কিছু দেখিতে না পাও তবে তুমি নিতান্ত দুর্ভাগা। অবিশ্রান্ত সাধন কর, উপাসনা কর, প্রার্থনা কর, যত দিন না বংশ বুঝিতে পার নিবৃত্ত হইও না। তুমি নীচ সংসর্গ করিয়া আত্মবংশ বিলোপ করিয়াছ, তাহার পুনরুদ্ধারের উপরে তোমার সদ্গতি নির্ভর করে। এক বার যদি নিজ বংশ নির্ণয় হয়, অন্যবংশের তৎসহ সংমিশ্রণ অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। কেন না প্রধান বংশ সহ বংশান্তরের মিশ্রণ স্বাভাবিক ব্যাপার। বংশবিনির্ণয় ব্যাপারকে ক্ষুদ্র মনে করা কাহার সমুচিত নয়। আমরা ভরসা করি, সকলে আত্মবংশবিনির্ণয়ে যত্নশীল হইবেন।

এ দেশের ঋষিগণ ইতিবৃত্তের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই, ইহা তাঁহাদিগের একটি নিন্দার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ইতিবৃত্ত একটি প্রধান শাস্ত্র এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যসমাজের সুমহান্ উপকার সাধিত হয় আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ কথাও বলি যে, মনুষ্য সমাজের ইতিহাসে যাহা অবশ্য রক্ষণীয় তাহা কোন না কোন প্রকারে অবশ্য রক্ষিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ ইতিহাস লিখিতে যত্ন করেন নাই, অথচ বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি যাহা আছে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তৎতৎ কালের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়সকল আমরা প্রাপ্ত হই। যে সকল নাম মনুষ্যকুলের গৌরবার্থ অবশ্য জ্ঞাতব্য সে সকল নামও বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা যাহা বলিলাম তদ্দ্বারা ঋষিগণের উপেক্ষার পুষ্টি পোষণ করিতেছি না, এই মাত্র বলিতেছি যে বিধাতা এমন সুনিপুণ যে কোন প্রকারে আপনার ক্রিয়াকে জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে দেন না। সেই সকল লোকের নিকট আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞ হইব, যাঁহারা কোন দেশের বিলুপ্তকীর্ত্তি ও বিলুপ্ত নাম উদ্ধার করিতে নিয়ত যত্নশীল। ইঁহারা এতদ্দ্বারা লোকসমাজের মহদুপকার সাধন করেন। এক জাতির বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাদিগের মহত্ত্ব তাহাদিগকে বুঝাতে দেওয়া সামান্য উপকার নহে। যে সকল বিদেশীয় মহাত্মা আমাদিগের বিলুপ্তপ্রায় বেদাদি উদ্ধার

করিলেন, তাঁহারা কি আমাদিগের অল্প কৃতজ্ঞতাভাজন? আমরা জানি না, কবে আমাদিগের দেশীয় লোকগণ এ সম্বন্ধে স্বজাতির প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন করিবেন।

অনেকে ভূত কাল দেখিয়া বর্ত্তমানের বিচার করে ইহাতে আমাদিগকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে হয়। এই সকল লোকের অন্তরে নিরাশা ও অবিশ্বাস আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং কোন উন্নত উৎসাহের কথা শুনিলে বলে, "আরে মশায় এত কাল যাহা হইল না, আজ তাহা হইবে?" কি সর্ব্বনাশের কথা, যাহা পূর্ব্বে হয় নাই আজও তাহা হইবে না, এ সিদ্ধান্ত করিলে যে সমুদায় উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। এই সকল অলস নিরাশ ব্যক্তি নিজেরা যেখানকার সেখানে থাকিবে, কেন বলিতেছি যেখানকার সেখানে থাকিবে, পশ্চাতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু পৃথিবী সকল বিষয়ে দিন দিন অগ্রসর হইবে। এক সময়ে যাহা অসম্ভব, অপর সময়ে তাহা সম্ভব, ইহা যদি না হইত তবে দর্শন বিজ্ঞান, সাধন ভজন, চরিত্র শোধন প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপার কখন পৃথিবীতে সাধিত হইত না। প্রতিজ্ঞার বল মহদ্বল, ইহাতে কোন্ সাধনের বিষয় সাধিত না হয়? বুদ্ধের স্থিরপ্রতিজ্ঞত্ব যে একবার তাঁহার জীবন পাঠ করিয়াছে সে আপনার জীবনে কোন সাধিতব্য বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারে না। এত কাল চেষ্টা করিলাম ক্রোধ সংযত হইল না আর কি বৃদ্ধ বয়সে উহা সংযত হইবে, উহা যে অস্থির সঙ্গে একেবারে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়াছে, এত কাল চঞ্চল মনকে জয় করিতে পারিলাম না আর কি উহা পরাজয় স্বীকার করিবে, ইত্যাদিরূপ ভীরু কাপুরুষের বাক্য কখন আমরা উচ্চারণ করিতে পারি না। বিবেক বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা চরিত্রের কোন্ অসাধ্য ব্যাপার না সিদ্ধ হইয়া থাকে? যত ক্ষণ শ্বাস আছে, অক্ষমতানিবন্ধন দুর্ব্বলতাকে স্বভাবজাত বলিয়া অথবা উহার উপযোগিতার ভাণ করিয়া উহাকে পোষণ করিব না। পুরুষের মুখে "হবে না" "হইতে পারে না" ঈদৃশ কাপুরুষের বাক্য কদাপি উচ্চারিত হওয়া সমুচিত নহে।

গুরু নানকের জীবনবৃত্তান্ত।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

গুরু নানক আপনার ভাবেই বিভোর হইয়া রহিলেন, তিনি কাহার সহিত কথা কহিলেন না, আপন গৃহেও যাইলেন না, নগর মধ্যে প্রবেশও করিলেন না। তিনি শ্মশানে এবং মুসলমানদিগের সমাধিস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লাহোরনিবাসী মনসুখ নামক শিষ্যের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি এই সময় আসিয়া নানকের সম্মুখে প্রণিপাত করিলেন। মনসুখ বুঝিলেন যে প্রচারের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, গুরু নানক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, আপনাকে দর্শন করিয়া পর্য্যন্ত আমার শরীর মনের সকল কষ্ট দূর হইয়াছে, আমি এখন সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ ও আমাকে যাইতে অনুমতি করুন। গুরুনানক উত্তর করিলেন "তুমি রজনীর শেষভাগে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান করিবে এবং পবিত্র হইবে, এক মন হইয়া পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে এবং পরম গুরুর নাম জপ করিবে, 'সত্য নাম' জপ করিলে তোমার সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" গুরু নানক তাঁহাকে এই আজ্ঞা দিলেন যে, "হে মনসুখ এক্ষণে গমন কর, নিরাকারের নাম জপ কর এবং ভগীরথকে আমার নিকট প্রেরণ কর।"

এই সময়ে নানকের শ্বশুর মুলা নবাব দৌলতখাঁর নিকট যাইয়া অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং নানকের নামে অভিযোগ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে নবাব সাহেব, আমি নানক মুদির শ্বশুর, সাত শত ষাট টাকা মুদিখানার হিসাবে আপনার নিকট যে নানকের পাওনা আছে, তাহা এখন তাঁহার পরিবারের প্রাপ্য।" নবাব উত্তর করিলেন, "হে মুলা নানক নিজে এই টাকা ফকীরদিগকে বিতরণ করিতে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।" মুলা কহিলেন "নানক উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন তাহার কথায় এখন কি হইবে?" নবাব উত্তর করিলেন, তুমি নানকের নিকট গমন কর।" মুলা নানকের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন, বৈরাগ্য এবং মহাভাব সংস্কারে নানকের বাহ্যরূপের এত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তিনি নানকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় নানক যে একটি শ্লোক ও একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই যে, আমার উদ্যান উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং আমার দাঁড়াইবার একটুও স্থান নাই। এই নানক বেচারাকে কেহ ভূত কহে, কেহ মনুষ্য কহে, কেহ বলে নানক ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমি হরি বিনা আর কাহাকেও জানি না। তাহাকেই প্রকৃত উন্মাদ বলিয়া জানিবে যে ব্যক্তি ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, তিনি একই প্রভুকে সর্ব্বত্র এক কার দেখেন, অন্য আর কাহাকেও জানেন না; এবং সেই স্বামীর আদেশই সার জানিয়াছেন। সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃত উন্মাদ জানিবে, যাহার প্রতি প্রভু প্রসন্ন, সেই ব্যক্তি আপনাকে অধম বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং সমস্ত সংসারকে ভাল বলিয়া জানেন।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া মুলার একটু মন নরম হইল, তিনি বিদায় লইয়া নবাবের

---

* মারু মহল ১, "কৈ আখে ভূত না।"

নিকট যাইয়া বলিলেন "নবাব সাহেব নানক পাগল হন নাই? তাঁহার অত্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে তাঁহার জ্ঞানের কোন ব্যত্যয় হয় নাই, আমার ইহাই বোধ হইল।" দৌলত খাঁ এখন নানকের ভগ্নীপতি জয়রামকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন, "আমি নানকের টাকা আর রাখিতে চাহি না, তিনি তদ্দ্বারা ফকীরদিগকে ভোজন করাইতে বলিয়াছেন। এখন এই নানকের শ্বশুর আসিয়া তাঁহার পরিবারের জন্য ঐ টাকা চাহিতেছেন, মূলা যাইয়া দেখিয়া আসিয়াছেন যে নানক জ্ঞানহীন নহেন, এক্ষণে আমি কি করিব? তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। এটাকা এখন নানকের পরিবারের যথার্থ প্রাপ্য তাহা আমি বুঝিয়াছি।" জয়রাম নবাবের কথায় প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন কিন্তু নবাব সাহেবের উত্তেজনায় উত্তর করিলেন, "নানক ত দূরে নন, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।" তখন দৌলত খাঁ নানককে ডাকিয়া আনিবার জন্য এক জন দূত পাঠাইলেন, নানক দূতের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি কোন নবাবকে চিনি না।" নানক আসিলেন না, দূত মুখে সে কথা শ্রবণ করিয়া দৌলত খাঁ লোদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নানককে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। দূত দ্বিতীয়বার যাইয়া নানককে বলিল, "নবাব সাহেব আপনার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন।" নানক এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন "আমি যখন নবাবের দাস ছিলাম তখন তাঁহার বিরক্তির কথা শুনিবামাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলাম, আমি এখন তাঁহার দাস নহি এখন আমি সত্য প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছি।" দূত আসিয়া নানকের কথাগুলি নবাব সাহেবকে জ্ঞাপন করিলে নবাব আপনিই নানকের নিকট আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কাজী তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনি বলিলেন, আপনি মুসলমান এক জন হিন্দুর নিকট আপনার এরূপ করিয়া যাওয়া উচিত নহে, নবাব কাজীর কথা শুনিয়া আবার উপবেশন করিয়া দূতকে কহিলেন, তুমি পুনর্ব্বার নানকের নিকট যাইয়া এই কথা বল যে, "যে পরমেশ্বরের দাস তুমি হইয়াছ তাঁহারই নামের জন্য তুমি একবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।" দূত মুখে নবাবের কথাগুলি শুনিবামাত্র নানক অমনি দণ্ডায়মান হইলেন, এবং নবাবের নিকট আসিয়া সেলাম করিলেন। নবাব বিরক্তির সহিত কহিলেন "হে নানক আমি এত বার তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, তুমি আমার নিকট আসিতেছিলে না কেন?" নানক উত্তর করিলেন, "নবাব সাহেব আমি যখন আপনার দাস ছিলাম তখন আপনার নিকট আসিতাম, আমি এখন তুমার চাকর নহি, পরমেশ্বরের চাকর হইয়াছি।" নবাব কহিলেন "তুমি যদি এমনই হইয়াছ তবে আমার সহিত যাইয়া নমাজ কর, আজ শুক্রবার।"

এই কথা বলিয়া নবাব দৌলত খাঁ লোদি, কাজি এবং গুরু নানক সাহেব একত্র হইয়া জুমা মস্‌জিদ অভিমুখে গমন করিলেন। সমস্ত সুলতানপুরময় প্রচার হইয়া উঠিল যে নবাব সাহেব আজ নানককে মুসলমান করিবেন, দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান সকলে জুমা মস্‌জিদে গমন করিতে লাগিল। মুসলমানেরা নমাজ করিবার জন্য আপন আপন স্থান গ্রহণ করিল। নানক মুসলমান হইবেন এই কথা শুনিয়া জয়রাম অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে গমন করিলেন। নানকের ভগ্নী নানকী পতির বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জয়রাম সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করিলেন। নানকী গুরু নানককে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, তাঁহার সমস্ত অন্তরের বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহার উপর ছিল। তিনি স্বামীমুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া অমনি দণ্ডায়মান হইয়া যোড় হস্তে উত্তর করিলেন, "হে ঠাকুর! আপনি আমার ভ্রাতার জন্য একটুমাত্র চিন্তিত হইবেন না, তিনি সামান্য লোক নহেন, তাঁহার দ্বারা কোন মন্দ কার্য্য হইতে পারে না, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন।" নানকী নিধে নামে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন "আপনি একবার জুমা মস্‌জিদে গিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া আসুন, আমরা আপনার প্রতীক্ষায় গৃহে রহিলাম।" অল্পক্ষণ পরেই নিধে ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইলেন, জয়রাম ব্যাকুলতার সহিত সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "সমস্ত মঙ্গল, খুব আনন্দেরই ব্যাপার হইয়াছে, তোমরা শুনিলে হয়ত তাহাতে বিশ্বাস করিবে না। আমি মস্‌জিদের ভিতর যাইতে পারি নাই। দলে দলে মুসলমান সকল যাহারা তাহা হইতে বাহির হইতেছে তাহাদিগের মুখে শুনিলাম যে প্রথমে নবাব কাজি ও নানক একত্র নমাজ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন, নবাব ও কাজি রীতিমত নমাজ করিতে লাগিলেন কিন্তু নানক এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, নমাজ সমাপ্ত হইলে নবাব সাহেব নানককে ক্রুদ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে নানক, তুমি এখানে নমাজ করিতে আসিয়াছ কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে নমাজ না করিয়া এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?' নানক এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন 'নবাব, তোমার সম্মান বৃদ্ধি হউক, কৈ আমি কাহার সহিত একত্র নমাজ করিব?' নবাব উত্তর করিলেন 'কেন আমরা নমাজ করিলাম আমাদিগের সহিত?' নানক বলিলেন, 'যখন আপনি নমাজ করিতে আসিতেছিলেন তখন ঈশ্বরের নিকট আপনি ছিলেন

বটে. তাই আমি আপনার সহিত এখানে আসিয়াছিলাম কিন্তু এখানে আসিয়াই আপনি কান্দাহারে ঘোড়া কিনিতে গিয়াছিলেন. তবে আমি কাহার সহিত নমাজ করিব?” তখন নবাব বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “হে নানক, তুমি এত মিথ্যা কথা কেন বলিতেছ? আমি তো সমস্ত সময়ই এইস্থানে উপস্থিত ছিলাম।” নানক বলিলেন “হে খানজী, শ্রবণ করুন নমাজের সমস্ত সময় আপনার শরীর এখানে দণ্ডায়মান ছিল বটে কিন্তু আপনার অন্তরের উপাসক যে মন, সে কান্দাহারে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে গিয়াছিল।” তখন কাজি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “দেখুন নবাব সাহেব এই হিন্দু কত মিথ্যা কথাই জানে” তখন নবাব বলিলেন, “নানক সত্য কথাই কহিতেছেন, উপাসনা কালে আমার আত্মা কান্দাহারে ঘোড়ার ব্যবসার কথাই ভাবিতেছিল।” ধর্ম্মাভিমানে অহঙ্কারী কাজি তখন ঘৃণিত হিন্দু জাতির এক জনের এইরূপ অপূর্ব্ব অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতার কথা মানিতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমি তো সমস্ত সময়ই নমাজ করিয়াছি. নানক, আমার সহিত কেন নমাজ করিলেন না?” নানক নবাবের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “হে নবাব, উহাঁর মন সমস্ত নমাজের সময় গৃহে যাইয়া আপন সন্তানের নিকটে ছিল, উহার অসহায় শিশু সন্তান পাছে কূপের মধ্যে পড়িয়া যায় তাহাই ভাবিতেছিল।”

ক্রমশঃ।

কুটীর।

বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

যোগশাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম; এই দুয়ের মধ্যে কেমন প্রভেদ জানিবে. যেমন স্থলে ভ্রমণ ও জলে ভ্রমণ। যোগের পথ স্থলে ভ্রমণ কারণ, ইহার প্রায় সমুদায় ব্যাপারের হেতু দেখা যায়, এই পথে কোন্ কারণ হইতে কি কার্য্য হইল অনেক পরিমাণে তাহা জানা যায়। কিন্তু ভক্তির পথ এরূপ নহে, ভক্তির পথ জলে ভ্রমণ। ভক্তিকে অহৈতুকী বলার কারণ কি? কারণ. ভক্তি ব্যাপারের হেতু জানা যায় না। ঈশ্বরের হস্ত আমাদের অজ্ঞাত এবং অলক্ষিত ভাবে অলৌকিক কার্য্য সকল করে, আমরা তাহার হেতু জানিতে পারি না। যেমন জলের উপর পথ একবার পরিচিত হইলেও তাহা অপরিচিত থাকে, সেই রূপ ভক্তির পথ। স্থল পথ নির্দ্ধারিত, এক বার পরিচিত হইলে আর অপরিচিত থাকে না। ভক্তি বারির উপর সাধন করা এই জন্য অনেকটা অহৈতুকী মুক্তির উপর জীবন স্থাপন করা। অতএব ভক্তিরাজ্যে কি কারণে কি হয় তাহা বলা শক্ত। কিন্তু তথাপি ইহা বলা উচিত, ভক্তির ভিতরে ঈশ্বরের কার্য্য এবং মনুষ্যের কার্য্য দুই আছে। যাহা ঈশ্বরের দিক্ হইতে হয় তাহা দৈবাৎ, তাহার কোন হেতু নাই, দৈব ঘটনা হঠাৎ হইল, কোন হেতু জানা নাই। কেন করিলেন, কি ভাবে করিলেন, কিছুই হেতু নাই। ঈশ্বরের দিক্ হইতে বায়ু কোন্ দিক্ থেকে, কোন্ শাস্ত্রানুসারে, কেন আসে কিছু জানা যায় না। কিন্তু আমরা জানি না এই জন্য কি বাস্তবিক অহৈতুকী? কখন না. মানুষ হেতু বলিতে পারে না এই জন্য অহৈতুকী। ভক্তি কি কেবল দৈব ব্যাপার? না, ইহা এক দিকে যেমন দৈবাৎ, মানুষের দিক হইতে আবার তেমনি সাধনের ব্যাপার। ভক্তিতে সাধন উপাসনাও আছে, আবার দৈবযোগে প্রসাদ প্রাপ্তিও আছে। যিনি অত্যন্ত ভক্ত তাঁহার জীবনও সাধনবিহীন নহে, আর যিনি অত্যন্ত সাধক ভক্ত, তাঁহার জীবনে ঈশ্বরপ্রসাদেরও অভাব দেখা যায় না। প্রত্যেকের জীবনে দুইই দেখা যায় তবে কি না, কাহার সাধনপ্রবলা ভক্তি, কাহারও দেবপ্রসাদপ্রবলা ভক্তি। কেবল পরিমাণে অধিক। শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইলে ভক্তদিগকে এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইবে। তুমি শুনিয়াছ কেহ পৈতৃক ধন, কেহ বা নিজ পরিশ্রমজাত সম্পত্তির অধিকারী হয়। দেবদত্ত ভক্তি পৈতৃক ধন, যাঁহার সেই ভক্তি আছে তিনি জন্মাবধি সেই ধন সম্পত্তির অধিকারী। আর এক জন অনেক সাধন, এবং অনেক চেষ্টা দ্বারা ভক্তি উপার্জ্জন করেন, তাহা সাধনের ভক্তি। এক জন দেবদত্ত ভক্তি লাভ করিল; কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সাধন এবং আয়াসের প্রয়োজন। যাঁহারা অত্যন্ত আয়াসের সহিত ঈশ্বরদত্ত ভক্তি রক্ষা করেন তাঁহারা যেমন ভক্তির মূল্য জানেন, তেমন আর কেহই জানেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভক্তি আসিল; কিন্তু তাহা রাখিবার জন্য যদি উপযুক্তরূপে সাধন করা না হয়, যদি সাধুসঙ্গ না করা হয়, যদি যথারীতি চিত্তশুদ্ধি না রাখা হয়, যদি রিপু প্রবল হয়, তবে সেই ভক্তি আবার পলায়ন করিতে পারে। উপর হইতে জল অনেক পড়িল; কিন্তু চারিদিক্ বাঁধ চাই। ঈশ্বরের কৃপাবারি অনেক আসিল, কিন্তু সেই কৃপা বারি রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই। আর যাঁহারা বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি লাভ করেন তাঁহাদের পক্ষেও আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভর এবং বিশ্বাস আবশ্যক। তাহা না হইলে অহঙ্কার আসিয়া তাঁহাদের ভক্তির মূল পর্য্যন্ত বিনাশ করিবে। উপর হইতে দেবপ্রসাদ যত আসিতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধন করিলে সে গুলি আরও সবল হয়। ঈশ্বর হইতে দেবপ্রসাদ আসিল, আরও প্রসাদ আসিবে, ভক্ত যদি এরূপ

আশা না করেন তাঁহার ভক্তি শুকাইয়া যাইবে। সাধন-প্রবলা ভক্তি দেবপ্রসাদ অস্বীকার করিতে পারেন না, দেবপ্রসাদ ভিন্ন তাঁহার কিছুই সিদ্ধ হয় না। তিনি বীজ বপন করেন, বৃদ্ধি হওয়া, ফল দেওয়া ঈশ্বরের হাতে। আবার দেবপ্রসাদপ্রবল ভক্তেরাও সাধক। যত বার ঈশ্বর দিবেন, তত বার সে সমুদয় রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই; যে যে পথ বলিয়া দিবেন, সেই সকল অবলম্বন করিবার জন্য সাধন চাই। পাওয়ার বেলা, লাভের বেলা হেতু নাই। ঈশ্বর কেন দিলেন, হেতু নাই। কিন্তু যত সাধন করিবে তাহার হেতু আছে। ঈশ্বরের নিকট হইতে কবে সুবাতাস আসিবে, কবে তিনি ফল দিবেন, তুমি কিছুই জান না। আমি সাধন করিয়াছি, অতএব হে ঈশ্বর! তোমাকে ফল দিতেই হইবে, ঈশ্বরকে এই কথা বলিতে পার না। শীতের সময় হয়ত শীত হইল না, গ্রীষ্ম হইল, গ্রীষ্মের সময় হয়ত শীত হইল। এ সকল ব্যাপারের হেতু নাই। ঈশ্বরসম্বন্ধে যে বিভাগ তার কারণ পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ের হেতু কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না, যদি করেন অবিশ্বাসী হইবেন। তাঁহার কাছে সাধন করিয়া পড়িয়া থাকিবে। যখন ফল দেওয়ার হয় তিনি দিবেন, তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

স্থলবর্ত্মনি যোগে তু ভক্তৌ চ জলবর্ত্মনি।
ভ্রমণং তুলনায়ৈ স্যাৎ সহেতুত্বহেতুভেদনং ॥ ১ ॥
কস্মাদ্ধেতোঃ কিমায়াতি যোগে নির্দ্দেশসক্ষমঃ।
কারণানুগুণং কার্য্যমত্র সংলক্ষ্যতে যতঃ ॥ ২ ॥
প্রসাদঃ পরমেশস্য লোকাতীতক্রমেণ তু
অসাধ্যং সাধয়ন্ ভক্ত্যাবসংলক্ষিতকারণঃ ॥ ৩ ॥
যথা জলপথে গচ্ছন্ নির্দ্দিষ্টেঽপি ন তং পুনঃ।
বিনির্দ্দেষ্টুং ক্ষমো লোকো ভক্তিমার্গে তথৈব হি ॥ ৪ ॥
জীবেশয়োর্ব্বদাতেঽস্মিন্ কার্য্যং যুগপদেবতু।
দৈবং যত্তুদনির্দ্দেশ্যং জ্ঞায়তে ন কথঞ্চন ॥ ৫ ॥
তৎপ্রসাদানিলঃ কস্মাৎ কদা কেন চ বাস্যতি।
ন জানাতি জনঃ কশ্চদ্ধেতুসন্ধানতৎপরঃ ॥ ৬ ॥
অনির্দ্দেশ্যহেতুকত্বাদয়ং জ্ঞেয়স্ত্বহেতুকঃ।
অজ্ঞাতেঽপি হেতুমত্তা সর্ব্বত্রৈবানুমন্যতে ॥ ৭ ॥
দৈবেন সাধনেনৈব ভক্তির্দ্বিধা ক্ষমতী যতঃ।
যোঽস্যাবৈকান্তিকো ভক্তো ন স সাধনবর্জ্জিতঃ ॥ ৮ ॥
নান্যোঽপি প্রসাদেন বঞ্চিতো নাবলোক্যতে।
[illegible] বিনিশ্চিতম্ ॥ ৯ ॥
[illegible] ভক্তিঃ প্রসাদপ্রবলা তথা।
আভ্যামেব বিভক্তব্যা ভক্তাঃ শ্রেণিদ্বয়েন তু ॥ ১০ ॥
স্বোপার্জ্জিতেন বিত্তেন ধনবান্ পৈতৃকেণ চ।
উপমাত্র যথাযোগ্যা প্রয়াসো দৃশ্যতে দ্বয়োঃ ॥ ১১ ॥
লব্ধপালনবৃত্তিস্তু ক্লিশ্নাতি স্বার্জ্জনং যথা।
দৌরাত্ম্যেন তিরোভাবো ভক্তের্ভক্তৈর্হি শঙ্ক্যতে ॥ ১২ ॥
বিশ্বাসনির্ভরৈর্হীনৈঃ সাধনৈঃ খলুহস্কৃতৈঃ।
প্রাদুর্ভূয় হরত্যস্য ভক্তিং সাধনভূয়সীম্ ॥ ১৩ ॥
স্থায়িত্বং হি প্রসাদস্য সাধনেনৈব সিদ্ধ্যতি।
প্রসাদেন বিনা ক্বাপি সাধনঞ্চ ন সিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥
অহেতুকঃ প্রসাদোঽস্য সাধনন্তু সহেতুকম্।
ফলানপেক্ষকো ভূত্বা সংসাধনপরো ভব ॥ ১৫ ॥
ফলে তে নাধিকারো হস্তি ফলদাতৃবশং ফলং।
অতস্ত্বমীশমনিশমনুবর্ত্তস্ব সাধনৈঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্তানুশাসনে কৃপা-সাধন সংভাবিত্বকথনং নাম চতুর্থমুপনিষৎসু পঞ্চদশমনুশাসনম্।

ভাগবত তত্ত্বসার।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

দয়াময় হরি, নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াও, আবার তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য দয়া করিয়া তাহাদের মধ্যে নানাগুণে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাহাদের কল্যাণার্থে সৎকার্য্য ও সৎপথ সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সংসারে মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বাসিভক্তগণ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মকার্য্য সংক্ষেপে এইরূপই অবগত আছেন।

জন্ম, মরণ, উপচয়, (বৃদ্ধি) অপচয়, (ক্ষয়) ও আবির্ভাব, তিরোভাব, ব্রহ্মের এ সকল কিছুই নাই। তদ্বিষয়ে বিশ্বাস ও সদ্যুক্তি কি বলিতেছে, এখন সেইটি শ্রবণ কর।

নাত্মা জজান নমরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায়্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥

প্রাণবায়ু একই, কিন্তু আমরা তাহাকে পাঁচ স্থানে পাঁচ প্রকার গুণে প্রতিভক্ত দেখিতেছি। কণ্ঠে থাকিয়া বাগ্‌যন্ত্রের সহায়তা করিতেছে, হৃদয়ে থাকিয়া সমস্ত শরীরের শিরাতে রক্তসঞ্চালন করিতেছে, নাভিতে থাকিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে উত্তেজিত করিতেছে, এবং সর্ব্বশরীরগত স্নায়ুতে থাকিয়া স্নায়ু সকলের পুষ্টিবিধান করিতেছে। এই জন্য ইহার পাঁচটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামও হইয়াছে। কণ্ঠস্থিত প্রাণ বায়ুর উদান, হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুর প্রাণ,

নাভিস্থিত প্রাণবায়ুর সমান, পায়ুস্থিত প্রাণবায়ুর অপান, এবং সর্ব্বশরীরাবস্থিত প্রাণ বায়ুর ব্যান নাম হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই শরীরাবস্থিত প্রাণ, যত দিন শরীরে আছে, তত দিন ইহার পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকারের যে প্রকাশ ভাব, তাহা কি জন্ম মরণ সাধন হইবে? যদি বল, হয়, তবেত তাহার উত্তরই দিতে ইচ্ছা করি না। যেহেতু এমন অন্ধ কে আছে যে প্রত্যক্ষকেও অপলাপ করিবে। শরীরে প্রাণ সত্বে যে জন্ম মরণ হয় না ইহা কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না? অতএব শরীরে যত দিন প্রাণ আছে তত দিন আর তাহার জন্ম মরণ নাই অর্থাৎ তাহার পাঁচ স্থানে পাঁচ প্রকারের যে প্রকাশ ভাব তাহা আর জন্মমরণশীলতার সাধক হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়েও বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম যত দিন জগতে নানা স্থানে নানাগুণে প্রকাশ পাইতেছেন তত দিন আর তাঁহার সেই নানা গুণে প্রকাশ ভাব, জন্মমরণশীলতার অনুমাপক হইতে পারে না স্বীকার করিলাম, কিন্তু যখন ব্রহ্ম, জগৎ ছাড়িয়া যাইবেন, তখন? তখন আর কি, তখন জগৎও, জগতের রূপ নামও * সেই সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে। ব্রহ্মের অনন্ত গুণসকল, ব্রহ্মের বিচিত্র সত্তাসকল, জগৎ ছাড়িয়া ক্ষণকালও অবস্থিত হয় না। জগতের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মের সত্তা জগতের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মের গুণ। এই জন্যই ব্রহ্ম জননমরণশীল নহেন। কিন্তু প্রাণ, যত দিন শরীরে আছে, সেই কয়েকটা দিনই জন্মমরণশীল নহে, শরীর ছাড়িলেই জন্মমরণশীল, অর্থাৎ প্রাণ শরীর থাকিতেও শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি পৃথক্ হইয়া অবস্থান করে এই জন্যই প্রাণ, জন্মমরণশীল। কিন্তু শরীরে অবস্থান কালে তাহার পঞ্চ স্থানে পঞ্চ প্রকারের যে প্রকাশ ভাব, সেটি কিছু তাহার জন্মমরণশীলতার অনুমাপক নহে, পক্ষে দয়াময় ব্রহ্ম, জগৎ থাকিতেও জগৎ ছাড়িয়া পৃথক্ হইতে পারেন না, এই জন্যই তাঁহাকে জন্মমরণশীলও বলিতে পারি না, অর্থাৎ এরূপ যদি কখনও সম্ভব হইত যে, "ব্রহ্ম ও জগৎ পৃথক পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে" তবে প্রাণের ন্যায় ব্রহ্মও জন্মমরণশীল অনুমান করিতে সাহসী হইতাম, এবং শরীরে অবস্থান কালে হৃদয়াদি পঞ্চস্থানে, পঞ্চ প্রকারে প্রকাশ ভাব দেখিয়া প্রাণকে যেমন জন্মমরণশীল বলি না, তদ্রূপ জগৎ অবস্থান কালেও অনন্ত স্থানে অনন্ত গুণে প্রকাশ ভাব দেখিয়া ব্রহ্মকে ও জন্মমরণশীল বলি না†। সার কথা এই, যে বস্তু অনিত্য ও নিয়মিতস্থানব্যাপী সেই জন্মমরণশীল। আর যে বস্তু নিত্য এবং অনন্ত স্থানব্যাপী, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমান বর্ত্তমান, তাঁহার জন্মমরণশীলতার সাধক অনুমান কখনও পাওয়া সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মের জন্মও নাই, মরণও নাই। ব্রহ্ম জন্মেনও নাই, মরিবেনও না। যাহার জন্ম মরণ, তাহারই ক্ষয় বৃদ্ধি। ব্রহ্মের যখন জন্ম মরণই নাই, তখন তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধিও নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম আমাদের ন্যায় বাল্য যৌবনাদি নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কখনও বা ক্ষীণ কখনও বা বর্দ্ধমান হন না, সর্ব্বদা এক ভাবেই আছেন। ব্রহ্ম বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি নানাবস্থা প্রাপ্ত, সুতরাং ক্ষয়বৃদ্ধিশীল জীবগণের মধ্যস্থানে হৃদয়কেন্দ্রে শান্তি রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার স্বভাব স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া কিছু তিনি জীবগণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সেই বাল্য যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন না। পক্ষে তিনি যদি জীবগণের রক্ষা করিতে গিয়া নিজেও সেই সেই অবস্থায় পতিত হইতেন তবে অবশ্য তাঁহাকেও আমরা ক্ষয়বৃদ্ধি শীল বলিতে সাহসী হইতাম। অতএব এক্ষণে ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে জ্ঞানের যেমন শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু প্রভৃতি দ্বার সকলে এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে প্রতীতি হইলেও

* ব্রহ্মসত্তার উপরে নাম ও রূপের যোগ হইলেই জগৎ হয়। নামরূপাত্মক জগৎ নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু জগতের আধার সত্তা নষ্ট হয় না। সুতরাং সেই সত্তাত্মক ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি যে, কি আদিতে কি মধ্যে কি অন্তে একরূপেই বর্ত্তমান তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই বলিতেছি, "জগৎ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকে, কিন্তু দয়াময় জগৎকে ছাড়িয়া থাকেন না।" অর্থাৎ জগৎ সৃষ্ট, সুতরাং নশ্বর—এক দিন না এক দিন জগৎ আপন নামরূপাদির সহিত বিলুপ্ত হইবে, তাহার সেই বিলোপভাবই ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করা। পক্ষে ব্রহ্ম অসৃষ্ট, সর্ব্বকর্ত্তা, সুতরাং অবিনশ্বর সর্ব্বাধার জগৎ যে ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আপন সত্তায় থাকিতে পারে না, ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত তাহার আপন সত্তাই নাই এ বিষয়ে এই সর্ব্বাধারত্বই মূল কারণ। লেখক।

† ব্রহ্মের নানা স্থানে নানা গুণে প্রকাশ ভাব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার জন্ম বা মরণ হইতেছে বিবেচনা করিও না। যদি কর, তবে শরীরে অবস্থান কালেও প্রাণের জন্ম ও মরণ হইতেছে বলিব। এই এক প্রাণই আমাদের দ্বিবিধ প্রকারে দৃষ্টান্ত হইয়াছে। শরীর ছাড়িয়া পৃথক্ হয় এই জন্য প্রাণকে জন্মমরণশীলও বলি (১) আবার শরীরাবস্থান কালে শরীরকে ত্যাগ করিতেছে না অথচ নানা স্থানে (পঞ্চ স্থানে) নানা গুণে প্রকাশ হইতেছে এই জন্য ইহার জন্ম মরণ নাইও বলিতেছি (২) পক্ষে ব্রহ্ম আমাদের সেরূপ নহেন। ইনি কোনো সময়েই কোনো কারণেই জন্মমরণশীল নহেন। (১) প্রথমটি ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত (২) দ্বিতীয়টি অন্বয়ী দৃষ্টান্ত জানিবে।

তাহার স্বরূপ একমাত্র উপলব্ধিরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভেদে তাহার যেমন ভেদ বা অবস্থান্তর স্বীকার করা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও নানা ভাবে নানা গুণে উপলব্ধি হইলেও তাহার রূপ উপলব্ধি মাত্র স্বীকার করিব। জীবের অবস্থাভেদে তাঁহার অবস্থান্তর কল্পনা কখন ও সম্ভব নহে। আহা! যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনন্ত গুণে বর্ত্তমান, তাঁহার আবার আবির্ভাব তিরোভাব সম্ভাবনা!!! নশ্বর জীবগণের অসাধারণ তাহারা আপনাকে যেমন দেখে আপনার প্রভুকেও সেইরূপ দেখিতে চায়। আপনারা যেমন জন্মমরণশীল, প্রভুকেও সেইরূপ জন্মমরণশীল বলিয়া সন্দেহ করে। আপনাদের যেমন বাল্য যৌবনাদি অবস্থা, বৃদ্ধিশীলতা, প্রভুরও সেইরূপ বাল্য যৌবনাদি অবস্থা বা ক্ষয়বৃদ্ধিশীলতায় সন্দেহ করে। আপনারা ও যেমন পরিণামী আবির্ভাবতিরোভাবশীল, প্রভুকেও সেইরূপ পরিণামশীল বলিয়া সন্দেহ করে। কেবল সন্দেহ করে, এ কথা বলাও আমার ভয়ে ভয়ে বলা হইল, কার্য্যে ও তাহারা তাহাই অভিনয় করিয়া দেখাইতেছে। বোধ হয়, যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও প্রভুর স্বরূপজ্ঞ, তাঁহারাই আমার এই কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এবং যাঁহারা প্রভুর আত্মপর সেবা করিতে ব্যাবস্থা দেন, ও যাঁহারা সেই ব্যবস্থানুযায়ী সেবাও করেন ভরসা করি, তাঁহারা একটু চক্ষুরুন্মীলন করিবেন্!!

সংবাদ।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতের অনুবাদ বিনা মূল্যে বিতরণ করতঃ আমাদিগের মহানগরীস্থ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন এই মহৎকার্য্য বিচ্ছিন্ন না হয় এজন্য তিনি এবার মূল মহাভারত এবং তদনুবাদ একত্র প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার প্রথমাংশ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা মূল এবং অনুবাদের কোন ২ অংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম, মূল সংস্কৃত পরিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে অনুবাদ সর্ব্বত্র অবিকল না হইলেও মূলের অনুরূপ। আমরা অবিকল অনুবাদের পক্ষপাতী, কিন্তু এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অবিকল অনুবাদ কত দূর সুকঠিন ব্যাপার তাহা সকলেই জানেন, সুতরাং এ বিষয়ে আমরা আর তত অনুযোগ করিতে চাই না, তবে এই বলি যখন ভারতের চতুর্থ সংস্করণ হইল, তখন এ বিষয়ে যত্ন হওয়া ভাল ছিল। আমরা আশা করি এবারকার এই অনুষ্ঠানে সকলেই যথোচিত সাহায্য করিবেন। উপযুক্ত সাহায্য পাইলে এই আরব্ধ কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইবে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ অনুবাদের চতুর্থ সংস্করণ। সমগ্র মহাভারতের মূল মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিতরিত হয়, ইহা কাহার না ইচ্ছা? একার্য্য [illegible] জন্য সাহায্য দান আমাদের একান্ত অনুমোদনীয়। ভরসা করি, আমরা প্রথম খণ্ডের ন্যায় আর আর খণ্ড ক্রমে দেখিতে পাইব।

দীর্ঘ কালের পর গত কল্য আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদীতে আসীন হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রতি দিনের পারিবারিক উপাসনায় যে উচ্ছ্বাস দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই উপদেশাকারে বেদী হইতে বিবৃত হইয়াছে। প্রেম উপদেশের বিষয় ছিল। তিনি বলিলেন, প্রেমের স্বভাব পক্ষপাত; প্রেম স্বভাবতঃ অন্ধ। যাহাকে আমরা ভাল বাসি, তাহার আমরা দোষ দেখি না কেবলই গুণ দেখি। মনুষ্যসম্বন্ধে এই অন্ধতা ও পক্ষপাত মিথ্যাদোষে দূষিত। তবে এ প্রেমের স্বভাব এরূপ হইল কেন? এ প্রেম কি দেখায়? এই দেখায় যে ঈশ্বর ভিন্ন আর প্রেমের পাত্র নাই। প্রেমবান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের পক্ষপাতী হইয়া তৎপ্রতি অন্ধ হইয়া যাহা কিছু বলে, শুনিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় বটে কিন্তু বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। এত বৎসর ঈশ্বরের যে প্রকার ব্যবহার আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সুখ ভিন্ন কোন দিন দুঃখ দেন নাই। লোকে বলিবে তোমাদের এত রোগ শোক নিন্দা অবমাননা, অথচ কি প্রকারে বলিলে ঈশ্বর সুখ ভিন্ন দুঃখ দেন নাই। কৈ রোগ শোক নিন্দা অবমাননা আমাদিগের কিছুইতো ক্ষতি করিতে পারে নাই, বরং আমাদিগের সুখ ও কল্যাণই বর্দ্ধন করিয়াছে, সুতরাং সবলে বলিব, ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ ভিন্ন দুঃখ দেন নাই।

যে সকল দাতা স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথের বিধবা এবং পুত্র কন্যাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেছেন এবং করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে আমরা অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদিগের দানের টাকা দ্বারায় একটী অনাথ বালক বালিকার ফণ্ড করা হইবেক, কিংবা উপস্থিত আবশ্যকীয় ব্যয়ের মধ্যেই পরিগণিত হইবে, স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। প্রেরিতদিগের দরবারের বিধান মতে সকলকে ইহা জানাইতে বাধ্য হইলাম

ভাই দীন নাথ মজুমদার বহরমপুর গোরাবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সমাপনান্তে বাঁকীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন্। সেখানে ৯ দিবস যাবৎ মহা সমারোহে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

নূতন পুস্তক।

তাপস মালা ৩য় ভাগ	..	[illegible]
তত্ত্ব কুসুম	... ...	৵০
কোরাণ শরিফ ৪র্থ খণ্ড	... ...	।০
ঐ ৫ খণ্ড	... ...	।০

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধানযন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ
১০ সংখ্যা

১লা আষাঢ় বুধবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রাণের ঈশ্বর, এ দাস যেন তোমার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে কখন অলস না হয়। যে তোমার দ্বারে গিয়া এক বার যাহা পাইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ তোমার দ্বারে গমন করে না, সে হতভাগ্য খণ্ড বস্তু লাভ করিয়া অখণ্ড মনে করিল। সে যাহা দেখিল, তাহা একটি প্রকাণ্ড বস্তুর অণুপরিমিত অংশমাত্র, সুতরাং তাহার সে বস্তু দর্শন কিছুই হইল না। যদি কেহ একটি প্রকাণ্ড গৃহের একটি থাম দেখিয়া মনে করে, আমি সমস্ত গৃহ দেখিয়াছি, তাহার যেরূপ মূর্খতা, এ ব্যক্তিরও সেইরূপ মূর্খতা। যে একাংশ দেখিল, সেতো কিছুই দেখিল না। বুঝিয়াছি, প্রভো, কি জন্য তোমার নিকটে গিয়াও লোকের ভ্রম ভ্রান্তি ঘুচে না। তুমি যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছ, উহা অতি বিস্তৃত কাহিনী, অচতুর ব্যক্তি উহার একাংশমাত্র শ্রবণ করিয়া মনে করে, আমার শোনা শেষ হইয়াছে। সে যে, পিতঃ, কিছুই শুনিল না। সে যদি লোকের নিকটে আসিয়া বলে, আমি সব শুনিয়াছি, তবে যাহা সে বলিবে তাহা যে ভ্রমসঙ্কুল, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এ দাস এইতো আর এক দিন একটি সাধ্যাতীত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তোমার নিকটে ক্রমান্বয়ে আলোক লাভ করত সে কার্য্যে কৃতকৃত্য হইল। প্রথমবার যে আলোক লাভ করিল, তাহার উপর চিন্তা করিতে করিতে দেখিল, এখনও সমগ্র আলোক লাভ হয় নাই, আবার তোমার দ্বারে গেল, গিয়া যে আলোক লাভ করিল সেই আলোকে চিন্তা আরম্ভ করিয়া দেখিল, এখনও সমগ্র আলোক প্রকাশ পায় নাই। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটে গমন করিয়া পরিশেষে সে বিষয়টির নিঃশেষিত আলোক যখন হৃদয়ে অবতরণ করিল, তখন দিবালোকের ন্যায় সমগ্র বিষয়টি বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইল। হে আলোকদাতা, যদি দাস পুনঃ পুনঃ একটি বিষয় লইয়া তোমার দ্বারে গমন না করিত তবে প্রকাশিত বিষয়ে ভ্রম থাকিয়া যাইত, এবং অবশেষে ভ্রম বুঝিয়া অনুতপ্ত হইতে হইত। যে সত্য তুমি এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে হৃদয়ে প্রকাশিত করিলে, তাহা অখণ্ড সত্যের এক অংশ মাত্র। একটি গৃহের একটি থাম যেমন, তদ্রূপ। থামটি সমগ্র দেখা হইল কিন্তু সম্পূর্ণ গৃহ এখনও দেখার অবশেষ রহিল। যদি সমগ্র গৃহ দেখিতে হয়, তাহা হইলে অনন্ত কাল তোমার দ্বারে পুনঃ পুনঃ যাইতে হইবে। তাই বলি, হে নাথ,

আমি যেন তোমার দ্বারে বারংবার গমন করিতে পরিশ্রান্ত এবং অমনোযোগী না হই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এ দাস যেন সর্ব্বদা তোমার দ্বারেই পড়িয়া থাকে।

ভাবের শ্রেষ্ঠতা।

ভাবুকতা যদিও নিন্দনীয়, ভাব কখন নিন্দার বিষয় নহে। যেখানে যথার্থ ভাব নাই, অথচ বাহিরে তাহার প্রদর্শন আছে, তাহাই ভাবুকতা। ভাবের অতিরিক্ততাকেও ভাবুকতা বলে। এখানে নিন্দার অর্থ এই যে এক দিকের ভাব প্রবলতর হইয়া অন্য সমুদয় ভাবের বিষয়কে মন হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছে। আমরা যে ভাবের বিষয়ের কথা বলিতেছি, তাহা অন্য প্রকার। যে ভাব বিনা মনুষ্যজীবন মনুষ্যজীবন নহে, আমরা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া অদ্যকার প্রস্তাব অবতারণ করিয়াছি। মনুষ্য ভাবময়। সে দেখে, স্পর্শ করে, সকলই ভাব, ভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। উচ্চতর দর্শন ভাব ভিন্ন আর কিছুই আলোচনার বিষয় করে না। যে সকল দর্শন সমুদায় জগৎকে মনোভাবে পরিণত করে, এতদ্দ্বারা আমরা সেই সকল জড় বা অধ্যাত্ম দর্শনের পক্ষ সমর্থন করিতেছি তাহা নহে, তাহার ভিতরে যে সার সত্য আছে, তাহাই গ্রহণ করিতেছি। কোন বিষয় মনুষ্য দেখে না, শুনে না বা স্পর্শ করে না, যদি ভাব তাহার হৃদয়কে স্পর্শ না করে। কারণ আমরা দেখিতে পাই, যখন কোন একটি বিষয় হৃদয়ের ভাব উদ্দীপন করে না তখন মনুষ্য দেখিয়াও দেখেনা, শুনিয়াও শুনেনা, স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করে না। তাহার চিত্ত যেখানে লগ্ন তাহার ইন্দ্রিয়গণও সেইখানে আবদ্ধ। মনুষ্যপ্রকৃতির এই স্বাভাবিক ক্রিয়া ইহাই প্রমাণ করে যে মনুষ্য নিয়ত কেবল ভাবেরই দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার মনে যখন যে ভাব প্রবলতর থাকে, সেই ভাবানুসারে সে দেখে, শ্রবণ করে, স্পর্শ করে, বলে ও ব্যবহার করে। সকল বস্তু এবং ব্যক্তি তাহার সেই ভাবের বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। তত্তৎ সম্বন্ধে তাহার যে সকল চেষ্টা, তাহা ঐ ভাবেরই অনুরূপ।

মনে কর তোমার চিত্ত যখন শোকে আচ্ছন্ন তখন তোমার নিকট বাহ্যজগৎ যে প্রকার, আনন্দের সময়ে সে প্রকার নহে। এইরূপে চিত্তের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সমুদায় বিষয়ে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আমরা চিত্তের এই অবস্থাকে এমন উচ্চতর সাধনে পরিণত করিতে চাই যে চিত্ত কখন ভাল ভিন্ন মন্দ দেখিবে না, সর্ব্বদা অন্ধকারের মধ্য হইতেও আলোক বাহির করিয়া আনিবে। ধর্ম্মের উচ্চতা এই ব্যাপারেই লক্ষিত হইয়া থাকে। সংসার নিয়ত শোক মোহ দুঃখ কষ্ট রাশিতে পূর্ণ। সেখানে চিত্ত সেই সকল দ্বারা আচ্ছন্ন হইবে না, ইহা কেহ আশা করিতে পারে না। এই আশাতিরিক্ত বিষয় এক ধর্ম্মের দ্বারাই কেবল সম্পাদিত হইতে পারে। ধর্ম্ম অদৃশ্য জগৎ হইতে এমন সকল বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে, যাহার শোভা বর্ত্তমানের সমুদায় ব্যাপারকে একেবারে ভুলাইয়া দেয়। সেই সকল বিষয়ে মন এমনি ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে, সমুদায় চিত্ত তাহারই দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। এই অনুরঞ্জিত চিত্ত জগৎ এবং মনুষ্যসমাজকে যে দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তাহা সাধারণ মনুষ্যগণের বোধাতীত সুতরাং অনেক সময়ে তাহারা তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কখন নিন্দা, কখন ঘৃণা বা উপহাস করে। ভাবের শ্রেষ্ঠতা মনুষ্যের এই অবস্থাতেই প্রকাশ পায়।

অনেকে বলিবেন, মনুষ্য দৃশ্য জগৎ হইতে যখন অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিয়া তাহার ভাবোদ্দীপক বিষয় সংগ্রহ করে, তখন বাহ্যব্যাপারের সহিত তাহার অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য উপস্থিত হয়। বাহিরের যাহা প্রকৃত অবস্থা তাহার সঙ্গে সে ব্যক্তির অন্তরের একতা না থাকাতে এ অবস্থাকে কখন প্রকৃত অবস্থা বলা

যাইতে পারে না। এ ব্যক্তি স্বপ্নদর্শী, সুতরাং ইহার জীবন সকলের অনুকরণীয় কি প্রকারে হইবে? ধর্ম্ম যদি ইহাই সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে সমাদৃত হয়, তাহা হইলে উহা দুই এক জন ব্যক্তির হইতে পারে, মনুষ্যসমাজের অবস্থা কখন হইতে পারে না, হইলে উহা শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। কারণ বাস্তবিক অবস্থার প্রতি উপেক্ষানিবন্ধন সমাজের যে সকল ক্লেশ দুঃখ, তৎপ্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ সে সকলের নিরাকরণ পক্ষে যত্ন চেষ্টা হইবে না। যাঁহারা এ প্রকার মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম অদৃশ্য জগৎ হইতে কি আনয়ন করে, তাহা স্বয়ং অনুভব করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মের উপরে এরূপ দোষারোপ করিবেন বিচিত্র কি? অদৃশ্য জগতের ব্যাপারে চিত্তের পরিবর্ত্তন সত্যকে আশ্রয় করিয়া হয়, মিথ্যাকে নহে। সাধারণ লোক হইতে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা সকল বিষয়ের উপরিভাগ অবলোকন করেন না অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন। বাহির এবং অভ্যন্তর এ দুয়ে অত্যন্ত প্রভেদ। এক সময়ে পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল, সে অবস্থা এখন নাই। এখন যে অবস্থা আছে ভবিষ্যতে সে অবস্থা থাকিবে না। মন্দ হইতে ভাল হইয়াছে, কিন্তু জানিতে হইবে, সেই সময়ে যে অবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে ভালর বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, অন্যথা ভাল কখন মন্দ হইতে বাহির হইতে পারিত না। ধর্ম্ম সাধককে এমন দৃষ্টি অর্পণ করে, যাহাতে মন্দের মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন ভাল নিয়ত চিত্তগোচর হয়। যখন অন্য লোকে নিরাশ হয়, আর্ত্তনাদ করে, তখন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি সেই আর্ত্তনাদের মধ্যেও এমন কিছু দেখিতে পান যাহাতে তাঁহার হৃদয় নিরাশ হয় না, বরং আর্ত্তনাদের পরিমাণে উৎসাহ উদ্যম অধিক বর্দ্ধিত হয়। এখন সকলেই বুঝিতে পারিবেন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির কি বাহির্ব্বিষয়াসক্ত ব্যক্তির।

বাহ্যদর্শী এবং যথার্থ তত্ত্বদর্শী এ দুই ব্যক্তির মধ্যে যে এই প্রভেদ ইহা সামান্য নহে। এক জন প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনায় এক বার ম্রিয়মাণ, এক বার হর্ষোৎফুল্ল, একবার উৎসাহী, এক বার নিরুদ্যম, এক বার আশান্বিত, এক বার নিরাশ, এইরূপ বিপরীত ভাবনিচয়ের তরঙ্গে সর্ব্বদা আন্দোলিত। নদীর স্রোতোবেগ যেমন ভাসমান বস্তুকে এক বার এ তটে আর একবার ও তটে আঘাত করে, কিছুতেই এ আঘাতের হস্ত হইতে সে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, বাহ্যাসক্ত ব্যক্তির সেই প্রকার অবস্থা। এরূপ লোকের দ্বারা জগতের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা আপনারা অসিদ্ধ তাহারা অপরের হস্তাবলম্বন হইবে কি প্রকারে? এ সকল লোক কি মনুষ্যসমাজকে কল্যাণের দিকে অগ্রসর করিতে পারে? যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রশান্ত স্থির অব্যাকুল তিনি ভিন্ন কাহার ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যে ক্ষমতা নাই। কাহার চিত্তের অবস্থা সর্ব্বদা এ প্রকার থাকে? যিনি উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, অন্যের দৃষ্টিতে যে প্রচ্ছন্ন ভালর দিক্ নিপতিত হয় না, নিয়ত তাহা অবলোকন করিতেছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিই মনুষ্যসমাজের নেতা অগ্রগামী, অন্যে নহে।

শুদ্ধ তত্ত্ব দর্শনে মনুষ্যসমাজকে অগ্রসর করা যায় না, যখন সেই তত্ত্ব হৃদয়কে অধিকার করে, অনুরাগে অনুরঞ্জিত করে, তখনই উহা প্রবল শক্তিরূপে মনুষ্যসমাজের উপরে কার্য্য করে। অনুরাগ নিয়ত কল্যাণদর্শী, ইহা কখন অকল্যাণ চিন্তা করিতে পারে না। যৎপ্রতি অনুরাগ ধাবিত হয়, তাহার মধ্যে ভাল আছে ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিলে তৎপ্রতি অনুরাগ স্থাপিত হইতে পারে না। তুমি বলিবে, সাধু ব্যক্তি যদি নির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে ভাল বাসেন, তাহাদিগের যে কোন প্রকারের আচরণ হউক তৎপ্রতি কোন দৃষ্টি না রাখেন, তবে যে তাঁহারা অন্ধ হইলেন, তাহাদিগের পাপকে প্রশ্রয় দিলেন। তুমি যাহা বলিলে ঠিক নয়। সাধু এখানে ঈশ্বরের নিকট হইতে

বিশেষ দৃষ্টি লাভ করিয়া পাপীকে ঈশ্বর যে প্রকারে দেখেন সেই প্রকারে দেখেন, সুতরাং পাপ দেখিয়াও তিনি তাহার ভিতরের নিত্যকালস্থায়ী ভালোর বীজের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করেন। যখনই কোন মহাত্মা পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তাঁহার নামে পৃথিবী এই অপবাদ অর্পণ করিয়াছে যে তিনি পাপী ও পতিতদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করেন। এরূপ তাঁহারা করেন কেন? সুস্থাপেক্ষা অসুস্থের প্রতি তাঁহাদিগের বেশি স্নেহ। এ স্নেহ মাতৃস্নেহ, কেন না মাতা দুর্ব্বল সন্তানকেই সমধিক স্নেহ করেন। মহাত্মাদিগের এ প্রকার ব্যবহারে মনুষ্যসমাজের ইষ্ট হয় কি অনিষ্ট হয়? কে বলিবে অনিষ্ট হয়। তাঁহারা এই প্রকার ব্যবহারে শত শত পাপীকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া, যাহারা শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী তাহাদিগের মূর্দ্ধন্যদেশে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, মনুষ্য যত কেন পতিত ও ভ্রষ্ট হউক না, তাহাদিগের ভিতরের মনুষ্যত্বের বীজ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। মহাত্মাদিগের ভালবাসা অনুরাগ সেই মনুষ্যত্বের উপরে।

যাঁহারা ঈদৃশ দৃষ্টিমান্, তাঁহাদিগের হৃদয় সর্ব্বদা সরস, কখন শুষ্ক হইতে জানে না। কেন না শুষ্ক হইলে আর অনুরাগের পাত্রকে তেমন ভাবে কেহ দেখিতে পায় না। এই অনুরাগী ব্যক্তির অনুরাগ আত্মসরসতা সমুদয়ের মুখে অর্পণ করে, তাই প্রথম দিন কোন এক বিষয় তাঁহার হৃদয়ে যে প্রকার ভাব উদ্রেক করিয়াছিল, চির দিন সেই প্রকারই করিয়া থাকে। আমাদিগের নিকট সকলই পুরাতন হইয়া যায়, তাঁহার নিকটে সকলই নিত্য নূতন। বৃক্ষ লতা পল্লব, আকাশ, নক্ষত্ররাজি, গিরি নদী, প্রভৃতি সমুদায় আমাদিগের নিকটে পুরাতন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিকটে নহে। সকলই তাঁহার নিকটে ভাববর্দ্ধক। আমাদিগের নব অনুরাগ যে প্রকার ছিল, এখন বন্ধুগণ সম্বন্ধেও তেমন নাই কেন? আমাদিগের দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয় নাই। নিকটে থাকিতে থাকিতে আমাদিগের দৃষ্টি বাহিরের বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের ভিতরের দিকে আর দৃষ্টি নাই। যত বাহিরের দিকে দৃষ্টি যায়, তত অনুরাগের বিষয় তিরোহিত হইতে থাকে। উচ্চতর বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া গূঢ় প্রচ্ছন্ন অনুরাগের বিষয় দেখিতে না পাইলে প্রেম কখন স্থায়ী হয় না। প্রেম স্থায়ী না হইলে হৃদয় নীরস হয়, চক্ষু সকলই বিরক্তিকর দর্শন করে। ঈদৃশ জীবন মৃত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেখানে উচ্চভাব নাই, সেখানে মনুষ্যের চিত্ত উচ্চ হইবে কি প্রকারে? ভাবের প্রভাবেই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা, তদভাবে সকলই হেয় এবং অকর্ম্মণ্য।

বংশ বিস্তার।

"ঈশ্বর আনন্দময়" এই মত হইতে অনেক প্রকার অশিষ্ট ব্যবহার সংসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া আমরা এ মতকে পরিহার করিতে পারি না। আমরা দেখাইতে চাই, এই মতের যে অপব্যবহার হইয়াছে, তাহার মধ্যেও সত্যের অঙ্গুলিসঙ্কেত বিলুপ্ত হয় নাই। সৃষ্টি কি, না ঈশ্বরের আনন্দলীলা। সুখ সৃষ্টির তাৎপর্য্য। সুখ ভিন্ন সৃষ্টি রক্ষা পায় না, সৃষ্টি বিস্তার হয় না। এ সকল কথাতে অধ্যাত্মবিষয়ে শারীরিক ব্যাপার সংযুক্ত হইয়া মহা ব্যভিচার সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে আমরা তাহাই প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। অধ্যাত্ম বিষয় রক্ত মাংসের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে গিয়া যে মহানিষ্ট হইয়াছে তাহা আর হইতে না পারে, এ বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আমরা মানি আনন্দ ভিন্ন সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি রক্ষা পায় না, সুখই সমুদায় সৃষ্টির তাৎপর্য্য। আনন্দময় ঈশ্বর আত্মসুখের অধিকারী অপরকে করিবার জন্য সৃষ্টি করিলেন।

ঈশ্বর অনন্ত আনন্দের উৎস, তাঁহার সৃষ্টির কখন বিলয় নাই, ঈশ্বরের ভাব যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হইতে যে বংশ প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা কোন দিন বিলোপ হইবার নহে। মহাত্মারা নূতন বংশের প্রবর্ত্তক কি প্রকারে হইলেন? শরীর সম্বন্ধে পিতা মাতা না হইয়াও তাঁহারাই মনুষ্য সমাজের যথার্থ পিতা মাতা। শরীরের পিতা মাতা শরীর বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহাঁরা শরীর লুপ্ত হইলেও আপনারা লুপ্ত হন নাই, সমুদায় জাতি ও বংশের মস্তকের উপরে বসিয়া থাকিয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। কেহ ইহাঁদিগকে ভুলিতে পারে না। যদি বংশ কাহার থাকে তবে ইহাঁদিগেরই আছে। এরূপ অবিনাশী বংশের প্রবর্ত্তকত্ব ইহাঁদিগের কি প্রকারে হইল? আনন্দময় ঈশ্বর যে কারণে বিস্তৃত সৃষ্টির প্রবর্ত্তক, ইহাঁরাও সেই কারণে। ইহাঁরা জগতে সুখ বিস্তার করিয়া অত্যল্প দিনের মধ্যে বহুবংশধর পুরুষ উৎপন্ন করিলেন। উৎপন্ন বংশ ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হইয়া চলিতেছে কোন দিন যে তাহার বিলোপ হইবে সম্ভাবনা নাই।

ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হইবে, এ আশার মূল কি? কতকগুলি শুষ্ক মত গ্রন্থে লিখিত থাকিলে, বা মুখে বলিলে উহার দ্বারা কিছুই হয় না। এক এক ধর্ম্মের বিধান এক একটি নূতন বংশ প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। এই বংশ প্রবৃত্তির কারণ সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ। তাঁহাদের জীবন যদি অপূর্ব্ব সুখের আধার না হয়, এবং সেই সুখের আকর্ষণে শত শত লোককে তন্মধ্যে আনয়ন করিতে না পারে, তাহা হইলে উহা কালের হস্ত হইতে কখন রক্ষা পাইতে পারেনা। লোক আসে আর যায়, কেহ নূতন বংশের লোক হয় না কেন? তাহারা সুখী হয় নাই, তাই তাহারা থাকিতে পারিল না, এবং তাহাদের এক এক জন হইতে নূতন বংশের প্রবাহ চলিল না। নূতন ধর্ম্মের মুখে উন্মত্ত না হইলে, না তাহারা নিজে থাকিতে পারিবে, না তাহারা অপরকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে: যাহারা নিজে সুখের সাগরে ডুবিয়াছে, তাহাদিগের চির প্রফুল্ল মুখই সুমহৎ আকর্ষণ। হৃদয়ের সুখের মোহনমন্ত্রে শাক্য ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি শত শত লোককে আপনাদিগের বংশের অন্তর্গত করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাদিগের ন্যায় নিজ হৃদয়ের সুখকে আকর্ষণ-মন্ত্র করিতে না পারিবেন, তাঁহাদিগের নিকট স্থায়ী ফল আকাঙ্ক্ষা করা বিফল।

ঈশ্বরের আনন্দ স্বরূপ এবং সেই আনন্দে অন্তরের প্রগাঢ় সুখ, এ দুই আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না। সুখই যদি না হইল, তবে ধর্ম্মে আর প্রয়োজন কি থাকিল? সংসারের দুঃখ মোচন, সমুদায় দুঃখের মধ্যে সুখের প্রতিষ্ঠা, সুখ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব না করা, আমি সুখী একথা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারা, এ সকল ধর্ম্ম যাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাঁহাদিগের হৃদয়ের সহিত বলিতে পারা না পারার উপরে সে ধর্ম্মের বিস্তৃতি নির্ভর করে। তুমি যে বলিবে আমি সর্ব্বদা সুখী কি না, ইহার অন্বেষণে প্রয়োজন কি? আমি যদি সুখের সংবাদ মতের ন্যায় প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলেই হইল। যে নিজে সুখী নয় সে সুখের সংবাদ দিবে কি প্রকারে? তুমি যদি মৃত গ্রন্থের ন্যায় সংবাদ দাও তাহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে কেন? গ্রন্থ যে সময়ে সময়ে মন আকর্ষণ করে, তাহা গ্রন্থের গুণে নয়, যে সকল ব্যক্তির জীবনে সুখ আবির্ভূত হইয়াছিল তাঁহাদিগের চরিত্রের গুণে। তুমি বলিবে আমার কথা লইয়া বিচার, মনুষ্য তো আমার মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি সুখী কি না বুঝিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি এরূপ মনে করে তাহার তুল্য আর মূর্খ কেহ নাই। সংবাদবাহক ব্যক্তি সংবাদ বলে, কিন্তু লোকে তাহার সংবাদ তত ক্ষণ

গ্রাহ্য করে না যত ক্ষণ না দেখে তাহার প্রদত্ত সংবাদ এবং তাহার জীবন এক হইয়া গিয়াছে। লোকের ইহা করিবার অধিকার আছে। কেন না তাহারা জানিতে চায়, সংবাদ সংবাদের জন্য নয়, সংবাদ জীবনে পরিণত হইতেপারে তাহার জীবিত দৃষ্টান্ত সংবাদ-বাহক।

আমরা অসময়ে প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। সাধন ভজনাদি অনেক দিন চলিল। এখন নূতন বংশকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদিগের বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এজন্যে আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। যদি যথার্থই আমরা নূতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকি, এবং সে ধর্ম্ম যদি যথার্থই আমা-দিগকে সুখী করিয়া থাকে, তবে পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে যে আমরা আমাদিগের ধর্ম্মেতে একান্ত সুখী হইয়াছি। রোদন, আবেদন, আর্ত্তনাদের সময় চলিয়া গিয়াছে, এখন দেখাও কে কত সুখ সঞ্চয় করিয়াছ। যদি নিকপট হৃদয়ে বলিতে না পার সংসারে কি ছিলে আর কি হইয়াছ তাহা হইলে তোমার পক্ষে মৃত্যুর সময় উপস্থিত। এত দিন পরে পৃথিবী তোমার নিকটে সংসারের শোক তাপ দুঃখ যন্ত্রণা বিবাদ অসম্মিলন প্রভৃতির কথা শুনিতে চায় না, শুনিতে চায় যে তুমি সে সকলকে চির দিনের জন্য অতিক্রম করিয়াছ। লোকের দীর্ঘ-কালের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া পরিশেষে যদি তোমার অন্তরের সুখ সপ্রমাণিত করিতে পার তোমার মৃত্যু হইবে না, কেন না পৃথিবী ইহাই তোমার ন্যায় লোকের নিকটে চায়। যদি তোমার আর্ত্তনাদ আজও নিঃশেষ না হইয়া থাকে, যদি দুঃখক্লেশের কথা বলিয়া কর্ণের উদ্বেগ বৃদ্ধি করাই তোমার এখনও ব্যবসায় হয়, তবে জানিলাম, তোমার বংশ উৎসন্ন হইল, তুমি একটি বংশধরকেও পৃথি-বীতে রাখিয়া যাইতে পারিলে না। সুখী হও, সুখ বিস্তার কর, আনন্দ স্বরূপের আনন্দ প্রমত্ততা অন্তরে প্রতিফলিত কর, অমরত্ব তোমা-রই জন্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব

ঈশ্বরের বিশেষ করুণার মত অনেক ক্ষুদ্রহৃদয় লোকের উন্নতির পথে মহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা কোনরূপে ঈশ্বরের পক্ষপাত দোষ পরিহার করিতে পারে না। ঈশ্বর অমুকের প্রতি করুণা করি-লেন, অমুকের প্রতি কেন করিলেন না, নিয়ত তাহারা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু এ সকল লোক জানে না যে ঈশ্বরের অনন্ত করুণা নিয়ত সকলের পক্ষে আছে, তাঁহাতে কোন ইতর বিশেষ বা তারতম্য নাই; গ্রহীতৃভেদে ভেদ প্রতীত হয়, বস্তুতঃ ভেদ নাই। অনন্ত জলরাশি সম্মুখে যে যত পারে জল তুলিয়া পান করে যাহার তৃষ্ণা যে পরিমাণ সে সেই পরিমাণ জল পান করে। তাহাতে সে জলরাশির কিছু পক্ষপাত হয় না। ঈশ্বরের অনন্ত করুণা তোমার উপরে আমার উপরে সকলের উপরে, ধন্য সেই ব্যক্তি যে এমন দৃষ্টি লাভ করিয়াছে যে, সকল বিষয়েই সে কেবল ঈশ্বরের দয়া অবলোকন করে। ঈশ্বর নিয়ত দয়া করিতেছেন, তুমি যদি তাহা দেখিয়া না দেখ, আপনার হৃদয়কে কঠোর এবং সংসারাসক্ত করিয়া রাখ সে দোষ কাহার, তোমার না ঈশ্বরের? তুমি বলিবে আমি তেমন ক্ষমতা পাইলাম না কেন যে, অমুক ব্যক্তি যেমন ঈশ্বরের দয়া দেখে আমিও তেমনি দেখি। জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি নিয়ত দয়া দেখে তাহার মত তুমি সাধন ভজন যত্ন উদ্যোগ করিয়াছ কি না, এবং তাহার মত তোমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা আছে কি না? যাহা করিলে যাহা বুঝিতে পারা যায় তুমি তাহা করিবে না, অথচ নিজ আলস্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া ঈশ্ব-রের প্রতি দোষারোপ করিবে, এ কিরূপের কথা? ঈশ্বরের করুণার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাধনের পন্থা অবলোকন কর, দেখিবে তুমিও নিয়ত বিশেষ করুণা বুঝিতে পারিবে। যখন বুঝিবে, তখন এই ভাবিয়া অবাক্ হইবে, কি আশ্চর্য্য এই আমার নিকটে বিশেষ করুণা নিয়ত আছেন, অথচ ইহাকে আমি এত দিন বুঝিতে পারি নাই। তোমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের যে প্রকার ব্যবহার ছিল, তখনও সেই প্রকার আছে, কেবল তোমার সে দিকে চক্ষু খুলিয়া যাওয়াতে তোমার চিত্তের এই মহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত।

লোকে জিজ্ঞাসা করে, মানুষ যদি ঈশ্বরের নিকটে আলোক লাভ করে, তবে যাহারা বলে তাঁহার নিকট

হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ভ্রমে নিপতিত হয় কেন? তাহারা ঈশ্বরের আলোকে একেবারে সমুদায় বিষয় দেখিতে পায় না কেন? যাহারা এরূপ জিজ্ঞাসা করে, তাহারা মানবহৃদয়ে ঈশ্বরের ক্রিয়া কি প্রণালীতে কার্য্য করে তাহা জানে না। ঈশ্বর যেমন উৎকৃষ্ট আচার্য্য এমন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি শিষ্যের নিদ্রিত শক্তিগুলিকে জাগাইয়া দেন যে শিষ্য সেই সকলের সদ্ব্যবহার করিবে, যখনই কোন একটি বিষয়ে আলোকের প্রয়োজন হয়, ঈশ্বর এক বারে তাহা সমগ্র প্রকাশ করেন না, কেন না সেরূপ করিলে শিষ্যের শক্তিগুলিকে আর জাগ্রৎ করা হইল না, তাহারা যে নিদ্রিতাবস্থায় ছিল, সেই নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া গেল, বরং বিনা আয়াসে অভীষ্ট বিষয় লাভ হওয়াতে তাহাদিগের সুপ্ত প্রবৃত্তি আরো বাড়িল। মাতা যেমন শিশু সন্তানের অঙ্গুলি ধরিয়া কতক দূর অগ্রসর করত কিঞ্চিৎকাল শিশুকে আপনি চলিতে দেন, ঈশ্বরের আলোক লাভ সম্বন্ধে মনুষ্য সন্তান সম্বন্ধে পরম মাতার সেই প্রকার ব্যবহার। যে একবার কোন বিষয়ে আলোক লাভ করিয়া মনে করিল আর তাহার সে বিষয়ে আলোক লাভ করিবার প্রয়োজন নাই, সে ব্যক্তি বিষম ভ্রমে নিপতিত হইল। ঈশ্বরের আলোক লাভ করতঃ কতক দূর সেই আলোকে অগ্রসর হইয়া আবার যখন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্ধকার দেখে, তখনই পুনরায় আলোকের প্রার্থনা হইলে পুনরায় আলোক লাভ করা যায়, ফলতঃ সাধকের জীবনে ঈশ্বরের ক্রিয়াতে একটি বিষয়ের প্রথম প্রতিবোধ উপস্থিত হয়, সেই প্রতিবোধে কার্য্য করিতে গিয়া দ্বিতীয় প্রতিবোধের আবার প্রয়োজন হয়, এইরূপ তৃতীয় চতুর্থ, বিষয়বিশেষে পর পর আলোকের প্রয়োজন দেখা যায়। চিত্ত অলস হইলে, বা আর কত দূর চলিয়া মধ্যপথে ক্ষান্ত হইলে, সেখানে অতিরিক্ত আলোকলাভ নিবৃত্ত হইয়া গেল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ভ্রম ভ্রান্তি রহিয়া গেল পর পর আলোক লাভে যাহার তিরোধান হইবার সম্ভাবনা ছিল। ধন্য সেই ব্যক্তি যে অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে মধ্যপথে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না।

পরের দোষদর্শী চক্ষু আপনার দোষের প্রতি অন্ধ এ অতি প্রসিদ্ধ কথা। যে সর্ব্বদা অপরের দোষ দেখিয়া বেড়ায় সে নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানে কি চলিতেছে তাহা দেখিবার অবসর পায় কৈ? এই অপরাধী ব্যক্তি ঈদৃশ গুরুতর অনিয়মের বিলক্ষণ প্রতিফল পায়। তাহার মন সদা অসন্তুষ্ট, যাহাদিগের সঙ্গে সে একত্র বাস করে, তাহাদিগের গুণ যদি সে দেখিতে না পাইল, কেবলই বিরক্তির কারণ নিয়ত তাহার চক্ষুতে পড়িল, তবে বল সে আর স্থির থাকে কিপ্রকারে? তত দিন তাহার শান্তি নাই, যত দিন না সে তাহার এই চক্ষুকে অন্ধ করিয়া ফেলে, তুমি বলিবে, কি? যখন অন্যের দোষ স্পষ্ট দেখিতেছি, তখন আপনাকে অন্ধ করিব কি প্রকারে? যদি বল সে প্রকার দোষ তোমাতেও আছে, কৈ আমি যখন তাহা আমাতে খুঁজিয়া পাইতেছি না, তখন মিথ্যাকল্পনাযোগে নয়নে আপনাকে দোষী মনে করিয়া মনকে নিস্তেজ করিব কেন? আমরা বলিতেছি, আচ্ছা তুমি তোমার দোষ দেখিতে পাইতেছ না ভাল, আমরা তাহাই মানিয়া লইলাম, তুমি একটি কার্য্য কর না কেন, অপরের দোষ দেখিতে গিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া তোমার যে সময় নষ্ট হয়, সেই সময়টুকু ধ্যান ধারণা যোগ সমাধি প্রভৃতি উচ্চতর কার্য্যে নিয়োগ কর, তাহাতে তো তোমার লাভ বৈ ক্ষতি নাই। তুমি বলিবে, সমাজের প্রতি তো আমার কর্ত্তব্য আছে। যদি সমাজস্থ লোকের দোষ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যাই, তাহা হইলে সমাজ সংশোধন হইল না, সমাজের প্রতি অকর্ত্তব্যাচারণ হইল, তবে কি তুমি মনে কর যে, ঈশ্বর তোমার প্রতি পরের দোষানুসন্ধান করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন, তুমি এই জন্য নিযুক্ত? যদি তাই হয় তবে তোমার চরিত্র এমন নয় কেন, যাহাতে অপরে এক বিন্দুও দোষ তোমাতে দেখিতে পাইবে না। পৃথিবীতে যাঁহাদিগের নির্দ্দোষ চরিত্রের কীর্ত্তি আছে, কৈ তাঁহারা তো দোষানুধ্যায়ী ছিলেন না, বরং যাহারা পাপী তাহাদিগকে দয়া দেখাইয়া সৎপথে আনয়ন করিতেন। তাঁহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করেন নাই, বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদিগের হৃদয়ের গম্ভীরশান্তি পাপী হরণ করিতে পারে নাই, তাঁহারা বিচারকের কার্য্য করেন নাই, অথচ পাপীর সম্মুখে তাঁহারা স্নেহ নয়নে দাঁড়াইলেই পাপীর বিচার হইয়া যাইত, এবং পাপী আপনার পাপ বুঝিয়া পদানত হইয়া পড়িত। যদি বিচারক হইতে চাও এই প্রকার হও, অন্যথা বিচারকের অভিমান করিও না।

ভাগবত তত্ত্বসার।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু,
প্রাণোহি জীব মুপধাবতি তত্র তত্র।

অতএব হে বিধিবাদিভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি ব্রহ্মপরায়ণ হইতে চাও, তবে ব্রহ্মকে আপন প্রাণশক্তি বলিয়া জান। এবং কি অণ্ডজ, কি জরায়ুজ, কি উদ্ভিজ্জ, কি স্বেদজ সকল প্রাণিতেই ইহাকে প্রাণশক্তিরূপে দর্শন কর। আহা! আমাদের এই প্রাণের প্রাণ হরি, তুরীয়া-

বস্থ হইয়াও জীবগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিয়া তাহাদের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়েই প্রকাশ পাইতেছেন। কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!! কি দুর্ব্বিজ্ঞেয় দয়া !!!

"ব্রহ্ম; প্রকৃতপক্ষে তুরীয়াবস্থ (জাগ্রৎস্বপ্ন ও সুষুপ্তি রূপ অবস্থাত্রয়াতীত) হইয়াও দয়া করিয়া জীবের নিকটে ও প্রকাশমান, অর্থাৎ জীবগণের জাগ্রদাদি অবস্থাতে ও তাহাদের সঙ্গের সাথি হইয়া রহিয়াছেন" এ কথাতে কেবল মূল বিশ্বাসই প্রমাণ, না আরও কিছু সদ্যুক্তি আছে? আছে; উৎকৃষ্টরূপই সদ্যুক্তি আছে।

জাগ্রৎ ১ স্বপ্ন ২ সুষুপ্তি ৩।—তিন অবস্থা। জাগ্রৎ অবস্থার যুক্তি এই—জাগ্রৎ অবস্থায় কেহ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, "হে মহাভাগ! আপনি ব্রহ্মের স্বরূপ কি অবগত আছেন?" তদুত্তরে, তুমি, কি করিবে এবং কি বলিবে?—তদুত্তরে, আমি কিঞ্চিৎকাল ভাবিব, পরে বলিব, "না মহাশয়! আমি ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত নহি"। এখন দেখ, এই ভাবনাটি তোমার কি হইল, ইটি তোমার অজ্ঞানের অনুভব বই আর কিছু নয়। সত্য বটে। হউক, তাহাতে কি ক্ষতি হইল? ক্ষতি এই, অনুভব জ্ঞানকে কহে। এদিগে জ্ঞান ও অজ্ঞান তমঃ ও প্রকাশের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বভাব সুতরাং "অজ্ঞান ও জ্ঞানের একত্র অবস্থানই যখন অসম্ভব তখন অজ্ঞানের অনুভব হইল কি রূপে?" অভক্তেরা এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর কিছুতেই দিতে পারিবেক না, এই মাত্র ক্ষতি। ভক্তগণ এ স্থলে কি বলিবেন? তাঁহারা বলিবেন, অজ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যকেন্দ্রে ব্রহ্মশক্তি (ব্রহ্ম) জলন্ত জাজ্জল্যমান। তিনি তমঃ প্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাব অজ্ঞান ও জ্ঞানকে একত্র করিতেছেন, এই জন্যই অজ্ঞানের ও অনুভব জাগ্রৎ অবস্থায় সম্পন্ন হইতেছে।

স্বপ্নাবস্থায় যুক্তি এই,—জাগ্রৎ অবস্থায় জীবগণ অতি ভয়ে মৃত হয়। বোধ হয়, "অমুক ব্যক্তি অতিভয় প্রযুক্ত মরিয়াছে" এরূপ কথা অনেকেরই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিবে। স্বপ্নে কেন অতি ভয়ে মৃত্যু হয় না? বরং স্বপ্নাবস্থাতেই অতিভয় প্রযুক্ত মরণ অতিরিক্ত হওয়া আবশ্যক। কেন না, স্বপ্নাবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয়,—সমস্ত, নির্জ্জীবপ্রায়, অত্যন্তই শিথিল ও অত্যন্তই নিস্তেজ বা নির্ব্বীর্য্য হইয়া থাকে। সাধ্য কি, অভক্তগণ এ প্রশ্নের উত্তর করিবেন। ভক্তগণ অতি সহজে ইহার মীমাংসা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, "ব্রহ্ম দয়াময়, ব্রহ্ম দুর্ব্বলেরই সহায়, এই জন্যই ইহাঁর নাম "অকিঞ্চন গোচর এবং এই জন্যই ইহাঁর নাম, "দয়াল পিতা"। দয়াল পিতা আমার স্বপ্নে জীবগণের ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল নিস্তেজ হয় বলিয়াই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের হৃদয়ে বা মনে আপনিই বল হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই স্বপ্নে কেহ আজি পর্য্যন্ত অতি ভয়প্রযুক্ত মরে নাই।"

সুপ্তে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে,
কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥

সুষুপ্তি অবস্থায় যুক্তি এই, সহজ কথায় বলিতে হইলে গাঢ় নিদ্রার নাম সুষুপ্তি। স্বপ্নে মনোব্যাপার টুকু থাকে;—সুষুপ্তিতে তাহাও থাকে না। এইজন্য কোনো কোনো দার্শিনিক জ্ঞানসামান্যাভাবের নাম সুষুপ্তি বলিয়াছেন। অথবা, যে অবস্থায় মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ও ইন্দ্রিয়গণ সমস্তেরই নিদ্রাভাব হয় সেই অবস্থাকেই সুষুপ্তি অবস্থা জানিয়া রাখ। কেহ এই সুষুপ্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রৎ হইলে তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়? আজ কেমন শুইয়াছিলেন?" তাহাতে সে ব্যক্তি কিছু না কিছু উত্তর দিবে। হয় বলিবে, "আঃ বেশ শুইয়াছিলাম" না হয় বলিবে উঁহু, (শিরঃকম্পন) না মহাশয়! আজ আমার ভাল শোয়া হয় নাই গাঢ় নিদ্রিত ছিলাম বটে কিন্তু মন ও শরীর বড় খারাপ হইয়াছে" যাহা হউক, এইরূপ সুখ, দুঃখ বা মোহের অনুভব পরিচায়ক একটা না একটা উত্তর দিবেই সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার ওরূপ জিজ্ঞাসাও অন্যায় এবং জিজ্ঞাসিত ঐ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির উত্তরদান ও নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসম্ভব। যে হেতু তুই দুঃখাদির অনুভব কর্ত্তা মন এবং তাহার বিচার কর্ত্তা বুদ্ধিই যখন নাই তখন সে অবস্থায় জীব, সুখ দুঃখাদির অনুভব বা বিচার কি দিয়া করিবেন? অতএব এ অবস্থায় তার্কিকগণ বাধ্য হইয়াই নিরুত্তর হইবেন। পক্ষে ভক্তগণ অতি সহজে উত্তর দিবেন। তাঁহাদের মতে সুষুপ্ত জীবের সেই সৌষুপ্ত তম বোধের মূল একমাত্র সুষুপ্তিকালীন ব্রহ্মশক্তির অবস্থান সেই ব্রহ্মশক্তিই একমাত্র জাগ্রত থাকেন। তাঁহারই দ্বারা তখন সুখ দুঃখাদির অনুভব হয়। এবং তাঁহারই দ্বারা আবার নিদ্রিতচিত্তে সেই অনুভব জন্য সংস্কার ও হয়। এইজন্যই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইলে, ঐরূপ সুখ দুঃখাদির অনুভব (সৌষুপ্ত তম বোধ) পরিচায়ক উত্তর সকল করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেনই বা না করিবেন? ব্রহ্মশক্তি বলে তাঁহার সংস্কার পর্য্যন্ত যখন হইল তখন সুপ্তোত্থিত হইলে, স্মৃতিত অনায়াসেই থাকিবে। আরত কোনো বাধা বা অসম্ভব রহিল না।

ব্রহ্ম যদি এমন দয়াল, তুরীয়াবস্থ হইয়াও জীবগণের সকল অবস্থাতেই তিনি প্রকাশ পাইতেছেন তবে জীবগণ সকলেই মুক্ত হইতেছে না কেন?

যর্হি স্ম মাস্তচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা,
চেতো মলানি বিধমেদ্ গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্ম তত্ত্বং,
সাক্ষাদ্ যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ।

সূর্য্যত প্রত্যহই উদিত হইতেছেন। সকল জীবগণকেইত নিজরশ্মি দ্বারা উপকৃত করিতেছেন। কিন্তু যে অন্ধ, দৃষ্টিহীন, সে কেন পথ দেখিতে পায় না? সে কেন উপকৃত হইলাম, বিবেচনা করে না? অন্ধের চক্ষু নাই, বা চক্ষু নির্ম্মল নহে, দেখিতে পাইতেছে না। এই জন্যই সে, তাঁহার রশ্মি পাইয়াও পথ দেখিতে পাইতেছে না। এবং সুখীও হইতেছে না। এইরূপ ব্রহ্মও প্রত্যহ প্রতি ক্ষণেই সমানভাবেই উদিত হইয়া রহিয়াছেন। সকল জীব জন্তুগণকেই নিজ শান্তিরূপ রশ্মি দ্বারা উপকৃত করিতেছেন, সত্য, কিন্তু দৃষ্টি ত সকলের নাই, যাহার আছে সেই মুক্ত বা উপকৃত হইতেছে। আর যাহার নাই, সে মুক্ত বা উপকৃত কিছুই হইতেছে না। যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে সেই মুক্ত হইতেছে, সংসারপথে সেই-ই অভ্রান্ত হইয়া সরলভাবে চলিয়া যাইতেছে। এই সংসার তাঁহার সম্বন্ধে সুখের সংসার। আর যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সে অন্ধের ন্যায় দশাপ্রাপ্ত হইতেছে। সংসার তাহার অন্ধকার ময়। সুতরাং সে ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, এবং পুনঃ পুনঃই দুঃখে পতিত হইতেছে। তাহার সম্বন্ধে সুখের সংসার ও দুঃখময়, তাহার সম্বন্ধে স্বর্গ ও অন্ধ তামিশ্র। তবে তাঁহাকে দেখিবার উপায়? তাহাও আছে। পুত্রৈষণা, ভার্য্যৈষণা ও বিত্তৈষণা এই অপরিত্যাজ্য এষণাত্রয়ের (*) ন্যায় চতুর্থ আর একটি এষণার অবলম্বনই তাহার এক মাত্র উপায়, সেটি, ব্রহ্মের, সেই দয়াল পিতার চরণৈষণা (†) উত্তমা ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মচরণৈষণাটি যে, লাভ করিতেছে, তাহার চিত্ত, বিষয়ানুরাগ জাত পাপমলবিহীন হইয়া নির্ম্মল হইতেছে। নির্ম্মল চিত্তই জীবগণের নির্ম্মল দৃষ্টি, সুতরাং "তখন তাহার দৃষ্টি নির্ম্মল হয়" একথাও অনায়াসে বলিতে পারিতেছি। দৃষ্টি যখন নির্ম্মল হইল, তখন সে, ব্রহ্মকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে। পক্ষে যে এই উপায়টি অবলম্বন করিতেছে না, তাহার দৃষ্টিও নির্ম্মল হইতেছে না, সুতরাং সে ব্রহ্মকে দেখিতেও পাইতেছে না।

ইতিশ্রী ভাগবত তত্ত্বসারে প্রথম কাণ্ডে
ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ নামক পঞ্চম
উপদেশ। (হরিঃ ওঁ)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

২২এ জৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক।

অল্পদিন হইতে এই মন্দিরে এবং আমাদিগের এই প্রিয় ধর্ম্মবিধানসম্বন্ধে এমন অনেক কথা হইয়াছে, যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে, আমরা ক্রমাগত বিস্ময়কর, প্রকৃতির অতীত নানা কথা কহিতেছি; স্বভাবের উপর যাহা, ভৌতিক নিয়মের অতীত যাহা, যাহা বিস্ময়জনক এবং যাহা লইয়া অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় নানা অলৌকিক ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই সকলেই হস্তক্ষেপ করিতেছি; কেহ যদি এরূপ মনে করেন, আমরা তাঁহাকে নিবারণ করিতে চাই না। প্রথমেই স্বীকার করা ভাল। অর্দ্ধ সত্য, অর্দ্ধ অসত্য বলাতে লাভ কি? অতএব শোন, এখন হইতে,—এখন হইতেই বা কেন, বহুদিন হইতে অলৌকিক ব্যাপার সাধারণের অতীত ব্যাপার ও পরমাশ্চর্য্য ঘটনা সকল সংঘটন করিতে ব্রহ্ম মন্দিরের ধর্ম্ম হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমারা কি সূর্য্যকে আকাশে গতিহীন করিতে চাও? মৃত প্রোথিত শবকে তোমরা কি পুনর্জীবন দিতে চাও? তাহা আমরা চাই না। অথচ বিস্ময়কর মত ও অলৌকিক সত্য ব্যতীত ধর্ম্ম যে থাকিতে পারেন না, আমাদিগের নিশ্চয় পরিষ্কার বিশ্বাস ইহাই। যাহা প্রকৃতির অতীত, অস্বাভাবিক যাহা, তাহা আমরা মানি না; ঈশ্বরকে আমরা স্বভাব সম্পন্ন বলিয়া থাকি; তিনি আপনার ভাবে আপনি পূর্ণ। স্বভাবের ঈশ্বর স্বভাবের পতি। ধর্ম্মের প্রকৃতি কোন নৈতিক প্রকৃতিকে চূর্ণ করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া, নষ্ট করিয়া কোন কার্য্য করিয়াছেন, কি করিতে পারেন, এ কথা আমরা মানি না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানি যে ধর্ম্ম যত ক্ষণ না সাধারণ লোকের বোধের অতীত হয়, ততক্ষণ ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। যে ধর্ম্ম অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন করিতে পারেন না, মৌন ঈশ্বরকে কথা কহাইতে পারেন না, অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখাইয়া করতল ন্যস্ত আমলকবৎ করিতে অসমর্থ, সে ধর্ম্ম বিদায় লইলেই ভাল। আমাদের মত এই যে ধর্ম্মবিশ্বাস অলৌকিক কার্য্য সকল সংঘটিত করে;

(*) পুত্রের জন্য একান্ত প্রার্থনাকে পুত্রৈষণা কহে। ভার্য্যার জন্য একান্ত প্রার্থনাকে ভার্য্যৈষণা কহে। এবং ধন ধান্য সমৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রার্থনাকে বিত্তৈষণা কহে।

(†) ব্রহ্মের চরণলাভের জন্য একান্ত প্রর্থনাই ব্রহ্মচরণৈষণা জানিবে। [লেখকঃ।]

মৌন ঈশ্বরকে কথা কহায়, ও অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখায়। ইহা পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার সাধন করে, করিয়াছে ও করিতেছে। প্রতিদিনই করিতেছে; তাই ধর্ম্ম মানি। সাধারণের অতীত বা বিস্ময়কর ব্যাপার যে স্বীকার করি, তাহা কোন্ বিষয়ে? অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে জিজ্ঞাসা কর শুনিবে, যে, মুশা পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন, ঈশ্বর সেখানে জ্বলিতে লাগিলেন; কি কোন ধর্ম্মাচার্য্য মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বলিলেন, উঠ; তাহাতে সে উঠিয়া গেল। তাহারা এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার সকলের কথা বলিবে; আমরা তাহা বলিব না। স্বভাবের অতীত ব্যাপারের কথা আমাদিগের নিকট শুনিবে না। বজ্রের ভিতর কি মেঘের ভিতর হইতে আসিয়া ঈশ্বর পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হইলেন, কিম্বা আকাশের উপর কোন জ্যোতিষ্ক আছে, কোন ধূমকেতু কি ইন্দ্রকেতু আছে, সেখান হইতে কোন পক্ষধারী দিব্যকান্তি অপ্সরা করে ভেরী ধারণ করিয়া চীৎকার করিলেন, এসকল আমরা মানি না, মানিবও না। অলৌকিক যে মানি, ইহার অর্থ কি? আমরা লৌকিককে অলৌকিক করি, ভৌতিককে আমরা পঞ্চভূতের অতীত করি; স্বভাবকে তুলিয়া, আকাশবিহারী যেখানে যায়, সেখানে লইয়া যাই। ইন্দ্রলোক হইতে আমরা ধর্ম্মকে পৃথিবীতে আনিনা, পৃথিবীর ধর্ম্মকে ইন্দ্রলোকে তুলি; আমাদের কার্য্য এই। কবর হইতে মৃতকে উঠাইয়া আমরা অলৌকিক ব্যাপার করি না; কিন্তু পৃথিবীর পাপাত্মা যাহারা, যাহাদের উপরে কিছু আশা ভরসা ছিল না, দোষের কবরে শবের ন্যায় যাহারা ছিল, তাহাদিগকে বলি ওঠ, আর উঠিয়া অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করে। যে ছিল ভীরু সে সাহসের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করে; যে ছিল সুরাসক্ত, বেশ্যাসক্ত, তার তনু ভাগবতী তনু, যে ছিল নরকে, তাহাকে স্বর্গে উত্তোলন করাই আমাদিগের পরমাশ্চর্য্য বিধানের গভীর তত্ত্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা এই যে, তাঁহারা বলিতেন, উপরকে নীচে আনিব স্বর্গকে পৃথিবী করিব; আমরা বলি, নিম্ন ভূমিকে উচ্চভূমি করিব, স্বভাবকে স্বর্গ করিব; সাধারণকে অসাধারণ করিব। আকাশের অপ্সরা মানব হইবে, ইহা আমরা মানি না; কিন্তু মন্দমতি নারী, দুরাচারিণী স্ত্রীলোক যারা, তাদের লইয়া যদি একবার ভক্তি পুণ্যের আস্বাদন দিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই পবিত্র লোকে উড্ডীয়মানা হইয়া চলিয়া যাইবে। ইহাতে যে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিবে, তাহা আমরা মানি। তাহারা যে মঙ্গলময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিবে, তদপেক্ষা পরমাশ্চর্য্য আর নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে যাহা স্বাভাবিক রোজ যাহা ঘটিয়া থাকে, তারই মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁর পরমাশ্চর্য্য কীর্ত্তি ও মহিমা অনুভব করি। অন্য কথা বলি কেন, সামান্য ভাবে একটী মতের কথাই উল্লেখ করি। এই যে আদেশের মত, ইহা লইয়া হয়কে নয় করা, নয়কে হয় করা, আলোককে অন্ধকার করা, কতই হইল। স্থিরবিশ্বাসী কি তাহাতে নড়িবে? ঈশ্বরের বার্ত্তাকে কি আসনের নীচে লুকাইবে? সে ত বলে না, যে কেবল বজ্রের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সে জানে প্রতি ঘটনার মধ্যে অভ্রান্ত স্বরে সুনির্ম্মল সত্য সকল স্থাপন করিতেছেন। ঐ যে মনের ভিতরকার আশ্চর্য্য শব্দ, তাহাকে কি আপনার সামান্য ভাব মনে কর? তা নয়, তা নয়। ঈশ্বর কথা কহিয়া থাকেন, তাঁরই ঐ শব্দ। ঐ শব্দের অনুসরণ কর; হৃদয়ের সাধারণ বিবেকের শব্দ অনুসরণ করিতে করিতে, হৃদয় রোজ রোজ পরিষ্কার হইতে হইতে এমনই হইবে, যে যে কোন ঘটনা ঘটিবে, তারই মধ্যে অনায়াসে ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারিবে। যারা এ কথা পরীক্ষা করিয়া বুঝিল না, তারা বলিল, এ ব্যক্তিরা আকাশে ঈশ্বর মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহার শব্দ শোনে। এইরূপে তাহারা অন্যায় উক্তি করে। এই যে মানুষের প্রকৃতি, ইহার ও মধ্যে প্রকৃতির ঈশ্বর বর্ত্তমান। যার চক্ষু অবিশ্বাসী, সে তাহা দেখিল না, কিন্তু বিশ্বাসী তাহা দেখিলেন। এই যে সকল সামান্য প্রচারক, কাল যারা জাল দিয়া মৎস্য ধরিত, সেই ধীবরেরা, মাল্লারা কি ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবে? তার ভিতরে বিশ্বাসী কি দেখিলেন, আর বলিলেন যে, মৎস্য ধরা রাখ, তিনি জানেন, যে বাহিরের ধীবরের ভিতরে আর এক ধীবর আছেন; তিনি বলিলেন আর তাহারা ছাড়িয়া চলিল। মাল্লা, ধীবর, সূত্রধার প্রভৃতি সামান্য লোকদিগের হইল কি? যেন এক এক জন দেবতা হইল স্বভাব হইয়া গেল স্বর্গ; মানুষ হইয়া গেল দেবতা। এর চেয়ে অলৌকিক আর কি হইতে পারে? পৃথিবী, পার্থিব ভাবকে জয় করিয়া দেবলোক হইল। আমরা কি অলৌকিকত্ব মানি, শবকে জীবন দানের জন্য? কি অগ্নিতে দেহ পোড়ে না দেখিয়া? না, কখনই না। সত্যের আলোক যখন জ্বলিয়া উঠিল, যেখানে গেল, সেই খানেই যেন সহস্র সহস্র লোক আশ্চর্য্য ভাবাপন্ন হইল; মৃত মানুষ যেন জাগিয়া উঠিল। মুসা, শ্রীচৈতন্য, শাক্য প্রভৃতি ভাবের ভিতরে যেন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এই আমাদের অলৌকিক। যাহাদের জীবনে অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছে, জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে, যে, লৌকিকতার ভিতরেই ঈশ্বর অলৌকিক ঘটান। এই নিমিত্তই বিধানকে বলা হয়, স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ। নির্জ্জীব ধর্ম্ম সকল শক্তি প্রাপ্ত হইল, নিরাকার ঈশ্বর বিবেককে অবলম্বন করিয়া

অবতীর্ণ হইয়া জীবকে উদ্ধার করিলেন। লৌকিক এবং অলৌকিক, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক স্বর্গীয় বিধানের এই তত্ত্ব।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের বঙ্গবন্ধু হইতে উদ্ধৃত।

এখন না হইলে কখন হইবে না।

যদি ঈশ্বর দর্শন করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাক, এখনই তাঁহাকে দর্শন কর। যদি তাঁহার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া প্রাণ শীতল করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, এখনই তাঁহার কথামৃত পান কর। যদি হরিপদে জীবন যৌবন ধন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে অনুমাত্রও ইচ্ছা থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার শ্রীচরণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আপনাকে নিযুক্ত কর। কেন না কাল বিলম্ব করিবার সময় নাই। বর্ত্তমান নিমেষমাত্রই তোমার জীবন, পরমুহূর্ত্ত তোমার হাতে নহে। তুমি যাহা করিতে চাও এই বর্ত্তমান নিমেষেই করিতে পার, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই তোমার অস্তিত্ব, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই তোমার স্থিতি, এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই তোমার জীবনের অভিনয় আরম্ভ হইবে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকিবে। আমি ভবিষ্যতে ইহা করিব, উহা হইব---ইত্যাকার কল্পনা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূত ভবিষ্যতের অস্তিত্ব নাই। ভগবানেতে ভূতও নাই ভবিষ্যতও নাই। তিনি নিত্য বর্ত্তমান, অনাদি অনন্তরূপে বর্ত্তমান। ভগবানের বর্ত্তমানতাই অনাদি অনন্তকাল। আমাদিগের জীবন ও বর্ত্তমান অতি সূক্ষ্ম নিমেষ কাল মাত্র। অসীম পরমাত্মার অনন্ত বর্ত্তমানতার ভিতরে অতিসঙ্কীর্ণ বিন্দুর ভিতরে জীবাত্মার বর্ত্তমানতা আবদ্ধ। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত বিন্দু শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম। এই অতিসূক্ষ্ম বর্ত্তমান কালবিন্দুই জীব জীবনের আশ্রয় ভূমি। এই বর্ত্তমান কালবিন্দুর নাগাল পায় কে? ইহার নাগাল পাওয়া আর ভগবানকে পাওয়া একই কথা। পশ্চাতে ভূত কালরূপ সাক্ষাৎ যমের অধিকার এবং সম্মুখে ভবিষ্যতের ভীষণ অন্ধকার। অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল ব্যাপিয়া মৃত্যু আপনার মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। যাই জীব ভূত কিম্বা ভবিষ্যতে বিচরণ করিতে যায় অমনি সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে "মৃত্যু যেন কেশে ধরিয়া রহিয়াছে—এই ভাবে ধর্ম্ম সাধনা করিবে।" ফলতঃ ইহার নিগূঢ় রহস্য এই যে—বর্ত্তমানতাই স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুর বর্ত্তমানতা নাই এবং সম্ভব হইতেও পারে না। বর্ত্তমানতাকে অবহেলা করা আর ঈশ্বরকে অবহেলা করা এক কথা। বর্ত্তমানতাই নববিধান। বর্ত্তমানতাকে গ্রহণ না করা আর নববিধান গ্রহণ না করা একই কথা। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে পাইয়াই আমরা ঈশ্বরকে পাইয়াছি। আমরা যদি এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে সম্ভোগ না করিতে পারি ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিতে পারিলাম না। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই ভগবানের বিশেষ দান, ইহাই তাঁহার প্রেমক্রোড়, ইহাই স্বর্গধাম শান্তি নিকেতন। স্বয়ং ভগবান জীবের নিকট তাঁহার সমুদয় ঐশ্বর্য্য বিভূতি লইয়া এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই স্থিতি করিতেছেন। এই বর্ত্তমান কাল টুকু তুমি যদি তুচ্ছ কর তবে অনন্ত কালকে তুচ্ছ করিলে। কেননা তোমার এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ বর্ত্তমানতা দ্বারাই তুমি অসীম বর্ত্তমানতাকে সম্ভোগ করিতে অধিকারী হইয়াছ। এই বর্ত্তমানতা টুকু হারাইলে তুমি সর্ব্বস্ব হারাইলে, তুমি আপনাকেও হারাইলে ঈশ্বরকেও হারাইলে। অতএব অতীত স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা সম্যকরূপে পরিহার করিয়া এখন এই মুহূর্ত্তে ভগবান যে তোমার নিকট বর্ত্তমানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ইহাঁকে দর্শন কর, এইই তোমার ভগবদ্দর্শন। এই এখন ভগবান তোমাকে কি বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর, এইটিই তোমার হরি কথামৃত পান। এই এখন বর্ত্তমান হরিপদে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান আদেশ পালন কর ইহাই তোমার শ্রীহরির প্রিয়কার্য্য সাধন। এক্ষণ এই একটী প্রশ্ন হইতে পারে—অতীত কালে ভগবানের কত লীলা খেলা হইয়াছে, যুগ যুগান্তরে শ্রীহরি ভক্তবৃন্দ লইয়া কত রস রঙ্গ আমোদ প্রমোদ লীলা বিহার করিয়াছেন, সে সকল চিন্তা করা কি ভূতচিন্তা নয়? ভূতচিন্তা যদি পরিহার্য্য হয়, তবে কি আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এবং ঈশা, মুশা, মোহম্মদ, শাক্য, জনক, নানক এবং চৈতন্যদেব প্রভৃতির জীবনও পরিত্যজ্য হইল? এখানে একটু বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী হওয়া প্রয়োজন। যদি তুমি এরূপ কল্পনা কর যে, যে যোগী ঋষিদের সুগভীর যোগতত্ত্ব, অন্তরের প্রাশস্ত্য মহত্ত্ব, বেদ বেদান্ত ঘোষণা করিতেছে তাঁহারা কোনকালে ছিলেন কিন্তু এখন নাই। যদি তুমি মনে কর, বিবেকী মুশা বহুকাল অতীত হইল ঈশ্বরআদেশে ঈশ্বরের সেবা করিতেন, এখন আর তিনি সেরূপ "আমি আছি" রাজআজ্ঞা সভয়ে পালন করেন না; এখন আর মহাযোগী মহাত্মা ঈশা তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে একীভূত হইয়া "আমি এবং আমার পিতা এক" ইহা বলিতেছেন না; এখন আর শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনামে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন না; তাহা হইলে সেই মৃত জীবন লইয়া চিন্তা কল্পনা করিয়া তোমার কি লাভ হইবে, মৃতজীবন কি তোমাকে অমরত্ব দিতে পারিবে? আর যদি বল সেইসকল জীবনামৃত পান করিয়া আমার

আত্মা জীবন লাভ করে, অন্তরে আলোক পাই, প্রাণে রসের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে 'নাই' ভাবিতে পার না, অতীতকালের ভাবিতে পার না। কেন না যাহা এখন তোমার প্রাণে স্বর্গীয় যোগ, বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রেমরস ঢালিয়া দিতেছে তাহা কি কখন অবর্ত্তমান হইতে পারে? তবে তাঁহারা কোথায় বর্ত্তমান? এই বর্ত্তমান শ্রীহরির ভিতরে বর্ত্তমান। শ্রীহরি কোথায় বর্ত্তমান, এই আমার বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের আবদ্ধ আত্মাতে বর্ত্তমান। অতএব ভূত, ভবিষ্যৎ, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গরাজ্য, প্রেম-পরিবার, সকল লইয়া ভগবান এই এখন তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান। অতএবই বলিতেছি যদি হরি পদারবিন্দ লাভ করিতে চাও, এখনই কর, যদি এখন না হয় তবে কখনও হইবে না।

শাক্যমুনি-চরিত।

প্রথম ভাগ।

জন্ম হইতে বৈরাগ্য ও নিষ্ক্রমণ পর্য্যন্ত।

স্বর্গগত সাধু অঘোর নাথের প্রতি ভার ছিল, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নির্ব্বিবাদ সত্য সকল প্রকাশ করিয়া নববিধানের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিবেন এবং বিবাদাস্পদ সত্য অর্থাৎ যাহার সত্যতা লইয়া লোক সমাজে বাদানুবাদ চলিতেছে, সেই সকল মতকে বিবাদ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিবেন। এই ভার প্রাপ্ত হইয়া অবধি উক্ত মহাত্মা প্রাণগত যত্ন দ্বারা তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই যত্ন ও পরিশ্রমের অনন্তর ফল "শাক্যমুনি চরিত বা নির্ব্বাণ তত্ত্ব" অর্থাৎ শাক্যসিংহের জীবন বৃত্তান্ত। শাক্যমুনি প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তাঁহার নির্ব্বাণসিদ্ধ জীবনই এক মহামূল্য সত্যরত্ন। পৃথিবীতে যত বিধান প্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একের সঙ্গে অপরের মিল নাই, অর্থাৎ এরূপ দেখা যায় না যে দুইজন প্রেরিত আসিয়া একই সত্য প্রচার করিয়াছেন ইহা অতি আশ্চর্য্য!! এই সকল বিধানবাহী প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে সকলেই বিষয়বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু শাক্য বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু বৈরাগ্যের অবতার বা প্রতিমূর্ত্তি। শাক্যমুনি রাজপুত্র। সম্রাট্‌ ঐশ্বরদিগের যে সকল ভোগ্য সামগ্রী থাকে তাঁহার তাহা প্রচুর ছিল। বস্তুতঃ বাল্যকাল হইতে তাঁহার জীবনে বৈরাগ্য লক্ষণ সকল পরিস্ফুট হওয়াতে তাঁহার পিতা, পুত্র বিয়োগ ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া গৃহে রাখিবার জন্য সম্ভবের ও অতিরিক্ত বিলাসের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে সকল ভোগ্য সামগ্রীতে বিন্দুমাত্র ও আকৃষ্ট হন নাই। প্রত্যুত বিলাসিতাকে কিরূপ করিয়া জয় করিতে হয়, জীবনের পবিত্রতার নিকট সংসারের বিলাসসুখ যে অতি অকিঞ্চিৎ কর তাহা অতি পরাক্রমের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই অন্যান্য বিধানের প্রচারক মহাপুরুষগণ সকলেই অতি গরিবের সন্তান ছিলেন কিন্তু শাক্য মুনি নির্ব্বাণ তত্ত্ব প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাজার গৃহে নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন মহাব্রত ধারী শা[illegible] জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আপ্যায়িত ও উপকৃত হইলাম। ইহার রচনা মাধুর্য্য অতি চমৎকার হইয়াছে, ভরসা করি সকলেই ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইবেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

আমি কুচ বিহারের বিবাহের পর নানা কারণে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের মানবীয় বুদ্ধির কুমন্ত্রণায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও প্রচারক মহাশয়দিগের বিরুদ্ধাচারী হইয়া পবিত্র নববিধানকেও অগ্রাহ্য করিয়াছি, এখন আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত অপরাধে আমার উপাসনা পর্য্যন্ত হইতেছে না। দিন দিনই অন্ধকারে পতিত হইতেছি। বর্ত্তমান সময় আমি পবিত্র নববিধানকে শিরোধার্য্য করিয়া অনুতাপের সহিত এই পত্র লিখিতেছি মহাশয় আমার মঙ্গলের জন্য এই পত্র খানা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব, আপনি ও প্রচারক মহাশয়গণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমার জীবনের স্রোতঃ পুনঃ প্রবাহিত হয় নিবেদন ইতি।

তারিখ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ
সন ১২৮৯।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিহারীকান্ত চন্দ, ময়মনসিংহ।

সংবাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয় জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সপরিবারে দারজিলীং পাহাড়ে গমন করিয়াছেন দয়ালু ঈশ্বরের নিকট আমরা তাঁহার শরীরের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি। প্র[illegible] তাঁহার ভক্তের শারীরিক মানসিক সকল প্রকার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও দারজিলীং পার্ব্বত্য জল বায়ু সেবনে স্বাস্থ্য লাভের আশায় তথায় গমন করিয়াছেন। যাইবার সময়ে কয়েকদিন জলপাইগুড়িতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দয়ালু ঈশ্বর তাঁহাকে স্বাস্থ্য দিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্র কলিকাতায় আনয়ন করুন।

শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রচারার্থ পাবনা প্রদেশে গমন করিয়াছেন ঈশ্বর তাঁহার সহায়।

বিগত সপ্তাহ হইতে মন্দিরে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ও রাত্রির ন্যায় উপাসনা সংকীর্ত্তন ও আলোচনা হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আশা করি মন্দিরের উপাসকগণ উৎসাহের সহিত এই ব্যাপারে ব্যাপৃত হইবেন এবং নববিধানের সাধক শ্রেণীর উপযোগী জীবন প্রস্তুত করিতে যত্ন করিবেন।

নূতন পুস্তক।

নববৃন্দাবন ... ... ১৲
শাক্যমুনিচরিত । ... . ||০
তাপস মালা ৩য় ভাগ ...
তত্ত্ব কুসুম ... .
কোরাণ শরিফ ৪র্থ খণ্ড ... .
ঐ ৫ খণ্ড ...

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধানযন্ত্রে ২রা আষাঢ় শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ
১১ সংখ্যা

১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেব, বল, এ দাস কতদিন আর লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবে। তোমার সত্যের আলোক সাধারণে সহ্য করিতে পারিবে না, ইহা বলিয়া কি তোমার সত্য গোপন করিয়া রাখিব? গোপন করিয়া রাখিতে রাখিতে যদি এ জীবন শেষ হইয়া যায়, তবে তো তোমার সত্য পৃথিবীতে প্রচার করা হইল না; তুমি যাহা বিতরণ করিবার জন্য অর্পণ করিলে আমি আমার বুদ্ধি বিচারে তাহা প্রচার করিবার এখনও সময় হয় নাই বলিয়া লুকাইয়া রাখিলাম, এ কি ব্যবহার? ইহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে আমি তোমা অপেক্ষা সময়াসময় ভাল বুঝি। বল, প্রভো, কোন্ সময়ে এমন সত্য পৃথিবীতে তুমি প্রেরণ করিয়াছ যাহা পৃথিবীর সকল লোক বুঝিয়া অনুসরণ করিয়াছে। একটি শিশু সন্তান পৃথিবীতে আসিবার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তুমি তাহার জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজন করিয়া রাখ, তোমা হইতে যে সত্য আইসে তাহারও যে এই স্বভাব। ইহার সহস্র সহস্র বৎসর পরে যে সকল ধর্ম্মপিপাসু তোমার সন্তান আগমন করিবেন, তাঁহাদিগের জন্য তুমি আজ আয়োজন করিতেছ। এখন যাহারা শিশুবৎ দুগ্ধমাত্র পানের উপযুক্ত, তাহাদিগের জন্য তো তোমার এ সকল আয়োজন নহে। তাই বলি, হে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, আমি তোমা অপেক্ষা বেশি বুঝি, তোমার দেশ কাল পাত্র বুঝিবার সামর্থ্য নাই, আমার আছে, এই ভয়ানক অভিমান আমা হইতে তুমি শীঘ্র অপনয়ন কর। আমি তোমার সত্য চাপিয়া রাখিয়া ঘোর অপরাধী হইয়াছি, এ অপরাধের নিষ্ক্রয় কি বলিয়া দাও। হে বিশ্বাধিপতি, হে বর্ত্তমান ও ভাবী বংশের পিতা, দাস এত দিন যে অবহেলা করিয়াছে তাহার জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া ইহার রসনায় ইহার লেখনীতে বল দাও বীর্য্য দাও যে নির্ভয়ে তোমার সত্য যথাযথ প্রচার করিয়া জীবনকে শেষ করিতে পারে এবং ইহলোক হইতে যাইবার সময় এই সন্তোষ লইয়া চলিয়া যাইতে পারে যে, তুমি যাহা দিয়াছিলে, শিখাইয়াছিলে সে সমুদায় পৃথিবীতে রাখিয়া চলিয়া গেল। এখন আর অলস থাকিবার সময় নাই, তাই নাথ, প্রার্থনা করি যেন শেষ জীবন অকাতরে তোমার দান বিতরণে এ দাস নিযুক্ত থাকে।

—

সহজ যোগ।

যোগ এই কথা শুনিবা মাত্রই তাহার সঙ্গে কিছু না কিছু অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া আছে মনে লয়। উৎকট বন্ধবিশেষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে আসনোপরি সংস্থাপন, শ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ, আহারের অল্পতা নিবন্ধন শরীর শোষণ, নেতি ধৌতি প্রভৃতি অস্বাভাবিক প্রণালীতে দেহের অভ্যন্তর শুদ্ধি ইত্যাদি প্রক্রিয়া এ দেশে যোগ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যদি এই পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হইত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অস্বাভাবিক প্রণালীতে স্নায়ু বিকার উৎপন্ন করিয়া বিকৃত ইন্দ্রিয়যোগে বহুবিধ অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন এবং অপর ব্যক্তিতে তাদৃশ বিকার উৎপাদন করিয়া অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন, দেশীয়দিগের মনে যোগের উচ্চাবস্থা লাভ বলিয়া সংস্কার হইয়াছে। অনভিজ্ঞতা এবং সংশয় এই দুইটী ঈদৃশ সংস্কারের মূল। মহর্ষি পতঞ্জল যোগকে দর্শনে পরিণত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দর্শনে অদ্ভুত ব্যাপার উৎপাদক ধারণাগুলি লেখেন নাই, তাহা নহে, কিন্তু এ সকল প্রকৃত যোগবিষয়ে যাহারা সংশয়ী তাহাদিগের যোগের প্রতি প্রত্যয়োৎপাদন জন্য তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর কোন ইহার উদ্দেশ্য নাই, তৎকালীনকার মহর্ষিগণের ইহাই মত ছিল। যোগশাস্ত্রে নানাবিধ আসন লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সহজ সাধ্য সুখাসন উপেক্ষিত হয় নাই। প্রাণায়াম (শ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ) মনস্থির করিবার একটী উপায় বলিয়া লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরপ্রণিধানকে শ্রেষ্ঠ করা হইয়াছে। গীতা অতি প্রধান যোগ শাস্ত্র, তাহাতে প্রাণায়ামকে অপরাপর যজ্ঞের মধ্যে একটি যজ্ঞ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সেখানে ঈশ্বরে চিত্তের ধারণা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। মন যে পরিমাণে স্থির হয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সেই পরিমাণে লঘু হয়, এমন কি অননুভূত হইয়া যায়, ইহা দেখিয়া শ্বাস প্রশ্বাস অবরোধকে একটি উপায় করিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু যাহা স্বভাবতঃ হয়, অস্বাভাবিক প্রণালীতে তাহা করিবার জন্য যত্ন বিবিধ বিকারের হেতু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক রীতিতে অল্পে অল্পে ইন্দ্রিয় জয় হয় বা মন শান্ত হয় বলিয়া অস্বাভাবিক প্রণালীতে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় জয় বা মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা অনেক সময়ে শারীরিক বিকার উৎপাদন করে এবং চরিত্রের দোষ রাখিয়া দেয়। স্বভাবকে অনুসরণ করিলে পুরুষাকার সহযোগে ক্রমান্বয়ে রিপুগণের উপরে নিজের আধিপত্য সংস্থাপিত হয় এবং এই আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে তবে মন শান্ত হয়, ভিতরে ব্রহ্মসংস্পর্শ জনিত সুখ সমুৎপন্ন হয় ও অস্বাভাবিক ব্যাপারে এ সকল কিছুই করিতে হয় না। এখানে তন্ন তন্ন করিয়া চরিত্রের সমুদায় দোষগুলিকে উচ্ছেদ করিবার কিছু প্রয়োজন রাখে না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টানিতে শিখিয়া মনকে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করা হয় এবং বলপ্রয়োগে স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে আঘাত পড়িয়া উহা এমনি বিকৃত হইয়া যায় যে উহাতে এক প্রকার কৃত্রিম সুখবোধ সমুপস্থিত হয়। অনেক সময়ে ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় আলোক দৃষ্ট হয় উহাই উপনিষদুক্ত "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজম্ব্রহ্ম নিষ্কলম্" মনে করিয়া ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ইদানীন্তন কর্ত্তাভজাগণ অনেক অচতুর ব্রাহ্মকে এই মায়াজালে ফেলিয়া যোগ শিখাইবার ছলে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কর্ত্তাভজাগণ "লোকের কাছে লোকাচার সাধুর কাছে সদাচার" বলিয়া নীতির মস্তকে পদার্পণ করে, অথচ তাহারা কেবল শিক্ষক, কি আশ্চর্য্য! যদি সে কালের মহর্ষিগণ জীবিত থাকিতেন, মহাত্মা শাক্য যদি পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পুনরায় "তুষিত পুর" হইতে অবতরণ করিতেন, তবে বর্ত্তমান বংশ-

ধরগণের কীর্ত্তি দেখিয়া কি বলিতেন আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি। এখন যদি আমাদিগকে যোগ শিখাইবার জন্য আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া বিদেশিগণ আসেন ক্ষতি নাই, আমরা কি না যোগিবংশ বিভ্রষ্ট হইয়াছি কিন্তু আশুপ্রত্যয়ী লোকদিগকে যোগের নামে অদ্ভুত ক্রিয়ায় বঞ্চিত করত প্রকৃত যোগ হইতে ভ্রষ্ট করা অতীব অন্যায়। ইহা হইলে প্রত্যেক হুঁসেন খাঁ পরমযোগী নামে আখ্যাত হইতে পারিত।

আমরা যাই বলি না কেন। যখন এদেশে সংশয় এবং নাস্তিকতা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তখন লোকে আর আশুপ্রত্যয়ী না হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা স্বভাবকে তুচ্ছ করিয়াছে, সুতরাং প্রকৃত বিজ্ঞান এবং দর্শন আর তাহাদিগের মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এ সকল লোক নিজ দোষে দুর্ভোগ ভোগ করিবে আমরা কি করিব, আমরা সাবধান করিতে পারি মাত্র, কিন্তু তাহাতে তাহারা কর্ণপাত করিবে কেন? যাঁহারা প্রকৃত যোগ সাধন করিতে চান, আমাদিগের এ প্রস্তাবের অবতরণ তাঁহাদিগের জন্য। আমরা আমাদিগের যোগকে "সহজ যোগ" নাম অর্পণ করিলাম, কেন না ইহাতে সর্ব্বথা স্বভাবের অনুসরণ হয়, এই যোগ সমুদায় অস্বাভাবিক প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা দর্শন ও বিজ্ঞানকে খণ্ডন করে না, কোন কাল্পনিক ব্যাপার উৎপাদন করে না, নিয়ত প্রকৃতিতেই স্থিতি করে।

যোগ স্বতঃ সিদ্ধ। তবে যে সাধনের প্রয়োজন উহা কেবল আবরণ উন্মোচনের জন্য। প্রত্যেকের হৃদয়ে সহজ স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত নিজ অভিপ্রায় অনভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, লোকে তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রবৃত্তি রুচি ও অভিলাষের দাস হইয়া তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। এই অবাধ্যতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া লোকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যোগ অবাধ্যকে বাধ্যতা শিখাইবার জন্য। সুতরাং যোগের প্রথম সোপানে মহাত্মা সক্রেটিস বসিয়া আছেন। যাহাকেই যোগে প্রবেশ করিতে হইবে তাহাকেই এই মহাত্মার নিকট হইয়া যাইতে হইবে। তিনি নিয়ত বলিতেছেন, আপনাকে আপনি চেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি বাক্য এই এই কথারই প্রতিধ্বনি। যে আপনাকে চিনিল না, তাহার যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মন বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে ভিতরে আনিবার জন্য যোগ। ভিতরে আনিতে গেলে আগে জানিতে হইবে, আমাতে এমন কি কি দোষ ঘটিয়াছে, যাহার জন্য মন ঘরে থাকিতে চায় না, কেবল বাহিরে পড়িয়া থাকিতে ভাল বাসে। আত্মদৃষ্টি ভিন্ন ইহা জানিবার উপায় নাই, সুতরাং যোগের প্রারম্ভে মহাত্মা সক্রেটিস সাধনোদ্যত ব্যক্তিকে বলিতেছেন "আপনাকে আপনি চেন" অন্যথা তোমার যোগে অধিকার নাই। আপনাকে আপনি চিনিয়া দোষ গুলি নির্জ্জিত করিতে যত যত্ন করা যায়, ততই যে বাণী কতক দিন হইল বাসনার কোলাহলে অস্ফুটধ্বনি হইয়া হৃদয়ের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা পুনরায় কর্ণগোচর হইতে আরম্ভ করে। এ জন্যই আপনাকে আপনি চেনার সঙ্গে সঙ্গে বাণী শ্রবণ আরম্ভ হয়। বাণীশ্রবণ দর্শনের অগ্রগামী। পাপী বাণী শুনিয়া জাগিয়া উঠে এবং এ কাহার বণী শ্রবণ করিলাম বলিয়া ব্যক্তির অন্বেষণ করে। অতএব আমরা যোগের আরম্ভে আত্মচিন্তা বাণী শ্রবণ ও তদনুসরণকে প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। আত্মচিন্তা হইতে বাণী শ্রবণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মধ্যে যে সকল অন্তরায় বিনাশ করিবার জন্য উপায়, তাহাদিগকেই অভ্যাস বৈরাগ্য আত্মসংযমাদি নামে অভিহিত করা যায়।

বাণী শ্রবণ করিয়া অনুসরণ কালে মহর্ষি

মুসার সঙ্গে আমাদিগের আলাপ পরিচয় হয়। এখন আর কোন কার্য্যে অন্তরস্থবাণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অনুষ্ঠান করিতে বাসনা হয় না। এইরূপ করিতে করিতে চরিত্রের মূল দৃঢ় হইয়া উঠে এবং যে ইচ্ছা এত দিন বাসনার দাস ছিল, সে বলিষ্ঠ হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া উঠে। এ সময়ে "রে পাপপিশাচ, দূর হ" বলিবা মাত্র পাপ সকল একেবারে দূরে পলায়ন করে, আর সাধকের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না। এই সময়ে মহর্ষি ঈশা আসিয়া আপনার কনিষ্ঠ সাধকের মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। প্রকৃত যোগ এই স্থলে আরম্ভ হয়। এত দিন বাণী শুনিয়া শুনিয়া কেবল নিবৃত্তি-যোগ সাধিত হইয়াছে; এখন প্রবৃত্তিযোগের প্রক্রম। সাধকের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া "একত্ব" যোগ উপস্থিত করে। এ সময়ে আর বলিতে হয় না ঈশ্বর কোথায়, কেন না যোগীতে ঈশ্বরের ক্রিয়া নিত্য প্রত্যক্ষ। যোগ ক্রিয়ার অধীনতাতে পর্য্যবসান হয় না, ক্রিয়া হইতে কর্ত্তাতে গিয়া উপস্থিত হয়। এস্থলে আমাদিগের দেশীয় যোগী ঋষি মহর্ষি-গণ আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন। এ সময়ে ঈশ্বর করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় দৃষ্ট হন, ইহাই দর্শনযোগ। যিনি এইরূপ দৃষ্ট হন তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই স্বরূপত্রয় একত্র মিলিত হইয়া "সচ্চিদানন্দের" অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সাধক চক্ষে প্রতিভাত হয়। এতদ্দর্শনে যে মুগ্ধতা তাহাই ভক্তিযোগ। এখানে মহাত্মা চৈতন্যের নিত্য স্থিতি।

সহজ যোগ কি আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। যাহা উল্লেখ করিলাম, তাহাতেই সাধন প্রণালীও নিবিষ্ট রহিল, কেন না ভিন্ন ভিন্ন যোগের সাধন প্রণালী এ সময়ে সর্ব্বজন গোচর, সুতরাং স্পষ্ট উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রবণ যোগ, একত্ব যোগ, দর্শন যোগ, ও ভক্তি-যোগ; এই চতুর্ব্বিধ যোগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিতি আমরা বলিলাম, ইহা কেবল উহা-দিগের পরস্পরের সম্বন্ধ বিষদরূপে বুঝাইবার জন্য। অন্যথা ইহারা একটি অন্যটির ভিতরে এমনি অন্তর্ভূত হইয়া স্থিতি করে যে পর-স্পরকে প্রভেদ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পূর্ণ বিকাশের স্থল ধরিয়া আমরা ইহাদিগের উদয়ের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছি।

অবিনয়ে বিনয়।

অবিনয়ের মধ্যে যথার্থ বিনয় প্রকাশ পায় একথা শুনিতে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। অবিনয় এবং বিনয় এ দুই পরস্পর বিপরীত অথচ উভয়ের একত্র স্থিতি এ কিরূপ কথা। তবে যথার্থই অবিনয় এবং বিনয় কি একই সামগ্রী? কখনই নহে। লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা অবিনয় তাহা অবিনয় নহে, যাহা বিনয় তাহা বিনয় নহে; ইহা একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। লোকে যাহাকে অবিনয় বলে তন্মধ্যে বিনয়ের বাস ইহাই প্রদর্শন "অবিনয়ে বিনয়" প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যেখানে প্রকৃত বিনয় আছে সেখানে লোকে অনেক সময়ে অবিনয় আশঙ্কা করে। বিনয়ী লোক অপরিচিত লোকের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বাক্ কৌশল প্রকাশ করিতে পারে না, অতীব লজ্জাশীল। কোন নূতন লোকের নিকটে তিনি অত্যন্ত পরিচিতের ন্যায় প্রগল্-ভতা প্রদর্শন করিতে অক্ষম সুতরাং নির্ব্বাক্ বা অল্পভাষী হয়েন, ইহাতে লোকে মনে করে এ ব্যক্তি একান্ত অভিমানে স্ফীত, এক জন লোকের সঙ্গে ভাল করিয়া দুটো কথাও বলে না। অনেক বিনয়ী ব্যক্তি স্বাভাবিক লজ্জা-শীলতার জন্য অহঙ্কারী অভিমানী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। সভ্য দেশে অপরিচিতের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া সম্ভাষণ ভদ্রতার বিরোধী বলিয়া পরিগৃহীত হয়। পরিচিত বন্ধু অপরি-

চিত ব্যক্তিকে পরিচিত করিয়া না দিলে দুজনে নিকটে বসিয়াও কথা বার্ত্তা হয় না। এই ভদ্রতার নিয়ম এত দূর সুদৃঢ় যে ইহার নিন্দাস্থলে একটি গল্প আছে, একব্যক্তি জলে মগ্ন হইতেছিলেন, আর এক ব্যক্তি নিকটে দণ্ডায়মান, হাত বাড়াইলেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন, অথচ পরিচিত হন নাই বলিয়া তাঁহাকে হাত বাড়াইয়া রক্ষা করিতে পারিলেন না। যে কোন ভদ্রতার নিয়মে হউক না কেন স্থলবিশেষে তাহার ব্যতিক্রম করা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সভ্যদেশে এই প্রথাটী যে বিনয়ের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা হইতে সমুদ্ভূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এদেশেও এখন এ নিয়মটি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বথা দৃঢ়মূল হয় নাই বলিয়া এ নিয়ম বিনয়ব্যঞ্জক না হইয়া অবিনয়ব্যঞ্জকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

এ তো গেল বাহিরের কথা। ভিতরের বিষয়ে বিনয়ে অবিনয় প্রায় সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। আমাদিগের মতে বিনয়ী কে? যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে সুদৃঢ় নির্দ্ধারণ করে না। দৃঢ়তার সহিত কোন কথা বলা অবিনয়ের চিহ্ন। দেখা যাউক মানুষের মনে এভাব কেন আসিল। অবশ্য কোন যথার্থ হেতু না থাকিলে সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় নির্দ্ধারণের প্রতি অবিনয়াশঙ্কা হইতে পারে না। মানুষ ভ্রান্ত ইহা সকলেই স্বীকার করে। এই ভ্রান্ত মানুষ যদি এমন ভাবে কথা বলে যাহাতে প্রতীত হয়, এ ব্যক্তি আপনাকে অভ্রান্ত মনে করে, তাহা হইলে সে যে অবিনয়ী তৎপ্রতি আর লোকের সন্দেহ থাকে না। এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে দৃঢ় নির্দ্ধারণ করিলেও লোকে অবিনয়ী মনে করে না, যেমন গণিতাদি বিষয়ে। এখানে ঠিক প্রণালীমত কার্য্য করিলে সকলেই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং ইহাতে পরস্পরের প্রতি অবিনয়াশঙ্কা হয় না। যে সকল সত্য লোকে মনে করে জনবুদ্ধির অগোচর, সেই সকল বিষয়েই লোকের মনে অবিনয়াশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল।

যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া জীবন অতিপাত করেন, তাঁহাদিগের জীবনে লোকে সচরাচর অবিনয় দেখিতে পায়। সত্য বাক্যে সামর্থ্য অর্পণ করে, সত্য বলিতে গেলেই বাক্যে সামর্থ্য প্রকাশ পায়, অথচ সে সত্য যাহারা উপলব্ধি করে নাই, তাহাদিগের নিকট প্রতীত হয়, এ ব্যক্তি কেবল আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছে। সত্য পাইয়া তাহাকে "হইতে পারে" "বোধ হয়" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা দুর্ব্বল করিয়া লোকের নিকটে প্রকাশ করা অসত্যবাদ, অথচ এখানে অসত্য ভাষা ব্যবহার না করিলে লোকের নিকটে অবিনয়ী বলিয়া নিন্দিত হইতে হয়, এ দুয়ের মধ্যে কোনটির পরিহার কোনটির গ্রহণ কর্ত্তব্য ধার্ম্মিক ব্যক্তি জানেন, সুতরাং তিনি নিন্দিত হইয়াও সত্যই বলেন। বলেন কেন বলিতেছি, তিনি বাধ্য হইয়া বলেন, সত্য তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বলায়। এখানে "মানুষ ভ্রান্ত" এই সাধারণ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তি সত্যের অবমাননা করিতে পারেন না। কেন না তিনি জানেন সত্য তাঁহার নহে, সত্য ঈশ্বরের। তিনি ঈশ্বরের সামর্থ্যে যাহা সামর্থ্যের সহিত বলেন, তাহাতে বিনয় ভিন্ন কখন অবিনয় নাই।

ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও নির্ভীক এবং তিনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে লোককে বলিতে পারেন আমার ন্যায় বিনয়ী নাই। যে আপনাকে রাখে নাই, ঈশ্বরের চরণে সর্ব্বথা সমর্পণ করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে অবিনয়াশঙ্কা কোথায়? তাহার কথাতে আমিত্বের প্রাধান্য প্রতীত হউক ক্ষতি নাই কেন না সে যাহাকে আমি বলে সে আমি ঈশ্বরে বিলীন আমি। একজন বলিবেন, ঈদৃশ লোককে সকলে সমাদর করিয়া থাকে, কিন্তু যে কোন ব্যক্তি আমিত্ব বিনষ্ট হইবার ভাণ করিলে তাহা কি প্রকারে বিনয় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। সত্যের

আভাস মনে উদয় হইলেও কথায় দৃঢ়তা আইসে আমরা মানি, কিন্তু তাহা বলিয়া যে ব্যক্তিতে সত্য অবিসংবাদিরূপে পূর্ব্বাপর সমুদায়ের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া সমুদিত হইয়াছে, তাহার তাহা বলিতে যদি প্রভূত সামর্থ্য প্রকাশ পায়, তাহাতে অবিনয় দোষাৰ্পণ নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। যদি বল এরূপ লোক কেন "ঈশ্বর বলিতেছেন" এই বাক্য যোগ করিয়া সত্য বলুন না, সকলে মস্তক পাতিয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে; আমরা বলি ইহাতে লোকের আরো অশ্রদ্ধা বাড়িবে, অবিনয়ের সঙ্গে আবার বঞ্চকতার দোষ আসিয়া জুটিবে। ফল এই হইবে যে লোকের ধার্ম্মিক ধর্ম্ম ও ঈশ্বর এ তিনের প্রতি আস্থা তিরোহিত হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই প্রতীত হইতেছে অবিনয়ের আচ্ছাদনে বিনয়ের স্থিতি একান্ত অপরিহার্য্য। অবিশ্বাসী বংশের নিকট পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা অপেক্ষা অবিনয়ের নিন্দা ভাজন হইয়া সসামর্থ্য সত্যপ্রচার একান্ত কর্ত্তব্য। মিথ্যা বিনয় প্রদর্শনে সত্যের অগৌরব, মনুষ্যত্বের হানি, ঈশ্বরের প্রতি অসমাদর। যে আপনাকে আপনি ঈশ্বরের ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া আমার আমিকে আমি বলিতে শিখিয়াছে তাহার ভয় কি ভাবনা কি, হৃদয় তাহাকে বিনয়ী বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছে, ঈশ্বরের চক্ষে সে বিনয়ী, সে মনুষ্যের কথায় যথার্থ বিনয় দূরে পরিহার করিবে কেন? যেমন দীনতা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে "জলের বাঁধ জল হয় না, স্থল হয়, পাথর হয়। অতএব আন্তরিক দীনতার রক্ষক অদীনতা হউক, তেমনি বাহ্য অবিনয় দ্বারা প্রকৃত বিনয় সর্ব্বদা রক্ষিত হউক, "বোধ হয়" "হইতে পারে" প্রভৃতি দুর্ব্বল বাক্য দ্বারা নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

আমাদিগের ধর্ম্ম সর্ব্বসংবাদী ধর্ম্ম। এই বিশেষ লক্ষণ বশতঃ ইহাতে সকল ধর্ম্মের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমরা কতবার বলিয়াছি ইহাতে অদ্বৈতবাদ পৌত্তলিকতা প্রভৃতির আভাস দূরে দণ্ডায়মান ব্যক্তির অনুভূত হইতে পারে কিন্তু নিকটে থাকিয়া, ইহার মধ্যে থাকিয়া যাঁহারা ইহার সর্ব্বসামঞ্জস্য অবলোকন করিতেছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন ইহা সীমান্ত ভূমিতে পদার্পণ করিয়া যাইতেছে মাত্র, উহাদিগের দ্বারা অণুমাত্রও সংস্পৃষ্ট হইতেছে না। যাঁহাদিগের আত্মহৃদয়ে এই সামঞ্জস্য উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা যদি ইহা দেখিতে না পান, সে দোষ তাঁহাদিগের দৃষ্টির, আমাদিগের ধর্ম্মের নহে। কেহ তর্ক অনুমান যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে এই সর্ব্ব সামঞ্জস্য সম্যক্ অনুভব করিবেন তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ভিতরে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব সংস্কার বিরোধী ভাব সমুদায় পরিহার করিয়া যে উপায়ে অবিসংবাদিতা উপস্থিত হয় তাহা অবলম্বন প্রয়োজন। এজন্য বিশেষ উপাসনা প্রার্থনা সাধন ভজনাদি করিব না, অথচ সব আপনা হইতে বুঝিব, এ আশা দুরাশা মাত্র। যাঁহারা ইহার মধ্যে আছেন, তাঁহারা আশা করেন না, অপরে ইহা সহজে বুঝিবে। কেন না বিরোধী চক্ষে যাহা লোকে দেখিবে, তাহার প্রকৃত তথ্য তাহাদিগের নিকটে কখন প্রতীত হইবে না। দূরবর্ত্তী কালের লোক যখন বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে তখন তাহাদিগের নিকটে ইহার মহত্ত্ব অনুভূত হইবে।

ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে বাক্যে যে আকারে প্রকাশ পায়, তাহা দেখিয়া ভীত হওয়াতে বর্ত্তমান ধর্ম্মের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মের বাহ্য ব্যাপার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। যে ধর্ম্মে জীবন আছে, তাহাতে দিন দিন নূতন নূতন পরিবর্ত্তন প্রকাশ পায়। মূল চিরদিন ঠিক থাকে, কিন্তু তাহা হইতে যাহা সমাগত হয়, তাহা নিত্য নব ভাব অভিব্যক্ত করে। এই প্রকার স্থিরতর মূলের বিবিধ বিকাশ যখন অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ধর্ম্ম মৃত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন যেখানে আসিয়া উপস্থিত, সেখানে ইহাতে "নববিধান" বিশেষণ যোগ হইয়াছে। এ বিধান নিত্য নূতন থাকিবে, কখন ইহা পুরাতন হইবে না, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে না, এই ইহার বিশেষ লক্ষণ এবং এই লক্ষণে ইহার নামকরণ। বিরোধীগণ বলিবে, যাহা কোন দিন হয় নাই, তাহা আশা করা মূর্খতা। যাহারা একথা বলিবে, তাহারা এধর্ম্ম বিশেষ কি জন্য

তাহা অবগত নহে। অন্যান্য ধর্ম্মে ঈশ্বর প্রতিব্যক্তি হইতে দূরে ছিলেন। মধ্যবর্ত্তী কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্য দিয়া যত টুকু তাঁহার আভাস প্রকাশ পাইত তাহা গ্রহণ করিয়াই লোকে সন্তুষ্ট থাকিত। এই বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যতটুকু ভাব স্থিরতর রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এ ধর্ম্মে প্রতি ব্যক্তিতে ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধ। তিনি অনন্ত ভাবের আধার সুতরাং অনন্ত উন্নতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ঈশ্বরকে পাইয়াছি অথচ নিত্য নূতন ভাবাগম হইতেছে না যাহারা বলে; তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং কুসংস্কার প্রভৃতির ভয় তাহাদিগেরই, যাহারা জীবন্ত ধর্ম্মের আশ্রয়ে আছেন তাঁহাদিগের নহে।

অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হন আমারা এক বার যাহার অনুষ্ঠান করি দ্বিতীয় বার আর তাহার নিকট যাই না। হোম, জলাভিষেক প্রভৃতি ব্যাপার একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হইল আর তাহা পুনরায় একদিনের জন্য ও অনুষ্ঠিত হইতে দেখা গেল না। ইহার অর্থ কি? এসকল অনুষ্ঠান পূর্ব্ব ২ আনুষ্ঠানিক সত্য প্রকাশ করিবার জন্য হইতেই প্রায় সকল বাহ্য অনুষ্ঠানেরই এই একটী প্রকৃতি যে উহারা চিরদিন ভাবের পোষক নহে। অনুষ্ঠানের সময় মাত্র ব্যাপী। চিরদিন এক অনুষ্ঠান থাকিলে উহা ভাববিচ্যুত হইয়া অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠান মৃত ধর্ম্মের জ্ঞাপক। ভাবের পর ভাব আসিবে, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান আসিবে, ইহা না হইলে নিত্য নূতনতা স্থিতি করে না। কেহ বলিবেন কতকগুলি বিষয় আমাদিগের মধ্যে স্থির দেখিতে পাওয়া যায় যেমন উপাসনা প্রণালী প্রভৃতি। এ কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা আমাদিগের উপাসনা প্রণালীর প্রকৃত মর্ম্ম জানেন না। আমাদিগের উপাসনা প্রণালী এক মাত্র ঈশ্বরকে অধিকার করিয়া। এই প্রণালীর মধ্য দিয়া আমরা প্রতিদিন ঈশ্বরকে একরূপ দেখি না, নিত্য নূতন ভাবে দর্শন করি সুতরাং এ প্রণালী মৃত্যু আনয়ন করে না, জীবন দান করে। মনে কর আমাদিগের দেশীয় সন্ধ্যাপ্রণালীতে আছে ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যাং পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা মুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি, ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা। সূর্য্য ক্রোধাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্রোধাধিষ্ঠাতৃ দেবনায়কগণ, ক্রোধজনিত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন্। মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর, * * * দ্বারা রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছি, আমাতে যে কিছু পাপ আছে, দিবাভিমানী দেব তাহা বিলুপ্ত করুন্। আমি এই জল অমৃতত্বের হেতু সূর্য্য, জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাতে হবন করিতেছি। এ মন্ত্রটি যে অতি গম্ভীর তাহা কে অস্বীকার করিবে। অথচ প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পাপাপনয়ন প্রার্থনা, পাপকে বদ্ধমূল করিবার হেতু হয়। সেই একই প্রকারের পাপ যদি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল, তবে এ মন্ত্রের সামর্থ্য রহিল কোথায়? সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান সম্বন্ধেই এই কথা।

বিধাতৃত্ব।

অনেকে বিধাতৃত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক আছে স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি বিধাতার বিধাতৃত্ব ব্যতীত একটি রেণু কণাও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে সুতরাং বিধাতৃত্ব বিষয়ে অল্প মাত্রও জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

পূর্ব্বকালে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ মুক্তি লাভের জন্য নানা যৌক্তিক উপায় সকল প্রদর্শন করিয়াছেন। কাহাকেও ধার্ম্মিক হইতে হইলে সেই সকল উপায়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে হইত, অদ্যাপিও হইতেছে। সেই সকল শাস্ত্র বিহিত উপায় এই এই——প্রথমতঃ তপস্যাই ধার্ম্মিকতার মূল অতএব তপস্যা করা চাই। এই তপস্যা ত্রিবিধ, কায়িক, বাচিক, মানসিক। তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে শরীরকে দেখিতেন, কেননা শরীর অসুস্থ বা দুর্ব্বল হইলে, কোন মানসিক ক্রিয়া সুন্দররূপে চলিতে পারে না। অথচ রক্ত মাংসাদি অতি সামান্য উপাদানে এই শরীর নির্ম্মিত বলিয়া অতি সহজ কারণে ইহা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। এ শরীর অতি শৈত্য সহ্য করিতে পারে না অথবা অতি উষ্ণতাও বহন করিতে সমর্থ নহে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি একের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে কিন্তু পৃথিবী সর্ব্বদাই পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবের ঘটনা সকলে পরিপূর্ণ আছে। সুতরাং তাদৃশ প্রতিবন্ধক সকলের মধ্যে শরীরকে অক্ষত রাখিয়া যথেচ্ছ পরিচালিত করিতে পারা অত্যন্ত কঠিন। শরীর যথেচ্ছ পরিচালিত করিতে না পারিলে তদ্দ্বারা তপঃপ্রভাব লাভ করিব কিরূপে? ফলতঃ শরীর আত্মার ইচ্ছানুসারে চলিতে অসমর্থ থাকিলে তপস্যা সিদ্ধ হইবে না। শারীর তপস্যা সিদ্ধ না হইলে অন্যবিধ তপস্যার আশা করা বৃথা। এই শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা এইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

> নাত্যশ্নতোহস্তু যোগোস্তি নচৈকান্ত মনশ্নতঃ।
> নচাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।
> যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
> যুক্ত স্বপ্নাব বোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
>
> গীতা।

যে অত্যন্ত খায় তাহার যোগ হয় না। যে একান্তই খায় না তাহারও যোগ হয় না। যে অত্যন্ত নিদ্রা যায় তাহার যোগ হয় না, যে একেবারে অনিদ্রিত থাকে তাহারও যোগ সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত যে পরিমিত আহার করে, পরিমিত নিদ্রা যায়, পরিমিত রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে যোগ তাহারই দুঃখ নাশের জন্য হয় অন্যথা যোগ কেবল বিয়োগেরই কারণ। এ তো গেল আহার নিদ্রা সম্বন্ধে নিয়ম, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক শারীর তপস্যার অঙ্গ আছে—যথা।

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে॥

গীতা।

দেবতা অর্থাৎ যাঁহারা শরীরধারী হইয়া তপস্যা বলে দিব্যভাব সকল উপার্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদিগের, দ্বিজ অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির বলে পার্থিব দৌর্ব্বল্যের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বতন্ত্র জীবন পাইয়াছেন তাঁহাদিগের, গুরু অর্থাৎ পিতা মাতা উপদেষ্টা প্রভৃতির, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বা প্রত্যাদিষ্ট মহাজনদিগের পূজা, শৌচ অর্থাৎ শারীরিক পবিত্রতা, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ পত্নী সহ একত্র অনবস্থান, অহিংসা প্রভৃতিকেই শারীর তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দেবতা, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ প্রভৃতির পূজা দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ইহা উনবিংশ শতাব্দির অন্য লোকেরা অবিশ্বাস করিতে পারেন আমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক হইয়াও পারি না, যথা সময়ে মল মূত্রাদি ত্যাগ, স্নান, অবগাহন করা, অপবিত্র লোকের সংস্পর্শ ত্যাগ ও পবিত্র স্থানে বাস সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত, কেন না ইহাতেও স্বাস্থ্য লাভ হইবার আশা আছে। সরলতা ও স্বাস্থ্যের কারণ। স্ত্রী সঙ্গাদি বিবাদ বিসম্বাদ অথবা পশু পক্ষীর জীবন নাশ এসকল করিতে গেলেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার কারণ আছে। তৎপর তপস্যা।

অনুদ্বেগ করং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চযৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং মৌনং বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে।

গীতা।

বাক্যকে এমন সুশাসনে রাখিতে ও চালাইতে হইবে যেন কাহার উদ্বেগের কারণ না হয়। ঠিক যথাযথ হইবে একবিন্দুও ইতর বিশেষ হইবে না। পরুষ বা শ্রুতিকটু হইবে না প্রত্যুত উপকারী হইবে। আর সর্ব্বদা স্বাধ্যায় অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য গ্রন্থাদি পাঠ করিতে নিযুক্ত থাকিবে পরন্তু যে স্থলে কথা বলিলে মিথ্যা আসিতে পারে, নিজের বা অপরের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তেমন স্থানে মৌন থাকিবে। মৌনের আরও কারণ অনেক আছে তবে দুই চারিটি স্থল ব্যক্ত করিয়া দিগ্‌দর্শন করান মাত্র হইল। এই রূপে বাক্য নিয়মিত হইলে অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইলে বাঙ্ময় তপস্যা সিদ্ধ হইতে পারে। তৎপর মানসিক তপস্যার প্রয়োজন। মানসিক তপস্যা এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মনঃ প্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনং মাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধি রিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

মনের প্রসন্নতা অর্থাৎ যে কোন কার্য্য দ্বারা মন অপ্রসন্ন হয় তাহা হইতে বিরত থাকা, মনের সমানত্ব উপার্জ্জন করা অর্থাৎ মন যাহাতে অনম্লান ভাবে চলে বা বিক্ষিপ্ত হয় এমত চেষ্টা হইতে বিরত থাকা, মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করা ইন্দ্রিয়গণের অনিয়মিত গতির নিগ্রহ করা, ভাবশুদ্ধি উপার্জ্জন করা এই সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে এই সকল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক চেষ্টা করিয়া যুক্তি করিয়া বুদ্ধি কৌশল করিয়া জীবন পবিত্র করিতে হইত ও পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে হইত এখন দয়াময় প্রভুর কৃপায় এমন এক নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে আর ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, যুক্তি নাই, তর্ক নাই বুদ্ধির বুদ্ধিমত্তা নাই কিন্তু পবিত্রতার অতি সহজ উপায় স্বরূপ এক মন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নূতন উপায় আর কিছু নহে, বিধাতার বিধাতৃত্বের অনুসরণ। এই বিধাতৃত্বের দ্বারা নিরঙ্কুশ মানব জীবন নিয়মিত হইয়া কার্য্য করে। যদি একটু মনোযোগ দিয়া ভাবি আমি পূর্ব্বে ছিলাম কি না। ছিলাম কোথায়? ছিলাম বিধাতার সঙ্কল্প মধ্যে। এখানে আসিলাম কেন ও কিরূপে? আমি কর্ত্তা নহি সুতরাং হেতু জানি না, বিধাতা আনিয়াছেন তাই আসিয়াছি এই মাত্র জানি। আমি বাঁচিয়া আছি কেন? স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণ কিছুই জানি না, যাঁহার ইচ্ছায় আসিয়াছি তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে জীবিত আছি। আমি নিজের বুদ্ধি ও যত্নের বলে কি জীবিত থাকিতে পারি? না। প্রথমতঃ বোধ হইত অন্নবসে শরীর রক্ষা পায়, পিতৃপ্রদত্ত অন্ন ভোজন করিয়া জীবিত আছি। বাল্যকালে মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া শরীর রক্ষিত হইত। মাতৃদুগ্ধ কোথায় পাইলে? মাতার নিকটে। জননী কি দুগ্ধ দানের কর্ত্রী? দুগ্ধ কি জননীর ইচ্ছা সম্ভূত অন্ন কি পিতৃ সৃষ্ট? পিতার ইচ্ছায় কি অন্ন পাইতে পারি? পাইতেই বা পারিলাম আমি মাতৃদুগ্ধ, পিতৃঅন্ন খাই কেন? আমি বুদ্ধিবলে কি আহার করি, আমি প্রতিদিন যে সকল আপদ বিপদের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতেছি ইহার একটিও আমার যত্নসম্ভূত নহে। আমার ইচ্ছা নহে, বিপদ যন্ত্রণা, রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র সম্ভোগ করি, আমার কেন, কাহার দুঃখভোগের ইচ্ছা হয় না। অথচ বাধ্য হইয়া আমাকে সেই সকল ভোগ করিতে হইতেছে,

আমি মন্দ কার্য্য করিব, অতি নিন্দিত রুচি অনুসারে চলিব, নিন্দিত ভাব পোষণ করিব, অথচ স্বর্গীয় বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিব, ইহা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি মন্দ কার্য্য করিয়া ভাল ফল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতাম তবে আমি নিজের বলের অক্ষুণ্ণতা স্বীকার করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা কখন হয় নাই হইবে না। এই সকল হইতে দেখিতেছি এক অপ্রতিহত শক্তি আমার ও জগতের ভিতরে সতত বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। এই অলৌকিক শক্তি কোন অন্ধতামিশ্রসম্ভূত নহে। প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইহাতে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য পবিত্রতার সদ্ভাব আছে সুতরাং ইনি যাহা করিয়াছেন করিতেছেন বা করিবেন, তাহার কোনটিই আমরা অতিক্রম করিয়া নিরাপদ ও নিরাময় থাকিতে পারি না। কিন্তু সেইটি অতিক্রম করিলে যে আপদ উপস্থিত হয়, সে আপদ আমাদিগের শিক্ষার জন্য কিন্তু চির দুঃখে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য কিম্বা দুঃখে দুঃখে বিনাশ করিবার জন্য নহে। এই যে অনতিক্রমণীয় পূর্ণজ্ঞান পূর্ণমঙ্গল ও পূর্ণ ন্যায়ের আধার পরমশক্তি, এই শক্তির নাম বিধাতৃত্ব। এই বিধাতৃত্বের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া উপায়ান্তর নাই। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইহার আনুগত্য করিতে পারিলেই জীব সুখী হইতে পারে। আর বিরুদ্ধাচার করিতে গেলেই শিক্ষার নিমিত্ত বিপদ ও অমঙ্গলকে আলিঙ্গন করিতে হয়।

যদি আমি কেবল সাধুতা উপার্জ্জন করিতে চাই, যদি পুণ্য ও পবিত্রতার মধ্যে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিতে চাই, যদি প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে অভিলাষী হই, যদি পুণ্যের লাবণ্য দ্বারা আপনার বদন অনুরঞ্জিত করিতে চাই তবে আর কিছুই করিতে হয় না, কেবল এই অনতিক্রমণীয় ঐশী শক্তি আমার জীবনে যে প্রতি নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া দিলে এ সকলই সম্পন্ন হয়। সেই শক্তি আমার সকল প্রকার মঙ্গলের নিদান, তদ্ব্যতীত আমি কোন প্রকার মঙ্গল উপার্জ্জন করিতে পরি না। সেই শক্তি জননী ও জনক, ভ্রাতা ও ভগিনী, সেই শক্তি অন্ন ও অন্নরস, সেই শক্তি রক্ত ও রক্তবাহিনী নাড়ী, সেই শক্তি ভিন্ন আমার কোন কার্য্যই হয় না। এই জন্য দেখিতেছি এই বিধাতৃত্বে যিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার জীবন নিরাপদ হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিশৃঙ্খল গতি নিবারিত হইয়া নিয়মিত পথে অতি সুন্দর ভাবে চলিতে থাকে। রিপু সকলকে আর চেষ্টা করিয়া দমন করিতে হয় না। কেন না তাহারা মনে উদিত হইয়া হৃদয় মনকে উত্তেজিত করিতে আর অবসর পাইতে পারে না। যে শক্তিকে আমি এখন বুঝিয়া ও বুঝি না, দেখিয়াও দেখি না, ভাবিয়াও মনে স্থান দেই না, সে শক্তি তখন আর না দেখিয়া না বুঝিয়া থাকা যায় না। কাজেই বিশ্বব্যাপি উদার প্রেমে তখন নয়ন মন অনুরঞ্জিত হয়, কাহাকেও (শত্রুকেও) আর পর ভাবিতে পারি না। প্রাণের ভিতরে এমন এক ভাল বাসা প্রবিষ্ট হয় যে তাহাকে অতিক্রম করিবার আর সামর্থ্য থাকে না। দুঃখ দেখিলেই প্রাণের ভিতরে তন্নিনাশের জন্য উদ্বেগ উপস্থিত হয় যতক্ষণ তাহার কোন উপায় না হইতেছে ণ ধৈর্য্য নাই। এই ব্রহ্মশক্তির নাম বিধাতৃত্ব।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

জীবনের পরীক্ষিত সত্য প্রকাশিত হইলে অনেকের উপকার হইয়া থাকে। বিধানে অবিশ্বাস করিয়া অথবা বিধান মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কোন সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ক্ষতির কথা প্রকাশ করেন, অনেক ব্রাহ্ম ভ্রাতার উপকার দর্শিতে পারে। এই বিষয় গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে একখানি পত্র পাঠ করিয়া আমার নিজের কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি, প্রকাশ করিলে আহ্লাদিত হইব। যখন নববিধানের প্রথম ঘোষণা হয়, সেই সময় বহুকালের পর কলিকাতায় আসিয়া একদিকে নববিধানের নানা গভীর কথা ও অন্যদিকে তাহার বহুবিধ নিন্দা শুন হওয়ায় আমি কিছুই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের বিধান মণ্ডলীর, স্পষ্ট ভাবে না হউক, অস্পষ্ট ভাবে, বিরোধী হইয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতে হইল। সেই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে কোন ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের ভার আমার উপরে ন্যস্ত। যে অল্পকাল আমার পূর্ব্বোক্ত দুরবস্থা ছিল, তৎকাল মধ্যে হৃদয় অনেক শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবের কথা কহিতে অযথা শঙ্কা হইত, বেদী হইতে উপদেশ দিবার সময় হৃদয় খুলিত না, উপদেশের বিষয় ও ভাবের অকুলান ঘটিত। দুরবস্থার সময়ে দুরবস্থা অধিক বুঝিতে পারি নাই। বিঘ্ন বিনাশন ভগবান কয়েক মাস পরে আমায় আবার কলিকাতায় আনিলেন; কলিকাতায় আসিয়া প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। একদিন চার পাঁচ ঘণ্টা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে নববিধানের কথা কহিয়া বোধ হইতে লাগিল, আমি কি যেন হারাইয়াছিলাম, পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। আমি বিধান ও প্রেরিত দলের সহিত যোগ রক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিলাম। সেই দিন হইতে, প্রবহমানা নদীর জল কোন স্থানে সংরুদ্ধ হইয়া অবরোধ অতিক্রম করিলে যেমন তরঙ্গ বিস্তার করতঃ হু হু করিয়া গমন

করে, আমার হৃদয়ে ও সেইরূপ বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমের ভাব বর্দ্ধিতে লাগিল। উপাসনা সরস হইল, পুরাতন উপাচার্য্যের আসনে বসিয়া উপদেশ দিতে গিয়া দেখিলাম ভাবের অপ্রতুল নাই। তখন বুঝিতে পারিলাম, যে একটা দুরবস্থার হস্তে পতিত হইয়াছিলাম। ভগবানকে বার বার ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। তদবধি একথা প্রকাশ করিতে আমি অধিকার পাইয়াছি যে, নববিধান ও প্রেরিত মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে উপাসনার মিষ্টতা ও হৃদয়ের শান্তি হারাইতে না হয়, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। জনৈক ব্রাহ্ম।

সংবাদ।

বর্ত্তমান মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "নিশীথ চিন্তা" বলিয়া একটি প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। তাহার প্রথম চিন্তা এই —

"আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মগণ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজ সত্য অনুসারে কার্য্য করিতে ক্রমশঃ বিমুখ। অধিকাংশ ব্রাহ্ম উপাসনা-অর্থে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন তাঁহার নামগান ও তাঁহার নিকট আমাদের ধর্ম্মোন্নতি ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা ভিন্ন আর অন্য কিছুই বুঝেন না। * কোন কোন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মদল দিনরাত্রিব্যাপী ঈশ্বরের গুণগান ও কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রসঙ্গ করাকে প্রকৃত উপাসনার পরাকাষ্ঠা মনে করেন। এরূপ মনে করা ভ্রম। ঈশ্বরের স্বরূপধ্যান ও চিন্তা, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরের গুণগান ও মহিমাকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট আমাদের গূঢ়তম আধ্যাত্মিক অভাব মোচন জন্য সরল ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা তাঁহার উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ বটে কিন্তু উহাই তাঁহার সম্পূর্ণ উপাসনা নহে। † আমাদের জীবনের সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্যের সমষ্টিই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। যদ্যপি আমরা অবিরত ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত থাকি তাহা হইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনই উপাসনাময় হয়। আমরা যদি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ করি তাহাও ঈশ্বরোপাসনা। আমরা যাহাতে এইরূপ প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা করিতে সক্ষম হই তজ্জন্য যত্ন হওয়া কর্ত্তব্য।"

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" এই বীজেতে বস্তুতঃ ব্রাহ্ম জীবনের পূর্ণোপাসনার দিগ্দর্শন। উপাসনার অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে "তস্মিন্ প্রীতি" এইটি মুখ্যঅঙ্গ ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এই অঙ্গের প্রতি দৃঢ়তা উপার্জ্জন না করিয়া যিনি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে করিতে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করেন তিনি যেরূপ কুকার্য্য হন ও বাহা জীবনে যেরূপ চিহ্নস্ফুট হয়, তাহা আমরা অনেক দেখিতেছি অনেকে রাত্রিতে শয়ন করিয়া উপাসনা শেষ করিয়াছেন বলিয়া দিনে আর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। অনেকে রেলের গাড়ীতে যাইতে যাইতে, অনেক সাধুপুরুষ লোকের অজ্ঞাতসারে (উপাসনাশীলতার অহঙ্কার হইবার ভয়ে) উপাসনা করিয়াছেন বলেন এবং তাঁহাদিগের মতঃ কল্পিত নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ দৃষ্টিহীন ঈশ্বরকে ফাঁকি দেন কেন না, যাঁহারা উপাসনাশীলতার অহঙ্কার হইবে ভয়ে উপাসনা করেন না। তাঁহাদিগের সাংসারিক অহঙ্কার দেখিলে বিস্ময় জন্মে। "কোন কোন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মদল দিন রাত্রি ব্যাপী ঈশ্বরের গুণগান ও কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রসঙ্গ করাকে প্রকৃত উপাসনার পরাকাষ্ঠা মনে করেন। এরূপ করা ভ্রম" একথা স্পষ্ট যে মান্য সহযোগী ইহাকে প্রকৃত উপাসনা মনে করেন না। কিন্তু দিন রাত্রিব্যাপী উপাসক, হলচালনাদিকে অপকৃষ্ট বলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যা হউক এবিষয়ে আমাদিগের অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই সহযোগী স্বয়ং তাঁহার তৃতীয় চিন্তাতে এই রূপ লিখিয়াছেন—

"খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন Seek ye first the Kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you." "অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর, তাহা হইলে আর সকল বস্তু তোমার হইবে।" কেহ কেহ মনে করেন যে এই বাক্যের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রেমিক ও পবিত্রচরিত্র হয়েন, ঈশ্বর তাঁহাকে পার্থিব নানা সুখসম্পত্তি প্রদান করেন। আমাদিগের বিবেচনায় উপরে উদ্ধৃত খ্রীষ্টোক্ত বাক্যের এই অর্থ নহে। এই বাক্যে একটি গভীর অধ্যাত্মিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ঐশ্বরিক পবিত্রতায় স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন তিনি সকলই পাইয়াছেন, আর সকল বস্তুই তাঁহার হইয়াছে।

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

তিনি ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন। তিনি পার্থিব সুখ, সম্পত্তি ধন মান যশের কোন অভাব বোধ করেননা। তিনি সকল পার্থিব কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার আর পার্থিব কোন ভোগ্য বস্তুর আবশ্যকতা বোধ হয় না। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার পবিত্রতা ও আনন্দের এক কণা মাত্র পাইয়া তিনি আপ্তকাম হইয়াছেন, তাঁহার আর কোন কামনার বস্তু নাই। তাঁহার আর কোন অভাব নাই। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহার পবি

---

* তাহারা কে, বলিলে ভাল হইত।

† ইহা পূর্ণোপাসনা বলে আমরা এরূপ লোক দেখি নাই।

ব্রতা তাঁহার মহান ভাব যাঁহার হৃদয়কে উন্নত করিয়াছে তিনি আর কিছুই চাহেন না, তিনি ঈশ্বরকে পাইয়া আর কোন বস্তু যে আবশ্যক হইতে পারে ইহা বুঝিতে পারেন না। যে হৃদয়ে যে আত্মায় ঈশ্বরের প্রকাশ ও অধিকার সে হৃদয় সে আত্মা কি আর কোন বস্তুর অভাব বোধ করিতে পারে? অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর তাহা হইলে আর সকল বস্তু তোমার হইবে, খ্রীষ্টের এই বাক্যের গূঢ় অর্থ এই যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর তাঁহাকে পাইলে দেখিবে সকলই তোমার হইয়াছে।"

সহযোগী প্রথম সিদ্ধান্ত দ্বারা যাহা ভ্রান্তি বলিয়াছেন, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে আপনিই তাহার অপনয়ন করিয়াছেন। আশ্চর্য্য তাঁহার আপনার কথায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহা অপনীত এবং নিজের মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য না হস্তগত হইলে অন্য কিছু পাওয়া যাইবে না কিন্তু ঈশ্বর অধীকৃত হইলে সকলই হস্তগত হইবে সুতরাং উপাসনাতে অদৃঢ় থাকিয়া বাহ্য কার্য্যে উপাসনা ভোগের যে পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আর হইতে পারিল কৈ?

যশোহরের অন্তর্গত কালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব বিগত ২৯এ জ্যৈষ্ঠ আত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের পূর্ব্ব দিন, উপাসনা নগর সংকীর্ত্তন ও উন্মুক্ত স্থানে বক্তৃতা হইয়াছিল। শতাধিক লোক উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয় বিগত রবিবারে এখানে আসিয়া মন্দিরের উপাসনাতে যোগ দান করিয়াছেন। কয়দিন চুঁচুরা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অমৃত নিঃস্যন্দি স্বরের সঙ্গে মিলাইয়া মধুমাখা হরি নাম ব্রহ্মনাম আনন্দময়ী মা নাম প্রচার করিয়া আসিলেন। তিনি শীঘ্রই সিমলা পর্ব্বতে প্রচার ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য গমন করিবেন মনে করিয়াছেন।

কাঁথির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীনাথ দেব, ৬ টি শিশু সন্তান ও পত্নীকে দারুণ শোক সাগরে ভাসাইয়া পর লোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার বিধবা যাহাতে শান্তি লাভ করেন দয়াময় ঈশ্বর এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। এবং পর লোক গত আত্মার কল্যাণ বর্দ্ধন করুন। ইনি একটি ভক্তিমান্ ব্রাহ্ম ছিলেন। এই ঘটনাতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি।

আমাদিগের ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় স্বাস্থ্য লাভের জন্য দারজিলীং পাহাড়ে গমন করিয়া প্রায় এক মাসের অধিক কাল অবস্থিতি করিলেন, তবু আশানুরূপ ফল লাভ না করায় আমরা দুঃখিত হইতেছি। বিগত রবিবারে তথায় ৬০ ৬৫ জন বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া নববিধান সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আচার্য্য মহাশয়ের নিকট তাহার যথাযথ উত্তর শুনিয়া সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও এই সমালোচনার সভাতে যোগ দিয়া আপন বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিলাতের "ওয়েল কম" নামক একখানি মাসিক সচিত্র ইংরাজি সংবাদ পত্রে, আচার্য্য মহাশয়ের ছবি ও নববিধান সম্বন্ধে মত ও বিশ্বাস বিষয়ে সুন্দর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার "সুবিখ্যাত ক্যানন ডেবিস্ তাঁহার সেণ্টজর্জ ক্যাথিড্রাল নামক গির্জাতে নববিধানের সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে তিনবার উপদেশ দিয়াছেন। গত নবেম্বর মাসে তিনি আচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন, শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সেই পত্র খুব উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়াছেন।

আমেরিকার "মিনেপলিস ট্রিবিউন" নামক সংবাদ পত্রে কলিকাতাস্থিত আমেরিকান কনসল:জেনেরল গত মহোৎসবের সময় আচার্য্য মহাশয়ের টাউনহলের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া একখানি সুন্দর পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্র পাঠে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছি।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দারজিলীং যাইতে পথে জলপাই গুড়ীতে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়া তথাকার লোকেরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় পাবনাতে থাকিয়া কয় দিন নিয়মিত উপাসনা আলোচনাদি করিয়াছেন, সম্প্রতি তথা হইতে স্থানান্তরিত হইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় জঙ্গলবাড়ী ও কিশোরগঞ্জ হইয়া ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবার্থ তথায় গমন করিয়াছেন।

"নববৃন্দাবন" নাটক সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য আছে স্থানাভাবে আমরা তাহা এবারে লিখিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণী

মাহ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৪।

আয়

গত মাসের স্থিতি	...	১৬/৫
এককালীন দান	...	৩৩।/১০
মাসিক দান সংগ্রহ	...	১৪২
শুভ কর্ম্মের দান	...	৪১৮
বিশেষ সাহায্য	...	৩৬
আনুষ্ঠানিক দান	...	২১

সুলভসমাচার পত্রিকা	...	১০১৬/৫
ব্রহ্মমন্দির	...	৪৭
পাথেয়	...	৪৬০
পুস্তক বিক্রয়	...	১০৫
পরিচারিকা	...	৩১॥৶১০
স্ত্রী বিদ্যালয়	...	২৪
মৃত ভুবন কৃষ্ণের পরিবারের জন্য	...	৬
অপরের গচ্ছিত	...	৫৪৸৴০

ধর্ম্মতত্ত্ব।

গ্রাহকদিগের নিকট মূল্যপ্রাপ্তি	...	৮৫।১৫
সমষ্টি		১:৫৪৸৫

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	৩৬৩৸১৲
বস্ত্র ও বিনামা	...	৬১৸১০
ঔষধ	...	১৩৸/০
পালকি ভাড়া (মন্দিরে যাইতে)	...	৮॥৶০
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	১৮॥৵৫
পাথেয়	...	৬৭৵০
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	।১৫
পরিচারিকা	...	৩৫/১০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	১০৩৵১
ব্রহ্মমন্দিরের বেদী ও পুস্তক মুদ্রাঙ্কন জন্য গচ্ছিত		৩৫০
বাটী ভাড়া	...	২৪

ধর্ম্মতত্ত্ব—

ছাপাখানা	৭২	১১০৶১০
ডাকমাস্থুল	৩৩৶১০	
সম্পাদকীয়	৫	
সমষ্টি		১১৫৪৸৫

মাসিক দানসংগ্রহ।

মহারাজা কুচবিহার	...	১০
শ্রীমতি মহারাণী কুচবিহার	...	১৪
শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ সেন	...	১॥০
,, ,, হরগোপাল সরকার	...	॥০
,, ,, হরিহর মুখোপাধ্যায়	...	২
,, ,, তারক নাথ রায়	...	৸০
,, ,, আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত	...	।০
,, ,, গোপাল চন্দ্র মল্লিক	...	১
,, ,, প্রমথ নাথ মিত্র	...	।০
,, ,, ত্রৈলোক্য নাথ সাহা	...	১॥০
,, ,, ভুবন মোহন দে	...	২।০
,, ,, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়	...	৪
,, ,, অপূর্ব্ব [illegible] পাল	...	৬
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ	...	৩
,, ,, গগণ চন্দ্র রায়	...	২
,, ,, নৃত্য গোপাল রায়	...	৪
,, ,, কালিদাস সরকার	...	২
,, ,, তারক চন্দ্র সরকার	...	২
,, ,, প্রকাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী	...	২
,, ,, মধু সূদন সেন	...	২
,, ,, মহেন্দ্র নাথ নন্দন	...	১
,, ,, রামেশ্বর দাস	...	২
,, ,, বেণীমাধব মজুমদার	...	৩
,, ,, জয় গোপাল সেন	...	১০॥০
,, ,, হরি মোহন নন্দী	...	১
,, ,, অক্ষয় কুমার রায়	...	২
,, ,, সাধু চরণ দে	...	২
,, ,, হর নাথ ভট্টাচার্য্য	...	১
,, ,, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	...	৪
,, ,, প্রেম চাঁদ বড়াল	...	২
,, ,, নগেন্দ্র নাথ মিত্র	...	॥০
,, ,, যোগেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত	...	৩
,, ,, মাখম লাল সিংহ	...	৩
,, ,, চণ্ডী চরণ সিংহ	...	৫
,, ,, নবকুমার রায়	...	১
,, ,, দীননাথ চক্রবর্ত্তী	...	॥০
,, ,, কৃষ্ণ বিহারী সেন	...	১
,, ,, গোবিন্দ চাঁদ ধর	...	৪
,, ,, মুকুন্দ বল্লভ মজুমদার	...	১
,, ,, ক্ষেত্র মোহন দত্ত	...	১
,, ,, প্রসন্ন কুমার ঘোষ, গৌহাটী	...	২
,, ,, যদু নাথ ঘোষ	...	২
,, ,, নরেন্দ্র নাথ সেন	...	১
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ, বহরমপুর	...	১
,, ,, কুঞ্জ বিহারী দেব	...	৪

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র রায়	...	১
,, ,, বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ	...	৫
,, ,, লক্ষ্মণ চন্দ্র আস	...	১০
,, ,, রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়	...	৬/১০
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ, বহরমপুর	...	১
,, ,, কান্তি মণি দত্ত	...	১
,, ,, বাবু রাম চাঁদ	..	৫
,, ,, বাবু মহেশ চাঁদ	...	১॥০
বাবু কান সিং	...	১
,, ,, দীন কর বল্লাল চক্রদেও	...	৫

অনুষ্ঠানিক দান।

,, ,, প্রসন্ন কুমার গুহ	...	১৫
,, ,, নৃত্য গোপাল বাবুর পরিবার	...	৬

বিশেষ সাহায্য

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ চৌধুরী মুরাদনগর		৫
,, ,, লাহোরস্থ বন্ধুগণ	...	২৫
,, ,, মাখম লাল সিংহ	...	২
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ, বহরমপুর	...	২
,, ,, গুরু চরণ মহালানবিশ	...	২

শুভকর্ম্মের দান

মহারাজা কুচবিহার	...	৪০০
শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল কয়াল	...	১
,, ,, প্রসন্ন কুমার ঘোষ গৌহাটী	...	৫
,, ,, গণেশ চন্দ্র রক্ষিত	..	২
,, ,, অক্ষয় কুমার মিত্র	...	২
,, ,, প্রসন্ন কুমার ঘোষ, যোড়পুকুর	...	৮

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ১৮ই আষাঢ় শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ
১২ সংখ্যা

১লা শ্রাবণ রবিবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরম দেব, লোকে তোমার চরণপদ্ম ছাড়িয়া কেন অস্বাভাবিক সাধনের পথে ধাবিত হয়। তাহারা কি মনে করে যে তোমার পাদপদ্মের এমন বল নাই যে তাহাদিগের প্রাপ্য সমুদায় বিষয় তাহাতে লাভ হয়। প্রভো, এ দাসের বাসনা এই জগতের লোককে দেখায়, তাহারা যাহা উৎকট সাধন দ্বারা লাভ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হয়, একমাত্র তোমার শ্রীচরণ প্রসাদে সহজে তাহা লাভ করা যায়। হে দেবাদিদেব, এত দিন তোমার দাস তোমার চরণতলে বসিয়া এই দেখিয়াছে, লোকে যাহা বহু ক্লেশে অর্জ্জন করে বা অর্জ্জন করিতে গিয়া হতাশ হয়, তাহা বিনীত ভৃত্য অনায়াসে তোমার চরণগুণে প্রাপ্ত হয়। কঠোর সাধনে প্রবল ইন্দ্রিয় জয় করিতে গিয়া কত লোক হতাশ হয়, তোমার এই ক্ষুদ্র দাস সাহস করিয়া বলিতে পারে, এমন কোন অপরাজেয় রিপু নাই, যাহা তোমার চরণের শরণাপন্ন হইলে পদানত না হয়। "আমার সকল কথা ফুরাইল তবু ফিরিল না মন আমার" এই বলিয়া অনেকে তোমার দ্বারে আক্ষেপ করেন, কিন্তু এ হীন কিঙ্কর বুঝিতে পারে না, এমন কথা তোমার দ্বারে কোন্ প্রাণে উচ্চারিত হয়। তোমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছে অথচ মন তাহার পূর্ব্বেও যেমন ছিল পরেও তেমনি আছে, এ রূপ লোক নাথ, আমিতো বিশ্বাস করিতে পারি না। এ রূপ আদ্দাশ ব্যাকুলতার অত্যুক্তি ভিন্ন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। নিম্নসাধক হইতে উচ্চসাধক পর্য্যন্ত কাহারও মধ্যে প্রার্থনার গুণগান করিতে শুনিলাম না। সহজ প্রার্থনা সহজ যোগ এ দুয়েতে কি যে অসিদ্ধ থাকে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না প্রভো, পৃথিবীর লোকদিগের অস্বাভাবিক পথ অনুসরণ দেখিয়া মনে এমনই ক্লেশ হইয়াছে যে. ইচ্ছা হয় একবার দৌড়িয়া গিয়া সকলের পায়ে ধরিয়া বলি যে হে ভ্রান্ত মনুষ্যগণ, কেন বৃথা কষ্ট বহন কর, এক বার নববিধানের জননীর পদাশ্রিত হও, সহজে তাঁহার চরণ বক্ষে ধারণ কর, দেখিবে তোমাদিগের কোন শোক সন্তাপ থাকিবে না। মাতঃ তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এত কাল তোমার সন্তান অল্প সাধনে যে অপূর্ব্ব ধন লাভ করিল, তাহার সংবাদ দিতে সে যেন উপযুক্ত অবকাশ লাভ করে। লোকের কর্ণ এই সংবাদ শ্রবণে উন্মুখ হউক অধম দাসের এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

নীতি ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না।

অনেকে নীতিকে সামান্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে নীতি উচ্চতর ধর্ম্মের পত্তনভূমি। যদি পত্তনভূমি সুদৃঢ় না হয় তবে তদুপরি নির্ম্মিত গৃহ যে এক দিন ভূমিসাৎ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাত্মা শাক্যের নিবৃত্তিযোগ যেমন উচ্চতর যোগের সোপান, তেমনি তিনি যে নীতি শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন ধর্ম্মের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ অসম্ভব। যোগের অগ্রে নীতি গমন করে, ভক্তি নীতির বিশুদ্ধ ভূমির উপরে সংস্থাপিত, কর্ম্ম নীতি ভিন্ন এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মের যে কোন অঙ্গ অবলম্বন করা যাউক না কেন, নীতি ভিন্ন কোনটিতেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে নীতি এরূপ অপরিহার্য্য কেন? নীতি না মানিলে স্বয়ং ঈশ্বরকে মানা হয় না এই জন্য। নীতিযোগে মনুষ্যের ঈশ্বর সহ প্রথম পরিচয়, সেই পরিচয়কে যে ব্যক্তি অস্বীকার করিল, তাহার সঙ্গে ঈশ্বরের ক্রমিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে নীতি মানে না, সে ঈশ্বরকেই মানে না, সুতরাং সে যোগী ভক্ত বা সেবক কি প্রকারে হইবে। অপরিপক্ক বয়সে লক হিউম প্রভৃতির মোহজালে আবৃত হইয়া লেখক যখন ধর্ম্মনীতিকে মনুষ্যকৃত মনে করিত, তখন এক জন সুবিচক্ষণ নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে তাহাকে নাস্তিক বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তাহা এত সঙ্গত যে এবিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র যদি ধর্ম্মজগতের শাস্তা আমাদিগের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে না বলিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বিদ্যমান বলিয়া বুঝিতাম। যাঁহার কোন রূপ নাই আকার নাই শক্তিমাত্র, তিনি প্রেরণাযোগে নিজশক্তি হৃদয়ে প্রকাশ না করিলে আমরা তাঁহাকে কি কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিনিতে পারি, যদি নাই চিনিলাম, তবে আর তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রহিল কোথায়? গতানুগতিক হইয়া আমরা মুখে ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা নাস্তিক।

যাঁহাদিগকে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের নীতিমান্ হওয়া অত্যাবশ্যক। নীতিমত্তা শুনিতে অতি সহজ, কিন্তু কার্য্যতঃ উহা অতীব সুকঠিন। অনেক অনুরাগী ব্যক্তি নীতিকে অতি সামান্য দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, অথচ এক নীতির অভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগ স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। নীতির ভূমি দৃষ্টত অতি কঠোর, এজন্য হৃদয় শুষ্ক হইবে ভয়ে ভক্ত্যাভাসানুরক্ত ব্যক্তিগণ সে দিকে অগ্রসর হইতে চায় না। ফল এই হয় যে, তাহারা ভক্তির যে আভাস টুকু লইয়া প্রথম প্রথম প্রমত্ততা প্রদর্শন করে, তাহা শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়। যাঁহাকে ভক্তি করিব, তাঁহাকেই যদি ধরিতে না পারিলাম, তবে ভক্তি দাঁড়ায় কোথায়? ভক্তির আভাস তবু কয়েকদিন বাহিরের আড়ম্বর লইয়া থাকিতে পারে, যোগের তো নীতিমত্তা ভিন্ন একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যোগের আরম্ভ নীতিতে পরিপক্কতা নীতিতে। যোগে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত সুখ লাভ হয় সত্য কিন্তু প্রথম সংস্পর্শ নীতিসূত্রে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরণা অগ্রাহ্য করিল, তাহার বিপরীতে ক্রমাম্বয়ে চলিল, তাহার সুখ হওয়া দূরে, ক্রমে অশান্তি ও অসুখই বাড়িতে থাকে। উচ্চযোগ ইচ্ছাযোগ যদি ইচ্ছাযোগ না হইল, তবে আর যোগ হইল কোথায়?

যে ব্যক্তি অপরের সেবা করিবে, পদে পদে তাহাকে নীতি প্রতিপালন না করিলে চলে না। সকলের সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবহার তাহার প্রথম

প্রয়োজন। যে আপনি স্বার্থের দাস, আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব করিতে না পারে, তাহার দ্বারা পরসেবা হওয়া একান্ত অসম্ভব। নীতি নিকৃষ্ট সুখের দিক্ হইতে মনুষ্যের মনকে প্রতিনিবৃত্তি করিয়া এমন উচ্চস্থানে লইয়া আইসে, যেখানে মনুষ্য আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরার্থে সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত হয়। নীচ বাসনার অনুরোধ যে ব্যক্তি ছাড়াইতে পারে নাই, সে কখন নীতিমান্ বা পরসুখসর্ব্বস্ব হইতে পারে না। দাসের উচ্চব্রতে নীতি সর্ব্ব প্রধান, যে ব্যক্তি সেই নীতিই গ্রহণ করিল না তাহার সে ব্রতে অধিকার কোথায়? মহর্ষি ঈশা মুসা প্রভৃতি এ ভূমির আদর্শ, তাঁহাদিগের জীবন দেখ, দেখিবে তাঁহারা এক এক জন নীতির মূর্ত্তিমান্ অবতার ছিলেন।

ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন ধর্ম্মের আরম্ভ। সর্ব্বপ্রথমে নীতির আকারে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচারিত হইয়া থাকে। আরম্ভে আজ্ঞাপালন না করিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অবমাননা করিল সে কি প্রকারে আশা করিতে পারে যে, ঈশ্বর দর্শনের মনোহর সুখ সম্ভোগ করিবে। যে যাহা লাভ করিতে চায়, তাহাকে সে বস্তু পাইতে হইলে তদুপযুক্ত উপায় ও নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে, অন্যথা তৎসম্বন্ধে তাহার কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর আজ্ঞারূপ নীতি যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে প্রকাশ পায়, যদি কেহ তাহার উপযুক্ত সমাদর করে, তাহার ঈশ্বর লাভের অধিকার দিন দিন বিস্তৃত হইতে থাকে। তাহার সমুদায় প্রকারের সাধন ভজন উপাসনা সফল হইবে, কেন না সে আপনার বাসনা অভিলাষ প্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে বলিদান করিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত আচরণ করে সে যদি সমুদায় দিন কঠোর তপস্যাতেও কালকর্ত্তন করে তথাপি তাহার বাঞ্ছিত ফল লাভের সম্ভবনা নাই।

কঠোর তপস্যাতেও বাঞ্ছিত ফললাভের সম্ভাবনা নাই, এই কথা অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা যথার্থ ধর্ম্মেতে সিদ্ধ কাম হইতে চায়, অথচ সংস্কার, রুচি বা সঙ্গদোষে তাহারা অসৎপথ অবলম্বন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এ সকল লোক কি সিদ্ধমনোরথ হইবেনা? আমরা বলি কখনই না। অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া কেহ সদ্বস্তু ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। যাহারা অসৎপথ অবলম্বন করে, তাহাদিগের সমুদায় শরীরগত সাধন, শরীরগত সাধনে অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের সম্ভাবনা কোথায়? যদি তাহাবা তদ্দ্বারা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণলাভ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের সেই পর্য্যন্তই লাভ, উচ্চতর লাভের আশা তাহাদিগের পক্ষে দূরতর। "নির্ম্মল আত্মারা ধন্য কেন না ঈশ্বরের দর্শন পাইবে" এই প্রত্যক্ষ সত্য যতদিন তাহাদিগের জীবনে সত্য না হইতেছে, ততদিন তাহাদিগের আত্মা কখন ঈশ্বরকে অধিকার করিতে সক্ষম হইবে না। ঈশ্বর লাভ যাহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ নীতির ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, কেন না নীতি ভিন্ন কখন হৃদয় নির্ম্মল হয় না।

আমরা এই প্রস্তাবটিকে লিখিতে হয় বলিয়া অবতারণ করি নাই। আমরা এতদিন দেখিলাম, অনেক ব্যক্তির নীতির অভাবে পতন হইল, আবার অনেক ব্যক্তি নীতিতে শৈথিল্য বা তদ্রক্ষণে সাংসারিক ক্ষতি দেখিয়া ভীতি বশতঃ ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত। নীতি সম্বন্ধে শিথিলযত্ন হইব, অথচ সাধক হইব, এ দুইটি এক সময়ে হয় না বলিয়া অনেকে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা সেই সকল ব্যক্তিকে বলি সংসার বড় না ঈশ্বর বড়। ঈশ্বর যদি সর্ব্বোপরি উপার্জ্জনের বিষয় হন, তবে তাঁহার জন্য কথঞ্চিৎ সাংসারিক ক্ষতি সহ্য করা কি বড় কথা। নীতিমান্ হইলে

যদি যোগ ভক্তি কার্য্যে প্রবেশাধিকার হয় ঈশ্বর দর্শন সম্ভোগ সহজ হয় তবে সর্ব্বপ্রথমে সেই নীতিরই সমাদর কর্ত্তব্য।

সুখ দুঃখ।

সুখের অভাবকেই দুঃখ বলিয়া বুঝিতে হইবে, সুখ ভাবাত্মক দুঃখ অভাবাত্মক। যেমন আলোক ভাবাত্মক, অন্ধকার অভাবাত্মক। বস্তুতঃ অন্ধকার কোন পদার্থ নহে, আলোকের অভাব হইলেই অন্ধকার উপস্থিত হইয়া থাকে, তেমনি সুখের অভাব হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। তবে জানা আবশ্যক হইতেছে, সুখ কি। যে অবস্থাতে কোন অভাব থাকে না, যাহা প্রয়োজন তাহাই পাই, সেই অবস্থাকে সুখ বলা যাইতে পারে। ইহা কি সম্ভব? মানুষের কি কোন কালেও এমন অবস্থা আসিতে পারে যখন কোন প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হইবে না? কেন না রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক কাহাকে সম্পূর্ণ সদ্ভাব সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজার রাজত্ব আছে, প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের পরিশ্রম জাত অর্থের অংশ বিনা ক্লেশে পাইতেছেন সুতরাং সেই অর্থে প্রয়োজনীয় সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে তিনি সমর্থ: যিনি রাজা নহেন, প্রত্যুত রাজার শাসন মান্য করিয়া চলিতে হয়, তিনি রাজাকেই সুখী বলেন। ধনবান্ আপন গৃহ সঞ্চিত ধন দ্বারা আপনার প্রয়োজন সাধন করিতে সমর্থ, ধন হীন ব্যক্তি ইহাঁকেই সুখী বলেন। পণ্ডিত পাণ্ডিত্য বলে কত দুর্জ্ঞেয় বিষয় বুঝিতে পারেন, বুদ্ধি বলে বাক্য কৌশলে পৃথিবীকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আহরণ করিতে পারেন, মূর্খ ব্যক্তি ইহাকেই সুখী বলিয়া মনে করেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন না অথচ পৃথিবী সর্ব্বদাই তাঁহার অভাব পূর্ণ করিতে ব্যস্ত। অধার্ম্মিক এই সকল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ধার্ম্মিককেই সুখী বলিয়া মান্য করে। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদিগের মত দুঃখী আর কেহ নাই। রাজার দুঃখের সংখ্যা কর, রাজার অভাবের গণনা কর দেখিবে এক জন পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুকও রাজা অপেক্ষা সুখী। এইরূপ ধনীরও দুঃখের অনেক আয়োজন আছে; পণ্ডিতও দিন রাত্রি কেবল দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া দুঃখের চিন্তা করিয়াই কাল যাপন করেন। ধার্ম্মিক উদরের অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। সুতরাং অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে, এ পৃথিবীতে এমন লোক কেহ নাই যাহার সকল বিষয়ে সদ্ভাব আছে। তবে কি মানুষের সম্বন্ধে সুখ অসম্ভব? সুখ কি আকাশ কুসুমবৎ অলীক? না, তাহাও সম্ভব নহে। নিত্য সুখ, স্থায়ী অভঙ্গুর সুখ অবশ্যই আছে। যদি স্থায়ী সুখ থাকে তবে সে কি তাহাই জানিবার প্রয়োজন এবং কি উপায়েই বা তাহা হস্তগত হইতে পারে এইটি এখন জানা একান্ত আবশ্যক, বস্তুতঃ এতৎ সম্বন্ধে বহুবিধ মত দ্বৈধ আছে। কেহ রাজ্য পদকে সুখ বলেন, কেহ ঠিক তাহার বিপরীত ভিক্ষাবৃত্তিকে সুখ বলেন। কেহ অনায়াসে অর্থাগমকে সুখ বলেন। কেহ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাকে সুখ বলেন। কেহ হিমালয় শৃঙ্গে একাকী অনাবৃতশরীরে অনাবৃত স্থানে বসিয়া শীত বাত আতপ ও বৃষ্টি মস্তকে বহন করাকে সুখ বলেন, কেহ দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করাকে সুখ বলেন। কেহ বন্ধু বান্ধব সহ একত্র বসিয়া সৎ প্রসঙ্গ করাকে সুখ বলেন, কেহ নির্জ্জনে একাকী বসিয়া চিন্তা করাকেই সুখ বলেন, নীচ লোকেরা নীচতাকেই সুখ বলে। উচ্চ লোক উচ্চতাকেই সুখ বলে। বস্তুতঃ সুখ সম্বন্ধে এ জগতে যত মতবিরোধ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে সুখ যে কি তাহা নির্ব্বাচিত হওয়া অসম্ভব।

এতদ্ব্যতীত পশু পক্ষীদিগের ভিতরে অনুসন্ধান কর, অন্য প্রকার দেখিতে পাইবে। শূকর ও কুকুর জাতি বিষ্ঠা প্রভৃতি কদর্য্য বস্তু ভোজন (মানুষও এইরূপ পশুপ্রকৃতি আছে) করাকে সুখ মনে করে। কেন না যদি ঐ সকল প্রাণীকে তাহাদের ইষ্ট ভোজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিয়ত অমৃত পান করিতে দেওয়া যায় তাহাতে তাহারা আপনাদিগকে বিপন্ন বলিয়া মনে করে। শূকর বা কুকুরকে প্রহার করিতে গেলে সে পলাইয়া আত্ম রক্ষার যত্ন করে। সুতরাং শূকর বা কুকুর আপন সহজ প্রবৃত্তি লভ্য অবস্থা ও খাদ্যাদিতে সুখী আছে সন্দেহ নাই। কাক প্রভৃতি পক্ষীর যাহা সুখ, শূক প্রভৃতির তাহা দুঃখ, এইরূপে দেখা যাইতেছে, সুখ পদার্থ অনিশ্চিত। সকলেই সুখ চায় কিন্তু সুখ যে কি তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সুখ কি কেহ জানে না। অথচ সুখের জন্য সমস্ত জগৎ ব্যস্ত রহিয়াছে, দিবারাত্রি সুখান্বেষণে পরিভ্রমণ করিতেছে ইহা কি কখন সম্ভব? যে বস্তু কেহ দেখে নাই—কেহ সম্ভোগ করে নাই সে বস্তুর জন্য লোকে চেষ্টা করিবে? অতএব স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে সুখ কি আমরা জানি, সুখ আমরা ভোগ করিয়া থাকি বলিয়াই আমরা (সমস্ত জগৎ) সুখান্বেষণে নিযুক্ত আছি। তবে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে সুখ বস্তুটী এমন সংকীর্ণ নহে যে কোন একস্থানে অবস্থান করে সুতরাং যে প্রদেশে অবস্থান করে কেবল সেই প্রদেশের নর নারী বা পশু পক্ষী ইহাকে চেনে অন্য কেহ চেনে না তাহা নহে; সমস্ত জগৎ ক্রমাগত সুখানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। সকলে যাহা চায় সকলেই তাহাকে জানে, সকলেই তাহার মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিয়াছে নতুবা চাহিবে কেন? বস্তুতঃ একথা অতীব সত্য সুখ সর্ব্ব ব্যাপী। সকল গৃহে, সকল হৃদয়ে ইহার প্রতিষ্ঠা আছে—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতিরাও সুখী হইতে চায় এই জন্য। কিন্তু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে সুখ সম্বন্ধে অনেক মত বৈষম্য আছে। সকলে সুখকে চিনিলে, তৎ সম্বন্ধে মত বৈষম্য হওয়া অসম্ভব; আবার না চিনিলে কি না সম্ভোগ করিলে তাহার জন্য লালসা হওয়াও অসম্ভব। তবে এখন ইহার মীমাংসা হইবে কিরূপে? ইহার মীমাংসা এইরূপ—যাহা অস্থায়ী ক্ষণধ্বংসী তাহা সুখ নহে, কিন্তু নিত্য বস্তুই প্রকৃত সুখ। অদ্য যাহা সুখের কল্য তাহা দুঃখের হইলে অথবা সুখের বস্তু হইতে দুঃখ আসিলে, সে বস্তু কখন চিরকাল সুখ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইবে না জগতের নিয়ম এই যাহার যাহা প্রকৃতি চিরকাল তাহাই থাকিবে; অন্য প্রকার হইলে তাহাকে তাহার প্রকৃতি বলা যাইবে কিরূপে? অতএব অনিত্য বস্তু সুখ নহে। নিত্য বস্তু কি? যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহাই নিত্য বস্তু। এপ্রকার বস্তু ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, সুতরাং ঈশ্বরই এক মাত্র সুখের আধার। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুখও সর্ব্বব্যাপী। ঈশ্বর ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা জ্ঞানী মূর্খ প্রভৃতি সকলেরই গৃহে আছেন। ঈশ্বর পিতা মাতার ভিতরে, ঈশ্বর পুত্র কন্যার ভিতরে,—ঈশ্বর বন্ধু বান্ধবের মধ্যে, ঈশ্বর রাজা প্রজা, গুরু শিষ্য, প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তি ও ব্যক্তিনিষ্ঠ সম্পর্ক মধ্যে আছেন, অর্থাৎ এই বিস্তীর্ণ সংসারের অভ্যন্তরে ওত প্রোতভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" জগতে যে অংশ সুখময় সেই অংশে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজমান রহিয়াছেন। পিতা ও পুত্র, পুত্র ও পিতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, ভগিনী ও ভ্রাতা, পতি ও পত্নী, পত্নী ও পতি, রাজা ও প্রজা, প্রজা ও রাজা, ধনী ও নির্ধন, নির্ধন ও ধনী, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ, অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ ইত্যাদি সম্পর্ক মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে, যে সুখ আনন্দ আছে সে অংশ ঈশ্বরের।

এই প্রকারে সকল জগত হইতে ঈশ্বরের ভাব (সুখ) সংগ্রহ কর, সুখের সাক্ষাৎ পাইবে। সুতরাং মানুষেরা সুখ ভোগ করে কিন্তু সুখ কে জানে না, যেমন ক্ষুদ্র শিশু মাতৃ স্তন্য পান করিয়া সুখী হয় কিন্তু মাকে মা বলিয়া জানে না সেই রূপ। এই সর্ব্ব ব্যাপী সুখমাধুর্য্য ভোগ করিয়াছে সুতরাং সকলেই ইহাকে অন্বেষণ করে কিন্তু ধরিতে না পারিয়া প্রতারিত হয়। ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যত্ন কর, সিদ্ধ মনোরথ হইবে কিন্তু অযথা চেষ্টা হইতে আরও অনিষ্ট বা দুঃখই আসিবে। এই সুখের অস্তিত্ব সার্ব্বভৌমিক, ইহার অভাব বা দুঃখও সার্ব্বভৌমিক, আলোক সার্ব্বভৌমিক, অন্ধকারও সার্ব্বভৌমিক।

অকৃতজ্ঞতা ঘোর অপরাধ।

কৃতজ্ঞতা এমনি একটি অসাধারণ গুণ যে পালিত পশুদিগের মধ্যেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কৃতজ্ঞতা অতি প্রধান নীতি, ইহার অভাব আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে। যদি আমাদিগের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা একান্ত প্রবল থাকিত, আমরা ঈশ্বর লাভে এত দিন বঞ্চিত থাকিতাম না। ঈশ্বরের প্রতি সকৃতজ্ঞ হওয়ার প্রতিনিমেষে শত কারণ আছে, অথচ প্রতিনিয়ত উপকার লাভ করিয়া উহা আমাদিগের নিকটে এত হীন মূল্য হইয়াছে যে, প্রতিদিনের ভোগ্য উপকার আমরা দিনান্তে একবারও স্মরণ করি না। এই মহা অপরাধের ফল এই হইয়াছে যে, যিনি নিয়ত নিকটে থাকিয়া এত উপকার করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের কোনই পরিচয় নাই।

সাধনের উচ্চাবস্থার লক্ষণ এই যে, সমুদায় সাধারণ বিষয় অসাধারণরূপে প্রতীত হইতে থাকে। যে সকল বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে হৃদয়ে কোন ভাবের উচ্ছ্বাস হইত না, এখন অনায়াসে সেই সকলেতে হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করে। এই ভাবোদ্গম ঈশ্বর দর্শনে সহায় হয়। ভাবের এরূপ সমাগম কৃতজ্ঞতা হইতে সমুপস্থিত হয়। কৃতজ্ঞতা উপকারীকে অতি সুন্দর বেশে কৃতজ্ঞের নিকটে উপস্থিত করে। সৌন্দর্য্য হৃদয়ের ভাব বর্দ্ধক। ভাবই সুখের হেতু, ভাবই অনুরাগের বস্তুর সহিত সুমিষ্ট সম্বন্ধ দৃঢ়তর করে। এক কৃতজ্ঞতার অভাবে মনুষ্যকে এ সমুদায় হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞতা এমনই অপরাধ যে, মনুষ্যকে এই প্রকারে সর্ব্বোচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য এ সংসারে আসিয়াছে, ঈশ্বর লাভই সর্ব্বোচ্চ সুখ, অথচ ইহাতে সকলে বঞ্চিত কেন ইহা চিন্তা করিতে গিয়াই আমাদিগের মনে উদিত হইয়াছে, এক অকৃতজ্ঞতারূপ ঘোর অপরাধে মনুষ্য আপনার নিয়তিকে ইহলোকে অধিকার করিতে সক্ষম হইতেছে না।

এ পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে প্রতি দিন ঈশ্বরের স্নেহে প্রতিপালিত নহে। এই পৃথিবী ঈশ্বরের একটি বৃহৎ সংসার। ইহার মধ্যে তিনি সন্তানদিগের জন্য এমন কি আছে, যাহার আয়োজন করিয়া রাখেন নাই? শুদ্ধ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা নহে, যাহার যাহা প্রয়োজন প্রতিদিন আপনি যোগাইতেছেন। শরীর মন প্রাণ সকলই তাঁহা হইতে, আবার এ সকল রক্ষিত বর্দ্ধিত প্রতিপালিত হইতেছে তাঁহারই স্বয়ং কর্ত্তৃত্বে। তিনি সৃষ্টি করিয়া সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন কে বলিবে? কিসে তাহাদিগের কল্যাণ হয়, তিনি কেবল তাহারই উপায়ে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহার শাসন অখণ্ড্য, কিন্তু এই সুদৃঢ় শাসনে কোন অত্যাচার নাই, যে ব্যক্তি এই শাসন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করে, তাহার সুখ ভিন্ন কখন দুঃখ হয় না। ঈশ্বরের শাসন রাজশাসনের ন্যায় সমাগত হয় বটে, কিন্তু

তাহার ভিতরে মাতৃ শাসন নিয়ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর হইতে আমাদিগের সম্বন্ধে এমন কোন একটি বিষয় অনুষ্ঠিত হয় না, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ বা সুখ হয় না। অথচ আমরা তাহা স্বীকার করি না বলিয়াই আমাদিগের দুঃখ ঘোচে না।

মনুষ্য এত অকৃতজ্ঞ কেন, ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। সামান্য কুক্কুরেতেও যে গুণ আছে, মনুষ্যেতে তাহা নাই একথা ভাবিলে নিতান্ত ধিক্কার উপস্থিত হয়। মনুষ্যের কি এতই বোধশক্তি অল্প যে সে কোথা হইতে এত উপকার পাইতেছে, একবারও তাহা চিন্তা করিয়া দেখে না। সরল শিশু কোন একটি বস্তু পাইলে কোথা হইতে তাহা পাইল কিরূপে পাইল এ সকলের অনুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারে না। আমাদিগের আদিপুরুষগণ স্বাভাবিক সরলভাবে মধুর স্তোত্রে প্রদাতার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কালে মনুষ্য আত্মশক্তিকে সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা তিরোহিত হইয়া সে ঈশ্বর হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাব যদি অধিকৃত থাকিত, সকলেরই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ ভক্তিতে হইত, যোগেতে নহে। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত আচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিত, সুতরাং আমাদিগের মধ্যে পাপ এবং তজ্জনিত ঈশ্বরবিয়োগ কখন উপস্থিত হইতে পারিত না। যোগসাধন আমাদিগের ঈশ্বর হইতে বিয়োগ দেখাইতেছে, এবং এজন্যই আমাদিগের তপস্যায় বহুল পরিমাণে ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

অকৃতজ্ঞতা আমাদিগকে ভক্তির মধুর ভাব হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এ ক্ষতি আমাদিগের অল্প ক্ষতি নহে। কোথায় আমরা প্রহ্লাদের ন্যায় অতিশিশু বয়স হইতে ঈশ্বর ভক্ত হইব, না কোথায় আমরা আজ বৃদ্ধ হইতে চলিলাম অথচ আমাদিগের প্রাণের ভিতরে অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হইল না। ঈদৃশ গুরু-[illegible] শাস্তি দর্শন করিয়া আমাদিগের অপরাধকে আমরা কি প্রকারে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিব? যদি কেহ বলে আমাদিগের অনবধানতায় এরূপ ঘটিয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য এরূপ গুরুতর শাস্তি কেন ভোগ করিব? সে ব্যক্তি জানে না মনুষ্যের অনবধানতায় কি ভয়ানক ক্লেশ দুঃখ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। মানুষ আপনাকে আপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করে, সুতরাং আত্মকৃত অপরাধকেও সে ক্ষুদ্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কিন্তু যিনি স্রষ্টা তিনি ভাল জানেন, মনুষ্যকে তিনি কি উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যখন অবধানতাকে বিনা শাস্তিতে চলিয়া যাইতে দেন না, তখন অনবধানতাকে সামান্য বলিব কি প্রকারে? আর এই বা কোন্ অনবধানতা? প্রতিদিন খাইতেছি পরিতেছি সুখ স্বচ্ছন্দে আছি, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি অণুমাত্র কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি না; আর এক দিন যদি একটু ক্লেশ হয় দুঃখ হয়, বিধাতার উপরে দোষারোপ করিতে একটুও সঙ্কোচ হয় না। কৃতজ্ঞতা অর্পণ সময়ে অনবধান অথচ অন্যায় দোষারোপ করিবার সময় সচেতন, এ কোন্ প্রকারের জীব? জীবনে সুখের মাত্রা অধিক দুঃখের মাত্রা অল্প অথচ সুখের সময়ে সকলে হতচেতন, দুঃখের সময় জাগ্রৎ, ইহাতে এই দেখায় যে মনুষ্য নিয়ত আপনাতেই আপনি মগ্ন, কে কোথা হইতে কি পাইল, কে বা তাহার পরমোপকারী এ সকলের সে একটুও অনুসন্ধান করে না। এরূপ অনুসন্ধানে সে আপনার দুঃখের কূপ আপনি খনন করে। আশু সুখে কি যে তাহার প্রমত্ততা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই সুখের জন্য সে উচ্চতর সুখে বিসর্জ্জন দেয়। এমন কি সে সর্ব্বদা এই চেষ্টা করে যে বিবেকবাণী যেন তাহার আশু সুখে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না করে। যতক্ষণ পুনঃ পুনঃ অপরাধ করিয়া সেই বাণীকে সে নিঃস্তব্ধ করিতে না পারে,

তত ক্ষণ তাহার বিরাম নাই। যদি সে প্রথম হইতে কৃতজ্ঞ হইত, এরূপ দুশ্চেষ্টায় কখন তাহাকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। তাই আমরা বলি অকৃতজ্ঞতা হইতে ঘোরতর অপরাধ আর কিছুই নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব

অলৌকিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস যে কি ভয়ানক অনিষ্টের মূল তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে সক্ষম। এই অযুক্ত বিশ্বাসে পৃথিবীতে অনেক সময়ে ধর্ম্ম ও নীতির উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজও এই বিশ্বাসে ভারতবর্ষের কোথায় কি ঘোর ব্যভিচার সমুপস্থিত তাহার সংবাদ প্রায় কেহ লয় না। কর্ত্তাভজা, গুরু সত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় এ দেশের নীতি ও ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, অথচ তদ্বিরুদ্ধে একটি বাক্য ব্যয়ও নাই। সম্প্রতি আমরা গুরু সত্য মত সম্বন্ধে যাহা জানিতে পাইয়াছি তাহা অতি ভয়ানক। গুরু সত্যগণের যে ব্যক্তি গুরু, সেই স্বয়ং ঈশ্বর, সে মনে করে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির যত তীর্থ তাহার পদতলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে তাঁহার অনুগত; মনুষ্য ঈশ্বরকে কোন দিন দেখে নাই, গুরুই স্বয়ং ঈশ্বর। গুরুর নাম করিলে শিষ্য যে কোন পাপ করুক না কেন তাহা হইতে প্রমুক্ত হয়। পাঁচ পয়সা, সওয়া পাঁচ আনা বা পাঁচ সিকা গুরুর নামে দান করিলে এমন পাপ নাই যাহা হইতে মুক্ত না হওয়া যায়। গুরু স্পষ্ট বলিয়া দেয় তোমরা পাপ করিতে চাও, ভয় নাই, আমার নাম করিলে পরলোকে পার পাইবে। এক স্থানের গুরুসত্যাদিগের গুরু মুসলমান। এ ব্যক্তির পদ ধৌত জল হিন্দুরা ভক্তির সহিত পান করে, সালগ্রাম ধৌত জল অপেক্ষা সমধিক আদর করে। গুরুর পদ ধৌত জল ছাড়িয়া শালগ্রাম ধৌত জল গ্রহণ মহাপাপ মনে করে। যবন গুরুর মুখোচ্ছিষ্ট হিন্দুগণ হাত পাতিয়া লইয়া সাদরে ভক্ষণ করে। যদি এই পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষান্ত থাকিত ক্ষতি ছিল না, গুরু গৃহে কোণের বধূটীকে পর্য্যন্ত প্রতিদিন যাইতে হইবে, না গেলে দলের বাহির হইতে হয়। অনেক সময়ে এই সকল স্ত্রীলোক পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদায় রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক সঙ্গীত হয়। এই সকল অনীতির মূল অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস। গুরু জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইতে পারেন, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়া যান ইত্যাদি অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনিয়া তৎ প্রতি ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস। কি ভয়ানক মূঢ়তা!! এক জনের একটি রোগাক্রান্ত সন্তান যদি রোগ মুক্ত হয়, তবে সে চির দিনের জন্য ক্রীত দাস হইল। গুরুসত্যাগণ গুরুর নামে থাকে, চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করায় না, অথচ মুষ্টিযোগ প্রয়োগে ত্রুটি নাই। সংসারাসক্ত অনেক ভদ্র শিক্ষিতও এই দলে প্রবিষ্ট। কি ঘন অন্ধকারেই ভারতের নানা স্থান আচ্ছাদিত হইয়াছে।

আমরা তন্ত্রোক্ত ব্যভিচারের মূল অন্বেষণ করিয়া বলিয়াছিলাম, আরম্ভে তন্ত্রের যে উদ্দেশ্য ছিল, পরিশেষে সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলে আসিয়া লোকে উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ কেন হইল, তাহার কারণ অতি কুৎসিত হইলেও স্পষ্ট কারণ অমরত্ব লাভ। এ অমরত্ব আধ্যাত্মিক নহে দৈহিক। আমাদিগের দেশের আধুনিক যোগ দেহকে চিরদিন রাখিবার জন্য অনেক প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে। যে কোন প্রণালীতে দেহ ক্ষয় না হইবার সম্ভাবনা সেই প্রণালী আদরের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে সমাধি দ্বারা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া দেহ অক্ষুণ্ণ রাখা হইত, ইহাতে মনের তৃপ্তি হইবে কেন? সুতরাং সংসারের সকল প্রকারের সুখ ভোগ করা হইবে, অথচ শরীর ঠিক থাকিবে, এই উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের যত্ন। আমরা শিবসংহিতায় এতৎসম্বন্ধে যে উপায় দেখিয়াছি, তাহা নীতি ও ভদ্রতার অনুরোধে এখানে আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, তবে এই কথা বলিতে হয় যে অত্যন্ত হেয় বস্তু হইতে সার গ্রহণ করিতে বাধা বলিয়া আমরা এ সকল গ্রন্থে সময়ে সময়ে হাত দি, অন্যথা তাহা স্পর্শ করাও উচিত নয়। এই কার্য্য সাধন করিতে অপরের প্রাণহানির সম্ভাবনা তাহাতেও এই সকল দুরাচার লোক ভ্রূক্ষেপ করে না। জন্ম মৃত্যু উভয় বারণ ইহাদিগের মুক্তি। সন্তানের জন্মে আত্মজন্ম হয়, এজন্য তৎপ্রতি ইহাদিগের বিষদৃষ্টি। কুৎসিত ইন্দ্রিয় লোলুপ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের নামে কোন্ অসৎ কার্য্যেরই না অনুষ্ঠান করে? এখনও বহু মূর্খলোক এই মতের অনুসরণ করিয়া সমাজকে কলুষিত করিতেছে ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যোগসিদ্ধির ব্যস্ততায় এ সময়ে অনেকে এই সকল পুস্তক সংগ্রহে যত্নশীল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, তাঁহারা যেন তদ্দ্বারা তন্ত্রোক্ত ঘৃণ্যাচারে লিপ্ত না হন। অনেক শিক্ষিতেরই অন্ধতা দেখিয়া আমাদিগের ভয় হইয়াছে, সুতরাং সময়ে আমাদিগকে সাবধান করিতে হইতেছে।

মহর্ষি ঈশা জানিতেন তাঁহাকে অতি অল্পদিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, তাই তিনি তাঁহার অনুগামিগণের নির্ব্বাচনে অতি কঠোর নিয়ম অনুসরণ করিতেন। যে তাঁহার সঙ্গে আসিতে চাহিত তাহাকে তিনি এমনই

একটি অনুবর্ত্তী হইবার কঠিন নিয়ম বলিতেন, যাহাতে তাহাকে ভীত হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইত। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে এত দিন লোকের বিচার করা হয় নাই, যে কেহ হউক আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। উদার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যদিও কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই, তথাপি তন্মধ্যে গূঢ়রূপে পরীক্ষার অনল ক্রমশই জ্বলিতেছে যে একে একে অনেককে সরিয়া পড়িতে হইয়াছে। নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণাবস্থার ফল, ইহাতে এই পরীক্ষা ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার আদর্শ এত উজ্জ্বল যে অনেকের চক্ষু ইহা সহ্য করিতে অক্ষম। এখানে চরিত্র নির্ম্মল করা সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনসাধন, ইহাতে অনেকে পরাঙ্মুখ। এখন বিবেচনা করতে হইতেছে লোকের অনুরোধে আদর্শ সঙ্কুচিত করিতে হইবে, অথবা কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া যেমন আদর্শ তেমনই লোকের সম্মুখে ধরিতে হইবে। শেষোক্ত প্রণালী যদি অবলম্বিত হয়, তবে ইহা নিশ্চয় যাহারা এখনও আছে তাহাদিগেরও অনেকের পথ দেখিতে হইবে। আমাদিগের ধর্ম্ম এখন যেখানে আসিয়া উপস্থিত, তাহাতে আর গত্যন্তর নাই। ধর্ম্মের আদর্শ খর্ব্ব করিয়া লোক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা এখন নিষ্ফল ঈশ্বর করুন যেন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সকলে নির্ম্মলতা সাধনে যত্নশীল হয়েন।

গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অল্পক্ষণ পরেই নানক ভগিনী নানকীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি উদাসীনের বেশ পরিধান করিয়াছেন তাহার কটীদেশে ডোর কৌপীন, অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র, ও মস্তক আচ্ছাদন হীন ছিল। তাঁহার শরীরের রূপ লাবণ্য সহজেই অসামান্য ছিল, তাহার উপর সেই নবীন বয়সে উদাসীনের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মতেজ ও প্রেমের মধুরতা তাঁহার মুখে আশ্চর্য্য শোভা বিকীর্ণ করিয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার কান্তি অপরূপ হইয়াছিল, আকাশ হইতে বিদ্যুন্মালা আসিয়া তাঁহার মাংসময় শরীরকে যেন আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল। সেই নবীন সন্ন্যাসীর প্রেমোন্মত্ত ও বৈরাগ্য বিভূষিত রূপ যে দেখিয়াছিল সেই চক্ষুজল সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। নানকী ও জয়রাম তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া অশ্রুজলে ভাসিবেন কি প্রেম ভক্তিতে গদগদ হইয়া তাঁহার পদতলে লাটাইে প্রণিপাত করিবেন প্রথমে কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইলেন না। অনেক ক্ষণের পর তাঁহাদের ভাবাবেগ একটু সম্বরণ হইলে জয়রাম আর কিছু না করিতে পারিয়া বার বার আপন পত্নীর স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে বধূজী তুমি ধন্য! তুমি নানকের ভগ্নী, তোমাতে তাঁহার অংশ অধিবাস করিতেছে, আমি নিতান্ত ভ্রমান্ধ ব্যক্তি, ধন্য পরমেশ্বর, আর তুমিও ধন্য এবং আমিও ধন্য হইলাম, কারণ তোমার সহিত আমি বিবাহ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছি। এখন হইতে ভূমণ্ডলে গুরু নানকের নাম কীর্ত্তিত হইবে তাহাই তোমার এবং আমার নাম লোকে উচ্চারণ করিবে, সাধু সন্তদিগের রসনায় গুরু নানকের নামের সহিত তোমার ও আমার নাম গৃহীত হইবে, তাহাতে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে।" নানকী ভক্তির সহিত সেই রাত্রিতে উত্তম করিয়া পাক করিলেন। পাক হইলে নানক, ভাই বালা এবং জয়রাম একত্র ভোজন করিতে বসিলেন, নানকী স্ব হস্তে পরিবেশন করিলেন, সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করিলে সে রাত্রিতে তাহারা একত্রে সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন।

পর দিন প্রাতে সকলে গৃহে বসিয়া আছেন, পক্ষকারাম্বাব হইতে নানকের শ্বশুর মূলা পত্নীসহ তথায় উপনীত হইলেন। নানকের বৈরাগ্যের সংবাদে তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। নানকের সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাঁহারা দুঃখ, শোক, নিরাশা ও ক্রোধে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। নানকের শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী চন্দ্ররাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন "হে নানক যদি তোমার এইরূপ ফকীর হইবার ইচ্ছা ছিল তবে কেন তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া চিরদুঃখিনী করিলে? তোমার দুইটী পুত্র এবং পত্নী এখন কি আহার করিবেন তাহা তুমি কি একবারও ভাবিলে না? তোমার গৃহে যাহা কিছু অর্থ ছিল এবং নিজে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিলে এই জন্যই কি তুমি এত দিন তাহা ফকীরদিগকে বিতরণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিয়াছ? এ পর্য্যন্ত তুমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলে যদি সে সমস্তও শ্রীচাঁদের জন্য রাখিতে তাহা হইলে আজ তাহাদের ভাবনা কি ছিল?" চন্দ্ররাণী এইরূপে শোক ও ক্রোধে অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন। শেষে একবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। গুরু নানক প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন পরে বৈরাগ্যসূচক একটী শব্দ * উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এ সংসার সকলই অনিত্য, একমাত্র নিত্য প্রভু সেই ভগবান, তিনি তাঁহারই দাসত্বের জন্য এরূপ করিতেছিলেন। কিন্তু বিষয়ান্ধ ঘোর সংসারাসক্ত ব্যক্তিদের মনে কি সেই উত্তেজনার সময় ধর্ম্মের কথা স্থান প্রাপ্ত হয়? একটী সামান্য তৃণ দ্বারা বরং সমুদ্র তরঙ্গ শান্ত করা সম্ভব কিন্তু ক্রুদ্ধ, শোকানলপ্রজ্জ্বলিত, নিরাশ ও উত্তেজিত, চিত্ত বিষয়ীদের মন উত্তেজনার সময় দুই একটী সৎকথা দ্বারা

* মরু মহল্লা ১ "মিল মাত পিতা।"

শান্ত করা সম্ভবপর নহে। মানকের শ্বশুর মূলা ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু শান্তির সমুদ্র নানকের মনে বিরাজ করিতেছিল তাহা কি কখন মনুষ্যের সামান্য ফুৎকারে আন্দোলিত হইবার সম্ভব? তিনি অপূর্ব্ব শান্তভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মূলা বলিতে লাগিলেন, "যখন জন্মাবধি ইহাঁর ফকীরদিগের প্রতি এত অনুরাগ যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া ফকীরদিগকে আহার পান করাইতেন তখনই আমার মনে হইয়াছিল যে একদিন আমার কপাল ভাঙ্গিবে, ইনি ফকীরদিগের এক জন সঙ্গী হইয়া যাইবেন।" জয়রাম নানকী ও ভাই বালা মূলা ও চন্দ্ররাণীর সকল কথা নীরব হইয়া শ্রবণ করিলেন, একটীও উত্তর করা যুক্তযুক্ত মনে করিলেন না।

এই সময় দৌলত খাঁ লোদীর দূত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মূলা টাকার জন্য নবাবের নিকট গিয়া পূর্ব্বে যে গোলযোগ করিয়াছিলেন তাহার পর নবাব সাহেব নানকের অনুমতি লইয়া এই রূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাপ্য টাকা সমস্তই ফকীর দিগের আহার জন্য ব্যয় করিবেন না, তাহার অর্দ্ধাংশ ফকীর দিগকে বিতরণ করিবেন অপরার্দ্ধাংশ নানকের পত্নীকে দিবেন। দূত এখন সেই অর্দ্ধেক, তিন শত আশি টাকা লইয়া নানকের সম্মুখে রাখিল এবং বলিতে লাগিল, "যে অবধি আপনি সন্ন্যাসী হইয়া সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই অবধি আপনার শরীর দিন দিন অতি দুর্ব্বল হইতেছে, খানজী আপনার জন্য অত্যন্ত ভাবিত আছেন, তিনি আপনার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। নানক বলিলেন "সেই পরমেশ্বরের ভয়ে আমার মন সর্ব্বদা তটস্থ হইয়া আছে, আমার শরীর কাঁপিতেছে।" এই কথা বলিয়া নানক গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন। টাকাগুলি জয়রাম নানকের পত্নী সুল্‌খনীর নিকট লইয়া গেলেন। মূলা এবং চন্দ্ররাণী সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন হইয়া ক্রমাগত চীৎকার এবং রোদন করিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যূষে গুরু নানক বিপাশা নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। পরে জগতী নামে এক জন অত্যন্ত সংসারাসক্ত লোভী জীবের আত্মাকে উত্তেজিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে হরিনামের সুমিষ্ট রস দান করিলেন। তিনি আর গৃহাভিমুখী হইলেন না, বৈরাগী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রাতঃকালে মূলা সুল্‌খনীকে বলিলেন, "কন্যা তোমার স্বামী লজ্জা, ভয়, কুল-মর্য্যাদা ও যাহা কিছু সকলেতে জলাঞ্জলি দিয়া ফকীর হইয়া গেলেন দুইটী শিশু লইয়া তুমি এখন দুঃখিনী হইলে, এখানে তোমার এ নিরাশ্রয় অবস্থায় কোন ক্রমেই থাকা উচিত নহে। তুমি আমাদিগের সহিত চল, ভগবান আমাদিগকে যেরূপে চালাইবেন, তোমারও সেইরূপে দিন চলিবে। নানকী এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপত্তি করিতে লাগিলেন তিনি বলিলেন 'মহাশয়! আমার ভ্রাতা সামান্য লোক নহেন, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অংশ তাঁহাতে অবস্থিতি করে, তিনি যাহা কিছু করেন কখনই তাহা মন্দ নহে। তিনি যদি পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইয়া অথবা অন্য কোন অসদ্ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহ ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে আমি তাঁহার হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতাম কিন্তু আমার ভ্রাতা সে স্বভাবের লোক নহেন অসদ্ভাব হইতে কোন কার্য্য করেন না, তিনি একবার যাহা করিতে উদ্যত হন কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত করিতে সক্ষম হয় না। আপনি আমার ভ্রাতৃবধূকে লইয়া যাইবেন বলিতেছেন। আমার আর কে আছে? আমি তাঁহাদিগকে লইয়াই সংসারে বাঁচিয়া আছি। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবেন না, তাঁহারা এই খানেই থাকুন, আমাদিগের যে রূপে দিন নির্ব্বাহ হইবে তাঁহাদিগেরও সেই রূপে হইবে। মূলার মন অত্যন্ত দুঃখেতে উত্তেজিত হইয়াছিল, তিনি নানকীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে এইরূপ স্থির হইল যে লক্ষ্মীদাসকে লইয়া সুলখনী দেবী পিত্রালয়ে যাইবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ নানকীর নিকট সুলতানপুরে থাকিবেন। পর দিন প্রাতে মূলা, চন্দ্ররাণী ও সুলখনী দেবী শিশু লক্ষ্মীদাস সহ পক্ষকারান্ধাব গ্রামে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশ)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

৫ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক।

অনুপযুক্ত দাস আপনাদিগকে কোন নূতন কথা শুনাইবার প্রয়াসী নহে। নূতন কথা যে সে শুনাইতে পারিবে, এরূপ সাহসও তাহার অল্প। জীবনে সাধনে যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়াছি, তাহারই একটী বিষয় আজ আপনাদিগের নিকট বলিতে অভিলাষ করিতেছি। খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে, উভয় সম্প্রদায়ের সাধকেরাই উপসনার সঙ্গে ভক্ত মহাজনের নাম সংলগ্ন করিয়াছেন। উপাসনার সঙ্গে ভক্তের নাম কেন তাঁহারা সংলগ্ন করিলেন? খ্রীষ্টানেরা প্রার্থনান্তে ঈশার নাম করিয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া থাকেন। প্রার্থনার সঙ্গে ঈশার নাম দেখিয়া, হে অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম! তুমি কি বলিবে? তুমি কি বলিতে চাও, যে খ্রীষ্টানেরা পৌত্তলিক নরপূজক; কেবল সেই জন্যই তাঁহারা ঈশার নাম করিয়া প্রার্থনা শেষ করেন? যদি একথা বল, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, মুসলমানেরা কেন তাহাদের ধর্ম্মের সঙ্গে, উপাসনার সঙ্গে মহম্মদের নাম নিবদ্ধ করিয়াছেন? খ্রীষ্টানেরা যেন পৌত্তলিকই হইলেন, সত্য সত্যই তাঁহারা হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রহ্মের অবতার বাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন*; ভাল, মুসলমানদিগের এপ্রকার রীতি কেন হইল? যে মুসলমানেরা "এক ঈশ্বর, এক ঈশ্বর" করিয়াই কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহাদিগের তেজ, বীর্য্য, উৎসাহ সমস্তই ঈশ্বরের একত্ববাদ প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের শাস্ত্রে এবং উপদেশে "লা এলাহা এল্লাল্লা" ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়;—এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, সেই অপৌত্তলিক মুসলমান সাধকেরা ও কেন হজরৎ মহম্মদের নাম ছাড়িতে পারিলেন না? কেন তাঁহারা "লা এলহা এল্লাল্লা" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না? "মহম্মদ রসুলাল্লা" এই শব্দ কেন তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন? মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কেন হজরৎ সাহেবের নাম উপসনার সহিত গ্রথিত করিলে? তোমরা কেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে না? মুসলমান তোমার বাক্যের প্রতিবাদ করিবেন। তুমি বিস্মিত হইয়া বলিতে পার, যাহারা অপরকে ঈশ্বরের আসন অধিকার করিতে দেখিলে ক্রোধে অন্ধ হয়, যাহারা পৌত্তলিকতাকে উৎসন্ন করিবার জন্য সততই অশান্ত, যাহারা দেবমূর্ত্তিকে দেখিলেই অগ্নিতে ভস্মসাৎ

করিতে চায়, তাহাদিগের কেন এরূপ ব্যবহার ? যাহারা শত শত পৌত্তলিক মন্দির একেবারে ধূলিসাৎ করিয়াছে, তাহারা কেন ঈশ্বরের উপাসনার সঙ্গে মানুষের নাম নিবদ্ধ করিল ? ইতিহাস পাঠ করিয়া কেনা স্মরণ রাখিয়াছেন, যে মুসলমানেরা ঈশ্বরের অপমানজনক ভাবিয়া সোমনাথের মন্দিরকে চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন ? তাঁহারা যে উপাসনার সঙ্গে ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে ভক্তকে ও রাখিয়াছেন, ইহার কি কোন নিগূঢ় অর্থ নাই ? ইহার মধ্যে অতি অপূর্ব্ব নিগূঢ় অর্থ নিহিত রহিয়াছে। খ্রীস্টানেরা যেরূপ ঈশার নামে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, হে ব্রাহ্ম সাধক ! তুমিও কি সেইরূপ প্রার্থনা করিবে ? আমরা একথা বলিতে পারি না যে. "হে ঈশ্বর ! ঈশার অনুরোধে আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।" এপ্রকার প্রার্থনার অধিকার লইতে ব্রহ্মমন্দির কদাচ আমাদিগকে উপদেশ করেন নাই। খ্রীস্টানেরা যেমন বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের হইয়া ঈশা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, আমরা ও সেইরূপ বলিতেছি, যে ঈশার রসনাই আমাদিগের রসনা হইয়া কথা কহিবে, ঈশার প্রাণই আমাদিগের প্রাণ হইয়া—ভাবিবে। স্বতন্ত্র থাকিয়া নয়; কিন্তু অভেদ হইয়া। ইহাই উপাসনার সঙ্গে ভক্ত নামের যথার্থ সংশ্রব রক্ষা। আমরা প্রার্থনা করিব, ঠিক যেন ঈশাই প্রার্থনা করিবেন, আমরা স্তব স্তুতি উচ্চারণ করিব, ঠিক যেন হজরৎ মহম্মদের মুখ হইতেই শব্দ সকল উচ্চারিত হইবে। এরূপ কথা কেন বলিতেছি ? বিশ্বাসী সাধু ভক্তের মুখ হইতে যে জন সরল প্রার্থনা বিনির্গত হয়, যেমন অগ্নিময় বাক্য সকল উচ্চারিত হয়, তোমার আমার মুখ হইতে তেমন হওয়া সম্ভব পর নহে। তুমি নীরস কপট প্রার্থনা করিবে, ভক্ত হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে স্পষ্ট প্রার্থনা করিবেন। তুমি ক্রন্দনের ভাণ করিয়া ক্রন্দনের সুরে ঈশ্বরের নিকট মিনতি করিবে, ভক্ত মিনতি করিতে করিতে কাঁদিয়া অশ্রু জলে ভাসিয়া যাইবেন। হে ব্রাহ্ম ! ভক্ত বিশ্বাসীর কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দের মহিমা কি তুমি নিরীক্ষণ কর নাই ? ভক্তদিগের উপদেশের বলেই এখন এত লোকে ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন। ভক্ত বিশ্বাসীর তেজোময় বাক্যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াই কত লোকে বিশ্বাসী হইয়া রহিয়াছে। অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষদিগের কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাধারণ লোকের হৃদয়ে বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত সত্যের সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বাস স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এমন কত লোক আছে, যাহাদিগের হৃদয়াকাশে সময়ে সময়ে অবিশ্বাসের মেঘ দেখা দিলেও, কেবল তাহারা বিশ্বাসীর গম্ভীর জ্বলন্ত বাক্য একবার শুনিয়াছে বলিয়াই তাহা অন্তর্হিত করিয়া দিতে সমর্থ হয়। আমার জীবনের কথাই যদি বলিতে হয়, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, ভক্ত বিশ্বাসীর আহ্বানে আহূত হইয়াই প্রথম এই ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ভক্ত নিজেই আমাকে হস্ত ধারণ করিয়া আনিয়াছেন, ভক্তই উপাসনা করিতে শিখাইয়াছেন। আমার নিজের ইচ্ছায়, নিজের বলে কিছুই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভক্ত সঙ্গেই আমার সমস্ত হইতেছে। ভক্ত বিশ্বাসীদিগের বাক্যের যখন এতই বল, তখন উপাসনার সঙ্গে তাঁহাদিগের সংশ্রব রাখা অতীব প্রয়োজন। উপাসনাই আমাদিগের সকল মঙ্গলের নিদান। হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, আচার্য্য উপদেশ করিলেন, উপাসনা কর। চরিত্র দূষিত হইয়াছে, আচার্য্য উপদেশ করিলেন,—উপাসনা কর। কাহারও প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, কি হৃদয়ে অহংকারোদয় হইয়াছে, আচার্য্য বলিলেন,—উপাসনা কর। উপাসনাই যখন আমাদের সকল কার্য্যের মূল হইল, উপাসনাই যখন আমাদের যাবতীয় বিপত্তি বিনাশের কারণ ও সকল প্রকারে মঙ্গলের হেতু, তখন ভক্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের উপাসনা হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। তবে কি আমরা ঈশা কি মহম্মদের খাতিরে আমাদিগের বন্দনা গ্রহণ করিতে ও প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ব্রহ্মের নিকট নিবেদন করিব ? তাহা আমরা কখনই করিতে পারি না তবে আমরা কি করিব ? আমরা কি উপাসনা অন্তে ঈশা, মুসা, নানক, শ্রীচৈতন্য, কবির প্রভৃতি সকল সাধু ভক্তের নাম করিয়া উপাসনা শেষ করিব ? তাঁহাদিগের নাম করিলেই কি তাঁহারা আমাদিগের হইয়া কথা কহিবেন ? আমরা সে পদ্ধতির অনুসরণ করিব না। আমরা আমাদিগের আমিত্বকে দূর করিয়া দিব। তুমি আমি আর কি উপায় অবলম্বন করিব ? যেখানে আমাদিগের প্রাণ ছিল, সেখানে শ্রীঈশার প্রাণকে আনিয়া রাখিব, যেখানে আমাদিগের হৃদয় ছিল, সেখানে শ্রীচৈতন্যের হৃদয়কে আনিয়া অবস্থাপিত করিব। ঈশার ভাব, ঈশার সরলতা আমাদিগের হইবে। আমাদিগের কথা আর থাকিবে না। যা কিছু বলিতে হয়, শ্রী ঈশাই সকল কথা উচ্চারণ করিবেন। আমরা যে সংকীর্ত্তন করিব তাহা আর আমরা করিব না, আমাদিগের মধ্যে শ্রীচৈতন্য আসিয়া স্বয়ংই তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রমত্তভাবে সংকীর্ত্তন করিবেন। আমরা, আমরা থাকিলে আর কিছু হয় না। মুসলমানেরা অপৌত্তলিক হইয়াও যে ভাবে মহম্মদের নাম করে, আমরা সেই ভাবে সমস্ত সাধুভক্ত বিশ্বাসীগণের সঙ্গে অভেদ হইয়া উপাসনা করিব। আমরা আর কিছুই করিব না, আমাদিগের মধ্যে তাঁহারাই করিবেন। আমরা তাঁহাদিগের নাম করিয়া উপাসনা, প্রার্থনা না করিলেও, খ্রীস্টান ও মুসলমানেরা যার জন্য নাম করে, তাহা আমাদিগের সিদ্ধ হইবে। মুখে নাম করিলেই কি তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ হয় ? বাক্যে প্রশংসা করিলেই কি ভক্তদিগের যথার্থ প্রশংসা করা হয় ? তাহা ত নয়। অনেকেই মুখে বলিয়া থাকে, আমরা অমুক অমুক ভক্তকে খুব সম্মান করি, যথেষ্ট ভক্তি করি। কিন্তু স সকল অনুগ্রহাত্মক কথায় ভক্ত সম্মান প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শিত হয় না। তবে কি করিতে হয় ? তাঁহাদিগের রক্ত মাংস আমাদিগের রক্ত মাংস করিতে হয়। আমাদিগকে এমনই হইতে হইবে, ঠিক যেমন ব্লটিং, কালি শুষিয়া লয়, তেমনই আমরা ভক্তের ভাব শোণিত শোষণ করিয়া লইব। আমাদিগের মধ্যে ভক্তের আবির্ভাব হইবে। এইরূপ যে ভক্তগণের সঙ্গে মিলন, ইহা হইবে কোন সময় ? ইহাও উপাসনার সময় হইবে। নির্জ্জনে বসিয়া বিচার করিয়া ভক্তচরিত পাঠ করিলে, কি রচনা করিলে ইহা হইবে না। তাহাতে রেণে প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের ন্যায় হইতে পারা যায়, কিম্বা তদপেক্ষা উন্নত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু উপাসনার সময় ভক্ত সম্মিলন না হইলে ভক্তের সঙ্গে অভেদ হওয়া যায় না। আমরা যে ভক্তকে আদর করিব, সম্মান করিব, শ্রদ্ধা ভক্তি দিব, তাহা এইরূপে অভেদ হইয়া। তাহাতে হইবে কি ? আমরা সেই পূর্ব্বপুরুষ মহাজনদিগের সঙ্গে অভিন্নভাবে অবস্থান করিব। আমাদিগের প্রার্থনা, ভক্তের

প্রার্থনা হইবে, আমাদিগের চরিত্র ভক্তের চরিত্র হইবে। এ দাসকে এই যে বেদীর উপরে সমাসীন করিয়াছেন, সিংহের ভার কি শৃগালে বহন করিতে পারে? গর্দ্দভ যে, সে কি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়? আমি জিজ্ঞাসা করি, এ দাস গর্দ্দভের ন্যায় হইয়া সিংহের কার্য্য কিরূপে সমাধা করিবে? ভক্তের আবির্ভাব যদি দাসের ভিতরে হয়, তাহা হইলেই সম্ভব। কার কার্য্য কে করিবে? যার যাহা নিজের কার্য্য, সেই তাহা সমাধা করিবে। ভক্ত সঙ্গে যোগ হইলে যদি এই রূপই হয়, তবে হে সাধকগণ! ভক্তদিগের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হও। ঈশ্বরের সরিক কাহাকেও করিব না। কিন্তু যেমন অপৌত্তলিক মুসলমানেরা পৌত্তলিকতার বিরোধী হইয়াও সঙ্গে যোগ রাখিয়াছে, আমরাও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্ত সাধুদিগের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিব। তাঁহাদিগকে সম্মান দানে কুণ্ঠিত হইব না। দৈনন্দিন ক্রিয়ার মধ্যেও পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করিব। আমি নিজে কি করিয়া থাকি, তাহা আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। প্রতি দিন প্রাতঃকালে ঈশ্বরের চরণে নমস্কার করিবার পর, আমি ভক্ত মহাজনগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিয়া প্রতিদিন উপাসনা করাও আমার অনান্তর সংকল্প। ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া তাঁর সন্তানদিগকে ভাল না বাসিয়া কি থাকা যায়? পরব্রহ্মকে ভক্তি করিয়া, তাঁর ভক্তের সম্মান না দেওয়া কি সম্ভব? ভক্তকে সম্মান দিব; ভক্তের সঙ্গে অভেদাত্মা হইয়া থাকিব ভক্তের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিব। নিজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ভক্তের প্রাণকে আমার প্রাণ করিয়া ফেলিব। আমরা প্রতিজনেই ভক্তসহবাসে বিমলানন্দ উপভোগ করিব। বিধানী ব্রাহ্মদিগের জীবন ইহাতেই ভক্তজবন হইয়া পড়িবে।

প্রেরিত।

প্রিয় মহাশয়!

পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত এই মুরাদনগর স্থানে ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা ধর্ম্মালোচনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। ঈশ্বরানুগ্রহে অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের প্রযত্নে ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এখানে একটি ব্রহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। প্রথমতঃ উক্ত সেন মহাশয়ের বাড়ীতে দুই মাস কাল সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তখন ৪। ৫ জন লোক মাত্র সমাজে উপস্থিত হইতেন। তৎপর কখন কখন আমার বাটীতে ও কখন কখন অত্রত্য প্রথম মুনসেফ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হইত। ঐ সময়ও ৬। ৭ জনের অধিক লোক উপাসনায় যোগদিতেন না। ১ বৎসরের অধিক কাল হইল অত্রত্য বিদ্যালয়ে উপাসনার কার্য্য চলিতেছে।

এই সমাজ সংস্থাপিত হওয়ার সময় কলিকাতাস্থ যে সমাজের সহিত ইহার সহানুভূতি থাকুক না কেন ক্রমে নববিধানই এই সমাজের প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইনি ঈশ্বরানুগ্রহে সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মবন্ধুগণের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া ধর্ম্ম কথা শুনাইয়া অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

ঢাকার ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় বিগত পৌষ মাসে এবং শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র সেন বৈশাখ মাসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া উপাসনা, বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি দ্বারা জন সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

এই সকল উপায়ে ক্রমশঃ ব্রাহ্মের সংখ্যা অর্থাৎ উপাসক মণ্ডলী বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ২৫ বৈশাখ অত্রস্থ ব্রাহ্মগণের এক কমিটী হইয়া এই সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত "মুরাদ নগর শাখা ব্রাহ্ম সমাজ" নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎপর গত ২৫ জ্যৈষ্ঠ অন্য এক কমিটী হইয়া এই সকল বিবরণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে জ্ঞাপন করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আপনাকে তজ্জন্য অবগত করা গেল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ সভায় আপনি এই সকল বিবরণ অনুগ্রহ প্রকাশে জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি।

নিবেদক
শ্রীরাসবিহারী বসু
মুরাদনগর, জেলা ত্রিপুরা।

সংবাদ।

বিগত রবিবার আচার্য্য মহাশয় সপরিবারে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই বর্ষাকালে সে স্থান তত স্বাস্থ্য কর নহে, সেই জন্য তিনি বিশেষ উপকার লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অপর কয়েকজন প্রচারক দার্জ্জিলিংয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন প্রায় সকলেই এখানে আসিয়াছেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র তত্রস্থ টাউনহলে "পূর্ব্বতন ও আধুনিক হিন্দু" এই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ছোট লাট সাহেব এবং অপর কয়েকজন সাহেব ও বিবি এবং তত্রস্থ প্রায় সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীই তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের অনেক সুখ্যাতি করিয়া আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যুবাদিগের মধ্যে নাস্তিকতা ও দুর্নীতির প্রদুর্ভাব উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন আমি গত কল্য ময়মনসিংহে পহুছিয়াছি। কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ী ও করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে দয়ালের নাম প্রচার করা গেল শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাবু আর দুই একজন বন্ধু এখানে উৎসব উপলক্ষ্যে আসিয়া ছন। কল্য সন্ধ্যাকালে মুক্তাগাছার জমীদার বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের বাসা বাটীতে "আমরা নববিধান মানি কেন" এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাবু বক্তৃতা করিয়াছেন। কয়েক জন জমিদার ও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। খুব আগুণের মত বক্তৃতা হইয়াছিল। কল্য এখানকার উৎসব। আগামী রবিবার রাত্রিতে আমরা এখান হইতে যাত্রা করিয়া কালীগঞ্জ হইয়া ঢাকায় যাইবার ইচ্ছা রাখি।"

আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কালিশংকর দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রেমাঙ্কুর গত ৩২ আষাঢ় রাত্রিতে পরলোক গমন করিয়াছে, তাহার বয়ক্রম কেবল মাত্র ২৷৷০ বৎসরের হইয়াছিল। যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইলেন, তাঁহারই ইচ্ছা চির দিন পূর্ণ হউক।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ২রা শ্রাবণ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ ১৩ সংখ্যা	১৬ ই শ্রাবণ সোমবার, ১৮০৪ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে তেজোরাশি, তোমার সাধক তোমাতে যত প্রবিষ্ট হন তত তেজোময় হন। তাঁহার তেজ পাপসমূহ কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। তাঁহার বাক্যসকল তেজোময় হয়, যখন তিনি কথা বলেন, পাপপিশাচ শুনিয়া কম্পিত হয়, ভয়ে দূরে পলায়ন করে। যোগ সমাধি দ্বারা যখন তিনি তোমাকে অন্তরে ধারণ করেন, তখন সেখানে দিব্যধাম প্রকাশ পায়, পুণ্যের সদ্গন্ধে সমুদায় দেশ পূর্ণ হয়, একটি একটি করিয়া সর্ব্ববিধ দেবগুণ আসিয়া সেখানে বাস করে। নিয়ত অনন্ত তেজ তোমা হইতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে, প্রার্থিগণের হৃদয়ে তাহা প্রবিষ্ট হইতেছে, প্রতিনিমেষে তাহাদিগকে স্বর্গধামবাসী করিয়া তুলিতেছে। হে দেব, প্রাণের ভিতরে এই তেজের প্রবেশ এমনই সত্য যে. যে কেহ তাহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে, সেই উহা অনুভব করিয়াছে। কথা যাহা বলিবামাত্র আকাশে বিলীন হইয়া যায়, যাহা অনেকে অনর্থক উচ্চারণ করে, তাহাতে এমনই বল প্রবিষ্ট হয় যে এক একটি কথা এক একটি প্রকাণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ হয় এবং যে ব্যক্তি তাহা ধারণ করে সে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই সম্পাদন করে। এই অধম যদি সময়ে সময়ে এই প্রকাণ্ড ব্যাপার অনুভব না করিত তবে তোমার নিকটে তাদৃশ তেজের প্রার্থী হইত না। লোকে বলে কথা মিথ্যা, তোমার দাস বলে, যে কথার ভিতরে তোমার তেজ বাস করে সেই কথাই কথা, সাধকমাত্রের অন্য কথা ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। সাধারণের কথা এবং সাধকের কথা যদি একই হইল, তবে তোমার শরণাপন্ন হইবার সার্থকতা কি? তাই বলি, নাথ, এ দাসের কথাসকলকে তোমার তেজের দ্বারা আচ্ছাদন কর। তোমার দাস যেন কখন ব্যর্থ শব্দ উচ্চারণ না করে। যাহা বলিবে তাহা হইতে তোমার তেজের প্রকাশ নির্গত হইবে, এবং যৎসম্বন্ধে তাহা বলিবে তৎসম্বন্ধে উহা অব্যর্থ হইবে। তোমার ইচ্ছার প্রবাহে যে বাক্য চালিত, তাহা নিত্য সিদ্ধ, হে দেবাদিদেব, তোমার প্রার্থী সন্তান সেই সিদ্ধির ভিখারী। আশীর্ব্বাদ কর যেন এ দাস সর্ব্বদা তোমার তেজোরাশির মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে যত্ন করে, কোন প্রকার দুর্ব্বাসনা দুল্লালসা হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না দেয়। তোমাতে অব্যর্থবাক্ হইয়া এ জন যাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে নিয়ত এইরূপ কৃপা বিধান কর।

ক্রিয়াফল ও দায়িত্ব।

যাহা অনুষ্ঠান করিলাম তাহা হইতে যদি সুফল উৎপন্ন হয়, তবে যে প্রকারে কেন তাহা অনুষ্ঠিত হউক না, তাহাতে কোন দোষ বা অপরাধ নাই; এই মত গূঢ়রূপে অনেকের মনে প্রবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এ মতকে আমরা অতি ভয়ানক মনে করি, কেন না ইহাতে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকারের দায়িত্ব একেবারে উড়িয়া যায়। যে প্রকার কার্য্য কেন অনুষ্ঠিত হউক না, চরমে তাহাহইতে মঙ্গল ফল অবশ্য সমাগত হইবে, তাই বলিয়া আমরা কি যে কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি? যদি ইহা ঠিক না হয়, তবে কোন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ঈশ্বরের অনুমোদন গ্রহণ না করিয়া যদি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, এবং পরিশেষে তাহা হইতে মঙ্গল ফল প্রসূত হয়, আমরা মঙ্গল হইল বলিয়া আমাদের অনুষ্ঠানকে সৎ বলিতে পারি না, তৎসম্বন্ধে অপরাধজনিত আত্মগ্লানি আমাদিগকে অবশ্য বহন করিতে হইবে, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর অপরাধীর প্রতি ও আত্মকরুণা অবরুদ্ধ রাখেন না, এই বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতে হইবে।

বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য দৃষ্টান্ত দেখান প্রয়োজন। মনে কর, এক ব্যক্তি চিরজীবন দস্যুবৃত্তিতে জীবন অতিবাহিত করিল। এই দস্যুবৃত্তিতে তাহার বাহিরের সুখ ঐশ্বর্য্য সম্পৎ সকলই প্রচুর পরিমাণে বাড়িল। হয়তো ক্রমান্বয়ে নরহত্যাদি গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার হৃদয় এত দূর অসাড় হইয়া গিয়াছে যে ভয়ঙ্কর কোন পাপ কার্য্য করিয়াও আর হৃদয় তজ্জনিত ক্লেশ অনুভব করে না। হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি হইতে যে মানসিক ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও হয়তো তাহার চেতনা নাই, বরং সে সকল চরিতার্থ করিয়া তাহার বীরত্বের অভিমান আরও বর্দ্ধিত হয়। অভিমান চরিতার্থ হইলে মনে যে এক প্রকার সুখ উৎপন্ন হয় তাহা তাহার নিয়তই হইয়া থাকে। সুতরাং বাহিরের সুখসম্পদই তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে, এবং সেই সকলের বৃদ্ধিতেই সে আপনাকে সুখী মনে করে। এই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতেছে তাহাতে সে কেবলই সুফল অবলোকন করিতেছে, কারণ তাহার নিকট সুফল ধন সম্পৎ এবং তজ্জনিত সুখ ঐশ্বর্য্য লাভ। কে বলিবে যে এই দস্যুর দৃষ্টিতে যাহা সুফল, তাহা যথার্থই সুফল, এবং এই সুফল নিয়ত লাভ হয় বলিয়া তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে তাহার কোন দায়িত্ব নাই।

এক জন রোগীর ক্রমশঃ রোগ যত বাড়িতেছে তত তাহার কুপথ্যে প্রয়াস বর্দ্ধিত হইতেছে। সে কুপথ্য সেবন করিয়া সুখ অনুভব করে, এবং শৈত্যাদি সেবন করিয়া আশুপ্রতিকারও প্রাপ্ত হয়। ক্রমে রোগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন তাহাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিল, জীবনের আশা আর রহিল না, চিকিৎসকগণ নিরাশ হইলেন, সে আত্মবিনাশের জন্য বন্য কোন বিষবল্লী সেবন করিল, কিন্তু বিষবল্লীসেবনে তাহার আত্মবিনাশ না হইয়া রোগের প্রতীকার হইল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল, এইরূপে আবিষ্কৃত বিষবল্লী দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তাহাতে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া সুখ স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে লাগিল, অথচ আত্মবিনাশার্থ যে ব্যক্তি বিষবল্লী সেবন করিয়াছিল, তাহার তজ্জনিত অপরাধ লঘু হইল না, বিধাতা এক ব্যক্তির দুশ্চেষ্টা হইতে পৃথিবীর মঙ্গলার্থ আশ্চর্য্য ফল আনয়ন করিলেন, সে মহিমা তাঁহার, অপরাধীর তাহাতে কোন লাভ নাই, সে স্বাস্থ্য পাইল, বা অপরে তদ্দারা সুস্থ হইতে লাগিল বলিয়া তাহার দায়িত্বের একটুও ন্যূনাতিরেক হইল না।

মনে কর, এক ব্যক্তি হিংসা দ্বেষ বা ক্রোধ

বশতঃ এক জনের প্রাণ হনন করিল। যে ব্যক্তি এই প্রকারে হত হইল তদ্দ্বারা এক জাতির মহা অনিষ্ট সাধিত হইতেছিল। সুতরাং তাহার বিনাশে সমুদায় জাতির অভ্যুদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। দেশে ধর্ম্ম বিজ্ঞান সাহিত্য স্বাধীন বাণিজ্য প্রভৃতির ক্রমান্বয়ে উন্নতি হইতে লাগিল। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, যে ব্যক্তির হত্যাব্যাপারে এই সুমহৎ মঙ্গল ফল উৎপন্ন হইল, সে হত্যাজনিত পাপ হইতে আপনাকে প্রমুক্ত মনে করিতে পারে কি না? কখনই না। অনেক সময়ে ব্যভিচারোৎপন্ন সন্ততিগণ দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগের নাম চিরবিখ্যাত হইয়াছে, এমন কি পাপ হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতে জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্ম সাহিত্য তাহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এত মঙ্গল ফল যে পাপ কার্য্য হইতে সমুৎপন্ন হইল, তাহাকে পাপ কার্য্য বলিব, না ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া মধ্যে গণ্য করিব? যাহা পাপ তাহা পাপ, যাহা অন্ধকার তাহা অন্ধকার। অন্ধকারের পর আলোক আসিল, পাপের পর পুণ্যের অভ্যুদয় হইল বলিয়া একটি আর একটির কারণ নহে। সুতরাং যে পাপ করিল সে পাপভাজন হইবে পুণ্যের নহে, তাহার পাপ কার্য্যের যে দায়িত্ব কল্যাণ ফলে কিছুমাত্র তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

প্রথম দৃষ্টান্তে যাহা বাস্তবিক সুফল নহে, তাহাকে সুফল বলিয়া পরিগ্রহ করিবার ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ বলিতে পারেন না ঈদৃশ ভ্রম অসম্ভব; বরং এই বলিতে পারেন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই ভ্রমে নিয়ত জড়িত রহিয়াছে। বিধবা অনাথ প্রভৃতির সর্ব্বনাশ করিয়া যে ব্যক্তি বহু ধন অর্জ্জন করে, সে যদি তাহার কিয়দংশ ব্রাহ্মণভোজনাদিতে ব্যয় করে, লোকে তাহাকে শুদ্ধ সাধুবাদ অর্পণ করে তাহা নহে, পুণ্য লোকের অধিকারী মনে করে। অন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা দান ধর্ম্মাদি করিলে তাহাতে কোন ফল নাই, শাস্ত্রে এরূপ অনুশাসন থাকিলেও, মহাজনগণ ঈদৃশ কার্য্য গর্হিত বলিয়া স্বীয় শিষ্যবর্গ মধ্যে দেখাইলেও, পৃথিবী আজও তাহা গ্রহণ করে নাই। হয়তো আমাদের মধ্যে অনেকে ঈদৃশ ভ্রান্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, পর পর দৃষ্টান্তের বিষয় গুলিকেও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জানেন, কিন্তু এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে অনেকের এ বিষয়ে ভ্রান্তি সহজে সমুপস্থিত হয়। মনে কর, এক জন আমাকে একটি কার্য্য করিতে অনুরোধ করিল, আমি অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া সেই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলাম। যখন স্বীকৃত হইয়াছি তখন করিতেই হইবে বলিয়া ইচ্ছার বিরোধে সেই কার্য্য করিলাম। এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বে আমি আমার অন্তরাত্মার অনুমোদন বা অননুমোদন গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এমনি ঘটনাসকল অনুকূল হইয়া আসিল যে তদ্দ্বারা প্রতীত হইল, যদিও অনুরোধরক্ষাকালে বিধাতার অনুমোদন চাই নাই, তথাপি তিনি অনুকূল, অন্যথা তৎসম্পাদনে পন্থা সহজ হইবে কেন। আমি আত্মচিত্তের বিমূঢ়তা বশতঃ অনুকূল ঘটনাকে আপনার দোষাপনয়নের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ দিকে ঈশ্বরের আজ্ঞা না পাইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার অপরাধ আমার কিছুতেই ন্যূনাধিক হইল না। বিধাতা ঘটনা অনুকূল করিলেন আত্মগূঢ়মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিবার জন্য আমাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য নহে। যদি ঈদৃশ অনুষ্ঠান হইতে পরিশেষে প্রভূত কল্যাণও সমুপস্থিত হয় আমি তাহার ফলভাগী নহি, আমার অপরাধ আমার স্কন্ধে রহিয়া গেল, অনুকূল ঘটনা মঙ্গল ফলাদি আমার দায়িত্ব অপসারিত করিল না।

ফল কথা এই, যে কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হউক, তন্মধ্য হইতে বিধাতা মঙ্গল ফল আনয়ন করেন। এই মঙ্গল ফলের হেতু ঈশ্বর, যে ব্যক্তি সেই অবৈধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল, সে

ব্যক্তি নহে। মঙ্গলফলজন্য ঈশ্বর কৃতজ্ঞতা-ভাজন, অনুষ্ঠাতা অপরাধের জন্য অনুতাপ-যোগ্য। যেখানে অনুতাপ করা সমুচিত-সেখানে ফল দেখিয়া নিজ দায়িত্ব লঘু করা ইহা কখনই আত্মার কুশলের জন্য নহে। আমরা অদ্যকার প্রস্তাব ঈশ্বরদত্ত ফল এবং মনুষ্যের স্বীয় অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেখাইবার জন্য অবতারণ করিয়াছি। আমাদের কর্ত্তব্য এই, যখনই আমরা আমাদিগের অনুষ্ঠানের অবৈধত্ব অবলোকন করিব, তখনই তজ্জন্য যথোপযুক্ত অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এইরূপ অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনাতে আত্মশুদ্ধি হইলে ফলাগমের সময় একান্ত সুখের কারণ হয়; অন্যথা অপরাধগ্রস্ত চিত্তে ফলভোগজনিত সুখের আস্বাদলাভ একান্ত অসম্ভব।

বিজ্ঞান ও হৃদয়।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিগত অখণ্ড্য কঠোর নিয়মসকল নিয়ত পাঠ করিয়া কঠোর-হৃদয় হন ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থপাঠে সকলেই বুঝিতে পারেন। কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ দুর্ব্বল-দিগের সপক্ষ না হইয়া বরং তাহাদিগের প্রতি-কূলে দণ্ডায়মান, কেন না তাঁহারা জানেন প্রকৃতির নিয়মে প্রবলেরা ইহাদিগকে শীঘ্রই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে। এই একটি বিষয় ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যায় বিজ্ঞান ও হৃদয় কেমন দুই বিপরীত দিকে আকৃষ্ট। হৃদয় দুর্ব্বলের প্রতি অনুকূল না হইয়া থাকিতে পারে না, যাহাতে দুর্ব্বলকে সবল করিতে পারা যায় তাইউহার চেষ্টা, বিজ্ঞান অন্য দিকে চিৎকার করিয়া বলিতেছে অনর্থ যত্ন উদ্যম কেন ব্যয়িত হয়, যাহা হইবার নহে তাহা করিতে গিয়া বৃথা বলক্ষয় না করিয়া যাহা হইতে পারে তাহাতে উহা নিয়োগ করিয়া সফলযত্ন সফলমনোরথ হও। বিজ্ঞান ও হৃদয়ে এইরূপে আমরা নিয়ত বিবাদ দেখিতেছি। সুরাপানে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ছারখার হইতেছে। এই প্রবল শত্রুকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদিগের উদ্যোগ চেষ্টা দেশের রাজবিধি কে পর্য্যন্ত অনুকূল পক্ষ করিয়া তুলিতেছে এক জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানদর্শী দার্শনিক সামাজিক বিজ্ঞানের পত্তন দিতে গিয়া এই সকল লোককে আক্রমণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যাহা প্রকৃতির নিয়মে কালসাপেক্ষ বলপূর্ব্বক তাহা সাধন করিতে গিয়া এই সকল লোক কেবল উন্মত্ততা প্রকাশ করিতেছে। হৃদয় এ কথাতে সায় দেয় না। যখন চতুর্দ্দিকে ঘোর দুঃখ যন্ত্রণা শোক সন্তাপ দৃষ্ট হইতেছে, তখন কালের মুখাপেক্ষা করিয়া নিস্তব্ধ থাকা হৃদয়বান্ লোকের কার্য্য নহে। হৃদয় কিছু প্রকৃতির বাহিরের সামগ্রী নহে। প্রকৃতি হৃদয়যোগেই সেই কালকে নিকটবর্ত্তী করিবে যে সময়ে এই দুঃখাদির তিরোধানের সম্ভাবনা। যদি দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয় উদ্দীপ্ত না হইত, তাহা হইলে কি তদপনয়নের কাল আপনি সমাগত হইত।

বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিব, অথবা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া হৃদয়কে বিদায় দিব, এ দুইয়ের কোনটিই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও হৃদয়ে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হৃদয় কেবল মনুষ্য চিত্তের নিয়ামক ছিল, এখন বিজ্ঞান সেই স্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত। ফল এই হইয়াছে যে, যে সকল চিত্তে বিজ্ঞানের আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে হৃদয়ের প্রতি বন্ধ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি অনেক সময়ে নির্দ্দয় এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারই সে সকল লোকেতে প্রকাশ পায়। দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ এই সকল লোকের নিকট বাস করা অপেক্ষা, যেখানে ঈদৃশ কোন আলোক প্রবেশ করে নাই, হৃদয় পূর্ব্ববৎ অবিকৃত আছে, সেখানে বাস করিতে নিতান্ত আকাঙ্ক্ষী হয়। যদিও বিজ্ঞান-

বিরোধে হৃদয় পরের দুঃখ মোচন করিতে গিয়া আপনার এবং আপনার আত্মীয়বর্গের উপরে সুমহৎ অনিষ্ট আনয়ন করে, তথাপি দুঃখার্ত্তগণের অতীব সান্ত্বনা লাভ হয়; ব্যবহারের মধুরতাতে অপরে মুগ্ধ হয় এবং নিজেও অতীব সুখ অনুভব করে। পরের জন্য আত্মোৎসর্গ অতি উচ্চতর ধর্ম্ম; অথচ এই ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া অপর অনেক গুলি লোকের উপরে দুঃখ কষ্ট আনয়ন করা হইবে ইহা কখন বিধিসিদ্ধ হয় না। বিজ্ঞানের নিয়ম এখানে অবশ্যরক্ষণীয়। আমি যদি হৃদয়ানুরোধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে এমনি ভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইব যে যদি তদ্দ্বারা অপরের অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, সেই অনিষ্ট যাহাতে হইতে না পারে তদুপযোগী বিজ্ঞানসিদ্ধ উপায় গ্রহণ করিব। এই রূপে যদি বিজ্ঞান ও হৃদয় উভয়ের সম্মাননা করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগেতে অপরাধের সম্ভাবনা থাকে না।

মনে কর, এক স্থানে অতীব মারাত্মক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব। শুশ্রূষা চিকিৎসা ও পথ্য বিনা অনেক লোক গতাসু হইতেছে। হৃদয়বান্ ব্যক্তি এ দৃশ্য দেখিয়া কখন স্থির থাকিতে পারেন না। এস্থলে হৃদয়কে কঠোর করিয়া রাখা ধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান বলিতেছে সকলে সাবধান। ঈদৃশ স্থলে অগ্রসর হইও না, কেন না ইহাতে তোমার নিজের প্রাণহানির সম্ভাবনা, তোমার সংস্পর্শে তোমার আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীর মহা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানের কঠিন আদেশে যদি হৃদয়কে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে উচ্চতর ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতি হয়, আবার যদি হৃদয়ের অনুরোধে তাদৃশ রোগ যন্ত্রণা অপর শত লোকের উপরে আনয়ন করা হয় তাহা হইলেও তজ্জন্য অপরাধভাজন না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এই উভয়সঙ্কট স্থলে উভয়ের সংরক্ষণ না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মপথের অনুগামী হওয়া হয় না। আমি পরার্থে আমাকে উৎসর্গ করিতে পারি, কিন্তু যাহারা আমার ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নহে তাহাদিগকে আমার আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে বাধ্য করিতে পারি না, বা তজ্জন্য তাহাদিগকে অনিষ্টের ভাগী করিতে আমার অধিকার নাই। এস্থলে বিজ্ঞানসিদ্ধরূপে এমনি ব্যবহার করিব যে, যে কিছু অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা আমাতেই আবদ্ধ থাকিবে, অন্য লোকেতে তাহা সংক্রামিত হইতে পারিবে না।

দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়া দিন দিন হৃদয়কে নিতান্ত সঙ্কুচিত করিতেছে। এই সঙ্কোচ জন্য যাদৃশ ব্যবহার উপস্থিত হয়, তাহা আমাদিগের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়বর্গের অত্যন্ত মর্ম্মপীড়াকর। মনে কর, আমি কোন গৃহে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। সে গৃহে বহু পরিবার, সুতরাং আমার এই রোগের দ্বারা বহু লোকের অনিষ্ট সম্ভাবনা। আমাতে যদি বিজ্ঞানালোক প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তবে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এমন স্থান অন্বেষণ করিব, যেখানে বহুলোকের সংস্পর্শের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি আমাতে বিজ্ঞানালোক না থাকে, গৃহস্থিত অপর ব্যক্তিগণের বিজ্ঞানসিদ্ধ জ্ঞান যদি আমাকে সে গৃহ হইতে স্থানান্তর করে, তবে আমার অবশ্য মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইবে। কেন না কেবল যখন হৃদয়ের অধিকার ছিল সেকালে ঈদৃশ ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, উহা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যদি গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ কেবল বিজ্ঞানেরই অনুসরণ করেন, হৃদয়কে দূরে বিদায় দেন, তাহা হইলে এই মর্ম্মপীড়া আরো অসহ্য হইয়া উঠে। তাঁহারা আমাকে দূরে রাখিলেন, অথচ এক জনও আমার রোগের সঙ্গী হইলেন না, এ অবস্থায় আমি বিজ্ঞানকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারি না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রাবল্য সময়ে শেষোক্ত অবস্থাই অনেকের সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে, তাই বিজ্ঞান ও হৃদয়ের অসামঞ্জস্যজনিত ভয়ানক বিশৃঙ্খল সমুপস্থিত। হৃদয় এখন পল্লী-

গ্রামস্থ কতিপয় অশিক্ষিত লোককে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে, নগর মহানগর এবং শিক্ষিত সমাজে বিজ্ঞান প্রবলতর হইয়া রোগ বিপদাক্রান্ত দুর্ব্বল দীনদিগের প্রতি স্নেহ মমতা হরণ করিতেছে। তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে নিঃক্ষেপ করিয়া বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত মনে হাসিতেছে। কেন না সে জানে প্রকৃতির নিয়মে ইহাদিগকে সবলের জন্য স্থান শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং উহাদিগের সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য নাই।

এই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময় আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা বিজ্ঞানকেও সম্মান করি, হৃদয়কেও সম্মান করি উভয়ই আমাদিগের নিকটে সমান আদরের বিষয়। জগতে চন্দ্র সূর্য্য উভয়েরই প্রয়োজন। কোমলতা ও কঠোরতা এ দুয়েরই স্ব স্ব অধিকার স্থান আছে। যেখানে আবশ্যক হইবে আমরা বিজ্ঞান ও হৃদয় উভয়কে আদর প্রদর্শন করিব। আমরা বিজ্ঞানবলে স্ব স্ব হৃদয়কে এমন সুদৃঢ় করিব যে রোগ বিপদের সময়ে যত দূর সম্ভব অপরের সহায়নিরপেক্ষ হইব, অথচ হৃদয়কে এমনি সচেতন রাখিব যে অপরে যখন তাদৃশ রোগাদিতে আপন্ন হইবেন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইব। যদি ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া অপরের অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে, তবে আমরা স্বীয় কর্ত্তব্যে এমনই স্বতন্ত্র ভাবে নিযুক্ত থাকিব যে অপরের সঙ্গে কোন সংশ্রবে আসিতে না হয়। এইরূপে কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া নিজের প্রতি কর্ত্তব্যও ভুলিয়া যাইব না। বিজ্ঞান যত দূর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে তত দূর আত্মরক্ষার্থ উপায়সকল কর্ত্তব্যসাধনসময়ে অবলম্বন করিব। ফলতঃ মনুষ্য কোন সময়ে আপনার ও অপরের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারে না। হইতে পারে, অনেক সময়ে অপরের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিতে হইবে। এ অতি উচ্চ ধর্ম্ম, ঈশ্বর এ বিষয়ে আমাদিগের নিত্য সহায়। যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশে ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, ইহলোক পরলোক উভয়ই তৎকর্ত্তৃক জিত হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

"সুখ ভাবাত্মক, দুঃখ অভাবাত্মক" এ কথা পূর্ব্বদর্শনকারগণের কথা অনেক দূর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা দুঃখের অভাবকে সুখ বলিয়াছেন, আমরা সুখের অভাবকে দুঃখ বলিতেছি। এতদ্দ্বারা দুই বিপরীত দিকে আমাদিগের গতি হইতেছে। দুঃখের অভাবকে সুখ করিয়া তাঁহারা দুঃখকে এক প্রকার সত্য পদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে অনেক প্রকার ব্যভিচার প্রাচীন ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার অবকাশ পাইয়াছে। তান্ত্রিক ব্যভিচার দর্শনের এই ছিদ্র দিয়া মনুষ্যহৃদয়ে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন "সমানশ্চ খেদবিগমো গম্যায়াঞ্চাগম্যায়াঞ্চ।" খেদের (দুঃখের) বিগম গম্যা অগম্যা উভয়েতেই সমান হয়। কামাদির আবেগ দুঃখের কারণ, যে উপায়ে তাহার অপায় হয়, তাহাই সুখ। তন্ত্রানুষ্ঠায়ী রিপুপরতন্ত্র ব্যক্তিগণ দেখিল অগম্যাতে তাহাদিগের সমধিক খেদের (দুঃখের) অপগম হয়, এবং তজ্জনিত সুখোদয় হয়, অতএব তাহারা গম্যা অপেক্ষা অগম্যাকেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুমোদিত করিয়া লইল। ফলতঃ এখানে সুখ অভাবাত্মক। কামাদির আবেগে যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার অভাবে যে একটি আরাম আসিল, এ সেই আরাম কোন চিরানুবন্ধী সুখ নহে। রোগ যন্ত্রণা চলিয়া গেলে যে আরাম হয়, ইহা তাহারই মধ্যে গণ্য। যাঁহারা সুখকে ভাবাত্মক দুঃখকে অভাবাত্মক বলেন, তাঁহাদিগের মতে এ দোষ আসিবার সম্ভাবনা নাই। কেন না তাঁহাদিগের মতে যে সুখের সমাগম হইবে তাহা অবিচ্ছিন্ন নিত্যকাল স্থায়ী, সুতরাং শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক পরব্রহ্ম সহ তাহা অভিন্ন একই। এইরূপে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহাতে পাপ ব্যভিচার আসিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহা ভাবাত্মক নিত্য, তাহাতে আগম এবং অপায় নাই। আগম ও অপায় যাহাতে আছে তাহা ইহলোকের, শুদ্ধ ব্রহ্ম সহ তাহার একতা কোথায়। সর্ব্বদা যদি খেদাপগমেরই প্রয়োজন রহিল, তবে আর সুখসামগ্রী হস্তগত হইল কোথায়? পাপানুষ্ঠান দ্বারা যাহারা অতি পবিত্র সুখবস্তুকে করলগ্ন করিতে চায় তাহাদিগের বিমূঢ়তাতে শত ধিক্কার।

মনুষ্যসমাজে * ধর্ম্ম ও শাস্ত্র যাঁহারা প্রবর্ত্তিত করেন তাঁহাদিগের অতীব গুরুতর দায়িত্ব। কোন একটি বিষয়

অনবধান বা অনভিজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা এমন রাখিয়া যাইতে পারেন যে, লোকে তাহাকেই মূল করিয়া ঘোরতর পাপে আপনাদিগকে নিঃক্ষেপ করিতে পারে। যদিও এ কথা সত্য যে যাহারা বিপথে গমন করে তাহাদিগের মধ্যে তাদৃশ প্রবৃত্তি ছিল বলিয়াই তাহারা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া বিকৃত পথে ধাবিত হইয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের দুর্ব্বল চিত্ত কখন তাদৃশ পাপ কার্য্যে আবেগের সহিত প্রবৃত্ত হইতে পারিত না যদি তাহারা কোন শাসনকে আপনাদের চিন্তানুরূপ অর্থে পরিণত করিতে না পারিত। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে হইবে, আমরা যাহা বলি করি বা লিখি, তাহাতে সর্ব্বদা উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হয় কি না? আমরা জানি আমাদের লিখিত বিষয়ের একদেশ গ্রহণ করিয়া লোকে চিন্তানুরূপ অর্থ অর্পণ করিতে পারে, এবং এই একদেশ-গ্রহণেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র ও ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু লিখিবার বা বলিবার সময়ে এমন কতকগুলি বিষয় আমাদিগের চিত্তের নিকটে ভাসমান থাকিবে যে লোকে যাহাতে ভবিষ্যতে অনীতি বা দুর্নীতি তাহা হইতে অর্থান্তর করিয়া পরিগ্রহ করিতে না পারে। যদি আমাদিগের এ সম্বন্ধে প্রাণগত যত্ন থাকে, তবে আমাদিগের দায়িত্বের অনুরূপ আমরা কার্য্য করিলাম, অন্যাযার্থ গ্রহণের দায়িত্ব এখন সেই সকল লোকের উপরে যাহারা নিজ চিত্তের ছায়া আমাদিগের কথার উপরে নিঃক্ষেপ করিবে। আমাদিগের লেখার বা বলার একদেশের উপরে বিপর্য্যয় অর্থ অর্পণ এখনই ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে যে তাহা ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তবে আমাদিগের মনে এই সান্ত্বনা আছে যে সেরূপ অর্থসংঘটনে আমরা দায়ী নহি, যাঁহারা তাদৃশ অর্থ অর্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই দায়ী।

বর্ত্তমান বিধানের একটি এই বিশেষ লক্ষণ যে ইহাতে বন্ধুভাবে সাধকে সাধকে সম্মিলন, প্রাচীন গুরু শিষ্য ভাবে নহে। এক জন বন্ধু অপর এক জন বন্ধুর ধর্ম্ম বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি আপনার চিত্তে গুরুত্বের অভিমান কিছুতেই বহন করিতে পারেন না, কেন না তাদৃশ অভিমান হৃদয়ে উপস্থিত হইলে, আর বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষিত হইল না, প্রাচীন গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ আসিয়া পড়িল। যদি কোন ব্যক্তির মনে ঈদৃশ অভিমান বিন্দুমাত্রও থাকে, তবে তিনি বর্ত্তমান বিধানের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, কেন না এ বিধান সাধকগণকে পরস্পরের বন্ধু করিয়া এক মাত্র পরম গুরুকে গুরুত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ বিধানে পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান, তাহার অর্থ এই যে প্রতিব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে নীতিবিষয়ে, সাধন ভজনাদি সমুদায় বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার ঈশ্বরের নিকটে দায়ী অন্য কাহার নিকটে নহে। যেখানে মনুষ্য মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ আছে, যেখানে এক জন অপরকে আপনার ভার অর্পণ করে; আর এক জন তাহা গ্রহণ করেন, সেখানে এইরূপ ভার গ্রহণ ও অর্পণে এমন একটি দায়িত্ব পরস্পরের মধ্যে উপস্থিত হয় যে, এক জন আর এক জনের পাপের অংশী না হইয়া থাকিতে পারেন না। এ বিধানে ভয়প্রযুক্ত এই ভার অর্পণ ও গ্রহণ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, এখন সকলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহারা ঈশ্বর ও মনুষ্যের সঙ্গে বর্ত্তমানের এই উৎকৃষ্ট নূতন সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া প্রাচীন পথ অনুসরণ করিবে, তাহারা আপনাদিগকে এ বিধানের বহির্ভূত করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বলিয়া প্রাচীনের সহিত নূতনের যে কোন যোগ নাই তাহা নহে। এখানে আচার্য্য যিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তিনি গুরুত্বের অভিমান রাখেন না অথচ তাঁহার নিকট হইতে হৃদয়স্থ পরম দেবতার অনুমোদনানুসারে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস বিধান ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে যে সকল উপকার লাভ হয়, তাহা অস্বীকার ঘোরতর অপরাধ। এই অপরাধ মারাত্মক বলিয়াই প্রাচীন বাধ্যবাধকতা আজও ঠিক তেমনি আছে।

গুরু নানকের জীবনবৃত্তান্ত।

এই সময় গুরু নানক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সুলতানপুরের প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে তালবণ্ডিতে নানকের পিতা কালু লোকমুখে নানকের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ বার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য দাস মর্দ্দানা মিরাশিকে সুলতানপুরে পাঠাইয়া দিলেন। মর্দ্দানা সুলতানপুরে যথাসময়ে উপনীত হইয়া লোকমুখে শ্রবণ করিলেন যে নানক সত্যই সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। তিনি তথায় একেবারে নানকীর গৃহে উপনীত হইয়া বলিলেন আপনার ভ্রাতার সংসার পরিত্যাগের কথা আপনার পিতা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন, সকল বৃত্তান্ত জানিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া সুস্থ করিবার জন্য তিনি অদ্য আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন আপনি নানকসম্বন্ধে সকল বৃত্তান্ত আমাকে বলুন। নানক বিশ্বাসী নানকী মর্দ্দানার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন " ভাই মর্দ্দানা, আমি এ সম্বন্ধে আর তোমাকে কি বলিব, এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তুমি সকলই আপন চক্ষে দেখিতেছ। তবে তুমি যদি কিছু বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে চাও তবে তাহা নানককে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি আপন মুখে যাহা বলিবেন তাহাই পিতা

মাতাকে বলিও।" মর্দ্দানা নানকীর কথা শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া নগরের প্রান্তভাগে নানকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে যজমান, তুমি এমন উৎকৃষ্ট বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে একখানি গামচা বাঁধিয়া এ কি করিয়া বসিয়া আছ?" প্রেমোন্মত্ত নানক মর্দ্দানার কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে মর্দ্দানা, তোমাকে যে এমন উৎকৃষ্ট সংগীতের গুণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রকৃত প্রয়োজনের সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। তুমি এখন আমাদিগের সহিত দূর দেশে চল।" মর্দ্দানা উত্তর করিল "গুরুজী আপনি কোথায় যাইবেন আমাকে এখন বলুন।" নানক বলিলেন "মর্দ্দানা, যে দিকে প্রভু আমাদিগকে লইয়া যাইবেন সেই দিকে যাইতে হইবে।" তখন মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "আপনার পিতা মাতা আপনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আপনার সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ জানাইয়া সুস্থ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, এখন আপনি আমাকে আপনার সহিত যাইতে অনুমতি করিতেছেন, দুই দিকে অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, আমি কি করিব?" নানক তখন উত্তর করিলেন "মর্দ্দানা, শ্রবণ কর, আমার সঙ্গে যাইতে হইলে সম্মুখে ক্ষুধা ও বস্ত্রহীনতা আছে, কিন্তু যদি সুখে থাকিতে চাও তবে তালবণ্ডীতে প্রত্যাগমন কর।" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন "হে গুরুজী, আমি এখন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারি না। আমার দৃষ্টির সম্মুখে কেবল আপনিই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আমি আর কোথায় যাইব?" কথিত আছে যে মর্দ্দানা পূর্ব্বে কখন সংগীত বিদ্যা জানিতেন না। তিনি নানকের আজ্ঞানুসারে এখন এমনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত করিতে লাগিলেন যে বন হইতে ব্যাঘ্র ভল্লুক মৃগ প্রভৃতি পশুসকলও তাহা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারা সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। গুরু নানক বলিলেন যে, সঙ্গীত বিদ্যা পরমেশ্বরের পবিত্র বিদ্যা। তিনি কৃপা করিয়া এ বিদ্যা যাহাকে প্রদান করেন সে নিতান্ত অজ্ঞ হইলেও ইহাতে এমনি সুনিপুণ হইতে পারে যে সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট মুগ্ধ হইয়া যায় তিনি আরও বলিলেন, সকল বাদ্যযন্ত্র একালে মনুষ্যদিগের দ্বারা ভ্রষ্ট ও অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে, কেবল রবাব যন্ত্রই * পরম গুরুর যন্ত্র আছে তুমি তাহাই বাজাইবে।

কথিত আছে মর্দ্দানা গুরু নানকের নিকট হইতে রবাব যন্ত্র চাহিলে তিনি তাহা নানকীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নানকী মর্দ্দানার মুখে নানকের সংবাদ শুনিয়া ভক্তি ও বিস্ময়বিগলিত হইলেন। নানক বিদেশ যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দেখা দিয়া যাইতে বলিয়া দিলেন: সেই কথা অনুসারে নানক প্রান্তর হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগিনী নানকীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানকী গুরু নানক ও ভাই মর্দ্দানা উভয়কেই বসিবার আসন প্রদান করিলে উভয়ে উপবেশন করিলেন। নানক অত্যন্ত স্নেহ ও প্রেমের সহিত নানকীকে বলিলেন "হে ভগি! তুমি আমার নিকট তোমার মনের কথা বল।" নানকী উত্তর করিলেন "ভাইজী, আর কি বলিব তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাক।" নানক বলিলেন "ভগ্নি! আমি সর্ব্বদাই তোমার নিকটে আছি। এখন হইতে তুমি যখনই আমাকে দেখিবার জন্য মনে মনে ভাবনা করিবে আমি তখনই আসিয়া তোমাকে দেখা দিব।" নানকী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মর্দ্দানাকে বলিলেন ভাই বালাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলে ভোজন কর। ভাই বালা তখন তালবণ্ডী যাইতেছিলেন। মর্দ্দানার কথা শুনিয়া নানকীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মন তখন সন্দেহ ও নিরাশার মধ্যে পড়িয়াছিল। তিনি গুরু নানকের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'গুরুজী, এখন আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমি সংসারে ফিরিয়া যাই।" নানক জানিতেন, বালার মনে যে সংসারাসক্তি, সে কেবল তিনি নানকের সাংসারিক দুঃখ দুরবস্থা দেখিতে পারিতেন না বলিয়া। তাঁহার যে অকৃত্রিম গুরুভক্তি ও গুরুর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা নানক জানিতেন। নানক দুঃখপূর্ণ সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই সরলচিত্ত বালার মনে ওরূপ বিকার হইয়াছিল তাহা গুরু নানক বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং বালার কথাগুলি শুনিয়া এবং তাঁহার অকৃত্রিম ভাব দেখিয়া তিনি বিনীত ভাবে ও স্বর্গীয় স্নেহের সহিত মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে "ভাই বালা আমার উপর তুমি কেন অকারণ রাগ কর, আমি কি করিব।" নানক এই সময় বালার প্রতি সেই অপূর্ব্ব প্রেমের দৃষ্টিপাত করিলেন যদ্দ্বারা মহাপুরুষেরা যুগে যুগে ঘোর সংসারাসক্ত

যোগে বাজাইতে হয়। মর্দ্দানার বংশকে গুরু নানক আশীর্ব্বাদ করিয়া এই বর দিয়াছিলেন যে তাহারাই শিখ ভজনালয়ে পুরুষানুক্রমে সংগীত করিবে। এই রবাব যন্ত্র হইতে তাঁহারা রবাবী নাম পাইয়াছেন। মর্দ্দানা অতি নীচ জাতীয় মুসলমান ডোম ছিলেন। রবাবিগণ অতি নীচ জাতীয় হইলেও এখনও শিখেরা তাহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।

* খোল ও করতাল যেরূপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বাদ্য যন্ত্র সেইরূপ রবাব যন্ত্র গুরু নানকের প্রিয় বাদ্য যন্ত্র ছিল। শিখেরা ভজন করিবার সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করে। ইহা দেখিতে অনেকটা সারঙ্গির মত তারের সং-

মহাপাপীদিগের চিত্ত হরণ করিয়া তাহাদিগকে একেবারে মোহিত করিয়া লন। সেই অলৌকিক ভাবজালে তিনি বালার চিত্ত আকর্ষণ করিলেন যদ্দ্বারা ঈশা ক্রুশের উপর হইতে তাঁহার পার্শ্বস্থিত ক্রুশারূঢ় ব্যক্তির চিত্ত হরণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন "অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গধামে অবস্থিতি করিবে।" বালা নানকের কথা শুনিয়া অমনি উত্তর করিলেন, "গুরুজী, আমি কি পদার্থের লোক যে আমি আপনার উপর রাগ করিব? আমার মন হইতে সংসারাসক্তি যায় না, আমার মনে প্রেম হয় না, আমার মনের ভ্রম দূর হয় না, তোমার সঙ্গে থাকাতে আমার দুঃখ যায় না, প্রভুকে আমি চিত্তের মধ্যে দেখিতে পাই না। তাই আমি আপনাকে এত কঠোর কথা বলি।" তখন নানক বালাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার দুঃখ দূর হইল, প্রভু তোমার চিত্তে দর্শন দিবেন। সংসার কুকুরের মত নীচ, সে তোমার কি করিতে পারিবে?" বালার মনে তখন আশ্চর্য্য সুখের উদয় হইল, প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন নানক বালাকে তালবণ্ডীতে গমন করিতে আদেশ করিলেন, মর্দ্দানাকে আর যাইতে দিলেন না। নানকী পিতা মাতার জন্য নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য উপঢৌকন বালার দ্বারা প্রেরণ করিলেন।

প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি।

বৈদিক সন্ধ্যা।

বর্ত্তমান বিধানে যে প্রকার উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রাচীন কালের উপাসনা পদ্ধতি সহ তুলনা না করিলে উহার মহত্ত্ব ও উচ্চত্ব কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এজন্য আমরা মনে করিয়াছি যে প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি অবসর ক্রমে প্রকাশ করিব। সর্ব্ব প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা পাঠকবর্গকে অবগত করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন প্রাচীন আর্য্যগণের উপাস্য কি এবং তাঁহার উপাসনাই বা কি প্রকারে সাধিত হইত। আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদিক সময়ে বাহ্য জগৎ এবং ঈশ্বর এ দুইকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া উপাসনা করা হইত। যাঁহারা সন্ধ্যা প্রয়োগ দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এই কথা কত দূর সত্য। বৈদিক সময়ের পর যে সকল উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, দেখিতে তাহা স্বতন্ত্র কিন্তু মূলে একতা বিনষ্ট হয় নাই। আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই,

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতিংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥"

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্র, প্রাণিসমূহ, বৃক্ষ লতাদি, নদী, সমুদ্র, ইত্যাদি যাহা কিছু সমুদায়কে হরির শরীর জানিয়া অনন্যগতি হইয়া প্রণাম করিবে। ভক্তি শাস্ত্রের এই উপদেশ বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে কেমন ঘনিষ্ঠ যোগে নিবদ্ধ।

প্রাচীন পদ্ধতি এবং বর্ত্তমান পদ্ধতির প্রভেদ এই যে প্রাচীন পদ্ধতিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের অর্চ্চনা হয় নাই, সৃষ্টির মধ্য দিয়া তাঁহার পূজা বন্দনা হইয়াছে। যোগ যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে অধিকার করিবার জন্য যত্ন করে, তাহাতেও অহংসহকারে অভিন্ন ভাবে ঈশ্বরপরিগ্রহ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এখন যেমন আমরা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" বলিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে অধিকার করিয়া আরাধনা অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া থাকি, এরূপ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক সন্ধ্যা কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে জানিতে পারা যায় না, কিন্তু ইহার সঙ্গে পৌরাণিক ব্যাপার যে পর সময়ে সংযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন বেদান্তে প্রাণায়ামের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে তাহা একটি সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। সুতরাং যোগপ্রধান সময়ে যে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। ঋক, যজু, সাম এই তিন বিভাগ অনুসারে ত্রিবিধ সন্ধ্যা প্রচলিত। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমরা তাহাই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যজু ও সাম বেদীয় সন্ধ্যাতে যে পার্থক্য আছে তাহা আমরা যথাস্থানে প্রদর্শন করিব।

প্রাতঃকালে স্নানাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া গায়ত্রীযোগে শিখা বন্ধন করিবে। কুশ হস্তে লইয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন পূর্ব্বক,

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

সেই বিষ্ণুর পরমপদ অন্তরীক্ষে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় দেবগণ নিয়ত দর্শন করেন।

এই ঋক্ উচ্চারণ পূর্ব্বক দুই বার আচমন করিবে। সায়ংকালে উত্তর পশ্চিম কোণাভিমুখে উপবেশন করিতে হইবে। আচমনের কালাতিপাত হইয়া থাকিলে তদ্দোষ নিবারণের জন্য দশ বার গায়ত্রী জপ করিবে।

সামবেদীয় সন্ধ্যাতে আচমনান্তে মার্জ্জন। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাতে প্রথম আচমনান্তরই প্রাণায়াম। সামবেদীয় সন্ধ্যার প্রথম মার্জ্জনের মন্ত্র মধ্যে দুইটি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাতে নাই, ইহার একটি যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে দুটি মন্ত্র এই;

"ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।

শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥"

মরুদেশভব জল আমাদিগের কল্যাণ করুন, অনূপদেশভব জল আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন, সমুদ্রভব জল আমাদিগের কল্যাণ করুন, কূপসম্ভব জল আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউন।

"ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥"*

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষমূলে [বসিয়া তাহা হইতে] মুক্ত হয়, স্নাত ব্যক্তি যেমন মল হইতে মুক্ত হয়, [উৎপবনাখ্য] কুশদ্বারা যেমন ঘৃত শুদ্ধি হয়, তেমনি জল আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন।

ত্রিবিধ সন্ধ্যাতেই প্রাণায়াম একইরূপ। যাঁহারা যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যাঁহাদিগের হৃদয়ে যে মন্ত্র ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিভাত হইয়াছিল সেই মন্ত্রের তাঁহারা ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা। বেদমন্ত্রমাত্রের ঋষি ও ছন্দ এবং কোন্ দেবতা আশ্রয় করিয়া মন্ত্র, এবং সেই মন্ত্রের নিয়োগ কোন্ বিষয়ে, সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করিতে হয়, অন্যথা পাপ হয়, উল্লেখ করিলে শ্রেয় হয়, "অথ যো মন্ত্রে মন্ত্রে বেদ সর্ব্বং স শ্রেয়ান্ ভবতি অযাতযামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্তি।" প্রাণায়াম মন্ত্রের ঋষি আদির এইরূপ নির্ণয় আছে ;

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দো২গ্নির্দ্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টব্বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্রবিশ্বদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

[গায়ত্রী] শিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মাগ্নিবায়ুসূর্য্যা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

জলগণ্ডূষ মস্তকে বেষ্টন করিয়া অথবা পুটাঞ্জলি হইয়া এই গুলি উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর প্রাণায়াম। প্রণায়াম মন্ত্র সহ আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের ধ্যান দেখিতে পাই। এখানে পৌরাণিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে উপাসনা করিবার রীতি কখন নিন্দনীয় নহে। ব্যস্ত প্রণালীতে একই ঈশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সামর্থ্যকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে পরিগ্রহ করা হয়। ইহাতে পৌরাণিক কল্পনা মিলিত হইয়া রূপবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতা কল্পিত হইয়া থাকে। যখন সমস্ত ভাবে গৃহীত হয় তখন তিন এক হইয়া এক ব্রহ্মে পর্য্যবসান হইয়া যায়। প্রাণায়াম পূরক কুম্ভক ও রেচক ভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ ব্যাপারে ঈশ্বরের ত্রিবিধ শক্তির চিন্তা বিহিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পূরকে সৃষ্টিশক্তি, দ্বিতীয়তঃ কুম্ভকে পালনীশক্তি, তৃতীয়তঃ রেচকে সংহারশক্তি। স্বীকার, ধারণ, ও ত্যাগ এই তিনেতে তিন শক্তির ক্রিয়া প্রদর্শন বোধ হয় এরূপ প্রাণায়ামের নিয়মের উদ্দেশ্য। ধ্যান ও প্রাণায়ামের মন্ত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ দ্বিভুজ অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্ত হংসাসনারূঢ় ব্রহ্মাকে নাভিদেশে ধ্যান্ করত

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ; ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ ; ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।"

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক বাম নাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবে। এইরূপ হৃদয়ে নীলোৎপলপ্রভ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত পীতাম্বর গরুড়ারূঢ় কেশবকে হৃদয়ে ধ্যানকরত পূর্ব্ববৎ ওঁ ভূঃ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক বায়ু স্তম্ভিত করিবে। তদনন্তর ললাটে শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিশূলডমরুহস্ত অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত ত্রিনেত্র বৃষভবাহন শম্ভুকে ধ্যান করত ওঁ ভূঃ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে।

আমরা প্রাণায়ামের মন্ত্রের মধ্যে বেদ, বেদান্ত এবং পুরাণ তিনের একত্র সম্মিলন দেখিতেছি। প্রথমতঃ ওঁকার প্রণবের দেবতা অগ্নি ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির দেবতা অগ্নি বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেবতাগণ। গায়ত্রীর দেবতা সবিতা (সূর্য্য)। গায়ত্রীশিরের দেবতা ব্রহ্ম, বায়ু অগ্নি, সূর্য্য। এইরূপে দেখা যাইতেছে বৈদিক প্রধান দেবতাসকল সর্ব্বপ্রথমে গৃহীত হইয়াছে। "অমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" অন্তে উচ্চারণ করাতে সমুদায় বেদান্তের অর্থে পরিণত হইতেছে। বেদান্তে ওঁকার ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ভূরাদি সপ্তলোক সহ অভিন্ন। ইনিই সবিতা, ইঁহারই ভর্গ (অন্তর্যামিত্ব) ধ্যানের বিষয় এবং ইনিই জীবের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। ব্রহ্মই সলিলাদি ভূতপঞ্চ, ব্রহ্মই ভূরাদি সহ অভিন্ন। এক ব্রহ্ম বস্তুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন আকারে পরিণত করত স্থানত্রয়ে তাঁহার ধ্যান করাতে পুরাণ তন্ত্রের যোগ হইয়াছে। আমরা এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি জগৎ সহ ঈশ্বরকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করতঃ তাঁহার উপাসনাই প্রাচীন রীতি।

অনন্তর আচমন করিবে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, এই তিন সময়ের আচমন মন্ত্র ত্রিবিধ। প্রাতরাচমনের মন্ত্রের "নারায়ণ ঋষিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা প্রাতরাচমনে বিনিয়োগঃ *।

* এইটি যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে মার্জ্জনস্থলে আছে।

* সামবেদীয় সন্ধ্যাতে "ব্রহ্মঋষিঃ আপোদেবতা" এই প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

মন্ত্র—"ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যো পাপেভ্যোরক্ষন্তাং. যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চদুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।"

সূর্য্য ক্রোধ ক্রোধাধিপতি প্রত্যেকে আমাকে ক্রোধকৃত পাপ হইতে রক্ষা করুন। মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও [illegible]ন্দ্রিয় দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, আমাতে যে কিছু পাপ আছে, অহঃ (দিবস) তাহা বিলুপ্ত করুন। অমৃতযোনি পরমাত্মাতে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যে আমি এই জল হবন করিতেছি। স্বাহা।

মধ্যাহ্ন অ চমন মন্ত্রের;

"পূতঋষিঃ পৃথ্বী দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ মধ্যাহ্নাচমনে বিনিযোগঃ *।

মন্ত্র—"ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽ সতাঞ্চ প্রতিগ্রহম্॥"

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন, পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। ব্রহ্মণস্পতি (আচার্য্য) পবিত্র করুন, ব্রহ্ম (বেদমন্ত্র) পূতা (পৃথিবী) আমাকে পবিত্র করুন। যাহা উচ্ছিষ্ট অভোজ্য, যাহা আমার দুশ্চরিত অসৎপরিগ্রহ সমুদায় লইয়া জল আমাকে পবিত্র করুন। স্বাহা।

সায়ং এবং প্রাতঃকালের আচমন মন্ত্র একই প্রকার। কেবল 'অহস্তদবলুম্পতু" স্থলে "রাত্রিস্তদবলুম্পতু" এইমাত্র বিশেষ। এই সকল মন্ত্রে আমরা প্রার্থনার ভাব দেখিতে পাই। প্রতিদিন একই প্রকারের প্রার্থনা করাতে যে দোষ হয়, ইহাতে তাহা বিলক্ষণ আছে। যদি প্রার্থনা করিয়া সেই সকল দোষ ক্ষালিত না হইল, তবে সে প্রার্থনা শুদ্ধ নিস্ফল নহে, কপটতা, অসরলতা এবং বঞ্চনা। এতদ্দারা আত্মার বিশেষ অসদ্গতি হয়। এই সকল মন্ত্রে উষার ন্যায় দিবা রাত্রি এবং ক্রোধ প্রভৃতিকে যে দেবতারূপে পরিগ্রহ করা হইয়াছে, স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বেদে শ্রদ্ধা যেমন দেবতারূপে গৃহীত ক্রোধও তেমনি। মনোবৃত্তি সকল এইরূপে দেবত্ব লাভ করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

উদ্ধৃত।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বিশ্বাসী বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধ গুলি পাঠে আমরা বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ আমরা কেবল মাননীয় এমার্সন সাহেবের সম্মানার্থ লিখিত পদ্যটি উদ্ধৃত করিলাম।

* বিষ্ণুঋষিঃ আপোদেবতা সামবেদীয় সন্ধ্যায়।

রাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমর্সন।

জন্ম২৫এ মে, ১৮০৩। পরলোকযাত্রা, ২৭এ এপ্রিল ১৮৮২।

১

মহাযোগীজন সাজে, নিসর্গমন্দির মাঝে,
উর্দ্ধনেত্রে মগ্নমনে কে তুমি হেথায়?
এ নহে যোগীর দেশ, কেন হেথা হেন বেশ,
কেমনে বা ধ্যানে রত রহিবে হেথায়?
ওই যে মাথার পরে, নীলিমা বিরাজ করে,
ওই সে অসীম শান্ত নীরব আকার,
নিজ নিকেতন বটে ত্রিদিব তোমার!

২

ব'সে এই ধরাসনে, বিস্ময় বাসিছে মনে,
বিহ্বল নয়নে হেরে নক্ষত্রনিকর;
'নিরন্তর হেরি যারে, পরশিতে নারি তারে,'—
চিন্তার লহর উঠে উথলি অন্তর।
তারাদলে ডাকে আজি, যাও দেব বেশে সাজি,
যতনে তোমারে সবে সাজাবে সেখানে,
তারা-ফুল-মালা তুমি পরিবে সেখানে।

৩

তারকা রহিবে দূরে, যাবে তুমি অন্য পুরে,
দূরে—দূরে—বহুদূরে ভেদিয়ে অম্বর;
আলোকিত পুলকিত, বিনোদিত বিমোহিত,
শুনিবে সে বীণাতান শ্রুতিসুখকর;
আর্য্যঋষিযোগীজটা, হেরিবে উদার ছটা,
বাহু পসারিয়ে সবে ডাকিবে তোমায়,—
অনন্ত জ্যোতির জ্যোতি হেরিবে সেথায়!

সংবাদ।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার কার্য্য এখন অপরাহ্ন ছয়টার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় শেষ হয়। এই নূতন প্রবর্ত্তিত নিয়মে বহুসংখ্যক উপাসকের নিতান্ত সুবিধা হইয়াছে। এখন আর কাহাকেও বাধ্য হইয়া অঙ্গবিশেষের সমাধার অন্তে উঠিয়া যাইতে হয় না। উপাসনান্তেও অনেকে সৎপ্রসঙ্গে যোগ দিতে বিলক্ষণ সময় পান।

ইতঃপূর্ব্ব আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে কেবল একটী প্রার্থনা মাত্র করিতেন। এখন স্বীয় জীবনবেদ অর্থাৎ জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইবে। এই জীবনবেদ অতিমূল্যবান্, কেন না ইহা দ্বারা শত শত জীবন গঠিত হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরের ৭ সাতমাস হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ গ্রাহকের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় নাই, আমরা গ্রাহকদিগের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

মাহ আষাঢ়, ১৮০৪।

আয়

মাসিক দান সংগ্রহ	...	৮২।০
এককালীন দান	...	৭
বিশেষ সাহায্য	...	১৩॥৵৫
সুলভসমাচার পত্রিকা	...	৫৯
ব্রহ্মমন্দির	...	১৮
পাথেয়	...	১০
পুস্তক বিক্রয়	...	১৬৫৶৲
পরিচারিকা	...	২২॥/১০
মৃত ভুবন কৃষ্ণের পরিবারের জন্য	...	৪
অপরের গচ্ছিত	...	৯৸১০
ধর্ম্মতত্ত্ব।		
গ্রাহকদিগের নিকট মূল্যপ্রাপ্তি	...	৫৪।/০
সমষ্টি		৪৪৬ /১০

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	২১৩।৵১০
বস্ত্র ও বিনামা	...	১॥০
ঔষধ	...	৪৵০
পালকি ভাড়া (মন্দিরে যাইতে)	...	১৸৶৫
ক্ষুদ্র ব্যয় (ডাক মাশুল)	...	২৬
পাথেয়	...	১৬
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	১৸৵৫
পরিচারিকা	...	৬৶১০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	৩৪/০
ট্যাক্স	...	২০৶০
মৃত ভুবন কৃষ্ণের পরিবারের জন্য	...	৫
অপরের পুস্তকের মূল্য	...	২০
ধর্ম্মতত্ত্ব—		
ছাপাখানা ৭২ }		
ডাকমাসুল ১৬।০ }		৯৫৸০
কাগজ ৭॥০ }		
সমষ্টি		৪৪৬।/১০

মাসিক দানসংগ্রহ।

মহারাজা কুচবিহার	...	১০
শ্রীমতি মহারাণী কুচবিহার	...	৭
শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ সেন	...	॥০
,, ,, আশুতোষ ঘোষ	...	১
,, ,, হরিহর মুখোপাধ্যায়	...	১
,, ,, তারক নাথ রায়	...	॥০
,, ,, আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত	...	।০
,, ,, গোপাল চন্দ্র মল্লিক	...	॥০
,, ,, প্রমথ নাথ মিত্র	...	॥০
,, ,, রামেশ্বর দাস	...	১
,, ,, ভুবন মোহন দে	...	৸০
,, ,, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, হল্‌দিবাড়ী		২
,, ,, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ পাল	...	৪
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ	...	১
,, ,, গগণ চন্দ্র রায়, গাজিপুর	...	১
,, ,, নৃত্য গোপাল রায় ঐ	...	২
,, ,, কালিদাস সরকার	...	১
শ্রীযুক্ত বাবু তারক চন্দ্র সরকার	...	১
,, ,, প্রকাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাঁকিপুর		১
,, ,, মধু সূদন সেন	...	১
,, ,, মহেন্দ্র নাথ নন্দন	...	১
,, ,, বেণীমাধব মজুমদার	...	৩
,, ,, জয় গোপাল সেন	...	১৯
,, ,, হরি মোহন নন্দী	...	১
,, ,, অক্ষয় কুমার রায়	...	
,, ,, সাধু চরণ দে	...	
,, ,, হর নাথ ভট্টাচার্য্য		১
,, ,, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	...	২
,, ,, রাজ মোহন বসু	...	৸০
,, ,, নগেন্দ্র নাথ মিত্র	...	॥০
,, ,, চণ্ডী চরণ সিংহ	...	১০
,, ,, কৃষ্ণ বিহারী সেন	...	১
,, ,, মুকুন্দ বল্লভ মজুমদার	...	১
,, ,, ক্ষেত্র মোহন দত্ত	...	১
,, ,, যদু নাথ ঘোষ	...	১
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ, বহরমপুর	...	১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নুট বিহারী দাস	...	১
,, ,, আশুতোষেশ্বর সিংহ	...	৫
,, ,, গঙ্গাধর নাথ	...	১

বিশেষ সাহায্য

শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র রায়	...	৮॥৵৫
,, ,, কানাই লাল পাইন	...	৪
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ, বহরমপুর	...	১

ব্রহ্মমন্দিরের ছয় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

১ জানুয়ারি হইতে ৩০ জুন ১৮৮২।

আয়।

১ জানুয়ারি ১৮৮২ হস্তেস্থিত	...	২৬৶১০
মাসিক দান	...	৩১৬৶১০
ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগ্রহ	...	৯৯৵১৫
মাঘোৎসবে দান	...	৮২
আনুষ্ঠানিক দান	...	২১॥০
		৫৪৫।/১৫

ব্যয়।

আলোক	...	১৩৩॥১৫
মাঘোৎসবের ব্যয়	..	১০৬৵১৫
ভৃত্যাদিগের বেতন	...	৬২৸/০
মন্দির সংস্কার	...	৪৫॥০
বাদ্যযন্ত্রাদি সংস্কার	...	৩০৵০
প্রচার কার্য্যালয়ে দান	...	১০২
গৃহ সজ্জা	...	২২৶১০
পুরাতন দেনা শোধ	...	৩২।/১৫
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	৯৸/০
৩০ জুন ১৮৮২ হস্তেস্থিত	...	॥/০
		৫৪৫।/১৫

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তিতে॥

১৬ ভাগ
১৪ সংখ্যা

১লা ভাদ্র বুধবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রাণারাম পরম দেবতা, তুমি এমন সুন্দর এমন মনোহর, তোমার নিকটে বসিলেই এত সুখ যে সংসারের কোন প্রকারের ক্লেশ যন্ত্রণা তখন আর মনে থাকে না। রোগ, শোক, বিপদে লোকে কত অস্থির হয়, এবং এই সকলের হাত হইতে মুক্তি লাভই সকলে সুখ মনে করে। কিসে রোগ হইবে না, কিসে শোকের সমাগম একেবারে অসম্ভব হয়, কিসে বিপদের ব্যাপারসকল অবরুদ্ধ হইয়া যায়, ইহারই উপায় অনুসরণ আধুনিক যোগি-সম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তাহারা তোমাকে তত লক্ষ্য করে না, যত এই সকলকে লক্ষ্য করে, সুতরাং তাহারা তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইয়া কেবল বাহিরের দুঃখের কারণ সকল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অভিলাষী হয়। ইহাতে তাহাদিগের কিছুই লাভ হয় না, কতকগুলি অস্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপনাদের শরীর মনকে এরূপ অবস্থাপন্ন করে যে যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খল ভোগ দ্বারা সুখের অভাব পূরণ করিতে উদ্যত হয়। হে দেবতা, কবে এ অধম উপযুক্ত বলের সহিত এই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করিবে, এবং তোমাতে যে কত সুখও শান্তি জগতের নিকটে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইবে। তুমি স্বয়ং সুখের আকর, তোমায় লোকে না চিনিয়া পশুত্বে আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে যায়, ইহাত কোনরূপে সহ্য হয় না। পৃথিবীর ধন মান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি এক দিকে তোমা হইতে লোককে বিচ্যুত করিল, আর এক দিকে বৃথা সুখকামনায় মুগ্ধ লোকসকল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইল, বল, হে সুখময়, জগতের গতি কি হইবে? নিকটে সুখের অনন্ত উৎস, শান্তির অনন্ত প্রস্রবণ, তাহা ছাড়িয়া লোকের এ দুর্গতি কেন? তুমি জীবের সুখের জন্য জল বায়ু প্রভৃতিকে যেরূপ সুলভ করিয়াছ, তেমনি অনন্ত সুখকেও সকলের সুলভ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি সর্ব্বদা নিকটে, কেন না সন্তান এক বার না এক বার তোমার মুখপানে তাকাইবেই। যে এক বার তাকাইয়া দেখিল সে কি আর তাহার চক্ষু ফিরাইতে পারে? লোকে তোমাকে লইয়া মত্ত হয় না কেন? এই জন্য যে তোমার দিকে মুখ তুলিয়া তাকায় না। কে বলে, লোকে তোমাকে দেখিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া গিয়াছে। এ নিতান্ত মিথ্যা কথা। যে তোমায় দেখিয়াছে, সে তোমাকেই চায় আর কিছু চায় না, তাহার

সংসার গতি হইবে কি প্রকারে? প্রভো, তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি এ প্রাণ নিয়ত তোমাকে দর্শন করুক এবং দর্শনের সুখ অনুভব করিয়া জগৎ সেই সুখে সুখী হউক নিয়ত এই কামনা হৃদয়ে পোষণ করুক।

নূতনত্বই জীবন।

যাহার জীবন আছে তাহারই গতি আছে। যাহার গতি আছে তাহারই উন্নতি ও পরিবর্ত্তন আছে। গতিশীল বস্তু চির কাল এক ভাবে থাকিতে পারে না, সে অবশ্যই এ স্থান হইতে অন্য স্থানে, এক ভাব হইতে অন্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে। বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতির গতি নাই, কিন্তু তাহাও নূতনত্ব ভাল বাসে। প্রতিবৎসর বসন্ত কালে কেমন নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নূতন অলঙ্কার নূতন সজ্জায় সাজিয়া নূতন ভাবে তাহারা জগতের নিকট দাঁড়ায়? পুষ্পবৃক্ষসকল ঋতুতে ঋতুতে কেমন নূতন পুষ্প প্রসব করিয়া নূতন গন্ধ দ্বারা জগৎকে আমোদিত করে? ফলবৃক্ষ নূতন ফল দিয়া কেমন জগৎকে পরিতৃপ্ত করে? আবার কীট পতঙ্গ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর তাহারাও নূতনত্বপ্রিয়। মধুমক্ষিকা মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, মধুসঞ্চয় করে, অল্পকাল পরেই স্থান পরিবর্ত্তন করে।

যদি মানুষের প্রকৃতি আলোচনা কর, দেখিবে মানুষ কখন পুরাতন অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট নহে। মানুষ একের পর অন্য তার পর অন্য, এইরূপ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপনীত হইবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। যে সংসার ভালবাসে, সে সংসারের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু চির কাল একই প্রকার সংসার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে আবার নূতন সংসার রচনা করিতে যত্ন করে। বিষয়ী বা পদস্থ লোকেরা এক প্রকার বিষয় বা পদ লইয়া চির কাল নিরুদ্বেগে কাল কাটাইতে পারে না, আবার নূতন বিষয়ের অন্বেষণ করে। এক প্রকার পদ লইয়া চির কাল সন্তুষ্ট থাকে কে? যাহার শক্তি নাই, যাহার স্থানান্তর গমনের কার্য্যান্তর অনুষ্ঠানের সাধ্য নাই, সাধ্য নাই—না থাকিতেও পারে, কিন্তু সেও যদি বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত হইতে পারে তবে নূতন অবস্থায় যাইতে সম্মত? সম্মত কেন, সে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। নূতন সাজে সাজিতে যায় না কে? নূতন অলঙ্কার নূতন পরিচ্ছদ পরিতে চায় না কে? নূতন সুখ নূতন সম্পদ চায় না কে? নূতন বস্তু সুখী করিতে পারে না কাহাকে? নূতন দেশ, নূতন নগর, নূতন উদ্যান, নূতন আট্টালিকাতে আরাম পায় না কে? যাহার জীবন নাই। আশা নাই কাহার? নূতন ভাবে নূতন সাজে সাজিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতে চাহে না কে? নূতন খাদ্য খাইতে, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে, নূতন বল উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা নাই কাহার? যে মরিয়াছে।

কাহার হৃদয় নূতন বস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য নৃত্য করিয়া না উঠে। এসংসারে সুখী কে? যে প্রতিদিন নূতন বাস গৃহ, নূতন খাদ্য, নূতন পরিচ্ছদ, নূতন শয্যা প্রাপ্ত হয় সেই। দুঃখী কে? যে চির কাল এক প্রকার গৃহে বাস করে, এক প্রকার আহার্য্য আহার করে, এক প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করে, এক প্রকার শয্যাতে শয়ন করে সেই। অতএব জানা যাইতেছে নূতনত্ব লাভ করাই সুখের মূল। পুরাতন সকল বস্তুই নীরস ও শ্রীহীন। মনোহর পাটলপুষ্প পুরাতন হইলে, চিত্ততৃপ্তিকর সুন্দর কমল পুরাতন হইলে, সুকোমল মালতি পুষ্প পুরাতন হইলে, কাহার না শোকোদ্দীপ্ত করিয়া তুলে। পুরাতন মেঘ, পুরাতন ইরম্মদ, কাহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? পুরাতন বায়ু, পুরাতন বৃষ্টি, পুরাতন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি কাহার চিত্ত বিনোদনে সমর্থ?

যদি না পারে, তবে কবিহৃদয়ে নূতনত্ব প্রদান করে কে? ভক্তহৃদয়ে নূতনত্ব বিধান করে কে? অবশ্যই বলিতে হইবে এই সকল পুরাতন সামগ্রী। বস্তুতঃ এ সকল বস্তু যত ক্ষণ পুরাতন থাকে, তত ক্ষণ কবির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পায় না, ভক্তের হৃদয়তন্ত্রীও বাজে না। এ সকল দেখিয়া যখন কবি নূতন গীত গায়, ভক্ত নূতন নৃত্য করিতে নূতন গীত গাইতে প্রবৃত্ত হয়, তখন এ সকল পুরাতন থাকে না। পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ দুঃখী কেন? সে নূতন বলে নূতন উৎসাহে নূতন আকাশে বিচরণ করিতে পায় না বলিয়া। কারাগৃহস্থিত বন্দী এত দুঃখী কেন? সে নূতন ভাবে নূতন লোকের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নূতন কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া। বস্তুতঃ নূতনত্বই প্রাণ। রোগী যে চির কাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে নূতনত্ব তাহাকেও নব জীবন প্রদান করে। তাহার জন্য নূতন ব্যবস্থা নূতন জল বায়ু নূতন ঔষধ পথ্যের যোজনা হইলে সে নূতন শরীর নূতন বল প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়। এই জন্য যাঁহারা ভাল চিকিৎসক, রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইলে তাঁহার নূতন চিকিৎসক ও নূতন জল বায়ুতে পরিবর্ত্তিত হইতে বিধি দেন।

যখন চারি দিকে কেবল নূতনত্ব প্রিয়তারই প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই তখন আমরাও নূতনত্ব প্রিয় না হইব কেন? এই জন্য আমরা পুরাতন ঈশ্বরকে নূতন ভাবে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। অনেকে আপত্তি করেন "তোমাদের ধর্ম্মে যোগ ভক্তি প্রেম, কর্ম্ম, জ্ঞান সকলই পুরাতন অথচ নব বিধান হইল কিরূপে?" আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি আমাদের যোগ পুরাতন নহে ভক্তি প্রেম পুরাতন নহে, কর্ম্ম জ্ঞান পুরাতন নহে, সব নূতন। পূর্ব্ব কালের লোকের সম্বন্ধে পুরাতন ছিল মানিলেও, আমার সম্বন্ধে তাহা পুরাতন নহে। আমি যাহা ব্যবহার করি নাই, যাহা কখন দর্শন করি নাই, তাহা আমার সম্বন্ধে পুরাতন হইতে পারে না। পূর্ব্ব কালে যোগী ঋষিরা ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সে ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট পুরাতন হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু আমার নিকটে নূতন। বস্তুতঃ ঈশ্বর পুরাতন হইলেও নূতন কেন না তিনি অনন্ত। অনন্ত কখন পুরাতন হইতে পারে না, পুরাতন হইলেই তাঁহার অনন্তত্বটুকু ঘুচিয়া যায়। আমরা ঈশ্বরের প্রাচীনত্ব, ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব, এ সকল স্বীকার করিতে পারি না। এ সকল স্বীকার করিলে জীবনে নূতনত্ব সঞ্চার হইতে পারে না, পুরাতন বস্তু বলিয়া সংস্কার থাকিলে সে বস্তুতে কোন নূতন ভাব আদায় করিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ জন্মিতে পারে না। সুতরাং আমরা আমাদিগের ঈশ্বরকে নিত্য নূতন ভাবে দর্শন করি। তিনি জীবনে প্রতিদিন যে সকল নূতন খেলা খেলেন, নূতন কার্য্য করেন, সেই দৈনিক ঘটনাসকলকে আমরা নব বিধান বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য। তাঁহার নূতন খেলা হইতে যে নূতন ভাব সমাগত হয় তাহা পূর্ব্বে কাহারও সম্বন্ধে হইয়াছিল কি না আমার সে চিন্তা করিবার অধিকার নাই। আমি নিত্য নূতন ক্রিয়া দর্শন করিতে পাই বলিয়া আমার নিকট নূতন সত্য প্রকাশ পায় এবং আমার হৃদয়ে নূতন ভাবের সঞ্চার করে। এইরূপ হইলে পুরাতন যাহা কিছু সমুদয় নূতন হইয়া উঠে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র নূতন হয়, বায়ু বৃষ্টি মেঘ বিদ্যুৎ নূতন হয়, পুষ্প পল্লবাদি নূতন হইয়া আমার প্রাণে নূতনত্ব প্রদান করে। যদি না হইত এত দিন অন্যান্য মৃত লোকদিগের মধ্যে আমিও এক জন হইতাম। আমাদের নববিধান পুরাতনকে নূতন করিতে সমর্থ এই জন্য নব বিধান মান্য না করিয়া আমরা পারি না। নিত্য নূতন ঈশ্বর হইতে যাহা সমাগত হয়, তাহা নিত্য নূতন। এজন্য আমরা নিত্য নব নব ভাবে উচ্ছ্বসিত হই।

সত্যদৃষ্টি।

কোন বিষয়ে মিথ্যাদৃষ্টি না থাকে, সকল বিষয়ে সত্য দৃষ্টি হয়, এজন্য হৃদয়কে সর্ব্বদা অবিকৃত রাখা একান্ত প্রয়োজন। তমঃপ্রধান চিত্তে ঘোরতর মিথ্যাদৃষ্টি উপস্থিত হয়। এই তম আর কিছুই নয়, পাপকে পাপ বলিয়া অনুভব না করা। যাহার হৃদয়ে পাপবোধ নাই, সে ব্যক্তি কখন আপনার দৃষ্টিকে অকলুষিত রাখিতে পারে না। মনুষ্য যদি আপনার প্রকৃতি আপনি না বুঝিল, তবে সে প্রকৃতিজাত ধর্ম্ম সংগ্রহ করিবে কি প্রকারে? তবে কি মনুষ্যের প্রকৃতিই পাপ? না আমরা তাহা মানি না। কিন্তু ইহা মানি যে মনুষ্যের প্রকৃতি পাপপ্রবণ। তাহাতে যদিও পাপ নাই, তথাপি পাপের সম্ভাবনা সর্ব্বদা আছে। এই পাপের সম্ভাবনা হইতে চিত্তের এমনি একটি গুরুত্ব অনুভব সর্ব্বদা প্রয়োজন, যাহাতে চিত্ত সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিতে পারে। জাগ্রৎ হৃদয়ে কখন পাপচোর প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সক্ষম নহে।

মনুষ্যের চিত্ত পাপপ্রবণ এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। অমুক ব্যক্তি অমুক পাপ করিল, আমাতে ঈদৃশ পাপের সম্ভাবনা নাই, যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা নববিধান পাপ কাহাকে বলেন, তাহা অবগত নহেন। পৃথিবী দিন দিন যত পুরাতন হইতেছে, তত উহার নীতি প্রভৃতির আদর্শ ক্রমে উন্নত হইতেছে। যখনই কোন ধর্ম্মবিধান পৃথিবীতে সমাগত হয়, তখনই মানবজীবনের সমগ্র সামগ্রীর উচ্চতর আদর্শ তন্মধ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিধানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, ইহাই সহজে প্রতীত হইবে। মুসা ঈশা প্রভৃতির বিধানে ইহাতো স্পষ্টই লোকে বুঝিতে পারে, কেন না এ সকলেতে বিধির স্পষ্ট পরিবর্ত্তন সকলেই দেখিতে পান। এ দেশে মহাত্মা চৈতন্যের বিধান কেবল সঙ্কীর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ, কেন না সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন উহার প্রধানতম উদ্দেশ্য, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে, উহাতে নীতিও অতি উচ্চতম ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে।

"বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগো যত্র বিলীয়তে।"

হরিতে প্রগাঢ় অনুরাগ হইলে বিষয়ের প্রতি অতি গুরুতর অনুরাগও সেই অনুরাগে বিলীন হইয়া যায়, এ কিছু সামান্য কথা নয়। চৈতন্যের জীবনে যে যে স্থলে নীতির কঠোরতা আবশ্যক হইয়াছে দেখ, দেখিতে পাইবে উহা কেমন প্রখরতর। ফলতঃ সমুদায় জীবন উন্নত ভূমিতে অধিরূঢ় না করিলে তাহাকে কখন বিধান বলা যাইতে পারে না।

নববিধানের পাপসম্বন্ধে আদর্শ কি? অতিপূর্ব্বে পাপকার্য্যকে পাপ বলিয়া লোকের প্রতীতি ছিল। পরিশেষে মনে পাপের ভাব উদিত হইলে পাপ হইল, ইহাই পাপসম্বন্ধে আদর্শ ছিল। এখন পাপ কার্য্য, মনে পাপের উদ্রেক, ইহার তো কথাই নাই, পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকিলে পাপের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। আমি যদিও আজ পাপ কার্য্য করি নাই, অথবা আমার মনে কোন পাপের উদয় হয় নাই, তথাপি আমি মনকে জিজ্ঞাসা করিব, মন তুমি অমুক পাপ করিতে পার কি না? হয়তো কোন কোন প্রলোভনসম্বন্ধে আমার মন একেবারে বিরত হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক গুলি এমন আছে, যাহাদিগের দ্বারা আমার নিদ্রিত প্রবৃত্তি জাগ্রৎ হইয়া উঠে। হয়তো সুস্থ শরীরে কতকগুলি পাপের অসম্ভাবনা, কিন্তু বহুকাল শরীর অসুস্থ থাকিলে যে সেই সকল পাপ পুনরায় দেখা দিবে না এরূপ কখনই বলিতে পারি না। অবস্থা হইতে অবস্থান্তর মনের নিকট আনয়ন করিয়া দেখি পাপের সম্ভাবনা আমা হইতে এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। যাহা এক স্থলে নাই তাহা অন্য স্থলে আছে এই মাত্র প্রভেদ। যদি কোন পাপসম্বন্ধে অণুমাত্র প্রবৃত্তিও

হৃদয়ের এক কোণে থাকে, তবে তাহা যে এক দিন আমায় ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিবে না তাহা কে বলিল?

আমাতে পাপের সম্ভাবনা আছে এই বোধ সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিলে জীবন যথার্থ তৌলদণ্ডের উপরে স্থিতি করে। এক দিকে পাপ ও তৎসম্ভাবনা, আর এক দিকে উপাসনা প্রার্থনা সাধন ভজনাদির মধ্য দিয়া অবতীর্ণ ঈশ্বরের করুণা, এই দুই তৌলদণ্ডকে এক দিক বা অপর দিকে ঝুঁকায়। ঈশ্বরের করুণার গুরুত্বে পাপ লঘু হইয়া যায়, কিন্তু পাপের সম্ভাবনা তখনও জীবকে পরিত্যাগ করে না। ঈশ্বর যে স্বাধীনতা আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা তিনি কখন হরণ করেন না এবং হরণ করেন না বলিয়াই আমরা যখন তখন পাপ করিতে পারি। অনেকের জীবনে ঈশ্বরের করুণা পাপকে লঘু করিয়া রাখে, এজন্য তাঁহারা মনে করেন, তবে বুঝি আমরা পাপশূন্য হইলাম। এখানে তাঁহাদিগের ঘোরতর মিথ্যাদৃষ্টি উপস্থিত হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে অভিমান আসিয়া যোগ দেয়, আর তাঁহারা পাপ দেখিতে পান না, যদি কখন কিছু দেখিতেও পান, ন্যায়সমুত্থিত রোষ বা এইরূপ অন্য কোন নাম দিয়া তাহাকে আরও লঘু করেন, ফল এই হয় যে, যেখানে অন্যে তাঁহাদের দোষ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে সেখানে তাঁহারা অন্ধ। এতৎসম্বন্ধে তাঁহারা সাধারণ লোক হইতেও নিতান্ত হীন হইয়া পড়েন।

ব্রাহ্মসমাজে সত্য দৃষ্টির অভাব অতি প্রবলতর। ব্রাহ্মেরা আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহারা যেন এক এক জন ঋষি তপস্বী, অথচ তাহাদিগের অভিমান, গর্ব্ব, রোষ প্রভৃতি সকলেরই নয়নগোচর। এই মিথ্যাদৃষ্টিতে অনেকের উন্নতি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর উন্নতির আশা নাই। যাঁহারা মিথ্যাদৃষ্টিতে নিপতিত, অথচ উন্নতিলাভে আকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদিগেরও এই মিথ্যাদৃষ্টিপিশাচীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে। যাহারা মনে করে আমরা নিষ্পাপ, তাহাদিগের সংগ্রাম নিবৃত্ত হইয়াছে। যাহাদিগের সংগ্রাম নিবৃত্ত হইয়াছে তাহাদিগের উন্নতির দ্বারও অবরুদ্ধ হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস ভক্তি প্রেম পুণ্য প্রভৃতির কত ভাণ করি, অথচ তত্তৎসম্বন্ধে আমরা কত দূর অন্তরে পড়িয়া আছি, ইহা যখন মনে করি, তখন আমাদিগের অপরাধের ভার আরো কত গুরুতর হইয়া পড়ে। যাহা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, যাহা লাভ করিয়াছি বলিয়া লোকের মনে প্রত্যয় উৎপাদন করিয়াছি, যাহা আমার নাই বলিলে আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হই, তৎসম্বন্ধে আমার তেমন যত্ন চেষ্টা নাই, ইহা অপেক্ষা ভয়ানক মিথ্যাচার অপরাধ পাপের বিষয় আর কি আছে? অথচ প্রতিদিন ইহাই আমাদিগের মধ্যে ঘটিতেছে, এ অপরাধের নিষ্কৃতি কোথায়?

যে ব্যক্তি আপনার পরিমাণ আপনি না জানিল, আমি কি ইহা যাহার বিদিত নাই, সে ব্যক্তি অভিমানে আপনাকে নিতান্ত স্ফীত করিয়া তুলিবে, অথবা সর্ব্বপ্রকারের আশা ভরসা মন হইতে বিদায় করিয়া দিবে। এ দুইই মিথ্যাদৃষ্টির ফল। মনুষ্য নিষ্পাপ নয়, কেন না তাহাতে পাপের সম্ভাবনা আছে, মনুষ্য এমন পাপী নয় যে তাহার কোন আশা ভরসা নাই। তাহাতে যেমন পাপের সম্ভাবনা আছে, তেমনি পুণ্য অর্জ্জনেও অপ্রতিহত সামার্থ্য আছে। পাপের বোধ প্রবল থাকিলে তেজস্বিতার অল্পতা অবশ্যম্ভাবী ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা জানেন না যে তাঁহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করেন নাই, অভিমানের পথ আশ্রয় করিয়াছেন। যে পরিমাণে পাপবোধ প্রবল থাকিবে, সেই পরিমাণে তৎপরাজয়ে তেজস্বিতা ভিতর হইতে সমাকৃষ্ট হইবে, ইহাই একান্ত স্বাভাবিক। তবে প্রবল পাপবোধ ক্ষমা শিক্ষা দেয়, অপরকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত করে না, ইহা যদি অতেজস্বিতার পরিচয় হয় তবে তাহাতে লাভ ভিন্ন

ক্ষতি নাই। এ অতেজস্বিতাকে আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করি। পাপবোধ আর একটি বিষয় শিক্ষা দেয় যাহা আমাদিগের অল্প উপকারের কারণ নয়। পাপবোধ শত্রুকৃত গ্লানি নিন্দাতে আমাদিগকে হতপ্রভ করিতে পারে না। কেন না যে ব্যক্তি আপনাতে সকল প্রকার পাপের সম্ভাবনা দর্শন করিয়া তদ্ভারে ভারাক্রান্ত আছে, শত্রু তাহার কয়টী পাপের কথা তাহাকে বলিয়া অপদস্থ করিবে। যদি এ ব্যক্তি শত্রুকে কঠোর ভাবে এজন্য আক্রমণ না করে, তবে তাহাতে অতেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণেও তাহার যে প্রশান্ত মুখশ্রী নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিনিময়ে পৃথিবীতে এমন কি আছে যাহা আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে।

আমরা যাহা উপরে বলিলাম, তাহাতে আমরা সত্যদৃষ্টি কাহাকে বলি বোধ হয় সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সত্যদৃষ্টি আপনাকে যথাযথ জানা। মনুষ্যের স্বাধীনতা সর্ব্বদা আছে। কোন ব্যক্তিতে ঈশ্বরের করুণা প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইলেও সে নিজস্বাধীনতা বলে যখন তখন পাপ করিতে পারে। এই সম্ভাবনা বশতঃ সে আপনাকে পাপী জানিয়া নিয়ত তদ্ভারাবনত রাখিবে। ইহাতে চিত্তের উদ্ধত ভাব থাকে না, যাহা সম্ভব তাহা কখন তাহার মনকে কলুষিত করিতে না পারে, যোগকে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে, এজন্য চিত্তের নিয়ত যত্ন বশতঃ তাহাতে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ত ভাব উপস্থিত হয়। আমাদিগের এই ভাব নাই, ইহাতেই পদে পদে বিপদ।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

ভাদ্রোৎসব ১২ভাদ্র রবিবারে। সাধক মাত্রের নিকটে এই উৎসব একটি মহৎ আকর্ষণ। এই আকর্ষণে অনেক ভ্রাতা নিকটস্থ হইবেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা উৎসব সুখ সম্ভোগ করিব, এ অতি আনন্দকর সংবাদ। ভাদ্রোৎসব মাঘোৎসবকে উচ্চতর মধুরতর করে, আবার মাঘোৎসব ভাদ্রোৎসবকে ভজনানন্দের ভিতরে প্রবিষ্ট করে। এই দুই উৎসব অন্যোন্যসহায়, সুতরাং সাধকগণ এ দুইয়ের কোনটিকে ন্যূন দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। উৎসবের আনন্দ যাঁহারা অপরকে বিতরণ করিবেন, তাঁহারা কোন প্রকারে বর্ত্তমান উৎসবে অনিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। উৎসবের জন্য মনকে প্রস্তুত করা প্রথম কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের যাহা অনুষ্ঠেয় তাহাতে ত্রুটি না হইলেই আমরা উৎসবের পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে সক্ষম হইব। ঈশ্বরদর্শনে নিত্য সুখ, ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা উপাসনাতে প্রচুর আনন্দ, কিন্তু সেই দিন সুখের পরাকাষ্ঠা, সেই দিন আনন্দ উথলিয়া পড়ে, যে দিন স্বর্গ পৃথিবীকে চুম্বন করে। আমাদিগের উৎসবদিনে এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়, সুতরাং উৎসবকে আমরা কোনরূপে অবহেলা করিতে পারি না। আমরা বিদেশস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলীকে সাদরে উৎসবে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আসিয়া উৎসবে যোগ দিন, উৎসবে যোগ দিয়া আমাদিগের আনন্দ বৰ্দ্ধন করুন।

পাপ ব্যভিচার অনেক সময়ে শরীর দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া তজ্জনিত ফল শরীরে লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য লোকের মনে, শারীরিক রোগ মানসিক পাপে উৎপন্ন হয়, এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে। এ সংস্কার সহজে দূর হওয়া সম্ভবপর নহে। কেন না ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণের অন্য লোকাপেক্ষা সুস্থ শরীর থাকিবার অনেক কারণ আছে। কারণ তাঁহারা ঈশ্বরে অনুরাগ বশতঃ এমন অনেক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন যাহা বহুবিধ রোগের আকর। কিন্তু যদিও মানসিক পাপ শরীরকে অযথানিয়োগ করিয়া রোগের কারণ হয়, কিন্তু এমন স্থলে অনেক আছে, যেখানে কোন পাপের কারণ না থাকিলেও অজ্ঞাত কারণে রোগ উপস্থিত হয়। যেমন দেশব্যাপী জ্বর প্রভৃতি। অনেক সময়ে সতর্ক থাকিয়াও আমরা এই সকল দ্বারা আক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারি না। এ স্থলে পাপ ও রোগ এ দুইকে কার্য্যকারণরূপে বিন্যস্ত করা অতীব অবিহিত। পাপ বাহিরের প্রকাশ নয়, মনোনিষ্ঠ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে গমনের ইচ্ছা। যেখানে বিবেক এতৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য না দেয়, সেখানে পাপ বোধ হয় না। বিবেক যে জন্য আমাদিগকে দায়ী না করে সে বিষয়ে মুখে পাপী বলা সম্ভব কিন্তু হৃদয় তাহাতে কখন সায় দেয় না। পাপ অনুমানের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়। যদি বল চিত্তের অসাড়তানিবন্ধন এ স্থলে বিবেকের বিশেষ বাণী শ্রুত হয় না অথবা যথার্থ বস্তু দর্শনে অক্ষমতানিবন্ধন বিবেক আসিয়া স্বীয় অধিকার প্রকাশ করিতে পারে না,

ইহাতেও কখন সায় দিতে পারা যায় না। কেন না যেখানে বিবেক অতী সুতীক্ষ্ণ, একটি অণুমাত্র পাপ ও পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে না, সেখানেও এতৎসম্বন্ধে বিবেকের কোন ভর্ৎসনা শ্রুতিগোচর হয় না। ফলতঃ রোগোৎপাদনের এমন অনেক সূক্ষ্মতর কারণ আছে, যাহা মানববুদ্ধির অগোচর। সে সকলের জন্য মনুষ্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। এ জন্য যেখানে স্পষ্ট অপরাধ নাই, বিবেক সেখানে পাপী বলিয়া কাহাকেও সাব্যস্ত করে না।

যখন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করি, এমন্ কি সাধন ভজন আমরা করিয়া থাকি যাহার জন্য আমরা প্রশংসাযোগ্য হইতে পারি, তখন আত্মা এমন সকল মহাত্মার ধ্যান তপস্যা কৃচ্ছ্র সাধন প্রভৃতি আনিয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করে যাহা দেখিয়া লজ্জিত এবং অধোবদন হইতে হয়। আস্ফানকধ্যাননিরত শাক্যকে এক বার অবলোকন কর, তাঁহার চক্ষু কোটরস্থ হইয়াছে, পঞ্জর ও মেরুদণ্ড বাহির হইয়া পড়িয়াছে, শরীরের রোমসকল অল্পসংঘর্ষণেই খসিয়া পড়িতেছে, তৃণ বা তুলা নাসায় দিলে কর্ণ দিয়া বাহির হইতেছে, কর্ণে দিলে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। মস্তিষ্ক এমন নিপীড়িত যেন শক্তি দ্বারা মস্তক কেহ আঘাত করিতেছে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বয়ং চেষ্টা করিয়া অবরোধ করেন নাই, অথচ ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে অবরুদ্ধ। ছয়বর্ষকাল একস্থানে যোগে উপবিষ্ট, শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে সম্যক প্রকারে জানু প্রসারণ করেন নাই। যদি বল ঈদৃশ কঠোর সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধমনোরথ হন নাই, পরিশেষে স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণপদবী লাভ করিয়াছেন, মানিলাম, কিন্তু শাক্যের যে তীব্র প্রতিজ্ঞাবল ও পুরুষকার তাহা কোথায়? সেই তীব্র প্রতিজ্ঞার বল ও পুরুষকারই তাঁহাকে কঠোর লোকাতীত সাধনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, পরিশেষে আবার তাহাই তাঁহাকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করিল। যদি আমরা সহজ পথ ধরিয়া থাকি সুখের বিষয়, কিন্তু সেরূপ পুরুষকার ও প্রতিজ্ঞাবল না থাকিলে কিছুতেই তো সে অভাব পূর্ণ হইবে না। এইরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি, আত্মজ্ঞান, উৎসর্গীকৃত ইচ্ছা প্রভৃতি বিষয়েও দেখিতে পাই প্রশংসাযোগ্য আমাদিগেতে অতি অল্পই আছে। যদি প্রশংসা পাইবার অভিলাষ থাকে, তবে এই সকল লাভ করিয়া যাহাতে প্রশংসিত হইতে পারি তজ্জন্য যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গুরুনানকের জীবন বৃত্তান্ত।

কথিত আছে, ফরিন্দে নামে এক জন সাধক মর্দ্দানাকে বাজাইবার রবাব দান করিয়াছিলেন। রবাব ও ফরিন্দে সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা জন্মসাক্ষী পুস্তকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও কথিত আছে যে মর্দ্দানা দেবশক্তিপ্রভাবে যখন রবাব যন্ত্র বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন অদ্ভুত সুমিষ্ট স্বরে তিনি এই কথাই বার বার বাজাইতে লাগিলেন যে "তুমিই নিরাকার, তুমিই নিরাকার, এবং নানক তোমার দাস।" নানক রবাবের সুমধুর ধ্বনি শুনিতে ২ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর বাহ্য জ্ঞান রহিল না। দুই দিন দুই রাত্রি নানক সমাধিতেই মগ্ন রহিলেন, আহার নিদ্রার অতীত হইয়া তিনি আপন ভাবে মত্ত রহিলেন। মর্দ্দানাও রবাবযন্ত্র সহকারে ক্রমাগত ঈশ্বরবন্দনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যথাসময়ে তিনি ক্ষুধা ও শ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। গুরুর সম্মুখে তাঁহার আদেশে তিনি ভজনে রত হইয়াছিলেন, গুরু সম্মুখে সমাধিস্থ, এই সুগম্ভীর সময়ে তিনি সঙ্গীত বন্ধ করিয়া আর আহারানুসন্ধানে যাইতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এ এক দিনের কথা নয় সর্ব্বদাই এরূপ ঘটনা হইবে। ভবিষ্যৎ চিন্তায় সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রচেতা মর্দ্দানা আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে স্থির করিলেন যে এবার যত ক্ষণ না নানকের সমাধি ভঙ্গ হয়, কোন ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া কালাতিপাত করি। তিনি চক্ষু খুলিলেই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তলবণ্ডী চলিয়া যাইব। তৃতীয় দিনে নানক নেত্র উন্মিলন করিয়া প্রিয়তমের সহবাসসুখের পরিচয় মর্দ্দানার নিকট দিতে যাইলেন, ক্ষুদ্রাত্মা ক্ষুধায় কাতর সংসারী জীব মর্দ্দানা উত্তর করিয়া উঠিলেন, "হে গুরুজী, আপনার ক্ষুধা ও দুঃখ প্রভু দূর করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগের শরীরকে এখন ক্ষুধা পরিত্যাগ করে নাই, তবে আপনার সহিত আমাদিগের একত্র বাস করা কিরূপে সম্ভব হয়? আমরা অন্ন জলের অধীন জীব, এই নির্জ্জন স্থানে এমন একটি মানুষও নাই যে তাহার নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া উদরের জ্বালা নির্ব্বাণ করি, আপনি তো চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই কাল কাটাইলেন।" নানক মর্দ্দানার কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন "মর্দ্দানা, আমার সঙ্গে থাকিলে দুঃখ এবং ক্ষুধা তো তোমার ভোগ করিতেই হইবে। যদি তুমি সে সমস্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাক, তবে আমার সঙ্গে অবস্থিতি কর, কিন্তু যদি তুমি সে সমস্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হও তবে তলবণ্ডী গমন কর।" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন "গুরুজী, আমার একটি বন্দোবস্ত হইলেই আমি এখানে থাকিতেও পারি।" নানক উত্তর করিলেন "এখানে থাকিতে হইলে প্রভুর হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। যদি তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, নতুবা তলবণ্ডী ফিরিয়া যাও।"

বিশ্বাসহীন মর্দ্দানা নানকের কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেননা। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে কিরূপে ক্ষুধা তৃষ্ণার দুঃখ আর পাইতে হইবে না, সে কথা তাঁহার মনে প্রবেশই করিল না। তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ভীত হইয়া সম্মুখে অন্ধকার দুঃখ বিপদ ও মৃত্যুই গণনা করিতে লাগিলেন এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া উঠিলেন "গুরুজী, আমি তবে তলবণ্ডীতেই চলিলাম।" নানক অতি শান্ত ভাবে কেবল এই কথা বলিয়া তখন মর্দ্দানাকে বিদায় দিলেন যে "তবে তুমি তোমার রবাব যন্ত্রখানি ভগিনী নানকীর নিকট পৌঁছিইয়া দিয়া যাইবে।"

মর্দ্দনা রবাব লইয়া সুলতানপুরে জয়রামের ভবনে উপনীত হইলেন। অনেক দিনের পর নানকী মর্দ্দানাকে দেখিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "মর্দ্দানা, আমার ভাইকে তুমি কোথায় ফেলিয়া আসিলে?" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন 'হে বিবিজী, আপনার ভ্রাতা ফকীর সাধু হইয়াছেন, তাঁহাকে দুঃখ ও ক্ষুধা আর স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার সহিত আমাদিগের মত লোকের একত্র থাকা কিরূপে সম্ভব হয়? তাই অনেক কষ্ট পাইয়া আমি অবশেষে বলিলাম যে, গুরুজী, তবে আমি তলবণ্ডী চলিলাম। গুরু আমাকে বিদায় দিয়া বলিয়া দিলেন তবে রবাব যন্ত্রখানি ভগিনীর নিকট রাখিয়া যাও আমি এই রবাবখানি দিবার জন্য আপনার নিকট কেবল আসিয়াছি।" মর্দ্দনার মুখে কথাগুলি শুনিবামাত্র নানকগতপ্রাণ নানকী আর কিছু উত্তর করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন! তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জয়রাম গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নানকী উত্তর করিলেন "ঠাকুর মহাশয়, এত দিন মর্দ্দনা আমার ভ্রাতার নিকট ছিলেন, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তিনি সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া গিয়াছেন, সর্ব্বদাই ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত ও সমাধিস্থ থাকেন। তাঁহার ক্ষুধার সময় এখন কে তাঁহাকে আহার করাইবে এবং তৃষ্ণার সময় জলই বা কে দিবে, নানক একাকী আছেন, একথা ভাবিলে আমি আর স্থির থাকিতে পারি না।" জয়রাম উত্তর করিলেন "কেন তুমি অত দুঃখ করিতেছ? আমি সর্ব্বদাই তোমার আজ্ঞাকারী। যাহা হইলে মর্দ্দানা আবার তোমার ভ্রাতার নিকট যান আমাকে তাহাই বলিয়া দেও আমি তাহাই করি।" নানকী উত্তর করিলেন "ঠাকুর মহাশয়, আমি আর আপনাকে কি বলিয়া দিব। যাহা করিলে মর্দ্দানা আবার তাঁহার নিকট গমন করেন আপনি নিজে তাহাই করিয়া দিন।" জয়রাম মর্দ্দানাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, "তুমি অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করিও না, আমরা সে জন্য দায়ী। যখন তোমরা এই সুলতানপুরের সন্নিকট থাকিবে, তোমার জন্য আমার গৃহে দুই বেলা রুটি প্রস্তুত থাকিবে। তুমি এক বারকরিয়া আসিয়া ভোজন করিয়া যাইবে। আর যদি তোমাদিগের দূরে গমন করিতে হয়, তবে এই বিশ মুদ্রা সঙ্গে রাখ, ইহার দ্বারা উদরান্ন প্রস্তুত করিয়া লইও। আর বস্ত্রের জন্যই বা চিন্তা করিতেছ কেন? এই আমার নিজের বস্ত্র গুলি তুমি গ্রহণ কর। এই সমস্ত লইয়া তুমি গুরু নানকের নিকট গমন কর, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিও, তাঁহার যেন কোথায় কোন কষ্ট না হয় সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।"

মর্দ্দানা অতিনীচ জাতীয় ডোম, এবং চিরদরিদ্র, তিনি এককালে বিশ মুদ্রা কখন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এত গুলি মুদ্রা হস্তে পাইয়া এবং অন্ন বস্ত্রের এমন সুবিধা হইল দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রবাব যন্ত্র লইয়া পর দিন আহারান্তে গুরু নানকের নিকট যাত্রা করিলেন এবং গুরুর সম্মুখে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। গুরু নানক জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মর্দ্দানা, এই রবাব যন্ত্র তুমি কেন আবার এখানে লইয়া আসিলে?" মর্দ্দানা সকল বৃত্তান্ত গুরুকে অবগত করিয়া বলিলেন "এই দেখ বিশ টাকা খরচের জন্য জয়রাম আমাকে দিয়াছেন এবং আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, এই বস্ত্রগুলিও তিনি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনার ভগিনী আপনাকে এক বার দর্শন করিতে চাহিয়াছেন।" নানক মর্দ্দানার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন," মর্দ্দানা তুমি এ কি কার্য্য করিয়াছ, তুমি জাতিতে ডোম, এখনেও ঠিক ডোমের ব্যবহার করিলে?" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "গুরুজী, আমিতো এ টাকা তাঁহাদের নিকট যাচ্ঞা করি নাই, তাঁহারা আপনারাই ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দিয়াছেন।" নানক উত্তর করিলেন "মর্দ্দনা, তুমি এখনই যাইয়া এই বিশ টাকা তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর, আর তোমার বস্ত্রের জন্যইবা চিন্তা কি, তুমি কেবল আমাদিগের প্রভুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাক, আমরা তাঁহার দাস, তিনি আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন জানিবে। তুমি তাঁহার উপর আশা সংস্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট থাক।" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন "গুরুজী, আমার সহিত আপনিও চলুন, আপনার ভগিনী আপনাকে এক বার দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন।"

. . .

ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাপুরুষদিগকে আলোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তাঁহারা স্বর্গের আলোকস্বরূপ হইয়া এই অন্ধকার রূপ পৃথিবীতে দীপ্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্ধকার পৃথিবী তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না। তাঁহাদের আন্তরিক স্বর্গীয় ভাব ও উচ্চতর আদেশ গুলি পৃথিবীর লোকদের বুদ্ধিগম্য হওয়া দূরে থাকুক, যে কয়েক জন লোক সংসারের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও সে সকল কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদিগের উচ্চতর ভাবসকল শুনিয়া সময়ে সময়ে তাঁহারা

যেরূপ সংসারাসক্তি অতি নীচ ভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুনিলে তাঁহাদিগকে অতি কৃপাপাত্র বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে, মহর্ষি ঈশা একদা স্বর্গরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেছিলেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে দুই জন অত্যুন্নত, সেই রাজত্বকে সংসারের রাজত্ব মনে করিয়া স্বর্গ রাজ্যের রাজা তাঁহাদিগের গুরুর দুই পার্শ্বে আপনারা দুই খানি রত্নময় সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মর্দ্দানা নানকের বিশ্বাস ও ভক্তির কথা না বুঝিয়া নানকীর নিকট হইতে বিশ টাকা লইয়া যেরূপ অনুপযুক্ততার পরিচয় দিলেন তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু মহাপুরুষগণ ধন্য, তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্য দিগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততা ও ঘোর সংসারাসক্তি এবং পাপের কথা সকল জানিয়াও তাঁহাদের মধ্যে এমন একটু বিশেষ দৈব গুণ দেখিতে পান, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে সংসারের লোক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারেন। অন্য লোকে তাঁহাদিগের সহিত সংসারী জীবদিগের পার্থক্য অনুভব করিতে অসমর্থ হন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পান, যদ্দ্বারা তাঁহাদের দুর্ব্বলতার মধ্যে বল, তাঁহাদের পাপের মধ্যে স্বর্গীয় পুণ্য এবং অনুপযুক্ততার মধ্যে বিধানের অপরাজিত সামর্থ্য দেখিতে পান। এই জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের অনুপযুক্ততায় কিছু মাত্র নিরাশ না হইয়া তাঁহাদের উপর এমনি বিশ্বাস স্থাপন করেন যে অন্য লোকে তাহার অর্থ কিছুই না বুঝিয়া অবাক্ হইয়া থাকে। এই কারণেই মহাত্মা ঈশা কয়েক জন মূর্খ, দেখিতে অতি নীচ ধীবর, তাঁহাদিগের জন্য স্বর্গরাজ্যের মণিময় সিংহাসন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। গুরু নানকও মর্দ্দানার নিতান্ত অনুপযুক্ততা ও নীচতা দেখিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। মর্দ্দানা যখন গুরু নানককে ভগিনী নানকীর নিকট যাইতে বলিলেন, তখন তিনি শান্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন 'অচ্ছা মর্দ্দানা আমি তোমার কথাই শুনিব। তোমাকে লইয়া আমাদিগের অনেক কার্য্য করিতে হইবে।" মর্দ্দানার সহিত গুরু নানক জয় রামেরই গৃহে আবার ফিরিয়া আসিলেন গুরু নানক নানকীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন তথাচ ভ্রাতাকে দেখিয়া নানকীর মনে এমনি ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে তিনি তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। নানক তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং মর্দ্দানাকে বিশ টাকা ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। নানকী কহিলেন "মর্দ্দানাকে এ টাকা আমরা আপনারাই দিয়াছি, সে তাহা চাহে নাই।" গুরু নানক উত্তর করিলেন, "ভগিনী তুমি কেবল আমাদিগের প্রভুর উপর নির্ভর কর। তুমি আমার বড় ভগিনী এবং ঈশ্বরভক্ত। তুমি আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর জ্যেষ্ঠার প্রার্থনায় আমার কল্যাণ হইবেই হইবে, টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলিয়া নানক ভগিনীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের প্রান্তরে উপনীত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি।

বৈদিক সন্ধ্যা।

আমরা গত বারে প্রাণায়াম; প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালের আচমন পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছি। এই আচমনের পর রক্ষার্থ মার্জ্জন। সজল কুশদ্বারা শিরোমার্জ্জন করিতে হয়। এক এক ঋকের অর্দ্ধভাগ দ্বারা ঊর্দ্ধে এবং অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা অধোতে জল নিঃক্ষেপ করিতে হয়। ঊর্দ্ধভাগে নিঃক্ষিপ্ত জল দ্বারা সর্ব্বতীর্থাভিষেক হয় অধোভাগে নিঃক্ষিপ্ত জল দ্বারা অসুরসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এখন প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে এই অসুরসংক্ষয়ের উদ্দেশ্য কি? অসুরসকল কোথায় অবস্থিত? তাহারা কি বাহিরে সর্ব্বদা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, অথবা তাহারা আমাদিগের মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে? এতৎসম্বন্ধে বেদান্তে আমরা কি দেখিতে পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে। উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনাভিভবিষ্যামইতি। ১। তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ। তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষবিদ্ধঃ। ২।" "দেবতা এবং অসুরগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। উভয়ই [পুরুষরূপী] প্রজাপতির সন্তান। দেবগণ উদ্গীথ (ওঁকার) আহরণ করিলেন, [এই অভিপ্রায়ে যে] এতদ্দ্বারা তাঁহারা অসুরগণকে পরাভব করিবেন। দেবগণ নাসিকাস্থিত প্রাণবায়ুকে উদ্গীথ সহ অভিন্ন ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই প্রাণবায়ুকে অসুরগণ পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, তাই নাসিকাস্থ প্রাণবায়ু সুরভি দুর্গন্ধি উভয়ই ঘ্রাণে প্রাপ্ত হয়, কেন না উহা পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে।" এইরূপ বাক্যে সত্য অসত্য, চক্ষুতে দর্শনীয় অদর্শনীয়, শ্রবণে শ্রবণীয় অশ্রবণীয়, মনে কল্পনীয় অকল্পনীয় উপস্থিত হইবার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই প্রতীত হইতেছে যে দুর্গন্ধ, অসত্য, অদর্শনীয়, অশ্রবণীয় ও অসঙ্কল্পনীয় যাহা কিছু আমাদিগের ভিতরে আছে তাহাকেই অসুরের (পাপের) অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া জানিতে হইবে। তান্ত্রিকপ্রণালীতে পাপপুরুষকে দগ্ধ করায়ও ইহাই উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয়। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে এই জন্যই বলিয়াছেন "দেবাসুরাঃ দেবাশ্চাসুরাশ্চ। দেবাদীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরা

স্তদ্বিপরীতাঃ। স্বেষেবাস্বসু বিষয়েষয়াসু প্রাণনক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিকাস্তম আত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব। *** সংঘেতিরে ** সংগ্রামং আকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়প্রকাশ-বৃত্ত্যভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিকাস্তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়োঽসুরাঃ। তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়বিবেকজ্যোতি-রাত্মানোদেবাঃ স্বাভাবিকতমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইত্যন্যোন্যাভিভবোত্তবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোঽনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ।" "দেব ও অসুরগণ। দিব ধাতুর অর্থ দ্যোতন (প্রকাশ), সুতরাং দেবগণ শাস্ত্রদ্বারা উদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল। অসুরগণ তাহার বিপরীত। আপনারই প্রাণ মধ্যে সর্ব্বতোব্যাপ্ত জীবনের অনুকূল প্রাণচেষ্টাতে আমোদিত বলিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল স্বাভাবিক এবং তমআত্মিক। দেব ও অসুরগণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্বাভাবিক তমোরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি অসুরগণ শাস্ত্রীয় প্রকাশবৃত্তিকে পরাভব করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইরূপ শাস্ত্রার্থবিষয়ক বিবেকজ্যোতি-স্বরূপ দেবগণ স্বাভাবিকতমোরূপ অসুরগণের পরাভব করিবার জন্য প্রবৃত্ত। এক পক্ষে আর এক পক্ষকে পরা-জয় করিবার জন্য যেমন সংগ্রাম করে, তেমনি অনাদিকাল হইতে প্রতিদেহে দেবাসুরের সংগ্রাম প্রবৃত্ত রহিয়াছে।" মার্জ্জন দ্বারা পাপ ধৌত করিয়া জলাভিষেকলাভ মার্জ্জ-নের উদ্দেশ্য এই জন্যই প্রতীত হয়। মার্জ্জনমন্ত্র কয়েকটির,

"সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো দেবতা ঋক্‌চতুর্ণাং গায়ত্রী ছন্দঃ পঞ্চমী ঋক্ দ্বয়াত্মিকা তস্যা বর্দ্ধমানা গায়ত্রী সপ্তম্যাঃ প্রতিষ্ঠা গায়ত্রী অষ্টমীনবম্যোরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অম্মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।"

ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ১॥

হে জলসকল, যেহেতুক তোমরা সুখপ্রদ, অতএব আমাদিগকে অন্নের জন্য মহৎ রমণীয় দর্শনের জন্য পোষণ কর।

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ২॥

হে জলসমূহ, স্নেহবতী মাতার ন্যায় তোমাদিগের যে কল্যাণতম রস আমাদিগকে এ পৃথিবীতে ভজাজন কর।

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৩॥ *

হে জলসমূহ, তোমাদিগের সেই রসে পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হই যে রসের নিবাসস্থানে [সকলে] প্রীতি লাভ করে। আমাদিগকে পুত্রাদি সম্পন্ন কর।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ৪॥

পানের জন্য, সর্ব্বতঃ ইচ্ছাপূরণের জন্য জলদেবীগণ আমাদিগের সুখপ্রদ হউন; রোগাদিনিবারণ জন্য চতু-র্দ্দিকে প্রবাহিত হউন।

ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং আপো যাচামি ভেষজম্। অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবম্॥ ৫॥ †

হে জলসমূহ, রোগনিবারক, প্রাণিগণের নিবাসের হেতুভূত ঔষধ যাচ্ঞা করি। চন্দ্র [আমায়] বলি-য়াছেন, জল সমূহের মধ্যে সমুদায় ঔষধ এবং বিশ্বের মঙ্গলকর অগ্নি।

ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ৬॥

হে জলসমূহ, আমার এই তনুতে প্রার্থনীয় ঔষধ পূরিয়া দাও, যে চির দিন সূর্য্য দেখিতে পারি।

ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্॥ ৭॥

হে জলসমূহ, আমাতে যে কিছু পাপ আছে, আমি যাহা কিছু অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, অথবা অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, যে কিছু মিথ্যা (আমাতে) আছে, বহন করিয়া লইয়া যাও।

ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আগহি তম্মা সংসৃজ বর্চ্চসা॥ ৮॥

হে জলসমূহ, অদ্য [তোমাদিগকে] সেবা করিলাম এবং [তোমাদিগের] রসে সঙ্গত হইলাম। হে অগ্নি, যেহেতুক তুমি পয়স্বান্, অতএব তুমি আইস, আসিয়া আমাকে তেজোযুক্ত কর।

ওঁ সস্রুষীস্তদপসো দিবা নক্তঞ্চ সস্রুষীঃ।
বরেণ্যক্রতুরহমা দেবীরবসে হুবে॥ ৯॥

[দেবতাগণের প্রতি] প্রসরণশীলা, প্রসিদ্ধ স্বর্গ ভোগ লাভের কারণ, দিবারাত্রি প্রবহমাণা, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ-সমূহের মূল সেই অপ্ দেবীগণকে রক্ষার্থ আহ্বান করি।

আমরা মার্জ্জনের উদ্দেশ্য যাহা লিখিয়াছি তাহা এই সকল ঋক্ পাঠে কথঞ্চিৎ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই সকল ঋকে পাপাপনয়নের প্রার্থনা এবং তৎসঙ্গে

---

* সামবেদীয়সন্ধ্যাপ্রয়োগে দ্বিতীয় মার্জ্জন স্থলে এই কয়েকটি ঋকমাত্র আছে। যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাতে "ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ" এই ঋক্‌টি অধিক।

† সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দুইটী ঋক্ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শেষটির মূলে এক পাদ সমধিক আছে।—"আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ।"

সঙ্গে সংগ্রামোপযোগী তেজস্বিতা লাভের উপায় অন্বেষণ আমরা দেখিতে পাই। এখন অনেকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং এতন্মধ্যে বাল্যোচিত যে সরল ভাব আছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলে অবশ্যই আনন্দ লাভ করিবেন।

অনন্তর অঘমর্ষণ। জল গণ্ডূষ নাসিকায় আরোপ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রের

অঘমর্ষণঋষির্ভাববৃত্তো দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দোঽঘমর্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ *

দীপ্যমান তপ [পর্য্যালোচনা] হইতে ঋত (অনুষ্ঠান) ও সত্য উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে রাত্রি, তাহা হইতে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিল। চক্ষুষ্মান্ বিশ্বের প্রভু অহোরাত্র বিধান করিলেন এবং পূর্ব্বানুরূপ ধাতা চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্লোক সৃষ্টি করিলেন।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল গণ্ডূষ ভূমিতলে বা বাম করে নিঃক্ষেপ করিবে। সামবেদীয় সন্ধ্যাতে "অঘমর্ষণে বিনিয়োগঃ" স্থলে "অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ" এইরূপ মন্ত্রের আরম্ভে পঠিত হইয়া থাকে। অঘমর্ষণ হউক আর অশ্বমেধাবভৃথ হউক ফলে দুই এক। অশ্বমেধের জলাভিষেকে যেমন সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, এই মন্ত্রে তাদৃশ সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, মন্ত্রপ্রয়োগের এই উদ্দেশ্য। সমুদায় পাপবিনাশ ও অশ্বমেধের সহিত এ মন্ত্রের কি সম্বন্ধ সহজে সকলের মনে প্রতীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ এই মন্ত্রপাঠে ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি মহাপাতক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়; অশ্বমেধ এবং এই মন্ত্র ফল একই, শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের নিকট ইহার যে কারণ অনুভূত হইয়াছে স্থানাভাব বশতঃ এবার আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামীতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

যোগশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

কুটীর।

শুক্রবার, ৫ ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী! একটি পাত্রে কোন বস্তু ছিল, তাহা নিক্ষেপ কর, পাত্র শূন্য হইল, আর একটী উৎকৃষ্ট সামগ্রী তাহার মধ্যে রাখ, আবার সেই পাত্র পূর্ণ হইল। এইরূপ জানিবে সংসারের প্রতি যোগীর দুই প্রকার ব্যবহার। প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে, দ্বিতীয় পথ ভিতর হইতে বাহিরে। প্রথম পথ কঠিন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে বাহিরের সংসার হইতে অদৃষ্ট অদৃশ্য জগতে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? বাহিরের জগতকেই যথার্থ পদার্থ বলিয়া জানি, তাহা ছাড়িয়া যোগের অনুরোধে কিরূপে অন্ধকারে যাওয়া যায়। বস্তু ছেড়ে অবস্তুতে, আলোক ছেড়ে অন্ধকারে, পরিচিত দেশ ছেড়ে অপরিচিত দেশে যাবে কেমন করে? অনেক লোক ছেড়ে নির্জ্জনে যাবে কিরূপে? তারাই বা যেতে দেবে কেন? যদি হঠাৎ চক্ষু মুদ্রিত কর, সংসার ছাড়বে বলে দেখবে সেই মুদিত নয়নের ভিতরেও সংসার আসবে, কেন না সংসার একটি বহুকালের পরিচিত বস্তু আর যেখানে যাওয়া হইবে সেখানে ঘোর অন্ধকার। সুতরাং বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া অনুকূল নহে। এই গতি প্রতিকূল স্রোতে। বাল্যকাল হইতে যে সকল সংস্কার, রুচি, রীতি চরিত্র হইয়াছে, তাহার বিপরীত দিকে যাইতে হইবে। যাহাকে বহুকাল সার পদার্থ বলিয়া মান্য করা হইয়াছে, তাহাকে ছায়া, অসার, অপদার্থ জানিয়া, যাহাকে অন্ধকার, শূন্য বলিয়া মনে হইত তাহার মধ্যেই যথার্থ পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। একটি উপায় শাস্ত্রেতে কথিত আছে এবং তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। জড়ের পাত্রটি শূন্য কর, মন্ত্রের বলে জড়ের গুরুত্ব বিলোপ কর। জড়কে যত দিন পদার্থ, সারবস্তু বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, তত দিন সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিবে না। যতই কেন ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বল না, যদি জড়ের অসারতা বুঝিতে না পার, তবে বাহির হইতে ভিতরে গেলেও দেখিবে সেই জড়ের উজ্জ্বলতা এবং গুরুত্ব তোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব যোগশিক্ষার্থী প্রথমেই স্বতন্ত্র জগৎকে ছায়ার মত অসার অপদার্থ বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন। এরই জন্য উপদেশ আছে, যে পরিমাণে বাহিরে অসারতা অনুভব করা হইবে, সেই পরিমাণে ভিতরের বস্তু সৎ এবং সার বলিয়া গৃহীত হইবে। যে পরিমাণে বাহিরের নদী খালি হইবে, সেই পরিমাণে ভিতরের বিশ্বাসনদীতে জল ঢালা হইবে। যাহার পক্ষে বাহিরের জগৎ পূর্ণ, তাঁহার পক্ষে ভিতরের জগৎ শূন্য। বাহিরের জগৎকে সার বলিয়া জানেন, তিনি অতি কষ্টে ঈশ্বরকে সৎ, সৎ, সৎ, বলিয়া চিন্তা করেন। তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর দর্শন, এবং ঈশ্বরকে ভোগ করা অতি কঠিন ব্যাপার। ঘট থেকে জল ঢেলে ফেল তবে আর আদর থাকিবে না। দেহ থেকে প্রাণ হরণ কর, সেই মৃত দেহের আকর্ষণ থাকিবে না। খাঁচা থেকে পাখী উড়াইয়া দাও, সেই খাঁচা আর সুন্দর রহিল না। ফল থেকে শাঁস বাহির করে নেও, খালি খোসার আর আদর থাকবে না। সেইরূপ যোগী যখন বিশ্বাসের হাত দিয়া জড় জগৎ হইতে তাহার গুরুত্ব হরণ করিলেন, তখন এত বড় প্রকাণ্ড জগৎ শূন্য খোসার ন্যায় পড়িয়া রহিল। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, জন্তু, নগর, গ্রাম, সব খোসা, সব অসার। কিন্তু যাহা হারাবে বাহিরে, তাহা পাবে ভিতরে। বাহিরের সব অসার হইল, এ দিকে ভিতরের সব জেগে উঠল। এইরূপে অন্ধকারের ভিতরে বস্তু দেখা ক্রমে হবে, এক দিনে নহে। যাহা বলিলাম তাহা সিদ্ধির অবস্থা। এইটি মনে রাখবে, সাকার আসল বস্তু নহে, নকল বস্তু। যেমন মনে কর, এক জন ধার করে বড় মানুষ হয়েছিল; সোণার মুকুট মাথায়, লোক জন লইয়া মহাসমারোহ করিয়া গাড়ী করিয়া যাইতেছিল; এমন সময় যাহা হইতে ধার নিয়াছিল, সে

---

* সামবেদীয় সন্ধ্যার প্রথম মার্জ্জন স্থলে ইটি মার্জ্জন মন্ত্রের সঙ্গেও সংযুক্ত আছে।

এসে বিল খানি দেখাইল, তার সোণার মুকুট, গাড়ী, বহুমূল্য অলঙ্কার ইত্যাদি সমুদায় কাড়িয়া লইল, তার আর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। এই গল্প সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে সত্য। পৃথিবীর ভাল গান, ভাল দৃশ্য, সমুদায় নিরাকারের কাছ থেকে ধার করা। নিরাকার হইতে ধার ক'রয়া এই সাকার পৃথিবীর বড় মানুষি। ইহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য বল শক্তি ধার করা। যাঁর ধন তিনি গ্রহণ ক'রলেন, আর নির্ধন নেড়া জগৎ পড়ে রহিল। এ দিকে সংসারের দরিদ্রতা, দুর্দ্দশা হইল, ও দিকে নিরাকার গিয়ে জেগে উঠিলেন। সাকার গেলেন অসার হবে, নিরাকারের নিজের সম্পত্তি ভিতরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এত দিন কেহ জানিত না কিরূপে নিরাকারকে বস্তু করা যায়। যোগ শিক্ষার্থী! তুমি বিশ্বাস কর, তেমনই বস্তু ভিতরে দেখা যায়, যেমন বাহিরের বস্তু সংসারীরা দেখিতেছে। কেবল ঈশ্বর সম্পর্ক নহে, কিন্তু যে গুলি বাহির হইতে গেল সমুদায় ভিতরে ধরা যাইবে। শুন নাই কি, পৃথিবীর এক দিকে যদি রাত্রি হয়, অন্য দিকে দিন হয়, আবার ঘুরাইয়া নেও গোলাকার পৃথিবীতে যে দিকে দিন ছিল, সেই দিকে রাত্রি হইল। সে দিন যেমন গোলাকার পৃথিবীর দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি যে পথিক পূর্ব্ব হইতে ক্রমশ পশ্চিমে চলিতে লাগিল, সে আবার বিমুখ না হইয়া সেই পূর্ব্বদিকে আসিল। পৃথিবী গোল না হইলে ইহা হইতে পারিত না। এই দৃষ্টান্তে এক দিকে সব অন্ধকার, আর এক দিকে সূর্য্য। এক দিকে দ্বিপ্রহরা রজনী, অন্য দিকে দ্বিপ্রহর দিবা। সংসারী বলে বাহিরের এমন দুপরের উজ্জ্বল আলো ছেড়ে কে অন্ধকারে যাবে? যোগী বলেন ভিতরের এমন বস্তু ছেড়ে কে বাহিরের ছায়া ধরিতে যাবে? যোগীর চক্ষে জগৎ এক খান প্রকাণ্ড খোসা। প্রকাণ্ড পাথরের পর্ব্বত কাগচের একখানা খেলনার মত। এই জগৎ দেখতে ঝক্ ঝক্ সোণা সোণা নয় সোণালি কাগচের মত উপরে মোড়া। ধার করে তারা সৎ, নিজের কিছুই নাই। যথার্থ পদার্থ ভিতরে। এক দুই তিন চার গুণিতে গুণিতে যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনই ভিতরের বস্তু দেখিতে দেখিতে নিরাকারের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে। চর্ম্মচক্ষের পক্ষে পৃথিবী যেমন সৎ পদার্থ, ভিতরের চক্ষের পক্ষে তেমনই নিরাকার হইবে। ঘট খালি কর, ঘট পূর্ণ হবে। আজ বাহিরের পাত্রকে খালি করিতে হইবে কেবল এই কথা বলিলাম, ঘট কেমন করে পূর্ণ করিবে তাহা পরে বলিব।

(পুঃ) বাহিরের সমুদয় অসার ভস্মরাশি ইহা জেনে ভিতরে গেলে আর ভয় নাই। বাহিরে ধনরাশি রহিল ইহা জেনে ভিতরে গেলে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

নির্গীরণং পূরণঞ্চ ঘটাদেৰ্হি যথা ভবেৎ।
এবং ক্রিয়াদ্বয়ং জ্ঞেয়ং যোগিনো যোগসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥
ত্যক্তা বস্তু কিমু চ্ছায়াং গৃহ্নীয়াজ্জনসংসদং।
উপেক্ষ্য নির্জ্জনং ঘোরতমোচ্ছন্নং কিমাশ্রয়েৎ ॥ ২ ॥
দূরে ত্যক্তেঽপি সংসারে পূর্ব্বাভ্যাসবশাৎ পুনঃ।
অন্তঃপ্রবিষ্টবত্ভাতি প্রবেশেঽন্তঃ ফলং কিমু ॥ ৩ ॥
জড়ে পদার্থতা সারবত্তা চেদনুমনাসে।
অন্তরে তমসাচ্ছন্নে শূন্যে স্যাদপদার্থতা ॥ ৪ ॥
অতোযেন জড়ং ভাতি সত্যবৎ সারবৎ সদা।
তৎ সমাকৃষ্য যোগেন তৎ ফলাবেষ্টবত্যজ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বব্যাপীশ্বর ইতি কিং স্বীকার্য্যেণ বা ফলম্।
সারবস্তু জড়মিতি মতিশ্চেন্নাপযাতি তে ॥ ৬ ॥
গুরুত্বমপনীয়াস্য জড়স্যান্তর্হৃদি ধ্রুবা।
সতঃ সর্ব্বেষু সাবসা বস্তুত্বমনুভূয়তে ॥ ৭ ॥
গতপ্রাণো যথা দেহো বারিশূন্যো ঘটো যথা।
পঞ্জরো বিহগেন্ত্যক্তঃ শস্যশূন্যং ফলং যথা ॥ ৮ ॥
এবং যোগেন গুরুতাং যদা সংহৃতবান্ জড়াৎ।
বৃহদেতজ্জগদ্ভাতি নিঃসারশল্কণং যথা ॥ ৯ ॥
পরনেপথ্যসম্ভারৈর্ভূষিতো দীনতাং যথা।
প্রত্যাবহারাদ্ ভজতে স্বামেবেদং জগত্তথা ॥ ১০ ॥
অমূর্ত্তেন সমৃদ্ধস্তন্মূর্ত্তমাসীৎ পুরা পুনঃ।
প্রত্যবহারতস্তেন লব্ধা সেয়ং দরিদ্রতা ॥ ১১ ॥
প্রত্যবহারেণ জগজ্জাতং শূন্যঘটোপমম্।
কথং স্যাৎ পূর্ণতাসৈাব বক্তব্যান্যদিনে পুনঃ ॥ ১২ ॥
অন্ধকারাবৃতা সেয়ং পৃথ্বী চেদেকভাগতঃ।
অন্যতঃ প্রোজ্জ্বলজ্যোতিঃসম্পন্না স্বর্বহিস্তথা ॥ ১৩ ॥
যোগেন তমসাচ্ছন্নং যদা জাতং বহির্জগৎ।
অন্তর্জগত্তদা ভাতি মহালোকঘটাবৃতম্ ॥ ১৪ ॥
ত্যক্ত্বা তন্ন ততো যোগী যাতুং স যততে বহিঃ।
ভস্মরাশির্বহিশ্চেন্ন ভয়ং তত্র দনে তু তৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে
সারসমাকর্ষণং নাম পঞ্চমমুপনিষৎসু
ষোড়শমনুশাসনম্।

সংবাদ।

গত ২৪ শ্রাবণ মঙ্গলবার আচার্য্যগৃহে নূতন প্রণালীতে নৃত্য হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ বহুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হইয়া নৃত্য আরম্ভ হয়। বালকগণ একত্রিত হইয়া মধ্যস্থলে এবং বয়স্কগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করেন। আমাদিগের নৃত্যে ভক্তি ও যোগ উভয়ই মিলিত। সুতরাং ভক্তির উন্মত্ততাতে যেমন নৃত্য হয়, তেমনি আবার তৎ সঙ্গে স্থির শান্ত ভাবে স্থিতি করিয়া যোগসুখও অনুভূত হইয়া থাকে। এ নৃত্যের সহিত পূর্ব্বতন নৃত্যের কোন তুলনা হয় না। প্রস্তাব হইয়াছে নূতন প্রণালীর নৃত্য নিয়মবদ্ধরূপে প্রবর্ত্তিত হইবে। এটি যে একটি অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় সাধনের প্রধান অঙ্গ হবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যাহা অনিয়ত থাকে তাহাই নিয়মানুগত হইলে সুমহৎ মঙ্গল ফল প্রসব করে।

আগামী ১২ভাদ্র রবিবারে আমাদিগের ত্রয়োদশ ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমরা আশা করি, আমাদিগের দূরস্থ বন্ধুগণ উৎসবে যোগ দান করিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র আগমন করিবেন। এই উৎসবে নূতন প্রণালীতে নৃত্য হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কে জানে কোন্ আশ্চর্য্য নবীন বস্তু উৎসবে লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ ১৫ সংখ্যা	১৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৮০৪ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরম দেব, তুমিই আমার স্বর্গ, তুমিই আমার পরলোক, তুমিই আমার শেষ গতি আমি তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই মানিতে চাই না। তুমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কাহাকে স্বীকার করিব? আমার হৃদয়ের সমগ্র প্রেম তোমারই প্রাপ্য, আমি স্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টের প্রতি সে প্রেম সমর্পণ করিতে পারি না। কে জানে ঈশা মুসা চৈতন্য নানক কবীর শাক্য মহম্মদ, কে জানে পৃথিবীর ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র পরিবার, আমার কাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, তোমার সঙ্গেই আমার সকল সম্বন্ধ। আমি কাহাকেও চিনি না তোমাকেই চিনি এবং তোমাকে চিনি বলিয়াই তাঁহারা আমার আত্মীয়, অন্যথা তাঁহারা আমার কেহ নন। তাঁহাদের জন্য তাঁহারা আমার আত্মীয় নন, তোমাতে তাঁহারা তাঁহাদিগেতে তুমি, এই জন্য তাঁহারা আত্মীয়। পৃথিবীর অত্যন্ত ব্যভিচারী ভ্রষ্ট পতিতও আমার নিকটে অতি আদরের পাত্র, কেন না তুমি তাহার মধ্যে বাস করিতেছ। আমি সকলের পদতলে এই মস্তক রাখি, কেন না তোমার মন্দিরে প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে দেবাদিদেব, কেহ কি মনুষ্যগণকে সম্মান দিতে পারে, না তাহাদিগকে প্রেম করিতে পারে, যদি দেবাধিষ্ঠান তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে না পায়? পাপ অসম্ভব না হইলে প্রেম পূর্ণাকার ধারণ করে না, যাহার সম্বন্ধে অণুমাত্রও পাপাচরণ করিবার সম্ভাবনা আছে, তৎপ্রতি প্রীতি যাইবে কি প্রকারে? মনুষ্যেতে তোমাকে না দেখিলে হিংসা দ্বেষ নীচ ভাবসকল বিদূরিত হইবে, ইহা কি সম্ভবপর? যদি ইহলোক পরলোক এক না হয়, স্বর্গভূমি না হয়, তবে মলিনতা পাপকলঙ্ক যাইবে কেন? অতি অপকৃষ্ট জঘন্য লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বর্গ দেখিতে পাইল না, সে মহাজনগণের মধ্যে স্বর্গরাজ্য দেখিলেও তাহার পাপাচার নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই, নাথ, বলিতেছি, তুমি আমার স্বর্গ, তুমিই আমার সকলই। সর্ব্বত্র আমি একমাত্র তোমাকে দেখিয়া তোমার আরাধনাতে প্রবৃত্ত, এই প্রকারে আমার সর্ব্বপ্রকার পাপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। হে দেব, আশীর্ব্বাদ কর যেন এ পাপ চক্ষু স্বর্গ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পায়, স্বর্গ দেখিতে দেখিতে যেন সর্ব্বপ্রকারের পাপবিমুক্ত হইয়া চির আনন্দসাগরে ভাসমান হয়।

ত্রয়োদশ ভাদ্রোৎসব।

এবারকার ভাদ্রোৎসব অন্যান্য ভাদ্রোৎসব অপেক্ষা সর্ব্বপ্রথমে এই এক বিষয়ে অতীব বিশেষ যে প্রেরিতমণ্ডলী এই আদেশ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহারা অপ্রণয়ের কারণসমূহ অগ্রে বিদায় করিয়া না দিয়া উৎসব করিতে পাইবেন না। দৃঢ় নিশ্চয় ছিল যে, এই বিধি পূর্ণ না হইলে উপাসক ব্রাহ্মমণ্ডলী উৎসবের কার্য্য করিবেন, প্রেরিতগণের কেহ উৎসবে ব্রহ্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে ঈদৃশ মর্ম্মপীড়াকর ঘটনা সংঘটিত হইতে দেন নাই। তাঁহার করুণায় প্রেরিতমণ্ডলী উৎসবে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন. দ্বিগুণতর আনন্দের সহিত উৎসব সম্ভোগ করিলেন। উৎসবের প্রারম্ভের সপ্তাহ এই বিধিবশতঃ কয়েক দিন একত্র মিলিত হইয়া উপাসনা হয় নাই, সকলে নির্জ্জনে একাকী উপাসনা করিয়াছেন। উৎসবের তিন দিন পূর্ব্বে বিধাতার বিধি পূর্ণ হইলে ঐ তিন দিন প্রস্তুত হইবার জন্য উপাসনা হয়। প্রথম দিবসে ধ্যানযোগে স্বর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশা মুসা চৈতন্য প্রভৃতির সহিত সম্মিলন হয়। এ দিবসে স্বর্গস্থ মহাত্মাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরেতে সাক্ষাদ্দর্শন স্পষ্ট অনুভূত হয়। ব্রহ্মেতে স্বর্গ অনুমানের বিষয় নহে, সাক্ষাদনুভবের বিষয়। ব্রহ্মই আমাদিগের পরলোক, তাঁহাতেই আমাদিগের নিত্য বাস,এ কথা মুখে বলা আর প্রত্যক্ষ করা দুই অতীব স্বতন্ত্র। লোকে যখন এই মত মুখে বলে, তখন যে কেহ তাহার অনুমোদন করে। এক বার যদি কেহ বলে এই আমি স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য মহাত্মাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম, লোকে তখনই উহা অসম্ভব বলিয়া মনে করে, লোকাতীত বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। সমাধি ভিন্ন কেহ এই স্বীকৃত সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সুতরাং সাধারণের প্রতিবাদ্য বিষয়। ব্রহ্মেতে প্রবেশ করিলে স্বর্গে প্রবেশ করা হয়, তত্রত্য অধিবাসিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইহা স্বাভাবিকযোগগম্য। মহাত্মাদিগের মানবীয় অংশ আমাদিগের সাক্ষাৎকারের বিষয় নহে, যে দেবাংশে তাঁহারা ঈশ্বরসহ অভিন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছেন, সমাধির অবস্থায় তাহাই আমাদিগের প্রত্যেক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং এ অংশ আমাদিগের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার আচ্ছাদন করে না, ঈশ্বরের মধ্যে এই সমুদায় অংশ প্রতিভাত হইয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করে। জননীর ক্রোড়ে তাঁহার স্বর্গীয় শিশুগণ এই সময়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়।

দ্বিতীয় দিনে স্বর্গস্থ গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রবিষ্ট ইমারসন্, প্রশস্তহৃদয় ডিন্‌ষ্টান্‌লি এবং মহাজনগণের সম্মানদাতা কারলাইলের সঙ্গে সম্মিলন হয়। এই দিনে বিজ্ঞানবিদ্গণের সঙ্গেও মিলনানুভব হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে পৃথিবীস্থ মনুষ্যমণ্ডলীর অভ্যন্তরে স্বর্গাবলোকন হয়। সাধক যখন স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সে সময়ে তিনি স্বর্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে স্বর্গদর্শন এই তখন তাঁহার সাক্ষাদনুভব। তিনি তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চান না। মানবের মানবীয় অসার অংশ তখন তিনি দেখেন না, ঘোর পাপীর অভ্যন্তরেও ব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া তিনি প্রণত হন। এই উচ্চ অবস্থা ভিন্ন মনুষ্য-সম্বন্ধে পাপ অসম্ভব হয় না। ঈশ্বর হইতে সংসারে প্রবেশ সময়ে যে ব্যক্তি দিব্য চক্ষু লইয়া তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারিল না তাহার সম্বন্ধে পাপ অসম্ভব হইবে কি প্রকারে?

রবিবার প্রাতে প্রথমতঃ সঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তনান্তে আচার্য্য মহাশয় সমগ্র উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উৎসবের উৎসাহে তাঁহার অসুস্থ শরীর অনায়াসে সমগ্রভার বহন করিল। আমরা বহু দিন পরে তাঁহার আরাধনায় যোগ দিলাম, সুতরাং উহা আমাদিগের

কর্ণে অপূর্ব্ব সুধা ও অপূর্ব্ব সত্য বর্ষণ করিল। আরাধনান্তে যে উপদেশ হয়, তাহা অতি সহজে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিল। তিনি বলিলেন, ধর্ম্ম সহজ এবং সুকঠিন উভয়ই, বহু সাধনেও ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ হয় না, আবার সহজে উহা সিদ্ধ হয়। তিনি আজ বহু বর্ষ হইল ধর্ম্ম-সাধন করিতেছেন, ধর্ম্মের জন্য বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু ভ্রমণ করিয়া আসিয়া দেখেন গৃহের নিত্যকৃত্য মধ্যে পূর্ণ ভাবে ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। স্নান ও ভোজন এই দুই ব্যাপারের মধ্যে সমুদায় ধর্ম্ম নিবিষ্ট রহিয়াছে। এক জন মহাত্মা স্নানে ধর্ম্মের আরম্ভ, ভোজনে উহার পর্য্যবসান করিয়া গিয়াছেন। নববিধানে নিত্যস্নান নিত্যভোজনে ধর্ম্ম। দেখ, যখন গ্রীষ্মের উত্তাপে আমাদিগের শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, পথের ধূলি আমাদিগের দেহ অত্যন্ত মলিন করে, সে সময়ে কিছুতেই অবগাহন না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। এই অবগাহনে আমাদিগের শরীর স্নিগ্ধ হয়, শরীরের ময়লা পরিষ্কার হয়। দৃশ্যতঃ এই ব্যাপার হয় বটে, কিন্তু ভিতরে অজ্ঞাতসারে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। আমাদিগের এ দেশে নিত্যস্নানের প্রয়োজন। এক দিন স্নান না করিলে আমাদিগের কত কষ্ট। শরীরে যখন অনেক দিন যাবৎ ময়লা সঞ্চিত হয়, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে যখন আমাদিগের প্রাণান্ত উপস্থিত, তখন অল্প জলে আমাদিগের কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না, শরীরের মলিনতা বিনষ্ট হয় না। এ সময়ে প্রচুর জলের প্রয়োজন। এইরূপ আমরা সংসারের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার পথের ধূলি আমাদিগের শরীরে সংলগ্ন হয়, পাপের উত্তাপে আমরা একান্ত উত্তপ্ত হই, শরীরের যদি স্নান প্রয়োজন হয়, তবে আত্মারও স্নান তেমনি প্রয়োজন। আমাদিগকে স্নান করিতে কে শিখায়? প্রকৃতি। যখন শরীর উত্তপ্ত ও মলিন, তখন এমনি ক্লেশ উপস্থিত হয় যে, কেহ শিখায় না, লোকে দৌড়িয়া গিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; ভিতরের উত্তেজনা সকলকে স্নানে প্রবৃত্ত করে। পাপ মলিনতায় আত্মা যখন অত্যন্ত অস্থির হয়, তখন হ্রদ সরোবর নদী বা সমুদ্রের অন্বেষণ করে। আত্মার জন্য হ্রদ কি, সরোবর কি, নদী কি, সমুদ্র কি? প্রার্থনা আরাধনা ধ্যান সমাধি চিন্তা এই সকল এখানে নদ নদী সরোবর সমুদ্র। যাহার আত্মাতে বহু মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, যাহার আত্মাতে পাপজনিত উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল, সে দুই একটী প্রার্থনা করিয়া কিছুতেই স্নিগ্ধ হইতে পারে না, তাহার মলিনতা কিছুতেই ধৌত হইয়া যায় না। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানের অগাধ সরোবরে নিমগ্ন না থাকিলে, তাহার কিছুতেই তাপ নিবারণ হইবে না, শরীরের পাপ-পঙ্ক ধৌত হইবে না। যখন স্নান করিলাম স্নানান্তে স্বভাবতঃ ক্ষুধা সমুপস্থিত হয়। ক্ষুধা যত প্রবল হয়, তত আহারের জন্য প্রয়াস হয়, অত্যন্ত প্রবল হইলে এক প্রকার উন্মত্ততা উপস্থিত হয়। এখানে কেহ শিখায় না, স্বাভাবিক ক্ষুধাবোধ এখানে আহারে প্ররোচক, স্নানান্তে যখন আত্মা নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ হইল, তখন তাহার ক্ষুধা উপস্থিত, ভোজনের সামগ্রী চাই। এখানে ভোজনের সামগ্রী কি? সাধুগণের চরিত্র। স্নানে স্নিগ্ধতা নির্ম্মলতা, ভোজনে তৃপ্তি ও পুষ্টি। ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মারাধনাসরোবরে স্নান করিয়া আত্মা স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হইল, বিবিধ সাধুচরিত্ররূপ বিবিধ ভোজনসামগ্রীভোজনে তৃপ্তি ও পুষ্টি উপস্থিত হইল। প্রতিদিনের স্নান ও ভোজন এইরূপে উচ্চতর ধর্ম্মের উদ্বোধক। যে ব্যক্তি স্নানে ঈশ্বরসত্তাতে অবগাহন করিতে পারে, ভোজনে সাধুগণের চরিত্র অন্তরস্থ করিতে পারে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করে। এইরূপে ধর্ম্ম অতি সহজ, ইহার বিপরীত অবস্থায় ধর্ম্ম অতি কঠিন।

মধ্যাহ্ন কালে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা প্রার্থনা করেন। তৎপর শাক্যমুনিচরিত

হইতে শাক্যের সাধন ও সিদ্ধি এবং তত্ত্বকুসুম হইতে সাধনতত্ত্ব পঠিত হয়। অনন্তর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা হয়। পাঁচটার সময়ে নূতন প্রণালীতে যাঁহারা নৃত্য করিবেন, তাঁহারা বেদীর সম্মুখস্থ ভূমি অধিকার করেন। কতক ক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনের পর কেন্দ্র স্থানে একটি বালকের হস্তে পতাকা, মধ্যে বালকগণ, তৎপর যুবাগণ, তৎপর বয়স্থ ব্যক্তিগণ গোলাকার হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করেন। এক এক বার প্রমত্ত ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য, এক এক বার স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কীর্ত্তন ও হৃদয়ে যোগসম্ভোগ, এই প্রণালীতে ভক্তি ও যোগের ব্যাপার একত্র সম্পন্ন হয়। নৃত্যকারিদিগকে স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ কথঞ্চিৎ ক্লেশানুভব করিতে হইয়াছিল। দুই বার মাত্র ঐ শ নৃত্য অনুষ্ঠিত হইল, সময়ে উহা যে সুনিয়মে নিয়মিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই নৃত্যে উৎসাহ ও প্রমত্ততা এবং তৎসহ শান্তভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। নৃত্যেও যোগ ও ভক্তির সম্মিলন, ইহা অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য।

সায়ঙ্কালে ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের বিষয় এই যে, প্রতি আত্মার ভিতরে পবিত্রাত্মা হইয়া পরমেশ্বর অবতীর্ণ আছেন। ইনি আমাদিগকে সমুদায় সাধু কার্য্যে মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। মনুষ্য অন্ধতা বশতঃ এই পবিত্রাত্মার কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া মনে করে, এজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সুমধুর যোগ কিছুতেই বুঝিতে পারে না। আমাদিগের কর্ত্তব্য এই, যাহা পবিত্রাত্মার কার্য্য তাহা আপনাতে আরোপ করিয়া অন্ধ না হই। আমাদিগের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ এই যে উহা প্রত্যেক সাধককে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগে নিবদ্ধ করে, এই যোগ কাটিয়া দিলে পবিত্রাত্মার ক্রিয়ানুভব কখন হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতাতে সম্মিলন।

স্বাধীনতা সম্মিলনের হেতু এ কথা শুনিলে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে স্বাধীনতার প্রাবল্য সেখানে কেহ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সুতরাং কাহারও সঙ্গে কাহার মিলন হয় না, ইহাইতো আমরা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি। এখন যদি কেহ বলেন, তোমরা সকলে স্বাধীন হও, তোমাদিগের মধ্যে সম্মিলন না হইয়া যায় না, তাঁহার কথা আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব ? হয় তিনি উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, নয় অতি গভীর জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, যাহা বুঝিবার সামর্থ্য আজও পৃথিবীর হয় নাই।

স্বাধীনতাতে সম্মিলন, এ কথা বলিলে স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ অগ্রে নির্দ্ধারণ হওয়া আবশ্যক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেও স্বাধীনতা শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছি, আবার পুনরায় প্রবন্ধের পূর্ণতাসাধন জন্য অর্থ নির্দ্ধারণ করিতেছি। স্ব শব্দে আপনি। আপনি আপনার অধীন হইলে তাহাকে স্বাধীন বলে। মানুষ কোন্ সময়ে আপনি আপনার অধীন ? যখন সে কোন প্রকার বাসনা বা তৃষ্ণার অধীন নহে। এ প্রকার অবস্থা কি কখন সম্ভবপর ? শরীরধারী জীব স্বভাবতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণাদির অধীন, সে আপনি আপনার বশে কি প্রকারে থাকিবে ? শরীররক্ষার্থ ক্ষুধাতৃষ্ণাদির অনুসরণ করিতে হইলেও এখানেও লোকে স্বাধীনতা অনুভব করে। যে ব্যক্তি আহারাদিবিষয়ে শরীররক্ষার্থ যতদূর প্রয়োজন তাহারই অনুসরণ করে, কোন প্রকার অযথা আহার ব্যবহারের অধীন নহে, সে ব্যক্তি স্বাধীনতার সুখ সর্ব্বদা প্রাপ্ত হয়। কেন না স্বাধীনতা শব্দের অর্থ এই যে স্বাধীনভাবে গ্রহণীয় অগ্রহণীয় স্থির করিয়া যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে; অধীনতা বশতঃ মনোনয়নে কোন প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। কামক্রোধাদি সর্ব্বদা আমাদিগের স্বাধী-

নতা অপহরণ করে, এই সকলকে স্ববশে রাখিয়া যথোপযুক্তরূপে বিষয়সেবা স্বাধীনতা। মনুষ্যের স্বাধীনতার মূলভূমি কোথায়? বিবেক। কেন না সমুদায় ইন্দ্রিয়, সমুদায় প্রবৃত্তি এক বিবেকের অধীনে থাকিলে তবে আমাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ স্বাধীনতাসুখ সম্ভোগ করে। ইহাকেই আমারা আমাদিগের ব্যক্তিত্ব বলি। এই ইচ্ছা নিত্য বিবেকযুক্ত, বিবেকহীন ইচ্ছা আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়া অপরের অধীন হইয়া যায়। কোন২ দার্শনিক মনুষ্যের অভ্যন্তরে দ্বিবিধ আমি নির্দ্ধারণ করেন, এক নিকৃষ্ট এক উৎকৃষ্ট আমি। উৎকৃষ্ট আমিই বিবেক, এবং উহাই স্বশব্দের বাচ্য।

কোন কোন সম্প্রদায় প্রতিজনের বিবেকের স্বাধীনতা দিতে গিয়া অত্যন্ত অসম্মিলন উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং বিবেকোত্থিত স্বাধীনতা ও সম্মিলন একই সময়ে উপস্থিত হইবে কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? এ প্রকারে সম্মিলন হয় না বলিয়া কোন এক ব্যক্তিবিশেষের অধীনতা কোন কোন সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় কথঞ্চিৎ সিদ্ধও হইয়াছে। এই দ্বিবিধ প্রকারের সম্প্রদায়ের এক পক্ষ না এক পক্ষ যথার্থ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা বিবেককে উৎকৃষ্ট আমি বলিয়া প্রথম সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া অপর সম্প্রদায়ের সহ বিচ্ছিন্ন হইলাম, অনেকে মনে করিতে পারেন; কিন্তু মূলতঃ আমাদিগের উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ আছে। আমরা বাহিরের কোন ব্যক্তিকে মিলন জন্য মধ্য বিন্দু স্বীকার করি না, কিন্তু বিবেক যন্মূলক তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া বিবেকই দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের অধীনতা বিবেকাধীনতা, পূর্ণস্বাধীনতা। এখানে একের সহিত সম্মিলনে তৎসহ সম্মিলিত সকলের সঙ্গে সম্মিলন হইতেছে। এই প্রকারে উভয় সম্প্রদায় উদার এক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

যে সম্প্রদায় ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীনতা লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহারা বিবেককে সিংহাসন দেন নাই, বিচারশক্তিকে রাজা করিয়াছেন। বুদ্ধ্যনুসারিণী বিচারশক্তি প্রতি ব্যক্তির ভিন্ন, সুতরাং এই সম্প্রদায়ে সম্মিলন উপস্থিত না হইয়া ভিন্নতা সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। বিবেকে ঈশ্বরের বাণীশ্রবণ, ইহাতে ভিন্নতার সম্ভাবনা নাই, তবে এই এক সম্ভাবনা আছে যে, আত্মার অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোকলাভ এবং অলাভ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে অসম্মিলনের বিষয় নাই, কেন না যে বিষয়ে আমি আলোক লাভ করিলাম না, অন্যে লাভ করিলেন, কালে আমারও লাভের সম্ভাবনা রহিল, সেখানে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা এবং সম্মাননা ভিন্ন বিবোধ ও বিবাদের সম্ভাবনা কোথায়? ঈশ্বরের নিকট হইতে আত্মাতে যে আলোক আইসে তাহা দুই ব্যক্তিতে কখন বিরুদ্ধ হয় না। সুতরাং এক জনেতে যখন আলোক লাভ হইল, অপর ব্যক্তি তাহার বিরোধে কখন দণ্ডায়মান হইতে পারেন না, এই বলিতে পারেন যে এতৎসম্বন্ধে আলোক লাভ করি নাই, আমি বিরোধীও হইব না অনুসরণও করিব না। যত দূর পর্য্যন্ত উভয়ের আলোক সমান উহাই সম্মিলনের ভূমি হইয়া রহিল, তদনন্তর পরস্পরের শ্রদ্ধা সম্মাননাতে সমুদায় বিবাদের ভূমি উন্মূলিত হইয়া গেল।

আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সাধারণের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল কালের উন্নতমনা লোকদিগের মধ্যে হৃদয়ের একতা সর্ব্বদা সমুপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সময় বা দেশসম্বন্ধে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও তাঁহাদিগের হৃদয়ের এমন একতা যে তাহা কোন কালে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যাহা

উন্নতমনা লোকদিগের মধ্যে সম্ভবপর, তাহা সময়ে সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবীতে কখন লোকসমাজে সম্মিলন উপস্থিত হইবে না, যত ক্ষণ না প্রকৃত স্বাধীনতা সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কালের বা দেশের ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়াও যাঁহারা স্বাধীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরস্পর যখন পূর্ণ একতা হইয়াছে, তখন এই স্বাধীনতাতেই একতা হইবে সন্দেহ নাই। একবিধ আলোকে চক্ষুষ্মান্ হইয়া পদচারণ এই একতার মূল। ঈশ্বর বিবেকচক্ষুর আলোক, সেই আলোকে চলিলে সকলে একই পদার্থ দেখিতে পান, সুতরাং সূক্ষ্ম পদার্থনিচয়সম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় না। যেখানে কেবলই অনুমান, সেখানেই অসম্মিলন। নববিধান এই পূর্ণ স্বাধীনতা পৃথিবীকে অর্পণ করিতে আসিয়াছেন, যে স্বাধীনতাতে সমুদায় বিবাদ বিসংবাদ তিরোহিত হইবে, যথার্থ ভ্রাতৃসম্মিলন পৃথিবীতে সমুপস্থিত হইবে।

আমরা স্বাধীনতার পক্ষপাতী। এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নহে, অবাধ্যতা নহে, এক ঈশ্বরের পূর্ণ অধীনতা। এই অধীনতা আত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা। ঈশ্বরাধীনতার অর্থ আত্মার আলোকমধ্যে বিচরণ, সুতরাং উহা তাহার গতিরোধ নহে, অব্যাহত গতিতে অগ্রেসরণ এই আলোকের অভাবে ইন্দ্রিয়গণ, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, বিচার, তর্ক, সংশয় প্রভৃতি আত্মার স্বাধীন গতি অবরোধ করে, চক্ষু আবৃত হইয়া গিয়া উহা এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির এই প্রকার দৃষ্টিবিকারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রতিবোধ উপস্থিত হয় এবং নিজ নিজ প্রতিবোধ লইয়া পরস্পরে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। আলোকে বিচরণ করিলে আর এ বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মা তখন অপ্রতিহত গতিতে সমুদায় সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখে, অনুভব করে, স্বাধীনভাবে অগ্রেসর হয়। এইরূপে যাহারা চক্ষুষ্মান্ হয়, তাহারা এক বস্তু এক তত্ত্ব অনুভব বশতঃ একতার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মিলনের সুখানুভব করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

আগামী শনিবার নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় হইবে; যাঁহারা ধর্ম্মাভ্যাস করিবেন, তাঁহারা নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত, ইহা একটু স্থানচ্যুত বলিয়া প্রতীত হয়। ধর্ম্মের সাধন চির কাল কঠোর, তাহাতে আমোদসাধন নাট্যাভিনয় কেন? দেশীয় শাস্ত্রে নাটককে ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তিনের সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা অর্থপ্রয়াসী তাহারা ইহার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, যাহারা আমোদাভিলাষী তাহারা আমোদের জন্য নাট্যাভিনয় করে, যাহারা ধর্ম্মসাধন করে, তাহারা এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম সাধন করিয়া লয়। নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়ে এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য প্রাচীন কালেও ছিল এবং ইহা ভক্তিমার্গের অঙ্গীভূত। "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ" এই নিষেধ থাকাতে কাব্য নাটক প্রায়শঃ দেবপদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের চরিত্র লইয়া বর্ণিত হইত। নাটকে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রধানতঃ নাটকগুলিও তাদৃশ ব্যক্তিগণের চরিত্র লইয়া লিখিত। ধর্ম্মেতে যাঁহারা মধুরস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা ধর্ম্মের যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সঙ্গীত ও নাটকচ্ছলে তাঁহারা তাহা সাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিতে ব্যগ্র। যে কোন উপায়ে লোকদিগকে ধর্ম্মের দিকে আনয়ন করা যায়, আপনাদিগের ধর্ম্মকে আরও দৃঢ়মূল করিতে পারা যায়, তাহাতে তাঁহারা অলস থাকিতে পারেন না। নাটক লোককে উন্মার্গগামী করে, তাহাই আবার তাহাদিগকে সহজে সৎপথে আনয়ন করিতে সক্ষম। সঙ্গীত ধর্ম্মের উচ্চতর অঙ্গ অথচ কুলোকের হস্তে পড়িয়া তাহা সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া রহিয়াছে। কাব্য নাটক প্রভৃতি কিছুই লোককে অসৎপথে প্রেরণ করিবার জন্য হয় নাই, উহারা লোকের হৃদয়ে ধর্ম্ম জ্ঞান নীতি প্রভৃতি সহজে মুদ্রিত করিয়া দিবে বলিয়া সমুৎপন্ন। নাটকের স্বাভাবিক এই মহদুদ্দেশ্য জন্য আমরা নাটকের অভিনেতা হইতে লজ্জিত নহি, কেন না এ সংসারে আমরা এক এক জন অভিনেতা হইয়াই আসিয়াছি। এ নাটক অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইবে, আমাদিগের প্রতিজনের এ পৃথিবীতে অভিনয় জীবনান্ত পর্য্যন্ত। অভিনেতৃগণ যথোপযুক্ত-

রূপে তাঁহাদিগের স্বত্বত্যাগের অভিনয় করিলে, তাঁহারা অবশ্য তাঁহাদিগের পরম প্রভু হইতে পুরস্কৃত হইবেন। কেন না তিনি এই জগন্নাটকের যে প্রকার প্রবর্ত্তক, তেমনি ধর্ম্মসমন্বয় নাটকেরও প্রবর্ত্তক।

—

দিন যত যাইতেছে তত আমরা দেখিতে পাইতেছি, ধর্ম্ম নামে যাহা অভিহিত হয় তাহার মূল অতি বিশুদ্ধ, যদিও দৃশ্য ফল অতিতিক্ত এবং বিষাক্ত। মূল বিশুদ্ধ হইলে ফল কি প্রকারে তিক্ত ও বিষাক্ত হইতে পারে? সমগ্র বৃক্ষ ফল দ্বারা পরিচিত হয়। ধর্ম্মবৃক্ষ হইতে যদি অসদৃশ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা অবিমিশ্র সত্য ও মঙ্গলের নিদান বলিয়া কি প্রকারে গৃহীত হইতে পারে? কোন একটি সুন্দরসুমিষ্টফলপ্রদায়ী বৃক্ষে যদি একটি তিক্তফল উপবৃক্ষ সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং এই বৃক্ষ মূলবৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, তবে দৃশ্যতঃ উপবৃক্ষের ফলই মূলবৃক্ষের ফল বলিয়া গৃহীত হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধে ইহাই ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা অতি ঘৃণিত তান্ত্রিকাচারকে গ্রহণ করিতে পারি। এ আচারের মূল সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন। যাহা লোকের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত, তাহার মধ্যেও ব্রহ্ম অবলোকন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কে বলিবে, এ মূলই দোষাবহ। ঘোরতর ব্যভিচারিণীর মধ্যেও ব্রহ্মের স্থিতি কে অস্বীকার করিবে? যে ব্যক্তি বাহিরের ব্যভিচারিণীকে দৃষ্টি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে, ব্যভিচারঘটিত পাপ কোন প্রকারে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এমন প্রশংসনীয় মূল হইতে এরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইল কেন? অদ্বৈতবাদ এবং উপাসনাপ্রণালীঘটিত ভ্রান্তির জন্য সন্দেহ নাই। ইষ্টদেবতার তুষ্টিসাধন জন্য ফলপত্রপুষ্পাদি উপহার অর্পণ প্রাচীন প্রণালী, এই প্রণালী এ স্থলে সর্ব্বনাশের মূল। যদি ব্যভিচারিণীতে ইষ্টদেবতা আছেন ইহা ঠিক হয়, এই ব্যভিচারিণী এবং ইষ্টদেবতা যদি অভিন্ন পদার্থ, তাহা হইলে তাঁহার সন্তুষ্টি জন্য তাহার মনোমত অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ব্রহ্ম বিশুদ্ধ পদার্থ, ব্যভিচারীর মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার ব্যভিচার দ্বারা সংস্পৃষ্ট নন। ব্যভিচারীর সন্তোষসাধন ব্রহ্মের সন্তোষ নয়, অধ্যাত্মযোগ ভিন্ন তাঁহার সন্তুষ্টি সাধন নাই, ইহা জানিলে এই বিশুদ্ধ মূল হইতে কখন বিষময় ফল উৎপন্ন হইত না।

বড় বড় বুদ্ধিমান্ লোক পরলোকসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় নহেন, ইহা দেখিয়া অনেকের মন তৎসম্বন্ধে সংশয়াপন্ন। ঈশ্বরসম্বন্ধে সংশয় এক প্রকার অসম্ভব, কেন না কোন না কোন প্রকারে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হয়। পরলোক সম্বন্ধে এ প্রকার অপরিহার্য্যতা নাই বলিয়া এতৎসম্বন্ধে সংশয় সহজে মনকে অধিকার করিয়া থাকে। পরলোক তবে কি অপ্রামাণ্য সামগ্রী? কখনই নহে। ঈশ্বর যত দিন গণিতের স্বীকার্য্যের ন্যায় কেবল স্বীকৃত হন, হৃদয়ের বস্তু হন না, তত দিন পরলোকসম্বন্ধে সংশয়জ্ঞান থাকে। ঈশ্বর নিজে প্রত্যক্ষ হইলে, তৎসহ পরলোক আমাদিগের নয়নগোচর হয়। ঈশ্বরেতে আত্মস্থিতি এবং তাহার নিত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে পরলোক আর অপ্রামাণ্য বিষয় থাকে না। আত্মস্থিতি এবং অপরাপর আত্মার স্থিতি যুগপৎ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, ইহাই পরলোকে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে ঈশ্বরেতে স্বর্গ দৃষ্ট হয়। সকল মহাত্মা ঈশ্বরেতে নিত্য বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহবাস ঈশ্বরেতে অনুভব করাই স্বর্গভোগ। যে ব্যক্তিসম্বন্ধে ইহা হইল না, তাহার এতৎসম্বন্ধে সংশয়জ্ঞান কখন তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ পরলোক অস্বীকারও না করেন, তথাপি তাঁহার পরলোক প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। এখানেই যিনি পরলোকের আমোদ প্রাপ্ত না হইলেন, তাঁহার ধর্ম্ম এবং তজ্জনিত সুখ কিছুতেই পূর্ণ হইল না। আমরা বুঝিতে পারি না, এক জনের প্রগাঢ় ঈশ্বরদর্শন কি প্রকারে হইতে পারে, যদি তৎসহ তদবস্থিত স্বর্গ সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ না হয়।

প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি।

বৈদিক সন্ধ্যা।

জলগণ্ডূষ নাসিকায় অর্পণ করিয়া "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে অশ্বমেধের অভিষেক তুল্য কেন হয়, তাহার কারণ আমরা লিখিব বলিয়াছি। বৃহদারণ্যকের আরম্ভেই আমরা দেখিতে পাই "ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্ব্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্ব্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যম্। দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতা সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি; উদ্যন্ পূর্ব্বার্দ্ধো নিম্লোচন্ জঘনার্দ্ধো যদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদ্যোততে, যদ্বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্ * * * হয়ো ভূত্বা দেবানবহৎ বাজী গন্ধর্ব্বানর্ব্বাসুরানশ্বো মনুষ্যান্ সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রোযোনিঃ। * * * সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্বনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্ যদশ্বৎ তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুধ্যৈবামন্যত। তং সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ।" যজ্ঞীয় অশ্বের উষা মস্তক।

ঐ যজ্ঞীয় অশ্বের সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, বৈশ্বানর অগ্নি বিস্তৃত মুখ, সংবৎসর আত্মা, আকাশ পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর, পৃথিবী পা রাখিবার স্থান, দিক্‌সকল উভয় পার্শ্ব, অবান্তর দিক্ সকল পার্শ্বাস্থি, ঋতুগণ অঙ্গ, মাস অর্দ্ধ-মাস পর্ব্ব, অহোরাত্রসকল পদ, নক্ষত্রসমুদায় অস্থি মেঘসকল মাংস। সিকতা (বালুকাময়ভূমি) উদরস্থ অর্দ্ধ জীর্ণ অশন, নদীসকল নাড়ী, পর্ব্বতসকল যকৃৎ ও ক্লোম, ওষধিসকল বনস্পতিসকল লোম। পূর্ব্বার্দ্ধ তুলিয়া নিম্নার্দ্ধ নামাইয়া যে জৃম্ভা ত্যাগ করে উহাই বিদ্যো-তন (মেঘবিদারণ), শরীর যে কাঁপায় উহাই গর্জ্জন, মূত্র যে ত্যাগ করে উহাই বর্ষণ। বাক্যই উহার বাক্ (হ্রেষা)। *** "হয়" হইয়া ইনি দেবতাদিগকে "বাজী" হইয়া গন্ধর্ব্বদিগকে "অর্ব্বা" হইয়া অসুরদিগকে, অশ্ব হইয়া মনুষ্যদিগকে বহন করিয়াছেন। সমুদ্রই ইহাঁর বন্ধু, সমুদ্র (ইহাঁর) উৎপত্তিস্থান। *** তিনি (প্রজাপতি) ইচ্ছা করিলেন এই আমার শরীর পবিত্র হউক, এতদ্দ্বারা আমি আত্মবান্ হই। তদনন্তর তিনি অশ্ব হইলেন। [প্রাণ-বিয়োগে *] যাহা স্ফীত হইয়াছিল, তাহাই [প্রাণসমাগমে] মেধ্য হইল। এজন্যই অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব। ইহা এইরূপ যে জানে, সেই অশ্বমেধ কি জানে। সেই অশ্বকে অনবরুদ্ধ রাখিয়া তিনি অন্য চিন্তায় ছিলেন। সংবৎসরের পর আত্মার্থ তাহাকে হনন করিলেন, অন্যান্য পশু দেবতাদিগকে দিলেন।" ভাষ্যকার ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিয়াছেন, "যস্মাচ্চৈবং প্রজাপতিরমন্যত তস্মাদেবমন্যোঽপ্যনেন বিধিনাত্মানং পশুমশ্বং মেধ্যং কল্পয়িত্বা সর্ব্বদেবতাত্মকং প্রোক্ষমাণ আলভ্যমানম্বহং মদ্দেবতা এব স্যাম্। অন্য ইতরে পশবো গ্রাম্যারণ্যা যথাদৈবতমন্যাভ্যো দেবতাভ্য আলভ্যন্তে মদবয়বভূতাভ্য এবেতি বিদ্যাৎ।" "যেহেতুক প্রজাপতি এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, অতএব অন্যেও এইরূপ বিধিতে আত্মাকে মেধ্য অশ্ব পশু কল্পনা করিয়া আমি এখন সকল দেবতার, জলাভিষেক এবং বধ করিয়া আত্মদৈবত হই। যে যে দেবতার যে যে গ্রাম্য আরণ্য পশু † তাহাও বধ করা হইয়াছে, এ সকল দেবতা আমারই অবয়ব-ভূত, এইরূপ জানিতে হইবে।" ভাষ্যব্যাখ্যাকর্ত্তা আরম্ভে লিখিয়াছেন "অশ্বমেধাধিকারী হি সত্যশ্বে কর্ম্মণো বীর্য্যবত্তর-ত্বার্থং কালাদিদৃষ্টিরশ্বাবয়বেষু কুর্য্যাৎ। তদনধিকারী তু অশ্বাভাবে স্বাত্মানমশ্বং কল্পয়িত্বা স্বশিরঃপ্রভৃতিষু কালাদিদৃষ্টিকরণেন প্রজাপতিত্বং সম্পাদ্য প্রজাপতিরস্মীতি বিজ্ঞানাৎ তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতেতি ভাবঃ।" "যাহার অশ্বমেধে অধিকার আছে, সে ব্যক্তি অশ্ব থাকিলে অনু-ষ্ঠানকে বীর্য্যবত্তর করিবার জন্য অশ্বের অবয়ব সকলেতে কালাদি দৃষ্টি করিবে। যাহার অশ্বমেধে অধিকার নাই সে ব্যক্তি অশ্বের অভাবে আপনার আত্মাকে অশ্ব কল্পনা করিয়া আপনার শিরঃপ্রভৃতিতে কালাদিদৃষ্টি করত প্রজা-পতিত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক আমি প্রজাপতি এই জ্ঞানে তদ্ভাব লাভ করিবে।"

সমুদায় চরাচরকে পুরুষ কল্পনা করিয়া বলিদান পুরুষ সূক্তে স্পষ্ট আছে। অঘমর্ষণ মন্ত্রটি ১০ মণ্ডলের ১৯০ সূক্তের ১। ২। ৩ ঋক্। পুরুষ সূক্ত ১০ মণ্ডলের ৯০ সূক্ত। ইহার ৬ ঋক্ হইতে পুরুষকে বলি কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ ১০ মণ্ডলের ৮১ সূক্তের ৫। ৬ ঋকে বিশ্বকর্ম্মা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। এই ব্যাপারটি বৈদান্তিক সময়ে আত্ম-সম্বন্ধে কল্পনা করা হইবে ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। অঘমর্ষণ মন্ত্রে যে সকল উপাদান আছে, তাহা বৃহদারণ্যক-কথিত অশ্বসম্বন্ধে সমুদায় প্রায় ঠিক আছে। অঘমর্ষণমন্ত্রকে অশ্বমেধাবভৃথ বলিয়া পরিগ্রহ করিবার সঙ্গে এই কল্পনার যে যোগ আছে সুতরাং সহজে প্রতীত হয়।

ফলতঃ সন্ধ্যার প্রথম ভাগ জলসংস্কারের ব্যাপার। অঘমর্ষণ মন্ত্র জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া তিন বার পাঠ করিবার নিয়ম আছে। এই অঘমর্ষণ ক্রিয়া তান্ত্রিক মতে অন্য প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, কিন্তু তাহারও উদ্দেশ্য পাপ-প্রক্ষালন। জলের দ্বারা শরীরের মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তৎসহ মনেরও মালিন্যপ্রক্ষালন তদুপযোগী স্তোত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়। বাহিরে যখন উপাসক জলমগ্ন হইয়া শরীরের মালিন্য দূর করিতেছেন, অমনি অন্তরে অন্তরে স্তোত্র বা প্রার্থনাযোগে মানসিক সমুদায় প্রকারের পাপ মলিনতা বিদূরিত করিতেছেন, সমুদায় অঘমর্ষণ ক্রিয়ার এই লক্ষ্য। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে সেখানে ইষ্টদেবতার আবির্ভাব কখন সম্ভবে না। সুতরাং সূর্য্যোপস্থানের পূর্ব্বে অম্মার্জ্জন অঘমর্ষণ ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অনন্তর সূর্য্যাভিমুখ হইয়া গায়ত্রীযোগে তিন বার জলা-ঞ্জলি অর্পণ করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অথবা অসংযুক্তপার্ষ্ণি বা একপাদ বা অর্দ্ধপাদ হইয়া সূর্য্যোপস্থান সম্পন্ন করিবে। প্রাতঃসূর্য্যোপস্থান মন্ত্রের,

কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥১॥

সমুদায় দেবগণের আশ্রয়, মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষু, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগতের আত্মা, আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিত সূর্য্য আশ্চর্য্যভাবে উদিত হইলেন।

---

* "প্রাণো বৈ যশো বীর্য্যম্।" যশ ও বীর্য্যই প্রাণ।

† অশ্বমেধে কেবল অশ্ব বধ করা হয় না, তৎ সহ অনেকগুলি পশু ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জন্য বধ করা হয়।

ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ॥ ২ ॥

মনুষ্য যেমন যোষার পশ্চাৎ অনুসরণ করে, সুন্দরী দেবী উষাকে সূর্য্য তেমনি অনুসরণ করেন। যে উষাকালে স্বর্গে ক্রীড়াকরণেচ্ছু যজমানগণ কল্যাণার্থ মঙ্গলকর ক্রিয়া বিস্তার করেন।

ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥ ৩ ॥

সূর্য্যের হিতকর কল্যাণকর হর্ষজনক জগদ্ব্যাপ্ত সর্ব্বতঃ প্রসৃত হরিদ্বর্ণ রশ্মিসকল অবনত হইয়া আকাশের পৃষ্ঠে স্থিতি করত তৎক্ষণাৎ আকাশ ও পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়া পড়ে।

ওঁ তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সঞ্জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ৪ ॥

সূর্য্যের ইহাই দেবত্ব ও গৌরব যে ইনি সমুদায় জগতে গগনমণ্ডল হইতে রাত্রিনিবারণ ও রাত্রিপ্রবর্ত্তনার্থে সকলের জন্য কিরণসমূহ বিস্তার করেন এবং উপসংহার করেন।

ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সম্ভরন্তি ॥ ৫ ॥

আকাশের ক্রোড়দেশে মিত্র ও বরুণের সেই রূপ সূর্য্য (প্রতিষ্ঠিত) করেন, (যদ্দ্বারা সমুদায় জগৎ) অবলোকন করেন। ইঁহার এক রূপ অনন্ত, এক রূপ শুক্ল, এক রূপ কৃষ্ণ দিক্‌সকল ধারণ করে।

ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৬ ॥

অদ্য সূর্য্যোদয়ে হে দেব [রশ্মি] সমূহ, আমাদিগকে পাপ হইতে এবং দুর্নাম হইতে নির্ম্মুক্ত কর। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী এবং আকাশ আমাদিগের সেই [বাক্যকে] আদৃত করুন। *

[ক্রমশঃ]

* "ওঁ চিত্রং দেবানাং" এবং পরবর্ত্তী "ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং" এই দুইটী ঋক্, সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে এবং যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে এ দুয়ের অতিরিক্ত "ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্॥" মন্ত্র প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়ং সূর্য্যোপস্থানে ব্যবহৃত হয়।

গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত।

নানকীর গৃহ হইতে বিদায় লইয়া গুরু নানক ইমনাবাদে আসিয়া ভাই লালো নামক এক জন সাধুর গৃহে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। জনমসাক্ষী পুস্তকে এই স্থানে কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। ভাই লালোর গৃহে নানক অবস্থিতি করিলে ভাই মর্দ্দানা তালবণ্ডী যাত্রা করিলেন। নানক কর্ম্মত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলে, ভাই বালা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পূর্ব্বেই তালবণ্ডীতে আসিয়াছিলেন। নানকের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের কথা কালু পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন এবং এজন্য ভাই বালাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। বালা সর্ব্বদাই নানকের সহিত থাকিতেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি বালার দোষেই নানকের এরূপ হইয়াছে। বালা যথাসাধ্য আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মর্দ্দানা যখন কালুর নিকট উপনীত হইলে উত্তেজিতচিত্ত কালু তাহার প্রতি যথেষ্ট গালী প্রয়োগ করিলেন। সরলচিত্ত অজ্ঞ লোকেরা স্ত্রীপুত্রের মায়ায় বদ্ধ তাহারা আপন স্ত্রীপুত্রের দোষ অধিক হইলেও অনেক সময় তাহা দেখিতে পায় না এবং সে জন্য দাস দাসী প্রতিবাসীদিগকে দায়ী করিয়া তাহাদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। নানকের পিতা কালু পুত্রের বৈরাগ্যের জন্য তাঁহার সহচরদিগের প্রতিই অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। ভাই মর্দ্দানার প্রত্যাগমনের কথা নানকবিশ্বাসী রায় বুলার শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহার মুখে গুরুর সকল সমাচার অবগত হইয়া বলিলেন, "মর্দ্দানা, নানককে দেখিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি বালা সিন্ধুকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার ব্যাকুলতার কথা তাঁহাকে বলিও। যে কোন প্রকারে হয় এক বার আমাকে দেখা দিয়া যাইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিও।"

ভাই বালা এবং মর্দ্দানা একত্র হইয়া ইমনাবাদে যাত্রা করিলেন। ভাই লালোর গৃহে উপনীত হইয়া গুরু নানকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং প্রণিপাত করিয়া তালবণ্ডীর সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, রায় বুলার আপনাকে এক বার দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।" নানকের পুরাতন ভক্ত রায় বুলারের নাম শুনিবামাত্র নানকের মনে প্রেমের উদয় হইল। তিনি বলিলেন "রায় বুলারের ভার আমার স্কন্ধে সর্ব্বদাই আছে, আমি শীঘ্র গিয়া এক বার রায়জীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

ভাই বালা ও ভাই মর্দ্দানা সহ গুরু নানক তালবণ্ডী আসিয়া উপনীত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাই বালাকে নানক বলিতে লাগিলেন "ভাই বালা, তালবণ্ডী

গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে আমার আর ইচ্ছা নাই।" নানক আসিয়া তালবণ্ডীর প্রান্তরস্থ একটি কূপের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। প্রেরিত মহাপুরুষেরাই এই সংসারের জীবনপ্রদ জলের কূপস্বরূপ, তাঁহাদের মনের সহিত কূপ সকলের একটি নিগূঢ় যোগ আছে। এই কূপের নিকট মহর্ষি ঈশা বসিয়া সামেরিয়া দেশীয় মহিলার সহিত যে সমস্ত কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহা চিরকালের জন্য মানবমনে মুদ্রিত রহিয়াছে। গুরুনানক কূপের সন্নিকট উপবেশন করিলে তাঁহার পিতা কালু, খুল্লতাত এবং নানকের মাতা তৃপতা নানকের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই নানককে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লালু বলিলেন, "হে পুত্র নানক, আমাদিগের এই শিবরাম বেদির বংশ তোমারই জন্য অত্যন্ত কলঙ্কিত হইল। তোমার পিতা তোমার সহিত অনেক দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। সে জন্য তুমি না হয় তাঁহার নিকট থাকিও না তুমি গৃহে চল।" নানক উত্তর করিলেন "খুড়া মহাশয়, আমি অনেক ঘর পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে এই একটি সুখের ঘর পাইয়াছি। এ ঘর ছাড়িয়া আমি আর কোথা যাইব।" লালু উত্তর করিলেন "হে নানক, তুমি সাধু হইয়াছ দয়াই সাধুর প্রধান ধর্ম্ম। আমি তোমার খুল্লতাত, এই তোমার পিতা দণ্ডায়মান। ঐ দেখ তোমার বৃদ্ধা মাতা তোমার জন্য ক্রন্দন করিতেছেন। এসমস্ত দেখিয়াও কি তোমার একটু দয়া হয় না? চল বৎস গৃহে চল।" লালুর কথা শুনিয়া তিনি একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, "ক্ষমা আমার মাতা, সন্তোষ আমার পিতা, সত্য আমার খুল্লতাত, যাহার সঙ্গে থাকিয়া আমার মন অপরাজেয় হইয়াছে। হে লালু এই সমস্ত গুণের কথা শ্রবণ কর। যে সমস্ত লোক পাপের বন্ধনে আবদ্ধ তাহারা এ সমস্ত গুণের ব্যাখ্যা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে? ভক্তি আমার ভ্রাতা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গী। প্রেম ও প্রীতিই আমার জ্যেষ্ঠতাত, ধৈর্য্য কন্যা আমার কখনই সঙ্গ ছাড়া হন না। সন্তগণ আমার সহচর, তাঁহাদেরই দ্বারা আমি সর্ব্বদা পরিবৃত থাকি। আমার মতিই আমার শিষ্য। এই সমস্তই আমার কুটুম্ব হইয়াছেন, সর্ব্বদাই আমি তাঁহাদের সঙ্গে ক্রীড়া করি ওঁকার স্বরূপ পরমেশ্বরই আমার পতি হইয়াছেন। যিনি আমাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের আশ্রয় লইলে নানক কহেন অনেক দুঃখ পাইতে হয়।" বাস্তবিক সকল মহাজনেরই এ সম্বন্ধে এক মত। তাঁহাদের শরীর এই সংসারে বাস করে বটে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা অন্যতর জগতে অবস্থিতি করে। তাঁহাদের গৃহ, পরিবার, আত্মীয়, কুটুম্ব এ পৃথিবীর নহে। কথিত আছে মহাত্মা ঈশাও আপনার পিতা মাতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "কে আমার পিতা, কে আমার মাতা, এ সংসারে যিনি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করেন, তিনিই আমার পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা।"

* আসাবরী মহল্লা ১। 'ক্ষেমা হামারি মাতা'

ভক্তিশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

কুটীর।

শনিবার, ৬ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী! এই এক গভীর প্রশ্ন, যাহা ভক্তিশিক্ষার্থী হইলে মনে উপস্থিত হইবেই। ভক্তি যদি দৈবদত্ত অথবা অহৈতুকী হয়, নিয়মের অধীন নহে, তবে সাধনের প্রয়োজন কি? ভক্তির সমুদয় ব্যাপার যদি দৈবাৎ হয়, তবে মানুষের কি রহিল? নামশ্রবণ, নামসাধন, এবং সাধুসঙ্গ ইত্যাদির তবে অর্থ কি? ষোল আনা সাধন করিতেই হইবে, ষোল আনা মূল্য দিতেই হইবে, একটী পয়সা রাখা হইবে না। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বদা বলিতেছেন সমুদায় দিলেই যে আমি দিব তাহা নহে। দিতে হবেই, যাহা কিছু আছে, শক্তি সামর্থ্য সমুদয় দিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, উপাসনা এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় উপায় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু সমস্ত দিন সাধন করা হইল অথচ এমন হইতে পারে কিছুই ভক্তির উদয় হইল না। ঈশ্বর চান, যে ভক্ত হইবে সে বিনয়ী হইবে, মূল্য দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিবে না, অথচ পাছে অলস হয়, এই জন্য ভক্তকে প্রাণপণে সাধন করিতে হইবে, এই বিধি করিয়াছেন। সাধন করিবে, অথচ অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে, ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরের এই মধুর বিধি। কোন্ দিক্ হইতে, কি উপায়ে ঈশ্বরের বায়ু আসিবে কেহই জানে না, অতএব সকল দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে: সাধনের সমুদয় উপায়ই গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, ভক্ত বিনয় এবং ধৈর্য্য শিক্ষা করিবে। সকল অবস্থার মধ্যে তাঁর উপর একান্ত মনে নির্ভর করিয়া থাকিবে। আমাদের দিক্ থেকে সমুদয় দিলাম; কিন্তু তাঁহা হইতে কখন প্রসাদ আসিবে জানি না, সুতরাং আশা করিয়া বিনীত ভাবে ধৈর্য্য শিক্ষা করিব। তাঁহার দিক্ হইতে শুভ বায়ু যদি দুদিন না আসে, তাহাতে আমার দিক্ হইতে যাহা দিয়াছিলাম, তাহা ফিরাইয়া লইবার যো নাই। সাধন মূল্য দিতেছি বলিয়া যে উপর হইতে বায়ু পাইতেছি তাহা নহে। তুমি দাঁড় ফেল; কিন্তু দাঁড় ফেলিতেছ বলিয়া যে বায়ু পাইতেছ তাহা নহে। এক দিন একটি ছোট গান গাই-

গাইছিলে তাহাতেই সমস্ত দিন তোমার হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ ছিল; আর এক দিন অনেক গান করিলে কিন্তু কিছু মাত্র ভক্তির উদয় হইল না। এক দিন কম দিয়ে অনেক পাইলে, আর এক দিন অনেক দিয়াও কিছুই পাইলে না; এ সকল বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব কেহ জানে না। কিন্তু একটি পথ আছে, সেই পথে না গেলে ভক্তি বাতাস আসে না, দেবপ্রসাদ পাওয়া যায় না, সেই পথে যাওয়ার নাম সাধন। ভক্তি লাভ করিবার অন্য পথ নাই। সেই পথে গিয়া থাকিতে হইবে, তার পর একটি বায়ু আসিবে, তাহা কোন্ বাগানে লইয়া ফেলিবে কেহ জানে না। তখন সমুদয় কেশাকর্ষণের ব্যাপার হইবে। তোমাকে আর দাঁড় ফেলিতে হইবে না, সেই বাতাসে নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবে। সেই জায়গা কেহ জানে না। আশ্চর্য্য দেখ, দুই বার চারি বার প্রায় সকলেই সেই জায়গায় গিয়া বসিয়াছে; কিন্তু কেহই তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। স্থলের পথ নহে, জলের পথ, সুতরাং এক শত বার সেই দিক্ দিয়া নৌকা গেলেও পথ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। কোন দিন "প্রেমময়" ইহার প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতে না করিতে প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, আর এক দিন প্রেমময় প্রেমময় সত্তর বার বলিলেও প্রেম হয় না। এক দিন মৃদঙ্গ ধরিবা মত্র ভক্তি উথলিয়া উঠিল, আর এক দিন খুব মৃদঙ্গ বাজাইলে, কিন্তু কিছুতেই ভক্তি হইল না। কিন্তু প্রেম ভক্তি হউক না হউক, যেখান হইতে এক বার প্রেম ভক্তি হইয়াছিল, যেখানে থেকে এক বার ঈশ্বর তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া সাধন করিতেই হইবে। তুমি আমি সর্ব্বদাই অকিঞ্চন হইয়া থাকিব। ফাঁকি দিয়া প্রেমিক হইব এই প্রকার অণুমাত্র আশা করা ভক্তিপথের শত্রু। আমি এত দিয়াছি, অতএব প্রেম এস, এই অহঙ্কারে প্রেম আসিবে না। যে সাধন না করিয়া শুইয়াছিল তাহার পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কাজ করিয়া অহঙ্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনই দরজা বন্ধ। যে খুব সাধন করিয়া বলিল, আমিত কোন মূল্য দিতে পারি না, শুভ ক্ষণে তাহার জন্য ভক্তিদ্বার খুলিল। সেই শুভ লগ্ন, সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ কাহার জন্য কখন আসিবে তাহা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী জানেন। তুমি ভূমি খনন কর, বীজ বপন কর; কিন্তু বৃষ্টি তোমার হাতে নয়। তুমি পরিশ্রম করিয়াছ বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি আসিবে ঠিক শুভ ক্ষণ হইলেই, যাহাতে বীজ মারা না যায় এমন বৃষ্টি হইবে। যদি বল অনেক দিন পরে বৃষ্টি আসিলে বীজ পচিয়া যাবে, তা হবে না। চাসা না জানিল তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা চাসাকে জানিতে দিবেন না। বৃষ্টি কখনও দুই প্রহর বেলায়, কখনও বা রাত্রে হয়। কখনও হুড়্ হুড়্ করিয়া হয়, কখন হয় না। এই বৃষ্টি হইতেছে, আবার এই কিছুই নাই, এ সকলের হেতু কেহ জানে না। হৃদয়ের ভূমি কর্ষণ পক্ষেও এই রূপ। আমি এত কর্ষণ করিলাম অতএব বৃষ্টি হইবে, এখানে এপ্রকার কার্য্যকারণ নাই। তুমি টাকা দিয়া কিনিতে চাও? ঘুস দিতেছ? আমি কর্ষণ করিয়াছি বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি হইবেই। দাম দিবে না সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যাহা বলা হবে সমুদয় করিবে। কোন্ দিন কি সূত্রে ভক্তি আসিবে কেহ জানে না। কোন দিন গান করিয়া হইল না, কোন দিন চিন্তা করিয়া হইল না, কোন দিন গানের প্রথম অক্ষর বলিতেই হুড়্ হুড়্ করিয়া প্রেম আসিয়া হৃদয় ভাসাইয়া দিল। কোন দিন সজনে হইল না নির্জ্জনে হইল। এ সকল পরীক্ষার কথা, হইয়াছে হইবে। ভক্তির হেতু নাই, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে। যোল আনা না দিলে পাবে না; কিন্তু দিলেই যে পাবে তাহা নহে। দিলে এই হইবে, যাহারা পাওয়ার অধিকারী তাহাদের মধ্যে গণিত হইবে। সেই পথে চলিতে চলিতে অবশেষে সেই পিছল জায়গায় গিয়ে পড়িবে,-যেখান হইতে সহজে ভক্তির সাগরে ডুবিয়া যাইবে। আমি যাহা করিলাম তাঁহারই আদেশানুসারে, তাঁহারই আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া, তাঁহারই সাহায্যে; কেন না দাঁড় তিনিই করিয়া দিয়াছেন, আর তিনিই হঠাৎ বায়ু পাঠাইলে পাল তুলিয়া দিয়া বসিয়া থাকি। সাধন করিতেও তিনি শিখাইয়া দেন, আর স্বর্গের বৃষ্টিও তিনিই প্রেরণ করেন। দুইয়ের মধ্যে ভাব ভেদাভেদ এত যে, একটী দ্বারা তিনি পরামর্শ দিয়া আমাদের দ্বারা করাইয়া লন, আর একটী তিনি আমাদিগকে কিছু না বলিয়া নিজে করেন। যদি ভক্তি আসিতে দেরি হয়, তাহা না আসাতে এত ব্যাকুলতা হয় যে, ভবিষ্যতে তাহাদ্বারা বিশেষ উপকার হয়। আমি এমন দুঃখী আমার কাছে তিনি আসিলেন না, এই কথা বলিতে বলিতে তাহার ব্যাকুলতা, বিনয় এবং ভক্তি গাঢ় হইতে থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে নিরাশা মহা শত্রু। ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইবে না, খুব ব্যাকুল হইবে। এত ব্যাকুল হৃদয় যখন, তখন ভক্তি আসিবেই। তবে ভক্তি হওয়াতেও লাভ, না হওয়াতেও লাভ। যখন না আসে তার অর্থ এই যে, অত্যন্ত আসবে। অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়াছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তথাপি পড়িয়া আছি। কেঁদে অশ্রুর জলে তবে প্রেম আসবে। যত ব্যাকুল হবে, তত গাঢ় মাত্রাতে ভক্তি বাড়িবে। তোমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিবে। তুমি বলিবে, এই যে সাতটা বাজিল, কৈ ঠাকুর দেখা দিলেন না, এই দশটা বাজিল, কৈ ঠাকুরত আসিলেন না, এই ছয়টা বাজিল, ঠাকুর কোথায় রহিলেন, তুমি এই রূপে কেবল তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তোমার যাহা করিবার তুমি কর তাঁহার সময়ে তিনি আসিবেন। সাধনের কি কি রীতি প্রণালী পরে বলিব।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

প্রসাদহেতুসম্ভূতা চেষ্টা কিঃ কিং প্রয়োজনম্।
সাধনেনেতি জিজ্ঞাসা যত এবাত্র দেব চ ॥ ১ ॥
ভক্ত্যাগমে সাধনং হি মুখ্যং কিন্তু ন তেন তে।
সংজ্ঞায়তেঽধিকারিত্বং স্বতন্ত্রোহি পরেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
অনালস্যেন ধৈর্য্যেণ বিনয়েন চ সংযুতম্।
ভক্তঃ কর্ত্তুং সাধনস্য বিধিবীশস্য সম্মতঃ ॥ ৩ ॥
আলস্যে ন প্রসাদঃ স্যাদীশস্য কদাচন।
অতঃ পূর্ণপ্রযত্নেন সাধনং কুরু নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ তত্র ত্বং বিশ্বাসকাংক্ষিতং।
বিলম্বিতফলত্বেৎ সাধকোৎসাহেন প্রার্থিতম্ ॥ ৫ ॥
সাধনাভিমানিতাপি ভক্তের্বিপ্রতিরোধিনী।
অনুষ্ঠিতেহপি নিখিলে নাহঙ্কারপরো ভব ॥ ৬ ॥
নহেৎস ত্বং কথা কস্মাৎ সাধনস্যানুগ্রহোদয়ঃ।
যতোহত্র স্বত বৈধ দৈর্ঘ্যাশা নির্ভর্য্য যতঃ ॥ ৭ ॥
সংক্ষুদ্র সন্তোদন ফলং তেন ন দৃশ্যতে
অল্পেহপি সাধনে কাপি সদনল্পফলোদয়ঃ ॥ ৮ ॥
নাত্মৈকাক্ষরং ক্রোশাচ্চাবিতেন কদাপি তু
দৃশ্যতে প্রাপ্তঃ প্রেম্না ন চোপেক্ষা বৈমুখ্যঃ ॥ ৯ ॥
কোহপ্যেক পদং যোজনানি গচ্ছন কিং সম প্রত্যাৎ
কিন্তু তত্ত্বানির্দ্দিষ্টং বর্ত্মং ন ক্ষর্বন্টে চ ॥ ১০ ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং স্মৃত্যং ধ্যানং মননং চ।
নিরোধ্যং নাম্যকুচ্চ ত্বং সাধনং নিষ্কাম নহি ॥ ১১ ॥
কালমনপ্রতীক্ষস্ব কষ্টেপ্তঃ কর্ষকোযথা।
সাধনাভ্যাসী যত্নস্য ভবিষ্যং ক্ষুদ্রফলঃ ॥ ১২ ॥
স ঈশ্বরো নিকাম ত্ব যত্নাপূর্ব্বঃ পূর্ণো মন্তঃ
জ্ঞাতি পরমাত্মোহসি ত্বেরবাপ্ত্যধিকারম্ ॥ ১৩ ॥
স ধনে চ পরম দেব চ ভবেত্তারং জানালোক চে।
চেতন কাম্যবন কার্য্য মনোন সম্মতঃ পরঃ ॥ ১৪ ॥
তস্য দেশ ভূমসাধনং সাধনং তেন শিক্ষিতম্।
দেবৈশ্বর্য্যং তস্মাৎ প্রসাদে ভগবৎ তৎ ॥ ১৫ ॥
অনুগ্রহাগমস্তাত সোৎকণ্ঠং প্রতিপালয়
আশা নিরঙ্কুশস্যা নিরাশাং ত্যজ শত্রুবৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্তানুশাসনে সাধ-
নেশ্বরপ্রসাদসঙ্গমনং নাম পঞ্চমমুপ-
নিষৎসু সপ্তদশমনুশাসনম্।

সংবাদ।

হোসেনগঞ্জে একটী প্রার্থনাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সিমলায় যাইবার সময় উহা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান উক্ত সমাজে দান করিয়াছেন। কতকগুলি লোক এই সমাজের বিরোধী হইয়াছেন। ঈশ্বরের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিলে বিরোধিগণের দুশ্চেষ্টা সমাজের প্রকৃত কল্যাণে পরিণত হইবে। এই সমাজে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম বর্দ্ধিত হউক, এই আমাদিগের হৃদয়ের কামনা।

বর্ত্তমান মিসরের রণোপলক্ষে প্রসিদ্ধ জন ব্রাইট সাহেব মন্ত্রিসভার পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জাতিনির্ব্বিশেষে বিধি ও নীতিবিরোধী কার্য্য সংঘটিত হওয়াতে তিনি এরূপ করিয়াছেন বলিয়াছেন। তাঁহার নিকটে নীতি কেবল ব্যক্তিগত নয়, জাতিগতও। তিনি প্রশান্ত বিচারশক্তি এবং বিবেকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া যুদ্ধে এ দুয়ের অনুমোদন না পাওয়াতে পদ ত্যাগ করিয়াছেন। বিখ্যাত গ্লাডষ্টোন সাহেবও এইরূপ বলিয়াছেন মহাজনকোলাহলের মধ্যেও অন্তরের বাণী নিঃশব্দ হয় না, এই পদটি তিনি স্বীয় বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়া সেই বাণীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। কয়েক দিন হইল পার্লিয়ামেণ্টের এক জন মনোনীত সভ্য সপত্নীক প্রার্থনা করিয়া আলোক লাভ করতঃ সভ্যের জন্য পদ পরিত্যাগ করেন। এ সকল ব্যাপারে এই প্রমাণ হয় যে মূর্খ কৃষক হইতে উচ্চতম রাজনীতিজ্ঞ পর্য্যন্ত অন্তরের বাণীকে অস্বীকার করিতে পারেন না। আলোক যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, এই বাণীও তেমনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সুতরাং শোচনীয় তাহাদিগের অবস্থা যাহারা এই বাণী শুনিয়াও শুনে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে বধির করে।

দরভাঙ্গায় একটী উপাসনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভাই দীননাথ মজুমদার বন্ধুসকলের অনুরোধে দরভাঙ্গায় গিয়াছিলেন। তথায় তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন, তাহাতে স্বয়ং মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা, মহারাজের ম্যানেজার কর্ণেল মনি এবং মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর বক্সওয়েল সাহেব আমাদিগের ভ্রাতার প্রতি আদর সম্ভ্রম প্রকাশ করেন। মহারাজা বেদান্তের পক্ষপাতী।

আমাদের এক জন পাঠক আমাদিগকে লিখিয়াছেন, স্বাভাবিক যোগের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন। তিনি কতিপয় লোকের জালে নিপতিত হইয়া অনেক অস্বাভাবিক পথে ধাবিত হইয়াছিলেন। আমরা দিন দিন শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি, অনেকে প্রাণায়ামাদি অস্বাভাবিক পথে ধাবিত হইতেছেন। যদি প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে এরূপ পথ কেহ ধরিতেন, আমাদিগের বলিবার কিছু ছিল না। অনেকে অল্পবিশ্বাসী শুষ্কহৃদয় হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস আরোধ পূর্ব্বক স্নায়বিক সুখোৎপাদনে ব্যগ্র, ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই ব্রাহ্মগণের স্মরণ রাখা উচিত, মহামতি শাক্য যখন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন অতীব একাগ্রতানিবন্ধন একেবারে শ্বাস প্রশ্বাস সংরুদ্ধ হইয়াছিল, অথচ তদ্দ্বারা তিনি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে না পারিয়া স্বাভাবিক পথ অবলম্বনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। স্নায়ুবিকার উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মলাভ হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে চরিত্র নির্ম্মল হইলে তাঁহাকে হৃদয়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিমলা পর্ব্বতস্থ "হৈমালয় ব্রহ্মসমাজের" মন্দির নির্ম্মাণার্থ সহস্রাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এখন সিমলাতে বাস করিতেছেন। তত্রত্য ভ্রাতৃমণ্ডলী তাঁহার দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইতেছেন। ইন্দোরের মহারাজার সঙ্গে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহারাজা ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দুই মোহর দিতে উদ্যোগ করেন। ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া কিছু গ্রহণ করা তাঁহার ব্রত নহে, এই কথা বলাতে তিনি নিবৃত্ত হন। নিকটে বসাইয়া মহারাজা অনেক প্রকারের ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি বিশ্বাসে হিন্দু আমাদিগের ভ্রাতার কথা তিনি অতি সম্মাননার সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহারাজা মন্দির নির্ম্মাণার্থ তিন শত টাকা দান করিয়াছেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ১৮ই ভাদ্র শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ
১৬ সংখ্যা

১ লা আশ্বিন শনিবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে ভক্তজনবল্লভ পরমদেব, তোমার এই অধম দাস তোমায় বিনা আর কাহাকেও কোন দিন চায় নাই, সে পার্থিব যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে ভক্ত ও ভক্তির বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জ্ঞানের প্রখর কিরণে এমনি শুষ্ক মরুভূমিসদৃশ ছিল যে ভক্ত ও ভক্তি এক দিনের তরেও উহাতে স্থান পায় নাই। তুমি জান সে ভক্তিপ্রধান গ্রন্থগুলিও কেমন জ্ঞানপক্ষে ব্যাখ্যা করিত। এ প্রাণ যে কোন দিন ভক্ত ও ভক্তিকে সমাদর করিতে শিখিবে, ইহাতো কখন বিশ্বাস ছিল না। যে দিন হইতে তোমার ধর্ম্মবিধানে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবর্ত্তিত হইল, কঠোর হৃদয়ের ক্লেশে এ দাসের সমুদায় রাত্রি জাগ্রৎ চক্ষু প্রাতঃকালে একটু নিদ্রায় নিমীলিত হইতে যাইতেছিল, এমন সময়ে কর্ণে সুস্পষ্ট শব্দ প্রবেশ করিল, আর ভাবনা নাই, ভক্তি আসিতেছেন, আর অমনি চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এ দাস ভক্তির ব্যাপারসকল চক্ষে দেখিল, অথচ ভক্তিতে তাহার প্রবেশ হইল না। ভক্তি কখন ভক্ত ছাড়া আসে না, ভক্ত ভক্তিতে ঘনিষ্ঠ যোগ। এ দুই বস্তু আবার দেখিতেছি বিমল ব্রহ্মযোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ। তোমাকে দেখিতে দেখিতে, তোমাকে সম্ভোগ করিতে করিতে প্রাণ যত আর্দ্র হইতে থাকে, তত তোমার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে ছিলে তুমি কঠোর চিদাকাশ, পরে দেখি সুন্দর প্রেমাকাশ। এই প্রেমাকাশ নক্ষত্রশূন্য নয়। তোমার ক্রোড়ে যে সকল ভক্ত শিশু লুক্কায়িত ছিলেন, তোমার প্রেমাকাশের উদয়ে তাঁহারা একটি একটি করিয়া দেখা দিতে থাকেন। যখন চিদাকাশে প্রখর জ্ঞানসূর্য্যের আভা নিপতিত হইয়াছিল, সে সময়ে ভক্ত শিশুগণ সেই আলোকের আড়ালে লুকাইয়া ছিলেন, প্রেমাকাশে প্রেমচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যেন তাঁহারা ক্রীড়া করিতে বাহির হইলেন। তাই বুঝিয়াছি, তোমাকে দেখিতে দেখিতে হৃদয় আর্দ্র না হইলে তোমার ভক্তশিশুগণকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগ অতি আদরের সামগ্রী, কেন না যোগ ভক্তিকে ডাকিয়া আনে, ভক্তি আবার ভক্তগণকে সঙ্গে আনিয়া হৃদয়ে স্বর্গ নির্ম্মাণ করে। প্রভো, দাস কঠোর মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহার দুঃখ নাই, এখন সে এই চায়, তোমার সঙ্গে যোগজনিত ভক্তি ও ভক্তগণে আনন্দসংপ্লুত হইয়া যেন নিয়ত সুখের রাজ্যে বিচরণ করে। সে

ভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তাঁহাদিগকে আদর সমাদর করিতে চায় না, কিন্তু অভেদাত্মা হইয়া জীবনের অলঙ্কার করিয়া রাখিতে চায়। দাস তো তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, সুতরাং এ নূতন ব্যাপারসাধন জন্য তোমারই পদে প্রণত, এখন তুমিই ইহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

নববৃন্দাবন নাটক ও তদভিনয়।

আমরা নববৃন্দাবন নাটক সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য বলিব প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, কিন্তু আজিও তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি নাই। আমাদিগের দেশে নাটককে ত্রিবর্গ [ধর্ম্মার্থকাম] সাধন পঞ্চম বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে *। দেবতা এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা ও মহাত্মাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন নাটকের বিষয়। নাটকের অন্তভাগে দেবতাদর্শন কর্ত্তব্য, যদি দেবদর্শনও না হয় তত্তুল্য রাজর্ষিদর্শনে উহা শেষ করিতে হইবে †। এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমাদিগের দেশে নাটকের উৎপত্তি যে ধর্ম্মেতে হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। নাটকের অন্তভাগে দেবতাদর্শন, দেবর্ষি প্রভৃতির ধর্ম্মাদি দর্শন করিয়া পরম অর্থসিদ্ধি ‡ যখন উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন লোকের মনে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উহার লক্ষ্য ছিল কে অস্বীকার করিবে? অতি প্রাচীন কালের কথা থাকুক, কেন না সে সময়ের সকল মানবীয় উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সম্বদ্ধ ছিল §; আধুনিক সময়েও এদেশে নাটক-প্রচার ধর্ম্মকে মূল করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল নাটক লিখিত হইয়াছে তাহা ধর্ম্মমূলক। ভক্তির প্রাদুষ্কর্ত্তা মহাত্মা চৈতন্য নাটককে ভক্তির উচ্চতর অঙ্গের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অনুযায়িবর্গ লইয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, যাহারা জিতেন্দ্রিয় নহে তাহারা ইহাতে কখনই অধিকারী নহে। জ্ঞানী ভক্ত মহানুভব রায় রামানন্দ নাটক প্রণয়ন করিয়া যাহাদিগের দ্বারা অভিনয় করাইবেন, আপনি তাহাদিগের শুশ্রূষা করিতেন। এস্থলেও তাঁহার জিতেন্দ্রিয়ত্বের প্রশংসা আমরা শুনিতে পাই ফলতঃ ভক্তি পুণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। সেখানকার সকল উচ্চ অঙ্গের ব্যাপারই পুণ্যজীবিত; পাপ প্রবেশ করিলে তত্তদঙ্গের লোককে একেবারে উচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নববৃন্দাবন নাটকের অপর নাম ধর্ম্মসমন্বয় নাটক। ইহাতে একটি দুরন্ত পাপীর জীবন পরিবর্ত্তন এবং তৎপরীবারে সুখীপরিবার স্থাপন বর্ণিত হইয়াছে। এই সুখীপরিবারের আকর্ষণে, ইহাদিগের মধুর ধর্ম্মভাবে, ইহাদিগের বিশুদ্ধ উদার মতে ও ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক বিবাদ ভুলিয়া গিয়া, সকল ধর্ম্মের সমন্বয় দর্শন করিয়া, এখানে এক হইয়া গিয়াছে। এই মূল বিষয় ছাড়া

---

* "ত্রিবর্গসাধনং নাট্যম্।" অগ্নি পু।

"ইহানুশ্রূয়তে ব্রহ্মা শক্রেণাভ্যর্থিতঃ পুরা।
চকারাকৃষ্য বেদেভ্যো নাট্যবেদন্তু পঞ্চমম্॥
উপবেদোঽথ বেদাশ্চ চত্বারঃ কথিতাঃ স্মৃতৌ।
তত্রোপবেদো গান্ধর্ব্বঃ শিবেনোক্তঃ স্বয়ম্ভুবে॥
তেনাপি ভরতায়োক্তস্তেন মর্ত্ত্যে প্রচারিতঃ।
শিবাজ্জযোনিভরতাস্তস্মাদস্য প্রয়োজকাঃ॥

বাচস্পত্যধৃতসঙ্গীতদামোদরঃ।

† "দেবতাদর্শনান্তঞ্চ কর্ত্তব্যং নাটকং বুধৈঃ।
রাজর্ষিদর্শনান্তং বা তেঽপি দেবৈঃ সমানতাঃ॥"

‡ "দেবর্ষিক্ষিতিপালপূর্ব্বচারিতান্যালোক্য ধর্ম্মাদয়স্তৎস্তাবাশ্রিতভূমিকাভিনয়নে স্যাদার্থসিদ্ধিঃ পরা।

তথা।

§ "এবং গান্ধর্ব্ববেদশাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতম্। তত্র গীতবাদ্যনৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ। দেবতারাধনং নির্ব্বিকল্পকসমাধিশ্চ গান্ধর্ব্ববেদস্য প্রয়োজনম্।"

প্রস্থানভেদঃ।

নাটকে এমন আরো অনেকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে এ সময়ের অবস্থা ও পাপ প্রতিফলিত হইয়াছে। গভীর ধর্ম্মের বিষয় লইয়া নাটক লিখিত, অথচ ইহাতে হাস্যরস উদ্দীপক বিষয়ের অভাব নাই। নাটক করুণরসে শেষ হয় নাই, আনন্দজনক সম্মিলনে শেষ হইয়াছে। বর্ণিত নাটকে অপূর্ণতা দোষ নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে আমাদিগের আশা আছে, অভিনয়ে ক্রমে অপূর্ণতা পূর্ণ হইবে।

নাটকসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, ইহাই যথেষ্ট, এখন নাট্যাভিনয়সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা বলিয়াছি, অভিনয় সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় ভক্তির একটি উচ্চতর অঙ্গ এবং ইহাও বলিয়াছি, ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সংযতমনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা এই নাটক হইতে মধুময় ফল উৎপন্ন না হইয়া বরং বিনাশের কারণ উদ্ভূত হয়। ধর্ম্ম আপনার উচ্চতম লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য যে কোন উপায় গ্রহণ করিয়াছে, এ সংসার তাহাকেই আবার স্বীয় কুপ্রবৃত্তিচরিতার্থকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে। ধর্ম্মের এমন কোন অঙ্গ নাই, যাহা এই প্রকারে পৃথিবীর হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়া না গিয়াছে। পৃথিবী কোন উপায়কে স্বস্থানচ্যুত, ভ্রষ্ট ও বিকৃত করিয়াছে বলিয়া তাহার পুনরুদ্ধার হইবে না, ইহা কখন হইতে পারে না। পৃথিবীতে যখন কোন বিধান সমাগত হয়, তখন উহা যেমন পাপীদিগকে উদ্ধার করে, তেমনি উদ্ধারের যে সকল উপায় পৃথিবীর হাতে পড়িয়া বিকারগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগকেও উদ্ধার করে। পাপীর উদ্ধার এবং উদ্ধারের উপায়ের উদ্ধার, এ দুই ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ। একটিকে ছাড়িয়া কখন অপরটি হইতে পারে না।

ভক্ত্যঙ্গ অভিনয় জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া সমুচিত। আমরা এই নাটকের অভিনয়ে অভিনেতৃগণকে তদুপযুক্ত দেখিয়া যথার্থই আহ্লাদিত হইয়াছি। যাঁহারা গভীর যোগ ধ্যানে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখেন, তাঁহারাই রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিয়া হাস্য শোক প্রভৃতি ভাবের উদ্দীপক হন, এ দৃশ্য মধুর। নাটকের উদ্দেশ্য অভিনেতৃগণের জীবনে প্রতিফলিত, ইহাইতো তদুদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায়। যে আধারে গভীর যোগসমাধি, সেই আধারে হাস্য আমোদ, এ বিপরীত সম্মিলনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রতিভা দৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগের মত এই, মনুষ্য যখন ধর্ম্মজীবনে গভীর আমোদ লাভ করে, সেই আমোদ সঙ্গীত নাটকাদির আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়। যোগযোগে যে আমোদ তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, এই উপায়ে লোকের মনে তাঁহারা সহজে সংক্রামিত করিতে পারেন। ধর্ম্মার্থ যাঁহারা জীবন অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং যোগের গভীর আনন্দ লাভ না করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এতো গেল প্রাচীনদিগের পক্ষের কথা, যুবকেরাও বশীভূতেন্দ্রিয় হইয়া অভিনয় করিবেন, অন্যথা তাঁহাদিগের ঘোর বিপদ্।

নাট্যাভিনয় দ্বারা অপরের চিত্তে উচ্চতর ধর্ম্ম সংক্রামিত করাই কি ইহার উদ্দেশ্য? অভিনেতৃগণ কি ইহার দ্বারা আপনারা কৃতকৃত্য হইবেন না? যদি অভিনয় করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা চিত্ত বিশুদ্ধ উচ্চ এবং গভীরতর না হয়, ভক্তি প্রেম না বাড়ে, আদর্শানুরূপ জীবন সঙ্গঠিত না হয়, তবে নাট্যাভিনয় কপটাচারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। অভিনেতৃগণের নিকটে রঙ্গভূমি সাক্ষাদ্দেবমন্দির। সেখানে কাহার সম্মুখে তাঁহারা অভিনয় করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা সমুচিত। যে উচ্চভাব তাঁহারা অপরকে দেখাইতেছেন, নিজে তাঁহারা তদনুরূপ বা সেই প্রকার হইতে চলিয়াছেন, ইহা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন যে প্রকার অপরের জন্য নিজের জন্যও, অভিনয়ও সেই প্রকার নিজের ও পরের জন্য।

অভিনয় অনেক হয়. কিন্তু সেই অভিনয় যথার্থ অভিনয়, যাহার অভিনেতৃগণ অভিনয়ানুরূপ। অভিনয় দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিল, আমোদিত হইল, ইহা অতি অসার সামগ্রী। অভিনয়ের মধ্য দিয়া অভিনেতৃগণের জীবন শ্রোতৃবর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল, ইহাই প্রকৃত অভিনয় আমাদিগের অভিনয়ের এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য হইত পারে না।

মানবজীবনপরিবর্ত্তনসম্বন্ধে অতি উচ্চতর উপায় কুলোকের হস্তে নিপতিত হইয়া এদেশেও পাপের স্রোত প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। যথাসময় নববিধান এই স্রোতের প্রতিবিধান জন্য অভিনয়কে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইলেন। খোল করতাল মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভক্তিসাধন যে প্রকার তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে রঙ্গভূমিও অতি সত্বর সেই প্রকার হইবে, আমরা আশা করি। মহাত্মা চৈতন্য আমাদিগের এতৎসম্বন্ধে পথপ্রদর্শক, আমরা তাঁহার প্রদর্শিত ভক্তির কোন অঙ্গ গ্রহণ করিতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব না। আমরা ভক্তির এ অঙ্গ সাধনে নূতন প্রবৃত্ত হইলাম, যাঁহার প্রেরণায় প্রবৃত্ত, তিনি আমাদিগকে প্রচুর ফল অর্পণ করিবেন বিলক্ষণ আশা আছে।

স্নান, উপাসনা, ভোজন।

এবার ভাদ্রোৎসবে স্নান ও ভোজন এই দুই নিত্য কর্ম্মের মধ্যে আচার্য্য সমুদায় ধর্ম্ম নিবিষ্ট করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বপক্ষ অবলোকন করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং উহা আচার্য্যের এ উক্তির তত্ত্বপক্ষ অবলোকন না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। স্নান ভোজন বলাতে এ দুয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী উপাসনাও আসিতেছে। এজন্য আমরা স্নান, উপাসনা, ভোজন প্রবন্ধের এই রূপ শিরোনাম অর্পণ করিলাম। উপাসনা অতীব জ্ঞাত বিষয় বলিয়া তৎসম্বন্ধে পুনরুল্লেখ হয় নাই, আমাদিগের প্রবন্ধের পূর্ণতা জন্য আমরা উহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্নান—অবভৃথ বা জলসংস্কার, উপাসনা—ব্রহ্মসূর্য্যোপস্থান বা অগ্নিসংস্কার; ভোজন—ব্রহ্মখণ্ড বা সাধু অন্তর্নিবেশ। বৈদিক সময় হইতে এদেশে এবং অন্য দেশে স্নানক্রিয়া ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের মহিমাবর্দ্ধন জন্য এ নিয়ম প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। শয্যা হইতে উঠিয়া আবশ্যকক্রিয়ানন্তর স্নানই সর্ব্ব প্রধান ব্যাপার। স্নানান্তে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সুতরাং স্নান উপাসনায় প্রস্তুত করিবার জন্য প্রারম্ভক ক্রিয়া। উপাসনার জন্য প্রয়োজন কি? নির্ম্মল চিত্ত। যে সময়ে দেহ নির্ম্মল হইতেছে, সেই সময়ে চিত্ত নৈর্ম্মল্য সাধনে যত্ন একান্ত স্বাভাবিক। কেন না এক অপরের উদ্বোধক। স্নান এই যত্নবর্জ্জিত হইলে ধর্ম্মবর্জ্জিত পৃথিবীর ব্যাপার হইল, জীবন ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, সমুদয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিব, এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া গেল। স্নানকালে যদি ঈশ্বরের নিকটে চিত্ত উত্থিত হইয়া অন্তঃস্নান না হইল, সকলই বিফল হইল। শরীর শুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া অন্তর বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া এ সময়ের গুরু কার্য্য। প্রতিদিন বাহ্যস্নান অন্তঃস্নান এক সময়ে অনুষ্ঠান করিলে আত্মা দিন দিন নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর, উপাসনাও মধুর হইতে মধুরতর হইতে থাকে। চিত্তের নির্ম্মলতানুসারী উপাসনা, এ কথা মনে থাকিলে এ ব্যাপারকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই স্নান অবভৃথ বা জলসংস্কাররূপে পরিগণিত হইতে পারে। আমাদিগের সম্বন্ধে ইহা নিত্যক্রিয়া। এ সময়ে আমরা বৈদিক ঋষি এবং জলসংস্কারবিশ্বাসিগণের সঙ্গে এক হইতেছি।

স্নানান্তে উপাসনা। স্নান দ্বারা আমাদি-

গের শরীর মন যুগপৎ নির্ম্মল হইল, এখন ব্রহ্মসূর্য্য বা ব্রহ্মাগ্নি আমাদিগের অভ্যন্তরে দীপ্যমান দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উপাসনা কালে আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা সমুদায় ব্রহ্মের আবির্ভাব আমাদিগের অন্তরে উজ্জ্বল করিয়া দিল, ব্রহ্মতেজ আমাদিগের চিত্তে প্রবিষ্ট হইল, বল, বীর্য্য, উৎসাহ, বিক্রমে হৃদয় পূর্ণ হইল, আমাদিগের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহার প্রেরণায় পূর্ণ হইল, পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে আমাদিগের চিত্ত ক্ষমতা লাভ করিল। উপাসনা সামান্য নহে, ইহা আত্মার সম্বন্ধে অগ্নিসংস্কার। এই অগ্নিসংস্কারে ভীরু সাহসী হয়, দুর্ব্বল সিংহবিক্রম ধারণ করে, পৃথিবীর প্রবল সম্রাটের মুকুট পদতলে অবনত হয়; পৃথিবীর ধন মান ঐশ্বর্য্য সমুদায় তুচ্ছ হইয়া যায়, আত্মা স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা সম্ভব হয়। এই সংস্কারে সংস্কৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া লোকে আশ্চর্য্য মনে করে। যে ব্যক্তি এই সংস্কার লাভ করিয়াছে, সে কখন পৃথিবীর পরামর্শ শুনিয়া চলে না, সর্ব্বদা স্বর্গের বার্ত্তা তাহার হৃদয়ে গতায়াত করিতেছে, সুতরাং সে অলৌকিক কথা বলে, অলৌকিক ব্যবহারে জনচিত্ত মুগ্ধ করে। এ সংস্কারে লোক আর ইহলোকের থাকে না, ইহলোকে থাকিয়াও সে অন্যলোকবাসী।

উপাসনান্তে ভোজন। ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক এদুয়ের ভোজন কি একই প্রকার? ভোজন কি এমনই নিকৃষ্ট যে তাহার সঙ্গে ধর্ম্মের উচ্চতর ব্যাপার সংযুক্ত হইতে পারে না। যাহাতে শরীরের পুষ্টি তৃপ্তি এবং স্বাস্থ্য লাভ হয়, যাহা প্রতিদিন জীর্ণসংস্কার করে, শরীরকে উপাদান সকলে প্রকৃতিস্থ করে, তাহা কি সামান্য? উপাসনাকাল পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরের থাকিলাম, আহারে আসিয়া কি আমরা সংসারের হইব? আমরা ঈশ্বরের হইব কি না, আহার তাহারা প্রমাণ। আহারের সময় যদি আমরা লোভপরবশ হই, শরীরকে উত্তেজনার অবস্থায় আনয়ন করি, শুদ্ধ আমাদিগের দেহ তদ্দ্বারা বিকৃত হইবে তাহা নহে, আমাদিগের মন তৎসঙ্গে সঙ্গে হীন বিলাসী এবং নীচ পথে ধাবিত হইবে। আমাদিগের জীবনের একটি সময় যদি ঈশ্বরবিহীন থাকে তবে জানিবে শত্রু সেই অবকাশ দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইবে এবং ক্রমে জীবনের সমুদায় অবকাশ অধিকার করিয়া ফেলিবে।

ভোজনে ব্রহ্মখণ্ড বা সাধু অন্তর্নিবেশ আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এদেশের সম্বন্ধে ভোজনসম্বন্ধে এ ব্যাপার অতি নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে, কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"
"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুগতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

ফলতঃ আহার বিহার আমোদ প্রভৃতি সমুদয়ের অনুষ্ঠান ঈশ্বরের জন্য ইহা ভক্ত মাত্রের প্রকৃতি পদ্ধতি। তন্ত্রের সহিত অতি ঘৃণ্যাচার সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা যখনই তাহার উল্লেখ করি, তখনই কুণ্ঠিতভাবে করি, কিন্তু এখানে একটি বিষয়ের জন্য তাহার উল্লেখ আমরা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তন্ত্রে মদ্য মাংসকে শক্তি ও শিবসহ অভিন্ন করা হইয়াছে, মদ্য মাংস্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ও শিবকে অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়, তান্ত্রিকগণের ইহাই চিন্তন বিষয়। এই ব্যাপারে অধ্যাত্ম দৃষ্টি না থাকাতে উহা নিতান্ত পাপাচারে পরিণত হইয়াছে, স্থূল মদ্য মাংসে সংসার পাপে মগ্ন হইয়াছে, আহার দ্বারা শোণিত বিশুদ্ধ না হইয়া রাগ দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তির আধার হইয়াছে। পুণ্যময় ঈশ্বরের সন্তান মহর্ষি ঈশা পানীয় ও রোটিকাকে স্বীয় শোণিত ও মাংসরূপে শিষ্যবর্গকে অর্পণ করিলেন। পান ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি

তাঁহাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেলেন; কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এক এক সাধু ব্রহ্মের এক এক ভাব আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে ব্রহ্মখণ্ড বলা যাইতে পারে। আহার পান আমাদিগের মানবীয় বিভাগের কার্য্য, ইহার সঙ্গে সেই সকল মানবসন্তানের সঙ্গে আমাদিগের যোগ থাকা আবশ্যক যাঁহারা মানব হইয়াও ব্রহ্মখণ্ড ধারণ করিয়াছেন। আমরা পানাহার সময়ে মানব, সুতরাং সেই মানবপ্রধানগণ সহ আহারের এক হইতে চাই। আহার দ্বারা আমাদিগের দেহে যে শোণিত হইবে, তাহা তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ শোণিত হইবে, ইহাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। আমারা তাঁহাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের দেহের শোণিত পূর্ব্বপুরুষগণের উপযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আহার্য্য বস্তু সমুদায় শোণিতের অন্যবিধ আকার মাত্র, কেন না উহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া শোণিতাকার ধারণ করিবে। এই আহার্য্যে যে শোণিত অবস্থিত, তাহা যথার্থ অতি বিশুদ্ধ এবং পবিত্র। উহা আমাদিগের কলুষিত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়বিকারের হেতু হয়। সুতরাং এই দোষনির্হার যাহাতে হইতে পারে, এজন্য যে আহার্য্য সামগ্রী এক দিন যোগী ঋষি ভক্ত প্রভৃতির শোণিত ছিল, সেই আহার্য্য মধ্যে তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ পবিত্র শোণিত ও মাংস অবলোকন করিয়া তাহা পান ভোজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে এই লাভ হইবে যে আমরা পান ভোজন দ্বারা তাঁহাদিগেরই মত হইয়া যাইব, অজিতেন্দ্রিয় দুরাত্মাদিগের সঙ্গে এক হইব না।

ভোজনে এরূপ নিত্যানুষ্ঠানের আরও প্রয়োজন আছে আমরা উপাসনান্তে যে ব্রহ্মকে অন্তর্ব্বর্ত্তী করিলাম, সংসারে কার্য্যকালে যদি সাধুগণের জীবন লাভ করিতে না পারি, তবে তাঁহাকে সংসারপথে হারাইয়া ফেলিব। সাধুজীবন না হইলে কেহ কখন ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অতএব আহারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাহাতে সংসারী না হইয়া সাধুমহাত্মাদিগের সঙ্গে এক হইয়া যাই, তজ্জন্য যত্ন একান্ত প্রয়োজন। আমরা আহার করিতেছি কি জন্য? ঈশ্বরের সেবা করিব এই জন্য। সে সময়ে তাঁহার বাধ্য সেবক ও সন্তানগণের সঙ্গে যদি এক হইতে না পারিলাম, তবে সকলই বিফল হইল। আহার কালে আমি সমুদায় দাসগণের শোণিত আমার অন্তর্নির্ব্বিষ্ট করিব, ইহাই আমার জীবনের মহৎ লক্ষ্য। আহার এই প্রকারে একটি ধর্ম্মের উচ্চতর অঙ্গ হইবে এবং উহা আমাকে নরকে লইয়া না গিয়া স্বর্গে উপস্থিত করিবে।

সাধু অন্তর্নিবেশ বলিলেই হইত ব্রহ্মখণ্ড অন্তর্নিবেশ বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন ব্রহ্মকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। ঈশার ঈশাত্ব, চৈতন্যের চৈতন্যত্ব, শাক্যের শাক্যত্ব, কাহার জন্য? তাঁহাদিগেতে আবির্ভূত ব্রহ্মখণ্ড জন্য। তদ্বহির্ভূত যাহা কিছু তাঁহাদিগের ছিল তাহা পচনশীল, শরীরবিনাশে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল সেই অন্তর্ব্বর্ত্তী দেবত্ব নিত্যকালের জন্য রহিয়া গিয়াছে। আমরা সমুদায় দিন ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ রাখিব এই আমাদিগের প্রতিজ্ঞা। আহার মানবীয় ব্যাপার, ইহাতে সেই সকল মানবের সঙ্গে যোগসমাধান করিব, যাঁহাদিগেতে ব্রহ্মখণ্ড বিরাজমান। সেই সেই সাধু এবং তৎ তৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ একই। সুতরাং এতদ্দ্বারা কেবল এক ব্রহ্মের যোগ সাধনই রক্ষা করা হইতেছে। আমরা চাই তাঁহারা যেমন এক একটি ব্রহ্মখণ্ড ছিলেন, আমরা তেমনি ব্রহ্মখণ্ড হইয়া জগতে বিচরণ করিব। আমরা চলিষ্ণু ব্রহ্মমন্দির হইব, ইহাই আমাদিগের একান্ত বাসনা।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, ভোজনের সময়ে সাধুগণের সঙ্গে যোগসমাধানে চেষ্টা কেন? ইহার কারণ আছে। সাধুগণ এক সময়ে

আমাদিগের ন্যায় দেহধারী ছিলেন। আমরা যে আহার পান করিতেছি, তাঁহারাও এক দিন এইরূপ আহার পান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আহার পান প্রেম, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভর প্রভৃতি বর্দ্ধিত করিয়াছে, কখন ভোগবিলাসাদি বর্দ্ধিত করে নাই। আহারে তাঁহাদিগের শরীর এইরূপে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের আহার তাঁহাদিগের আহারের ন্যায় হয় ইহা আমরা বাসনা করি। সুতরাং আহারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাদিগের মত হইয়া যাইব, ইহাই আমাদিগের যত্ন। ভাবযোগ এখানে আমাদিগকে তাঁহাদিগের সঙ্গে এক করিয়া দিতেছে। মানবধর্ম্মাবলম্বী বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আহারের সময় আহার্য্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া সেই আহার্য্যসামগ্রী কত লোকের পরিশ্রমজাত চিন্তা করতঃ মানবজাতির প্রতি সকৃতজ্ঞ হইতে যত্ন করেন, তাঁহাদিগের এ যত্ন অপেক্ষা যে আমাদিগের এ যত্ন কতদূর শ্রেষ্ঠ এক জন অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। যাঁহারা জগতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছেন, আমরা যদি সামান্য আহারযোগে তাঁহাদিগের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে সমুদায় পৃথিবী আমাদিগের বিরোধী হইলেও আমরা অনায়াসে তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারিব এ কি সামান্য কথা। এখানে বাধ্যবাধকতার কথা নাই, এক নিঃস্বার্থ উদার প্রেমের কথা।

ধর্ম্মতত্ত্ব

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, পরলোকে বিচারের সময়ে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাত্মা তাঁহাদিগের হইয়া ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। বাল্যকাল হইতে আমরা এমতে অনুমোদন করি নাই, আজও আমরা এমতে অনুমোদন করি না। কেন না আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই সকল মহাত্মা আমাদিগের অনুকূলে কথা বলিবেন দূরে থাকুক, বরং ইঁহারা আমাদিগের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দান করিবেন। তাঁহারা যাঁহাদিগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাহারা তাঁহাদিগকে জীবন দ্বারা পৃথিবীতে অপদস্থ করিয়াছে এ কি সামান্য অপরাধ? এ অপরাধের নিষ্কৃতি কোথায়? ধর্ম্মপুস্তক বলিতেছে, "প্রতি ব্যক্তি যে আমাকে প্রভু প্রভু বলিতেছে, সেই যে স্বর্গধামে প্রবেশ করিবে তাহা নহে, কিন্তু সেই ব্যক্তি [স্বর্গে প্রবেশ করিবে] যে স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।" শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত আছে তাহা নহে, ঈশার নাম লইয়া যাহারা অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "আমি তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিব, আমি তোমাদিগকে চিনি না, তোমরা আমার নিকট হইতে দূর হও, তোমরা দুরাচারী।" কি আশ্চর্য্য এ সকল স্পষ্ট বিধি থাকিতেও এতৎসম্প্রদায়ে অন্যবিধ বিশ্বাস! পাপাচরণ করিব অথচ মনে করিব, যাঁহারা পাপকে অতীব ঘৃণার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাঁহারা আমাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবেন। স্বর্গের অভিধানে দুর্ব্বলতা শব্দ নাই, কেবল পুরুষকার, তেজ এবং অপরাজেয় পরাক্রম। অবিশ্বাসী ভিন্ন কেহ দুর্ব্বলতাকে আত্মপক্ষসমর্থনে নিয়োগ করে না। এক পদাঘাতে যাঁহারা পাপপুরুষকে পশ্চাদ্গামী করেন, তাঁহারা আমাদিগের পাপদৌর্ব্বল্য ক্ষমাযোগ্য মনে করিবেন আশ্চর্য্য বিমূঢ়তা।

মহর্ষি ঈশার জন্মসম্বন্ধে কথিত আছে, তিনি মনুষ্যসন্তান নহেন দেব সন্তান। অন্যান্য সন্তানের যে প্রণালীতে জন্ম তাঁহার সে প্রকারে জন্ম হয় নাই। এ কথার মধ্যে অতি গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিহিত আছে। এক ঈশাসম্বন্ধে যাহা ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত হইয়াছে, সমুদায় মনুষ্য সন্তানসম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে। আমাদিগের এ উক্তি কাহার কাহার হৃদয়ে বাধিতে পারে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে এ কথা স্পষ্ট বাক্যে বলিতে হইতেছে। যাহার কেন হউক না, শরীর ভৌতিক নিয়মে অবশ্য উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বরের জন্ম নাই, তিনি অজ, এইটি ঠিক রাখিবার জন্য এ দেশে ও অন্য দেশে অবতার মাত্রের মনুষ্যবৎ জন্ম বর্ণিত হয় নাই। সকল অবতারেরই জন্ম অলৌকিক, ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের দেহ ভৌতিক নিয়মের অনুসরণ করে নাই, ইহা কখন আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রতিমনুষ্যের আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা ঈশ্বর, কেন না তাঁহার জ্ঞান প্রেম পুণ্য হইতে উহা সমুৎপন্ন। গর্ভস্থ এক একটি শিশু এক একটি ক্ষুদ্র ঈশা বলিলে কিছু ধর্ম্মের অবমাননা হয় না, কেন না স্বয়ং ঈশাই শিশুগণকে স্বর্গরাজ্যাভিলাষিগণের আদর্শ করিয়াছেন। ঈশাতে জন্ম

গ্রহণ বা ঈশার অনুরূপ না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয় না। ঈশা শিশুগণেতে আত্মানুরূপ এমন কিছু দেখিয়াছিলেন, যাহার জন্য আদর্শস্বরূপে তাহাদিগকে শিষ্যগণ সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা মহর্ষি ঈশার কথাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণকে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশা বলিতেছি। ইহারা বড় হইয়া যদি সংসারের পাপে কলঙ্কিত হয়, আমরা বলিব, তাহাদিগের মধ্যে ঈশা নিদ্রিত, যখন তিনি জাগিবেন, তখন পাপ পিশাচকে তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্গামী করিয়া দিবেন।

মুনিবর শাক্যকে অনেকে নাস্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক তাঁহার অনুগামী, ইহা দেখিয়া অনেক ঈশ্বরবিশ্বাসবিহীন লোকের মনে আশা হইয়াছিল, তবে তাঁহারা এক সময়ে পৃথিবীর সমুদায় স্থানকে অধিকার করিবেন। শাক্যের উন্নত নীতি দেখিয়া যাঁহারা আত্মসম্প্রদায়কে অসাধারণ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, কেন না তাহা হইলে শাক্যের প্রতি লোকের সমাদর খর্ব্ব হইবে। এখন মূল গ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ উভয়বিধ চেষ্টাই অজ্ঞতামূলক। স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথ "শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব" লিপিবদ্ধ করিয়া মূল গ্রন্থ হইতে এমন সকল বিষয় বাহির করিয়াছেন, যাহাতে মুনিবর শাক্যকে আর নাস্তিক বলা সহজ নহে। অনন্ত জ্ঞান সহ একতা লাভ, ব্রহ্মেতে স্থিতি, এ কথা শুনিয়া আর কে তাঁহাকে নাস্তিক বলিতে সাহসী হইবে? ইহারই মধ্যে এ কথা লইয়া কথঞ্চিৎ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং কোন কোন সহযোগী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধ হইতে লেখা উদ্ধৃত করিয়া শাক্যের 'ব্রহ্মে স্থিতি" এ নির্দ্ধারণের প্রতি উপহাস করিয়াছেন। মানুষের পূর্ব্বসংস্কার এমনই ভয়ানক যে মিত্র মহোদয় স্বয়ং ললিতবিস্তর সম্পাদন করিয়াও সম্পাদিত গ্রন্থোক্ত প্রসিদ্ধ গাথায় যে "ব্রহ্মে স্থিতি" স্পষ্ট আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথ যথার্থই বলিয়াছেন, সমাধিযোগে শাক্যের সঙ্গে এক না হইলে কেহ যে তাঁহাকে বুঝিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। ললিতবিস্তর ভালই বলিয়াছেন

"যে পূর্ব্ববুদ্ধচরিতাঃ সুবিশুদ্ধসত্ত্বা
স্তে শক্ত বস্তি ইমি ধর্ম্ম বিজানিতায়॥"

"যাঁহারা অতীব বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং পূর্ব্ববুদ্ধগণের চরিত্রানুরূপ চরিত্র তাঁহারাই এ ধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম।" কোন ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে তদ্ভাবে ভাবাপন্ন না হইলে তাহা যে কেহ বুঝিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

গুরু নানকের জীবনবৃত্তান্ত।

গুরু নানক রায় বুলারের গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া নানা প্রকার মিনতি করিতে লাগিলেন। তিনি নানকের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মঙ্গল জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। নানক উত্তর করিলেন "রায়জী, তোমাকে আমি আর কি বলিব যেখানে আমরা সেই খানেই তুমি।" রায় বুলার নানকের আহারের জন্য সকল আয়োজন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে তপস্বী, আপনার জন্য কি রন্ধন হইবে?" নানক উত্তর করিলেন "যাহা পরমেশ্বর প্রেরণ করেন তাহাই হইবে, এ সম্বন্ধে আমি কখন আদেশ করি না।" গুরু নানক একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন। তাহার অর্থ এই "সংযমই প্রকৃত ব্যঞ্জন, আর কেবল ধ্যানই প্রকৃত অন্ন। এইরূপ ভোজন যে জন করেন তিনিই পুরুষপ্রধান। রায়জী, তুমি আর সকল ছাড়িয়া এইরূপ ভোজনই কর। তুমি সত্যরূপ ভক্ষ আহারে নিমগ্ন থাক, যাহাতে তোমার তৃপ্তি হইবে। সদাচাররূপ বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া তাহাই অল্প অল্প আহার কর। নামরসরূপ অমৃত ফল তাহাই তোমাকে প্রদত্ত হইবে, তুমি তাহাই পান কর। যে অকাল মূর্ত্তির দর্শনে সফল হয় তাহাকেই তুমি হৃদয়ে ধারণ কর, নানক কহে এক ওঁকার রসেতেই প্রকৃত আস্বাদন আছে। যখন হইতে সত্য নাম রসনায় দিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্যসকল আস্বাদন বিস্বাদু হইয়া পড়িয়াছে।" গুরুজী এই শব্দ উচ্চারণ করিলে রায় বুলার প্রণাম করিলেন। রায়জী এই সময়ে কঠোর চিত্ত সংসারাসক্ত অবিশ্বাসী কালুর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "তবে কালু এখন তুমি কি বল?" কালু উত্তর করিলেন "রায়জী, ও যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি, ও কিছুই নহে।" গুরু নানক এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন 'পিতাজী, যিনি আমার প্রভুকে দেখিয়াছেন, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন।" নানক এই স্থানে আর একটি শব্দ † উচ্চারণ করিলেন, "সকলেই বড় বড় এই কথা বলেন, ও শুনেন, কিন্তু বড়কে কে জানে? আমার প্রভুই বড়। সকল সৌন্দর্য্যই তাঁহা হইতে সুন্দর হইয়াছে। তাঁহা হইতেই সকল বহুমূল্য পদার্থ মূল্যবান্ হইয়াছে। জ্ঞানী ধ্যানী সকলেই [প্রভো] তোমা হইতে উচ্চ হইয়াছে। সকল তপস্যা, সকল সত্য, সকল মঙ্গল, সকল সিদ্ধি, তোমা হইতেই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে। যাহাকে

---

* মারু মহল্লা ১। "মিঠা মরম সলুন।"

† রাগ আশা মহল্লা ১। "শুনি বড্ডা আখে।"

তুমি সমর্থ কর সেই তোমার কথা বলিতে পারে।” নানকের কথা শুনিয়া কালু বলিতে লাগিল “হে বৎস নানক, তুমি এ সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া সকল লোক যে পথে চলে সেই পথই গ্রহণ কর।” লালু কালুকে আর বাক্যব্যয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রায় বুলারকে বলিলেন “রায়জী, তুমি যেমন ভাল বুঝ তাহাই কর, কিন্তু নানককে তোমারই নিকট রাখিয়া দেও।” রায় বুলার নানককে তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে অনেক বিষয় সম্পত্তি প্রদান করিব। নানক একই সম্পত্তি ও একই প্রভুকে জানিতেন। তিনি বলিলেন “আমি এখন সেই প্রভুর হস্তে আমার সকলই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।” নানকের মাতা ত্রিপতা অত্যন্ত খেদ করিতে করিতে এই সময় বলিয়া উঠিলেন “পুত্র, নানক তুমি আর কোথাও যাইও না, আমি তোমাকে পাক করিয়া দিব, তুমি তাহা ভোজন করিয়া গৃহেই বসিয়া থাকিও তোমার আর কিছু করিতে হইবে না, তুমি গৃহহীন হইয়া দেশ বিদেশে ওরূপ করিয়া বেড়াইও না, তোমাকে কে আহার করাইবে, এরূপ করিলে অনাহারে তোমার প্রাণ যাইবে!” গুরু নানক এই স্থানে যে একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার মর্ম্ম এই, “লোকে বলে জীবকে সংশে বিস্মৃত হইলে সে মরিয়া যায়, আমার সেই সত্য নামের ক্ষুধা হইয়াছে তাহা আহার করিয়া আমার দুঃখসকল চলিয়া গিয়াছে, হে মাতা, তিনি আমাকে কিরূপে বিস্মৃত হইবেন? তিনি আমার সত্য প্রভু, তাঁহার নাম সত্য। তাঁহার মৃত্যু নাই, তাঁহার শোকও নাই, আহার করাইবার জন্য আমার দাতা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইঁহারই গুণ আছে আর কাহারও গুণ নাই। তাঁহার মত আর কেহ নাই, এবং আর কেহ কখন হইবেও না। তিনি আপনি যেমন বড় তাঁহার দানও তেমনি বড়।” নানক মাতাকে আরও বলিলেন “হে মাতা, তুমি সেই পরমেশ্বরের নাম জপ কর, তাঁহার সেই নাম জপ করিয়া সর্ব্বদাই তৃপ্ত লাভ করিয়াছি, হে মাতা, আমার অবস্থানও সেই ভগবানের ইচ্ছাধীন, যেখানে তিনি আমাকে রাখেন সেইখানেই আমায় থাকিতে হইবে।” রায় বুলার বলিলেন “নানক, আমি তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি, তুমি কি চাও, আমাকে বল।” নানক একটি শব্দ † বলিয়া উত্তর করিলেন, “যেদাতা আমার এক জন আছেন, তাঁহার মত লোক আমি আর কখন দেখি নাই, হাত জোড় করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে সকলই পাওয়া যায়।” রায় বুলার নানকের কথা শুনিয়া বলিলেন “হে তপোধন, যদি সকলই তুমি তাঁহার নিকট পাইয়া থাক, তবে কেন তুমি এক অতিথিশালা করিয়া এই খানেই বসিয়া থাক না? যত ফকীর আসিবে সকলকে ভোজন করাইবে।” নানক এই কথা শুনিয়া আর একটি শব্দ ‡ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “অতিথিশালা কেবল একই ঈশ্বরের আছে, আর কাহারও নাই, হে রায় বুলার, আমার মিনতি শুন, একই সত্যস্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তিনিই করুণাময় দাতা, তিনি সকল জীবের সঙ্গে থাকেন, তিনি প্রাণসকলের প্রতিপালক, সেই সকলের দাতা সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট নানক কেবল মাত্র ভিক্ষা করেন।” রায় বুলার নানকের কথা শুনিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, “হে তপোধন, তোমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর।” নানক এক দিন তলবণ্ডীতে থাকিয়া ভাই বালা এবং ভাই মর্দ্দানাকে বলিলেন, “তোমরা দুই জন আমার সঙ্গে চল”। বালা ও মর্দ্দানা উভয়েই গুরু নানকের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, এদিকে মাতা ত্রিপতা আসিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি নানককে কিছুতেই যাইতে দিতে চাহিলেন না। কালুও অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নানকের কর্ণকুহর তাঁহার প্রভুর আদেশে পূর্ণ, অন্য কাহারও কথা তাহাতে স্থান পাইল না। সে রজনী নানক মাতার নিকট থাকিয়া পর দিন ১৫৫৩ সম্বৎ ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবারে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন।

গুরু নানক তালবণ্ডী হইতে যাত্রা করিবার সময় কিছু সেবা করিবার জন্য রায় বুলার আসিয়া অত্যন্ত মিনতি করিতে লাগিলেন। নানকের কোন সেবারই প্রয়োজন নাই, রায়জীর নিতান্ত অনুরোধে তিনি বলিয়াছিলেন, “পিপাসার্ত্তেরা আসিয়া এই জলহীন স্থানে অত্যন্ত কষ্ট পায়, অতএব আপনি এই স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিন।” রায় বুলার গুরুর আদেশে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া নানকের নামে তালবণ্ডীতে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিলেন, তাহা আজও বর্ত্তমান আছে।

* আশা মহল্লা ১। “আখা জীবা বিসরৈ”
† আশা মহল্লা ১। “এক ফরমাইন”
‡ আশা মহল্লা ১। “লঙ্গড় এক খুদইকা।”

প্রাচীন উপাসনা প্রণালী

বৈদিক সন্ধ্যা।

আমরা পূর্ব্ব বারে প্রাতঃকালের সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি এবং ইহা টিপ্পনীতে দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদ ভিন্ন অন্য দুই বেদের সন্ধ্যাতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এ তিন কালের সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র একই। সে যাহা হউক, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রের,

“প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা, আদ্যানবানাং গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অন্ত্যাচতুর্ণাং অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ১ ॥

প্রজ্ঞাপকগণ সকলকে দেখাইবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ সেই সূর্য্যদেবকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল।

ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২ ॥

সর্ব্বদ্রষ্টা সূর্য্যের উদয়ে প্রসিদ্ধ চোর সকলের ন্যায় নক্ষত্রগণ তেজে [আচ্ছন্ন হইয়া] পলায়ন করিয়াছে *।

* দুঃখের বিষয় সমগ্র ঋগ্বেদ আমাদিগের হস্তগত নাই। সুতরাং যে সকল সূক্ত মূলের সহিত মিলাইতে পারা গেল না, তাহার অর্থ অগত্যা আমাদিগের আদর্শ পুস্তকের ভাষ্য অবলম্বন করিয়া দিতে হইল। ইহাতে মূলভাষ্যের সহিত কোন কোন স্থলে অর্থের কত দূর ব্যতিক্রম অপরে দেখিতে পাইবেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই ঋকটি। আমাদিগের আদর্শ পুস্তকের পাঠ “ওঁ অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রায়ন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে।” অর্থ—বিশ্বের পুণ্যাপুণ্য দ্রষ্টা সূর্য্যকে [নমস্কার], [এই জন্য যে] আমাদিগের বংশবর্দ্ধক অপত্যগণ উৎকৃষ্ট তেজ সহকারে নক্ষত্রের ন্যায় হয়।

ওঁ অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৩ ॥

ইহাঁর জ্ঞাপক রশ্মিসকল ক্রমে সমুদায় মনুষ্যের নিকটে দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হয়।

ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য।
বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥ ৪ ॥

হে সূর্য্য, তুমি [আকাশমার্গ] অতিক্রম করিয়া যাও, তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতিষ্কৃৎ। তুমি সমুদায় উজ্জ্বল বিশ্বকে দীপ্তিমান্ কর।

ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।
প্রত্যঙ্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫ ॥

তুমি সমগ্র দেবগণকে সম্মুখে করিয়া, সমুদায় মনুষ্যগণকে সম্মুখে করিয়া, সমুদায় স্বর্গলোককে সম্মুখে করিয়া দৃষ্ট হইবার জন্য উদিত হও।

ওঁ যেনা পাবকচক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি। ৬।

হে পাবক [শোধক] বরুণ, যে তেজস্বী দৃষ্টিতে [উদিত হও, সেই তেজস্বী দৃষ্টিতে] তুমি কার্য্যব্যস্ত জনগণকে দর্শন কর।

ওঁ বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য। ৭।

হে সূর্য্য, জীবগণকে দর্শন করিয়া কিরণ দ্বারা দিবা পরিমাণ করতঃ তুমি দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষে ভ্রমণ করিতেছ।

ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ। ৮।

হে দেব, হে বিচক্ষণ, তেজ তোমার কেশ, তোমায় সাতটি হরিদ্বর্ণ অশ্ব রথে বহন করে।

ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃসূরোরথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯ ॥

সূর্য্য রথের কন্যাস্থানীয় সপ্ত বিশুদ্ধ [ঘোটকীকে] যোজনা করেন তাহারা স্বয়ং রথে সংযুক্ত হয়। তাহাদিগকে লইয়া উনি গমন করেন।

ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তম ॥ ১০ ॥

অন্ধকারের উপরিভাগে উৎকৃষ্টতর জ্যোতি দর্শন করিতে করিতে আমরা উত্তমজ্যোতি দেবগণের দেব সূর্য্য দেবকে প্রাপ্ত হইলাম।

ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্।
হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং চ নাশয় ॥ ১১ ॥

হে অনুকূল দীপ্তিযুক্ত সূর্য্য অদ্য উদিত হইয়া উচ্চতর আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক আমার হৃদ্রোগ এবং [শরীরের কান্তিহর] হরিদ্বর্ণ রোগকে বিনাশ কর।

ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ১২ ॥

আমাদিগের [এই] হরিদ্বর্ণ রোগ শুক পক্ষী ও রোপণকা পক্ষীতে [আমরা] স্থাপন করি, অপিচ আমাদিগের হরিদ্বর্ণ রোগ হারিদ্রব নামক [হরিদ্বর্ণ] বৃক্ষে স্থাপন করি।

ওঁ উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥ ১৩ ॥

শত্রুকে আমার বশে আনয়ন করিয়া সমুদায় বল সহকারে এই আদিত্য উদিত হইলেন, আমি [কখন] শত্রুর বশীভূত হইব না।

সায়ঙ্কালীন সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রের ;

বশিষ্ঠঋষির্বরুণো দেবতা আদ্যমন্ত্রচতুর্ণাং গায়ত্রীচ্ছন্দ অন্ত্যস্য জগতীচ্ছন্দঃ বরুণোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মোষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমম্।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়। ১।

হে রাজন্ বরুণ, আমি যেন তাপকর পার্থিব গৃহে গমন না করি, হে শোভনবল, দয়া কর, দয়া কর।

ওঁ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিব।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়। ২।

হে বজ্রনির্ঘোষ, আমি স্ফীতচর্ম্ম পাত্রের ন্যায় কম্পিতগাত্র হইয়া [তোমার নিকটে] আসিয়াছি, হে শোভনবল আমাকে দয়া কর, দয়া কর।

ওঁ ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগামাশুচে।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়। ৩।

হে দীপ্তিমান্ নির্ম্মল দেব, দীনতা [দৌর্ব্বল্য] বশতঃ কর্ত্তব্যের প্রতিকূল অনুষ্ঠান করিয়াছি, হে শোভনবল দয়া কর দয়া কর।

ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণা বিদজ্জরিতারম্।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়। ৪।

জলের মধ্যে থাকিয়াও [তোমার] স্তোতাকে তৃষ্ণা অভিভূত করিয়াছে, হে শোভনবল, দয়া কর দয়া কর।

ওঁ যৎকিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনে
ঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম
মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৫ ॥

হে বরুণ, স্বর্গীয় ব্যক্তিগণের প্রতি আমরা মনুষ্য যে দ্রোহাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞানতা বশতঃ তোমার যে ধর্ম্ম নিয়ম আমরা ভঙ্গ করিয়াছি, হে দেব, সেই পাপ জন্য আমাদিগকে হিংসা করিও না। [ক্রমশঃ]

কুটীর।

৯ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, মৃতসঞ্জীবনী শক্তির কথা অবশ্য শুনিয়াছ, মৃতকে আবার প্রাণ দেওয়া যায়, এটা কল্পনা নয় বাস্তবিক ব্যাপার, যখন যোগধর্ম্মশিক্ষার্থ শিষ্য সংসার ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্মশানে একটি মৃত দেহ রাখিয়া গেলেন। এই বাহ্য জগৎ সেই মৃত দেহ। তাঁহার সম্পর্কে এই বিশ্ব মৃত, অসার, অসৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। ভিতরে সারদর্শন, সারচিন্তা, সারের প্রতি অনুধাবন তাঁহার এক মাত্র সাধন হইল। এইরূপে বহু বৎসরে বহু চিন্তা দ্বারা, সংসার চিন্তা হইতে নিবৃত্তি, জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া কেবল যাহা নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, সেই বস্তুকে দর্শন, শ্রবণ এবং স্পর্শ করাই তাঁহার কার্য্য হইল। এইরূপে যখন যোগশিক্ষার্থীর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, সমস্ত ভিতরে গেল, তখন অধ্যাপক ছাত্রকে বলিলেন, তুমি এত কাল কঠোর সাধনের পর শাস্ত্রার্দ্ধ পাঠ করিলে, নিরাকারে নিরাকারকে প্রত্যক্ষ দেখিতে শিখিলে; কিন্তু অপরার্দ্ধ এখনও বাকি আছে।

পথিক, যেস্থান হইতে আসিয়াছ আবার সেই স্থানে যাও। কুমন্ত্রানুগামী এই স্থানেই বাস করে, সে বলে অসার ছাড়িয়া নিরাকারে প্রবিষ্ট হইয়াছি এইত যোগ; কিন্তু যাঁহারা সুমন্ত্রের উপাসক তাঁহারা এই অর্দ্ধপথে বসিয়া থাকেন না। তাঁহারা জানেন, আবার পর্য্যটন করতে হবে। এই দ্বিতীয় বারে ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে হইবে। এত কাল দ্বার বন্ধ করে সংসার হইতে পালায়ে, এক প্রকার বন মধ্যে অমিশ্রিত নিরাকার সাধন হয়েছে, এখন সেই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ঘট শূন্য করা, খোসা হইতে শস্য খুলিয়া নেওয়া, ধার করে বড় হয়েছিল যে জগৎ, সেই ধার কেড়ে নেওয়া, দেহ হইতে প্রাণ বাহির করে নেওয়া, সংসারকে শ্মশান করা, ঘর ছেড়ে দেওয়া, প্রথম সাধন। আবার ব্রহ্মরূপ বারি দ্বারা সেই ঘট পূর্ণ করা, ভিতর থেকে সেই নিরেট নিরাকার বস্তুকে এনে, তাহা দ্বারা সেই শূন্য খোসা পূর্ণ করা, আবার কর্জ্জ দিয়া পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য মহিমা বৃদ্ধি করা, আবার সেই মৃত দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা, আবার গৃহে প্রত্যাগমন করা, যোগের দ্বিতীয় সাধন। প্রথমে যে বস্তু স্পর্শ করা হইত তাহা শীতল, মৃত দেহের উপর হস্তস্থাপন, কিন্তু যোগশিক্ষার্থী যখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই মৃত দেহ পুনর্জীবিত এবং উত্তপ্ত হইয়া জীবনকে অনুভব করাইয়া দিতে লাগিল। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী তৃণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, জীবন্ত ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্ত্তমান এই তৃণ মধ্যে। প্রথমাবস্থায় সাধকের নিকট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অসার, অসার, অসার, মৃত্যুর ছায়া, অপবিত্র, ঘৃণিত, দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু সার, কেন না প্রত্যেক বস্তু সেই সারাৎসার নিরাকার ঈশ্বরের বাসস্থান। জগতের কোন রূপান্তর বা অবস্থান্তর হয় নাই, কিন্তু যোগীর অন্তরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় বাহির হইতে ভিতরে গিয়া নিরাকার সাধন আবশ্যক, তখন বাহিরের অনেক কোলাহল মধ্যে ব্রহ্মের শব্দ শুনা যায় না; কিন্তু আবার ভিতরে গিয়া ব্রহ্মের কথা শুনিয়া আসিলে, পরে বাহিরের কোলাহল মধ্যেও ঈশ্বরের কথা শুনা যায়। প্রথমে জড়কে অসার, অসৎ বলিয়া ভিতরে চলিয়া যাইতে হয়; কিন্তু ভিতরে নিরাকার বস্তুকে ধারণ করিয়া আসিলে আবার নিজের আত্মা, পরমাত্মা এবং জড় এই তিনই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তখন পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ঈশ্বর একমাত্র পূর্ণ সত্য, তাঁহার অধিষ্ঠানে, জীবাত্মা সত্য এবং জড়ও সত্য। জড় অসার নয়, কখনও অসার হয় নাই, কখনও অসার হইবে না। অসার বলি কখন, যখন আমরা তন্মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতে পাই না। যখন যোগবলে দেখ্‌বে যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তেজস্বী ঈশ্বর বর্ত্তমান, তখন ব্রহ্মাশ্রিত সমুদয় বস্তু ব্রহ্মজীবনে সঞ্জীবিত। তখন চক্ষু কর্ণ খোলা থাকুক সমস্ত দিন, কিছু ভয় নাই। তখন জগৎ স্বচ্ছ, তখন জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর দিয়া যোগীর চক্ষু জগতের কর্ত্তাকে দেখিতেছে, জগৎ আর শত্রু নহে, মিত্র। জগৎ বস্তু কি অবস্তু, প্রকৃত যোগশাস্ত্রে এই প্রশ্নই আসিতে পারে না, জড় আছে কি নাই, সেখানে এ বিবাদ নাই। এ সমুদয় নিষ্পত্তির পর যে উচ্চ ভূমিতে আসা যায়, তাহার উপরে যোগশাস্ত্র নির্ম্মিত হয়। যোগভূমিতে আসিবার পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে, আমি, জড়, এবং ঈশ্বর, এ তিনই সত্য। যোগ শাস্ত্রের এই সুন্দর প্রশ্ন, জগৎ স্বচ্ছ না অস্বচ্ছ? প্রত্যেক জড় ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় কি না? প্রথমে মন্দির পরিষ্কার করা হইল, আবার সেই মন্দিরে ব্রহ্মকে স্থাপন করা হইল। এখন তোমার চক্ষু খুলিতে ভয় কি? যে ঘর শূন্য ছিল, তাহার মধ্যে আবার ঠাকুর আসিয়াছেন। বাহিরের জড়াকাশে, ভিতরের সেই চিদাকাশ; চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, নর নারী সকলের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাব। স্মরণ রেখো, জড়াকাশে চিদাকাশ, দুই আকাশ এক হয়ে গেল। ইহা কেবল মত নহে, জ্ঞানে জ্ঞানী লক্ষ লোক; কিন্তু যোগে যোগী এক জন। একটি শস্য হাতে নেও, যদি তাহার মধ্যে ব্রহ্মকে না দেখ, শস্যকে অসার, অসৎ বলিয়া ফেলিয়া দাও, সেই শস্যও জঘন্য, তুমিও জঘন্য, দুইই জঘন্য। আবার যোগ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই শস্য হাতে লও, দেখিবে তাহার মধ্যে ব্রহ্ম বসিয়া আছেন, সেই ক্ষুদ্র শস্য ব্রহ্মের মন্দির, সেই শস্যকে গড়াইয়া দাও, ব্রহ্মমন্দির গড়াইয়া যায়। বায়ুকে গাত্র স্পর্শ করিতে দাও, পুষ্পের সৌরভকে তোমার নাসিকাকে আমোদিত করিতে দাও। শরীর যদি আঃ বলে, যোগীর মন তাহার মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শ, এবং ব্রহ্মের সৌরভ পাইয়া কতবার আঃ বলিবে। তাহা নহে, তাহা নহে, তাহা নহে, যোগশিক্ষার্থী, এ শূন্য, শুষ্ক, বিফল জ্ঞান নহে। যেমন এত কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকারে নিরাকারকে দর্শন করিলে, তেমনি চক্ষু খুলে সাকারে নিরাকার দর্শন কর। যেখানে একটি জড়ও নাই, সেখানে নিরাকারকে দেখা সহজ, অন্ধকারে অন্ধকার দেখা সুলভ, কিন্তু জ্যোতিতে অন্ধকার দেখাই কঠিন। যোগসাধনের প্রমবস্থায় সাধক তৃণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তৃণ! তুমি কে? তৃণ বলিল, আমি তৃণ, তাহা আমি জানি; কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় পরিপক্ক যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তৃণ! তুমি কে? তন্মধ্যে ব্রহ্ম বললেন, "আমি আছি তৃণ মধ্যে" তৃণ কি কথা কহে? যোগ বল এমনই বল, সাকারকে ভেদ করে অতীন্দ্রিয় নিরাকার বস্তু উদ্ভাবন করে। ইহা অদ্বৈতবাদ কিংবা পৌত্তলিকতা নহে। যোগের পথে প্রথমবস্থায় জড়ের প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি; কিন্তু পরিপক্কাবস্থায় জড়ের মধ্যে ব্রহ্মের সুনির্ম্মল মধুময় আবির্ভাব। মূঢ়ের কাছে জড়ের নাম স্বপ্রকাশ, ঈশ্বরের নাম অপ্রকাশ। যোগীর নিকটে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, জড় অপ্রকাশ। এই যে যোগের প্রথম গতি এবং শেষ গতি, এই দুয়ের মিল হয়। প্রথমে দেখিয়াছিলে জগতের সমুদয় ঘট শূন্য, এখন দেখিতেছ ব্রহ্ম জলরাশিতে সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। যদি বুঝিতে পার, এর ভিতরেও কিছু জড় আছে, বস্তু ছাঁকিতে জান, আবার ছাঁকিয়া লও, আবার বাহিরের জগৎকে অসার জেনে ভিতরে যাও। বুঝেছ, যে পর্য্যন্ত ভূলোক, দ্যুলোক, শীত, গ্রীষ্ম, নর নারী সমুদয় বস্তু ব্রহ্মের উদ্বোধক না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভিতরে বাহিরে যাতায়াত কর। যাবতীয় বস্তুতে ব্রহ্মের গাঢ় ঘন আবির্ভাব দেখিতে হইবে। তৃণও বাদ যাবে না, সূর্য্যও বাদ যাবে না; এক বিন্দু জলও বাদ যাবে না, আবার সমুদ্র ও বাদ যাবে না। এইরূপে সমস্ত জগৎ যখন ব্রহ্মের আবাস স্থান হইবে, তখনও যোগশিক্ষার শেষ হইবে না, কেন না যোগের উন্নতির শেষ নাই। যোগ শিক্ষার্থী, তুমি যোগের আদর্শ পেলে। যোগ কি; যোগের পথ কয়টি, যোগের আদর্শ কি, এ সকল জানিলে, অতঃপর যে সকল সাধনে এই আদর্শ লাভ হইবে তাহা কথিত হইবে।

যোগের পথ দুইটি যথা, ১ বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া; এবং ২ ভিতর হইতে বাহিরে আসা ॥

কিন্তু সাধন তিন প্রকার যথা;

১ জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ,

২ অন্তরে নিরাকার পরম পদার্থকে অনুভব করা, এবং

৩ সেই অসার জগতের মধ্যে পুনর্ব্বার সার পরম বস্তুকে বর্ত্তমান দেখা।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যোযোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

মৃতসঞ্জীবনী শক্তিঃ প্রসিদ্ধেয়ং শ্রুতা ত্বয়া।
যোগে নেয়ং কল্পনা যদ্বস্তুতো দৃশ্যতে হি সা ॥ ১ ॥
যোগশিক্ষাপ্রপ্ত্যর্থং শিষ্যোঽসুর্যৎ প্রবিষ্টবান্।
মৃতং দেহং জগদ্রূপং শ্মশানে স সমাসৃজৎ ॥ ২ ॥
অসদসারমেবেদং জগৎ শবসমং তদা।
সারচিন্তা সারদৃষ্টিরন্তঃ সারানুধাবনম্ ॥ ৩ ॥
বহ্বালোচনয়া গীতে বস্তুবর্গে চ সংস্তুতেঃ।
চিন্তা তামজহাদস্য দর্শনাদান্তরেঽভবৎ ॥ ৪ ॥
তদাঽপশ্যদমূর্ত্তেঽসাবমূর্ত্তমর্দ্ধবর্ত্মনি।
স্থিতন্তং বদ শবেতি যোগাচার্য্যস্তমাদমুম্ ॥ ৫ ॥
গচ্ছ ত্বং শিষ্য তং যস্মাদাগতোঽস পুরা পথি।
মা তিষ্ঠ পান্থ তে নিত্যা পরিব্রজ্যেতি ধারয়ন্ ॥ ৬ ॥
মত্বা স্বং কৃতকৃত্যঞ্চ কুমন্ত্রবশগো জনঃ।
অন্তর্ব্বসতি সংসারমনাদৃত্য বাহ্যতঃস্থিতম্ ॥ ৭ ॥
যোগী যুক্তস্তমঃ পশ্যান্তরে সারবস্তু তৎ।
বহির্জগৎ শূন্যপাত্রং পূরয়ন্ ব্রহ্মধারণা ॥ ৮ ॥
শবেন চ কলেবরৈঃ প্রাণেন মৃতদেহকম্।
রাজতে পূর্ণযোগেন যোগী বিগতসাধ্বসঃ ॥ ৯ ॥
প্রথমমাত্মবস্ত্বাত্মসারং স্থগিতং হি যৎ।
মৃত্যুচ্ছয়োপসঙ্কল্পীতদদা সারবজ্জগৎ ॥ ১০ ॥
অসারসারস্য যদিদং নিবাসো জগদাশ্রতুঃ।
ততোঽত্র তৃণসংস্পর্শত্তমেবানুভবত্যসৌ ॥ ১১ ॥
পরেশবাণীশ্রবণং কোলাহলে ঽপি সম্ভবেৎ।
যদস্তঃ শ্রুতবানগ্রে তদ্বাণীং পাবনীং পরাম্ ॥ ১২ ॥
জড় ত্বাৎসারং প্রবিশ্যান্তস্তত্রামূর্ত্তং বিধারয়ন্।
জড়মাত্মা পরাত্মা চ ভাতি সত্তাময়ং তদা ॥ ১৩ ॥
জড়মসারবস্ত্বাতি যদধিষ্ঠানমীশিতুঃ।
ন তত্র দৃশ্যতে সারং যদা যোগেন তৎ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
জড়ং সঙ্কল্পসম্ভূতং সত্তাং ন বেতি তর্কিণম্।
নাত্রাবকাশং লভতে ত্রিতং হি স্বীকৃতং পুরা ॥ ১৫ ॥
আচ্ছং বা ছদ্মচ্ছমেবেদং যোগে প্রশ্নোত্তরমাদিতঃ।
স্বচ্ছীকৃতে জড়ে তস্মিন্ তদেব ব্রহ্মমন্দিরম্ ॥ ১৬ ॥
চিদাকাশো জড়াকাশস্তদা ব্যোকস্তম্ভিতঃ।
সর্ব্বপোঽপি তদা ব্রহ্মমন্দিরং যোগিসন্নিধৌ ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানিনো বহবঃ সন্তি কোটিষ্বেকো ঽপি দুর্লভঃ।
যোগী যো ব্রহ্মসংস্পর্শং সর্ব্বত্রানুভবত্যহো ॥ ১৮ ॥
অন্ধকারে নিরাকারদর্শনং সুলভং মতম্।
অন্ধকারদর্শনজ্ঞালোকে ন সহজং তথা ॥ ১৯ ॥
তৃণং ক্রিয়াসাধ্যমাসং হি তৃণবিত্তাবধৎপুরা।
পৃষ্ঠেঽদ্যুমাত্র ব্রহ্মাহং তৃণেঽধিতি তাবতে ॥ ২০ ॥
অন্তর্ব্বহির্যদা ব্রহ্মদর্শনং নান্তমাপ্নুয়াৎ।
যোগিনাং বিপরীতং হি তাভিঃ নিতান্তমাকুলম্ ॥ ২১ ॥
অস্মিন্ মার্গদ্বয়ং জ্ঞেয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
অনন্তোন্নতিরেবাস্যা ভূমেস্তুয়ধারয় ॥ ২২ ॥
স্বপ্রকাশ জড়ং ব্রহ্মাপ্রকাশং মূঢ় স ন্নস্যৌ।
সাধনানি ত্রিধাঽসারবস্ত্বা ঽসা জগতস্তথা ॥ ২৩ ॥
বিরক্তিস্তৎ প্রতি প্রাপ্তপ্রবেশোঽন্তরমূর্ত্তকম্।
অমুত্রৈব পুনস্তস্মিন্নসারে সারদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥
আদর্শাদিকমেবং হি প্রোক্তং তৎপ্রাপ্তয়ে পুনঃ।
উপায়া যে বিনির্দিষ্টা স্তু ন্ বক্ষে ঽত্র যথাক্রমম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে
বহিরাগমনং নাম ষষ্ঠমুপনিষৎ·
অষ্টদশমমনুশাসনম্।

সংবাদ।

বিলাতের "পরিত্রাণ সৈনিকের" দল দিন দিন অতি আশ্চর্য্য কার্য্য করিতেছেন। বুথ সাহেব এই প্রবল দলের সেনাপতি। তিনি প্রথমতঃ অপরিচিতের ন্যায় মহানগরী লণ্ডনে প্রবিষ্ট হইয়া দীন দুঃখীদিগের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে বহু সংখ্যক লোক তাঁহার সঙ্গে যোগ দান করেন। এখন তাঁহার সৈন্যদলের নায়কই সাত শত বাইট জন। সপ্তাহ মধ্যে ছ হাজার দুই শত বার উপাসনাদি কার্য্য হইয়া থাকে। দিন দিন ইহাঁদিগের সংখ্যা বাড়িতেছে; নানা প্রদেশে সৈন্যদল স্থাপিত হইতেছে; মদ্যপায়ী দুষ্কর্ম্মচারীরা ইহাঁদিগের প্রভাবে উদ্ধার পাইয়া যাইতেছে। গত বর্ষে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। ইহাঁদিগের "ওয়ার ক্রাই" এবং "লিটল সোলজার" নামক পত্রিকা সপ্তাহে তিন লক্ষ ষাট হাজার কাটে। সমুদায় আয় সৈনিক দলের পোষণার্থ ব্যয়িত হয়। বুথ সাহেবের পারিবারিক ব্যয় স্বীয় সঙ্গীত পুস্তকাদির আয়ে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইনি নিজ সন্তানগণকে পাঠশালায় পাঠান না, গৃহে তৎসৈন্যাপযোগী শিক্ষা দেন। সকল প্রকারের শাসনপ্রণালী অনুসরণানন্তর এক বুথ সাহেবের হস্তেই শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে। এই শাসন প্রণালীর প্রতিবাদ হওয়াতে তিনি এই উত্তর দিয়াছেন, যথার্থ সৈনিকেরা কেবল জয় চান, তাঁহারা শাসনপ্রণালীর দিকে দৃক্পাত করেন না। সম্প্রতি ইহাঁদিগের মধ্যে একটি গোল উপস্থিত হইয়াছে। কোন কোন অধিনায়ক সন্তুষ্ট লোকদিগের নিকটে উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপহারের দ্রব্য তাঁহার স্বয়ং গ্রহণ করেন। সেনাপতি ইহা জানিতে পারিয়া ঐ সকল দ্রব্য ফিরাইয়া বা সাধারণ ফণ্ডে জমা করিয়া দিতে বলেন। ইহাতে কেহ কেহ অস্বীকৃত হইয়া স্বতন্ত্র দল করিয়াছেন। সব ছাড়িয়া আসিয়া সামান্য একটি আদটি উপহারের জন্য মৃত্যু, ইহা কি চিরকালই চলিবে? ধন্য সংসার, ধন্য সংসারের মোহ।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ ১৭ সংখ্যা	১৬ই আশ্বিন রবিবার, ১৮০৪ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জ্ঞানঘন পরমদেব, তোমার গভীর জ্ঞানের উপরে একান্ত বিশ্বাস আছে বলিয়া জীবন ভারবহ বোধ হয় না, অন্যথা তোমার দয়া ও অধমের তদনুপযুক্ততা এ দুই একত্র ভাবিয়া আর কোন প্রকারে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। পাইল অনেক, কিন্তু বিতরণ করিল কি, দাস যখন ভাবে, তখন প্রাণ একেবারে আকুলিত হইয়া পড়ে। দিন দিন তোমার দয়া ঘনীভূত হইতেছে, কত সুখ শান্তি আরাম তুমি প্রমুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ, একাকী এ সকল সম্ভোগ করিয়া কেবল ইহাই মনে হয়, কৈ কাহাকেও তো ইহার সমাংশী করিতে পারা গেল না; জীবন অতীব নিষ্ফল, যদি তাহা অপরে সংক্রমিত না হয়। নাথ, দাস চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে নিদ্রিত সংসারের আজও নিদ্রাবসান হয় নাই, বিষয় সকলের চিত্তকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, দিন দিন সভ্যতাজনিত পাপ, ব্যর্থবিদ্যা, সুখাসক্তি, ইন্দ্রিয়াসক্তি লোকের বাড়িতেছে। কেহ যে সংসারবিমুখ হইয়া তোমার দিকে মুখ ফিরাইবে ইহার লক্ষণ অতি অল্প দৃষ্ট হয়। কেবল চিৎকার করিয়া তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা যায়, হে প্রভো, দেখাইয়া দাও সেই সকল লোককে যাঁহারা গোপনে তোমাকে চান, তোমার জন্য যাঁহাদিগের প্রাণ একান্ত আকুল। এ দাস সেই সকল লোকের চরণ সেবা করিয়া এ জীবন কৃতার্থ করিতে চায়। তুমি যে সুখ শান্তি ইহাকে দিতেছ, তাহার সমভাগী তাঁহাদিগকে দেখিয়া চির কাল তাঁহাদিগের সঙ্গে এ জীবন কাটাইতে অভিলাষ। প্রভো, বন্ধু নাই, অধম এ কথা বলিতেছে না, কিন্তু তোমার যেরূপ অজস্র দান তাহাতে মন অল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে কি প্রকারে? চারি দিকে দুঃখ শোক হাহাকার, তন্মধ্যে অল্প কয়েক জন বন্ধুকে সুখী দর্শন করিয়া প্রাণ সুস্থির হইবে কি প্রকারে? তোমার সন্তান মাত্রেই যে বন্ধু, তাঁহাদের বন্ধুত্ব পাইবার জন্য যে এ প্রাণ নিতান্ত আকুল। এ আকুলতা কবে চরিতার্থ হইবে কেবল তুমিই জান। ইচ্ছা হয় অধম ঘরে ঘরে গিয়া তোমার দয়ার সংবাদ বলে, আর সকল লোককে তোমার দিকে আকর্ষণ করে। এক বার অগ্নিময় হইয়া তুমি প্রকাশিত হও, জনচিত্ত স্পর্শ কর, আর প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডে ভারতকে প্রজ্জ্বলিত কর। নিদ্রায়, আর কতকাল নিদ্রায় দিন অতিবাহিত হইবে? তুমি সম্মুখে অগ্নিস্তম্ভ হইয়া চলিতে থাক, দাস তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ

করুক। লীলাময় দেব, চির কাল তুমি বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিয়াছ, এবার লীলার সময়ে প্রশান্ত ভাবে সাক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? নিয়ত অগ্নি উদ্গিরণ ভিন্ন যে আর চলে না। দাস তোমায় অধিক কি বলিবে, জ্ঞানময়, হৃদয় দেখিয়া ইহার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শাক্যত্ব লাভ।

যোগের দ্বিবিধ গতি; আমি ব্রহ্মে, ব্রহ্ম আমাতে। আমি ব্রহ্মে ইহাই প্রায় সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় কার্য্যতঃ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন, এক শাক্যই কেবল ব্রহ্ম আমাতে জগৎকে শিখাইয়াছেন। আমাদিগের এ নির্দ্ধারণ শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইবেন, কেন না নিরীশ্বর শাক্য যোগের অন্যতর গতি দেখাইলেন, এ কথা সকলের কাণেই বাধিবে। বাধুক আর যাহা করুক, আমরা তাঁহার যোগের এই গতি দেখাইয়া তদ্ভাব লাভে প্রবৃত্ত। ইহার সত্যাসত্য সকলেরই নির্দ্ধারণ করিবার সামর্থ্য আছে।

"আমি ব্রহ্মে" এই যোগের গতিতে প্রথম দুইটি পদার্থ স্বীকৃত হয়, আমি এবং ব্রহ্ম। যোগলাভের পূর্ব্বে এক দিকে আমি, অপর দিকে ব্রহ্ম। সুতরাং উভয়ের মধ্যে উপাস্য ও উপাসক ভাব প্রথম হইতে অবস্থিতি করে। ব্রহ্মকে অর্চ্চনা করিতে করিতে, চিন্তা করিতে করিতে, দর্শন করিতে করিতে ক্রমে আমি যত তদ্ভাব লাভ করিতে থাকি, তত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। ক্রমে একেবারে তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হই। একটি ঘটকে সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন করিতে করিতে যখন একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন ঘট জনচক্ষুর অগোচর হয় বটে, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়া যায়, ঘটের ঘটত্ব একেবারে বিনষ্ট হয় না, যখনই ইচ্ছা পুনরায় তাহাকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া পৃথক্ রাখিতে পারা যায়। প্রথমবিধ যোগের তুলনা এই। আমি ব্রহ্মের সঙ্গে যেমন মিলিত হইলাম, তেমনি আবার তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি। কেন না আমি তাঁহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছি। ঘটের ঊর্দ্ধে অধোতে পার্শ্বে সর্ব্বত্র গভীর জলরাশি, ব্রহ্মে নিমগ্ন জীবের ব্রহ্মসম্বন্ধে তদ্রূপ অবস্থা। কিন্তু যত ক্ষণ নিমগ্ন তত ক্ষণ জীবের এই ভাব। এক বার কোন কারণযোগে বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত হইলে জীবের পূর্ব্বে যে প্রকার অবস্থা ছিল, সেই অবস্থাই পুনরায় লাভ হয়। এখানে "সোঽহং" ভাব প্রবল বলিয়া অহমের প্রধানভাবে বিদ্যমানতা। সুতরাং এই যোগের পূর্ণতা সাধন জন্য দ্বিতীয় প্রকার যোগের একান্ত প্রয়োজন।

আর্য্য ঋষিগণের পরে বুদ্ধ আসিলেন। আর্য্যগণ যে স্থানে যোগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, সেই স্থান লাভ করা বুদ্ধের অভিপ্রায় নহে, তিনি অন্যতর গতি প্রদর্শন জন্য ধরাধামে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। উপাস্য উপাসকের ভাব লইয়া আরম্ভ করিতে হইলে আর্য্য ঋষিগণ যোগের যে গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধকেও সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইতে হইত, সুতরাং ব্রহ্ম সহ তিনি উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যোগ আরম্ভ করিলেন না। তিনি ক্রমান্বয়ে আবরণ সমুদায়কে ধর্ম্মালোক লাভের উপায়সমূহ দ্বারা ছিন্ন করিতে লাগিলেন। যাহা কিছু দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, এ সমুদায় অজ্ঞান অবিদ্যা, তীব্র বৈরাগ্য ও সমাধিযোগে এই অজ্ঞান ও অবিদ্যা তিরোধান তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। এইটি সাধন জন্য তিনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্র আপনাতে প্রতিফলিত করিয়াছেন, সমুদায় জগৎও তৎ সহ অহংকে শূন্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। পরিশেষে এমন একটি অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাকে নির্ব্বাণ বলে। এই নির্ব্বাণই ব্রহ্মে স্থিতি, এই নির্ব্বাণই ব্রহ্ম*।

* বৌদ্ধমতানুসারী প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র মোক্ষপর্য্যায় মধ্যে "নির্ব্বাণং ব্রহ্ম নির্বৃতিঃ" "নির্ব্বাণমস্তরং"

নির্ব্বাণ লাভ করিয়া তিনি কি হইলেন, জ্ঞান শান্তি প্রেম পুণ্য হইলেন। আমি বলিয়া আর কিছু রহিল না, ঘট ভাঙ্গিয়া গেল, রহিল কেবল জ্ঞান, শান্তি, প্রেম, পুণ্যরূপ অবস্থা। এই অবস্থাই তখন আমি, আর স্বতন্ত্র আমি নাই, ব্রহ্ম আপনাতে আপনি স্থিতি করিলেন।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, "আমাতে ব্রহ্ম" যোগের এই অপর দিক্ কি এতদ্দ্বারা সাধিত হইতেছে? শাক্য আমি বলিয়া পদার্থ যখন উড়াইয়া দিয়া এক ব্রহ্মকে রাখিলেন, তখন আমাতে ব্রহ্ম হইল কি প্রকারে? আমাতে ব্রহ্ম ইটি সাধিত হইলে শাক্য যাহা করিয়াছেন ফলে তাহাই দাঁড়ায়। আমাতে যখন ব্রহ্ম আসিলেন, ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি, হৃদয়, সমুদায় ব্রহ্ম কর্তৃক অধিকৃত হইল। আমার আর চিন্তা রহিল না, জ্ঞান রহিল না, বুদ্ধি রহিল না, হৃদয় রহিল না, সকলই তাঁহার হইল। তাঁহার আগমনে আমার অস্তিত্ব একপ্রকার অনস্তিত্বে পরিণত হইল। আমি যখন চিন্তা করি, ব্রহ্ম তখন চিন্তা করেন, আমি যখন প্রীতি করি, ব্রহ্ম তখন প্রীতি বিস্তার করেন, সুতরাং আমি ও ব্রহ্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ রহিল না। আমি ব্রহ্মে অন্তর্হিত হইয়া গেলাম, ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত। এ মতে অবতার বাদের অবকাশ আছে, কিন্তু বুদ্ধ সমুদায়েতে বুদ্ধদৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে দোষের নিরসন করিয়াছেন।

আমরা আমাদিগের প্রবন্ধ শাক্যত্বলাভ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য এই, আমরা সগুণ ব্রহ্মবাদের দিক্ দিয়া সাধন করিয়া আসিতেছি, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সাধন করি নাই। সগুণ ব্রহ্মবাদে ব্যক্তিজ্ঞানে চির দিন উপাস্যকে স্বতন্ত্র রাখা হয়, যোগের অবস্থাতেও এ স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না। নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ব্যক্তিত্বহীন জ্ঞান শক্তি প্রেম পুণ্য প্রভৃতি স্বীকৃত হয় চরমে যখন সাধক সমুদায় দৃশ্য অনুভূত বস্তু যোগবলে অবস্তু করিয়া উড়াইয়া দেন, তখন থাকেন কেবল ব্যক্তিত্ববিহীন জ্ঞান শক্তি প্রেম পুণ্যাদি। এই সকল তখন আত্মার অবস্থা হয় এবং ইহারাই একমাত্র প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক হয়। এই অবস্থাতে পাপ একেবারে অসম্ভব হয়, কেন না জ্ঞান প্রেম পুণ্য যখন প্রবর্ত্তক হন তখন তদ্বিরুদ্ধ সামগ্রী আর কখন তিষ্ঠিতে পারে না। প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিলেই ব্যক্তিত্বের ভাব আসিয়া পড়ে, কিন্তু এক অসীম অনন্ত বস্তু সর্ব্বে সর্ব্বা, জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি ভিন্ন কিছুই কিছুই নয় বলিয়া, ব্যক্তিত্ব অব্যক্তিত্ব পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে একত্র স্থিতি করিতেছে।

আমরা শাক্যত্বলাভের জন্য কেন ব্যস্ত হইয়াছি? পাপ একেবারে অসম্ভব করিবার জন্য। আমি এবং আমার ঈশ্বর প্রাথমিক যোগে সংযুক্ত থাকিলে পাপ করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর যদি আমার আমি হন, তাহা হইলে আমা হইতে পুণ্য ভিন্ন পাপ কখন সমুত্থিত হইতে পারে না। শাক্য এই জন্যই সমুদায় বাসনা নিবৃত্ত করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া, পাপের প্ররোহ সমূলে উৎপাটন করিয়া, নির্ব্বাণ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আর আপনি রহিলেন না, কেন না তাঁহাতে পাপসম্ভাবনা নিবৃত্ত হইল, তিনি "গম্ভীর শান্তো বিরজো প্রভাস্বরঃ" হইলেন। আমাতে আমি ঈশ্বরকে প্রবিষ্ট করিব এই জন্য যে, আমার চিন্তা বাক্য কার্য্য সকলই তাঁহা কর্তৃক অধিকৃত হইবে, তিনি আমার পরিচালক হইবেন, তিনিই

লিখিয়াছেন। নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম বুদ্ধগণের নিকট যে একই সামগ্রী ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই পর্য্যায় "দেবাধিদেব কাণ্ডে" লিখিত হইয়াছে, সুতরাং উহা বৌদ্ধমতানুসারী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শাক্য স্বয়ং যখন "ব্রহ্ম তেনাধীস্থ" বলিয়াছেন, তখন আর বিবাদের বিষয় কি?

সমুদায় করিবেন, আমি কেবল তদ্দ্বারা নীত হইব। সাধনের ইহাই চরমাবস্থা, ইহাই পূর্ণাবস্থা, অনন্তোন্নতি এই ভূমির উপরে দণ্ডায়মান। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনের অবস্থা হইয়া আমাদিগের শাক্যত্ব লাভ হউক, ইহাই আমাদিগের হৃদ্গত কামনা।

আমাদিগের উপাসনা গৃহ।

মনুষ্যের স্বভাব এই, যাহা কিছু আপনার তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। যদি এরূপ স্বভাব না থাকিত, পৃথিবীতে কিছুরই স্থিরতা থাকিত না। নিজের মত, নিজের ধর্ম্ম, নিজের সম্প্রদায়, নিজের উপাসনা মন্দির, কে না অপরের তত্তদ্বিষয় ও বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ মনে না করে? আমরা কি সাধারণের এই চিত্তের গতি অনুসরণ করিয়া অদ্যকার এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, না সত্যের অনুরোধে আমাদিগের লেখনী চপলতা প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ সংস্কার হইতে আমরা নিয়ত আমাদিগকে প্রমুক্ত রাখিতে যত্ন করিয়া থাকি, অন্যথা যে উদার ধর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার অনুসরণ আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব হয়। কোন একটি বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ থাকিলে তাহার বিপরীত দিকে যে অপর একটি অনুগম্য বিষয় থাকে তাহা আমাদিগের দৃষ্টির অতীত স্থানে স্থিতি করে, এজন্য আমরা নিয়ত প্রমুক্ত ভাব বহন করি। এই প্রমুক্ত ভাবই অদ্য আমাদিগকে একটি মহৎ সত্য প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ করিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের উপাসনাগৃহকে আমরা প্রশস্ত মনে করি। আমরা প্রতিদিন যেখানে সবান্ধবে মিলিত হইয়া উপাসনা করি, ঐ স্থান অতি মহৎ, অতি উচ্চ, নির্ভয়ে বলিতে পারি, স্বর্গের সহিত মিলিত। নূতন সত্য, নূতন পথ, সর্ব্ববিধ সংশয়ের মীমাংসা, সমুদায় ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় ইত্যাদি সর্ব্ববিধ বিষয় এই এক উপাসনা গৃহ হইতে আমরা লাভ করি। এখানে নিত্য নূতন উৎসাহ, নিত্য নূতন জীবন, নিত্য নূতন সিদ্ধি লাভ হয়। আমাদিগের বল, বুদ্ধি, বিক্রম সকলই এই উপাসনা স্থলে লব্ধ। স্বর্গ হইতে নিত্য নূতন সংবাদ এই এক উপাসনা গৃহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের সমুদায় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ার মূল এই গৃহ। আমরা যাহা বলি, যাহা লিখি, যাহা প্রচার করি, তাহা এই স্থান হইতে প্রসূত। আমাদিগের সমুদায় জীবন এই উপাসনাগৃহের সঙ্গে অনুস্যূত, ইহার সঙ্গে বিচ্ছেদ আর জীবন নাশ একই কথা। আমরা যেখানে থাকি, এই উপাসনাগৃহের সঙ্গে আমাদিগের অচ্ছেদ্য যোগ অবস্থিতি করে। তাই ঈশ্বরের আদেশে যখন দূরে যাই, তখনও এক উপাসনা-যোগে সমতা, একতা, একবিধ সংবাদাদি প্রাপ্তি অব্যাহত থাকে।

এ স্থানকে শ্রেষ্ঠমনে করিবার আরও বিশিষ্ট কারণ আছে। পৃথিবীতে বহু উপাসনা স্থান আছে, সে সমুদায় স্থান পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সকল উপাসনাস্থল হইতে এ স্থানকে আমরা এই জন্য শ্রেষ্ঠ মনে করি যে, এখানে সকল মহাজন আসিয়া একত্র মিলিত হইতে পারেন, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, স্বর্গে যে প্রকার তাঁহাদিগের একত্র অবস্থিতি, এখানেও সেই প্রকার তাঁহাদিগের স্থিতি হইতে পারে। বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই পৃথিবীতে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের বিরোধী, এক সম্প্রদায় যে মহাজনকে আসন দান করেন, অন্য সম্প্রদায় তাঁহাকে বঞ্চক বলিয়া সে স্থানে প্রবেশও করিতে দেন না। এইরূপ সম্প্রদায় সকল যাঁহাদিগের মধ্যে কোন বিবাদ নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ কল্পনা করিয়া স্ব স্ব

উপাসনাস্থানকে স্বর্গের মিলন হইতে দূরে রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের রাজ্যে সর্ব্বত্র মিলন ও সামঞ্জস্য আছে, কেবল ধর্ম্মরাজ্য চিরবিবাদের ভূমি। এই বিবাদ নিরসনের জন্য বর্ত্তমান বিধান। স্তুতরাং সেই বিধানের উপাসনা-স্থান সমুদায় বিবাদ অমূলক করিয়া সকল মহাজনকে এক স্থানে আসন দান করিয়াছে। এই স্থান সকল মহাজনের অতীব মনোনীত হইয়াছে, কেন না স্বর্গে যেমন তেমনি এখানে তাঁহারা একত্র বসিয়া নবীন শুভ সংবাদ প্রচার করিতে পারেন।

সমুদায় মহাজন এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন এজন্য যেমন ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনই আবার এ জন্যও শ্রেষ্ঠত্ব যে চিরবিবাদাস্পদ বিজ্ঞান ধর্ম্মের পার্শ্বে সৌম্যমূর্ত্তিতে আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। এরূপ ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মিলন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন ও নবীন একত্র এক স্থানে মিলিত, ইহা যদি কেহ কোথাও দেখিতে চায়, তবে আমাদিগের উপাসনাগৃহে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ, বৈরাগ্য, সংসার ও সংন্যাস, এ সকলের নিত্য একত্র স্থিতি, এই উপাসনাগৃহ হইতে সমুপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের বিধাতা প্রতিদিন তাঁহার শিষ্যবর্গকে এই স্থানে আশ্চর্য্য অলৌকিক শিক্ষা দান করেন, যে শিক্ষার প্রভাবে তাঁহারা জীবনে নিত্য অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করেন, এবং পৃথিবীর লোকেরা মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এ আবার কি নূতন বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। প্রতিদিন বিধাতা যাহা শ্রবণ করান তাহাতে কোন সাধকের সংশয় থাকে না, কেন না তিনি সকল হৃদয়ের তন্ত্রীতে হস্ত রাখিয়া এক সুমিষ্ট সর্ব্বসমঞ্জস সুস্বর উত্থাপিত করেন, যে স্বর কর্কশ বা বহুপথে ধাবিত নহে। লোকে ক্রিয়াকালে সকলের একবিধ অনুষ্ঠানে আনন্দের সহিত যোগদান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়, কিন্তু তাহারা জানে না যে বহুতন্ত্রীসম্মিলিত যন্ত্র হইতে বাদকের হস্তের মাহাত্ম্যে একই অভিন্ন সুমিষ্ট স্বর উত্থিত হয়।

এ উপাসনাগৃহের সর্ব্বোচ্চ শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এখানে যে সকল নিয়ম বিধি স্বয়ং বিধাতা প্রচার করিতেছেন, ইহা এক দিন সমুদায় পৃথিবীকে শাসন করিবে। সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া যাইবে, অথচ ইহার নিয়ম ও বিধির বিপর্য্যয় ঘটিবে না। যেখানে বিধানাশ্রিত সাধকমণ্ডলী একত্রিত হইয়া উপাসনা করেন, সে স্থান অতি অসামান্য; স্বর্গের সহিত উহার নিত্য যোগ। যেখানে বিধাতার নামে দশ জন একত্রিত হইয়াছেন, এবং বিধাতার নামে প্রতিদিন একত্র উপাসনা করেন, সেই স্থানকে আমরা আদরের সহিত চুম্বন করি, কেন না সেই স্থানে সাধক নিত্য নূতন সত্য, জীবন, জ্ঞান ও পুণ্য লাভ করিতেছেন। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, তোমরা দশ জন যেখানে মিলিত হইবে, সেখানেই আমাকে দেখিতে পাইবে, একথার মধ্যে অতি উচ্চতম সত্য নিহিত আছে। বিধানে বিশ্বাসিগণই কেবল এ সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিদিন দর্শন করেন। আমরা উপাসনা-গৃহসম্বন্ধে সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ উপলব্ধ যে সকল কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া উপাসনাস্থানকে সকলে সমাদর করিতে শিক্ষা করিবেন, ইহাই আমাদিগের আশা। ভক্তবৎসল যেখানে ভক্তগণ সহ নিত্য মিলিত হন, সে স্থানের তুল্য কি আর কিছু আদরের সামগ্রী আছে ?

ধর্ম্মতত্ত্ব

চিন্তা অতি আশ্চর্য্য সামগ্রী। এই চিন্তার আমরা বারংবার প্রশংসা করিয়াছি। যাহার চিন্তা যাদৃশ, সে ব্যক্তি সেইরূপ একথাতেও কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য আপনাকে অতিক্রম করিয়া চিন্তা করিতে পারে না, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। চিন্তা যখন মনুষ্যকে দেবসোপানে আরূঢ় করে, তখন এই চিন্তাকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিবার জন্য যত্ন

করা সমুচিত। কখন নীচ বিষয়ের চিন্তা করিব না, নীচ বিষয় আসিবামাত্র তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিব, আত্মহিত, সর্ব্বজনহিত, ঈশ্বরচিন্তা, পরলোকচিন্তা, সাধুগণের জীবন পর্য্যালোচনা ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সর্ব্বদা মনকে নিযুক্ত রাখিব। যাহাতে নিরাশা উপস্থিত হয়, যাহাতে কুৎসিত বৃত্তিসকল বল লাভ করে, যাহাতে বল বীর্য্য উদ্যমের হানি হয়, এসকল চিন্তাকে কখন মনে স্থান দিব না। যদি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ কোন নীচ বিষয় মনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই শত্রু জানিয়া জীবনহর জানিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিব। মনকে কখন শূন্য রাখিব না, কেন না সেই অবকাশ দিয়া জঘন্য চিন্তাসকল মনের ভিতরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইবে। চিন্তাকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখা বিশুদ্ধ রাখা উৎকৃষ্ট বিষয়ে নিযুক্ত রাখা ইহাই আমাদিগের জীবনের কার্য্য হইবে। এইরূপ ক্রমিক চেষ্টাতে আমাদিগের হৃদয়ে উত্তরোত্তর ধর্ম্মালোক অবতীর্ণ হইবে, আমাদিগের দৃষ্টি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইবে, আমাদিগের ব্রহ্মানুভব উজ্জ্বলতর হইবে। সরলপ্রাণী জিজ্ঞাসা করিবেন, এক চিন্তাকে এত দূর বাড়াইলে প্রার্থনার প্রয়োজন রহিল কোথায়? এ যে বৌদ্ধভূমি মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিল। আমরা বলি, চিন্তা প্রার্থনার ভূমিকে পরিষ্কৃত করে, নিয়ত প্রার্থনার ভাব অন্তরে জাগ্রৎ রাখে। কেননা চিন্তাতে উচ্চতম ভূমি রক্ষা করিবার জন্য যত্ন গূঢ় অধ্যাত্ম প্রার্থনা, এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে আত্মার এমন প্রার্থনা নাই, যাহা প্রার্থনা করিবামাত্র সিদ্ধ না হয়। প্রার্থনা মনুষ্য স্বভাব, স্বয়ং বুদ্ধেরও ইহা কোন না কোন আকারে অনুসরণ করিতে হইয়াছে।

আসক্তি অতি সূক্ষ্ম সামগ্রী। ইহা নানা সময়ে নানা আকারে মনুষ্য হৃদয়কে অধিকার করে। তুমি ইহাকে সংসারের ভূমি হইতে তাড়াইয়া দাও, ধর্ম্মের ভূমিতে আসিয়া দেখা দিবে। অনেক সময়ে আসক্তি ন্যায়ের আকার ধারণ করে। আমার অমুক বিষয়ে অধিকার আছে, সুতরাং ইহা হইতে আমাকে কেহ বিচ্যুত করিতে পারে না, আমি যে কোন প্রকারে আত্ম অধিকার স্থিরতর রাখিব, এই বলিয়া গূঢ় বিষয়াসক্তি অচতুর ধর্ম্মসাধককে অপথে পদার্পিত করায়। কখনও উহা কর্ত্তব্যের আকার ধারণ করে। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির প্রতি আমার ইহা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া লোকে এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যাহার বস্তুতঃ প্রয়োচক গূঢ় আসক্তি। ধর্ম্মের যে সকল উপকরণসামগ্রী আছে, অনেক সময়ে আসক্তি তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াও জীবিত থাকে। ফলতঃ এক একটি পাপ বহুরূপী, কখন কোন আকার ধারণ করে, তাহার স্থিরতা নাই। প্রবল যোগচক্ষু ভিন্ন কেহ ইহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না, নিয়ত অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত রাখিবার জন্য যত্ন করা আবশ্যক। জানি না যোগ ভিন্ন সূক্ষ্মতর পাপের হস্ত হইতে কে আত্মরক্ষা করিতে পারে?

অন্তরস্থ বিবেকবাণী সর্ব্বোপরি বিরাজমান। যাঁহারা অবতারবাদী, তাঁহারাও এবিষয়ে অন্ধ নন।

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥"

"ঈশ্বরগণের [মহাপুরুষগণের] বাক্য সত্য, আচরণ কখন কখন সত্য হয়। তাঁহাদিগের যে যে আত্মবাক্য যুক্ত [অবিরুদ্ধ], বুদ্ধিমান্ সেই সেই বাক্য আচরণ করিবে।" আপনাদিগের নীচ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যাহারা বড় বড় লোকের আচরণ উদাহরণ স্থলে আনিয়া অসদাচরণ করে, তাহারা বিনষ্ট হয়। 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা হরুদ্রো হব্ধিজং বিষম্॥" "অনীশ্বর ব্যক্তি মনেও কখন এরূপ আচরণ করিবে না। রুদ্র ব্যতিরিক্ত অন্য [ব্যক্তি] সমুদ্রজ বিষ পান করিয়া যেমন, তেমনি মূঢ়তাবশতঃ [এরূপ] আচরণ করিয়া বিনষ্ট হয়।" যাঁহারা ঘোরতর প্রলোভনের মধ্যে আপনাদিগকে নিঃক্ষেপ করিয়া মন বিশুদ্ধ রাখিতে পারেন, তাঁহারা অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন। সাধারণ লোক তাঁহাদিগের আন্তরিক তেজ ধারণ করিতে পারে না, কেবল বাহিরের আচরণ দর্শন করে। "যদ্যদাচরতি প্রাজ্ঞস্তত্তদেবেতরো জনঃ" প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিগণ তাহা তাহা আচরণ করে! সুতরাং অন্ধতা বশতঃ অসাধারণ লোকের বাহিরের আচরণই সাধারণ লোকের অনুসরণের বিষয় হয়। এক সময়ের আচরণ অন্য সময়ের উপযুক্ত নয়, এক ব্যক্তির আচরণ অন্য ব্যক্তির পক্ষে মহদনিষ্টসাধক, সাধারণ লোকে ইহা অল্পই বুঝিতে পারে। সকলে যদি নিজ নিজ অন্তরের বাণী পাঠ করিতে পারে, তাহা হইলে আর একের বাহ্যাচরণ অপরকে বিপথে প্রেরণ করিতে পারে না। এ দেশের এক এক সম্প্রদায়ের অসদাচরণ মহাপুরুষগণ হইতে সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা উপরি উক্ত শুকবাক্য মনে রাখিবেন। শুক স্বয়ং অন্তর্দ্দর্শী ছিলেন, সুতরাং অন্ধের ন্যায় অনুসরণ তাঁহার ব্যবস্থার বহির্ভূত হইবেই। সর্ব্বপ্রকার অসদাচরণের মূল আত্মঘাতিত্ব, এ সম্বন্ধে অপর কেহই দায়ী নহে। সর্ব্বদা অন্তরের বাণী অনুসরণ করিলে কখন আত্মঘাত উপস্থিত হয় না।

প্রাচীন উপাসনা প্রণালী।

বৈদিক সন্ধ্যা।

সূর্য্যোপস্থানানন্তর গায়ত্রীজপ *। গায়ত্রীর দেবতা সবিতা। ঋগ্বেদে কোন কোন স্থলে সূর্য্য ও সবিতা দেবতাকে এক, কোথাও বা ভিন্নরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, একই দেবতা উদয়ের পূর্ব্বে সবিতা এবং উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যনামে আখ্যাত হন। যাস্ক বলেন, অন্ধকারের অপগম, এবং আকাশে কিরণ আকীর্ণ হওয়ার কাল সবিতা দেবতার। ফলতঃ সন্ধ্যা-প্রয়োগে সূর্য্য ও সবিতা অভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সায়ংকালীন সূর্য্যোপস্থানে বরুণ দেবতার এবং গায়ত্রীজপান্তে শান্তিকর্ম্মে মিত্র এবং আত্মরক্ষামন্ত্রে জাতবেদা নামক অগ্নিদেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিত্র সূর্য্য সহ অভিন্ন, বরুণ রাত্রির দেবতা বলিয়া বৈদিক গ্রন্থে প্রসিদ্ধ। যে সময়ে রজনীর আরম্ভ সেই সময়ে বরুণ ও সূর্য্যকে অভিন্ন জ্ঞানে সূর্য্যোপস্থান অযুক্ত নহে, কেন না বেদে সূর্য্যস্থানীয় মিত্র ও বরুণকে অভিন্নরূপে স্তব করা হয়। আত্মরক্ষামন্ত্রে অগ্নির উল্লেখ থাকাতে সূর্য্য সন্ধ্যার একমাত্র অর্চ্চনীয় দেবতা নহেন প্রতিপন্ন হয় না। কেন না ১০।৮৮। ৬ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় "মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।" অগ্নি রাত্রিতে পৃথিবীর মস্তক হন, তদনন্তর প্রাতঃকালে উদয়োন্মুখ সূর্য্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যাস্ক সূর্য্য এবং অগ্নিকে অভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ধ্যান ও আবাহন ও ন্যাসাদির পর গায়ত্রী জপ করিবে। ধ্যানমন্ত্র পৌরাণিক। প্রাতঃকালের ধ্যান;

হংসোপরি পদ্মাসনস্থাং চতুর্মুখীমক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরাং শুক্লপরিধানাং ব্রহ্মণঃ সদৃশরূপাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ।

প্রাতঃকালের আবাহন মন্ত্র,

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ † ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে।

মধ্যাহ্ন ধ্যানের মন্ত্র,

শ্যামাং চতুর্ভুজাং পীতাম্বরধরাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তাং গরুড়বাহনস্থাং বিষ্ণোঃ সদৃশরূপাং বৈষ্ণবীং ধ্যায়েৎ।

মধ্যাহ্নের আবাহন মন্ত্র,

ওঁ তেজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূরোম্ *।

সায়াহ্নে ধ্যান যথা,

শ্বেতবর্ণাং দ্বিভুজাং ত্রিশূলডমরুকরাং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাং ত্রিনেত্রাং বৃষভস্থাং মহেশ্বরসদৃশরূপাং মহেশ্বরীং ধ্যায়েৎ।

সায়াহ্নের আবাহন যথা,

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধীভব।

গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা॥

কেহ কেহ ঋষ্যাদিন্যাস ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া থাকেন যথা—

শিরসি বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ, ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ, ভুবঃ শিরসে স্বাহা, স্বঃ শিখায়ৈ বষট্, তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং কবচায় হুঁ, ভর্গোদেবস্য ধীমহি নেত্রায় বৌষট্, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ইতি সর্ব্বাঙ্গে ন্যসেৎ †।

গায়ত্রীর,

বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্তা গায়ত্রী যথা,

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্লোক ব্যাপ্ত সেই সবিতা দেবতার শ্রেষ্ঠ জ্যোতি আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।

শত বার বা দশ বার জপ করিয়া বামদেবঋষি অনুষ্টুপ্ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা গায়ত্র্যুদ্বাসনে বিনিয়োগঃ।

উত্তমে [উত্তরে] শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।

ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্॥

* সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে সূর্য্যোপস্থানানন্তর প্রত্যুপস্থান, যথা "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ ওঁ দেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ বেদেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ নমো বৈশ্রবণায় চোপজায় চ। " এইরূপে প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দ্বারা প্রত্যুপস্থান করিবে। এতদনন্তর নিষ্পিতৃকের পিতৃতর্পণ।

† ব্রহ্মযোনির্নমোঽস্তুতে।" সা, স ; য, স।

* যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।" তৎপর "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে। সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে "ওঁ তেজোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র নাই। এ দুই সন্ধ্যাতেই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এ তিন কালের একই আবাহন মন্ত্র।

† সামবেদীয় সন্ধ্যাতে, ওঁ হৃদি, ওঁ ভূঃ শিরসি, ওঁ ভুবঃ শিখায়াং, ওঁ স্বঃ সর্ব্বগাত্রেষু, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং —প্রচোদয়াৎ ওঁ করতলদ্বয়ে। যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় এই ভেদ "ওঁ ভূঃ হৃদয়ে, ওঁ ভুবঃ শিরসি, ওঁ স্বঃ শিখায়াং, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং সর্ব্বাঙ্গে। ওঁ ভর্গো ইত্যাদি করতলদ্বয়ে।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। কেহ কেহ "পর্ব্বত মূর্দ্ধনি" স্থলে "পর্ব্বতবাসিনি", কেহ কেহ অতিরিক্ত "আকাশাৎপতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্। সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতু॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন *।

প্রাণায়াম, গায়ত্রী, বিসর্জ্জন, সমুদায় শাখার সন্ধ্যাতেই সাধারণ। বিসর্জ্জনানন্তর সূর্য্য মিত্র অগ্নি এই তিন অভিন্ন দেবতা অবলম্বন করিয়া অর্ঘ্যদান, শান্তিকর্ম্ম ও আত্মরক্ষা। তিলপুষ্পকুশলিযুক্ত অর্ঘ্য মস্তক পর্য্যন্ত তুলিয়া "হংসঃ শুচিষৎ" মন্ত্রে প্রদান করিবে। এই মন্ত্রের

বামদেবঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ।

ও হসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

[ইনি] হংস, শুচিস্থানবাসী, বসু, অন্তরীক্ষবাসী, হোতা, বেদিস্থ, অতিথি, গৃহবাসী, মনুষ্যবাসী, উৎকৃষ্টস্থানবাসী, যজ্ঞবাসী, আকাশবাসী, অব্জ [মৎস্যাদি] ঋতজ [সত্যজাত] অদ্রিজ [পাষাণাদি] ঋত, বৃহৎ। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দান করিবে। শান্তিকর্ম্ম পাঠে;

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিশ্বামিত্রঋষির্মিত্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মিত্রস্য চর্ষণীধৃতোঽবো দেবস্য সানসি।
দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্। ১।

মনুষ্যজাতির বিধারক দেব মিত্রের চিরকালস্থায়ী রক্ষা ও অতীব শ্রুতিবিচিত্র বল;

ওঁ অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ।
অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্। ২।

যে মিত্র আকাশের চতুর্দ্দিকে মহিমাতে, এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যশেতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ২।

ওঁ মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে জনা অভিষ্টিশবসে।
স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্ত্তি। ৩।

অভিষ্টতেজোময় মিত্রসন্নিধানে [সুরাসুরাদি] পঞ্চলোক ক্রোড় করিয়াছে, তিনি সমুদায় দেবগণকে পোষণ করেন।

ওঁ মিত্রো দেবেষ্বায়ুষু জনায় বৃক্তবর্হিষে।
ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ। ৪।

আগমনশীল দেবগণেতে যাহারা কুশচ্ছেদন করিয়াছে সেই যজমানদিগকে মিত্র ইষ্টব্রত অন্ন [দান] করিতেছেন।

আত্মরক্ষা মন্ত্রের

কাশ্যপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ জাতবেদা অগ্নির্দেবতা শান্ত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম
মরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা
নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ *॥

জাতবেদা [অগ্নিকে] [আমরা] সোম নিষ্পীড়ন করিয়া দি। সেই সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি আমাদিগের শত্রুত্ব ইচ্ছাকারিগণকে দহন করেন, তিনি আমাদিগের সমুদায় দুঃখ এবং নৌকা দ্বারা সিন্ধুর ন্যায় দুরিতসকলকে অতিক্রম করিয়া বিনাশ করুন।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রক্ষাবন্ধন করিবে।

কেহ কেহ এই বলিয়া জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, প্রাচ্যাং দিশি ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, দক্ষিণস্যাং দিশি ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, উদীচ্যাং দিশি সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ওঁ প্রাচ্যৈ নমঃ ওঁ দক্ষিণায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রতীচ্যৈ নমঃ, ওঁ উদীচ্যৈ নমঃ, ওঁ উর্দ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ অধরায়ৈ নমঃ।

কেহ কেহ প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যাতে

প্রাচ্যাং সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, দক্ষিণস্যাং সাবিত্র্যৈ নমঃ, প্রতীচ্যাং গায়ত্র্যৈ নমঃ উদীচ্যাং ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ কামকারীন্মনুকারীন্নমো নমঃ, ও প্রাচ্যৈ নমঃ, ওঁ দক্ষিণায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রতীচ্যৈ নমঃ, ওঁ উদীচ্যৈ নমঃ, ওঁ অধরায়ৈ নমঃ, ওঁ অন্তরায়ৈ নমঃ, ওঁ অন্তরীক্ষায় নমঃ। এইরূপ মধ্যাহ্নে, দক্ষিণস্যাং দিশি ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ

* যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় "উত্তরে শিখরে জাতে" এই মন্ত্র। সামবেদীয় সন্ধ্যোপাসনায় "ওঁ মহেশ্বরবদনোৎপন্না বিষ্ণো হৃদয়সম্ভবা। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥" এইটি বিসর্জ্জন মন্ত্র। উহাতে অতিরিক্ত এই; এই জপ দ্বারা ভগবান্ আদিত্য ও শুক্র প্রীত হউন "ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ" এই বলিয়া জলাঞ্জলি দিবে।

* সামবেদীয় সন্ধ্যার আত্মরক্ষা মন্ত্র ইহাই। যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাতে এ অঙ্গ নাই; অর্ঘ্যদান মন্ত্র "ও নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ সূর্য্যায়। প্রণাম "জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি। সামবেদীয় সন্ধ্যাতে আত্মরক্ষার পর রুদ্রোপস্থান, জলাঞ্জলি দান, তৎপর যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রেই সূর্য্যার্ঘ্যদান ও প্রণাম। রুদ্রোপস্থান মন্ত্রের "কালাগ্নিরুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।" কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র জপ করিবে। "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অস্ত্যোনমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ও বিষ্ণবে নমঃ, ও রুদ্রায় নমঃ। এই বলিয়া জলাঞ্জলি দিবে। সর্ব্বশেষে "যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।" এই বলিয়া জলগণ্ডূষ দান করিবে।

প্রতীচ্যাং ওঁ সাবিত্রৈ্য, প্রাচ্যাং সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ পাঠ করেন।

এখানে বৈদিক সন্ধ্যা শেষ হইল। পাঠকগণ এই প্রণালীর ভিতরে যাহা দেখিবার তাহা অবলোকন করিবেন। সমুদায় ঋক্ গুলির বর্ণে বর্ণে ধরিলে এব্যাপারটিকে নিতান্ত সামান্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু বর্ণ না ধরিয়া যদি ভাব ধরা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীর মন শুদ্ধ করিয়া দেবপ্রেরণার আধার হওয়া সমুদায় সন্ধ্যার উদ্দেশ্য। আশ্চর্য্য, ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি বহু দেবতা আছে, অথচ সন্ধ্যাতে কেবল সদৃশ দেবতা সূর্য্য বরুণ মিত্র ও অগ্নিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্তর বাহিরের পাপ বিদূরিত করিয়া তেজঃ পূর্ণ হইয়া দেবপ্রেরণা ধারণের উপযুক্ততা এই কয় দেবতা স্মরণে সম্ভবপর, তাই সন্ধ্যায় আর কোন দেবতা পরিগৃহীত হয় নাই। সূর্য্য বা অগ্নিকে হৃদয়ে স্থান দান আমরা অগ্নিসংস্কার বলিতে পারি। জলসংস্কারে সন্ধ্যার আরম্ভ অগ্নিসংস্কারে উহার পর্য্যবসান, ইহা সামান্য কথা নয়। মন্ত্রসকলে বাল্যকালোচিত বিষয় আছে বলিয়া যে আন্তরিক প্রেরণায় ঈদৃশ প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে, সে প্রেরণাকে আমরা খর্ব্ব করিতে পারি না। প্রেরণা চিরকাল সত্য, তবে যাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, তাহা পরিবর্ত্ত্য। বর্ত্তমান সময়ে আমরা উৎকৃষ্ট প্রণালী লাভ করিয়াছি বলিয়া সমজাতীয় প্রেরণার আমরা অবমাননা করিতে পারি না।

কুটীর।

১০ ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম! অদ্য সাধন রীতি বিষয়ক প্রসঙ্গ হবে। ভক্তি কি? এবং ভক্তিলাভের জন্য দেবপ্রসাদ এবং মনুষ্যের পরিশ্রম দুইই প্রয়োজন, এ সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে শুনেছ, এখন সাধন প্রকরণ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর। তুমি কি স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছ? স্মৃতিশাস্ত্র কি? স্মরণমূলক জ্ঞান। একটু স্থির হও, ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে—"সত্যং শিবং সুন্দরং" ভক্তির বীজ মন্ত্র। কিন্তু ভক্তির ভূমিতে আসিবার পূর্ব্বেই, সাধক শ্রদ্ধার দ্বারা "সত্যং" কে ধারণ করেন। বাস্তবিক "শিবং" এই স্বরূপ হইতেই ভক্তি শাস্ত্র আরম্ভ হয়। শিবং অর্থাৎ মঙ্গলময় প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রেম দ্বারা ধারণ করাই ভক্তির আরম্ভ। এই প্রেম দ্বারা যে শিবংকে ধারণ করা ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। শ্রবণ কর, স্মৃতিশাস্ত্র প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময় যখন এই জ্ঞানোদয় হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সাধারণরূপে এবং বিশেষরূপে যে সমুদয় ঘটনাতে তাঁহার দয়ার প্রকাশ দেখিয়াছ, সেই সমস্ত স্মরণ করিতে হইবে। বিধাতা নানা প্রকার সুখদ ও মঙ্গলকর বস্তু সকল সৃজন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা আমাদের ঐহিক ও মানসিক সুখ হইবে, ক্ষুধার সময় অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল, রোগের সময় ঔষধ লাভ করিব, বারম্বার এ সকল বিষয় অনুধাবন, ও সমালোচনা করিয়া শিবং যে ঈশ্বর তাঁহাকে মনের কাছে প্রতিপন্ন করিবে। প্রথমতঃ সাধারণ রক্ষণ প্রণালী দ্বারা ঈশ্বর জীবের অর্থাৎ তোমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিশেষ ঘটনা দ্বারা তিনি তোমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সে সকল স্মরণ করিবে। আমি অত্যন্ত ভয়ানক দুর্বিপাকে পড়িয়াছিলাম, সেই সময় কেমন অত্যাশ্চর্য্য রূপে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত আমাকে রক্ষা করিল; আমি মরিতেছিলাম, তখন কেমন চমৎকার কার্য্য দ্বারা তিনি আমাকে বাঁচাইলেন, এবম্বিধ বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী স্মরণ করা স্মৃতি শাস্ত্রের উপদেশ। জীবনের এই সকল বিশেষ ঘটনা হয়ত ভুলে গিয়েছ, কিন্তু তাহাদিগকে স্মৃতির পথে আনিতে হইবে। বিস্মৃতি এখানে পাপ, ঈশ্বরের সাধারণ এবং বিশেষ দয়া বিস্মরণ ভক্তিশাস্ত্র মতে অতি দূষণীয় ব্যাপার, অতএব যদি বিস্মৃত হয়ে থাক, বারম্বার আলোচনা দ্বারা সে গুলি সমালোচনা কর। জীবনের ইতিবৃত্ত মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা আছে—সেই আমি অসহায় ছিলাম, কে আমার হস্ত ধারণ কর্লেন, সেই যখন দুই পথের সন্ধি স্থলে পড়ে কোন্ পথে যাব বুঝ্তে পারতেছিলাম না, তখন কে জ্ঞান দিলেন, কাহার কৃপাতে সংসারাসক্তি হতে রক্ষা পেলাম? একা ছিলাম, একাকী ব্রহ্মের দুর্গম পথে চলা অসম্ভব হইত, কোন্ সূত্রে একটী একটী ধর্ম্মবন্ধু এনে দিলেন, কোন্ সূত্রে এই দীক্ষার ব্যাপার হইল, এ সমুদয় ঘটনা স্মরণ করিবে। আমার ঈশ্বর অমুক সময় বিপদভঞ্জন হয়ে আমাকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার কর্লেন, অমুক সময়, পতিতপাবন হয়ে আমার গূঢ় পাপ হরণ কর্লেন অমুক সময়, গুরু হয়ে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এই ভাবে স্মরণ করিবে; বলো না মনে নাই। ভক্তি শিক্ষার্থী যখন হয়েছ তখন মনে রাখ্তে হইবে। স্মৃতি শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্র নহে। স্মরণ করে শিখা, শুনে শিখা অপেক্ষা অত্যন্ত উপকারী। ধর্ম্মজীবনের অনেক দুরবস্থা হয় কেবল বিস্মরণ বশতঃ। কি উপায়ে হৃদয়ে প্রেমকে সজীব রাখা যায় ঈশ্বর সেই বিষয়ে সঙ্কেত বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ভুলিয়া যাওয়াতে অন্তরের প্রেম শুকাইয়া গেল। তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিলে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখের উদয় হয়। অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় নব জীবনের সঞ্চার হয়। যাহারা স্মৃতিশাস্ত্রকে লঘু মনে করিয়া তাহার অবমাননা করে তাহাদের অনেক দুর্গতি।

বিপদও স্মরণে রাখ্‌বে, উদ্ধারও স্মরণ করিবে, অন্ধকারও স্মরণ কর্‌বে, জ্যোতিও স্মরণ কর্‌বে। যতই স্মরণ করিবে ততই প্রেমে হৃদয় কোমল হইবে, কঠোর চক্ষু বিগলিত হইবে। অনেক লোক, কিছুকাল ধর্ম্মপথে চলিয়াও আবার বিষয়ী, সংসারী এবং অধার্ম্মিক হয় কেবল স্মরণ করে না বলিয়া। স্মরণ কর সেই ঈশ্বর জননী হইয়া তোমাকে তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া কতবার কত সুধা দিলেন। জ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিতে বলিতেছি না; সর্ব্ব প্রথমে অতি সহজ কথা এই বলিতেছি, স্মরণ করো, ভুলো না। এই শাস্ত্র অতি সামান্য, অতি সহজ, মূঢ় মন! স্মরণ কর; কিন্তু মনুষ্যের কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, অতি সহজ বলেই স্মরণ শাস্ত্র আদৃত হয় না। মূঢ় অভক্ত অতি সামান্য নিকৃষ্ট শাস্ত্র মনে করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রকে অবহেলা করে। ঈশ্বর কেমন অমুক দিন এই কর্‌লেন, আরএক দিন এই কর্‌লেন, এ সমুদায় স্মরণ কর্‌বে। জীবনের বিশেষ ঘটনা সকল লিখো। ঈশ্বরের দয়ার আশ্চর্য্য ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। দেখাও ঈশ্বরকে তোমার স্মৃতিশক্তির সৌন্দর্য্য, যিনি সেই শক্তির নির্ম্মাতা। প্রেমময়ের মঙ্গল ঘটনা সকল স্মরণ কর, ভক্তিরাজ্য স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর। ঐ মাসে কি হইয়াছিল, ঐ বৎসর কি হইয়াছিল এই রূপে ক্রমাগত একটীর পর আর একটী স্মরণে আসিবে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সকল ঘটনা, যাহাতে ঈশ্বরের দয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে অতি আদরের সহিত সেই সকল লিপিবদ্ধ করিবে। আজ এই স্মৃতিশাস্ত্র বলা হইল, দ্বিতীয় বিভাগ দর্শনশাস্ত্র পরে বর্ণিত হইবে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।
শিক্ষার্থিন্ শ্রুতবান্ দেবপ্রসাদপ্রমস্ত্রো যথা॥
প্রয়োজনং ভক্তিমার্গে সাধনস্তু পুনঃ শৃণু॥ ১॥
কিন্তুয়া পঠিতং কাপি স্মৃতিশাস্ত্রং সুসম্মতম্।
নৈষা স্মৃতির্ব্বৈধেজ্ঞেয়া জ্ঞানং স্মরণমূলকম্॥ ২॥
পূর্ব্বমুক্তং বীজমন্ত্রং "সত্যং শিবঞ্চ সুন্দরম্।"
শ্রদ্ধয়া স্থিরং সত্যং ভক্তিরারভাতে শিবে॥ ৩॥
শিবং হি মঙ্গলং প্রেমময়ং প্রেয়সা ধারণম্।
স্মার্ত্তং দার্শনিকঞ্চেতি বিভক্তং তদ্দ্বিধা পুনঃ॥ ৪॥
মঙ্গলময় এবাসৌ পরেশ ইতি জ্ঞানতঃ।
কর্ত্তব্যং স্মরণং জাতং প্রেমতত্ত্বমিদং স্মৃতৌ॥ ৫॥
সাধারণে বিশেষে চ ঘটনানিচয়ে তু যা।
দয়াসা প্রাপ্তপ্রাকট্যা তামেব সংস্মরেন্মুহুঃ॥ ৬॥
ক্ষুধাকালেঽন্নপানঞ্চ রোগে তৎপ্রতিকারকম্।
ঔষধঞ্চাপরং যদাৎ করুণাদ্যোতকং পরম্॥ ৭॥
সমালোচ্য বিশেষা যা জীবনে লব্ধতা ত্বয়া।
স্মর্ত্তব্যমিতি বিজ্ঞেয়ং স্মৃতিশাস্ত্রানুশাসনম্॥ ৮॥
বিস্মৃতা ঘটনা কাপি স্মৃত্বাবানয় তাং পুনঃ।
বিস্মৃতিঃ পরমং পাপং ভক্তিমার্গে বিনিশ্চিতম॥ ৯॥
সঙ্কীর্ণে বিপদাকীর্ণে পথি ত্বে নিঃসহায়কে।
সন্দেহশতসংবিদ্ধে চিত্তে যা সা দয়োদিতা॥ ১০॥
পাপাৎ সংরক্ষ্য ধর্ম্মেঽস্মিন্ যয়া বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্তিতা।
বন্ধুদানং কৃতবতী শিক্ষাং বিদধতী পরাম্॥ ১১॥
আলোচয়ানিশং তাং তাং ন জাতু ভদ্র বিস্মর।
শ্রবণাৎ স্মরণং নিত্যং জ্ঞেয়ং বহূপকারকম্॥ ১২॥
কেনোপায়েন হৃদয়মবিশুষ্কং সজীবিতম্।
সংরক্ষিতুং ক্ষমো লোকো দয়য়া স প্রকাশিতঃ॥ ১৩॥
বিস্মৃতঃ স সাধকেন প্রেমাতঃ পরিশুষ্যতি।
মূঢোঽভক্তঃ স্মৃতিশৈচষা নাদৃতাত্মবিঘাতয়ে॥ ১৪॥
দুঃখে সুখং চাবসন্ন প্রাণসঞ্চারণং যতঃ।
বিক্রুতত্ত্বঞ্চ চিত্তসা না নোপেক্ষ্যা কদাচন॥ ১৫॥
দর্শয় স্মৃতিশক্তেস্ত্বং সৌন্দর্য্যং স্রষ্টু সন্নিধৌ।
তৎশাস্ত্রং ত্বং সমাদৃত্য লিপিবদ্ধঞ্চ তৎ কুরু॥ ১৬॥
ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্তানুশাসনে স্মৃতিশাস্ত্রকথনং নাম ষষ্ঠমুপনিষৎস্বনবিংশমনুশাসনম্।

মুক্তি সৈন্য।

"মুক্তিসৈন্য" দল ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই স্বদেশীয়গণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন, খ্রীষ্টের সৈন্য খ্রীষ্টশিষ্যাভিমানী গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের দ্বারা লাঞ্ছিত, এ দৃশ্য কি ভয়ানক! খ্রীষ্টের ভাগ্যে এই ছিল যে স্বীয় অনুযায়িবর্গ দ্বারা অবমানিত এবং তাড়িত হইবেন। সৈন্য দল দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইবে, এই ছল করিয়া তাঁহাদিগের অর্থ দণ্ড করা কারারুদ্ধ করা দৃশ্যতঃ এ যুক্তি মন্দ নয়, কিন্তু যাঁহারা অপরে মারিলেও দ্বিরুক্তি করেন না; হস্তপদ ভগ্ন, চক্ষু উৎপাটিত, চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলেও পুলীসের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি শান্তিভঙ্গস্থলে অত্যাচার এ কোন রাজনীতি? ইংলণ্ডের রাজনীতি যাঁহাদিগের মহত্ত্ব উচ্চত্ব, বিনয় ও শান্তস্বভাব দর্শন করিয়া পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অন্যবিধ নীতি অবলম্বন করিলেন, ইহার অর্থ কি? মুক্তি সৈন্যগণের দেশীয় ভাব গ্রহণ; একজন সিবিলিয়ানের এরূপ নীচতা স্বীকার তো স্বদেশীয়গণের অভিমানে আঘাত অর্পণ করে নাই? এক বার পাশ দিয়া তাহা প্রতি গ্রহণ, সামান্য একটি বাদ্যযন্ত্র বাদনে বিংশতি মুদ্রা অর্থ দণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রচার আরম্ভ করাতে আদেশে অবরোধ, পরিশেষে অর্থদণ্ড অর্পণ না করাতে দুই জন অবলাকে সাত সাত দিন এবং ছয় জন পুরুষকে পোনের পোনের দিন কারারোধ, এ সকল কি ভয়ানক অত্যাচার! ইউরোপীয়গণের স্ত্রীজাতির প্রতি যে সম্মাননা তাহা এখন কোথায় গেল? মুক্তিসৈন্যের আট জন অধিনায়ক এদেশে যদি নীচ পতিতদিগের মধ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিতে গিয়া পদে পদে অবমানিত, তাড়িত, ভর্ৎসিত, কারারুদ্ধ হন, এবং এইরূপে জীবন শেষ করিয়াও যাইতে পারেন, তাঁহাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে, ভারতবর্ষ চিরকাল তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবে, কেন না তাঁহারা যে প্রভুর নামে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার উপযুক্ত জীবন নির্ব্বাহিত হইল। মুক্তিসৈন্যের সেনাপতি ঈশ্বরের আদেশ লইয়া সমুদায় কার্য্য করেন, ইহা তিনি নির্ভীক চিত্তে জগতের নিকটে প্রকাশ করিয়া ঘোরতর জড়বাদাচ্ছন্ন ইংলণ্ড হইতে অতি শুভ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা কখন বিলুপ্ত হইবার নহে। ভারতের লোকের মুখে আদেশবাদপ্রচার অসম্ভব নহে, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকের মুখে ইহা প্রচার অতীব সুখপ্রদ।

(উদ্ধৃত।)

ধর্ম্মসাধন।

সত্যস্বরূপ সাধন।

সত্যনিষ্ঠাই ধর্ম্মজীবনের মূল। সত্যনিষ্ঠ হইতে হইলে আমাদিগকে ঈশ্বরের সত্তা সাধন করিতে হইবে। এই সত্তা সাধনা করিবার জন্য আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে সকল প্রকারের অসত্যের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সত্তাতে অটল বিশ্বাসী হইতে হইবে। এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের কেমন অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অবিচ্ছিন্ন যোগ অনুভব করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষরূপে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করা আবশ্যক। কারণ ঈশ্বরের অটল অপরিবর্ত্তনীয় বর্ত্তমানতা উপলব্ধির সঙ্গেই ঈশ্বরের সহিত আমাদের অবিচ্ছিন্ন যোগ অনুভূত হইতে থাকে। ঈশ্বরের সত্তা সাধনের জন্য প্রথমতঃ কেবলই সরল প্রার্থনা করিতে হয়। "ঈশ্বর আছেন" এই বিশ্বাস পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চাওয়াই সরল প্রার্থনা। এরূপ প্রার্থনা শুনিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার গম্ভীর সত্তা উপলব্ধি করিতে দেন। এইরূপে সরল প্রার্থনা দ্বারা যতই ঈশ্বরাবির্ভাব অনুভব করা যায়, ততই তাঁহার বর্ত্তমানতার প্রতি বিশ্বাস অটল হয়। সেই অটলবিশ্বাস সহকারে যতই ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় নিযুক্ত হওয়া যায়, ততই আমাদের অন্তরে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বর ব্যতীত স[illegible] মিথ্যা, সকলই অসার, যেমন এই বোধ জন্মে, তদ্রূপ ঈশ্বরই যে একমাত্র সত্য, এই দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। এই জ্ঞান ক্রমে এরূপ উজ্জ্বল হয় যে অন্তরে বাহিরে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হয়। অন্তরের এই অবস্থাই প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা। এই অবস্থাতে স্পষ্ট এই প্রতীতি হয় যে, পদার্থকে ছাড়িয়া তদ্রূপ কোন ব্যক্তি কিম্বা বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবে না। বস্তুতঃ সমুদায়ের অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন বলিয়াই সমুদায় আছে, এরূপ প্রতীতিই প্রকৃত আস্তিকতা—ইহাই সত্যনিষ্ঠা। জীবনে কার্য্যতঃ এই সত্যনিষ্ঠা সাধনে রত থাকিতে হইবে। কোন কারণে কখন মুহূর্ত্তের তরে এ সম্বন্ধে উদাসীন হইলে, ভয়ানক দুর্গতি হয়। ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে হতচেতন হওয়াই আধ্যাত্মিক মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হওয়া, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এই স্বীকার করিবে।

প্রেমরাজ্য।

এই প্রেমরাজ্যে কেবল অগ্নি জ্বলিতেছে। অগ্নি ব্যতীত এখানে কেহই কিছু দেখিতে পায় না। যিনি এখানে উপস্থিত হন তিনিই অগ্নিতে প্রবেশ করেন। অগ্নিশূন্য প্রেম সুখজনক নহে, যথার্থ প্রেম নহে। যিনি অগ্নির ন্যায় উষ্ণস্বভাব সন্তাপক ও স্বাধীন তিনিই প্রেমিক। প্রেমিকের এক মুহূর্ত্ত পরিণাম চিন্তা নাই, তিনি শত শত পৃথিবীকে অগ্নিতে পুরিয়া ফেলেন। ক্ষণকালের জন্যও তিনি ধর্ম্ম জানেন না অধর্ম্মও জানেন না, সন্দেহ নিঃসন্দেহ জানেন না। তাঁহার পথে ভাল মন্দ তুল্য। প্রেমের আগমন হইলে না ইহা থাকে, না উহা থাকে। তিনি সখার সম্মিলনে সমুদায় বিসর্জ্জন করেন। অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর পর মুক্তি অঙ্গীকার, কিন্তু প্রেমিকের ইহ লোকে সদ্য মুক্তি লাভ। যে পর্য্যন্ত তুমি আপনাকে সম্পূর্ণ দগ্ধ না করিবে সে পর্য্যন্ত তুমি কেমন করিয়া শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। মৎস্য জল ছাড়িয়া শুষ্ক প্রান্তরে পড়িলে যে পর্য্যন্ত সে জলে প্রবেশ না করে ছট্ ফট্ করিতে থাকে। তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত মন স্বস্থানে প্রত্যাগত না হয় সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে। সখার প্রেম অগ্নি এবং বুদ্ধি ধূমস্বরূপ। সেই প্রেম জ্বলিয়া উঠিলেই বুদ্ধি পলায়ন করে। প্রেমের মত্ততার নিকটে বুদ্ধি দাঁড়াইতে পারে না। প্রেমের কার্য্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নহে। যদি অন্তরে সখাকে দেখিয়া থাক তবে কোথা হইতে প্রেমের মূল বাহির হইয়াছে সেখানে দেখিতে পাইবে। এক এক রেণু প্রেমের মত্ততায় মত্ত, প্রেমের ভিতর হইতে তাহারা মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তোমার অন্তশ্চক্ষু উন্মিলিত হইয়া থাকিলে দেখিবে পৃথিবীর ধূলি কণা সকল তোমার সঙ্গে সখার প্রেমে সখ্য স্থাপন করিয়াছে। যদি তুমি বুদ্ধির চক্ষু উন্মিলন করিয়া করিয়া দৃষ্টি কর কখন প্রেমের আদি অন্ত কিছুই দেখিতে পাইবে না। প্রেমের জন্য কাযের বাহির লোক চাই. প্রেমের জন্য প্রমুক্ত লোক চাই, তুমি কার্য্যের বহির্ভূত নও অতএব প্রেমিক নও, তুমি মৃত; সুতরাং প্রেমের উপযুক্ত নও। এই পথে লক্ষ জীবন্ত আত্মার প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রত্যেক নিঃশ্বাসে তাহারা শত শত প্রাণ উৎসর্গ করিবে।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত ও অনুবাদ সংবলিত মহাভারতের ৩ খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা প্রথম খণ্ডসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখণ্ডসম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। মহাভারতের ন্যায় সমুদায় পুরাণ ক্রমে এইরূপে ইহাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয় আমাদিগের ইচ্ছা। এ কার্য্যে রায় মহাশয় বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রাঙ্কন আর কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। ভাল বস্তুর আদর ও সইরূপেই হওয়া উচিত।

কাণপুর হইতে সমাগত বন্ধু, সাধু অঘোরনাথের একটি কার্য্যের কথা বলিলেন যাহা পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি কাণপুরে আসিয়াই পণ্ডিতগণের নিকটে কিছু বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমাদিগের সমাগত বন্ধু তত্রত্য ধর্ম্মশালার পণ্ডিতের নিকটে এই প্রস্তাব করাতে তিনি সে স্থলে বিরোধিপক্ষের কেহ কিছু বলিতে পারেন না বলিয়া আপত্তি করেন। পরিশেষে অবিরোধী ভাবের কথা হইবে শ্রবণ করিয়া সম্মত হন। এই স্থানে প্রায় দুই শত পণ্ডিত একত্রিত হইলে সাধু অঘোরনাথ বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ভক্তি সম্বন্ধে বলেন। ইহাতে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সাধু যোগী সাক্ষাদ্দর্শী বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাঁহার বাসায় গিয়া আলাপ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। সেই রাত্রেই সাধু অঘোরনাথ উদরভঙ্গ হইয়া অসুস্থ হন এবং পর দিন আমাদের বন্ধুর অনুরোধ সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌ চলিয়া যান।

✓ঢাকা হইতে ধর্ম্মনীতিসারের প্রথম ভাগ, এবং আমাদিগের মুসলমান ধর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত বন্ধু হইতে "মস্তেকোত্তরর" হইতে সঙ্কলিত তত্ত্বরত্নমালার প্রথম ভাগ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা ঐ দুই গ্রন্থ হইতে দুইটি প্রবন্ধ যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

মাহ শ্রাবণ। ভাদ্র, ১৮০৪।

আয়

মাসিক দান সংগ্রহ	...	২০০॥০
একবালীন দান	...	২৫৲
বিশেষ সাহায্য	...	২২৲
সুলভসমাচার পত্রিকা	...	১১৫।/০
ব্রহ্মমন্দির	...	৪০৲
পাথেয়	...	৫৯॥০
পুস্তক বিক্রয়	...	২৪৬৶৫
পরিচারিকা	...	৭২॥০
বস্ত্র জন্য সাহায্য	...	২১৲
আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট	...	৫১॥৵০
স্ত্রীবিদ্যালয়	...	৩২৲
ধর্ম্মতত্ত্ব।		
গ্রাহকদিগের নিকট মূল্যপ্রাপ্তি	...	১৭৮
সমষ্টি		১০৬৮।৫

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	৪১৩৶০
বস্ত্র ও বিনামা	...	২২॥৵০
ঔষধ	...	৩৴০
পালকি ভাড়া (মন্দিরে যাইতে)	...	১০॥/১০
ক্ষুদ্র ব্যয় (ডাক মাশুল)	...	৩১৵০
পাথেয়	...	৬৯
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	২৲১৫
পরিচারিকা	...	৬১৵১৫
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	৪৫
বাটীমেরামত	...	২২৶৫
কর্ম্মচারীর বেতন	...	৬৬॥৶০
বাটীভাড়া	...	৩২৲
মন্দিরের বেদী প্রস্তুত জন্য	...	৫০৲
পুরাতন ঋণশোধ	...	৪৩৲
আমনত শোধ	...	৪১৲
মৃত ভুবন কৃষ্ণের পরিবারের জন্য	...	৫
অপরের পুস্তকের মূল্য	...	৫৫
ধর্ম্মতত্ত্ব—		
ছাপাখানা ৪০, ডাকমাশুল ৩২।৶০, কাগজ ২০॥০		৯২৸৶০
স্থিতি	...	২/০
সমষ্টি		১০৬৮।৫

মাসিক দানসংগ্রহ।

মহারাজা কুচবিহার	...	২০
শ্রীমতি মহারাণী কুচবিহার	...	১৪
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ঘোষ	...	২
,, ,, আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত	...	।০
,, ,, গোপাল চন্দ্র মল্লিক	...	১
,, ,, প্রমথ নাথ মিত্র	...	॥০
,, ,, রামেশ্বর দাস	...	২
শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন দে	...	১॥০
,, ,, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, হলদিবাড়ী		২
,, ,, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ পাল	...	৪
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ	...	২
,, ,, গগণ চন্দ্র রায়, গাজিপুর	...	২
,, ,, হৃদ্য গোপাল রায় ঐ	...	৪
,, ,, কালিদাস সরকার	...	২
,, ,, তারক চন্দ্র সরকার	...	২০
,, ,, প্রকাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী বাঁকিপুর		২
,, ,, মধু সূদন সেন	...	২
,, ,, মহেন্দ্র নাথ নন্দন	...	২
,, ,, নেভাল রায় সখীরাম আদভাণী	...	৫০৲
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	৪৲
,, ,, হরগোপাল সরকার	...	৸০
,, ,, জয় গোপাল সেন	...	১৯
,, ,, হরি মোহন নন্দী	...	২
,, ,, অক্ষয় কুমার রায়	...	২
,, ,, সাধু চরণ দে	...	২
,, ,, হর নাথ ভট্টাচার্য্য	...	২
,, ,, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	...	৪
,, ,, কেশবচন্দ্র সেন	...	২৲
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর	...	৬৲
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল	...	২৲
,, ,, তারাচাঁদ সখীরাম	...	১২৲
,, ,, যোগীন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত	...	১
,, ,, কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ	...	৮৲
,, ,, লালা রলারাম	...	১৲
,, ,, রাজকুমার গুহ	...	৩৲
,, ,, নরেন্দ্র নাথ সেন	...	২৲
,, ,, চণ্ডী চরণ সিংহ	...	১০
,, ,, কৃষ্ণ বিহারী সেন	...	২
,, ,, মুকুন্দ বল্লভ মজুমদার	...	২
,, ,, ক্ষেত্র মোহন দত্ত	...	।০
,, ,, যদু নাথ ঘোষ	...	২

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস	...	৮৲
,, ,, গোপীকৃষ্ণ সেন	...	৫৲
,, ,, বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার	...	২৲
,, ,, লালা অর্জ্জুন দাস রয়েলপিণ্ডি	...	১০৲

বিশেষ সাহায্য

শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র রায়	...	১০
,, ,, গোপীকৃষ্ণ সেন	...	৫৲
,, ,, যদুনাথ দে	...	১
,, ,, ভুবনমোহন ঘোষ	...	৬৲

আনুষ্ঠানিক দান।

,, ,, পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২
বস্ত্র জন্য সাহায্য		
,, ,, তারাচাঁদ সখীরাম আদভাণী	...	২৫৲

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ১৮ই আশ্বিন শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ
১৮ সংখ্যা

১ লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে গুণনিধান পরম দেব, বল এ সংসারে আমি কেন পরিশ্রম করিব, কেন উপাসনা ধ্যান ধারণা ছাড়া অন্য কার্য্য করিব? বুঝিয়াছি, নাথ, তুমি তোমার সন্তানদিগকে পরিশ্রমের ভিতরে অতি আশ্চর্য্য অধিকার অর্পণ করিয়াছ। তোমার ক্রিয়া হইতে যেমন এই বিচিত্র সৃষ্টি সমুৎপন্ন হইয়াছে, তেমনি তোমার সন্তানদিগের ক্রিয়া হইতে নববিধ সৃষ্টি দিন দিন উদ্ভিন্ন হইতেছে। প্রকৃতি আপনি সৃষ্টি করিতে পারে না, তোমার অধিষ্ঠানে তোমার বলবিধানে সমুদায় প্রকৃতিতে কত নব সৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে। মানবাত্মায় তুমি যখন অধিষ্ঠান কর, তখন তাহা হইতে কি নূতন বিচিত্র সৃষ্টি জনসমাজের জ্ঞান কল্যাণ ও শান্তি বর্দ্ধনের জন্য সমুত্থিত হয়! সত্য জ্ঞান ধর্ম্ম পুণ্য প্রভৃতি যাহা পৃথিবীতে দিন দিন নবভাবে প্রকাশ পাইতেছে, বেদ বেদান্ত নানা শাস্ত্র নানা কলা ও বিজ্ঞান জনসমাজকে ভূষিত করিতেছে, সকলই মানবাত্মাতে তোমার অধিষ্ঠানের ফল। প্রকৃতির প্রকৃতি অনুসারে যেমন প্রত্যেক প্রাকৃতিক সৃষ্টি, মানবাত্মার নৈর্ম্মল্যাদির তারতম্যানুসারে তেমনই আধ্যাত্মিক সৃষ্টি। আমি আমার আত্মাকে একান্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত ও নির্ম্মল করিতে যত্ন করিব যে উহা তোমার অধিষ্ঠান পূর্ণমাত্রায় ধারণ করিতে পারে, এবং এ আত্মা হইতে তুমি যে নবীন সৃষ্টি উদ্ভূত করিবে তাহা সদোষ হইয়া না যায়। প্রভো, কলুষিত মানবাত্মার কি কখন এরূপ অধিকার সম্ভবপর যে উহা তোমার সৃষ্টিকে অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করিবে? ধন্য সেই সকল আত্মা যাহাদিগের মধ্য হইতে তোমার নব নব সৃষ্টি চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এদাস যদি তোমার বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত না হইত, তাহা হইলে ঈদৃশ উচ্চ প্রার্থনা করিতে কখন সাহসী হইত না। তোমার প্রদত্ত অধিকারের উপরে আস্থা রাখিয়া দাস প্রার্থনা করে, যেন আত্মাকে অকলুষিত তোমার প্রতি অনুরক্ত রাখিয়া তোমার নবসৃষ্টির উপযুক্ত হইতে পারে। যদি উচ্চ অধিকার দিলে, তবে আমি, নাথ, আপনি তাহা সম্ভোগ করিব না কেন?

যোগদ্বয়ের একত্র সমাবেশ।

"শাক্যত্বলাভ" প্রবন্ধে আমরা যোগের দ্বিবিধ গতির উল্লেখ করিয়া আর্য্য মহর্ষিগণেতে উহার একাংশ এবং মহাত্মা গৌতমে অপ-

রাংশ প্রদর্শন করিয়াছি। এই দ্বিবিধ গতি দুই দিক্ হইতে সমাগত হইয়া কোথাও এক স্থানে মিলিত হইয়াছে কি না ইহাই দেখা অদ্যকার উদ্দেশ্য। আর্য্য ও বৌদ্ধ এ দুয়ের ভিন্নতা আমাদিগের দেশে নিয়ত রক্ষিত হইয়াছে। যদিও পর সময়ে অবতারবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও যোগের প্রথম গতিমূলক, কেন না অবতারবাদেও অহমের প্রাধান্য ছিল। ভক্তিতে অবতারবাদ সমাদৃত, অথচ এখানে অহংগ্রহ উপাসনা থাকাতে উহার অহমে পর্য্যবসান স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মহাত্মা চৈতন্যের সময়ে এই অহংগ্রহ উপাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু বুঝিতে হইবে এ সময়ের পূর্ব্বে অন্য দেশে এই মিলনের ভূমি প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা বলি, মহর্ষি ঈশাতে এই যোগগতিদ্বয়ের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। তিনি শুদ্ধ মুখে বলিয়াছেন" আমি পিতাতে; পিতা আমাতে "তাহা নহে, তাঁহার সমুদায় জীবন এই যোগগতিদ্বয়ের প্রমাণ স্থল। তিনি যে প্রকার বলিতেন ও কার্য্য করিতেন, তাহাতে আমিত্ব বিলক্ষণ প্রকাশ পাইত। এই আমিত্বের প্রাধান্য জন্য অনেক লোকের নিকটে তিনি ঘোর অহঙ্কারী বলিয়া পরিচিত। জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ, এই আমিত্ব নাম মাত্র, উহাতে কেবল ঈশ্বরই মহিমান্বিত। তিনি ইহা একান্ত বুঝিতেন, এ সকল আমি কিছুই করিতেছি না, সেই স্বর্গীয় পিতাই সমুদায় করিতেছেন। তিনি যোগেতে ঈশ্বর সহ এত দূর এক হইয়া গিয়াছিলেন যে তিনি এরূপ বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই যে "আমাকে দেখিলে অথচ আমার পিতাকে দেখিলে না।" ঈশ্বরে বিলীন আমি, আমিতে বিলীন ঈশ্বর, এ দুইই তাঁহাতে দৃষ্ট হয়। যোগের একবিধ গতিতে আবদ্ধ এরূপ নির্দ্ধারণ তাঁহার সম্বন্ধে অসম্ভব।

আমাকে দেখিলে অথচ ঈশ্বরকে দেখিলে না এরূপ বলাতে আমাতে বিলীন ঈশ্বর প্রতীত হয়, অথচ ঈশ্বরের নিকটে নিয়ত প্রার্থনা, তদতিরিক্ত ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে। "আমি কিছু করিতেছি না, আমার ভিতরে ঈশ্বরই সকল করিতেছেন" এতদ্দ্বারা আমাতে নিমগ্ন ঈশ্বর প্রকাশ পাইতেছে, "আমার আত্মা ইচ্ছুক, রক্তমাংস দুর্ব্বল" এতদ্দ্বারা উপায়হীন বালকের ন্যায় ঈশ্বরের চরণ গ্রহণ করত তাঁহাতে প্রবেশ স্পষ্ট হৃদ্গোচর করিতেছে। যোগের গতিদ্বয় এক জনেতে সিদ্ধ হইলে সে ব্যক্তির কিরূপ ভাব ও চরিত্র হয়, মহর্ষি ঈশা তাহা স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। যেখানে দোষ দৌর্ব্বল্য সেখানে আত্মবোধ অতিপ্রবল, যেখানে বল শক্তি পুণ্য প্রেম প্রভৃতির ক্রিয়া সেখানে ঈশ্বরের স্বয়ং কর্ত্তৃত্বে আত্মার বিলীনাবস্থায় স্থিতি, এক ঈশার জীবনেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই।

যাঁহারা ঈশার মানবীয় ভাগ তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর করিতে চান, তাঁহারা যোগের একবিধ গতিকে একেবারে বিনষ্ট করেন, আবার যাঁহারা কেবল মনুষ্যোচিত সমুদায় বিষয় তাঁহাতে অবলোকন করেন, তাঁহারা যোগের অপর গতি তদ্দ্বারা তাঁহাতে বিলোপ করিয়া ফেলেন। "উত্তম বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিও না, স্বর্গস্থ পিতা ভিন্ন আর উত্তম নাই," এ উক্তি তাঁহার মানবীয় অংশকে স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে। যাহা কিছু প্রশংসার যোগ্য, যাহা কিছু ভাল, তাহা ঈশ্বরের মানবাত্মার নহে, ইহা তিনি দৃঢ় অনুভব করিতেন, সুতরাং অন্য দিকে যাহা কিছু দুর্ব্বলতা দোষ তাহাই মানবের তৎসঙ্গে সঙ্গে তিনি সমান দৃঢ়তার সহিত উপলব্ধি করিতেন, অন্যথা অসহায় বালকের ন্যায় সর্ব্বদা নিজের মস্তক পিতার বক্ষে রক্ষা করিতে যত্ন করিতেন না। যাহা কিছু তাঁহাতে গৌরবান্বিত ছিল, তাহা ঈশ্বরের এবং তাহাতেই তাঁহার ঈশ্বর সহ অভি-

ন্নতা, আর যেখানে দৌর্ব্বল্যানুভব ছিল, সেখানে মানবীয় ভাব এবং মানব সহ অভিন্নতা, দুইই ঈশাতে লক্ষিত হয়। মহর্ষি ঈশাসম্বন্ধে একটি ছাড়িয়া অন্যটি চিন্তা করা অসম্ভব। এরূপ করিতে গেলে তাঁহার জীবনের মধুরত্ব এবং উহার সমুদায় মানব জীবনের উপযোগিত্ব যুগপৎ বিনষ্ট হয়। দুই যোগের গতি এক ব্যক্তিতে সমাবিষ্ট হইলে কি লক্ষণ ও চরিত্র হয়, মহর্ষি ঈশা তাহা সমুদায় জগৎকে প্রদর্শন করিতেছেন।

উপনিষদে অন্তর্যামীর বিষয় বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে এই একটি বিষয় বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যে সমুদায় জগৎকে পরমাত্মা অন্তর্যামী হইয়া নিয়মিত করিতেছেন, অথচ সমুদায় জগৎ তাঁহাকে তদ্রূপে জানিতেছে না। সুতরাং অন্তর্যামিত্ব শ্রুতি থাকা সত্ত্বেও যোগের অন্যবিধ গতি এতদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে না। অন্তর্যাম পুরুষের ক্রিয়া নিয়ত সাক্ষাদনুভব না করিলে, এ যোগগতি কখন উপস্থিত হয় না। "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ইটি প্রার্থিতব্য, সিদ্ধ বিষয় নহে। অধিকন্তু অহমের প্রাধান্য বিদ্যমান *, সুতরাং ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থার অনুরূপ বলা যাইতে পারে না। "অয়স্কান্তমণির সন্নিধান বশতঃ যেমন লৌহ স্বয়ং ভ্রমণ করে, তেমনি চক্রপাণির যদৃচ্ছা সন্নিধি বশতঃ আমার বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হইয়াছে" প্রহ্লাদের এই উক্তি ঋষিগণের যোগের গতিই স্পষ্ট দেখাইতেছে, কেন না এখানে ঈশ্বরের সন্নিধানমাত্র, ক্রিয়াসম্বন্ধে অহমই প্রধান। যে সকল ধর্ম্মসংস্থাপক "আমি সমুদায় জগতের উৎপত্তি স্থিতি আদির কারণ" ইত্যাদি বলিয়াছেন তাঁহারা যোগের প্রথম গতিতে অভিন্ন দৃষ্টিতে বলিয়াছেন স্পষ্ট বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। যদি কোথাও আমাদিগের এ নির্দ্ধারণের বিপরীত বিশ্বাস করিবার কারণ কেহ দেখিতে পান, তবে উহা আগন্তুক ভাব ভিন্ন নিয়ত লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

যোগে অভেদ জ্ঞান নিয়ত দৃষ্ট হয়, ভক্তিতে ইহা বিরুদ্ধ, অনেকে মনে করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তিতে আবেশাবস্থায় অভেদভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। যখন হৃদয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাব স্পষ্ট অনুভূত হয় এবং সেই আবির্ভাবে আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, সে সময়ে মহাত্মা চৈতন্যও "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিয়াছেন। এজন্যই "তদাবির্ভাবেষু ভেদগ্রাহী নিন্দ্যতে" যখন ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়, তখন ভেদ গ্রহণ [শ্রুতিতে নিন্দিত হইয়াছে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। উভয় যোগের গতি একত্র সমাবিষ্ট না হওয়াতে এদেশে অভেদ মত হইতে ঘোরতর ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে। অভেদাবস্থাতেও মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তিরোহিত হয় না, ইহা কেবল এক মহর্ষি ঈশাই প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ এই প্রভেদ দেখিতে না পাইয়া পাপ দোষ দুর্ব্বলতাকেও পুণ্য পবিত্রতার সঙ্গে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন।

* পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের যোগে যে অহমের প্রাধান্য ভাবে স্থিতি, যোগশাস্ত্রই তাহার বিশেষ প্রমাণ। প্রকৃতি এবং পুরুষ এ দুয়ের ভিন্নতা অনুভূত হইলে, পুরুষ প্রকৃতির শৃঙ্খল উন্মুক্ত হইয়া যখন আপনার স্বরূপে স্থিতি করেন, যোগশাস্ত্রমতে তাহাই কৈবল্য, তাহাই মুক্তি। এই পুরুষ জীবচৈতন্য বা অহম্প্রত্যয় মাত্র। যোগদর্শনে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যোগের কথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শন সহ এক। জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।" "সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥" বৌদ্ধযোগে একেবারে জীব ও অহম্‌কেই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এমতে ব্রহ্মের স্থিতি বা ব্রহ্মেতেই ব্রহ্মের স্থিতি যোগ। জীবের স্বরূপে অবস্থান যোগদর্শন মতে কৈবল্য, ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান বৌদ্ধযোগশাস্ত্রমতে কৈবল্য। মহর্ষি ঈশাতে এ দুই কেমন আশ্চর্য্যভাবে একত্র সন্নিবিষ্ট।

দ্বিবিধ যোগ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এইরূপে প্রস্ফুটিত প্রকাশিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বশেষে মহাত্মা ঈশাতে উহা একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গতি দেখিতে চান, তাঁহারা আর্য্যযোগী ও বৌদ্ধগণে উহা অবলোকন করিবেন, যাঁহারা একত্র উভয়ের সংমিবেশ দেখিতে চান, তাঁহারা মহর্ষি ঈশাতে দেখিবেন। সাধনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন ও একত্র দর্শন দুয়েরই প্রয়োজন। আরম্ভে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমে দুয়ের যখন সম্মিলন উপস্থিত হয়, সেই স্থলে ঈশার সঙ্গে জীবনের একতা দেখিতে পাওয়া যায়। যোগের প্রথম গতি হইতে দ্বিতীয় গতির শেষ সীমায় উপস্থিতি প্রলোভনসমূহকে জয় না করিলে কখন আরম্ভ হয় না। মহাত্মা শাক্য এবং মহর্ষি ঈশা উভয়ের জীবনেই এজন্য পাপপিশাচ বা মার সহ সংগ্রাম এবং উহাদিগের পরাজয় বর্ণিত আছে। বিষয়বিরাগের উপরে যোগের প্রথমগতি, পুণ্যের উপরে যোগের দ্বিতীয় গতি নির্ভর করে। সুতরাং শেষ গতিতে প্রলোভনের সম্যক্ জয় আবশ্যক। বিরুদ্ধ ইচ্ছার নিবৃত্তি হইয়া যোগ হইলেও মানবে ঈশ্বর আবির্ভূত হইলেও, মানবীয় অশক্তি অনুভব তিরোহিত হয় না বরং আরও পরিস্ফুট হয়, সুতরাং মহর্ষি ঈশা যে প্রলোভনজয়ের পরও মানবীয় ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

ঈশ্বরই সর্ব্বত্র একমাত্র লক্ষ্য।

যাহা কিছু নিশ্চিত সামগ্রী তদ্ভিন্ন আমরা লক্ষ্য স্থলে কিছুই রাখিতে পারি না। ইহলোক পরলোক এ দুয়ের মধ্যে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নিশ্চিত নহে। এ সংসারে ঈশ্বর ভিন্ন অনেক সামগ্রী আছে, সংসারিগণ যৎপ্রতি সর্ব্বদা আকৃষ্ট। পরলোকে এমন সকল পদার্থবিষয়ে ধার্ম্মিকগণ আশাবদ্ধ হন, যাহা ইহ লোকের অনুরূপ। সুতরাং ইহলোকের বস্তুসকল যে প্রকার অনিত্য এবং অনিশ্চিত, উহাও তদপেক্ষা নিশ্চিত বা নিত্য নহে। সংসার যদি অনিত্য বিষয়সকলের প্রলোভন দ্বারা সংসারিগণকে বঞ্চিত করে এবং পরিশেষে নানাবিধ ক্লেশ এবং দুঃখ আনয়ন করে, তাহা হইলে পরলোকে অনুপযুক্তবিষয়সকলসম্বন্ধে আশাও যে ক্লেশ ও দুঃখের কারণ হইবে, ইহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। সংসারে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতেছি, উহারা নিয়ত চঞ্চল, যে সকল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহার করি, তাহাদিগের চরিত্রের অস্থিরতানিবন্ধন, ব্যবহার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং না বস্তু না ব্যক্তি কাহারও উপরে আমরা আস্থা রাখিতে পারি না। যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের উপরে সমুদায় আশা ভরসা স্থাপন করে, তাহারা পদে পদে লাঞ্ছিত নিরাশ এবং ক্লিষ্ট হয়। সাধকগণ এজন্য সংসারের অনিত্য বিষয়সকলের উপরে আপনাদিগের চিত্ত নিবদ্ধ না করিয়া নিত্য বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত। সংসারিচিত্ত নিত্য বস্তু অন্বেষণ করিতে গিয়া নূতন সংসার নির্ম্মাণ করে। ধর্ম্ম যাহা অনিত্যের মধ্যে একমাত্র নিত্য, তাহাতে আবার এমন একটি সংসার গঠিত হয়, যাহা পুনরায় দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইয়া পড়ে। ধর্ম্মসাধনে যে সকল আয়োজনের প্রয়োজন সেই সকল আয়োজন মনের সঙ্গে দৃঢ় সংস্কারে এরূপ আবদ্ধ হইয়া যায় যে সে সকল নিরপেক্ষ হইয়া আর কোন প্রকারে ধর্ম্মেতে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই সকল আয়োজন সংসারের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় অনিত্য। কেন না গমনকালে ইহারা কেহই সঙ্গে যাইবে না। সংসারের অন্যান্য বস্তু যেমন এখানে পড়িয়া থাকিবে, ইহারাও তেমনি পড়িয়া থাকিবে। পরলোকে যখন এ সকল সহায় না হইল, তখন এই সকলে

নিবদ্ধ চিত্ত সেখানে গিয়া অন্ধকার দর্শন করি বে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ধর্ম্মের আয়োজন সকল যে প্রকার অনিত্য অথচ তাহাতে নিত্যতাভ্রান্তি জনিত উহারা বন্ধনের কারণ হয়, তেমনি অচতুর ব্যক্তিগণ স্বর্গকেও এরূপে কল্পনা করে, যাহাতে সংসারিচিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। ফল এই হয় যে, মায়ামরীচিকার ন্যায় চিত্ত হরণ করে বটে কিন্তু কার্য্যকালে দুঃখ ও নিরাশা আনয়ন করে। মনে কর, আমরা যদি মনে করি স্বর্গে গিয়া আমরা এখানে যেমন বন্ধুগণে পরিবেষ্ঠিত আছি, সেখানেও সেইরূপ তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হইব, এখানে যখন বিবিধ আয়োজন অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছি, সেখানেও সেইরূপ আয়োজনীয় সমুদায় লাভ করিব, সুতরাং এ জীবনের সঙ্গে সে জীবনের কোন প্রকার পার্থক্য না থাকা নিবন্ধন আমাদিগের কোন ক্লেশই হইবে না। যে যে প্রকারে এখানে জীবন নির্ব্বাহ করিবে, সেখানে গিয়া সেই হইতে জীবন আরম্ভ করিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তদুপযোগী আয়োজন সকল অবশ্য জুটিবে, তাহা হইলে পাপী ও পুণ্যাত্মা এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ রহিল না। এক জন পাপে সময়ক্ষেপ করিয়াও অনায়াসে সেখানে গিয়া এমন সকল আয়োজন পাইতে পারে, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার পাপের নিষ্কৃতির সম্ভাবনা। সেখানে শত শত সাধু পুণ্যাত্মা এক এক পাপীকে ঘিরিয়া ধরিলে, আর তাহার ত্বরায় পাপের অন্ত কেন হইবে না। সাধুগণের বাক্য তাহাকে নিমেষে পরপারে লইয়া উপস্থিত করিবে। পরলোক আর দুষ্ক্রিয়ার তীব্র ক্লেশ ভোগের স্থান রহিল না, পাপীর পক্ষে অতি সুখেরই স্থান হইল।

পাপি সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। এখানে তাঁহারা সাধু মহাত্মাদিগের সঙ্গে বাস করিলেন, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ করিয়া কাল কাটাইলেন। এই আলাপ প্রসঙ্গের জন্য ২৪ ঘণ্টা ঈশ্বরে মন সংস্থাপিত রাখিবার আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। যখন তাঁহারা পরলোকে গেলেন, তখনও তাঁহাদিগের কেবল মাত্র ঈশ্বরসহবাস জনিত সুখের প্রয়োজন হইল না। সেখানে এখান অপেক্ষা বড় বড় সাধু মহর্ষিগণের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ আছে। এইরূপেই সংসারে বিষয় বিভব বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি অনিত্য সামগ্রী ঈশ্বরের আচ্ছাদক হইয়াছিল, পরলোকেও অন্ততঃ এ সকল না হউক, সাধু মহাজনেরা ঈশ্বরের আচ্ছাদক হইয়া দণ্ডায়মান। জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে অব্যবহিত যোগের সংসারে যে প্রকার প্রতিবন্ধক, ইহাঁরাও তাদৃশ প্রতিবন্ধক হইলেন।

সংসারের দৃশ্য অপর বস্তুর যোগ যদি যোগীর পক্ষে পরিত্যাজ্য হয়, তবে অদৃশ্য লোকের অদৃশ্য অপর বস্তুর যোগ যে যোগীর পক্ষে একান্ত পরিহার্য্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আমরা অনুমানের উপরে আমাদিগের গৃহ স্থাপন করিব না, কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য বস্তুর উপরে। ধর্ম্মে আমরা এক ঈশ্বরকে চিনিয়াছি, এবং তাঁহার সঙ্গে ইহপরলোকে যোগ একান্ত নিঃসংশয়। সুতরাং সেই যোগে যোগী হইবার জন্য যত্নই আমাদিগের একান্ত অনুসর্ত্তব্য। কি ইহলোক কি পরলোক, কোথাও এমন কিছু আমরা বিশ্বাসের বিষয় করিব না যাহাতে অণুমাত্র আমাদিগের ঈশ্বর হইতে আত্মাকে আকৃষ্ট করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে। যদি যায়, তবে তাহা স্বর্গের বস্তু বলিয়া কল্পিত হইলেও আমাদিগকে নিকৃষ্ট সংসারী করিয়া ফেলিবে। ইহলোকে যেমন আমরা ঈশ্বর ভিন্ন সমুদায় বস্তু মন হইতে পুঁছিয়া ফেলিব, পরলোক সম্বন্ধেও তেমনি মন হইতে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই কল্পনায় আনয়ন করিব না। সেখানে গিয়া অন্য কিছু পাই

ভাল না পাই ভাল, কেন না ইহপরলোকে ঈশ্বর ভিন্নতো আমরা আর কিছু চাহি না। যদি কখন কল্পনা করি, তবে এই কল্পনা করিব, আমি আর ঈশ্বর আছি, আর কেহই নাই, আর কিছুই নাই। আমি এখানেও ঈশ্বরেতে আনন্দিত সেখানেও এক ঈশ্বরেতে আনন্দিত। এখানে আমার নিশ্চিত সামগ্রী ঈশ্বর, সেখানেও আমার নিশ্চিত সামগ্রী ঈশ্বর। এখানে তিনিই আমাকে বিবিধ প্রকারে সুখী করেন, ইচ্ছা করিলে সেখানেও আমায় বিবিধ প্রকারে সুখী করিতে পারেন, কিন্তু আমি বিবিধ চাই না, তাঁহাকেই চাই। কেন না তিনিই আমার আনন্দবর্দ্ধন সুখবর্দ্ধন।

নিশ্চিত সামগ্রী ভিন্ন আমরা আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি না, ইহা বলিয়া আমরা সংশয়বাদ আনয়ন করিতেছি না; বিজ্ঞানবাদ আনয়ন করিতেছি। ইহপরলোকে সর্ব্বত্র এক ঈশ্বরই স্থির নিত্যধ্রুব অচল অটল, তাঁহাতে চিত্তস্থাপনই সুখ শান্তি অমৃতের কারণ, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর যাহা কিছু সকলই আর্ত্ত। সুতরাং সংসারের অন্যবিধ সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া যেমন ঈশ্বরের অনুসরণ করিব, তেমনি পরলোকের আর সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া এক নিশ্চিত ঈশ্বরকেই দৃঢ়রূপে ধারণ করিব, কেহই যেন কিছুই যেন তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবধায়ক না হয়, অন্যথা এমন কেহ নাই যে তোমাকে চির অমৃতের সাগরে ডুবাইয়া রাখিতে পারে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

বিধানের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে উহার সমসূত্রপাতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান গুলিকে ক্রোড়স্থ করিয়া সমাগত হয়। যে মুসলমান ধর্ম্মের লোক সকল তাহাদিগের বিধানকে চরম বিধান বলে, তাহাদিগেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বিধানসকলের তন্মর্ম্মে প্রবেশ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রবেশ সমগ্রাংশে নয়, কিন্তু সেই সকল অংশে যে সকল অংশ তৎসময়ের বিধানের উপযোগী। সময়ভেদে যে সকল তারতম্য হয় তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়া নিত্যাংশে সমুদায় বিধান পর পর বিধানে মিলিত, মুসলমান ধর্ম্ম ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মেও আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমুদায় পাক্ষিক ধর্ম্মবিধানের একত্র সমাবেশ এবং সমুদায় ধর্ম্মের নির্ব্বিরোধ জ্ঞান স্থাপন বর্ণিত দেখিতে পাই*। এক বিধান এইরূপে সমসূত্রপাতের অন্যান্য বিধানকে পূর্ণ করিয়া এক অচ্ছেদ্য অখণ্ড সূত্র জগতের নিকটে প্রকাশ করে। বিধান এজন্যই পূর্ণ বিজ্ঞান। বর্ত্তমান বিধান বহুসূত্র একত্র সন্নিবেশ করিয়া আশ্চর্য্য একটি স্বর্গীয় চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়াছে, যাহার নিম্নে সকলে চিরসুশীতল ছায়া সম্ভোগ করিতে পারেন। অসমসূত্রপাতগত বিধানসকলের ভিন্ন রেখায় পুনরাগম নিবৃত্ত হইয়াছে, এখন যাহা কিছু আসিবে ভিন্ন সূত্রসমুদায়ের একত্র মিলনে সমাগত হইবে, ইহা আমরা নির্ভয়ে নির্দ্ধারণ করিতে পারি। এইরূপ মিশ্রণব্যাপার এখন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ছিল তাহা এখন দিন দিন তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, এই মিশ্রণ কার্য্য চলিতেছে, ইহার হস্ত হইতে আর কেহই রক্ষা পাইতে পারেন না। সর্ব্বসামঞ্জস্য আর এখন কথায় নাই, গূঢ়রূপে সর্ব্বত্র অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সময়ের শুভ লক্ষণ যাঁহারা পাঠ করিতে পারেন, তাঁহারা সকল ঘটনার মধ্যে এই মিশ্রণ ক্রিয়া অবলোকন করিবেন।

অবতারবাদ মধ্যে একটি অতি প্রধান মত লুক্কায়িত আছে, যাহা অতি অল্প লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্বপ্রথমে পুরাণশাস্ত্রে পৌরুষরূপ বর্ণিত আছে, ইহা আর কিছুই নহে, ঈশ্বরাবিষ্ট জীবপরম্পরার যে উন্নতি হইবে, তাহারই সমগ্র। জ্ঞান পুণ্য প্রেম প্রভৃতি জীবে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে যেরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে পৌরুষরূপ তাহার সমষ্টি। এ জন্যই যত সকল অবতার তাহার বীজ এই পুরুষরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে অবতরণ অধর্ম্ম নিরসন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের অংশ সহ পর পর অবতারের আবির্ভাব কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের পর পর বিধানে পূর্ণতা লাভ প্রদর্শন করে। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" সমুদায় অবতার পুরুষের অংশকলা কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, ইহার অর্থ এই যে অন্যান্য অবতার আংশিক বা পাক্ষিক ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, কৃষ্ণ সমুদায় পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমতকে এক স্থানে আনয়ন করিয়া পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন তাই তাঁহার

---

* "ধর্ম্মরত্নাকর ইত্যুচ্যতে সর্ব্ববোধিপাক্ষিক ধর্ম্মৈঃ। প্রতিপূর্ণত্বাৎ।" "অবৈবর্ত্তিকধর্ম্ম ইত্যুচ্যতে সর্ব্বধর্ম্মনির্ব্বিরোধিকজ্ঞানত্বাৎ।" ল, বি, ২৬ অ।

পূর্ণতা। রামায়ণের টীকাকার বিশ্বর রামানুজ স্বামীর উপরে এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন যে স্বামী বলপূর্ব্বক অংশাবতার কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়াছেন। রামানুজ সকল অবতারই পুরুষাবতারের অংশ বলিয়াছেন। রাম ও কৃষ্ণ পুরুষের দুইটি কেশমাত্র অমাত্র বর্ণিত থাকাতে ইনি আপনার মত তদ্দ্বারা আরো দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। ফল কথা আমরা যাহা বলিলাম তাহাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মের পর ধর্ম্মে সমাবেশই পূর্ণতা, এবং সেই পূর্ণতা দ্বারা অবতার সকলের পূর্ণতা বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম খৃষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধেও উহাই বলিতে পারি। প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মবাদী পিতৃগণের মত এই যে, এক খ্রীষ্ট "বাক্" রূপে [জ্ঞানরূপে] নিত্য বিদ্যমান আছেন। যে কোন ব্যক্তিতে বিশেষ জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি সেই খ্রীষ্টেরই অংশ মাত্র। খ্রীষ্ট আসিবার পূর্ব্বে এইরূপে এব্রাহিম মুসা সক্রেটিস্ প্রভৃতিতে খ্রীষ্টের অংশ প্রকাশ পাইয়া খ্রীষ্টে পূর্ণ জ্ঞান প্রকট হইয়াছে। সর্ব্বত্র এক খ্রীষ্টের ভাব দর্শন এবং পূর্ণভাবে খ্রীষ্টেতে উহা অবলোকন, খ্রীষ্টধর্ম্মের এই উদার লক্ষণ সমুদায় বিধানের একতা এবং ঈশ্বরাবিষ্ট জীবের উন্নতির ক্রমোন্মেষ ও পূর্ণোন্মেষ প্রদর্শন করে। খ্রীষ্ট পুত্রত্বের আদর্শ। পুত্র জ্ঞান পুণ্যাদিতে পিতার অনুরূপ; অবশ্য অনন্ত গুণে নহে বস্তুতঃ খ্রীষ্ট অংশাবতার কি পূর্ণাবতার এ বিবাদে নিষ্প্রয়োজন, তিনি যে আদর্শ দেখাইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম প্রভৃতির যিনি যে আদর্শ মনুষ্যসমাজের নিকটে জীবনযোগে উপস্থিত করিয়াছেন, তত্তদংশে তাঁহার পুত্রত্ব। এই পুত্রত্বর ভাব ঈশা জগতে পরিস্ফুট করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার মহত্ত্ব চির দিন কীর্ত্তিত হইবে।

কুটীর।

বৃহস্পতিবার ১১ চৈত্র ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, একবার সংসার ছাড়িতেই হইবে। সংসারে থাকিয়া যদি যোগী হইবে, সংসার ছাড়িয়া যোগ শিক্ষা করিতে হইবে। যোগীর যে প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া যাওয়া এইটির নাম বৈরাগ্য। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী যে অন্তরের মধ্যে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন শ্রবণ এবং সম্ভোগ করেন, তাহার নাম নিরাকার সাধন। তৃতীয় অবস্থায় সেই নিরাকারকে বহির্জগতে প্রতিষ্ঠা করা, তাহার নাম সাকার নিরাকার সাধন। প্রথম বৈরাগ্যকে বন গমন অথবা মনোগমন বলা যায়। প্রকৃত যোগীর পক্ষে মনো গমনই যথার্থ কথা। বন কি? যেখানে সংসার নাই, সংসারের অতীত, সংসার হইতে বহু দূরে যে স্থান তাহাই বন; সেই স্থান বাহ্য বন নহে মনে। সংসারী বিষয়ীরা সেখানে যাইতে পারে না। ধন, বস্তু, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি লইয়া প্রিয় সংসারকে অসার বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে দিন আরম্ভ হয় সেই দিন সন্ন্যাসাশ্রম, বৈরাগ্যজীবন, অথবা যোগশাস্ত্রপাঠের প্রথম পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। অসার স্থানে থাকিব না, অসার খাওয়া খাইব না, অসার সুখ ভোগ করিব না, সার জগতে যাব, সার বস্তু দেখিব, সার পদার্থ ভোগ করিব, এই সংকল্পে বৈরাগ্যের আরম্ভ হয়। যোগগৃহে প্রবেশ করিবার দ্বার বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই প্রকার। এক জ্ঞানগর্ভ, এক ভাবগত। কে সন্ন্যাসী হইল, বলে যায় কে; আধ্যাত্মিক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে কে? তার নাম কি? ধর তাহাকে। দেখিবে দুই জন। কিন্তু দুই জনে আবার এক জন। এক মন, আর এক হৃদয়; এক বুদ্ধি, এক ভাব; এক সংস্কার, এক অনাসক্তি; এক অসারজ্ঞান, এক তিক্ত জ্ঞান। যে লোক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে তাহার এক বুদ্ধি এক ভাব। অর্থাৎ বৈরাগী দুই প্রকার। জ্ঞান বৈরাগী এবং ভাব বৈরাগী। জ্ঞান বৈরাগী কে? যিনি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন, এ সংসার অসার। এ সোণা নহে গিল্টি করা। এই যে পৃথিবীর মান সম্পদ সমুদয় গিল্টি। বুদ্ধিবন্ধু অনুসন্ধান এবং আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে এই সংসারে যত কিছু দেখিতেছি সকলই অসার জিনিষ। একটি উৎকৃষ্ট কষ্ট পাথর আছে বুদ্ধির হাতে, তার নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কেহ সঙ্গে যায় না। যাই দেহ ত্যাগ, অমনই সর্ব্বত্যাগ। সেই কষ্টি পাথরে জগৎকে যদ জানুতে পারিবে, এ সংসার অসার গিল্টি। বৈরাগ্যজ্ঞান জানিতে পারিবে এই যে সংসারের এত সুখ এ কিছুই নয়। এইত মায়া প্রবঞ্চনা, মৃত্যু হইলেইত এরা তোমাকে ছাড়িয়া দেয়। একটি প্রশ্নের দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে। মৃত্যুর পর তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না? সংসার বলিবে, না। তুমি বলিবে সংসার তবে তুমি আমার নহ। সংসারের বাহিরে এত চাকচিক্য; কিন্তু ভিতরে ভুয়া। এক কষ্টি পাথর চক্ষু নিমীলিত করা। চক্ষু বুজিলেতো কিছুই কিছু নহে। এত যে টাকা এত যে মান সম্ভ্রম, কিছুই নহে। আর এক কষ্টি পাথর মৃত্যু। মৃত্যুচিন্তাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কিছুই কিছু নহে। এইরূপে সাধক! তুমি বুদ্ধিগত বৈরাগ্য সাধন কর। কোথায় বসিয়া আছি, ছায়ার উপরে? কি দেখিতেছি? কি করিতেছি? ছায়া, সকলই ছায়া। সকলই অসার। এখন ঈশ্বরকে ইহার মধ্য দিয়া

দেখা যাইতেছে না, অসার সংসার খোসার ন্যায় পড়িয়া আছে, সংসার এই আছে এই নাই। জ্ঞানগত বৈরাগ্য নিশ্চিত বৈরাগ্য; কিন্তু কিছু কঠোর, কেবলই বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তা দ্বারা জানিতে হয় এই সংসারে পরমার্থ নাই, সকলই অপদার্থ। দ্বিতীয় বৈরাগ্য কি? ভাবগত বৈরাগ্য। হৃদয়ে বৈরাগ্য হবে কিরূপে? মন বলিল, ওরে সংসারে যে সকল দেখিতেছ, এরা সব অসার, প্রবঞ্চনা, মায়া; হৃদয় বলিলযাহা হউক, আমার ভাল লাগ্‌ছে না, এ সব তিক্ত। মন্ বল্‌লে, এরা যতক্ষণ থাকে, কেবল জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। সুতরাং মন এবং হৃদয়, বুদ্ধি এবং ভাব দুইই সংসার ছাড়িয়া বাহির হইল। সুমিষ্ট রসস্পৃহা হৃদয়ের পক্ষে স্বভাবিক, সে তিক্ত রস পান করিয়া কেমন করিয়া চরিতার্থ হইবে? অসার সংসারে অনেক ধন মান সম্ভ্রম প্রচুররূপে উপার্জ্জিত হইল; কিন্তু উদর খেয়ে খেয়ে, ভোগ করে করে বল্‌লে ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা আর তার পক্ষে সুখ হল না। তুমি যদি বৈরাগ্য সাধন কর, দেখিবে দুই হইল কি না? জ্ঞানগত বৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত সহজ, ভাবগত বৈরাগ্য সকলের হয় না। এই সংসার অসার অতএব ইহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত। ভাববৈরাগী, ভাবসন্ন্যাসী যাঁরা, তাঁরা "এই" "অতএব" গ্রাহ্য করেন না। উচিত বোধে ভাল জিনিষ না খাওয়া, আর ভাল জিনিষে রুচি না থাকা এ দুই স্বতন্ত্র। অধিক টাকা উপার্জ্জনে কি ফল, এই প্রকার উচিত মনে করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে না; কিন্তু অনেক টাকা পেলে কি তোমার বিতৃষ্ণা হয়? আজ্ তুমি পর্ণ কুটীরবাসী; কিন্তু কাল যদি অট্টালিকা পাও তাহাতে কি তোমার আসক্তি হবে না? ভাববৈরাগীকে সংসারের সুখ কামড়ায়, দংশন করে, বিষের ন্যায় জ্বালাতন করে। এই বৈরাগ্য এখনও বহু দূর। সুখে সুখী নয়, সুখের সংস্পর্শে জ্বালা। খুব ভাল থাকা, ভাল খাওয়া ভাল পরা, সংসারের উচ্চ অবস্থা সূচের ন্যায় তাঁহাকে বিদ্ধ করে। সুখের জ্বালায় অস্থির হইয়া মন আপনি বনের দিকে গমন করে। এই যে হৃদয়ের ভিতরে সুখের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা, অনাসক্তি, এই ভাব প্রকৃত বৈরাগ্য মধ্যে অবশ্য স্থান পায়। জ্ঞানবৈরাগ্য বলিয়া দিল, ছায়া ছাড়, মায়া ছাড়; আর হৃদয় বৈরাগ্য বল্‌ছে, এই মায়া! মায়া দংশন কর্‌ছে, সূচের মত বিদ্ধ কর্‌ছে, গোলামরে মলাম রে খুব ভাল খাদ্য নিকটে প্রস্তুত, খুব ভাল পরিচ্ছদ নিকটে উপস্থিত, হৃদয়বৈরাগী বলিল, যন্ত্রণা, জ্বালা এয়েছে, ভাল খাদ্য, ভাল পরিচ্ছদের বেশ ধরে? সাধনের প্রথম পরিচ্ছেদ এই বনে গমন অরণ্যে বাস নহে, হৃদয়কাননের ভিতর কিছু কাল সাধন করা। এর পক্ষে সহায় জ্ঞানবৈরাগ্য এবং হৃদয়বৈরাগ্য।

সংসারে যে পুনরায় আসার কথা হয়েছিল তাহাও এই বৈরাগ্যের সঙ্গে মিলিবে। ভিতর হইতে উন্নত বৈরাগী হইয়া আসিয়া কেমন করিয়া সংসারে কার্য্য করা যায় তাহা পরে শুনিবে।

এখন এই দুইটি সাধন কর্‌বে সংসারের সুখকে যাতে অসার জ্ঞান হয়, আর যাতে ভাল না লাগে। যদ ভাল জায়গায় থাক্‌তে হয়, ভাল খাদ্য খেতে হয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিবে।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

শিক্ষার্থিন্নেকদা ত্যাজ্যঃ সংসারোঽয়ং ভবিষ্যতি।
নিবসন্ যদি সংসারে যোগাভ্যাসে মনস্তব ॥ ১ ॥
অন্তর্মুখগতির্যেঽয়ং যোগারম্ভে হি সা স্মৃতা।
বিরক্তির্বিপিনে বাসো মনসি প্রস্থিতিস্ততঃ ॥ ২ ॥
প্রস্থানং মনসি প্রাপ্তুং যোগিনো যুক্তিসঙ্গতম্।
তদেব হি বনং বত্স সংসারস্পর্শবর্জ্জিতম্ ॥ ৩ ॥
যস্মিন্ দিনে হ সংসারোঽসার ইত্যবধারিতঃ।
যোগসংন্যাস বৈরাগ্যাদুয়স্তদ্দিনেঽভবৎ ॥ ৪ ॥
স্থানেঽসারে ন বর্ত্তে ঽহং ভুঞ্জেঽসারং ন তৎ সুখম্।
সারমেবোপভুঞ্জেঽহং বীক্ষে সারং সনাতনম্ ॥ ৫ ॥
এবং বিনিশ্চিতমতিঃ সারান্বেষণতৎপরঃ।
বৈরাগ্যমাবিশত্তোষ ভিন্ন দ্বেধা পুনশ্চ তৎ ॥ ৬ ॥
জ্ঞানগতং হি বৈরাগ্যং তথা ভাবগতং হি তৎ।
একতো বুদ্ধি রাভাতি যত্র হৃদয়মন্যতঃ ॥ ৭ ॥
বুদ্ধিস্তু যুক্ত্যা নিকষে পরীক্ষ্য সকলং জগৎ।
স্থাপয়ত্যেষ সিদ্ধান্তমসারমিতি সর্ব্বথা ॥ ৮ ॥
ন মৃতেন সমং যাতি যতঃ সর্ব্বমসত্ততঃ।
জানন্ ন রমতে তস্মিন্ জ্ঞানবৈরাগ্যসংযুতঃ ॥ ৯ ॥
নিমীলনেন নেত্রস্য জগৎ শূন্যায়তে যতঃ।
ন তস্মিন্ রমতে যোগী সর্ব্বং তত্তেন ধিক্‌কৃতম ॥ ১০ ॥
বিরসো জ্বলদঙ্গারঃ সংসারো যন্ত্রণালয়ঃ।
প্রতীয়তে যদা যোগী ভাববৈরাগ্যসংযুতঃ, ॥ ১১ ॥
বৈরাগ্যে দ্বিবিধে সিদ্ধে সংসারে নিবসন্ কথম্।
কার্য্যকলাপমাতিষ্ঠেৎ পশ্চাদ্বক্ষ্যে যথাযথম্ ॥ ১২ ॥
ভাবে জ্ঞানে চ বৈরাগ্যং নিত্যং ত্বং সাধনং কুরু।
ন কস্যাচিৎ প্রবেশোঽত্র যোগে তৎ সাধনং বিনা ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে
বৈরাগ্যকথনংনাম সপ্তমমুপনিষৎসু
বিংশতিতমমনুশাসনম্।

প্রাচীন উপাসনা প্রণালী।

সন্ধ্যাপরিশিষ্ট।

আমরা পূর্ব্ববারে সন্ধ্যাপ্রয়োগ শেষ করিয়াছি। উপাসনার অন্য বিভাগ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, গৃহ্যসূত্র-পরিশিষ্ট হইতে সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রণালী আমরা এবার প্রকাশ করিব, মনে করিয়াছি। একটি বিষয় যত দূর সম্ভব, পূর্ণাবয়ব করা একান্ত সমুচিত। দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থল এবং পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সন্ধিস্থলে তৎকালীয় দেবতার অর্চ্চনা সন্ধ্যোপাসনা। রাত্রি অপগত হইয়া দিবার প্রারম্ভ, দিবা গত হইয়া রাত্রির আরম্ভ, পূর্ব্বাহ্ণ অপগত হইয়া অপরাহ্ণের আরম্ভ, এই তিন ভাগের সন্ধিস্থলে ত্রিসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, এক সূর্য্যই সন্ধ্যাতে উপাস্য। যে তিন সন্ধিস্থলে উপাসনা প্রচলিত, তাহাতে উদ্যন্ত সূর্য্য, অভ্যুদিত সূর্য্য এবং অস্তমিত সূর্য্যের উপাসনা, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যার প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ এই। "গ্রামের বাহিরে পূর্ব্ব উত্তর বা অন্য কোন অনিন্দনীয় দিকে অবস্থিত বৃহৎ জলাশয়ে গমন করত প্রাতঃকালে শুচি হইয়া পাণি পাদ মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচিপ্রদেশে ভূমিতে পদ রাখিবে, আশ্রয়শূন্য না হইয়া উপবেশন করিবে। উপবেশন করত শিখাবন্ধন পূর্ব্বক আচমন করিবে। ফেণা ও বুদ্বুদ বিরহিত প্রকৃতিস্থ উদক দেখিয়া দক্ষিণ হস্তে উহা গ্রহণ করিবে, কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠ বিশ্লিষ্ট ও বিস্তৃত করিয়া অপর তিন অঙ্গুলি সংহত ও উর্দ্ধীকৃত করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করে এরূপে তিন বার পান করিবে। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক জল স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা আকুঞ্চিত ওষ্ঠ ও মুখ দুই বার মার্জ্জন করিবে, এক বার সংহত মধ্যমাঙ্গুলিত্রয় দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করত বামহস্ত, পদদ্বয় ও মস্তক প্রক্ষালন করিবে। জলস্পর্শ পূর্ব্বক সংহত মধ্যম অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগ দ্বারা মুখস্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা নাসারন্ধ্রদ্বয়, অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র; কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা নাভি, করতলদ্বারা হৃদয়, সমুদায় অঙ্গুলিদ্বারা মস্তক, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচমনের এই বিধি। এইরূপে দুইবার আচমন করিয়া আপনাকে জলসিক্ত করিবে। অনন্তর দন্ত শোধন করিবে, পুনরায় দুই বার আচমন করিবে। দর্ভ ও কুশপাণি হইয়া প্রথম অমন্ত্রক পঞ্চদশমাত্রা * পরিমাণ প্রাণায়ামত্রয় করত সমন্ত্রক এক বার প্রাণায়াম করিবে। যথেষ্ট প্রাণবৃত্তিনিরোধ পূর্ব্বক সপ্রণব সব্যাহৃতিক সাবিত্রী ও তৎশিরোভাগ তিন বার আবৃত্তি করিবে। ইহাই সমন্ত্রক প্রাণায়াম।

"অনন্তর কর্ম্ম সঙ্কল্প পূর্ব্বক কোন বিশুদ্ধ পাত্রে বা বামকরে জল রাখিয়া স্থির জলাশয় হইলে যত টুকু জলে কর্ম্ম করিবে তত টুকু জলের বিভাগ কল্পনা করত সমুদায় তীর্থকে সেখানে আহ্বান করিবে। অনন্তর সেই জল কুশযুক্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া উত্তান মস্তকে "ওঁ পূর্ব্বং পচ্ছ" "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি ঋকত্রয়ে মার্জ্জন এবং তদনন্তর আচমন করিবে। জল লইয়া "সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে পান করিবে। "সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন সমন্ত্র আচমন। পুনরায় আচমন করিয়া মার্জ্জন করিবে। প্রণব, ব্যাহৃতি, সাবিত্রী; এক একটি ঋক্ করিয়া "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি সূক্ত এবং গায়ত্রীশির দ্বারা জলে আপনাকে অভিষিক্ত করা মার্জ্জন।

"অনন্তর গোকর্ণসদৃশ করিয়া হস্তে জল লইয়া নাসিকাগ্রে ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পুরুষাকৃতি পাপ আপনার ভিতরে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছে চিন্তা করিয়া সংযত প্রাণে অঘমর্ষণ সূক্ত এবং "দ্রুপদাং" ঋক্ আবৃত্তি করত দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া আস্তে আস্তে প্রাণবায়ুকে রেচন করিবে। তদ্দ্বারা সকল স্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া রেচনের পথ দিয়া সমুদায় কৃষ্ণবর্ণ [পাপ] করস্থ উদকে পতিত ধ্যান করিবে। সেই জলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া বাম দিক্ দিয়া তীব্রাঘাতে ক্ষেপণ করিবে এবং মনে করিবে বজ্রহত হইয়া সেই পাপ সহস্রধা দলিত হইয়াছে, ইহাই পাপাপনয়ন। কেহ কেহ ইটি করেন না, কেন না মার্জ্জনেই পাপাপনয়ন হইয়াছে। "দ্রুপদাদি মুমুচান" ইত্যাদি দ্রুপদা ঋক্ পাপশোধনী।

"অনন্তর আচমন পূর্ব্বক কুশপাণি হইয়া পূর্ণ জলাঞ্জলি উদ্ধৃত করিবে। আদিত্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত সাবিত্রীযোগে তিন বার নিবেদন পূর্ব্বক জলাঞ্জলি উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিবে। যাঁহারা পাপাপনয়ন ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা আচমন করিয়াই অর্ঘ্য উৎক্ষেপণ করেন। "আদিত্যা ব্রহ্ম" এইটিই অর্ঘ্যনিবেদন। প্রদক্ষিণ, জলসেক, এবং জলস্পর্শ পূর্ব্বক কুশ জলে ধৌত করিয়া শুচি দেশে কুশ পাতিয়া ব্যাহৃতিযোগে উপবেশন করিবে। তিন বার প্রাণায়াম করিয়া আপনাকে ব্যাহৃতিযোগে সিঞ্চন করিবে। সাবিত্রীর দেবতা বা ঋষি আদি স্মরণ পূর্ব্বক সাবিত্রীকে চারি চারি অক্ষরে বিভাগ করিবে এবং উহার মধ্যে মধ্যে ছয়টি অঙ্গ মন্ত্র অঙ্গানুসারে যোজনা করত আপনাতে বিন্যস্ত করিবে এবং আপনাকে তদ্রূপ চিন্তা করিবে। যথা "তৎসবিতুর্হৃদয়ায় নমঃ" এই বলিয়া হৃদয়ে, "বরেণিয়ং শিরসে স্বাহা" এই বলিয়া মস্তকে "ভর্গোদেব শিখায়ৈ বষট্" এই বলিয়া শিখাতে "স্য ধীমহি কব-

---

* "বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রামণং যাবতা ভবেৎ। কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ।" জানুতে হাত ঘুরিয়া আনিতে যে সময় লাগে, সেই কাল মাত্রাপরিমাণ।

চায় হুঁ" এই বলিয়া মস্তকে, "শিরোয়োমে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" এই বলিয়া নেত্রদ্বয় এবং ললাটে বিন্যস্ত করিয়া তদনন্তর "প্রচোদয়াদস্ত্রায় ফট্" এই বলিয়া করতলদ্বয়ে ও অস্ত্রকে পূর্ব্বদিগে বিন্যাস করিবে। ইহাই অঙ্গন্যাস। কেহ কেহ অঙ্গন্যাস ইচ্ছা করেন না, কেন না এ বিধি বৈদিক নহে! অর্থানুসন্ধান করত মন্ত্রদেবতা ধ্যান পূর্ব্বক "আগচ্ছ বরদে দেবি" এই বলিয়া আবাহন করিবে। যত ক্ষণ নক্ষত্রসকল বিলুপ্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্ট না হয় তত ক্ষণ মন্ত্রার্থ অনুসন্ধান করত অবস্থিতি করিবে। কেহ কেহ অর্থানুসন্ধান ইচ্ছা করেন না। প্রণব ও ব্যাহৃতি সংযুক্ত সাবিত্রী জপ করিবে। অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অক্ষসূত্র যোগে প্রদক্ষিণ জপ অথবা দশ অঙ্গুলীপর্ব্বযোগে গণনা করিবে।" "আগচ্ছ বরদে দেবি" ইত্যাদি আবাহন মন্ত্র। সবিতা দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদিগের কর্ম্মে প্রেরণা করেন ইহাই মন্ত্রার্থ।

"অনন্তর দেবতা ধ্যান। সন্ধ্যা যাঁহাকে বলা হইয়াছে তাঁহাকেই মন্ত্রদেবতারূপে উপাসনা করা হইয়া থাকে। সর্ব্বদা একরূপেই ইহাঁকে ধ্যান করিবে, অথবা প্রতিসন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্নরূপে ধ্যান করিবে। যখন একরূপে ধ্যান করা হইবে তখন ঋক্, যজু, সামরূপ ত্রিপদযুক্তা, তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ নিম্ন দিক সকলে ছয় কুক্ষি, পঞ্চমস্তক, অগ্নিমুখী, বিষ্ণুহৃদয়া, ব্রহ্মশিরস্কা, রুদ্রশিখা, দণ্ড কমণ্ডলু অক্ষসূত্র অভয়াঙ্কযুক্ত চতুর্ভুজা, শুভ্রবর্ণা, শুভ্র বস্ত্র অনুলেপন স্রক্ ও আভরণযুক্তা, শরচ্চন্দ্রসহস্রপ্রভা, সর্ব্বদেবময়ী এই এক গায়ত্রী দেবীকে তিন সন্ধ্যাতেই ধ্যান করিবে। যদি ভিন্নরূপে ধ্যান করা হয়, তবে প্রাতঃকালে বালা, বালসূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণ বস্ত্র অনুলেপন স্রক্ আভরণ যুক্তা, চতুর্বক্ত্রা দণ্ড কমণ্ডলু অক্ষসূত্র ও অভয়াঙ্কযুক্ত চতুর্ভুজা, হংসাসনরূঢ়া, ব্রহ্মদৈবত্যা ঋগ্বেদ উচ্চারণশীলা, ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রী, গায়ত্রী নাম্নী দেবতাকে ধ্যান করিবে। অনন্তর মধ্যাহ্নে, যুবতী, যৌবনগতসূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা, শ্বেতবর্ণা, শ্বেত বস্ত্র অনুলেপন স্রক্ ও আভরণ যুক্তা, পঞ্চবক্ত্রা, প্রতিবক্ত্রে ত্রিনেত্রা, চন্দ্রশেখরা, ত্রিশূল খড়্গ খট্টাঙ্গ ডমরুকাঙ্ক যুক্তা চতুর্ভুজা, বৃষভাসনারূঢ়া, রুদ্রদৈবত্যা, যজুর্ব্বেদ উচ্চারণশীলা, ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী নাম দেবতাকে ধ্যান করিবে। অনন্তর সায়ংকালে বৃদ্ধা, বৃদ্ধসূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা, শ্যামবর্ণা, শ্যামবর্ণ বস্ত্র অনুলেপন স্রক্ ও আভরণযুক্তা, একবক্ত্রা, শঙ্খচক্র গদাপদ্মাঙ্কযুক্তা চতুর্ভুজা, গরুড়াসনারূঢ়া, বিষ্ণুদৈবত্যা, সামবেদ উচ্চারণশীলা, স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী নাম দেবতাকে ধ্যান করিবে। কেহ কেহ ধ্যান ইচ্ছা করেন না। তদনন্তর আবাহন করিয়া জপ করিয়া "জাতবেদসে সুনবাম সোম" তাচ্ছংযোরা বৃণীমহে" "নমো ব্রহ্মণে নমো অস্ত্বগ্নয়ে" এই সকল দ্বারা উপস্থান করিয়া প্রদক্ষিণ ও দিক্‌সমূহকে অধিপতি সহকারে বন্দনা পূর্ব্বক সন্ধ্যা গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী এবং সমুদায় দেবতাকে নমস্কার করিয়া "উত্তমে শিখরে দেবি" ইত্যাদি যোগে সন্ধ্যাকে বিসর্জ্জন করিয়া "ভদ্রং নো অপি বাতয় মন" এই বলিয়া শান্তি তিন বার উচ্চারণ করত "নমো ব্রহ্মণে" এই বলিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। "আসত্যলোকাদাপাতালাদালোকালোকপর্ব্বতাদে্য সন্তি ব্রাহ্মণা দেবাস্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ" এই বলিয়া নমস্কার পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরু ও বৃদ্ধজনগণকে বন্দনা করিবে।

"সায়ংকালে বিশেষ এই" সূর্য্যশ্চ এই মন্ত্রে সূর্য্যস্থানে অগ্নিপদ এবং রাত্রি ও অহন্ পদে রাত্রি ও অহ করিয়া অন্তে "সত্যে জ্যোতিষি" বলিবে। সূর্য্যমণ্ডল অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সেই হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত আসীন হইয়া জপ করিবে। মধ্যাহ্নে "আপঃ পুনন্তু" এই আচমন মন্ত্র। "আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং" ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্র। আকৃষ্ণায়া বা হংসবতীযোগে তিন বার বা এক বার অর্ঘ্য উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া "উদুত্যং জাতবেদসং" "চিত্রং দেবানাং" এই সূক্তদ্বয়যোগে এই দুই খণ্ড অথবা "তচ্চক্ষু" এই এক মন্ত্রযোগে আদিত্য উপস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে যত ক্ষণ ইচ্ছা তত ক্ষণ জপ করিবে।"

বঙ্গবন্ধু হইতে উদ্ধৃত।

সায়ংকালীন উপাসনার পর নিম্ন প্রকাশিত উপদেশ প্রদত্ত হয়।

জলপথে যাইতে বড় সুখ। জলপথে চলিতে অনেক সুবিধা এবং আমোদ আছে। কিন্তু ইহাতে ভয়ও অনেক আছে। ভয়ের কারণ ভাবিলে শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। ভক্তিপথও ঠিক সেইরূপ। ভক্তিমার্গাবলম্বীর ভয়ের বিষয় কি, ঠাকুর আজ তাহাই বলিতেছেন। ভক্তিপথ জলপথ। ব্রহ্ম কৃপাস্রোতে জীবনতরণী ছাড়িয়া দিলে অনায়াসে চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু ইহার ভয় অবতারবাদ। যে ভক্তিস্রোতে ভাসিলে জীব অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই স্রোতে ভাসিয়াই অসাবধানতা বশতঃ অবতারবাদের ভয়ানক প্রস্তরের উপর উঠিলে, জীবনতরণী চূর্ণ হইয়া একেবারে ভবসাগরে ডুবিয়া যায়। এই ঈশ্বর আমাতে অবতীর্ণ, এই আমার শরীরময় ঈশ্বর—এই বলিয়া আমিই ঈশ্বর, যদি ঘুণাক্ষরেও এরূপ মনে হয় তাহা হইলেই বিপদ। আমার এই শরীর মন ক্ষণভঙ্গুর, হরির খেলার জিনিশ। আমি অপদার্থ এই বোধের একটু ব্যতিক্রম হইলেই নৌকা ডোবে। এই

ন্যায়ে কত সাধুর নৌকা ডুবিয়াছে। সাধুতে ঈশ্বর অবতীর্ণ, ইহার মধ্যে একটু অবতারবাদের গন্ধ আসিলে সর্ব্বনাশ। হরি সর্ব্ব ঘটে অবতীর্ণ, তোমাতে, আমাতে, প্রদীপে, প্রাচীরে হরি অবতীর্ণ, কিন্তু ইহার কিছুই হরি নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ ঈশ্বরবাণী নয়! যাহা কিছু মনের গোচর তাহাও ঐশ্বরিক নয়। ঈশ্বরের রূপ গুণ ও বাণী সকল অনুপম। এইজন্য নববিধানে ঈশ্বর দর্শন শ্রবণই ভক্তির সাধন। নৌকার পরিচালককে দেখলে আর ঝড় তুফানের ভয় নাই। কোচবিহারের বিবাহের ঝড় তুফানে সেই ব্যক্তির কি করিতে পারে, যে শ্রীহরিকে দর্শন করে এবং তাঁহার কথা শুনে?

ভক্তিপথে ঠিকভাবে চলিতে হইলে অবতারবাদ এবং অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে। ভাল করিয়া হরিকে ধরিতে হইবে। নতুবা সুনির্ম্মলা ভক্তি লাভ হইবে না। হরির ইচ্ছাতে সকলের পায় পড়িয়া বলি—সুনির্ম্মলা-ভক্তি যেন কলঙ্কিত না হয়। পূর্ব্ববাঙ্গলায় পদার্পণ করিলেন বলিয়া গঙ্গা স্বীয় নাম হারাইয়া পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা, নামে অভিহিত হইলেন। বাড়ীর কাছে প্রকাণ্ড গঙ্গা রাখিয়া আমাদের দেশের লোক গঙ্গাস্নান করিতে যায় মহানগরীতে! বন্ধুগণ! শ্রীগৌরাঙ্গ—মহা ভাবের কন্যা, মধুময়ী স্বর্গীয় অপ্সরা ভক্তিদেবী যেন এইরূপে অবমানিত না হন, তাহা হইলে কিন্তু সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ভক্তিদেবীকে তৃণের আঘাত করিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবে। সৃষ্ট কোন বস্তুকে ঈশ্বর মনে করিও না। সতী হইয়া জল স্থলে, অনিল অনলে, চন্দ্রসূর্য্যে, নর নারী এবং সাধু সাধ্বীদিগের মধ্য হইতে স্বতন্ত্ররূপে সেই প্রাণপতিকে বাহির করিতে হইবে। সৃষ্টি হইতে হরি স্বতন্ত্র, স্বর্গের মূর্ত্তিমান ছবি হইতেও হরি স্বতন্ত্র। ঈশা মুশা বলিতে বলিতে যদি সেই সত্যং শিবং সুন্দরম্ পুরুষকে একটুকু হারাইয়া ফেলি, ঘোর অপরাধী হইব। মহাত্মা ঈশাকে আসিয়া কেহ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি বলিলেন—আমাকে প্রভু প্রভু বলিলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারিবে না। যে আমার পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করে, সেই স্বর্গে যাইবে। চৈতন্য দেবের প্রতি প্রিয়শিষ্য রূপগোস্বামী একটী শ্লোক রচনা করিয়া তাহাতে ভগবানের সঙ্গে চৈতন্যদেবের নাম বসাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবকে সেই শ্লোকটী শ্রবণ করাইলে তিনি বলিলেন—রূপ! তুমি কলসীপূর্ণ দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র দিয়া সকলি নষ্ট করিয়াছ। আর এক দিন তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার নামে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করাতে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাণনাথের কাছে স্বর্গও কিছু নয়। আমি যদি প্রাণেশ্বরকে দর্শন না করি তবে আমার স্বর্গেও প্রয়োজন নাই, সংসারেও প্রয়োজন নাই। প্রাণবল্লভকে না পাইলে স্বর্গে গিয়া কি করিব? সংসার প্রাণনাথ হইতে স্বতন্ত্র সহজেই বুঝা যায়, সুতরাং এখানে সংসারে মজিয়া থাকিবার যো নাই। এখানে তাঁহাকে স্বতন্ত্ররূপে খুঁজিলে তাঁহাকে সহজেই পাই। আজ বড় গুরুতর কথা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইল। কি ভক্তিপথে কি যোগপথে, কেবল হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর, বলিলে আর ভয় নাই। স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবানকে সুস্পষ্ট দর্শন ও শ্রবণ করা সার করিলে, জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই নিরাপদ। যাঁহারা এইরূপে শ্রীহরিকে দর্শন ও শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাই ভগবানের হাতের পুতুল হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার পরিত্রাণের জন্য শ্রীহরির হস্তে ব্যবহৃত হইবেন।

নূতন সঙ্গীত।

পাগলা সুর।

আমায় মা হয়ে মজালি। যাহা ভজিব না ভাবি তাই ভজালি। কলঙ্কেতে দেশ ভাসালি, শত্রুগণের মুখ হাসালি অবশেষে দেশে দেশে পাগল নাম রটালি।

সাজাইয়া রঙ্গ ভূমি, নানা রঙ্গ কর তুমি, রঙ্গময়ী হয়ে আপনি; ছেলে বুড় মিলাইয়া মাতালি প্রেমসুরা দিয়া, মান সম্ভ্রম ঘুচাইয়া হাসির সং সাজালি।

কথা কয়ে কানে কানে, উতালা বাড়ালি প্রাণে, পাগল হলে বাধা কেমনে? হারাইলাম বাহ্যজ্ঞান খাওয়াইলাম লজ্জা মান (এখন) যথা তথা পাগল বলে খাই গালাগালি।

কপালে যা ছিল হল, আর কি বাকি আছে বল, অন্য আশা সকল ফুরাল; যা ইচ্ছা হয় কর তুমি, কিছু আর বলব না আমি, যাব তোমার পাছে পাছে দিয়ে করতালি।

পাগলা সুর।

মা তোর প্রেমের আগুন জ্বেলে।

তাহে পাপ পুরুষকে পোড়াও ফেলে।

পোড়াইয়া পাপের গাদা, কালহৃদয় কর সাদা, ঘুচে সকল বিঘ্ন বাধা প্রাণের কালি গেলে।

বিনাশিয়া মোহ কালী, বিবেকের প্রদীপ জ্বালি, হৃদয় গৃহে কর উজালি; তাহে নববৃন্দাবন, তব নিত্য নিকেতন, দেখাও যথা ভক্তগণ প্রেমের খেলা খেলে।

অবিনাশে যেমন করে, আনিলে মা নিজ ঘরে, রক্ষা কর পাপ বিকারে; তেমনি সকল সন্তানে, বাঁচাও প্রেম পুণ্যফলে অভয়চরণ পেলে।

কত শত পাপের দাগ, তার উপর বিষয়ানুরাগ, দিচ্ছে নূতন নূতন রং ঢেলে; ঘুচারে সংসারাসক্তি দেও মাগো প্রেমভক্তি হরিদাসে বাঁচাও ত্রাসে রাখি চরণ তলে।

রামপ্রসাদি সুর।

কার মা এমন দয়াময়ী, আমাদের মা তুমি যেমন, সঙ্গে থাক দিবা নিশি চকের আড়াল হও না কখন।

মা গো তোমার স্নেহ দৃষ্টি, ব্যাপিয়া রয়েছে সৃষ্টি, মা।
তবু আমার কাছে যেমন মিষ্টি, আর কি কারু লাগে তেমন।

কানে কানে মনে মনে, কথা কও সঙ্গোপনে, মা! বসে
রাখ মা এই দুষ্ট জনে করি মিষ্ট আলাপন।

পরীক্ষা কর মা আমায়, পুত্রে যেমন করে তোমায়,
তোমার বাহিরে আরক্তচক্ষু স্নেহে বিগলিত মন।

পরীক্ষার অনল জেলে, তুমি আপনি তাতে দেও মা
ফেলে, গো, আবার আপনি দেও তার উপায় বলে,
যে রূপে বাঁচে জীবন।

তুমি ভাল বাস যেমন আমিত পারি না তেমন, মা!
তেমনি ভাল বাসাও আমায় আমার প্রতি তুমি যেমন।

সংবাদ।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত আর্য্যরঞ্জন নামে একখানি মাসিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নিরপক্ষ হইয়া সমুদায় বিষয়ের আলোচনা এই পত্রের উদ্দেশ্য। প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য হইলে মহদুপকার সাধিত হইবে সন্দেহ কি? আর্য্যগণের মনোরঞ্জন এই পত্রিকার বিশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য যথাযথ সিদ্ধ হউক, আমরা একান্ত আকাঙ্ক্ষা করি।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্ম সমাজের বিশ্বাস ও উন্নতি (The Faith and Progress of the Brahma Somaj) নামে ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মত, দ্বিতীয় ভাগে ভক্তি ও অনুষ্ঠান, তৃতীয় ভাগে নববিধান সম্বন্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের বিশ্বাস ও উন্নতি বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে অভিলাষ রাখেন তাঁহাদিগের পক্ষে এ গ্রন্থ খানি একান্ত উপযোগী হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে সঙ্গীত পুষ্পহারের দ্বিতীয় খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ৮১টি সঙ্গীত আছে। এই সকল সঙ্গীত ভাই দুর্গানাথ রায় কর্ত্তৃক ঢাকা নগরস্থ শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের উপদেশ ও প্রার্থনাদির ভাবানুসারে উপাসনার সময়ে রচিত ও গীত হইয়াছে। প্রার্থনার অব্যবহিত পরেই তাহার সার ভাগ এই সকল সুমধুর সঙ্গীতের আকারে ভাই দুর্গানাথের ভক্তি বিগলিত হৃদয় হইতে বিনির্গত হইয়াছে। এ সমুদায় চিন্তাও লেখনী চালনা দ্বারা হয় নাই। এইরূপ প্রতিদিন উপাসনা কালে ২।১টি করিয়া মধুর ভাবের সঙ্গীত রচিত হয়। শুনিলাম এ পর্য্যন্ত এই ভাবের প্রায় সহস্রাধিক সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। দুর্গানাথের হৃদয় উদ্যানের সঙ্গীত পুষ্পহার ভক্ত মাত্রেরই বিশেষ আদরণীয়। জননী স্বয়ং এই ফুল ফুটাইতেছেন ও হার গাঁথিতেছেন ইহাতে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্যাদি সৌরভযুক্ত নানাজাতীয় মনে হয় বর্ণের ফুল আছে। সঙ্গীত পুষ্পহারের দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

"মুক্তিসৈন্য"গণের প্রতি বম্বে গবর্ণমেণ্ট যে অনুচিত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ জন্য টাউনহলে একটী সভা হইয়াছিল। আমাদিগের আচার্য্য সভাপতি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যাঁহারা বক্তা বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁহারা সকলেই সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ খৃষ্টধর্ম্মোপদেষ্টা এবং দেশ বিদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ মুক্তি সৈন্যের দুঃখে দুঃখী হইয়া সভাস্থ হইয়াছিলেন তাহা নহে, গোস্বামিবংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় হিন্দুগণের প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্টের এই অনুচিত ব্যবহারের প্রতিবাদ স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি দ্বারা গৃহপূর্ণ হইয়াছিল। প্রতি বক্তাই সময়োচিত বক্তৃতায় উপস্থিত জনগণের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এই সভার পক্ষ হইতে বম্বে গবর্ণমেণ্টের এই আচরণ প্রতিনিবৃত্ত হয় এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা আশা করি উদার ভারত গবর্ণমেণ্ট, ইহার সমুচিত প্রতিবিধান করিবেন।

ঢাকা ভারতবর্ষীয় শাখাব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব ২৫ ভাদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া ৩ আশ্বিন সোমবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিবরণ আশ্বিনের প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সমুদায় বঙ্গবন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিস্তৃতকার্য্যবিবরণই দেখাইয়া দিতেছে, উৎসব কি প্রকার হইয়াছে। আমরা যদি উপদেশ গুলির সারাংস উদ্ধৃত করিতে পারিতাম তাহা হইলে পাঠকগণের কথঞ্চিৎ উৎসবাগ্নি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইত। আমাদিগের তত স্থান নাই, সুতরাং একটি ক্ষুদ্র উপদেশ মাত্র যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ২৫ ভাদ্র শনিবার "নব বিধান তত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা, ২৬ ভাদ্র উপাসনা উপদেশ, ২৭ ভাদ্র উপাসকমণ্ডলীসভার সাংবৎসরিক অধিবেশন, ২৮ ভাদ্র সমাজের জন্মদিনোপলক্ষে উপাসনা, ২৯ ভাদ্র তরণীযোগে সঙ্কীর্ত্তন উপাসনা, ৩০ ভাদ্র যুবক ও বালকগণের ধর্ম্মনীতিশিক্ষার্থ সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন, ৩১ ভাদ্র যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সাধনে ব্রতিগণের ব্রতপ্রতিষ্ঠা, সায়ংকালে সম্পাদক কর্ত্তৃক বার্ষিক বিবরণ পাঠ, ১ আশ্বিন নগর সঙ্কীর্ত্তন, সায়ংকালে "ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিকতা" বিষয়ে বক্তৃতা। ২ আশ্বিন সমস্ত দিন উৎসব। ৩ আশ্বিন ব্রাহ্মিকাগণের উৎসব, সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তনে উৎসবের পর্য্যবসান। ১লা আশ্বিন বক্তৃতান্তে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পথে আসিতে আসিতে ময়রা দোকান হইতে যেমন বাতাসা বৃষ্টি নকুল বৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি বাবুর বাজারের নিকটে ইষ্টকবৃষ্টি পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে একটী যুবকের মাথা কাটিয়া রক্তপাত হয়, কিন্তু তাহাতে সঙ্কীর্ত্তনের ঘোর ভাঙ্গে নাই।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ
১৯ সংখ্যা

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জগন্মাতঃ, দাস অসিদ্ধকাম হইয়া তোমার নিকটে সমাগত, ইহার কামনা তোমার একান্ত পূর্ণ করিতে হইবে। তুমি যে যোগ-সামগ্রী তোমার গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছ, আজও জগতে প্রকাশ কর নাই, আমাকে সেই যোগসামগ্রী অর্পণ করিয়া কৃতার্থ করিতে হইবে। এ যোগ যে অখণ্ড যোগ, ইহাতে যে তোমার সঙ্গে তিলার্দ্ধের জন্য বিচ্ছেদ হয় না। যাঁহারা যোগ করিতে গিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেন, সেখানে তোমায় দেখিলেন, আর তাঁহারা বাহিরে আসিতে ইচ্ছা করিলেন না। তুমি এ বিধানে এ যোগকে তো অপূর্ণ যোগ বল। ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া যদি সর্ব্বত্র তোমাকে দর্শন না করিলাম তবে তো বাহিরে আসিবামাত্র যোগ কাটিয়া গেল। দেখিতেছি, এই যোগ না হইলে তোমার প্রতি অব্যভিচারী প্রেম হইতে পারে না। এই অব্যভিচারী প্রেম সাধন করিতে হয় সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হয়, নয় সংসারে তোমাকে আনিয়া বসাইতে হয়, এ দুয়ের মধ্যে আর গত্যন্তর নাই। মাতঃ, দাসের সংসারসম্বন্ধে পাপতো ঘুচিল না? ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব বলি, কিন্তু কৈ তাহা সিদ্ধ হইল? আমি কি তোমায় ছাড়িয়া ভ্রাতাকে হৃদয়ের অনুরাগ অর্পণ করিব? তবে তো আর আমার তোমার প্রতি অব্যভিচারী প্রেম রহিল না। ভ্রাতা আমার হৃদয়ের অনুরাগ কাড়িয়া লইলে, তিনি যে অনায়াসে আমাকে অপথে লইয়া যাইতে পারেন। ভ্রাতাতে তোমার খণ্ড বিদ্যমান। আমি যোগচক্ষে সেই খণ্ড অবলোকন করিয়া আমার হৃদয়ের অখণ্ড প্রেম তাহাতেই সমর্পণ করিব; সুতরাং তোমার প্রতি আমার প্রেম অব্যভিচারী থাকিবে। আমি যখন ভ্রাতার নিকটে বসিব, লোকে দেখিবে ভ্রাতার নিকটে বসিলাম, কিন্তু আমি তোমার নিকটে বসিব, আমি যখন ভ্রাতাকে নমস্কার করিব, লোকে দেখিবে আমি ভ্রাতাকে নমস্কার করিলাম, কিন্তু আমার নমস্কার তোমার পদেই সমর্পিত হইবে। আমি ভ্রাতৃদেহে তোমারই সেবা করিব অন্য কাহারও নহে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক হইয়া আমি যোগ বলে আর সকলই উড়াইয়া দিয়া কেবল তোমাকে অবশেষে রাখিব। আমি অদ্বৈতবাদীর দোষে নিপতিত হইব না, কেন না আমি ভ্রাতার দোষ দুর্ব্বলতা পাপের মধ্যে তোমাকে দেখিব না, তাঁহার মধ্যে যে পুণ্য জ্ঞান প্রেম

শক্তি লুক্কায়িত বা প্রকাশিত আছে, তাহাতেই তোমাকে অবলোকন করিব। আমি আতার পাপ দোষ দুর্ব্বলতাকে অস্থায়ী ক্ষণধ্বংসী অসার সামগ্রীর মধ্যে গণনা করিয়া সে সকলকে আমার চিন্তার বিষয় করিব না, কেন না তোমাকে চিন্তা করাই আমরা জীবনের লক্ষ্য। তবে কি আমি এ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া ভাবে দয়াশূন্য হইব? কখনই নহে। ঈশ্বরের মন্দির ভ্রষ্ট ও কলঙ্কিত দেখিয়া কে হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে পারে? জননি, আমি দেখিতেছি এক যোগেই কেবল আমার এই উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই বলি দাসকে সেই উচ্চ যোগ দেও যে, সে চির দিন তোমাকে আরও প্রেম সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

বৌদ্ধোপনিষদ্।

মহাত্মা শাক্যের জীবন, জরা, মৃত্যু ও ব্যাধি এই তিনটি অবস্থা অবলোকন করিয়া সংসার বিমুখ হয়। এই তিনটি তাঁহার ধর্ম্মের উপনিষৎ বা গূঢ় রহস্য। ইহারাই তাঁহাকে শান্তির অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। তিনি প্রশান্তমূর্ত্তি ভিক্ষুকে অবলোকন করিয়া তদবস্থাই জীবের আকাঙ্ক্ষণীয় জানিয়াছিলেন, এবং প্রখর বিষয় বিরাগকে জরা প্রভৃতির হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার একমাত্র উপায় স্থির করিয়াছিলেন। শাক্য স্বয়ং শান্তি লাভ করিয়া জগৎকে তাহা অর্পণ করিবার জন্য বিস্তীর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, কঠোর তপস্যায় শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিলেন, পরিশেষে স্বাভাবিক পথে সিদ্ধি লাভ করিয়া জগতে নির্ব্বাণ প্রচার করিলেন। যে উপনিষৎ তাঁহাকে নির্ব্বাণের পথে লইয়া গেল, সে উপনিষৎ আজও পৃথিবীর পক্ষে মহোপনিষৎ। আমরা এই উপনিষদের তত্ত্ব কথঞ্চিৎ বিবৃত করিতে যত্ন করিব।

জরা মৃত্যু ব্যাধি এ তিনকে আমরা এক দুঃখ শব্দে অভিহিত করিতে পারি। দুঃখ আমাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে পরমোপকারী বন্ধু, ইহা আমরা সকলেই জানি। দুঃখ যদি আমাদিগের মিত্র হয়, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ জরা মৃত্যু ব্যাধি আমাদিগের মিত্র না হইয়া শত্রু হইতে পারে না। প্রথমতঃ ব্যাধি। ব্যাধি আমাদিগের শরীরকে একান্ত ক্লিষ্ট করে, ব্যাধিকে বিষদৃষ্টিতে আমরা সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করি। উহাকে মিত্র বলিয়া কেহ আপনার গৃহে ডাকিয়া আনে না। শরীরসম্বন্ধে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই, আমরা এরূপে আহার পান করিব, এরূপে বসতি করিব, যাহাতে ব্যাধি কখন আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ ব্যাধির কারণ হইলে তজ্জন্য সে কখন নিরপরাধী হইতে পারে না। আমাদের অজ্ঞতা জন্যই হউক বা যে কারণেই হউক, আমরা যত্ন করিয়াও ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি না। শরীর স্বভাবের নিয়মে যখন জীর্ণ হইতে থাকে, সে সময়ে এত অল্প কারণে ব্যাধি উপস্থিত হয় যে, নিয়ত ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। শরীরধারীর পক্ষে ব্যাধি এক প্রকার অপরিহার্য্য, এই ব্যাধি একখানি উপনিষৎ। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ যথাযথ পাঠ করিতে পারে, ধর্ম্মরাজ্যে তাহার উন্নতি হস্তগত।

মনুষ্য স্বভাবতঃ একান্ত অলস ও কর্ত্তব্যবিমুখ। জরা মৃত্যু ব্যাধি, ইহারা মনুষ্যগণকে সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখিবার জন্য নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছে। যৌবনে জরার অধিকার নাই, সে সময়ে প্রকৃতি স্বভাবতঃ যুবকগণকে নিয়ত উদ্ব্যক্ত রাখে। এ সময়ে নিতান্ত দৌরাত্ম্য ভিন্ন ব্যাধির আক্রমণ হয় না। সুতরাং এখানে ব্যাধি অপরাধসমুত্থিত। শরীর যত স্বভাবতঃ মৃত্যুর সন্নিহিত ভূমির দিকে অগ্রসর হয়, জরা

শ্বেতশ্মশ্রু আদিতে দেখা দেয়, সেই সময়ে ব্যাধিও অল্পে অল্পে দেহ অধিকার করিতে থাকে। এ সময়ে শরীর দিন দিন জড়তা লাভ করে, কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে। এ সময়ে ব্যাধি দেখা দেয় কেন? অবশ্য উহা কোন সংবাদ আমাদিগের নিকটে বহন করিয়া আনে। জরাক্রান্ত ব্যক্তি অন্ততঃ পরলোকের নিম্ন সোপানে পদার্পণ করিতে অগ্রসর। এ সময়ে তাহার যৌবনের উদ্যম প্রত্যানয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এত দিন সে এ সংসারে সংসারের বিষয়ে যেরূপ ব্যাপৃত ছিল, আর তাহার সেরূপ থাকিলে চলিবে না। ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়া তাহাকে এই জানাইতেছে আমাদিগের প্রয়োজন আর অধিক দিন নাই, এখন অদৃশ্য জগতের বিষয়সমূহ যদ্দ্বারা পরিগ্রহ হইতে পারে তৎসংগ্রহে একান্ত যত্ন আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গণের প্রদত্ত সংবাদে ভ্রূক্ষেপ অতি অল্পই হয়, সুতরাং জরা ও ব্যাধি তৎসংবাদ সুদৃঢ় করিবার জন্য দিব্যধাম হইতে সমাগত হয়। সুচতুর ব্যক্তি এই সংবাদ পাঠ করিয়া চতুর্গুণ পরিশ্রম সহকারে অদৃশ্য জগতের জন্য সমাহিত মনে প্রস্তুত হইতে থাকেন।

ভক্তগণ ব্যাধি উপনিষদের অত্যন্ত সমাদর করেন। তাঁহারা ব্যাধির ঔষধ লাভ করিয়া কেবল কৃতজ্ঞ হন তাহা নহে, প্রত্যেক ঔষধের সঙ্গে স্বর্গ হইতে কি লিপি আসিতেছে, তাহা পাঠ করেন। আজ অমুক ব্যাধি আসিল, অনুসন্ধান করেন এ ব্যাধি স্বর্গের কোন্ সংবাদ আমার নিকট আনয়ন করিল। শরীর ক্রমান্বয়ে রোগের আধার হইতেছে, এস্থলে তিনি বুঝিতে পারেন যোগ ভক্তি অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা অবশেষ আছে সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র সম্পূর্ণ করিয়া লইতে অনুরোধ করিবার জন্য ইহারা আসিয়াছে, এবং ক্রমান্বয়ে তৎসম্বন্ধে সত্বর রাখিবার জন্য কোনক্রমে পার্শ্ব ত্যাগ করিতেছে না। শুভসংবাদবাহক দূত ও মিত্র জানিয়া ভক্তগণ জরা ব্যাধিতে অবসন্ন হন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা পারলৌকিক বিষয় অর্জ্জনে যত্ন চিন্তা অষ্টগুণ বৃদ্ধি করেন। রোগ তাঁহাদিগের শরীরকে অবসন্ন করিতেছে, কি প্রকারে যত্নসাধ্য বিষয়সকল সম্পন্ন হইবে, এই বৃথা ছল করিয়া তাঁহারা উদাসীন হন না, জগৎকে দেখাইয়া দেন, আত্মা যখন দেহবিযুক্ত হইবার অনতিদূরবর্ত্তী কালের নিকটবর্ত্তী, তখন দেহনিরপেক্ষ হইয়া আত্মা কেমন নিজের স্বভাবসিদ্ধ যৌবনবলে শারীরিক যৌবনের বলকে ধিক্কার করে। বৃদ্ধ পুনরায় যৌবন লাভ করিলেন, ইহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হন। জরা ও ব্যাধি যৌবন আনিয়া দেয়, ইহা কেবল ভক্তগণসম্বন্ধেই সত্য আর কাহার সম্বন্ধে নহে।

অনেকে সংশয় করিবেন, জরা ও ব্যাধির স্বাবাভিক শক্তি অবসাদ। এস্থলে যোগী বা ভক্তের পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক যত্নাধিক্য কি প্রকারে সম্ভবপর? মনে কর, রোগ আসিয়া এক জনের সমুদায় শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার আর উত্থান শক্তি নাই, সে কেমন করিয়া কোন প্রকারের অনুষ্ঠান করিবে, অনুষ্ঠান বিনাই বা ধর্ম্ম সম্ভবে কি প্রকারে? একমাত্র হস্ত পদ চালনাতে ধর্ম্ম ইহা যাঁহাদিগের মত, তাঁহাদিগের মতে অবসন্নদেহ ব্যক্তির সমুদায় ফুরাইল। কিন্তু ধর্ম্ম যাঁহাদিগের মতে আধ্যাত্মিক ব্যাপার, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শরীরের অবসাদ কেবল আত্মার আপনাতে স্থিতি করিবার কাল অগ্রসর করিয়া দেয়। এখন আত্মা দেহনিরপেক্ষ হইয়া কত দূর সাধন করিতে পারে, তাহা দেখাইবার সময়। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তি যে এখানে পৃষ্ঠ ভঙ্গদেয়। ব্রাহ্ম অধ্যাত্মরাজ্যের বাস্তবিকতায় বিশ্বাস করেন, তাঁহার সম্বন্ধে সেই নিরপেক্ষতার পূর্ব্বাভাস দেখান একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবেন। যে

উপনিষদের কথা লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণ, সেই উপনিষদের উচ্চতম সত্য জীবনে প্রতিফলিত না হইলে কেহ যে আত্মাকে তাহার অবশ্যপ্রাপ্য প্রাধান্য অর্পণ করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই।

ত্রিমূর্ত্তিসাধন।

ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকারে প্রকাশ সকলেই বিশ্বাস করেন। এ সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই ত্রিবিধ বিকাশসম্বন্ধে কি প্রকার সাধনোপায় অবলম্বন করা সমুচিত, এ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ হওয়া আবশ্যক। এই সাধনের উপায় বিজ্ঞানসিদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে এক দিকে বহু ভ্রম, প্রমাদ, কুসংস্কার; অন্য দিকে শুষ্কতা, অবিশ্বাস, ও ভক্তিহীনতা প্রবল আধিপত্য লাভ করিতে পারে। সকল ধর্ম্মই এই তিন লইয়া প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে আমরা কোন প্রকারে উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

ঈশ্বর আপনাতে য'ন আপনি বিদ্যমান, তখন এক অনন্ত সত্তামাত্র সাধক কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এই সত্তা যখন জগৎকারণরূপে প্রকাশিত, তখন অনন্তশক্তিরূপে গৃহীত। চিন্তা ভিন্ন সৃষ্ট জগৎকে উড়াইয়া দেওয়ার সম্ভাবনা নাই, এজন্য একালের নির্গুণ ব্রহ্মবাদিগণও কেবল সত্তামাত্র নহে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত শক্তি স্বীকার করেন। ত্রিমূর্ত্তির প্রথম মূর্ত্তির সাধনে এই সত্তা ও শক্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। ভয়, বিপদ্, দুঃখ, বিষাদি অবলোকন করিয়া নিজ নিজ চিত্তের দৌর্ব্বল্যানুসারে যাঁহারা সত্তা ও শক্তির সঙ্গে অনন্ত কল্যাণ স্বীকার করেন না, তাঁহারাও এ দুইকে পরিহার করিতে পারেন না। সুখের বিষয় এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক উন্নতি অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত কল্যাণ, এ তিনকে এক ভূমিতে আনয়ন করিয়াছে। আমরা প্রথমমূর্ত্তি সাধনে সত্তা ও শক্তিকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া কল্যাণকে বিশেষ বিকাশস্থলে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য আবদ্ধ রাখিতে পারি। ঈশ্বরকে আপনাতে আপনি সত্তারূপে, স্রষ্টৃত্বাবস্থায় সত্তা ও শক্তিরূপে নিয়ত উপলব্ধি করিব। সুতরাং জগতের কোন বস্তু ঈশ্বরকে আমাদিগের নিকট হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে না, কেন না সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা ও শক্তি অবশ্যম্ভাবিনী। যাহা কিছু চক্ষুর্গোচর হইবে, তৎসহ ঈশ্বরের সত্তা ও শক্তি নিয়ত প্রত্যক্ষ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। যদি না হয় সাধন দ্বারা উহা সিদ্ধ করিতে হইবে। প্রথমমূর্ত্তিসাধন মূলতঃ সত্তাসাধন। অতএব সৎ, চিৎ, আনন্দ এ তিন স্বরূপের প্রথম স্বরূপটি প্রথমমূর্ত্তিসাধনে পরিগৃহীত হইল। এই সাধনই আদি সাধন, যোগ ও ভক্তি দুইই এই ভূমির উপরে দণ্ডায়মান।

সমুদায় জগতের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ কোথায়? মনুষ্যে। প্রাণিগণেতে বোধশক্তির কথঞ্চিৎ উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহা প্রায় ইন্দ্রিয়বোধে আবদ্ধ বলিয়া জ্ঞানের বিকাশ মনুষ্যতেই দর্শনসিদ্ধরূপে বলা যাইতে পারে। যদিও সকল মনুষ্যতেই জ্ঞানের অধিবাস, তথাপি সকল মনুষ্যেতে প্রস্ফুটভাব ধারণ করে না। এ জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি চিরকাল জ্ঞানবিকাশের স্থল বলিয়া মনুষ্যসমাজকর্ত্তৃক আদৃত হইয়া আসিয়াছেন।

"তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে॥"

ভাঃ ৭ স্কঃ ১৪ অঃ ৩১ শ্লোক।

"হে রাজন্, মনুষ্যাদি সকলেতেই ভগবান্ তারতম্যে স্থিতি করিতেছেন, তবে যেখানে আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানাংশ যে পরিমাণে [তপ-আদি যোগে] প্রকাশিত হয়, সেই পরিমাণে পুরুষ অর্চ্চনীয় পাত্র।" জ্ঞানাংশ প্রকাশ হেতু ইহাঁরা কেন অর্চ্চিত হন? মনুষ্য হইয়া

স্বজাতির অর্চ্চনালাভে কেন ইহাঁদিগের অধিকার হইল? এই জন্য যে ইহাঁরা ঈশ্বরতনু বেদ ধারণ করেন।

"পুরুষেষপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তেবেদং হরেস্তনুম্॥"
ভা ৭ স্ক, ১৪ অ, ৩৫ শ্লোক।

"হে রাজেন্দ্র, পুরুষসকলের মধ্যেও ব্রাহ্মণকে [ব্রহ্মবিৎকে] সুপাত্র জানিতে হইবে, কেন না তপস্যা বিদ্যা ও তুষ্টিতে তাঁহারা হরির তনু বেদ ধারণ করেন।" ব্রহ্মবিদ্‌গণে বেদরূপে ঈশ্বরবাণী নিয়ত বিরাজ করেন, এজন্য ইহাঁদিগের অপর লোক হইতে শ্রেষ্ঠত্ব। খ্রীষ্টধর্ম্মেও এই জ্ঞান বা বাক্যের জন্যই খ্রীষ্টের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্থিতি, অন্য কারণে নহে।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় বিকাশসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথার উল্লেখ করিলাম, আমরা এ সম্বন্ধে কি বলি? আমরা বলি, সমুদায় মনুষ্যে জ্ঞানাংশ বিদ্যমান, সুতরাং সমুদায় মনুষ্যে চিন্ময় ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মনুষ্য ভিন্ন সমুদায় জগতে আমরা সত্তা ও শক্তি অবলোকন করিয়াছি, মনুষ্যে আমরা সত্তা ও শক্তি এবং তদতিরিক্ত জ্ঞান অবলোকন করিব। যেখানে জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ সেখানে আমরা মস্তক অবনত করিব, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগের অবনতি একমাত্র সেখানে আবদ্ধ রাখিব না। কেন না জ্ঞানী পুণ্যাত্মা সাধুতে ঈশ্বরাবলোকন সহজ, কিন্তু তদ্বিপরীত ব্যক্তিতে ঈশ্বরের চিন্ময়রূপে স্থিতি প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে মনুষ্যজাতিসম্বন্ধে অপরাধ কখন তিরোহিত হইতে পারে না। অপুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ জ্ঞানসূর্য্যকে নিয়ত আচ্ছাদন করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সাধনযোগে সেই আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া তদন্তরালে জ্ঞানসূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করাই সাধকের সাধনমাহাত্ম্য। এখানে অনাবৃত জ্ঞানকে আমরা যে প্রকার অবলোকন করিব, তেমনি আবৃত জ্ঞানকেও আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রত্যক্ষ করিব। সাধকগণ জ্ঞানীর নিকটে যেমন জ্ঞান শিক্ষা করেন, অশিক্ষিত মূর্খের নিকটেও তেমনি জ্ঞান সংগ্রহ করেন। জ্ঞানীও জ্ঞান দিতে পারেন না, অজ্ঞানীও জ্ঞান আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারেন না, সাধক যোগবলে উভয় স্থল হইতে জ্ঞানবস্তু বাহির করিয়া লন।

ঈশা মুসা চৈতন্য শাক্য জনক প্রভৃতি এই শ্রেণীতে চিন্তার বিষয়। কেন না ইহাঁদিগের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, তাদৃশ চরিত্র আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলে, তবে এই দ্বিতীয় বিভাগের সাধন সিদ্ধ হয়। কেহ যে বলিবেন, ঈশ্বর অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয়, অতএব এই সকল মহাত্মার চিন্তা ও অনুধ্যানে ঈশ্বরকে লাভ করিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। কেন না পরিমিত জ্ঞানশক্ত্যাদি অপরিসীম অনন্ত ঈশ্বরকে কোন কালে মনুষ্যের হৃদ্‌গোচর করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বপ্রথম হইতে মনুষ্যের মনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই মনুষ্যে ঈশ্বরের বিকাশ দর্শনের অতিপূর্ব্ব চিন্তার শৈশবাবস্থাতে আদি পুরুষগণ ঈশ্বরের মহদ্ভাব জগতে অবলোকন করিয়াছেন। যদি বল এক ঈশ্বরচিন্তনে ভিন্ন ভিন্ন মহাজনে যে জ্ঞান বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা অবলোকন করিতে পারা যায়, ইহাও তাদৃশ প্রামাণিক নহে। কেন না অনেকে ঈশ্বরজ্ঞানে অগ্রসর হইয়াও এ সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য থাকিতে পারেন। ঈশ্বর মহাত্মাদিগকে পরিচিত করিয়া দেন এ কথা সত্য, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সাধন না থাকিলে, তিনি পরিচয়ের কারণ হন না, কেন না সন্তানের প্রার্থনানুরূপ ফলদান তাঁহার নিয়ত স্বভাব। সুতরাং এ সম্বন্ধে সাধন একান্ত প্রয়োজন। এই অংশ সাধন সুকঠিন। কারণ এখানে হিংসা দ্বেষ অভিমানাদি সুমহৎ অন্তরায় আছে, ঈশ্বরারাধনায় তাহার সম্ভাবনা নাই। প্রথম মূর্ত্তিসাধনে সৎ, দ্বিতীয় মূর্ত্তিসাধনে চিৎ। যেখানে সন্মাত্রের প্রকাশ, সেখানে

সত্তের, যেখানে চিতের প্রকাশ সেখানে চিতের এবং এ দুয়ের পর তৃতীয় মূর্ত্তির সাধন সমুপস্থিত হয়।

"সৎ" ও "চিৎ" এ দুয়ের সাধনে ঈশ্বর বাহিরে, আনন্দ সাধনে ঈশ্বর অন্তরে। যাঁহাকে জগতে অবলোকন করিয়াছিলাম, তাঁহাকে যখন সত্তা ও শক্তিরূপে আত্মস্থ দর্শন করিলাম, অন্যত্র প্রকাশিত জ্ঞান আত্মজ্ঞান হইয়া গেল, তখন এই তৃতীয় মূর্ত্তি সাধনের অধিকার জন্মিল। বাহিরের অর্চ্চনা ভিতরে আসিল, এবং ভিতর বাহির এক হইয়া গেল। ঈশ্বর ও সাধু মহাজনগণ আর বাহিরে রহিলেন না। ঈশ্বর আত্মস্থ হইলেন, সাধুমহাজনগণ আত্মভাবে স্থিতি করিলেন। এই সাধনকে আনন্দসাধন বলা যায়, কেন না মহাজনগণের প্রকৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বরে স্থিতি করিলে নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ, নিত্য আনন্দ। মহাজনগণের প্রকৃতিলাভ কি? তাঁহাদিগের ন্যায় বিশ্বাসী ভক্ত দাস ও সন্তান হওয়া। এরূপ না হইলে কেহ ঈশ্বর সহবাসের চির অধিকারী হইতে পারে না।

আমরা উপরে যে সাধনত্রয়ের কথা বলিলাম, উহার জীবনে বিশেষ উপযোগিতা আছে। যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান ধারণাদিতে প্রবৃত্ত, তখন ত্রিমূর্ত্তির তৃতীয় মূর্ত্তি সাধনে প্রবৃত্ত, কেন না এখানে কিছুই নাই সকলই ভিতরে. যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন জগৎ ও মনুষ্য আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইল। এতক্ষণ যে যোগ করিতেছিলাম তাহা কি চক্ষু উন্মীলন করিলাম বলিয়া ভঙ্গ হইবে? কখনই নহে। জগতে সত্তা ও শক্তিরূপে, মনুষ্যে তদতিরিক্ত চিদ্রূপে নিরন্তর তাঁহাকে অবলোকন করিব, আবার যখন ভিতরে যাইব তখন সচ্চিদানন্দ পুরুষকে আত্মস্থ দেখিব। এইরূপে যোগ সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। একই ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশানুসারে ত্রিমূর্ত্তিতে পরিগ্রহের উদ্দেশ্য ইহাই।

আমরা বলিয়াছি, প্রথম মূর্ত্তি সাধনে সত্তা ও শক্তিকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া কল্যাণকে বিশেষ বিকাশস্থলে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য আবদ্ধ রাখিতে পারি। একথা অল্প বিস্তর অন্য দুই স্থলেও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি কল্যাণ নিয়ত ঈশ্বরেতে স্থিতি করে সময়ে সময়ে জনচক্ষুর গোচর হয়। বৃক্ষাদি অবলোকন কর, কেবল সত্তা ও শক্তি প্রকাশ পায়, কিন্তু বিশেষ সময়ে যখন বৃক্ষাদি ফল ফুলাদিতে পরিশোভিত হয়, এবং আমাদিগের সুখস্বাস্থ্যবর্দ্ধনে নিযুক্ত হয়, তখন আমরা উহাদিগের মধ্যে কল্যাণ দর্শন করি। মনুষ্য মাত্রে জ্ঞানের অস্তিত্ব আমরা দর্শন সময়ে প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু কল্যাণ বা স্নেহ প্রেম সময় বিশেষে অনুভব করি। এইরূপ প্রতিব্যক্তির সুখ দুঃখানুভব নিয়ত ব্যাপার, প্রেম স্নেহাদির অনুভব সময়ে সময়ে। ঈশ্বরানুভবে দুঃখ নাই, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দ। এজন্য এখানে আনন্দ প্রতিনিয়ত বিষয়। এইরূপে সচ্চিদানন্দ প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বিকাশ অনুভব করত হৃদয়ে সকলের যুগপৎ অনুভব সিদ্ধাবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিয়ত শান্তি পুণ্য আনন্দ অব্যাহত থাকে। প্রেম ও পুণ্য আনন্দাংশ। সুতরাং আনন্দের মধ্যেই এ দুই অন্তর্ভূত আছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

"সাধন সিদ্ধ," "কৃপাসিদ্ধ" এই দুইটী কথা ভক্তি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। "সাধনসিদ্ধ" মানে না এমন লোক অতি অল্প আছে, কিন্তু "কৃপাসিদ্ধ" বিষয়ে লোকের মনে অনেক প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়। কৃপাসিদ্ধ বুদ্ধির অগম্য বিষয় বলিয়া সংশয় নহে, ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আত্মগৌরব আচ্ছাদন করিবার জন্য, এই সংশয় হৃদয়ে পোষণ করা হয়। আমরা এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক প্রকার বলিয়াছি, এবারও আর একটি বিষয় চক্ষুর্গোচর হইল বলিয়া এ বিষয়ে কিছু বলিতেছি। আমরা বলি, পৃথিবীতে এমন লোক নাহ

যাহার মধ্যে সাধনসিদ্ধত্ব কৃপাসিদ্ধত্ব দৃষ্ট হয় না। অনেকেই একথা স্বীকার করিতে হইবে, সকল লোকের মধ্যেই এমন বিষয়ভেদ আছে যাহা আয়াস বা অনায়াস লভ্য। যাহা আয়াসসাধ্য তাহা সাধনসাধ্য, যাহা অনায়াসসাধ্য অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু ক্ষমতা লাভ করা হইয়াছে যাহার জন্য বিনা পরিশ্রমে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবার যোগ্য, তাহাকে কৃপাসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। মূল কথা এই, স্বভাব আমাকে যে সকল জন্মের সঙ্গে অর্পণ করিয়াছেন, উহা কৃপার ব্যাপার, আর যাহা আমি জন্মের সঙ্গে লাভ করি নাই, আমাকে অর্জ্জন করিতে হইবে, উহা সাধনের ব্যাপার। অধিক পরিমাণে না হউক, সকলেই এই দুই প্রকারের প্রভেদ আপনাতে দেখিতে পাইবেন। যাহা প্রথমতঃ অণুপরিমাণ প্রতীত হইবে, ক্রমে তদনুসরণ করিয়া কার্য্য করিলে সময়ে উহা এমনি বিকাশ লাভ করিবে যে দেখিয়া অবাক্ হইতে হইবে, আমাতে এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রচ্ছন্ন ছিল! কৃপালব্ধ বিষয়কেও পূর্ণ বিকাশে আনয়ন করিতে অন্ততঃ স্বল্পায়াসেরও প্রয়োজন, এ জন্য বলা হইয়াছে, কৃপাও সাধন বিনা হয় না, আবার সাধনেও কৃপার প্রয়োজন সর্ব্বজনগোচর। কৃপাসাধন দুই একত্র গমনাগমন করিলেও দুয়ের স্বতন্ত্রস্থিতিপরিগ্রহ আয়াস ও অনায়াস দ্বারা সকলে বুঝিতে পারেন।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সত্ত্বেও মনুষ্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না, এসম্বন্ধে আমরা অনেক সময়ে অনেক কথা বলিয়াছি। বিষয়টি এমনি লোকের মনে কঠিন বলিয়া প্রতীত হয় যে, এ সম্বন্ধে আলোক যত বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গলকর। আমরা যাহা বলিয়াছি, সেই সূত্রই অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে ঈশ্বর সমুদায় সৃষ্টির সর্ব্ববিধ স্থূল সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত আছেন। ফল কথা এই, সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে তিনি সৃষ্ট পদার্থ সমুদায়ের স্বভাব ও প্রকৃতি জানেন, সুতরাং উহারা কালে কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিবে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর। কাল সহকারে যখন সৃষ্টি ক্রমে উদ্ভূত হইতে থাকে, তখন্ ঠিক তাঁহার জ্ঞানানুরূপ সমুদায় হইয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টির স্বভাব ও প্রকৃতি এরূপ হইবার কারণ জ্ঞান নহে, কেন না জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়কে কিছু অর্পণ করে না, জ্ঞেয় বিষয়কে কেবল যাথাযথ অবগত হয়। সমুদায় সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টিতে যাহা যাহা আছে, এবং তদ্দ্বারা যাহা যাহা ঘটিবে ঈশ্বর জানেন, অধিকন্তু এই সকল ঘটনা মনুষ্যস্বাধীনতার সঙ্গে প্রতিঘাতে আসিয়া কি প্রকার ফল বহন করিবে, তাহাও তাঁহার বিদিত। অপাত প্রতিঘাতে স্বাধীন ভাব কখন কি জন্য ন্যূন বা প্রবল হইবে, সে সকল শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শী। এখানেও তাঁহার পারদর্শিতা স্বাধীনতা ন্যূন বা প্রবল হইবার কারণ নহে, স্বাধীনতার প্রাকৃতিক বলের তারতম্যের যে কারণ তাহাই উহার কারণ। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বজ্ঞত্ব সত্ত্বেও, সৃষ্টিসম্বন্ধে উহার কারকত্ব না থাকাতে উহাকে গণনায় না আনিয়া সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা অনায়াসে চলিতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম জ্ঞান ভিন্ন কিছু মানে না, এ জন্য অনায়াসে বলিতে পারিয়াছে "ন চ কারকোঽস্তি তথ নৈব চ বেদকোঽস্তি।" কারকও নাই, বেত্তাও নাই, অর্থাৎ শূন্যস্বভাব সৃষ্টিসম্বন্ধে জ্ঞান সর্ব্বথা উদাসীন।

আমরা হিন্দুর হিন্দু বলিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস করি। হিন্দুগণ যদি পৌত্তলিক দুর্গোৎসব করিতে পারেন, তবে আমরা অধ্যাত্মযোগে একাল হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কালে উপস্থিত হইয়া আর্য্য ঋষিগণের যে হৃদয় হইতে এ উৎসবের প্রথম উৎস কবিত্বরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নির্ম্মল সলিল পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমরা একালের লোক নহি, দূরগত ভূত ও ভবিষ্যতে লোক। বিহুদী দেশে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহর্ষি ঈশা যাহা বলিয়াছেলেন, দুর্গোৎসবের মূল বিষয়ের সঙ্গে তাহার কেমন ঐক্য আছে। তিনি বলিয়াছিলেন "সর্ব্বাগ্রে তোমরা স্বর্গরাজ্য এবং তাহার ধর্ম্ম অন্বেষণ কর, সকলই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" এই উক্তির সঙ্গে দুর্গোৎসবের মূল ভাবের অতিঘনিষ্ঠ যোগ। দুর্গোৎসবে দুর্গার পূজা লক্ষ্য। কি জন্য? অসুরবধ জন্য। সাধক হৃদিস্থ পাপাসুরকে বধ করিবার জন্য দুর্গতিনাশিনী মাতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দুর্গা আসিলেন তখন একাকী আসিলেন না, বিদ্যা জ্ঞান বা সরস্বতী, সম্পৎ ঐশ্বর্য্য বা লক্ষ্মী এদুইকেও সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এক মাতার আরাধনায় জ্ঞান ও সম্পৎ দুই লাভ হইল। মাতার ভক্ত যাহা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়, কোন বিপদ্ বিঘ্ন তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং মঙ্গলপ্রসূ মাতা সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহরণ গণেশকে * ও সঙ্গে আনয়ন করিলেন। ঠিক সম্পদের নিম্নেই কুশল, কেন না সম্পৎ বিঘ্নসঙ্কুল। এই পর্য্যন্তই হইল তাহা নহে, মাতা সৌন্দর্য্যের আকর নিজ সন্তানকেও সঙ্গে আনয়ন

* "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গণেশঃ" গণ সমুদায় সৃষ্টির মূল উপাদান ও জীব, তাহার ঈশ [অধীশ্বর] গণেশ। স্রষ্টৃশক্তি সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে মঙ্গলভাবকে নিয়ন্তৃরূপে নিযুক্ত করিলেন। এজন্য সমুদায় সৃষ্টি কেবল কুশলই বহন করে। স্রষ্টাতে মঙ্গলভাব অনন্ত। উহা সৃষ্ট

করিলেন। পৃথিবীতে যাহারা সুন্দর বা সুন্দরী হয়, তাহারা পুণ্য স্থির রাখিতে পারে না, কিন্তু মাতার মনোহর সন্তান-সম্বন্ধে এ কথা কেহ বলিতে পারে না, তাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ, তিনি ধর্ম্মবীর। সমুদায় পাপ অধর্ম্ম বিনাশ করিয়া তিনি সমূহ বল প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সকল লোকের নেতা হইয়াছেন। মাতার উপাসনাতে মনুষ্য এই পুত্রটির মত সৌন্দর্য্য এবং বলের আধার হইয়া ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে ক্ষমবান্ হয়। জ্ঞানের নিম্নেই এই মূর্ত্তি, কেন না জ্ঞানের সঙ্গে পুণ্য ও বল সংযুক্ত হইয়াই মাতৃসন্তান ধর্ম্মনেতার সম্ভব হয়। অহো বঙ্গদেশ, তুমি মৃত্তিকার মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিয়া মত্তী হইলে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাকারা চিন্ময়ী মাতার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলে না, কি আক্ষেপ !!

কুটীর।

শুক্রবার, ১২ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী! প্রেম তত্ত্বের দুই বিভাগ ইতিপূর্ব্বে শ্রুত হয়েছ। শিবং যিনি তাঁহাকে প্রেম দিতে হয়। শিবপ্রেম ভক্তির প্রথমাবস্থা। মুগ্ধ হওয়া পরিপক্কাবস্থা। সেই যে শিবং তৎসম্বন্ধে দুই শাস্ত্র, এক স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। যে সকল দয়াত্মক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করিয়াছেন, সে সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সমুদয় পাঠ করিলে কৃতজ্ঞতা প্রেম, এবং ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সে সকল ঘটনা যত বিস্মৃত হবে, তত তোমার প্রেম, কৃতজ্ঞতা দুর্ব্বল হবে। সে সমস্ত পুনরাবৃত্তি অথবা বারংবার স্মরণ করিতে করিতে প্রেম বীজ অঙ্কুরিত হয়। ভক্তি শিক্ষার্থী! তুমি মানুষকে কখন ভাল বেসেছ? তাহা হইলে শিবের প্রতি কিরূপে প্রেম স্থাপিত করিবে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা সহজে লাভ করিতে পারিবে। দুয়েরই নিয়মের সাদৃশ্য আছে। কাহার কতগুলি হিতকর কার্য্য দ্বারা উপকৃত হইবার পূর্ব্বে, কোন মানুষকে তুমি কখনই ভাল বাস নাই। এক দিন তোমার ঘরে অন্ন ছিল না, সে ব্যক্তি অন্ন দিলেন, অন্যদিন বস্ত্র ছিল না, তিনি বস্ত্র দিলেন আর এক দিন রোগে কাতর হইয়াছিলে তিনি ঔষধ দিলেন, অপর এক দিবস, শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া সান্ত্বনাহীন অধীর হইয়াছিলে, তিনি আসিয়া বন্ধুভাবে তোমার হিত-সাধন করিলেন, এই চারিটী দয়ার কার্য্য বারংবার ক্রমাগত স্মরণ করে তাঁহার প্রতি তোমার মনে ভালবাসা হইল। যত বার সেই সকল কথা স্মরণ হয় তত বার তোমার কৃত-

জ্ঞতা প্রেম উজ্জ্বলতর হয়। কিন্তু যে কাজ, সেই কি মানুষ? সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়েছে যে লোক থেকে সে লোকের উপরেই ভালবাসা যায়। এক ব্যক্তি তোমার অজ্ঞাত এবং তোমা হইতে দূরে থাকিয়া তোমার উপকার করিলেন, সেই দূরস্থ অলক্ষিত ব্যক্তির প্রতিও প্রেম হয়। উপকৃত হলেই উপকারী বন্ধুকে ভালবাসা দিতে পায়। কার্য্য হইতে প্রেম সমুদিত হয়, কার্য্যকারী ব্যক্তিতে তাহা নিবদ্ধ হয়। কাজেতে জন্ম হল, বসল কিন্তু সেই লোকেতে। কেন হল? মনোবিজ্ঞানের নিয়মে। ভালবাসাই ভাল-বাসাকে জন্মায়। হাত ভাল বাসে না, কাজগুলি একটি ভাবের বাহ্য নিদর্শন। আমাদের ভালবাসা, সেই কাজে প্রকাশিত ভালবাসার উৎস যেখানে সেখানেই যায়। যেখানে দেখি ভালবাসার সহিত কাজ করা হয়েছে, সেখা-নেই প্রেমের উদয় হয়। একটি ব্যক্তিতে সেই ভালবাসা আছে জেনে তাঁহাকেই ভালবাসা দেওয়া হয়। সেই লোকটীর কাছে অমুক দিন এই উপকার পেয়েছি, অমুক দিন এই উপকার পেয়েছি, অমুক অবস্থায় এই উপকার পেয়েছি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার প্রতি প্রেম হয় (যদি মানুষকে ভালবেসে থাক ইহার সাক্ষী হতে পারবে)। যখন একবার তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিলে আর যদি তিনি কাজ নাও করেন, তথাপি তাঁহাকে ভাল বাসিবে। যদি আরও কাজ করেন আরও ভালবাসা বাড়িতে পারে; কিন্তু যে ভালবাসা হয়েছে তাহার আর বিনাশ নাই। তিনি কাজ করুন না করুন তাঁহাকে কাছে দেখলেই তোমরা প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত প্রেমের আনন্দ হইবে; আগে কাজের প্রমাণেতে যখন তাঁহার প্রতি প্রেম নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে তখন, তিনি যে তোমাকে ভাল বাসেন তাহার আর অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই। এইটী সংলগ্ন কর ঈশ্বরেতে। ঈশ্বর কেন আকাশে চন্দ্র সৃজন করিলেন? কেন পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিলেন? কেন পর্ব্বত, সমুদ্র রচনা করিলেন? কেন পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব দিলেন? যিনিই হউন, যোগী হউন, ঋষি হউন, ভক্ত হউন, প্রথমে এ সকল প্রশ্ন করিয়া, দয়ার এ সকল বাহ্য ক্রিয়া দেখে ঈশ্বরের দয়া সাব্যস্ত করিতে হয়। আকাশে জলে, স্থলে, জীবনে, বন্ধুতায়, এ সকল দয়ার লক্ষণ দেখিয়া বিশ্বাসী ভক্ত বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বর আমাকে ভাল বাসেন। এ সকল ঘটনা সঞ্চয় করে কি স্থির হল যিনি এগুলি ব্যাপার করেছেন তিনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত প্রেমিক। এই সমুদয় প্রমাণ নিয়ে যখন স্থির সিদ্ধান্ত হল, যিনি এই জগতের স্রষ্টা আমার প্রতি তাঁহার প্রেম আছে, তখন সহজেই আমার ভালবাসা তাঁহাতে গিয়ে পড়ে, আর কাজ দেখতে হয় না। তখন আর স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা তাঁহার দয়া আলোচনা করিতে

জগতে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রাকার ধারণ করিল বলিয়া গণেশ স্রষ্টৃশক্তির পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। জীবজন্তু মনুষ্যাদি সকল অন্তর্ভূত থাকাতে গজমস্তকযুক্ত মনুষ্যদেহ কল্পিত হইয়াছে প্রতীত হয়।

হয় না, তখন দর্শন আরম্ভ হয়। আর 'অতএব' প্রণালী দিয়া ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিতে হয় না, এখন মন নিশ্চয় জানিয়াছে যে তিনি দয়াময়। এখন দয়ার ঠাকুর কাছে এলেই হইল। তার পর, জগৎপতি, জগৎপিতা ভক্তের কাছে এলেন। এ সমুদায় কে ইনি করেছেন? ইনিইত বিপদ দেখলে উদ্ধার করেন? এই বল্‌ত বল্‌তে অমনি প্রাণ বল্‌লে, নাথ! তুমি অত্যন্ত প্রেমময় তুমিই শিব। এত দিন স্মৃতি শাস্ত্র মতে 'শিবং' তিনি এই তৃতীয়ব্যক্তিবাচক ছিলেন এবং চিন্তা ও স্মরণের বস্তু ছিলেন. এখন দর্শনশাস্ত্র মতে, শিবং দ্বিতীয়ব্যক্তিবাচক নিকটস্থ তুমি হইলেন। দর্শনের সময়, ভক্ত তাঁহার অন্য কোন দয়ার কার্য্য দেখিতে চায় না, তাঁহার আর কিছুরই দরকার হয় না, তিনি বলেন আমি কেবল তোমার দর্শন চাই। যিনি আগে এত দয়ার কার্য্য করিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে এখন আকারণে ভালবাসা, দর্শনের আরম্ভ। পূর্ব্বে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে ইনি আমাকে ভাল বাসেন, সেই প্রমাণিত দয়ার জন্য এই উপস্থিত ব্যক্তিকে ভালবাসা। দর্শনশাস্ত্রে প্রেম কি? কেবল দেখবামাত্র প্রেমের উচ্ছ্বাস। সেই তিনি আমার সাম্‌নে এসেছেন, এই বল্‌তে না বল্‌তেই প্রেমে মূর্চ্ছা। তিনি কবে কি করেছেন ভাবতে হয় না, চিন্তা করে প্রীতি দেওয়া স্মৃতিশাস্ত্র, দেখে প্রেম দেওয়া দর্শন শাস্ত্র। পৃথিবীতে যেমন মায়ের প্রতি ভক্তি হওয়ার পর মাকে দেখ্‌লেই মন পবিত্র ভক্তি রসে আর্দ্র হইয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বর কেবল ভক্তের সমক্ষে এসে বসেছেন, আর ভক্ত ক্রমাগত দেখ্‌ছেন আর ভাল বাসছেন। কেবল দেখা, আর কোন প্রমাণ নাই। সেই মুখের ভাব ভঙ্গীতে প্রেমের লক্ষণগুলি ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ভক্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। শিশু কালে দেখ্‌লাম মার হাতটী নড়িল, আর ভাত মুখে তুলে দিলেন, এই জন্য মাকে ভক্তি দিলাম; কিন্তু তার পর মা মুখে ভাত তুলিয়া না দিলেও কেবল তাঁহাকে দেখিলে ভাল বাসিতে লাগিলাম। সেইরূপ যখন ঈশ্বর দর্শন লাভ হইল, তখন এত গুলি দয়ার কাজ, অথবা অনন্তকাল দয়ার কাজ দেখিলে যে প্রেম হবে, কেবল এক বার সেই প্রেমমুখ দেখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রেম হবে। সেই প্রেমমুখের ভিতরে সেই প্রেমনয়নের মধ্যে, যখন দৃষ্টি প্রবেশ করিল তখন কেবল একবার দেখা, আর প্রেমে মোহিত হওয়া, কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। যখনই তাকাইলে, তখনই প্রেম। কাজ হল প্রেমের প্রকাশ যাহা স্মৃতিশাস্ত্রের অবলম্বন। দর্শনশাস্ত্রে প্রেমের কাজ নহে; কিন্তু প্রেমই দেখ্‌চ, যিনি কাজ করেন, তাঁহাকেই দেখচ। এই দর্শনটি সাধন করতে হবে। যখন প্রাণ শুদ্ধ হবে তৎক্ষণাৎ অন্তরে এক বার প্রেমনয়নে সেই প্রেমময়ের প্রতি দৃষ্টি করবে, এই দর্শন সমস্ত মরুভূমিকে প্রেমে প্লাবিত করিবে। এই দর্শনের সময় ঈশ্বরকে ভক্ত বলেন, তুমি বস, আর আমি বসি, তুমি তাকাও আর আমি তাকাই। তাঁহার দৃষ্টি আমার দৃষ্টির উপরে, আমার দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টির উপরে। খুব ঠাওরে দেখবে। যথার্থই এই মুখে প্রেম আছে, এই চক্ষে প্রেম আছে। আমাকে পাপী জেনেও, এমন করে আমার প্রতি দিন রাত তাকাইয়া আছেন। স্নেহভরে চেয়েই আছেন, তবে আমি আরও তাঁহাকে দেখি আর ঐ নয়ন দেখি। এইভাবে বারংবার দেখিতে দেখিতে প্রাণ মন একেবারে প্রেমে বিগলিত হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।
শিক্ষার্থিন্ প্রেমতত্ত্বস্য শ্রুতং মার্গদ্বয়ং ত্বয়া।
শিবস্বরূপমাশ্রিত্য বস্থে দে সংপ্রকীর্ত্তিতে॥ ১॥
আদ্যা প্রেমা চরমা চ মুগ্ধতা ভক্তিবর্ত্মনি।
স্মৃতিদর্শনভেদেন দ্বিবিধং শাস্ত্রমুচ্যতে॥ ২॥
অদ্ভুতাশ্চর্য্যঘটনা দয়াভিব্যঞ্জকাশ্চ যঃ।
স্মৃতৌ সংলিখিতাঃ সন্তি তাসামালোচনেন চ॥ ৩॥
কৃতজ্ঞতা চ প্রেমা চ ভক্তির্বৃদ্ধিমুপাগতা।
বিস্মৃতাসু চ তাসু স্যাৎ ক্ষীণা প্রীতিঃ কৃতজ্ঞতা॥ ৪॥
কস্মিন্নপি জনে ভদ্র প্রীতিং ত্বং কৃতবান্ন বা।
উপকারান্ স্মরন্ প্রীতিঃ ক্রমশোহি বিবর্দ্ধতে॥ ৫॥
প্রেমবৃদ্ধিস্তথৈব স্যাদীশ্বরে মঙ্গলালয়ে।
উপকারাঃ পরোক্ষেঽপি কৃতাঃ প্রেমোদয়ায় চ॥ ৬॥
প্রীতেরেব স্বরূপায়াঃ কর্ম্মাণি প্রভবন্তি যৎ।
সা যস্মিন্নির্হিতা তস্মিন্ প্রীতিঃ স্বাভাবিকী মতা॥ ৭॥
প্রীতিরাকর্ষতি প্রীতিং বিদিরেষ চিরন্তনঃ।
ন করঃ প্রীতিসাংস্তেন যৎ কৃতং তন্নিদর্শনম্॥ ৮॥
অস্বকৎ কথমাকাশে বিশেষঃ শিশিরদ্যুতিম্।
উর্ব্বরাং ধরণীং সিন্ধুনদিমুধরভূরুহান্॥ ৯॥
মাত্রা পিত্রা তথা বন্ধুস্বজনৈর্ব্বেষ্টিতং কথম্।
কৃতবানিতি সংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষামুপজায়তে॥ ১০॥
বাহ্যৈর্নিদর্শনৈরেতৈর্দ্দয়াং তস্যাবধারয়ন্।
ময়ি প্রীতিবিশেষোঽস্তি ভক্তো বিশ্রদ্ধধাংগতঃ॥ ১১॥
কৃতসিদ্ধান্ত এবং স প্রেমাঽস্মিন্ সহজো ভবেৎ।
তিরোধানং স্মৃতেরেবং হ্যারম্ভো দর্শনস্য তু॥ ১২॥
তৎপদাভিহিতং সোঽয়ং ত্বম্পদেনাধনোদিতঃ।
সাক্ষাৎসন্নিহিতে প্রীত্যা দয়া ন স্মর্য্যতে পুনঃ॥ ১৩॥
কেবলং দর্শনেনৈব প্রেমোচ্ছ্বাসো যতো ভবেৎ।
অহেতুকত্বং সিদ্ধং তৎ তস্যাঃ স্মৃত্যনপেক্ষণাৎ॥ ১৪॥
করুণা প্রকটা সা বা ন বা নাপেক্ষতে তদা।

তৎপ্রেমমুখমালোক্য প্রমত্তঃ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ১৫ ॥
দর্শনেনৈব শুষ্কত্বমপয়াতি চ বিক্রমম্।
প্রেমাহস্য হৃদয়ং দৃষ্টৌ দৃষ্টির্ব্বর্দ্ধতে নিত্যদা ॥ ১৬ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু তত্ত্বানুশাসনে
স্মৃতিপরিণামো নাম সপ্তমমুপনিষৎ-
স্বেকবিংশতিতমমনুশাসনম্।

ছায়াহোরামান।

কমটকৃত দর্শনের অদার্শনিকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম ঈশ্বরজ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতিবন্ধক নহে, বরং ঈশ্বরজ্ঞান ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক সময়ে বিঘ্ন দর্শন করিয়া আমাদিগকে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। ধর্ম্মবিজ্ঞান ভিন্ন অন্য বিজ্ঞান আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুসরণের বিষয় নহে, সুতরাং আমাদিগের এই নির্দ্ধারণটি যে আমরা কখন নিজে সপ্রমাণ করিতে পারিব, ইহার কোন আশা ছিল না। ঘটনাক্রমে আমরা আমাদিগের নির্দ্ধারণ ঈশ্বরকৃপায় সপ্রমাণিত করিতে পারিলাম বলিয়া আজ এই প্রবন্ধটি ধর্ম্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত না হইলেও ইহার অঙ্গীভূত করিলাম।

আমাদিগের দেশীয় জ্যোতিষে পাদচ্ছায়া পরিমাণদ্বারা দণ্ড পল নির্ণয়ের একটি বচন আছে। কোন পল্লীগ্রামে যাইবার সময় পথে সময় নির্ণয় করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ বচনটির অনুসরণ করিয়া সময় নির্ণয় করা যায়। সেই হইতে ঈদৃশ একটি নিয়মের প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম হয়। এবচনের দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে ঘটিকাযন্ত্রের সময়ের সঙ্গে ঐক্য হয় না বলিয়া নূতন একটী প্রণালী উদ্ভাবন করিবার জন্য যত্ন উপস্থিত হয়। ঐ বচনটির মূল অন্বেষণ করিয়া * প্রথমতঃ সেই মূলে একটি নিয়ম স্থির করা যায়, কিন্তু তাহাতে সকল সময়ের সময় নির্ণয় হইয়া উঠে না। আমাদিগের একজন বন্ধু গণিতজ্যোতিষাদিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। তাঁহার নিকটে ইহার একটী প্রণালী উদ্ভাবন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হয়। তিনি প্রণালী নির্দ্ধারিত হইবার পক্ষে যে সকল অন্তরায় তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া দেন। এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি শাসন যেরূপ কার্য্য করে, এই বন্ধুর বাক্য আমাদিগের উপরে তদ্রূপ কার্য্য করিত, কিন্তু ঈশ্বরের গণিতানুরক্তির প্রতি একান্ত বিশ্বাস থাকাতে এ শাসন মনের উপরে কোন কার্য্য করিতে পারিল না। বর্ষাকালে প্রথম যত্নের অনুষ্ঠান হয়, মেঘ ক্রমাগত অন্তরায় হওয়াতে শরৎ কাল উপযুক্ত সময় মনে করিয়া সেই সময়ের জন্য অনুসন্ধান স্থগিত রাখা যায়। বিগত ৭ আশ্বিন পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মেঘজনিত অন্তরায়ের অনন্তর দিনসমূহে ছায়ার পরিমাণ লওয়া যায়। পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা কালের কয়েক ঘণ্টা সম্বন্ধে পূর্ব্ববারেও ছায়ামান লইতে পাবা যায় নাই, এবারও তাহাই ঘটিয়াছে। কেবল ঘটনাক্রমে অসুস্থতানিবন্ধন তিন চারি দিন শয্যায় শয়ান থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া তদবসরে পূর্ব্বাহ্নের যে কয়েক ঘণ্টার ছায়ামান কোন সময়ে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই তাহার পরিমাণ লইয়া দেখিতে পাওয়া গেল, এমন অপূর্ব্ব নিয়ম এতন্মধ্যে নিহিত আছে যে তদ্দ্বারা সূক্ষ্মরূপে হোরা নির্ণয় হইতে পারে। এই নিয়মটি এইরূপে সংস্কৃত বচনে নিবদ্ধ করিতে পারা যায়।

অর্দ্ধার্দ্ধৈকৌ তদ্দ্বিগুণো দ্বিগুণঃ ক্রমযোগতঃ।
ধ্রুবাঙ্কেন সমষ্টের্দ্বিগুণঃ সার্দ্ধার্দ্ধউষসি ॥
অর্দ্ধঞ্চতুর্গুণৌ সায়ং দ্বিগুণো দ্বিগুণোহস্য চ।
সমষ্টেস্ত্রিগুণশ্চৈকং হীনেহহ্নি সময়োহরেৎ ॥
তৈশ্ছায়ালব্ধৈর্হোরাঃ স্যুর্দ্দিবাঃ ভাগেষু পঞ্চসু।
চতুর্ষ্বেকেন হোরার্দ্ধং ততোহংশাংশকল্পনা ॥

প্রাতঃকালে ধ্রুবাঙ্কের সঙ্গে এক একচতুর্থ (১¼) এক একচতুর্থ (১¼) তাহার দ্বিগুণ (২½); তাহার দ্বিগুণ (৫) ক্রমে যোগ করিবে, এই সকলের সমষ্টির অর্দ্ধার্দ্ধযুক্ত দ্বিগুণ (২½); সায়ংকালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পর ধ্রুবাঙ্কের সঙ্গে অর্দ্ধ (½) তাহার চতুর্গুণ (২) চতুর্গুণ (২), তাহার দ্বিগুণ (৪), তাহার দ্বিগুণ (৮) এই সকলের সমষ্টির ত্রিগুণ ছায়ালব্ধ হোরাঙ্ক যে সময়ে দিন এক ঘণ্টা কম হয়, সে সময়ে সম অর্থাৎ এক চতুর্থ ও দুই, এই দুই দুইটির একটি ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রাতঃকালের হোরাঙ্ক পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই ভাগে এবং অপরাহ্নের হোরাঙ্ক চারি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগে অর্দ্ধ ঘণ্টা হয়। হোরাংশ সকল এই দুই ভাগ হইতে স্থির করিতে হইবে।

---

* "পাদচ্ছায়াং দ্বিগুণীকৃত্য চতুর্দ্দশসমন্বিতম্।
পঞ্চগ্রহকরাদ্ভাগালব্ধং দণ্ডং পলং স্থিতিঃ ॥"

পাদচ্ছায়া দ্বিগুণ করিয়া তাহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ যোগ করিবে। এই যোগাঙ্কদ্বারা ২৯২কে ভাগ করিলে যাহা ফল হয়, উহা তৎসময়ের দণ্ড এবং অবশিষ্ট পল। এ নিয়মের মূল এই, নিয়মটি নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে অপরাহ্ণ দুই প্রহরের সমষ্টি ছায়াঙ্ক ৭৩। ইহাকে ৪ গুণ করিয়া ২৯২ হইয়াছে। পাদচ্ছায়া দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে চতুর্দ্দশ যোগ করত ৩ ভাগ হইল, এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল সুতরাং ৩ ভাগের অঙ্ক দ্বারা ২৯২কে ভাগ করিয়া অবশেষ এক ভাগ হইতে তত্তৎসময়ের সময় বাহির হয়। ছায়ার সমষ্টি সকল সময়ে ৭৩ থাকে না, এ জন্য এবং অন্যান্য কারণে এতদ্দ্বারা মনোরথ সিদ্ধ হওয়া অতীব সুকঠিন।

প্রথমতঃ ধ্রুবাঙ্ক কি? ১১ টা হইতে আরম্ভ করিয়া ১ টা বাজিবার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অঙ্ক স্থির থাকে তাহাকেই ধ্রুবাঙ্ক বলে। এই ধ্রুবাঙ্কের পর যখন একার্দ্ধ বাড়ে তখনই এক বাজে, তোপ পড়ে। যখন যে সময়ে যে ধ্রুবাঙ্ক থাকিবে তাহারই সঙ্গে এক এক চতুর্থাদি অঙ্কের যোগ করিতে হইবে। ১১ টার সময়ে তো ধ্রুবাঙ্ক আরম্ভ হইল সুতরাং তাহার পর যখন এক এক চতুর্থ হয় তখনই ১০ টা। এই প্রকারে ক্রমযোগে ৯, ৮, ৭, ৬ টা হইবে। অপরাহ্নের দিকে ধ্রুবাঙ্কের পর অর্দ্ধ হইলে ১, তৎপর ধ্রুবাঙ্কসংযুক্ত অর্দ্ধে দুই যোগ করিয়া ২, এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৩, ৪, ৫, ৬ টা হইবে। এ সময়ে ছয় ঘণ্টা পূর্ণ দিন নয়, পাঁচ ঘণ্টা সুতরাং এক এক চতুর্থ এবং দুই একবার মাত্র সংযুক্ত হয়, দুইবার নহে। একটি উদাহরণ না দিলে বিষয়টি বিশদ হইবার নহে, সুতরাং একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করাইতে যত্ন করিব।

মনে কর, ছায়ামান লইয়া ধ্রুবাঙ্ক ৬ লব্ধ হইল। প্রাতঃকালে এই ধ্রুবাঙ্কের আরম্ভ ১১ টায়, সুতরাং ঐ ৬এর সঙ্গে সোওয়া এক যোগ করিয়া সোওয়া সাতে ১০*, উহার সঙ্গে আড়াই যোগ করিয়া নয় তিনচতুর্থে ৯, উহার সঙ্গে পাঁচ যোগ করিয়া চৌদ্দ তিনচতুর্থে ৮, এবং উহার সোওয়া দুই গুণ তেত্রিশ তিনষোড়শ ৭ বাজিবে। এইরূপ অপরাহ্নে ৬ ধ্রুবাঙ্কের সঙ্গে অর্দ্ধযোগ করিয়া সাড়ে ছয় হইলে ১ বাজিবে এবং তোপ পড়িবে †। দুই যোগ করিয়া সাড়ে আট হইলে ২, চারি যোগ করিয়া সাড়ে বার হইলে ৩, আট যোগ করিয়া সাড়ে কুড়ি হইলে ৪ এবং সাড়ে কুড়ির তিন গুণ সাড়ে একষট্টি হইলে ৫ বাজিবে।

অল্প কয়েক দিন একটি গুরুতর গণিতের বিষয় পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তরূপে তাহা প্রকাশ করার সাহস কোথা হইতে উপস্থিত হইল? স্থিরসঙ্কল্প ঈশ্বরের স্থির গণিত হইতে? পাঠাবস্থা হইতে যাহার গণিতে অপরিপক্কতা তাহার তৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ কোন্ সাহসে? মূর্খ ও বিনীত ভাবে বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তৎপ্রতি বিমুখ হন না এই সাহসে। যে সময়ে দিন দীর্ঘ ছিল সে সময়ে কেবল অপরাহ্নের ছায়ামান লইয়া তাহা হইতে পূর্ব্বাহ্নের অপরীক্ষিত হোরাঙ্ক কি প্রকারে বর্ত্তমান সময়ে নির্দ্দেশ করা হইল? বিপরীত দিকে অবস্থিত উভয় গণিতরাশিসমূহের যদি ঊর্দ্ধাধঃসম্বন্ধ একই নিয়মে নিয়মিত হয়, মধ্যবর্ত্তী রাশিসমূহ অবশ্য তন্নিয়মে নিয়মিত হইবে এই বিশ্বাসে। হোরাংশ সমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষায় আনয়ন না করিয়া পরিবর্ত্তনের তৎসম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ কোন্ বলে? অখণ্ড নিয়মে বিশ্ব সংশতঃ। আমাদিগের এ বিশ্বাস ঈশ্বরের স্থির জ্ঞানে বিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন। বিজ্ঞানবিদ্গণেরও তাহাই, কেন না অল্প কিছু দেখিয়া অবশিষ্ট সমুদায়ে অটল বিশ্বাস করিবার মূল অনন্ত ঈশ্বর জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

উপরে যে ছায়ামান দ্বারা হোরানির্ণয়ের নিয়ম প্রকাশিত হইল, ক্রমান্বয়ে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদনের ভার আমরা আমাদিগের সহকারী যুবকবন্ধুগণের হস্তে রাখিয়া দিলাম। ভরসা করি পাঠকবর্গও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। মফঃসলে তোপ পড়িয়া সময় নির্ণয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য ধ্রুবাঙ্কযোগে একটার সময়ে ঘড়ী ঠিক করিয়া লইয় তদ্যোগে নিয়মটির পরীক্ষা করিলে উহার সত্যত্ব সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

---

* এ সময়ে সাড়ে পাঁচটাতে সন্ধ্যা হয় বলিয়া সোওয়া এক এক বার মাত্র সংযুক্ত হইল। দুই হোরাঙ্কযে গসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

† আমাদিগের এক জন বন্ধু বলিলেন, এই রাজধানীতে যে তোপপড়ে তাহার মূল ছায়া। আমরা ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

প্রাচীন উপাসনা প্রণালী।*

স্নান।

আমাদিগের দেশে স্নানক্রিয়া ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। নিত্যস্নান নিত্যজলসংস্কার। এতৎসম্বন্ধে কি প্রকার বিধান আছে, গৃহ্যপরিশিষ্ট হইতে আমরা তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি।

"গৃহস্থ প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন অথবা তাহার একতর সময়ে; ব্রহ্মচারী প্রাতঃকালে; যতি ত্রিসবনে; বানপ্রস্থ দুইবার বা তিনবার স্নান করিবে। প্রাতঃকালে স্নান গোময় দ্বারা, মধ্যদিনে, মৃত্তিকা দ্বারা, সায়ঙ্কালে শুদ্ধ জলে। প্রাতঃস্নানের পূর্ব্বে সন্ধ্যোপাসনা করিবে না। প্রাতঃকালে গোময় ত্যাগকালে অন্তরিক্ষস্থ অর্থাৎ মৃত্তিকায় না পড়িতে পড়িতে সংগ্রহ করিবে, অথবা মৃত্তিকায় পড়িলে উপরিভাগের অধোভাগের পরিত্যাগ করিয়া লইবে। তীর্থে [নদ্যাদির অবতরণ স্থানে] আসিয়া হস্ত পদ মুখ ধৌত করিয়া আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যাতে যে প্রকার উক্ত হইয়াছে তদ্রূপে অভ্যুক্ষণাদি করিবে। দুইবার আচমন করিয়া কুশপাণি সংযতপ্রাণ [নিরুদ্ধ প্রাণবৃত্তি] হইয়া কর্ম্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বক গোময় অবলোকন করত গ্রহণ করিবে এবং বামকরে রাখিয়া ব্যাহৃতিযোগে তিন ভাগ করিবে। উহার দক্ষিণ ভাগ প্রণবযোগে দিক্ সমূহে এবং উত্তরোত্তর ভাগ তীর্থে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মধ্যম ভাগ 'মানস্তোক' এই ঋকে মন্ত্রপূত করিয়া "গন্ধদ্বারাম" এতদ্দ্বারা মস্তক হইতে সমুদায় অঙ্গ লেপন করিবে। প্রাঞ্জলি হইয়া "হিরণ্যশৃঙ্গম্" এই দুই "অবতেহেড়" এই দুই, "প্রসম্রাজে বৃহদর্চ্চা" এই সূক্তে বরুণকে প্রার্থনা করিবে। (মন্ত্র)—"হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপদ্যে তীর্থং মে দেহি যাচিতঃ। যন্ময়া ভুক্তমসাধূনাং পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ যন্মে মনসা বাচা কর্ম্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতম্। তন্ন ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনন্তু পুনঃ পুনঃ।" অনন্তর 'যাঃ প্রবেতা নিবত উদ্বত" এতদ্দ্বারা তীর্থ স্পর্শ পূর্ব্বক অবগাহন স্নাত হইয়া দুই বার আচমন পূর্ব্বক "অংহয়ো যন্ত্রাধ্বভিঃ" এই আটটী "আপোহিষ্ঠা" এই নয়টী ঋক দ্বারা মার্জ্জন করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তীর্থ "ইমং মে গঙ্গে" এই ঋক্ দ্বারা দক্ষিণ দিক হইতে ঘুরাইয়া তিন বার অবলোকন পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রকাশ পৃষ্ঠকে অঘমর্ষণ সূক্ত তিন বার আবৃত্তি করিয়া নিমগ্ন উন্মগ্ন করিবে। আদিত্য অবলোকন পূর্ব্বক দ্বাদশ বার ডুব দিয়া দুই হাতে

শঙ্খমুদ্রা অথবা যোনিমুদ্রা যোগে জল গ্রহণ করত মস্তক মুখ বাহু বক্ষে আপনাকে গায়ত্রী যোগে অভিষেক করিবে। "ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্" এই দুই এবং "তাৎসমন্দীধাবতি" এই সূক্তে পুনরায় স্নান করিবে ও মস্তকে জল সিঞ্চন করিবে। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" "অগ্নে রক্ষাণো অংহসঃ," "যৎকিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যেজনে" এই গুলি জপ করিবে। স্নাতব্যক্তি নদীতে অভিমুখ হইয়া অন্যত্র আদিত্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে।

"অনন্তর অগত [অঞ্জলিযুক্ত জলে পূর্ব্বমুখে উপবীতী [কবলস্থ যজ্ঞোপবীত] হইয়া দেবতীর্থ (অঙ্গুল্যগ্র) দ্বারা বাস্তু সমস্ত ব্যাহৃতিযোগে ব্রহ্মাদি দেবতাকে একবার একবার তর্পণ করিবে। অনন্তর উত্তরমুখে নিবীতী (কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্র হইয়া) সযবজলে প্রাজাপত্য তীর্থ (কনিষ্ঠাঙ্গুলি মূল) দ্বারা কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে সেইরূপ ব্যাহৃতি যোগে দুই দুই বার তর্পণ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া প্রাচীনাবীতী [বাম কর উদ্ধৃত করত দক্ষিণস্কন্ধার্পিত যজ্ঞসূত্র] হইয়া পিতৃতীর্থ [অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মধ্য] দ্বারা সতিল জলে ব্যাহৃতিযোগে পিতৃমান্ সোম অঙ্গিরস্বান্ যম, অগ্নিষ্বাত্ত কব্যবাহন ইত্যাদিকে তিন তিন বার তর্পণ করিবে। এইটি স্নানাঙ্গ তর্পণ।

"অনন্তর তীরে সমাগত হইয়া প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধোপরি যজ্ঞসূত্র রাখিয়া "যে কে চাস্মৎ কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥" এই বলিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে যজ্ঞোপবীতী হইয়া অর্থাৎ যথাস্থানে যজ্ঞোপবীত সংস্থান করিয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক পরিধানীয় অভ্যুক্ষণ করিয়া পরিধান করিবে। দ্বিতীয় উত্তরীয়ও অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক [দেহে] প্রাবৃত করিয়া দুই বার আচমন করিবে। ইহার পর পূর্ব্বোক্ত মত সন্ধ্যোপাসনা করিবেক। ইহাই প্রাতঃস্নানবিধান।

"অনন্তর মধ্যাহ্নে তীর্থ স্থানে আসিয়া হস্ত পদ মুখ ধৌত করত দুই বার আচমন করিবে। সংযতপ্রাণ হইয়া স্নানসঙ্কল্প করত কুশপবিত্র হস্তে শুচি দেশে খনিত্রযোগে গায়ত্রমন্ত্রে খনন করিবে। উপরি ভাগ হইতে চারি অঙ্গুলি মৃত্তিকা ফেলিয়া দিয়া নিম্নে সেই পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করিয়া গায়ত্রীযোগে গ্রহণ করিবে ও পরিত্যক্ত মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। পরিগৃহীত মৃত্তিকা তীরে শুচি দেশে রাখিয়া গায়ত্রীযোগে প্রোক্ষণ করিবে। গায়ত্রী শিরোদ্বারা তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ দ্বারা মাথা হইতে নাভি পর্য্যন্ত, অপর ভাগ দ্বারা অধস্থ অঙ্গ লেপন করিয়া জলে পড়িয়া ক্ষালন করিবে; আদিত্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে স্নান করিবে। ইহাকেই মলস্নান বলে। অনন্তর তীরে [উঠিয়া] দুই বার আচমন পূর্ব্বক তৃতীয় [ভাগ] মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করত বামকরে রাখিবে। ব্যাহৃতি যোগে [উহা] তিন ভাগে বিভাগ করত দক্ষিণ ভাগ মন্ত্রদ্বারা দশদিকে এবং উত্তর [ভাগ] তীর্থে ক্ষেপণ করিয়া, গায়ত্রী যোগে অভিমন্ত্রিত তৃতীয় [ভাগ] আদিত্যকে দেখাইবে এবং তদ্দ্বারা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত গায়ত্রী বা প্রণবযোগে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। "সুমিত্রান আপ ওষধয়ঃ সন্তু" এই মন্ত্রে এক বার আপনাকে জলদ্বারা সিঞ্চন করিবে। "দুর্মিত্রাস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ন্দিষ্ম" এই মন্ত্রে মৃচ্ছেষ জল দিয়া ক্ষালন করিবে। অনন্তর বরুণ প্রার্থনা। তর্পণান্ত যে বিধি উক্ত হইয়াছে তদ্যোগে স্নান করিবে। ইহাতে ব্রহ্মাদ্যতর্পণের পূর্ব্বে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। অপুত্রাদির তর্পণ অন্তে করিবে। এই স্নানবিধি। এটি অসম্ভব হইলে মজ্জনব্যতীত জলদ্বারাই করিবে। গৃহে মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করিবে না। শীতলোদক বা শীতোষ্ণোদকে গৃহে স্নান করিবে না। [করিতে হইলে] মন্ত্র বিধি বর্জ্জন করিবে, পশ্চাৎ বাহিরে শুচি দেশে সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিবে।

"অনন্তর অশক্তব্যক্তির মন্ত্র স্নান। শুচি দেশে শুচি হইয়া আচমন ও প্রাণবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক বাম করে জল রাখিবে। "আপোহিষ্ঠা" এই তিন ঋক পাদে পাদে প্রণব যোগ পূর্ব্বক কুশোদকে মার্জ্জন করিবে। দুপায়ে মাথাতে হৃদয়ে মাথাতে, হৃদয়ে দুপায়ে মাথাতে, অনন্তর অর্দ্ধ অর্দ্ধ ঋকে মাথাতে হৃদয়ে দুপায়ে হৃদয়ে দুপায়ে মাথাতে, অনন্তর ঋকত্রয়ে মাথাতে মার্জ্জন পূর্ব্বক গায়ত্রী যোগে দশ বার অভিমন্ত্রিত জল প্রণবযোগে পান করিবে এবং দুই বার আচমন করিবে। ইহাই মন্ত্র স্নান।"

সংবাদ।

বিগত রবিবার আচার্য্য মহাশয়ের পত্নী কেশভার উন্মোচন করিয়া স্বামী সহ যোগধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই সংসার ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সমুদায় প্রকারের সাংসারিক সম্বন্ধ হইতে অপসৃত হইয়া একত্র ধর্ম্মের উচ্চতর অঙ্গ সাধন এখন ইহাঁদিগের জীবনের ব্রত! এই ব্রতের নাম যুগলধর্ম্মসাধন ব্রত। এক সপ্তাহ কাল আচার্য্য পত্নী এই নিয়ম গুলির অনুসরণ করবেন। সোমবার ঈশা চরিত্র পাঠ বা শ্রবণ, স্বামিসেবা, কাঞ্চন দান; মঙ্গলবার গৌতমচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ, পিতামাতাসেবা, রজত দান; বুধবার গৌতমচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ, সন্তানসেবা, তাম্রদান; বৃহস্পতিবার মহম্মদচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ, ভাই ভগ্নী সেবা, বস্ত্রদান; শুক্রবার নানকচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ, দাসদাসী সেবা, ধান্যদান; শনিবার শিবদুর্গা চরিত্র পাঠ বা শ্রবণ দুঃখীসেবা, ঔষধ দান; রবিবার যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীচরিত পাঠ বা শ্রবণ, প্রচারক সেবা, জ্ঞান দান। প্রাত্যহিক;—প্রাতঃস্মরণীয়—সচ্চিদানন্দকে প্রণাম, সাধ্বীসতীদিগকে নমস্কার, নববিধানকে নমস্কার; স্নানের সময় "জলে হরি" তিন বার উচ্চারণ, আহারের সময় "অন্নে হরি" তিন বার উচ্চারণ, পতি সহ যোগধর্ম্ম সাধন, দেবমন্দিরপরিষ্কার, কুটীরে নির্জ্জন সাধন।

— ভাই অমৃত লাল বসু বন্ধুবর্গ লইয়া সঙ্কীর্ত্তনপ্রচারে বহির্গত হইয়াছেন, আজও কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন নাই। তিনি গঙ্গার দুই ধারে কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন। শত শত লোক ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগের সঙ্কীর্ত্তনে ঈশা মুসা শাক্য মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ লইয়া চৈতন্যদেবের ভাবের বিকাশ. সুতরাং ইহাতে কোন ভাবের অবমাননা নাই। যেখানে কীর্ত্তনে সমুদায় ভাবের অবিসংবাদে সম্মিলন আছে, সেখানেই নববিধানের সঙ্কীর্ত্তন। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, ঈদৃশ সঙ্কীর্ত্তনে সমুদায় ভারতবর্ষ জাতিনির্ব্বিশেষে মুগ্ধ না হইয়া কখন স্থির থাকিতে সক্ষম হইবে না।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজস্কোয়ার [illegible] যন্ত্রে ১৮ই কার্ত্তিক শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ
২০ সংখ্যা

১ লা অগ্রাহয়ণ বৃহস্পতিবার, ১৮০৪ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরম দেব, এ কোন্ স্থানে আসিয়া উপস্থিত? বল জীবন এখন কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে? সংসারেতো অনেক দিন বাস করা হইল, এখনও কি সংসার নিবৃত্ত হইবে না? ইহ জীবনের পরপারে প্রস্থানের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে চলিল, এখনও কি সংসার সংসার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব? দেখিতেছি, প্রভো, এখন তোমার সঙ্গে আরও দৃঢ়তর ঘনিষ্ঠতর যোগের প্রয়োজন। বল, তুমি কি আমার হৃদয়, মন, প্রাণ সমুদায় অধিকার করিয়াছ? আমার হৃদয় কি তোমা ভিন্ন আর কোন বিষয়ে অনুরক্ত নহে? আমার সমুদায় অনুরাগ কি তোমারই উপরে স্থাপিত হইয়াছে? আমার মনের চিন্তা সমুদায় কি তোমাকে লইয়া? আমার জ্ঞান কি তোমার জ্ঞানসমুদ্রে মিলিত? আমি যাহা দেখি, শুনি, ভাবি, সংগ্রহ করি, উহা সমুদায় কি ঠিক তুমি যাহা ইচ্ছা কর তদনুরূপ? সত্য ভিন্ন যদি আমি আর কিছু দেখি, শুনি, ভাবি, বা সংগ্রহ করি, তবে যে আমার মন তোমার বিরোধী হইল। হে দেব, আমার প্রাণ কি তোমাতেই সংলগ্ন? আমি এ দেহসম্বন্ধে এমন কিছু কি আকাঙ্ক্ষা করি না, যাহা তোমার দৃষ্টিতে অনুপযুক্ত? আমার ইন্দ্রিয়গণ কি এমন সকলবিষয়ে অনুরক্ত নয়, যাহা তোমার বিরোধী? হে দেবাদিদেব, এ সকল প্রশ্নের উত্তর কে দিবে। আমার নিজের আত্মার প্রত্যুত্তরে আমি সন্তুষ্ট নহি, কেন না সে আত্মবিরোধে সাক্ষ্যদান করিতে সর্ব্বদা অগ্রসর নয়। হে অন্তরদর্শী, তুমি আমার অন্তর দেখিতেছ, তোমার নিকট আমার সকল অবস্থাই বিদিত। আমার কাণে কাণে বলিয়া দাও, আমি তোর প্রতি সন্তুষ্ট আছি, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই। হৃদয়, মন, প্রাণে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে, তোমাকে যে আর কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, আমি এখন যে স্থানে যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এখানে তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণযোগের একান্ত প্রয়োজন। সেই যোগে যোগী করিয়া আমায় কৃতার্থ কর, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

যোগে জীবন বিসর্জ্জন।

আমাদিগের ধর্ম্মে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন নাই, ইহা আমরা চির দিন

বলিয়া আসিতেছি। এ কথার অর্থ কি এই যে, আমরা চির দিন সংসারী বিষয়ী থাকিব, আমাদিগের জীবন সংসারে থাকিয়া অসংসারী অবিষয়ী হইবে না। যদি ইহাই আমাদিগের ধর্ম্মের ব্যবস্থা হয়, তবে নিশ্চয় আমাদিগের ধর্ম্ম সে উচ্চতা কোন কালে লাভ করিতে পারিবে না, যাহা কেবল অবিষয়ী অসংসারী জনগণ কর্ত্তৃক লব্ধ হইতে পারে। আমাদিগের ধর্ম্মে ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সংসার ছাড়িয়া বনে গমন নাই অথচ মনে গমনই বনে গমন। মনে গমনের অর্থ কি? যোগ। এই যোগই আমাদিগের চরম সেব্য বিষয়। "যোগেনান্তে তনুত্যজাং" যোগের দ্বারা অন্তে তাঁহারা তনুত্যাগ করিতেন, রঘুকুলসম্বন্ধে এই যে বলা হইয়াছে এবং প্রায় সমুদায় রাজগণসম্বন্ধেই যাহা এক সময় অবশ্যানুসরণীয় বিষয় ছিল, আমাদিগের ধর্ম্ম তাহাই জীবনে প্রত্যানয়ন করিতেছে। সে কালে কোন কোন সময়ে একেবারে বনে গমন না করিয়া সন্নিহিত উদ্যানভূমিতে বাস করা হইত, এখন গৃহে স্থিতি করিয়াও তাদৃশ ভাবে স্থিতি ব্যবস্থাসিদ্ধ।

এ দেশের প্রথম বয়স হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্তের অবশ্য অনুষ্ঠের বিষয়সকল যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, আদি অবস্থা হইতে এমন সকল নিয়ম অবলম্বন করা হইত, যাহা সর্ব্বথা যোগের অনুকূল। এক জন ঘোর সংসারী থাকিয়া হঠাৎ যোগী হইতে পারে না। যোগ অতিযত্নসাধ্য বিষয়; বিষয়বিরাগ ইহার প্রাণ। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে যে ব্যক্তি বিষয়ে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহার বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চিত্ত কখন যোগের উপযুক্ত নহে। এ দেশের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা ইন্দ্রিয়সংযম। অধ্যয়নের অবস্থায় এমনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এ দেশে প্রচলিত ছিল যে সেখান হইতে মন বিষয়বিরত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিত। সংসারে যত কাল স্থিতি ছিল কর্ত্তব্যানুরোধ, বিষয়ী হইয়া বিষয় ভোগ করিবার জন্য নহে। আর্য্যগণ কি তবে পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করিতেন না? এ কথা কে বলিবে? তাঁহারা যে প্রকার পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করিতেন এমন আর কে করিত? বিষয়-বিরত চিত্ত সংসারের চঞ্চল দুঃখসমূহের কারণ হইতে নির্ম্মুক্ত, সুতরাং ইহার অভ্যন্তর হইতে সে যে প্রকার নির্ম্মল সুখ সংগ্রহ করিতে পারে, এমন আর কোথায় সম্ভবে। মহাত্মা রামের বিষয়বিরাগ যে প্রকার, পত্নীর প্রতি অনুরাগও তদনুরূপ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ফলতঃ যেখানে বিষয়বিরাগ নাই, সেখানে যথার্থ অনুরাগ কখন হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার সামাজিক অবস্থার অধীনে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের সমুদায় জীবন যোগের প্রতিকূল, অথচ আমরাই আবার নানা উত্তেজনার কারণ এই সংসার মধ্যে বাস করিয়া যোগী হইব, যোগে জীবন বিসর্জ্জন করিব, প্রথম হইতে লোকের নিকটে বলিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের দিকে দেখিলে ইহা একান্ত আস্পর্দ্ধা বলিয়া সহজে প্রতীত হয়। কিন্তু এ কথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, যদিও আমাদিগের যৌবনের প্রারম্ভ যোগের অনুপযুক্তভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য আমাদিগকে সাধনকালে অনেক বিঘ্ন দ্বারাও আক্রান্ত হইতে হইয়াছে, তথাপি যোগোপযুক্ত জীবন অতিবাহিত করিবার প্রতিজ্ঞা বলবতী থাকাতে আমরা যোগদ্বারা যে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হইব, তাহার অনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি। এখন কেবল এই চাই যে আমাদিগের শেষ জীবনে আমরা যাহা এত দিন বলিয়া আসিয়াছি তাহা কার্য্যে পরিণত করি।

আমরা কি প্রকারে আমাদিগের এই লক্ষ্য সাধন করিব? যদি আমরা সংসারে থাকিয়া

যোগের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইতে চাই, তবে কোন না কোন বিষয়ে সংসারের সঙ্গে আমাদিগের সংশ্রব রাখিতেই হইবে; আমরা কোন প্রকারে তো তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে কাটিয়া ফেলিতে পারিব না। যদি সেই সংশ্রবই রহিল, তবে সংসারে থাকিয়া উচ্চতর যোগ সাধনের সম্ভাবনা রহিল কোথায়? এ কেবল বৃথা কল্পনামাত্রে পর্য্যবসান হইবে। আমরা কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিব না একথা বলি না, বিষয় বাণিজ্যের সম্বন্ধ তুলিয়া দিব এই আমাদিগের উদ্দেশ্য। যোগের যে সকল অনুকূল অনুষ্ঠান আছে তাহা আমরা অনায়াসে রক্ষা করিতে পারি। সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি যোগানুকূল বিষয় দ্বারা আমাদিগের যোগ গাঢ় ও ঘনীভূত হইবে ভিন্ন উহা দ্বারা আমাদিগের যোগ শিথিল হইবে না। যদি আমরা জীবনে এমন সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকি, যে সময়ে আমাদিগকে কেবল যোগেই অনুরক্ত হইতে হইবে, তবে সংসারে তদনুকূল ব্যাপার সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

আর্য্যগণ পত্নীকে সংসারে রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া শেষ জীবনে যোগাবলম্বন করিতেন, আমাদিগের পক্ষে শেষ বিধিই আশ্রয়ণীয়। আমাদের সঙ্গে পত্নীকে যোগরাজ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে না পারিলে বিবাহবিধির প্রথম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। আমাদিগের পত্নীগণ সদা প্রতিকূল, পূর্ব্বকার ব্রহ্মবাদিনীগণের ন্যায় যোগাদিতে পতির অনুকূলা নহেন, এ কথা বলিয়া আমরা কখন দায়মুক্ত হইতে পারি না। আমাদিগের প্রথম জীবন যেমন উচ্চতর যোগের প্রতিকূল ছিল, আমাদিগের পত্নীগণের অবস্থাও সেইরূপ যোগের প্রতিকূল। যদি আমরা সে প্রতিকূলতা পরিহার করিতে পারিয়া থাকি, যে প্রতিকূলতা অনেক লোক বার্দ্ধক্যের চরম অবস্থায়ও পরিহার করিতে পারে না, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের পত্নীসম্বন্ধে কখন নিরাশ হইতে পারি না। এক প্রার্থনা আমাদিগের হস্তে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, যাহার যোগে আমরা অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি। আমাদিগের জীবন যদি প্রার্থনানুরূপ হয়, তবে ঈশ্বরেচ্ছানুযায়িনী আমাদিগের কোন প্রার্থনা অসিদ্ধ থাকিতে পারে না।

এখন আমাদিগের মধ্যে আর ঈদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব রহিল না যে, অতি প্রতিকূলাচারিণী পত্নীও পতির প্রার্থনাযোগে যোগভূমিতে আসিয়া সম্মিলিত হইতে পারেন। এ অতি আশার সংবাদ এবং এত কাল সংসারে থাকিয়া যোগসাধনের কথা যাহা বলিয়া আসা হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল। সম্মুখে আমাদিগের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, আর আমরা কেহ নিরাশ হইতে পারি না। এখন সাহসের সহিত বলিতে পারি, সপত্নীক সপরিবার সংসার মধ্যে বাস করিয়া সকলের সঙ্গে যোগভূমিতে আরোহণ করা যাইতে পারে। এ সময় আমাদিগের মধ্যে অতি গুরুতর। যাঁহারা এই সময়ের সঙ্গে যোগ রাখিবার জন্য বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে সপত্নীক যোগব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। যে বিবাহ হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হউক বলিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখন সম্মিলনে পর্য্যবসান করিতে হইবে। যদি সম্মিলনে শেষ না হয়, পরলোকে সম্মিলন হইবার আশা দুরাশা।

যোগে জীবন বিসর্জ্জন করিব, এই আমাদিগের শেষ লক্ষ্য। ধর্ম্মের সমুদায় অঙ্গের সমন্বয় যে ধর্ম্মে সেখানে এক যোগের কথা কেন? পরলোকের দিকে গমন করিতে কি এক যোগেরই প্রয়োজন আর কিছুর নহে; ভক্তি ও কর্ম্মবিমুখ হইয়া কি শেষ জীবনে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী যোগিগণের নিশ্চেষ্ট অবস্থা আশ্রয় করিব? তাহা হইলে আরম্ভে যাহা সমন্বয়ে আরব্ধ হইয়াছিল, পর্য্যবসানে তাহা ব্যতিরেকে শেষ হইল। আমরা যে যোগের কথা বলিতেছি, সে যোগসম্বন্ধে ঈদৃশ দোষা-

রোপ কেহ করিতে পারে না। জ্ঞানযোগ ভক্তি যোগ, কর্ম্ম যোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গ সকলের ঘনীভূত অবস্থা হইতে যে এক মহাযোগ সমুপস্থিত হয়, সেই যোগ আমাদিগের প্রস্তাবের লক্ষ্য। সেই মহাযোগে জীবন অন্ত করিব বলিয়া আমরা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি, এবং সেই প্রতিজ্ঞানুসারে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। ভরসা করি আমাদিগের পাঠকবর্গ আমাদিগের মর্ম্মাবধারণ করিয়া এই মহাযোগানুসরণে কৃতসঙ্কল্প হইবেন।

সংসার ভয় ও কুসংস্কার।

সংসার, ভয় ও কুসংস্কার, এ তিনকে আমরা এক অপরের প্রসূ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলাম। এই নির্দ্ধারণ সপ্রমাণ করিতে হয় না, কেন না সর্ব্বত্র আমরা ইহার প্রমাণ নিয়ত অবলোকন করিতেছি। তবে বিষয়টি হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার জন্য আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিব মনে করিয়াছি।

যেখানে সমুদায় বিষয় সর্ব্বদা অস্থির, কখন কি হইবে কিছুই নিশ্চয় নাই, পদে পদে বিপদ্ বিঘ্নের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সেখানে সহজেই মন সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। সংসার নিয়ত ঈদৃশ অবস্থার অধীন, সুতরাং সংসার নিশ্চিন্ততা প্রসব না করিয়া নিরন্তর ভয়ই প্রসব করিয়া থাকে। সর্ব্বদা আত্মসম্বন্ধে ভয়, সন্তান সন্ততি পরিজনবর্গসম্বন্ধে ভয়। সংসারী ব্যক্তি যতই আত্মানুরাগে আত্মীয়ানুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, ততই তাহার ভয় বাড়িতে থাকে। তাহার এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই, সে সর্ব্বদা ভয়ে ব্যাকুল। এ অবস্থায় লোকের এমনই বুদ্ধি ভ্রান্তি উপস্থিত হয় যে এমন কোন অযুক্ত কার্য্য নাই যাহাতে সে নিযুক্ত না হইতে পারে। এই ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য সে আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সমুদায় বিসর্জ্জন দেয়; অসার অপদার্থের ন্যায় সর্ব্ববিধ বালকোচিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়। সে তখন নক্ষত্ররাজির গতিবিধির উপরে আপনার ভাগ্যাভাগ্য স্থাপন করে, প্রত্যেক ধূর্ত্তলোকের ছলবঞ্চনার বশবর্ত্তী হইয়া জলস্রোতে ভাসমান তৃণগুল্মের ন্যায় তাহাদের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়; পশুপক্ষী প্রভৃতি অতি সামান্য জীবের গতি বা তাহাদিগের রোমাদির উপরে অলৌকিক সামর্থ্য আরোপ করে; কতকগুলি বর্ণ বা সংখ্যার সন্নিবেশবিশেষ আশ্চর্য্য ফল বহন করে বিশ্বাস করে, কতকগুলি নিরর্থক বা নিরক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলে বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয় মনে করে। এ সকল অযথাসংস্কার পোষণের মূল সাংসারিকতা ও তজ্জনিত ভয়। যত বড় কেন উচ্চ ধর্ম্ম কেহ অবলম্বন করুন না, যদি সাংসারিকতা থাকে, ভয় আসিবে, এবং ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কুসংস্কার উদিত হইবে।

আমরা মনে করি, আমরা অতি উচ্চ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের কোন কালে ভয় কুসংস্কারে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈদৃশ অভিমান আমাদিগের তখনই শোভা পায়, যখন আমরা সাংসারিকতার গন্ধ মাত্র আমাদিগের মনের ভিতরে স্থান না দি। কারণ থাকিলে তাহার কার্য্য অবশ্য দেখা দিবে। দুদিন নূতন আলোকের প্রভাবে এই সকল গাত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সাংসারিকতার সঙ্গে নিত্য নূতন আলোকের একত্র বাস কোন কালে সম্ভবে না, আলোক অবশ্য নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, এবং সাংসারিকতা প্রাধান্য লাভ করিয়া ক্রমে তাহার দল বল সঙ্গে লইয়া আসিবে। তখন নাম মাত্র তুমি নূতন আলোকের লোক বলিয়া লোকের নিকটে পরিগণিত থাকিবে, কিন্তু ইহা তুমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, তুমি পূর্ব্ব নিঃশঙ্ক পদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ।

সাংসারিক বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা আমাদিগের মধ্যে নাই,

কিন্তু সাংসারিক মন ঈদৃশ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারে না। যত দিন ঘোর সংসারী না হয়, তত দিন হয়তো "তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক" সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, পরিশেষে এ অংশটি ক্রমে অজ্ঞাতসারে তিরোহিত হইয়া যায়। চরমে সাংসারিক বিষয়ের প্রার্থনাই একমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এ অবস্থা অতি ভয়ানক, কেন না ঈশ্বর আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল নহেন যে যে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সুতরাং অধিকাংশ প্রার্থনা অপূর্ণ রহিল দেখিয়া প্রার্থনার প্রতি আর আস্থা থাকে না। সংসারসর্ব্বস্ব জনের এতই ভয় ভাবনা যে, সে তাহার ভয়নিবৃত্তির জন্য কোন না কোন কিছু অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। যখন সে দেখিল, ঈশ্বর তাহার চিত্তের অনুবর্ত্তন করিলেন না, তখন অন্যবিধ উপায়ের প্রতি তাহার স্বভাবতঃ দৃষ্টি পড়িল। সে বলিল, ঈশ্বর আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন না, কেন না তিনি জগতে মনুষ্যের অভিলাষ পরিপূরণের জন্য অনেকগুলি উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা দ্বারা মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। তিনি আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি স্থাপন করিয়াছেন। ইহারা নিরর্থক স্থাপিত হয় নাই। ইহাদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মনুষ্য আপনাদের ভাবি বিষয়সমূহ নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। বলিও না যে এ সকলের সঙ্গে মনুষ্যের কোন যোগ নাই? চন্দ্রের সঙ্গে মনুষ্যশরীরের যোগ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ যুক্তিসমুদায় ক্রমান্বয়ে মনে উদিত হইয়া ঈশ্বর হইতে মন দূরে নীত হয়, এবং নক্ষত্র জীব জন্তু আদি মনুষ্যের মন কাড়িয়া লয়।

যাহাদিগের প্রবৃত্তি সাংসারিক অথচ ভক্তিভাব আছে, তাহারা দেবমন্দির, তাহার ধূলি, সাধুজনের গাত্রস্পর্শ প্রভৃতিতে অলৌকিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে যত্নশীল হয়। অধ্যাত্ম জীবনের উন্নতিবিষয়ে ঈশ্বর এবং তৎসম্পর্কীয় বস্তুসমূহের বিশেষ সম্বন্ধ অনুভব বিজ্ঞানসিদ্ধ। কেন না যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করে তাহাই আকাঙ্ক্ষা এবং সিদ্ধির যোগ্য অন্য কিছু নহে। ঈশ্বরসম্পর্কীন বস্তুসমূহ ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া কোন ফলের কারণ হয় না, সুতরাং সাংসারিক বিষয়ে তাহাদিগের নিয়োগ অনুচিত। যদি নিয়োগ করা যাইতে পারিত তবে এক প্রার্থনাই অমোঘ শস্ত্র ছিল, এ সকলের প্রয়োজন কি? যেখানে প্রার্থনা অগ্রসর হয় না, সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ আছে। যে বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ আছে সে বিষয়ে কামনাপূর্ব্বক কোন উপায় অবলম্বন করা একান্ত বিধিবিরুদ্ধ। নিষ্কাম ভক্তগণ ফলকামনায় কোন অনুষ্ঠান হেয় জ্ঞান করেন। ঈশ্বর যে অবস্থায় যখন তাঁহাকে রাখেন তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সুতরাং অযথা উপায় অবলম্বন তিনি চিন্তাতেও আনয়ন করেন না। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কামনা থাকিলে কে ভয়কুসংস্কার হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম? সকলেরই মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা সমুচিত, সেখানে সংসার বাসনা আছে কি না? যদি থাকে এবং তাহা উন্মূলিত করিবার যত্ন না হয়, ভয় কুসংস্কারে প্রত্যাবর্ত্তন নিঃসংশয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমরা গতবারে ত্রিমূর্ত্তি সাধনের প্রণালী প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে এক জন অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের মহিমা তদ্দ্বারা কিছুমাত্র লঘু করা হয় নাই তিনি আপনার মহিমাতে যেমন মহিমান্বিত তেমনই মহিমান্বিত আছেন। ত্রিমূর্ত্তির পরস্পর সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে ত্রিমূর্ত্তিতে একই ঈশ্বরের মহিমা অখণ্ডরূপে বিরাজমান সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঈশ্বর সৃষ্টিতে, ঈশ্বর মনুষ্যে ঈশ্বর আত্মাতে, সুতরাং এক ঈশ্বরের তিনেতে অখণ্ডভাবে স্থিতি, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। যদি সংশয় নাই, তবে পৃথিবীতে ইহা হইতে বিধর্ম্ম সমাগত হইল কিরূপে? ভবিষ্যতে যে হইবে না তাহারই বা প্রমাণ কি? ঈশ্বর

সৃষ্টিতে সৃষ্টি ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর মনুষ্যে মনুষ্য ঈশ্বর নহে, এ প্রভেদ যদি কেহ বিলোপ করে, তবে তাহার দ্বারা পৌত্তলিকতা ব্যভিচারাদি অবশ্য সমুপস্থিত হইবে। যদি এরূপ আশঙ্কারই কারণ আছে, ত্রিমূর্ত্তিসাধনে প্রয়োজন কি ? বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। এ সাধন না হইলে যে, যোগের অবিচ্ছেদ গতি কিছুতেই রক্ষিত হয় না। আরও দেখ, জগতের পরিত্রাণের প্রণালী বা বেদ মনুষ্য হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়। যে মনুষ্যের হৃদয় হইতে উহা বাহির হয়, তিনি পথ বা "মহাজনোযেন গতঃ স পন্থা" মহাজন যে পথে গিয়াছেন উহাই পন্থা। তিনি আপনি আচরণ করিয়া অপরের পথ হইয়াছেন ! যদি বল মহাজনকে পথ বলিয়া ধরিলেই হইল, আত্মাতে ঈশ্বরের প্রকাশের প্রয়োজন কি ? তুমি সে পথকে কখনও আত্মাতে ঈশ্বরের প্রেরণা ভিন্ন ধরিতে পার না, কেন না তাহা তোমার নিকটে সম্পূর্ণ অবুদ্ধ বা বিপরীত ভাবে পরিগৃহীত। আত্মাতে ঈশ্বরের প্রেরণা লাভ না করিয়া মহাজনগণের আচরণ দেখিয়া তদনুসরণ করাতে অনেকের মহাবিনাশ হইয়াছে, তাঁহাদিগের কোন্ আচরণ গ্রহণীয়, অগ্রহণীয়, কোন্ আচরণের কি অভিপ্রায় কে বুঝাইয়া দিবে ? আত্মাতে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরণা ভিন্ন উহা একেবারে অসম্ভব। আমরা আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী লোকদিগকে পথ বলিয়া গ্রহণ না করিয়াও পারি না, কিন্তু সে পথ ধরা আমাদিগের সম্বন্ধে অসম্ভব যদি ঈশ্বর পথে আরূঢ় না করেন। তাই বলিতে হইতেছে, যে দিক্ দিয়া যাওয়া হউক ত্রিমূর্ত্তির প্রয়োজন, উহা ছাড়িয়া অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, একথা অনেকের মুখে শুনা যায়। অথচ আমরা শুনিতে পাই "তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমানংস্তদাচরেৎ" তাঁহাদিগের [মহাজনগণের] স্বীয় বাক্য মধ্যে যাহা যুক্ত বুদ্ধিমান্ তাহারই আচরণ করিবে, ইহাতে মহাজনগণের বাক্যের উপরেও বুদ্ধিকে স্থান প্রদান করা হইয়াছে। বুদ্ধি যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া ঘোর সংশয়ে নিপতিত হয়, কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারে না, ইহা সকলের নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়! এ বুদ্ধি কোন্ বুদ্ধি যাহা পথরূপী মহাজনগণের বাক্যেরও যুক্তাযুক্তত্ব নির্দ্ধারণ করে। এ বুদ্ধি ঈশ্বরাধিষ্ঠিত বুদ্ধি। ঈশ্বর কেবল মনুষ্যের হৃদয় অধিকার করেন তাহা নহে, বিনীত সাধকের বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া লন। এ সময়ে বুদ্ধি এমনি পরিষ্কার হয় যে, সমুদায় বিষয়ের অন্তস্তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে উহা সক্ষম হয়। এ বুদ্ধি কেবল এক যোগে অধিরূঢ় হইলে লাভ করা যায়। "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।" বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন সমাধিতে [ঈশ্বরে] নিশ্চল ভাবে স্থিতি করে, তখন উহা স্থৈর্য্য লাভ করে, এই সময়েই যোগফল লাভ হয়। বুদ্ধি স্বভাবতঃ অস্থির। উহা একটি বিষয়ের উভয় কোটি স্পর্শ করিয়া সর্ব্বদা অস্থির ভাবে এক বার এ দিক্ এক বার ও দিক্ করিতে থাকে। কিন্তু যখন উহা ঈশ্বরকে আশ্রয় করে, ঈশ্বর উহাতে অধিষ্ঠান করেন, তখন নিশ্চঞ্চল হইয়া যথার্থ তত্ত্ব অবগত হয়। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, অনেকে ভক্তি ভাবাদি বিলক্ষণ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধি পরিষ্কার নহে। ধর্ম্মের তত্ত্বসকল তাঁহাদিগের নিকটে যথাযথ প্রতিভাত হয় না। এখানে বুঝিতে হইবে, আর সকল থাকিলেও যোগ নাই। বুদ্ধিতে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হন নাই, তাহাতেই বোধবিষয়ে তাঁহাদিগের এ প্রকার অপরিষ্কার ভাব। আমরা উপরে ত্রিমূর্ত্তির তৃতীয় মূর্ত্তিসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, বুদ্ধিতে ঈশ্বরাধিষ্ঠানে এখানে তাহাই বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এ যোগ ভিন্ন কাহারও বিধর্ম্ম হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব, কেন না অপরিষ্কৃত বুদ্ধি অপধর্ম্ম প্রসব করিয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, আপনি পাপের কথা বলিয়া নিয়ত ভর্ৎসনা করেন, কৈ আপনি যে সকল পাপের কথা বলেন আমি তাহাদিগকে তো আমার ভিতরে স্পষ্ট ধরিতে পারি না। এমন উপায় বলুন, যাহাতে আমি আমার পাপগুলি সহজে ধরিতে পারি।" আচার্য্য উত্তর করিলেন "জিজ্ঞাসু, সমুদায় পাপ অহঙ্কারমূলক। অহঙ্কার শূন্য, অপদার্থ, অভাব পদার্থ। সুতরাং ইহাকে ধরিয়া ফেলা সুকঠিন। ইহাকে ধরিবার একটি উপায় আছে। প্রেম ভাব পদার্থ, তাহার অভাব সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যেখানে দেখিবে অপ্রেম আছে, সেখানে জানিবে উহার মূলে অহঙ্কার বসিয়া আছে।" জিজ্ঞাসু বলিলেন "আর্য্য, আপনি আমার জিজ্ঞাসার অতীব সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন। এখন আমি আমার পাপ অহঙ্কার ধরিয়া ফেলিয়াছি। যখন আমি বিরোধীর প্রতি প্রেম করিতে পারি না, তখন আমি আমাকে বিরোধের বিষয়গুলিতে শ্রেষ্ঠ মনে করি, এবং বলি এসকল থাকিতে তাহার প্রতি আমি কি প্রকারে প্রেম করিব ? যদি সে ব্যক্তি আমার সহধর্ম্মী হয়, আমি অনায়াসে তাহাকে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বোধ হয় না। ইহার অর্থ, আমি একান্ত

স্বার্থপর। যখন আমি তাহার আক্রমণে টলি না, অথচ প্রেম দি না, তখনও সেখানে অহঙ্কার বসিয়া আছে, কেন না তাহার আক্রমণ আমি অনায়াসে তুচ্ছ করিলাম, এই ভাব অনেক সময়ে অহঙ্কারমূলক। আমি হয়তো সে ব্যক্তিকে রোগের সময়ে দেখিলাম না, বিপদের সময়ে সংবাদ লইলাম না, সর্ব্বথা তাহাকে মন হইতে বিদায় করিয়া দিলাম, সুতরাং এক প্রেমের অভাবে সকল পাপ আমাতে ঘটিল, এবং অহঙ্কার অপ্রেমের মূল হইল।"

জিজ্ঞাসু এবং আচার্য্যের কথোপকথন আমার ভরসা করি অনেকের গূঢ় পাপ বাহির করিয়া লইতে বিলক্ষণ সহায় হইবে।

কড়া প্রসাদ *

পাঞ্জাবী ভ্রাতৃগণ! সভাস্থলে উপস্থিত হইতে আমাদের বিলম্ব হইয়া গেল। এখন আর আমি ধর্ম্মের কোন কঠোর গুরুকথা দ্বারা তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহি না, সহজে যাহা গলাধঃকরণ হইতে পারে এমন এক মোহন ভোগের বৃত্তান্ত আমি বলিতে চাই। নগরকীর্ত্তনকারিগণ আনারকলি হইতে আসিতেছেন, শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গান গাইয়া গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিছু মোলায়েম কড়া প্রসাদ হালুয়া ভোজন করুন। সহজজ্ঞানসিদ্ধ নববিধানের হালুয়া ভোজনে কাহারো কষ্ট নাই, মুখে দিলেই পেটের মধ্যে নামিয়া যাইবে। বিশেষতঃ বাবা নানকের শিষ্যগণ বড় মোহনভোগপ্রিয়। শিখধর্ম্মশালায় এবং গুরু দরবারে যে মহাত্মা মোহনভোগ প্রচলিত করিয়াছেন তিনি প্রেমিক বটেন।

পৃথিবীর অজ্ঞানাবস্থায় লোক সকল বস্তুর সংযোগ-বিধানের তত্ত্ব জানিত না, পাঁচ বস্তু, বিভিন্ন পাঁচটি পদার্থ একত্রিত করিলে যে নববিধ রসের আবির্ভাব হয় ইহা তাহারা অবগত ছিল না, এই জন্য প্রত্যেক বস্তু স্বতন্ত্র ভাবে ভোজন করিত। একের সঙ্গে অপরের যে সম্বন্ধ আছে তদ্বিষয়ে জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ। অনৈতিহাসিক কালে এই জন্য মোহনভোগের জন্ম হয় নাই। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এক একটি সত্যের জন্মবৃত্তান্ত যেমন মনোহর, মোহনভোগের জন্ম ও জীবনচরিতও তেমনি মনোহর। ভগবান্‌জী বড় রসিক এবং প্রেমিক। তিনি দেখিলেন মোহনভোগের মূল উপাদানসকল স্ব স্ব প্রধান এবং স্বতন্ত্র হইয়া পরস্পরকে নিন্দা করিতেছে, কেহ কাহারো সহিত মিলিতে চাহিতেছে না, যেন কাহারো সহিত কাহারো সম্বন্ধই নাই। এখনও এমন সকল জাতি আছে যাহারা পাঁচ তরকারি একত্র রাঁধিয়া খাইতে জানে না, প্রত্যেক তরকারিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী বাবুরা বড় পটু, তাঁহারা পাঁচ তরকারি একত্র করিয়া খাইতে ভালবাসেন। সে যা হউক, হরি লীলারসময়, যখন দেখিলেন শুজী চিনি দুধ ঘৃত পৃথক্‌রূপে আহারে বিশেষ রসও নাই কবিত্বও নাই, তাহা খাওয়া যায় না, তখন জীবকে শুভ বুদ্ধি দিয়া তিনি মোহনভোগের সৃষ্টি করিলেন, এবং পুত্রগণকে তাহা খাওয়াইয়া আমোদিত হইলেন। প্রত্যেক যোগের খাদ্যসামগ্রীর এক এক আশ্চর্য্য ইতিহাস আছে।

এইরূপে মোহনভোগ প্রস্তুত হইল। ইহা খাইয়া বড় বড় শিখ বলবান্ পুরুষ হইল, মোটা হইল, লম্বা হইল। অন্য অপেক্ষাও লম্বা হইল, কিন্তু তাহাতে অস্থি মাংস আর দীর্ঘ দাড়িরই শ্রীবৃদ্ধি হইল। শিখ ভ্রাতারা এ পর্য্যন্ত যত কড়া প্রসাদ খাইয়াছেন তাহা একত্রিত করিলে পর্ব্বত সমান হয়; কিন্তু ইহাতে আত্মার বল বীর্য্য পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি হয় নাই। আমি যে স্বর্গীয় মোহনভোগের কথা বলিতেছি, ইহা ভোজনে আত্মা বীর্য্যশালী এবং ভক্তিবিগলিত হয়। পুনরায় ঠাকুরজী যখন দেখিলেন, পৃথিবীর মোহনভোগে কেবল জীবের ভোগ বিলাস ইন্দ্রিয়বিকার বাড়িল, তখন এই স্বর্গীয় মোহনভোগের ভোগ তিনি সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে নববিধান মোহনভোগ জন্ম গ্রহণ করিল।

এখানে অমৃতসরে গুরুদরবারে যেমন কড়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়, তেমনি অমৃতধামে স্বর্গপুরের মহাগুরুদিগের দরবারে নববিধানের কড়া প্রসাদ সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। জ্ঞান ইহার শুজী, দুধ যোগ, ঘৃত কর্ম্ম, আর চিনি প্রেমভক্তি, পবিত্রাত্মারূপ ঈশ্বরকৃপাগ্নির উত্তাপে উক্ত চারি পদার্থ মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিতে যেমন সুন্দর, খাইতেও তেমনি মধুর। যাহার দন্ত নাই এমন শিশু বৃদ্ধের পক্ষে ইহা অতীব উপাদেয় এবং সুখসেব্য। এ মোহনভোগও সহজে প্রস্তুত হয় নাই, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম এবং যোগের মধ্যে পরস্পর ভয়ানক বিবাদ চলিয়াছিল, কেহ কাহারো সঙ্গে মিলিত না, অনেক তর্ক বিতর্ক বিবাদ কলহের পর সম্প্রতি ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। মানবাত্মা ইহা না খাইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না বলিয়া প্রভুজী এই সংযোগ বিধান করিয়াছেন। এখন তোমরা এই মোহনভোগ খাইবে কি?

অবশ্য বলিতে পার কেরাণী বাঙ্গালী, যাহারা মৎস্য খায়, সুরাপান করে, তাহাদের হাতে প্রস্তুত মোহনভোগ কেন আমরা খাইব? ইহার উত্তরে এই বলিতেছি, বাঙ্গালীর হাতের তৈয়েরি সামগ্রী ইহা নহে, স্বয়ং ভগবান্

---

* পাঞ্জাবব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের মেঠো (হিন্দি) বক্তৃতার সার।

মহাগুরুদরবারের সকল সাধুর মিলন দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার হাঁতের হালুয়া খাইতেও কি আপত্তি আছে? ভগবান্‌কেও কি বলিবে যে তিনি ঈশা মুশা মহম্মদ শাক্যসিংহকে জন্ম দিয়াছেন, অতএব তাঁহারও জাতি নাই? সত্য কথা বটে, যবন খ্রীষ্টান ম্লেচ্ছকে যিনি জন্ম দেন তাঁহার আবার জাতি কোথা? এমন মূর্খ অজ্ঞান বোধ হয় কেহ নাই যে ঈশ্বরকেও জাতিভ্রষ্ট বলিবে! এ মোহনভোগ হরির রচিত, বাঙ্গালীর হাতের নয়, তবে তাহারা সর্ব্বাগ্রে খাইয়াছে বটে। কিন্তু তাহাদের প্রসাদ আমি কাহাকেও খাইতে বলিতেছি না। মা আনন্দময়ী স্বর্গে বসিয়া যেমন ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তেমনি তিনি ইহা স্বহস্তে সকল সন্তানকে পরিবেশন করিতেছেন, মধ্যে কেহ পরিবেশকও নাই যে তাহার খোসামোদ করিতে হইবে। অতএব তোমরা এই মোহনভোগ উদরপূর্ণ করিয়া খাও, দশ দিনের মধ্যে মহা বলশালী হইয়া উঠিবে। আমি ভগ্ন শরীরে কেবল এই হালুয়ার জোরে বাঁচিয়া আছি।

বিদেশের সামগ্রী ইহাতে আছে বলিয়া কি ইহা তোমরা খাইবে না? শরীর এবং মন বুদ্ধির উন্নতির জন্য তবে বিদেশের সামগ্রী কেন ব্যবহার কর? বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের ইংরাজি, পারসী, আরবি, সংস্কৃত এবং মাতৃভাষার জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছ; বৈঠকখানা সাজাও যাহাতে নানা দেশের সামগ্রী আবশ্যক হয়, স্ত্রীপুত্রকে স্বদেশ এবং বিদেশীয় বস্ত্রাভরণে সজ্জিত কর। মোহনভোগের মধ্যেও কি বিদেশের সামগ্রী নাই? কাবুলের কিস্‌মিস্ মেওয়া কি তাহার ভিতরে থাকে না? তবে আর কেন বৃথা আপত্তি অনিত্য দেহ পোষণের জন্য বিদেশজাত বিদ্যা সভ্যতা পদার্থরাশির বিলক্ষণ আবশকতা স্বীকার করিলে আর অমর আত্মার উন্নতির জন্য ঈশা মুশা মহম্মদের বিশ্বাস ভক্তি নীতি পবিত্রতা আত্মস্থ করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পার না?

দিন আসিতেছে এবং আসিয়াছে, যখন প্রত্যেক নর নারীকে নববিধানের মোহনভোগ খাইয়া বাঁচিতে হইবে। ইহা ভগবানের হাতের তৈয়েরি কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ। নির্জ্জনে একমনে বিনীত ভাবে প্রার্থনা কর, অন্তর্যামীকে জিজ্ঞাসা কর উত্তর পাইবে। তাঁহার হাতের সহি মোহর ইহার উপর আছে, পাশে সাধু মহাত্মাদের নাম সহি আছে, চিনিয়া লও এবং উদর পূরিয়া খাও। আমি শুনিয়াছি তোমরা কলের জল ব্যবহার কর না। কিন্তু এক দিন নিশ্চয় ইহা পান করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতে হইবে। যেমনি তোমরাই হও কিংবা তোমাদের পরবংশই হউক, এই মোহনভোগ এক দিন সকলকে খাইতে হইবে। তাজা তাজা টাট্‌কা মোহনভোগ এই সময় খাও, বিলম্বে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এখন যাহারা খাইবে তাহারা ধন্য! খাও আর দুবাহু তুলিয়া হরি বলিয়া নাচ গাও। মোহনভোগ উপভোগে বলীয়ান্ হইয়া আনন্দ কর। জয় দয়াময়ের জয়! শ্রীহরি জগদীশ্বরের জয়! পূর্ণ ব্রহ্মের জয়। মা আনন্দময়ীর জয়! ঈশা মুশা জনক নানক আদি সাধুগণের জয়! বেদ কোরাণ বাইবেল পুরাণের জয়! জয়! নববিধানের জয়!

ভজন।

রাগিণী কাফি। তাল খং;

দেখো ভাই নওবিধান দরবারা। লুট পড়ি হরিপ্রেম ভাণ্ডারা।

কাহে করত আর ঝুঁঠ বিচারা; লুটলে সাধু যো প্রেম পেয়ারা।

জনক নানক ঈশা শাক্য মহম্মদ বিত্তরে ভগত লুটেরা;
সব কোই মিলত, হাঁসত খেলত দেহো মাতোয়ারা।

মোহ আঁধারমে বৈঠে ভ্রান্ত জীব করত কিত্‌নে বনে
ভেদজ্ঞান অভিমান ছোড় দে পিলে প্রেমরস থোড়া অমৃত
যেসা বহ যাত শুন নয় বাজত প্রেমঢেণ্ডারা হরি প্রেম বিব
নাহি কুস্ জগমে কহে প্রেমদাস।

ছায়াহোরামান।

আমরা গত বারে পাদচ্ছায়া পরিমাণ দ্বারা কি প্রকারে হোরা নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহা লিখিয়াছি। এবার উহার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন জন্য সে প্রস্তাবের পুনরায় অবতারণ। আমরা হোরাংশ [মিনিট] বাহির করিবার যে নিয়ম লিখিয়াছি, তাহা এই প্রকারে শোধন করিয়া লইতে হইবে

ঐচ্ছায়ালব্ধৈর্হোরাঃ সূর্দ্ধাভ্যাং ভাগেষু পঞ্চসু।
তদর্দ্ধেন চ হোরার্দ্ধমংশা বৈগুণ্যভাগিনঃ॥
আদ্যন্তয়োঃ সমানত্বং তেষাং প্রায়ো হি দৃশ্যতে॥

ইহার অর্থ;—ছায়ালব্ধ ঐ সকল [হোরাঙ্ক] দ্বারা হোরা হয়। প্রাতঃকালে হোরাঙ্ক পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার দুই ভাগে পূর্ব্বার্দ্ধ হোরা, [অবশেষ তিন ভাগে পরার্দ্ধ হোরা] এবং এই দুই ভাগে ও তাহার অর্দ্ধ একত্র করিলে যে সংখ্যা হয়, তৎসংখ্যায় অপরাহ্নের পূর্ব্বার্দ্ধ হোরা [অবশেষ আড়াই ভাগে পরার্দ্ধ হোরা।] হোরাংশ সকল বৈগুণ্য ভাগ হইয়া থাকে। ইহাদিগের আদি ও অন্তে প্রায় সমানত্ব দৃষ্ট হয়।

হোরাংশ সকল বৈগুণ্য ভাগ হইয়া থাকে; ইহাদিগের আদি ও অন্তে সমানত্ব দৃষ্ট হয়; এ অংশের দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক। যখন ধ্রুবাঙ্ক ৬০ ছিল, তৎসময়ের একটি দৃষ্টান্ত

গ্রহণ করিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। এ দিনে পূর্ব্বাহ্নে ৪০ পাদচ্ছায়ায় ৭টা বাজিয়াছে। ৩৯ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত ১॥ মিনিট, ৩৩ হইতে ২৫ পর্যন্ত ২॥ মিনিট, ২৪ হইতে ২১ পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট, ২০ হইতে ১৮ পর্যন্ত ২॥ এবং অবশেষ অর্দ্ধে ২॥ই। এখানে দেখা যাইতেছে ভাগে ভাগে মিনিটসকল দ্বৈগুণ্য লাভ করিয়াছে, ৩৩এ ২॥ ছিল, অন্তেও ২॥এ পর্য্যবসান হইয়াছে। আবার ৮টার পর আরম্ভেই অন্তে যেমন অর্দ্ধে ২॥ ছিল তেমনি অর্দ্ধে ২॥ মিনিট আরম্ভ হইয়া ৯টার অন্তভাগে এক চতুর্থাংশে ২॥ মিনিট এবং তাহার পর আবার ঐরূপ এক চতুর্থাংশে ৫ মিনিট এবং তাহার দুই দুই গুণ চলিতে লাগিল।

আমরা উপরে যে দৃষ্টান্ত দিলাম তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে। কেন না আমাদিগের নিয়ম মত ১৫॥তে ৮টা বাজে। এরূপ ব্যতিক্রম হইল কেন? ব্যতিক্রম হইবার কারণ আছে। আমাদিগের নিয়মটিতে যে ফল হয় তাহা সৌরঘটিকাযন্ত্র [Sundial] সহ এক*। এসময়ে সাধারণঘটিকাযন্ত্র সৌরঘটিকাযন্ত্র হইতে ১৫ মিনিট পশ্চাগামী। তাই আমাদিগের নিয়মেও ১৫ মিনিটের ব্যতিক্রম হইয়াছে। ১৫॥ কে ২। গুণ করিয়া কিঞ্চিদধিক ৩৪ হয়। এ দুয়ের প্রভেদাঙ্ক ১৯কে ভাগ করিলে কিঞ্চিদধিক ৩ † হয়। এই তিনে ১৫ মিনিট, কেন না আমাদিগের নিয়ম মত পাঁচ অংশের দুই অংশে ৩০ মিনিট। ৭টার সময় ৫ মিনিট গিয়াছে, এখন ১৫॥র সঙ্গে ১০ মিনিটের ২ যোগ করিয়া ৭॥ হইল। উহাই সাধারণ ঘটিকা যন্ত্রের ৮টা বাজিবার সময়। ১০, ১১, ১,২ এ কয়েক স্থলে ব্যতিক্রম উপলব্ধি হয় না কেন না ক্রমে প্রভেদ তিরোহিত হইয়াছে। ব্যতিক্রমের অঙ্ক জানা না থাকিলে, সাধারণ ঘড়ীর সঙ্গে সময় মিলাইবার সম্ভাবনা নাই এ জন্য আমরা নিম্নে ব্যতিক্রমাঙ্ক নিবদ্ধ করিলাম।

মাস	মিনিট	অগ্রগ।	মাস	মিনিট	অগ্রগ।
৩ জানু,	৫	,,।	৬ জানু,	৬	,,
৮ ,,	৭	,,।	১০ ,,	৮	,,
১৬ ,,	০	,,।	১৯ ,,	১১	,,
২২ ,,	১২	,,।	২৭ ,,	১৩	,,
১ ফেব্রু,	১৪	,,।	২১ ফেব্রু,	১৩	,,
২৭ ,,	১২	,,।	১ মার্চ্চ	১৩	,,
৩ মার্চ্চ	১২	,,।	৭ ,,	১১	,,
১১ ,,	১০	,,।	১৫ ,,	৯	,,
১৮ ,,	৮	,,।	২১ ,,	৭	,,
২৫ ,,	৬	,,।	২৮ ,,	৫	,,
৩১ ,,	৪	,,।	৩ এপ্রিল	৩	,,
৭ এপ্রিল	২	,,।	১১ ,,	১	,,
১৩* ,,	০	,,।	১৯ ,,	১	পশ্চাদ্গা।
২৪ ,,	২	পশ্চাদ্গা।	৩০† ,,	৩	,,
১ মে	৩	,,।	৪ জুন	২	,,
৯ জুন	১	,,।	১৪ ,,	০	,,
২০ ,,	১	অগ্রগ।	২৪ ,,	২	অগ্রগ।
২৯ ,,	৩	,,।	৪ জুলাই	৪	,,
১০ জুলাই	৫	,,।	২১ ‡ ,,	৬	,,
১০ আগষ্ট	৫	,,।	১৫ আগষ্ট	৪	,,
২০ ,,	৩	,,।	২৪ ,,	২	,,
২৭ ,,	১	,,।	৩১ ,,	০	,,
৪ সেপ্টেম্বর	১	পশ্চাদ্গা।	৭ সেপ্টেম্বর	২	পশ্চাদ্গা।
১০ ,,	৩	,,।	১৩	৪	,,
১৬ ,,	৫	,,।	১৮ ,,	৬	,,
২১ ,,	৭	,,।	২৪ ,,	৮	,,
২৭ ,,	৯	,,।	৩০ ,,	১০	,,
৩ অক্টো,	১১	পশ্চাদ্গা।	৭ অক্টো,	১২	পশ্চাদ্গা।
১০ ,,	১৩	,,।	১৪ ,,	১৪	,,
১৯ ,,	১৫	,,।	২৭ ,,	১৬	,,
১৫ নবেম্বর	১৫	পশ্চাদ্গা।	২০ নবেম্বর	১৪	,,
২৪ ,,	১৩	,,।	২৭ ,,	১২	,,
২৯ ,,	১১	,,।	২ ডিসে,	১০	,,

মাস	মিনিট	অগ্রগ।	মাস	মিনিট	অগ্রগ।
২৬ ডিসেম্বর	১	,,	২৮ ডিসেম্বর	২	,,
৩০ ,,	৩	,,।	১ জানু.	৪	,,

* সৌরঘটিকাযন্ত্র হইতে এ নিয়মের এই একটি বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয় যে, একই দিনে পূর্ব্বাহ্নে সাধারণঘটিকাযন্ত্র পশ্চাদ্গামী (Slow), অপরাহ্নে অগ্রগামী (Fast) এবং পূর্ব্বাপরে ১৫, মিনিট পশ্চাগামী বা অগ্রগামী হয়। ইহার কারণ চিন্তনীয়।

† ঠিক ধরিলে ৩৮, কিন্তু এত সূক্ষ্ম ছায়ায় উপলব্ধি হয় না বলিয়া অনুপলব্ধি স্থলে ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রেণাণ্ট সাহেব অতি সূক্ষ্ম প্রভেদাঙ্ক স্থির করিয়া গিয়াছেন। আমরা স্থূলই গ্রহণ করিলাম, কেন না আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

* ১৫ তারিখে শূন্য ধরা গেলেও অনুপলব্ধির হিসাবে ১৩ তারিখে ধরা গেল।

† সনডায়েলে এ অঙ্ক নাই, ২ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড জন্য আমরা তিন মধ্যে গণনা করিলাম।

‡ ১৯ জুলাই ৫ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড এবং ২০ জুলাই ৬ মিনিট ২ সেকেণ্ড শ্রীযুক্ত ব্রেণাণ্ট সাহেবের কৃত গণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তদনুসারে ১৯ জুলাই ১ এর আরম্ভ।

মাস	মিনিট অগ্রগ।	মাস	মিনিট অগ্রগ।
৫ ডিসেম্বর	৯ ,,।	৭ ,,	৮ ,,
৯ ,,	৭ ,,।	১১ ,,	৬ ,,
১৩ ,,	৫ ,,।	১৬ ,,	৪ ,,
১৭ ,,	৩ ,,।	২০ ,,	২ ,,
২২ ,,	১ ,,।	২৪ ,,	০ ,,

আমরা ধ্রুবাঙ্কসম্বন্ধে পূর্ব্ববারে কিছু বলি নাই। এবার এই বলিতে পারি;

একাদশাঃ সমারভ্য তদর্দ্ধে পাদলোপভাক্।
সার্দ্ধদ্বাদশহোরায়াং ধ্রুবোঽয়ং পূর্ব্বভাববান্॥

১১টা হইতে আরম্ভ হইয়া ১১৷৷টাতে এক চতুর্থ কমিয়া গিয়া ১২৷৷টাতে আবার পূর্ব্ববৎ হয়, ইহাকেই ধ্রুবাঙ্ক বলে। কেহ যদি এই সূক্ষ্ম কালের মধ্যে বিভাগ দেখিতে চান, পাদচ্ছায়ার বৃদ্ধি অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাণ করিলে দেখিতে পাইবেন। ১২টা বাজিয়া প্রায় আদকোয়াটারের মধ্যে এক অঙ্গুলি বাড়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

যোগশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

কুটীর।

শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্য শিক্ষা কর। প্রকৃতরূপে বৈরাগ্য শিক্ষা না করিয়া যদি ভিতরে যাও আবার সংসারে প্রত্যাগমন অনিবার্য্য। এখানকার বিষয়সকল সংযত করিয়া না গেলে আবার ইহারা তোমাকে সংসারে টানিয়া আনিবে। সোলা কি জান। ইহার অত্যন্ত বড় এক খণ্ড নিয়ে অনেক দূর জলের নীচে যাও, সেই সামগ্রী এত হাল্কা যে তাহা ভাসিয়া উঠিবে। মনকে সেই রূপ তুমি ভিতরে মগ্ন কর, যদি লঘুত্ব থাকে আবার ইহা ভাসিয়া উঠিবে। সংসারী বিষয়ী মন এত লঘু যে যত বার ইহাকে ভিতরে লইয়া যাইবে, তত বার ইহা আবার ভাসিয়া উঠিবে। গরু বাঁধা আছে দড়ীতে, সেই গরু কি ঘুরতে পারে না দৌড়িতে পারে না? ঘুরে, দৌড়ে, অথচ একটী সীমার ঐদিকে বেরোতে পারে না। মনরূপ গরুকে সংসার বেঁধেছে, কিন্তু ভ্রান্তচিত্ত লোক মনে করে, আমিত নিজের ইচ্ছামত দৌড়িতে পারি, অথচ একটু ধর্ম্মের প্রগাঢ়তা যদি হয় অমনি জানতে পারে যে একটী সীমার মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে। এই জন্য বাহিরের রজ্জু কাট যদি ভিতরে অনেক দূর যাবে। বৈরাগ্য নিতান্ত আবশ্যক। তোমার রাজ্য যদি সুশাসিত না হয়, ইন্দ্রিয়সকল যদি দমন না কর, সংসার যদি জিত না হয়, এ সকল দুর্জ্জয় রিপু তোমাকে আক্রমণ করবেই; তুমি ভিতরে স্থির হয়ে শান্তি ভোগ করিতে পারিবে না। আগে এ সকল বিদ্রোহী প্রজা-দিগকে জয় করিয়া পরে ভিতরে গিয়ে সাধন কর্‌বে। বুদ্ধিগত যে বৈরাগ্য তাহাও বিশেষরূপে সাধন কর। চক্ষু নিমীলনরূপ কষ্টিপাথরের দ্বারা, সংসারকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাকাও আর চক্ষু নিমীলিত কর, বল এই আছে, এই নাই, বার বার বল সেই বস্তু আছে আর নাই, ভেল্কী, যাদু! বস্তুভেদী জ্ঞান এক প্রকার আছে, উহা বস্তু ভেদ করে ভিতরে যায়। স্থূলদর্শী জ্ঞান বাহিরে বেড়ায়। তোমার জ্ঞান সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী হউক। তোমার জ্ঞান বস্তুর ভিতরে ব্রহ্মকে দেখুক। তীব্র জ্ঞানদৃষ্টিতে সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, অগ্নির অগ্নিত্ব দেখিয়া বাহ্য বস্তুর অসারতা প্রতিপন্ন করিবে। এই বিষয়ে ক্রমোন্নতি বিশ্বাস করিবে, এক দিনে হয় না। যেমন ব্রহ্মদর্শন ক্রমাগত উজ্জ্বল-তর হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ সাধন দ্বারা জগতের অসারতা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারিবে। সহস্র লোক বল্‌বে জগৎ অসার; কিন্তু সহস্রের মধ্যে হয়ত এক জন লোকে দেখে জগৎ অসার। তুমি অসার দেখ্‌তে চেষ্টা কর। বুদ্ধিগত বৈরাগ্য দ্বারা এমনি নিশ্চিতরূপে জগৎকে অসার শ্মশান বলিয়া চলিয়া যাও যে, আর যেন এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয়, এবং হৃদয়গত বৈরাগ্য দ্বারা সংসারের প্রতি অনুরাগবিহীন হও এবং অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব কর। প্রথমতঃ ধনে, মানে, আহারে, পরিচ্ছদে, কোন্ কোন্ স্থানে আসক্ত আছে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহা দূর কর। যে সকল বস্তুতে অত্যন্ত সুখ বোধ হয়, সেই সুখের লোভ পরিত্যাগ কর। এই হৃদগত বৈরাগ্য সাধ-নের সময় একটি বিষয়ে মনোযোগ রাখিবে। প্রথমাবস্থায় উদারতা উচিত নহে। যেখানে সেখানে থাকি না কেন, যাহা তাহা খাই না কেন, যাহা তাহা পরি না কেন, কিছুতেই আমার যোগভঙ্গ হইবে না, প্রথমাবস্থায় কদাচ এই উদারতা উচিত নহে। আবার চির কালই যে, এখানে থাকিব না, ঐ দ্রব্য খাব না, ঐ বস্ত্র পরিব না ইহা করিলে চলিবে না। প্রথমেত এই এই দ্রব্য খাইব, এই এই স্থানে থাকিব, এই এই বস্ত্র পরিব, এই এই লোকের সঙ্গ করিব, এ সকল নিয়ম আবশ্যক; কিন্তু চির জীবন কঠোর তপস্যা রজ্জুতে বদ্ধথাকা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। প্রকৃত বৈরাগ্য এক বার কঠোর সংযম দ্বারা সংসার বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া পরে ব্রহ্মের আদেশে, (সুখের ইচ্ছাতে নহে) সংসারের কর্ত্তব্যসকল পালন করে। প্রথমাবস্থায় দুঃখ তোমার গুরু, সুখ তোমার শত্রু। দুঃখ তোমার স্বর্গ, সুখ তোমার নরক। এই মূল নিয়মটি হৃদয়ে লিখে রাখ। লোভের বস্তু সমুদয় পরাজয় কর। খুব ভাল খাওয়ার কাজ কি? খুব ভাল শয্যায় শোয়া কাজ কি? মান, অপমান কিছু নাই। এগুলি তবে অনেক বৎসর সাধনের পর। যাহাতে সুখ হয় তাতে তিক্তরস মিশ্রিত কর।

সে ক্ষমতা ঈশ্বর দেন যাতে সংসারের সুধার সঙ্গে তিক্তরস মিশ্রিত করা যায়। ধন মানের প্রতি বিতৃষ্ণা চাই। না ভাল আহার হইল অসন্তোষ নাই, না ভাল বস্ত্র হইল, না ভাল শয্যা হইল অসন্তোষ নাই। বৈরাগ্যের বিশেষ সাধন এই, লোকে যাতে বৈরাগ্যের ব্যাপার খুব কম দেখতে পায়। দৃষ্ট বাহ্য বৈরাগ্য অপেক্ষা অদৃষ্ট আন্তরিক বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ, তুমি এই শেষোক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ কর। সেই বিতৃষ্ণাটী আন্‌বে, কিছুই ভাললাগ্‌ছেনা, আমি পালায়ে ভিতরে যাই। এদের যন্ত্রণায় জ্বলে এমনি হবে যে, ভিতরে না গিয়া আর বাহিরে থাকিতে পারিবে না। যদি অধিক কথাতে সুখ হয়, অল্প কথা বল, যদি অধিক খাওয়াতে সুখ হয়, অল্প আহার কর, এই সমুদয়ের মধ্যে মূল নিয়ম একটি এই যে কিছুতেই মৃত্যু রোগকে আনয়ন করা হবে না। সাধনের দোষে যাহারা রোগগ্রস্ত বা মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় তাহারা বৈরাগ্যের [illegible]ন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রকৃত বৈরাগ্যে শুষ্কতা এবং বিক[illegible]ভাব নাই। ইহা শান্ত আর কান্তি। বৈরাগ্য সুন্দর, বৈরাগ্য শান্ত। তুমি জিজ্ঞাস কর্‌তে পার তবে দুঃখ নেব কেন? দুঃখ নেবে না; কিন্তু দুঃখকে সুখ করে নেবে। সংসারের সুখকে জ্বালায়ে তাহা হইতে খাদ বাহির করে নেবে। বৈরাগ্য কড়াতে সংসারের সুখকে জ্বালাইলে তাহা হইতে ইহার অপকৃষ্ট অংশ বাহির হইয়া যাইবে, পরে যাহা থাকিবে খাঁটি শান্তি। বৈরাগ্যের শোষাবস্থায় তৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা দুই গিয়ে শান্তি আস্‌বে। ইচ্ছা করে এমন কষ্ট নেবে না যাতে রোগ আসে। যদি নেও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হবে। যদি অসময়ে আহার করিলে রোগ হয়, তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা জীবন নাশ, বৈরাগ্যের মূল মন্ত্রের উচ্ছেদ।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।
অশিক্ষমাণো বৈরাগ্যমন্তর্ব্বিশসি চেৎ পুনঃ।
প্রত্যাগচ্ছসি সংসারে বিষয়ৈরজিতৈর্জ্জিতঃ ॥ ১ ॥
নীরে গভীরে সংনীয় নড়খণ্ডং নিমজ্জয়।
লঘুত্বাৎ প্লবতে তূর্ণং লঘুত্বে মনসস্তথা ॥ ২ ॥
রজ্জুবদ্ধো বলীবর্দ্দশ্চক্রবৎ ভ্রমিতুং ক্ষমঃ।
প্রধাবিতুঞ্চ সীমানমতিক্রমিতুমক্ষমঃ ॥ ৩ ॥
সংসারদামবদ্ধং যন্মনো বেগেন ধাবতি।
সাধনেহ বুদ্ধিমান্ লোকো মন্যতে খলু বেগবৎ ॥ ৪ ॥
তদ্রজ্জুস্থিরপনীতোহস্য তূর্ণং ভবতি সাধনে।
ধর্ম্মে প্রগাঢ়তাংপ্রাপ্তে বদ্ধমিত্যনুভূয়তে ॥ ৫ ॥
অশিষ্টা চেন্দ্রিয়গ্রামমজিত্বা সংস্থিতং ন হি।
দৈর্য্যেণ শান্তিং সংভোক্তুং সক্ষমোহসি কদাচন ॥ ৬ ॥
অতঃ সংছিদ্য রজ্জুং তাং প্রবিশান্তর্যদৃচ্ছয়া।
অপ্রশাম্য চ বিদ্রোহং ভোগঃ সম্ভাব্যতে কুতঃ ॥ ৭ ॥
নিমীলোন্মীল্য নয়নে পশ্যাস্তি নাস্তি তৎক্ষণাৎ।
ইন্দ্রজালমিতি জ্ঞাত্বা তদতীতোহসি সুব্রত ॥ ৮ ॥
বস্তুভেদকরং জ্ঞানমস্তি ভিন্নাংশ্চ তেন তৎ।
পশ্যাস্তব্রহ্ম সর্ব্বত্র মূঢ়তাং জহি সর্ব্বথা ॥ ৯ ॥
স্থূলজ্ঞানবিমূঢাত্মা তত্ত্বং ন পরিপশ্যতি।
বহির্ধাবত্যতস্তেহস্তু জ্ঞানন্তৎ বস্তুভেদকৃৎ ॥ ১০ ॥
সূর্য্যস্য যচ্চ সূর্য্য ত্বং চন্দ্রত্বং চন্দ্রবস্তুনঃ।
বায়োর্বায়ুত্বমগ্নেশ্চ পশ্যাত্মাগ্নিজলস্য চ ॥ ১১ ॥
প্রতিপাদ্যমসারত্বং তেষাং তৎসারসংগ্রহৈঃ।
তত্রোন্নতিঃ ক্রমাদ্যোগার্থিনস্তজ্জ্ঞানবর্দ্ধনাৎ ॥ ১২ ॥
ইদং সর্ব্বমসারং হি সহস্রং নক্তমুদাত্তাঃ।
বিশ্বসিতুঞ্চ তদ্বাক্যং জনো নৈকোহপি দৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥
বৈরাগ্যেণ বুদ্ধিক্তেন শ্মশানমিব সংস্থিতিম্।
কৃত্বা প্রবিশ তত্রান্তর্ন বহির্যাসি যৎ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
বিরজ্যেথা হৃদ্যাতেন সংসারাৎ সারবর্জ্জিতাৎ।
আসক্তের্ব্বিষয়ত্যাগঃ প্রথমং সাধনং মহৎ ॥ ১৫ ॥
আহারে পরিধানে চ সঙ্গে বাসে যথেচ্ছতা।
পরিত্যাজ্যা বর্ত্তিতব্যং নিয়মাৎ ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৬ ॥
দুঃখং গুরুঃ সুখং শত্রুঃ স্বর্গো নরক এবচ।
সুখদং যত্রসৈস্তৈক্তৈঃ সংবদ্ধং তৎ ততঃ কুরু ॥ ১৭ ॥
যত্র যত্র সুখাসক্তিস্তৎতৎসঙ্কোচ এব হি।
বৈরাগ্যসাধনোপায়ো বিজ্ঞেয়ঃ সাধকৈরিহ ॥ ১৮ ॥
কৃচ্ছ্রেণ মৃত্যুর্ব্ব্যাধির্ব্বা যদি স্যাৎ ত্যাজ্যমেব তৎ।
শরীররক্ষণেনৈব দুঃখং সুখমিবাভজেৎ ॥ ১৯ ॥
বিতৃষ্ণাং জনয়ন্ পূর্ব্বং কঠোরসংযমৈঃ পুনঃ।
জ্ঞাত্বাদেশং পরেশস্য স্বাধীনইব সংবসেৎ ॥ ২০ ॥
ধ্যাতং সুখঞ্চ সাংসারকটাহে মলমুক্তাজেৎ।
শান্তিরূপেণ সন্তিষ্ঠেত্তেদং কান্ত্যা বিমোহয়েৎ ॥ ২১ ॥
প্রকৃতং যত্তু বৈরাগ্যং ন তৎ শুষ্কত্বমানয়েৎ।
প্রকৃত্যা সুন্দরং তত্তু তস্মিন্ দুঃখং সুখং সদা ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে
বৈরাগ্যকথনং নামাষ্টমমুপনিষৎসু
দ্বাবিংশতিতমমনুশাসনম্।

প্রেরিত।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সবান্ধবে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত হরিগুণকীর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যা-

গমনপূর্ব্বক সঙ্গিগণকে তথায় ছাড়িয়া মুদিয়ালীতে উপস্থিত হইয়া সোমবার মুদিয়ালীতেই অবস্থিতি করেন। তাহার পরদিবসে তিনি তাঁহার সমভিব্যবহারী শ্রদ্ধেয় কেদার বাবু ও নন্দ বাবুর সঙ্গে আমাকে লইয়া এদেশে আসিয়াছেন। পথে আন্দুল মৌড়িতে এক দিন ও খোড়পে একদিন থাকা হইয়াছিল। আন্দুলে বৃষ্টির জন্য কোন কার্য্য হয় নাই। খোড়পে তত্রস্থ লোকদিগকে লইয়া রাত্রে নামসঙ্কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। গতকল্য আমরা গাড়তে পৌছিয়া উপাসনা করা হয়। এখানকার যুবকগণের অনুরাগ ও উৎসাহে আনন্দিত হওয়া গিয়াছে। বৈকালে এখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে ঝিকরা ও নাউ-ড়া নামক গ্রামে সদলবলে যাওয়া যায়। ৬০।৭০ জন লোক সঙ্গে নিশান উড়াইয়া ভেরী বাজাইয়া গ্রামে প্রবেশ করা যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে তত্রস্থ হরিসভার পার্শ্বে, চণ্ডীর সম্মুখে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। নিয়মিত সময়ে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে ভদ্রবেশধারী এক জন নিষেধ করে, তাহার কথা না শুনিয়া কীর্ত্তন করা যায়। কীর্ত্তনের পর বলিবার জন্য শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় যেমন দণ্ডায়মান হইলেন অমনি বলিয়া উঠিল আমরা আপনাদের কথা শুনিতে চাই না। আপনারা আমাদের সমক্ষে পৌত্তলিকতার কথা বলিলেও আমরা শুনিব না। তাহাতে তিনি বলেন বক্তৃতা না শুনেন তো কীর্ত্তন হউক, তাহারা বলিল তাহাতেও আমাদের ক্ষতি নাই; তবে আমাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া কীর্ত্তন করিলে আপনাদের ধর্ম্ম হয় তো করুন। এই কথা বলিতে বলিতেই আমরা হরিনাম গান করিতে আরম্ভ করি। গান শুনিয়া তাহারা ধূলি বর্ষণ আরম্ভ করে। দুই একটী ঢিলও কাহাকে কাহাকে লাগিয়াছে; এক জনকে এমন আঘাত লাগিয়াছে শুনিলাম রাত্রে তাহার জ্বর হইয়াছিল। সুধু ইহাই যথেষ্ট নয়। তাহারা ঢুলিদিগকে মদ খাওয়াইয়া এবং আপনারা কেহ কেহ লইয়া খুব বাজাইয়া গোল করিয়া আমাদের কীর্ত্তনের ব্যাঘাত করে পরে সমস্ত পথ সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ আসিয়া আমরা ঐ গ্রামের খাল পার হইলে তাহারা চলিয়া যায়। সুখের বিষয় এই যে তাহাদের অত্যাচারে আমাদের কি এখানকার যুবকদিগের কাহারো মন চঞ্চল কি মুখ ম্লান হয় নাই। সকলেই হাসিতে হাসিতে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া গ্রামে পুনঃপ্রবেশ করেন। গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বাবুর বাটীর অঙ্গনে খুব নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন হয় এবং কিছু বলিতে অনুরোধ করায় শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় কিছু বলেন তাহার পর সঙ্কীর্ত্তনান্তে কল্যাকার কার্য্য শেষ হইয়াছে। অদ্য বৈকালে জয়পুর গ্রামে যাইবার কথা আছে নিবেদন।

আমবাগাড়ি—
১২৮৯। ১৮ই কার্ত্তিক,
শুক্রবার।

দাস
শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব

সংবাদ।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গমন করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির কয়েক বৎসর হইতে অসম্পন্ন অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি তত্রত্য ব্রাহ্ম ভ্রাতৃমণ্ডলীর যত্নে উহা সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় এতৎসম্বন্ধে অত্যন্ত মুক্ত হস্ততা দেখাইয়াছেন। তিনি তাদৃক্ মুক্ত হস্ত না হইলে এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন হইত। আর সকল ভ্রাতারও তাঁহার অনুসরণ করিয়া যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। এই অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে আমরা অতীব সুখী হইয়াছি। ঈশ্বর আমাদিগের ভ্রাতৃবর্গকে যেমন মন্দির দিলেন, তেমন তাঁহাদিগের ভক্তি প্রেম যোগ বর্দ্ধন করিয়া কৃতার্থ করুন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

বিজ্ঞাপন।

অনুরোধ পত্র।

উপকারী বন্ধুগণ, এক ধর্ম্মাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ, এই ভৃত্য অতি বিনীত ভাবে আপনাদিগের চরণ ধরিয়া ভিক্ষা করিতেছে যে আপনারা দয়া করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার দেয় মূল্য অতি ত্বরায় পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগের লজ্জা নিবারণ করিবেন। যে অগ্রিম মূল্য বৎসরের প্রথমেই পাওয়া উচিত ছিল, বৎসর শেষ হইতে চলিল সেই মূল্য আজও পাইলাম না। বিদেশস্থ গ্রাহকগণের দ্বারস্থ হইবার সুবিধা থাকিলে এ দাস তাহা করিতে ত্রুটী করিত না। কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণ যদি এই পত্রিকা পাইয়া মূল্য না দেন, দাস শীঘ্রই তাঁহাদের চরণসমীপে উপস্থিত হইবে।

অধম ভৃত্য।
শ্রীকান্তি চন্দ্র মিত্র।

ঈশাচরিতামৃত।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকার প্রণেতা শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাত্মা ঈশার পবিত্র জীবন চরিত লিখিয়াছেন, উহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পুস্তক খানি ডিমাই সাইজ ৩০ ফরমার কম হইবে না। কাগজ খরিদ ও ছাপাখানার ব্যয় জন্য অনেক গুলি টাকার দরকার, আগামী মাঘোৎসবের মধ্যে যাহাতে সমস্ত ছাপার কার্য্য শেষ হইয়া সকলে পাইতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে। মহাত্মা চৈতন্যের জীবনচরিত যেমন সাধারণের আদরের বস্তু হইয়াছে, ঈশার জীবনচরিতও সকলের যে বিশেষ আদরের হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় খ্রীষ্টের জীবন অতিসুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের দোষগুণ ভবিষ্যতে পুস্তকে বাহির হইলেই সমালোচিত হইবে। আমরা সাধারণের এবং আমাদের সুবিধার জন্য এই পুস্তকের অগ্রিম মূল্য লইতে অভিলাষ করিয়াছি। অগ্রিম মূল্য প্রদাতাদিগকে ১।০ পাঁচ সিকা মূল্যে সমস্ত পুস্তক দেওয়া যাইবে। যাঁহারা আমাদের প্রস্তাব মত অগ্রিম মূল্য দিতে চান, তাঁহারা যেন বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা।
৬নং কলেজস্কোয়ার
১০ই নবেম্বর ১৮৮২।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
প্রচার কার্য্যালয়ের
কার্য্যাধ্যক্ষ।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান-যন্ত্রে ৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৬ ভাগ।	১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৮০৪ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
২০ সংখ্যা		মফস্বল ঐ	৩

প্রার্থনা।

হে পরম দেব, আমি তোমার নিকটে যাহা ইচ্ছা তাহা প্রার্থনা করিতে পারি না, তুমি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া দেখাইয়া দাও যে আমি তোমার নিকটে কোন্ বস্তু চাহিব। প্রার্থনা অতি অমূল্য উপায়, আমি উহাকে স্বেচ্ছাচারের পথে ফেলিয়া দিয়া অকর্ম্মণ্য করিতে চাই না একে একে দুই যেমন নিঃসংশয়, প্রার্থনার ফল তেমনি সংশয়বিরহিত। আমি কি যে সে প্রার্থনা করিয়া প্রার্থনাকে অনিশ্চিত সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া তুলিব? ইহা হইলে, প্রভো, আমার যে ঘোরতর অপরাধ হইবে। আমি মরিব, আমার সঙ্গে সঙ্গে আর শত শত জনের প্রাণবিনাশের কারণ হইবে। এত বৎসর আমি তোমার নিকটে আছি, এখন যদি আমার স্বেচ্ছাচারনিবন্ধন প্রার্থনাসকল নিষ্ফল হয়, তবে আমি সমগ্র জগৎকে এই কথা বলিব, আমি বহু বর্ষ অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছি, সকল প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। সুতরাং যে গুলি পূর্ণ হইয়াছে, সেগুলি অন্য কারণে প্রার্থনার জন্য নহে। এইরূপ যদি আমি প্রার্থনায় লোকের অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়াদি, তবে যাহা লইয়া লোকের তোমার সঙ্গে যোগ ছিল তাহা যে কাটিয়া গেল, পৃথিবী নাস্তিকতার করাল গ্রাসে পতিত হইতে চলিল। নাথ, প্রার্থনা কি সামান্য সামগ্রী? উহা যে তোমার সঙ্গে যোগ বিনা প্রস্ফুটাকার ধারণ করে না। ব্যাকুল হইয়া যে তোমার নিকটে যায়, তুমি আসিয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হও; সেই আবির্ভাবে হৃদয়ের সমুদায় প্রচ্ছন্ন অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর তদনুরূপ প্রার্থনা অনুভূত হয়। যদি যোগজনিত সত্য প্রার্থনা ভিন্ন তোমার নিকটে আর কিছু গ্রাহ্য না হয়, তবে বল আজ তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব। বল, এখন তুমি আমার নিকটে কি চাও? কি হইলে তোমার তুষ্টি হয়? আমি দেখিতেছি, তুমি আমার নিকটে ভ্রাতৃপ্রেম চাহিতেছ। যে প্রেম বিনা আমার হৃদয় স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কারের হস্তে বিক্রীত রহিয়াছে, সেই প্রেম আমাতে সঞ্চয় হয় এই তোমার ইচ্ছা। প্রভো, আমি এই প্রেম তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রেমকে স্থাপন করিব, প্রেমের দ্বারা সকল বিষয়ের বিচার করিব, প্রেমশূন্য হইয়া কোন কার্য্য করিব না, এই আমার নিশ্চয়। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার

এই নিশ্চয় অগোণে ফল বহন করে। ফল দ্বারা যখন প্রার্থনার সারল্য পরীক্ষা করিবে, তখন প্রেমফললাভের প্রার্থী হইয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমার এই প্রার্থনা ফলবতী কর।

সচ্চিদানন্দ।

"সচ্চিদানন্দ" এটি ভারতবর্ষের মূলমন্ত্র। সচ্চিদানন্দের উপাসনা ইহার নিকটে অপরিচিত নহে। এদেশে যত প্রকারের উপাসনা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কোন না কোন আকারে সৎ চিৎ আনন্দ, এই তিন স্বরূপ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমরা গত বারে ত্রিমূর্ত্তি উপাসনার বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া ত্রিমূর্ত্তি বা ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনে সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। এবার সচ্চিদানন্দমন্ত্রসম্বন্ধে কিছু বলিব মনে করিয়াছি।

আমাদিগের দেশে বৈদিক সময়, যিহুদিদিগের দেশে মূসার সময়, এবং অন্যান্য দেশে তৎতৎ সময়ে সৃষ্টিতে ঈশ্বরের পূজা হইয়াছে। এ সময় বৈজ্ঞানিক সময়, এখনকার বিজ্ঞানবিদ্গণ দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইতেছেন, অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও সেই দিকে গতি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ এ গতির অবরোধ করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণও অল্লাধিক সেই দিকে আপনাদের গতি ফিরাইয়াছেন। বৈদিক সময়ের পর পৌরাণিক সময়, এ সময়ে আচার্য্য বা গুরুর উপাসনা। আমাদিগের দেশের পুরাণশাস্ত্রে উপদেষ্টৃগণের ঈশ্বর সহ অভিন্নভাবে ধ্যানোপাসনা সুস্পষ্ট নিবদ্ধ আছে, এ সম্বন্ধে কাহারও ভ্রম জন্মিতে পারে না। যিহুদীদিগের মধ্যেও মূসার সময় গিয়া যখন ঈশার সময় আসিল, তখন বৈদিক সময় গিয়া পৌরাণিক সময় উপস্থিত। এ দেশে যাহা আচার্য্যোপাসনা, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহা পুত্রোপাসনা। পৃথিবী এই দুই সোপানে আসিয়া স্থগিত হইয়াছে, তৃতীয় মূর্ত্তির উপাসনাতে এখনও অগ্রসর হয় নাই।

আমাদিগের দেশীয় যোগ শাস্ত্রে স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সমুদায়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, আত্মা এবং সিদ্ধ পুরুষ ও আচার্য্য এই সকল অবলম্বন করিয়া যোগ অভিহিত হইয়াছে। যোগে আত্মাকে গ্রহণ করাতে যে তৃতীয় সাধনের কথা আমরা বলিতেছি, তাহা এক সময়ে এদেশে হইয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে বুঝা যাইবে, এ আত্মসাধন অহংসাধন। আমরা যে সাধনের কথা বলিতেছি তাহা অহমের অতীত। যদি বলা হয়, অহমের অতীত হইলে উহা বৌদ্ধধর্ম্মে দৃষ্ট হয়, আমরা বলি না, বৌদ্ধধর্ম্ম কখন প্রেরয়িতা স্বীকার করে না। যদি প্রেরয়িতা স্বীকার করিলেই তৃতীয় মূর্ত্তিতে সমাগম হয়, তবে "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এই কথা যখন গায়ত্রীতে প্রতিদিন উল্লিখিত হয়, তখন বৈদিক সময়ে তৃতীয়ের কাল অতীত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমরা আবার বলি তাহা নহে, এ মন্ত্রের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। সূর্য্যোদয়ে লোকসকল জাগ্রৎ হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইত। সুতরাং "সবিতা" (সূর্য্য) সকলের বুদ্ধি প্রেরণ করেন বলিয়া ঋষিগণ তদ্রূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, এইটিকে নিয়ত ভাব করিবার জন্য সর্ব্বজনীন যত্ন হয় নাই।

সে যাহা হউক, আমরা এখন আমাদিগের মূল বিষয়ের অনুসরণ করি। আমরা সচ্চিদানন্দ মন্ত্র সাধন করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। এ তিনের একটিকেও সাধনকালে আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সৎ আমাদিগের সাধনের মূলভূমি, সৎ ছাড়িয়া সাধন মূলশূন্য ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি। সকল উপাসনা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, সতের উপাসনা কোন সময়ে কোন অবস্থায় পৃথিবী

হইতে তিরোহিত হইতে পারে না। যদি উপাসক সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্গমনও হয় তবু এইখানে গিয়া গতি অবরুদ্ধ হইবেই। সুতরাং এই স্থির ভূমিনিত্যভূমিকে আমরা সর্ব্বাগ্রে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিব। আমাদিগের উপাস্য অনন্ত সত্তা। ইহাঁকেই সৃষ্টিতে, ইহাঁকেই বিশেষ বিশেষ মানবে, ইহাঁকেই আত্মাতে অবলোকন করি, কিন্তু সাধনসৌকর্য্যার্থ ত্রিবিধরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। তবে কি ভেদদর্শন সাধনোপায় মাত্র? মূলতঃ যাহা সত্য নহে, তাহাও কি সাধনার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়? না, তাহা নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি ঈশ্বর যখন আপনাতে আপনি বিদ্যমান, তখন বাক্যাতীত, জ্ঞানাতীত; যখন সৃষ্টিতে প্রকাশিত, তখন জনবুদ্ধিগোচর। তিনি এক সময়ে এই রূপে গোচর অগোচর উভয়ই। আপনাতে আপনি বিদ্যমান অপেক্ষা পর পর প্রকাশ ক্ষুদ্র। তবে কি সাধনার্থ ক্ষুদ্র ঈশ্বর স্বীকার্য্য? না, এই জন্যই চিৎ ও আনন্দের সঙ্গে সৎকে সাধনে নিত্য যোগে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। এই সৎসৃষ্টিতে শক্তি, মানবে চিদ্রূপে প্রকাশিত। এই দুই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তত্ব নিত্য সংলগ্ন রহিয়াছে। সৃষ্টিতে ও মানবে প্রকাশ হইলেও অনন্তত্বে উহা এতদুভয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছে।

এখন জিজ্ঞাসা এই, সাধন এক সতেতে কেন আবদ্ধ রাখা হয় না? কেন না চিৎ ও আনন্দতো সেই সতই। সতের বিকাশস্থলে ঐ দুই স্বরূপ এক বার কথঞ্চিৎ অনুভূত হইলে উহা তৎপর সতেতেই দর্শন করা যাইতে পারে। পারে না বলিয়াই স্বতন্ত্র সাধনের প্রয়োজন। এপর্য্যন্ত চিতের যত দূর বিকাশ হইয়াছে, উহা সেই সেই বিকাশস্থল চিতের বিষয় না হইলে জ্ঞানগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না জ্ঞান প্রেমাদি বস্তু বিকাশস্থলে অনুভবগোচর অন্যথা নহে। আবার এই বিকাশস্থলও অকর্ম্মণ্য, যদি আত্মাতে উহাদিগের বিকাশ অনুভূত না হয়। সুতরাং আত্মাতে জ্ঞান প্রেমাদির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তদপেক্ষা সমধিক পরিমাণ বিশেষ বিকাশস্থলে অবলোকন করত সতে তাহা অনন্তগুণে অবলোকন, ইহাই সাধনের স্বাভাবিক প্রণালী। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই জন্যই বলিয়াছেন " আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" আত্মা হইতে উত্তরোত্তর পরমাত্মাতে প্রবেশ সহজ।

পূর্ব্বকালে চিতের বিকাশ বিশেষ ভাবে আচার্য্যে সকলে অবলোকন করিতেন। একালে কি হইবে, সকলের জিজ্ঞাস্য। আমরা মনে করি, এতৎসম্বন্ধে ভূতকালে যে কুসংস্কার ছিল, তাহা নাই, কিন্তু মূল বিষয়ের কোন বিপর্য্যয় হয় নাই। আচার্য্যের সঙ্গে উপাসকসম্প্রদায়ের যে যোগ তাহা অগ্রবর্ত্তী এবং অনুবর্ত্তী এ দুয়ের যোগ। আচার্য্য পথ প্রদর্শন করেন, অপর সকলে সেই পথে গমন করেন। যদি এরূপ সম্বন্ধ না থাকে তবে বৃথা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই কি আচার্য্য ও উপাসকগণ নিয়মিতরূপে একত্রিত হন? অবশ্য এমন কোন কারণ আছে যাহার জন্য এসম্বন্ধ পৃথিবী হইতে তিরোহিত হয় নাই কোন দিন তিরোহিত হইবার নহে। আচার্য্য ও উপাসকগণ একত্র সম্মিলিত থাকিয়া উন্নত হইতে থাকেন সত্য, কিন্তু আচার্য্যে যাহা প্রস্ফুটভাব ধারণ করে, অপরে তাহা অস্ফুটভাবে স্থিতি করে, এই বিশেষ। আচার্য্যসহযোগে এই অস্ফুট ভাব প্রস্ফুট হয়। এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদিও এই সম্বন্ধ রহিল, তথাপি ইহার সঙ্গে পূর্ব্ব কুসংস্কার নাই, কেন না পূর্ব্বে আচার্য্য এই কারণে উপাস্যরূপে গৃহীত হইতেন, এখন আর সে ভাব নাই। এই সম্বন্ধ যে অন্ধত্বে আবৃত ছিল, এখন জ্ঞানালোকে সে

অসত্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্যের অভ্যন্তরে দেবভাবসকল প্রস্ফুটাকার ধারণ করে, কাহার যোগে? সদ্রূপী ঈশ্বরের তৃতীয় বিকাশযোগে। ইনি পবিত্রাত্মা, ইনি আনন্দ, ইনি উদ্যম উৎসাহ, ইনি প্রজ্বলিত হুতাশন। আচার্য্য কি তবে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর করিবার জন্য মধ্যবর্ত্তী? না, কেন না তিনি যে পবিত্রাত্মযোগে স্বয়ং দেবভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সেই পবিত্রাত্মাযোগে উদ্দীপ্তহৃদয় না হইলে তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারেন না, আচার্য্য কখন সে পবিত্রাত্মা অনুযায়িগণকে অর্পণ করিতে সক্ষম নহেন। জ্ঞান ও ভাব ঈশ্বর হইতে আচার্য্যে আগমন করিল, আচার্য্য পবিত্রাত্মযোগে সেই জ্ঞান ও ভাব ধারণ করিলেন, সে জ্ঞান ও ভাব অন্যেতে সংক্রামণ সেই পবিত্রাত্মযোগেই নিষ্পন্ন হইল, সুতরাং এখানে মধ্যবর্ত্তিত্ব পবিত্রাত্মার আচার্য্যের নহে। যেখানে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া নাই, সেখানে আচার্য্য ক্ষমতাশূন্য। পবিত্রাত্মা হৃদয়ে লাভ না করিয়া কেহ আচার্য্যের মুখাপেক্ষী হইতে পারেন না, সুতরাং মনুষ্যের প্রতি চিত্ত আবদ্ধ হইবার যে ধর্ম্মবিকার তাহা এখানে উপস্থিত হইতে পারিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসক হইলেন, কেন না পবিত্রাত্মা প্রতি হৃদয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাদ্বিকাশ।

এখন জিজ্ঞাসা আসিতেছে যদি পবিত্রাত্মাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, তবে আচার্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রয়োজন কি রহিল? সম্বন্ধ এই যে যেখানে একাধিক লোক ঈশ্বরের নামে একত্রিত হয় সেখানে পবিত্রাত্মার সমাগম হয়। উৎসাহ উদ্যম অগ্নি এ সকল কথা অপ্রসিদ্ধ, যেখানে এক ভাবে অনেকে মিলিত না হইয়াছেন। যোগী নির্জ্জনে যোগ সাধন করিতে পারেন, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাতে অনেকের মিলনে পবিত্রাত্মার যাদৃশ ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহা উপস্থিত হয় না। ঈশ্বরাবির্ভাবে যোগিহৃদয়ে সত্য ও জ্ঞান অবতীর্ণ হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে আর এ বিকাশে এই প্রভেদ যে উহা অগ্নির ন্যায় উদ্যমস্থ নহে, শান্ত এবং স্থির। যখন অগ্নিময় আবির্ভাবে এই সত্য ও জ্ঞান যোগিহৃদয় অধিকার করে, তখন বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাণসাধকও জগতের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পবিত্রাত্মাসমাগমে যে আনন্দতাণ্ডব সমুপস্থিত হয় তাহাতে মনুষ্যকে প্রমত্ত করে, সমগ্র মনুষ্যসমাজে অগ্নি ছড়াইয়া দেয়। অনেকগুলি লোক একত্র হইলে যে একটি ক্ষুদ্র সমাজ হয়, তাহার মধ্যে সকলেরই এক কার্য্য হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কার্য্য হয়, সেই সেই কার্য্যসম্বন্ধে তিনি পবিত্রাত্মাযোগে ক্ষমতা লাভ করেন। এই সকলের মধ্যে আচার্য্য এক জন, যাঁহার কার্য্য আচরণপ্রদর্শন। সেই প্রদর্শিত আচরণ অন্যের গমনের পন্থা হয়, এবং এই পন্থাতে আরোহণ পবিত্রাত্মার সহায়তায়, সুতরাং সচ্চিদানন্দ মন্ত্রের কোন অঙ্গ কেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এবং উহার পূর্ণ সাধনে পূর্ণ ধর্ম্ম সমুপস্থিত হয়, সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এই সাধনে প্রতি ব্যক্তিতে ঈশ্বরের বিকাশত্রয় যুগপৎ প্রবিষ্ট হয়, এবং প্রবিষ্ট হইয়া নববিধানের পূর্ণধর্ম্ম সেখানে প্রকাশ করে।

সত্য, দয়া, ন্যায়।

উপাসক মাত্রেই সত্যের একান্ত শরণাপন্ন। সত্য আশ্রয় না করিলে তাঁহারা এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। বাক্যে, আচরণে, ভাবে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে। আত্ম অবস্থা সত্যভাবে অবলোকন করিতে না পারিলে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। অনেক সময়ে আমাদের আত্মবিষয়ে এমনই অন্ধতা উপস্থিত হয় যে

তজ্জন্য আমরা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারি না, সুতরাং আমাদের উপাসনা পর্য্যন্ত কপট হইয়া পড়ে। মনুষ্য আপনার দোষ আপনি দেখিতে ইচ্ছা করে না। এই অনিচ্ছা [illegible] চিত্তকে অধিকার করে। কি জানি বা বারংবার দোষ দৌর্ব্বল্য দেখিতে দেখিতে নিরাশা উপস্থিত হইয়া জীবনের উষ্ণতা চলিয়া যায়, এ ভয়ে অনেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আত্মাবলোকন করিতে প্রস্তুত নন, সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অন্ধতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং এই অন্ধতাই জীবনবিনাশের হেতু হয়।

নিত্য উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রথমে সত্যাশ্রয় করিব। সত্যা-[illegible]কে আমাদিগের অবস্থা ধরিয়া ফেলিয়া প্রতি[illegible]নের উপাসনা প্রার্থনাদি তদনুরূপে নিয়মিত করিব। আমাদিগের আত্মাবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা অমোঘ শস্ত্র। এই শস্ত্র সত্যের অপলাপ করিয়া কখন যথাযথ ব্যবহার করিতে পারা যায় না। এমন অনেক বিষয়ে প্রার্থনা আছে, যাহার ফল সদ্য সদ্য হস্তগত হওয়া চাই। ফলের জন্য প্রতীক্ষা এ সকল প্রার্থনায় কখন সমুচিত নয়। যেখানে প্রতীক্ষাও আছে, সেখানেও প্রার্থনান্তে ফলের আরম্ভ দর্শন একান্ত প্রয়োজন। প্রার্থনার ফল সত্যাশ্রয় না করিলে কখন হয় না। প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে গিয়া যদি যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহার করি, ঠিক যাহা চাই তাহা না চাহিয়া অন্য বিষয়ে বাগাড়ম্বর করি, প্রকৃত অবস্থা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া অপ্রকৃত বিষয়ে সুন্দর বচন রচনা করি, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকটে যে প্রত্যেক কথা অগ্রাহ্য হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব প্রত্যেক প্রার্থী সন্তানের উচিত যে প্রার্থনা একান্ত সত্য হয়, এখানে কোন কপটতা বা অসরলতা স্থান না পায়।

প্রার্থনাসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, ধ্যানসম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। ধ্যান অমিশ্র খাঁটি হওয়া আবশ্যক। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছি, অথচ ভিতরে ভিতরে বিষয়-চিন্তা করিতেছি, ইহা ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়-[illegible]ই ঘোরতর কপটাচরণ। এখন ধ্যান করি বলিয়া উদ্বোধন করিলে, আর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলে, ইহাতে এক দিকে ঈশ্বরের বিরোধে অপরাধ হইল, আর এক দিকে তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া সম্মুখস্থ লোকদিগকে বঞ্চিত করিলে, কেন না তাহারা মনে করিল যে তুমি বিলক্ষণ ধ্যান করিতেছ; প্রতিদিনের সাধনে ধ্যানে তোমার সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। যখন অনেক লোকের মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিতেছ, তখন তোমার যত দূর সামর্থ্য তত দূর ধ্যান করিয়া অবশেষ সময় এমন ভাবে কর্ত্তন করা সমুচিত যে তুমি আর ধ্যান করিতেছ না, চিন্তা করিতেছ বা অন্য কিছু করিতেছ তাহারা বুঝিতে পারে। ধ্যানে মিথ্যাচরণ গুরুতর অপরাধ, কেন না ধ্যান আমাদিগের অধ্যাত্ম জীবনের প্রধান উপাদান। জীবন ও চরিত্র উন্নতির দিকে যে উপায়ে অগ্রসর হয়, সে উপায়সম্বন্ধে অপরাধ রাখা কখন সমুচিত নয়।

প্রার্থনা [illegible] দুই সম্বন্ধে সত্য আশ্রয় করিলে আমাদিগের জীবনের [illegible] রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যায়, সুতরাং এ দুইকে সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা সত্যের সঙ্গে দয়া ও ন্যায়কে গ্রহণ করিয়াছি, এরূপ করিবার অভিপ্রায় আছে। কেবল এক সত্য আশ্রয় করিলে জীবন পূর্ণ হয় না। সত্যের সঙ্গে দয়া সংযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে দয়া এ দুই সর্ব্বদা একত্র সকল ধর্ম্মে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই এ দুইয়ের অবচ্ছিন্ন যোগ কিছুতেই পরিহার করিতে পারে না। দয়া প্রেমের অন্যতর বিকাশ। প্রেমশূন্য ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৬ ভাগ ।
২৪ সংখ্যা ।

১লা মাঘ শনিবার, ১৮০৪ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে দেবাদিদেব, তোমার অপার অনুগ্রহে বৎসরান্তে মঙ্গলের পর মঙ্গল উপভোগ করিয়া আজ উৎসবক্ষেত্রেরদিকে আসিয়া সমুপস্থিত। জিজ্ঞাসা করি, এ পাপ মন কি তোমার উৎসব সম্ভোগে অধিকারী ? অথবা কেনই বা জিজ্ঞাসা করি, প্রতিদিন তোমার যে সকল করুণা উপভোগ করি, তাহা কি অধিকারী বলিয়া, না তোমার অহৈতুক অনুগ্রহ বশতঃ ? প্রভো, তোমার কৃপার অবধি নাই, যে দীন মনে করিয়াছিল, আর বুঝি জীবনে উৎসাহ উদাম আশা ভরসা আসিবে না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপভোগসামর্থ্য, উপভোগসামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর উন্নতি চলিয়া গেল, সে আজ তোমার দয়াগুণে কি দেখিতেছে ? আজ হৃদয়ে এত আশা উদাম কেন ? তোমার চরণারবিন্দ দাসের নিকটে কোন দিন পুরাতন রসবিহীন হইবে না, নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য নব নব রস উহা হইতে আত্মাতে প্রবিষ্ট হইবে, এ দৃঢ় প্রত্যয় কি পাপীর পক্ষে সামান্য ? যাহা ভক্তজনের দৃশ্য ও উপভোগ্য, তাহা পাপীকে বিতরণ, এ করুণা, হে দেব, কি প্রকারে বিস্মৃত হইব ? মৃত ব্যক্তিতে জীবন আসিলে যে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উদয় হয়, হে পরমানুগ্রহবান্ পরমদেব, উৎসবক্ষেত্রে দাসের সেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হউক। জীবিতেশ্বর, অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন কেবল গোপনে তোমার চরণারবিন্দ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা যায়। বাহিরের সমুদায় আড়ম্বর ঘুচিয়া যাউক, মৃতকে জীবন দান করিবার যে তোমার সামর্থ্য দেখিলাম, সেই সামর্থ্যের উপরে প্রাণের সমুদায় নির্ভর রাখিয়া দিয়া এখন নিশ্চিন্ত মনে তোমার চরণপদ্মের সুধাপানে প্রমত্ত থাকি, এই বাসনা। কি সুখ, কি আশ্চর্য্য সুখ একান্তে বসিয়া তোমার চরণ কমল বক্ষে ধারণ করিলে! কি আর বলিব, আমি বাঁচিয়াছি বাঁচিয়াছি, চিরদিনের জন্য বাঁচিয়াছি, মৃত্যু আর আমায় ভয় দেখাইতে পারে না। প্রভো, একবার মৃত্যুর মুখে পড়িয়া তোমার অনুগ্রহে তাহাকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন না করিলে তোমার সন্তানগণের আশা উদাম বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয় না বলিয়া বুঝি তাহাদিগকে সময়ে সময়ে একান্ত অসহায় ভাব অনুভব করিতে দাও। দাস তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছে, এখন ইহার একান্ত প্রার্থনা এই যে, সে যেন কখন মৃত্যুকে ভয় না করে, নিরাশা পিশাচকে নিকটে আসিতে না দেয়, বর্ত্তমান

উৎসবকে নিত্য উৎসব করিয়া হৃদয়মধ্যে রাখিয়া দেয়।

নূতন বৎসরের প্রারম্ভে ভিক্ষা ও কৃতজ্ঞতোপহার।

হে কালাতীত ভগবান্, তোমার অঙ্গুলিনির্দ্দেশে এক বৎসর চলিয়া গেল আর এক বৎসর আসিয়া তোমার হস্তের সামান্য সাধনযন্ত্র ধর্ম্মতত্ত্বকে পক্ষোপরি তুলিয়া লইল। তুমি জান গতবর্ষ ইহার সম্বন্ধে কি প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব যথার্থই বৎসর বৎসর ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে কি না, ইহার বিচারের ভার আর কাহার হস্তে আমরা রাখিব, তোমারই হস্তে। যদি এই তৃণসম সাধনযন্ত্র তোমার হস্তের সংস্পর্শে চালিত হইয়া থাকে, উহার মধ্যে যদি মনুষ্যের কোন সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তি স্থান পাইয়া না থাকে, তবে আমরা ইহার বিস্তৃত ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র আশঙ্কা হৃদয়ে স্থান দিই না। কে আদর করিল, কে অনাদর করিল ইহার সংবাদ আমরা লইতে চাই না, কেন না এরূপে তত্ত্ব লইলে ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে আমাদিগের অভিমান স্ফীত হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। প্রভো, তোমার করস্পর্শ ইহাতে আছে এই মাত্র জানিতে পাইলেই আমরা কৃতার্থ, বুদ্ধি জ্ঞান বিদ্যা প্রকাশ করিবার এ স্থান নহে আমরা জানি, এজন্য আমাদিগের নিয়ত যত্ন এই, যাহা তোমার নিকট হইতে আমরা সহজে পাই তাহাই ইহাতে আমরা সন্নিবিষ্ট করিব। নবীন তত্ত্বের সঙ্গে প্রাচীনতত্ত্বসমূহের যোগ দেখাইতে গিয়া আমরা কাহারও পক্ষপাতী হইব ইচ্ছা করি না, তোমার নিকট হইতে যে আলোক লাভ করি, সেই আলোকের অনুসরণ করিয়া উভয়ের ভেদ ও মিলন প্রদর্শন আমাদিগের উদ্দেশ্য। হে দেব, আমাদিগের দ্বারা এ কার্য্য কত দূর সম্পন্ন হয়, ইহা কেবল তুমিই বলিতে পার। পৃথিবীতে দ্বিবিধ লোক আছে। তাহাদিগের এক পক্ষ কেবল নূতনের মহিমা বর্দ্ধন করিতে উৎসাহী, প্রাচীন কিছুই তাহাদিগের চক্ষে ভাল নহে, আর এক পক্ষের নিকট নূতন যাহা কিছু তাহাই বিদ্বিষ্ট, যত কিছু ভাল সত্য উৎকৃষ্ট সমুদায় প্রাচীনেতে। হে বিধাতঃ, এই উভয় বিধ দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নূতন পুরাতনকে একসূত্রে গ্রন্থন করিতে তুমি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছ। গতবর্ষে আমরা তৎসম্বন্ধে যত্ন করিয়াছি, এবং এবৎসরেও সে যত্ন অক্ষুন্ন রাখিব মনে করিয়াছি। যাহাতে মন সাধারণ দৌর্ব্বল্যের অধীন হইয়া এই গুরুতর ভ্রান্তি ও অপরাধ উৎপাদন না করে এজন্য তোমারই নিকটে আমাদিগের বর প্রার্থনা। হে পরমগতি, যদিও আমাদিগের দৃষ্টি স্বভাবতঃ ভাবী কালের দিকে আবদ্ধ, তথাপি আমরা বর্ত্তমানকে তো উপেক্ষা করিতে পারি না। তাই আমরা আমাদিগের বর্ত্তমান বন্ধুগণের নিকট তোমারই মধ্য দিয়া উপস্থিত হইতে চাই, কেন না আমরা জানি, তোমার মধ্য দিয়া না গেলে আমরা তাঁহাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতে সক্ষম হইব না। তুমি এবং আমাদিগের বন্ধুবর্গ, এতুয়ের যোগস্থল তুমি হও, আমরা তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বুঝি, পরস্পর পরস্পরের অভাব পূরণ করি, পরস্পর পরস্পর হইতে জ্ঞান সত্য প্রেম পুণ্য অর্জ্জন করিয়া কৃতার্থ হই। নাথ, জানিয়াছি, তোমার সঙ্গে যোগ না থাকিলে, আমাদিগের সঙ্গে কাহারও যোগ থাকিবার উপায় নাই, তাই তোমার নিকটে এবৎসর এই ভিক্ষা চাই যে, আমাদিগের এবং আমাদিগের বন্ধুগণের মধ্যে তুমি আসিয়া আলোকস্তম্ভ হইয়া দণ্ডায়মান হও যে তন্মধ্য দিয়া আমরা পরস্পরকে প্রেমসম্ভাষণ করি, এবং পরস্পরেতে সন্তুষ্ট হই।

গতবর্ষ আমরা তোমার নিকট হইতে যে সকল নূতন সত্য নূতন অলোক লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তোমার নিকট প্রণত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, এবং প্রবহমাণ বর্ষে নূতন সত্য ও নূতন অলোক লাভ করিয়া আমরা এবং আমাদিগের বন্ধুবর্গ কৃতকৃত্য হইব এই দৃঢ় বিশ্বাসে আমরা ভক্তির সহিত তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

মাঘোৎসবের আরম্ভ।

পৌষ হইতে আমাদিগের উৎসবের আরম্ভ হইয়াছে। উৎসব ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হইয়া যথাসময়ে অমৃতফল প্রসব করিবে। আমাদিগের অমৃতাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতৃবর্গকে আহ্বান করিবার আর অবসর নাই,এই অবসর। আমরা বৎসর বৎসর তাঁহাদিগকে যে প্রকার প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া থাকি, এবারও তদ্রূপ প্রীতি ও আদরের সহিত তাঁহাদিগকে উৎসবে আহ্বান করিতেছি। বৎসরান্তে আমরা তাঁহাদিগের অনেককে পুনরায় একত্র পিতৃগৃহে সম্মিলিত দেখিয়া বৎসরের সমুদায় বিপদ পরীক্ষা দুঃখকে আনন্দোৎসবে নিমগ্ন করত অপার সুখানুভব করিব, গৃহে প্রত্যাগমনের সময়ে বন্ধুবর্গ সংবৎসরের উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইবেন, তাঁহাদিগের প্রফুল্ল মুখশ্রী আমাদিগের হৃদয়কে সমধিক সুখাভিষিক্ত করিবে, এতদপেক্ষা আর পৃথিবীতে স্বর্গের আমোদ কি আছে? আমরা উৎসবকে সামান্য ব্যাপার মনে করি না। ইহা যে পৃথিবীর কতকগুলি লোক একত্র হইয়া সম্পাদন করে, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস নহে। স্বয়ং করুণাময় পরম দেবের ইহা ব্যবস্থাধীন। তিনি সংবৎসর কাল আমাদিগকে সমভাবে করুণা করিয়া আসিয়াছেন, বৎসরান্তে সেই করুণার ঘনীভূত ফল আমাদিগকে সম্ভোগ করাইবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে উৎসব সমুপস্থিত করেন। আমরা এই জন্যই সাহস করিয়া বলি, মনুষ্য উৎসব করে না, তিনিই করেন; মনুষ্য উৎসবে কাহাকেও আহ্বান করে না, তিনিই আহ্বান করেন; কেহ কাহাকেও উৎসবের ফল দেয় না, তিনিই স্বয়ং ইহার ফল দান করেন। আমরা আমাদিগের বন্ধুবর্গকে ঈশ্বরের নামে সাদরাহ্বান জানাইতেছি, তাঁহারা উৎসবে আগমন করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠিত উৎসবের অপূর্ব্ব ফল সম্ভোগ করুন।

বিগত ১৮ই পৌষ সোমবার হইতে উৎসবের আরম্ভসূচক উপাসনা হইতেছে। প্রথম দিনে রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লইয়া প্রার্থনা উপাসনা হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে লোকে কেন থাকুন না, আমরা ব্রাহ্মসমাজে আজও তাঁহারই সঙ্গে ব্রহ্মেতে স্থিতি করিতেছি। তিনি ভারতের বক্ষে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে এক প্রকাণ্ড তরু উৎপন্ন হইয়াছে। উহা এখন সমুদায় পৃথিবীকে ছায়া দান করিতে চলিল, স্বর্গে তাঁহার কতই আহ্লাদ। তিনি জীবিত কালে আদৃত হন নাই, কিন্তু তিনি ইহা সুস্পষ্ট জানিতেন যে ভাবী বংশ তাঁহার আদর বিলক্ষণ বুঝিবে। যে সময়ে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই শুভ সময়কে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের এই উৎসব। এ সময়ে মহাত্মা রাম মোহন রায়ের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে উপাসনা যোগে আমাদিগের একাত্মতা লাভ একান্ত প্রয়োজন। আমরা উৎসবের প্রারম্ভে সর্ব্ব প্রথমে এ পৃথিবীতে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকটে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে বীজ বপন করিলেন এবং তাহা হইতে যে নবীন তরু উৎপন্ন হইল, তাহা সিঞ্চন এবং পালন অভাবে অকালে শুষ্ক এবং বিনষ্ট হইয়া যাইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজতরুকে বর্দ্ধন করিলেন, বিনাশ হইতে রক্ষা করিলেন এই পর্য্যন্ত নহে, এদেশে ঋষিগণের ভাব চির

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার ন্যায় সম্পন্ন ব্যক্তি সংসারের সমুদায় ঐশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় দূরে পরিহার করিয়া হিমালয়ের বক্ষকে আপনার চরম বয়সের আবাস স্থান করিলেন, সেখানে ঋষিগণের পদবী অনুসরণ করিয়া কি প্রকার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মেতে যোগযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, এ কিছু সামান্য কথা নহে। যত দিন ব্রাহ্মসমাজ থাকিবে, তত দিন ইহাতে ইহাঁর ঋষিভাব সুস্পষ্ট মুদ্রিত থাকিবে। স্বয়ং বিধাতা এ দুই মহাত্মাকে যে অভিপ্রায়ে ভারতে অভ্যুদিত করিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায় ইহাঁরা সম্পন্ন করিয়া এক জন অতিপূর্ব্বে পরলোকে বিশ্রাম লাভ করিলেন, আর এক জন ইহ লোকে থাকিয়াই ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া আমাদিগের হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যোগের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। আমরা এ দুই মহাত্মাকে কদাপি দূরে রাখিতে পারি না, সর্ব্বদা অধ্যাত্মযোগে ইহাঁদিগের সঙ্গে এক হইয়া অবস্থিতি করিব।

দ্বিতীয় দিবসে নববিধানমণ্ডলীকে লইয়া উপাসনা প্রার্থনা হয়। নববিধান অবশ্য নিরাকার। ইনি ঈশ্বরেতে ছিলেন, ঈশ্বর হইতে ভাবরূপে এ সময়ে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নববিধান যদিও মনুষ্যাকারে আমাদিগের মধ্যে বিচরণ করেন না, কিন্তু ইনি এমনি সুস্পষ্ট, এবং আমাদিগের সঙ্গে এমনি ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ যে জীবন তদনুরূপ গঠিত করিয়া লওয়া আমাদিগের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। যাঁহার জীবনে নববিধান যতটুকু প্রস্ফুটাকার ধারণ করিবেন, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ যতটুকু তাঁহাতে প্রতিফলিত হইবে, তিনি সেই পরিমাণে কৃতার্থ হইবেন। পবিত্রাত্মা নববিধানাকারে সকল সাধকের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, সুতরাং এই পবিত্রাত্মাকর্ত্তৃক দিন দিন একটী অতিবিস্তৃতমণ্ডলী গঠিত হইতেছে। এই মণ্ডলী যাহাতে পবিত্রাত্মার বিশেষ আবাস স্থান হয়, এজন্য আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে সাধন ভজন উপাসনা প্রার্থনা ও যত্নের প্রয়োজন। এই মণ্ডলীর ভিতরে সর্ব্বদা পবিত্রাত্মার ক্রিয়া অবলোকন আমাদিগের কর্ত্তব্য। পবিত্রাত্মার মণ্ডলীই নববিধানমণ্ডলী, এই মণ্ডলী ভবিষ্যতের সমুদায় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ উদার মণ্ডলী। আমরা সর্ব্বদা ইহার মহত্ত্ব এবং গৌরব অনুভব করিব যে ইহার মহত্ত্ব এবং গৌরব আমাদিগের হয়।

তৃতীয় দিবসে মাতৃভূমি প্রার্থনার বিষয়। আমাদিগের মাতৃভূমিকে আমরা সামান্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারি না। আমাদিগের শরীর এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বলিয়া আমরা ইহার প্রতি পক্ষপাতী নহি। আমাদিগের মাতৃভূমিতে এমন এক সুপ্রশস্ত বিধান ভগবান্ প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে সমুদায় পৃথিবী এক হইয়া যাইবে। যে বিধানে ভিন্ন ভিন্ন বিধান সংযুক্ত হইয়া সকল বিবাদ বিসংবাদ অসম্মিলন তিরোহিত করিয়া দিবে, সেই বিধান যে ভূমিতে অভ্যুদিত হইয়াছে, সে ভূমি সামান্য ভূমি নহে। কলিকাতা মহানগরী চির দিন পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত থাকিবে, কেন না উহাতে সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, উহাতেই নববিধান সর্ব্বাগ্রে আপনার জয়পতাকা নিখাত করিয়াছে। আমরা আমাদিগের মাতৃভূমিকে পবিত্র তীর্থ জানিয়া সর্ব্বদা ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিব, কেন না স্বয়ং ঈশ্বর যাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আমরা তাহার গৌরব লুকইয়া রাখিতে পারি না? আমাদিগের মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ সামান্য দেশানুরাগ নহে, কেন না ইহার প্রতি অনুরাগ এবং দিব্য ধামের প্রতি অনুরাগ একই। আমরা আমাদিগের ঈশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ, যেহেতুক তিনি এ সময়ে আমাদিগকে এদেশে জন্ম দিয়াছেন।

চতুর্থ দিবসে গৃহ। গৃহ চির দিন উচ্চতম ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এবারকার বিধান গৃহকেই তপোবন করিয়াছে, সংসার এবং বৈরাগ্য এ দুইকে এক স্থানে মিলিত করিয়াছে। গৃহ পবিত্র তীর্থস্বরূপ হইয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ তীর্থবাসী জনগণের ন্যায় আমাদিগের উচ্চতম ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক। গৃহ আর এখন আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না, উহা যোগধর্ম্মের অনুকূল হইয়া পিতামাতা পতিপত্নী ভ্রাতাভগিনীগণকে প্রশস্ততর ধর্ম্মের বন্ধনে একশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে। গৃহে পরম মাতার পবিত্র আবির্ভাব অনুভব করিয়া এখন সকল সাধক কৃতার্থ। গৃহের সমুদায় সামগ্রী পবিত্র, উহারা কোন প্রকার নীচ বাসনার উদ্দীপক নহে, কেন না পরম মাতার হস্তসংস্পৃষ্ট। যাঁহারা গৃহকে পবিত্র অনুকূল তীর্থ করিতে পারিলেন, তাঁহারাই এ বিধানের অভিপ্রায় জীবনে সিদ্ধ করিলেন।

পঞ্চম হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত বালক বালিকা, ভৃত্য, দরিদ্র, মহাপুরুষ ও সাধু, জনহিতৈষী ও দেশসংস্কারক, উপকারী, বিরোধী, আত্মা ও নির্জ্জন ধারণা। শিশুগণের নির্দ্দোষ নিষ্কপট সরল ভাব স্বর্গরাজ্যের আদর্শ, সুতরাং তাহারা চির দিন আমাদিগের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ভৃত্যেরা নিয়ত আমাদিগের কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়, কিন্তু ভৃত্যগণকে উপেক্ষা করিয়া কে আপনাকে ঈশ্বরের ভৃত্য করিতে সক্ষম? দরিদ্রগণ সকলেরই কর্ত্তৃক অনাদৃত, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগকে সম্মান অর্পণ করিয়াছেন। যে ক্রোড়ে তিনি ধনী জ্ঞানী প্রভৃতিকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই ক্রোড়েরই অন্যতম দিকে তিনি সর্ব্ব প্রকারের দরিদ্রগণকে স্থান দিয়া তাহাদিগের আদর বাড়াইয়াছেন। দীনাত্মারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী, দীন না হইলে কেহ ঈশ্বরের বল শক্তি জ্ঞান পুণ্য প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে। যদি পৃথিবীতে দীন দরিদ্র না থাকিত, কে আমাদিগকে দীনতা শিক্ষা দিত? দুঃখিগণের দুঃখে সর্ব্বদা সহানুভূতি অর্পণে আমরা তৎপর থাকিব এবং দুঃখকে আমাদিগের আত্মার মহোপকারী বন্ধু জ্ঞানে তাহাকে আলিঙ্গন করিব। যাহাতে দুঃখদ্বারা আমাদিগের সহিষ্ণুতা ধৈর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইতে পারে এজন্য আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। আমরা ঈশ্বর পূজা, এবং সাধুসম্মাননা এ দুয়ের পক্ষপাতী। আমরা যেখানে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিব, সেখানেই তাঁহার সাধু সন্তানগণকে দেখিব। আমাদিগের জ্যেষ্ঠগণ সর্ব্বদা আমাদিগের পিতার সঙ্গে, ইহা অনুভব না করিলে আমরা সুখী হই না। আমরা যেমন আমাদিগের ঈশ্বরের সঙ্গে, তেমনি আমাদিগের জ্যেষ্ঠগণও তাঁহার সঙ্গে ইহা স্পষ্ট দর্শনের বিষয় করিবার জন্য আমরা নিয়ত যত্ন করিব। জনহিতৈষী দেশসংস্কারক গণ যে কোন সম্প্রদায়ের হউন না কেন, একান্ত বিশ্বাসী হউন বা সংশয়ী হন, বিজ্ঞানবিৎ হউন বা জনদর্শী হউন, আমরা সকলের সঙ্গে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত মিলিত হইব, এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান দিতে অগ্রসর থাকিব। আমরা যে তাঁহাদিগের হইতে অনেকাংশে হীন, তাঁহাদিগের মত যে আমাদিগের চিত্ত নহে, ইহা জানিয়া আমরা তাঁহাদিগের পদতলে বসিয়া প্রেম শিক্ষা করিব।

উপকারী বন্ধুগণকে আমরা কি মনে করি? সামান্য মনুষ্য? কখনই নহে। তবে কি মনে করি? মনুষ্যাতিরিক্ত। মনুষ্যতো কোন কালে আমাদিগের উপকার করিতে পারে না, স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদিগের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। তবে কি মনুষ্য আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন নহেন? কৃতজ্ঞতাভাজন নহেন

এ কথা আমরা বলিতে পারি না। ঈশ্বর যে ব্যক্তির রসনায় হৃদয়ে হস্তে উপবিষ্ট হন, সেই ব্যক্তিই কেবল নানা উপায়ে আমাদিগের উপকার সাধন করিতে পারেন। সুতরাং উপকারী বন্ধু দেবাবিষ্ট মনুষ্য। মনুষ্য হইতে এই প্রকারে আমরা তাঁহাকে উচ্চপদ প্রদান করিয়া থাকি। যে মনুষ্যে দেবাবেশ নাই, সে আর কি করিবে, হিংসা দ্বেষ কুৎসা প্রভৃতি তাহার কার্য্য। যিনি দেবাবেশের আধার হইয়া আমাদিগের কোন উপকার করিয়াছেন, আমরা সেই উপকারের জন্য তাঁহার নিকটে চির কালের জন্য ঋণী। উপকার করিয়া পরে যদি তিনি শত অপকারও করিয়া থাকেন, তথাপি আমরা তাঁহার ঋণ হইতে অণুমাত্র বিমুক্ত হইতে পারি না। যাহার নিকটে আমি পাঁচ টাকা ঋণ লইয়াছি, সে ব্যক্তি যদি আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে অত্যাচার করে, তাহা হইলে কি আমি বলিতে পারি তৎপরিমাণে তাহার প্রাপ্যাংশ কমিয়া গেল? কখনই নহে। একবারের উপকারের যে ঋণ তাহারই জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চিরকাল বদ্ধ রহিলাম। যখন আমরা উপকারীকে নমস্কার করিব, তখন সামান্য মনুষ্যের নিকটে নহে, দেবাবিষ্ট মনুষ্যের নিকটে। সুতরাং উপকারী বন্ধুগণের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ সকল সময়ে ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার বিষয়।

বিরোধিগণের প্রতি আমরা যথোচিত ব্যবহার করিতে পারি না। সমুদায় জগৎ কেমন সর্ব্বদা ক্ষমার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি কেহই শত্রু মিত্রের কোন প্রভেদ করে না। স্রষ্টার এমনি প্রেমের শাসন যে, সৃষ্টি এক দিনের জন্যও সাধু অসাধুর প্রতি ব্যবহারের তারতম্য করিতে পারে না। আমরা এ বিষয়ে নিতান্ত হীন এবং নীচ হইয়া আছি। আজও আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলাম না। আমরা দোষ দেখিলে শাসন করিতে যাই, কিন্তু আমরা কি প্রকারে শাসন করিতে হয় জানি না। ঈশ্বরের ন্যায় যেমন সূক্ষ্ম প্রেমও তেমনি সূক্ষ্ম। কোন কারণে প্রেমের একটু মাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যাহার আত্মাকে ঈশ্বর শাসন করেন, তাহার সম্বন্ধে তৎসঙ্গে সঙ্গে তেমনি আবার প্রেমের দান ও পার্ব্বণ চলিতে থাকে। কেহ যদি আমাদিগের প্রতি অসদাচরণ করে, শুদ্ধ তাহার প্রতি আমরা রুষ্ট হই তাহা নহে, তাহার নির্দ্দোষ পরিবারও আমাদিগের রোষে পতিত হয়। আহার পরিচ্ছদ ঔষধ প্রভৃতিতে অনায়াসে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয়। ঈশ্বরের জগতে এ প্রকার অসদ্দৃষ্টান্ত আমরা এক দিনের জন্যও দেখিতে পাই না, ইহা কেবল আমাদিগের নীচ পশুভাব হইতে সমুত্থিত। আমরা অহঙ্কারী স্বার্থপর, এজন্যই আমরা অপরের একটু দোষও সহ্য করিতে পারি না। এ অবস্থায় আমাদিগের বিচারের আসনে উপবেশন করা কখন সমুচিত নয়। যদি প্রেম ও ক্ষমার অভাব হইল, তবে আমরা এ বিধানের লোক বলিয়া কি প্রকারে পরিচিত হইব? আমাদিগের বর্ত্তমানে হৃদয়ের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে আমরা ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের নিকটে অবশ্য অস্বীকৃত হইব। যদি আমাদিগকে বর্ত্তমান বিধানের লোক বলিয়া পরিচিত হইতে হয়, তবে সমুদায় জগতের সঙ্গে এক হৃদয় হইয়া বিরোধিগণের প্রতি অপ্রতিহত প্রেম আমাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে, কোন প্রকার অত্যাচার অসদ্ব্যবহার আমাদিগকে উত্তপ্ত, বিরক্ত বা বিচলিত করিতে পারিবে না। এই ভাবই আমাদিগের উপযুক্ত, এতদ্বিরহে আমরা বিধান ভ্রষ্ট নিশ্চিত।

আমি শূন্য আকাশ চিৎ। আমি শরীর নহি, শরীর অপদার্থ খোসা। আমি নিরাকার অদ্ভুত, অদ্ভুত আমার নাম; আমি কখন ভূতের বিকার নহি। আমি সৎ চিৎ আনন্দময়ের অণুপরি

মান সৎ চিৎ আনন্দের অংশ। ইন্দ্রিয়বিকার দেহধর্ম্ম, আমার নহে। আমি পরমাত্মজাত, আমি দেহসম্ভূত নহি। দেহের সঙ্গে আমার জন্ম হয় নাই, আমি আনন্দময়ীর সন্তান, তাঁহারই ক্রোড়ে অবস্থিত। আমার স্থান কোথায়? চিদাকাশে। অণুপরিমাণ আমি, সেই অনন্ত সাগরে ভাসিতেছি, কোন দিকে কূল কিনারা নাই, এই যোগ এই মহাযোগ। আত্মা তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুমি মহৎ, তুমি মহানের সন্তান। আত্মাকে লইয়া উৎসবে দেহ জন্তুর মত, আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত। তাহার জন্মভূমি চিদাকাশ, চিদাকাশে তাহার চির নিবাস। আত্মাকে লইয়া আমাদিগের উৎসবের প্রারম্ভ উপাসনার শেষ, আত্মাকে লইয়া আমাদিগের উৎসবের ভূমিতে প্রবেশ। সকলে শরীরকে উড়াইয়া দিয়া উৎসবভূমিতে প্রবেশ করুন একান্ত কৃতার্থ হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বেদের উপক্রমণিকায় ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,

"যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥"

"বেদ সমুদায় যাঁহার নিশ্বাস, যিনি বেদ হইতে অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করি।" সায়নাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহা বেদান্ত ও পুরাণের প্রতিধ্বনি মাত্র।

"স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।"

"আর্দ্রকাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে যেমন ধূম পৃথক্ হইয়া বাহির হয়, তেমনিই বা এই মহাভূতের নিশ্বসিত ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব, আঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা।"

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ (?)।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

'স্বয়ম্ভু আদিতে আদ্যন্তবিহীন নিত্য বেদময়ী বাক্ উচ্চারণ করিলেন। বেদ বাক্য হইতে যাহা কিছু হইয়াছে সমুদায়ই। বেদেতে যে সকল ঋষিগণের নাম, এবং দৃষ্টি [অভিচারাদি (?)] আছে, মহেশ্বর আদিতে সে সকল বেদ শব্দেতেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" মাধ্বাচার্য্য ধৃত শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়,

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
তথৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদিনিয়মস্তথা॥
অস্য ন্নানীদৃশঃ কাপি বিশ্বমেতদ্ভবিষ্যতি॥"

"বিধাতা পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। কালে নিয়ম, স্বরাদির নিয়মও সেইরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিশ্ব সে বিশ্ব নয় এরূপ কোথাও হইবে না।" এই বেদ সময়ে সময়ে ঋষিগণেতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়।

'যজ্ঞেন বাচঃ পদবীমায়ন্ * * ঋষিষু প্রবিষ্টাঃ"

'যজ্ঞদ্বারা বাক্য আবির্ভূত হইয়া ঋষিগণেতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।"

'যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥"

"যুগান্তে বেদ অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই বেদ ও ইতিহাস মহর্ষিগণ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তপস্যা যোগে পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলেন।" প্রাচীন ও নবীন পাশ্চাত্যগণ যে লোগস্ বা বাক্ মানেন তাহার সঙ্গে এ সকল তত্ত্বের কত দূর ঐক্য সকলে অনায়াসে মিলাইয়া লইতে পারেন।

উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্বাতন্ত্র্য সকলেরই মনে রাখা উচিত। এক অঙ্গের উপাসনার ভিতর অন্য অঙ্গের কথা ও প্রণালী সন্নিবেশ অবশ্য দোষাবহ, কিন্তু প্রত্যেক সাধকের অবস্থা প্রকৃতি ও ভাবানুসারে যে ভিন্নতা উপস্থিত হয়, তাহা লইয়া আমরা কাহাকেও বিচারে আনয়ন করিতে পারি না। প্রথম অঙ্গ আরাধনা;—ইহাতে ব্যক্তিভেদে আমরা বহু ভিন্নতা দেখিতে পাই। আরাধনার মধ্যে যদি কেহ প্রার্থনা মিশ্রিত করিয়া ফেলেন, তবে তাহা উপাসনাবিজ্ঞানবিরোধী; কিন্তু আরাধনার মধ্যে ব্যক্তিভেদে বৈদিক, ঔপনিষদ, এবং পৌরাণিক ভাব প্রধান। যাঁহাকে বৈদিক ভাব প্রধান, তিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব সর্ব্বদা সৃষ্টির মধ্যে অবলোকন করেন, আরাধনার সময়েও বাহ্যসৃষ্টির কথা সুতরাং অন্তরে আসিয়া প্রতিভাত হয়। যাঁহার ঔপনিষদ ভাব প্রধান, তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আত্মার কথাই সমধিক বলেন। যাঁহার চিত্তে পৌরাণিক ভাব প্রবল, তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ সকল লইয়া যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্দীপ্ত হয় এমন কথাই সমধিক বলেন। অল্প লোক আছে

যাহাতে এ তিন ভাব একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া সকলের মিলিত চিহ্ন প্রদর্শন করে। যদিও আমরা মিলিত ভাবের পক্ষপাতী, তথাপি কাহারও কোন ভাব স্বভাবতঃ প্রবল বলিয়া তাঁহার আরাধনার প্রতি বিমত প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা কাহাকেও কাহাকেও আধ্যাত্মিকতার অভিমান বশতঃ উপাসনার অঙ্গসকলের উপরে মতামত প্রকাশ করিতে শুনিতে পাই। এরূপে কাহার উপাসনার উপরে মতামত প্রকাশ আমরা গর্হিত মনে করি। উপাসনা দিন দিন গাঢ়তা লাভ করিয়াও যাঁহার যে ভাব প্রধান তাহার প্রাধান্য থাকিয়া যাইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন পর পর ভাবের আবির্ভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব তিরোহিত হইয়া যাইবে, তাঁহারা প্রত্যেক ভাবের ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন না, সুতরাং আমাদিগের ধর্ম্মের বিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা এই প্রকারেই উপস্থিত হয়, ইহা মনে রাখিয়া সকলেরই এতৎসম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

সহানুভূতি এবং কৃতজ্ঞতা এ দুই পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চলে। একের অভাবে অপরের তিরোধান একটি সাধারণ নিয়ম মানিয়া লইতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তিতে অসাধারণতা থাকে, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা না পাইয়াও তিনি সহানুভূতি অর্পণ করিতে কদাপি পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু যাহা সকলেতে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই বিচার, কেন না প্রকৃতিকে জয় করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এমন মানুষ অতিবিরল যে ব্যক্তি অপরের সহানুভূতি চায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি অপরের সহানুভূতি চায়, সে তৎপরিমাণে যদি কৃতজ্ঞহৃদয় না হয়, তবে তাহার কাহার নিকটে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবার অধিকার নাই। যে ব্যক্তি অত্যল্প উপকারে আপনাকে একান্ত ঋণী মনে করে এবং অপরকে সহানুভূতি অর্পণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাহার সহানুভূতির অভাব না হইবারই অনেক সম্ভাবনা। আমাদিগের মধ্যে সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা এ দুইয়ের যুগপৎ অভাব উপস্থিত। কেহ যে কাহাকেও এক সময়ে সহানুভূতি দেয় নাই, তাহা নহে কিন্তু সহানুভূতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা না পাইয়া তিরোহিত হইয়াছে সহানুভূতি পাইলে কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইবেই, তাহার ব্যভিচার কেন হইল? অভিমান ইহার মূল। এক ব্যক্তি আমাকে যে সহানুভূতি দেখাইলেন, আমার পক্ষে তাহা এত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগৃহীত হইল যে পূর্ণমাত্রায় উপযুক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন না করাতে তাহা সহানুভূতি না হইয়া আমার বোধে উপহাস বা তাচ্ছীল্যের ব্যাপার হইল। সুতরাং কৃতজ্ঞতা হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার প্রতি আমার অনুযোগ বৃদ্ধি পাইল। যে ব্যক্তি মনে করে না যে আমি অতিক্ষুদ্র, আমি কাহার সহানুভূতি পাইবার যোগ্য নহি, যদি একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তদ্দ্বারা তিনি আমাকে চিরদিনের জন্য ক্রয় করিয়া লন, সে ব্যক্তি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না এবং এই অসন্তুষ্টি তাহার হৃদয়ে শীঘ্র অকৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এই অকৃতজ্ঞতা যে কিছু সহানুভূতি এক জন হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল তাহা শুকাইয়া ফেলিবার কারণ হয়। অতএব শেষ সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইতেছে যদি অপরের সহানুভূতি না হইলে না চলে, তবে অপরের সহানুভূতিকে স্থায়ী করিবার জন্য বিনয় শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বিনয় বিনা সামান্য সহানুভূতিতে কৃতজ্ঞতা হয় না, কৃতজ্ঞতা না হইলে সহানুভূতি স্থিরভূমি প্রাপ্ত হয় না। সহানুভূতি, বিনয়, ও কৃতজ্ঞতা এ তিনের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে সকলের শিক্ষা লাভ করা এ সময়ে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আচার্য্যস্য নিবেদনপত্রম্।

[অনুবাদঃ]

শ্রীকেশবচন্দ্রসেনস্যেশ্বরভৃত্যস্যাচার্য্যস্য ভারতবর্ষরাজধানীপবিত্র-কলিকাতানগরীবাসিনো নববিধানমণ্ডল্যাঃ প্রেমস্নেহাহূতস্য সর্ব্বান্ পূর্ব্বস্থান্ প্রধানজাতীয়ান্ প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যান্ প্রধানধর্ম্মসাম্প্রদায়িকান্ মুসলবুদ্ধকন্ফিউসস্-জোরোস্তারমোহম্মদনানকশিষ্যান্ বিশেষতো ভারতবর্ষমণ্ডল্যাঃ প্রশস্তবহুশাখীয়ান্ তত্তদ্ধর্ম্মসম্প্রদায়ান্ মুখ্যাংশ্চ সাধূংশ্চ প্রধানধর্ম্মযাজকাংশ্চ জ্যেষ্ঠাংশ্চাচার্য্যাংশ্চ প্রতি নিবেদনমেতৎ। যুষ্মভ্যং দেবপ্রসাদোঽস্তু চিরস্থায়ী শান্তিশ্চ

যতঃ সাম্প্রদায়িকবিবাদবিসংবাদবিচ্ছেদবৈরভাবা বিরাজন্তেঽস্মাকং পরমপিতুঃ পরিবারে সমুৎপাদ্য সমধিকতিক্তভাবমসুখমপবিত্রামধর্ম্মঞ্চ সমরশোণিতপাতপ্রাণিবধতাদিকমপি।

যতো ভ্রাতৃবিরোধিত্বং ভ্রাতুর্ভগিনীবিরোধিত্বং ভগিন্যা ধর্ম্মাভিধানায় কেবলং নানাবিপদামাকরঃ স্বয়মেবেদমীশ্বরমানববিরোধিকলুষমপি।

অস্মত্রাণমাবিষ্কৃতবান্ পুণ্যময়েশ্বরঃ পৃথিব্যাং সম্প্রেষিতুং শান্তেঃ প্রীতের্মিলনৈকতায়াশ্চ শুভাং বার্ত্তাম্।

সম্প্রেষিতবান্ ভগবাংস্তস্য নববিধানমপরিমেয়করুণামাহাত্ম্যভাং প্রাচ্যোক্তঃ, অনুগ্রাহকাশ্চ বয়ং সাক্ষিত্বেনোপস্থাতুং সর্ব্বেভ্যো ভূমণ্ডলস্থেভ্যো জাতিভ্যঃ।

এবমাহ প্রভুঃ,—সাম্প্রদায়িকত্বং মৎসন্নিধানেকান্ত জুগুপ্সিতং দৌরাত্ম্যঞ্চ নাহং সহিষ্যে।

অহমভিলষামি প্রেমৈকতাঞ্চ, মম সন্তানান্যপি যথাহমপ্যেকস্তথৈকহৃদয়ানি ভবিষ্যন্তি।

কালে কালে মহাপুরুষৈরুক্তমবাদিষম্, যদ্যপি বহূনি বহুবিধানি মম বিধানানি, অস্তি তেষু তথাপ্যেকত্বম্

অথাপ্যেষাং মহাপুরুষাণাং শিষ্যাজনা ব্যবাদিষত চাযুৎসত, তেঽন্যোন্যং জুগুপ্সন্ত একেঽন্যান্ নিরসাস্থু

দিব্যধামাগতবার্ত্তানামৈক্যং ন তে স্বীকৃতবন্তঃ, ন তদ্বিজ্ঞানং তে পশ্যন্তি, হৃদয়ানি চ তেষাং ন তৎ স্বীকুর্ব্বন্তি, যেন হি তে বধ্যন্ত আপদ্যন্তে চ তেষামেকত্বম্।

শৃণুত, ভো মানবা, একএব তত্র তানলয়োঽথাপি বহূনি বাদিত্রাণি, একোহি দেহোঽথাপি বহূন্যঙ্গানি, একাহি দৈবশক্তিরথাপি বহ্ব্যঃ প্রতিভাঃ, একং হি শোণিতমথাপি বহ্ব্যো জাতয়ঃ, একা হি মণ্ডল্যথাপি বহ্ব্যো মণ্ডল্যশ্চ।

ধন্যাঃ শান্তিকৃতো যে ভেদান্ সন্দধতি শান্তিং সাধুতমেচ্ছাং পরমপিতুর্নম্রা চ সৌভ্রাত্রং সংস্থাপয়ন্তি।

ইমা বাচো ব্যাহৃতবান্নঃ প্রভুঃ পরমেশ্বরস্তথা চ নববিধশুভসন্দেশং স নঃ প্রকটিতবানত্যানন্দকরোঽয়ং শুভসন্দেশশ্চ।

সার্ব্বভৌমিকমণ্ডলীমিমাং স সংস্থাপিতবানস্যাং ভূমৌ, তস্যামেব সর্ব্বে মহাপুরুষা নিখিলানি চ শ্রুতান্যেকত্বমভজন্ত শোভনসমাধানেন।

এতাংশ্চ শুভসংবাদান্ পৃথিব্যাঃ সমগ্রজাতীয়েভ্যঃ প্রকটয়িতুং মাং মদীয়াংশ্চ প্রেরিতজনানাজ্ঞাপিতবান্ প্রেমময়পিতা যদেকাংশনিতসম্পন্না একবিশ্বাসেনো ভবন্ত্বেকাত্মানো চ প্রাপ্তে মোদস্বাম্।

এবং সর্ব্বে বিসংবাদাস্তিরোভবিষ্যন্তি শান্তিশ্চ পৃথিব্যাং বিরাজিষ্যতি ইত্যাহ প্রভুঃ স্বয়মেব।

অতো বিনয়েনাহং দিশামি পরিগ্রহীতুং, ভো ভ্রাতরঃ বিশ্বজনীনপ্রেমসন্দেশং মমম্।

মা হন্যোন্যং জুগুপ্সিষ্ম পরন্তু প্রীতিং কুরুধ্বম্, যথৈকস্য পরমপিতুস্তথৈব ভাবেন সত্যেন চ একীভবত।

সর্ব্বাণ্যস্তি পবিত্রতাশ্চ পরিজ্ঞাসাথ যস্যাং বা মণ্ডল্যাং যস্যাং বা জাতৌ তে পরিদৃশ্যন্তে, ন তু শ্রুতান মহাপুরুষাংশ্চ মণ্ডলীশ্চ জুগুপ্সধ্বম্।

পরিহরত সর্ব্ববিধানবৈষম্যসংস্কারান্ ভ্রান্তীশ্চ সন্দিগ্ধতমবিশ্বাসঞ্চ পাপং বিষয়ানুরাগঞ্চ, ভবত পূতাঃ পূর্ণাশ্চ।

সর্ব্বেষাং মহাপুরুষাণাং ধর্ম্মার্থনিহতানাং প্রত্যেকং সম্মানয়ত প্রীতিঞ্চ কুরুতেশ্বরস্যায়মিতি।

*সংক্ষিপ্তঃ প্রাচ্যপাশ্চাত্যাভিজ্ঞাং, গৃহ্ণীধ্বমাত্মস্থঞ্চ কুরুধ্বং সার্ব্বকালিকসাধূনাং দৃষ্টান্তম্।

অতো ভূমণ্ডলস্থমহাপুরুষোত্তমানামতীবপ্রমত্তা ভক্তিঃ গভীরতমো যোগঃ, স্বার্থনাশময়ং বৈরাগ্যং, হৃদয়ঙ্গমা জনহিতৈষণা, সুদৃঢ়ো ন্যায়ঃ, সত্যপরায়ণতোচ্চতমপবিত্রতা চ যুষ্মাকং ভবন্তু।

ঊর্দ্ধমুক্ত্যাং সর্ব্বস্মদন্যোন্যং প্রীতিং কুরুধ্বং সার্ব্বজনীনসৌভ্রাত্রে সর্ব্ববিধপার্থক্যানি চ নিমজ্জয়ত।

প্রিয়ভ্রাতৃবর্গ, অস্মাকং প্রীতিং স্বীকুরু, দেহি চ যুষ্মাকমস্মভ্যম্, সংগায়ত চ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চৈকহৃদয়ানববিধানসাম্যগীতম্

আসিয়া চ ইউরোপশ্চ, আফ্রিকা চ আমেরিকা চ বিভিন্নবাদিত্রৈঃ প্রশংসন্তু নববিধানং গায়ন্তু চেশ্বরস্য পিতৃত্বং মানবানাঞ্চ ভ্রাতৃত্বমিতি।

কুটীর।

শুক্রবার, ১৯ চৈত্র ১৭৯১ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী! পথ কখনও গম্য স্থান হইতে পারে না। পথ অবলম্বন করিয়া গম্য স্থানে যাইতে হয়। বৈরাগ্য পথ না গম্য স্থান? বৈরাগী হওয়া উচিত না বৈরাগী থাকা উচিত? বৈরাগ্য উপায় না বৈরাগ্য লক্ষ্য? মনোভিনিবেশ করিয়া এই বিষয় চিন্তা কর। বৈরাগ্যের অর্থ যেখানে অসার বস্তুকে অসার বলিয়া জানা, অথবা অসার কখন সার নহে এই যে জ্ঞানগত বৈরাগ্য, ইহা চিরস্থায়ী থাকিবে। ধন মানে মুগ্ধ হইবে না, কেন না এ সকলই অসার। আর এক প্রকার বৈরাগ্য আছে, যাহার অর্থ বস্তুকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করা। ঘৃণা না করিয়াও শুধু ত্যাগ করা যায়। কেবল আদেশের অনুরোধে অথবা উচ্চলক্ষ সাধনের জন্য ও বিলাস, সুখভোগ অথবা বিষয় ত্যাগ করা যায়। যে ব্যক্তি সংসারকে ঘৃণা করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া যায় না ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করত বনে চলিয়া যায়, তাহার বিশেষ নাম সন্ন্যাসী অথবা ত্যাগী বৈরাগী। তাহার পক্ষে ত্যাগের জন্যই ত্যাগ। কাহারও কাহারও সংস্কারানুসারে এই বৈরাগ্যকেও চিরস্থায়ী রাখা উচিত; কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যশাস্ত্রে যদিও একবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া উচিত, চিরকাল সন্ন্যাসী থাকা উচিত নহে। চিত্তশুদ্ধি, যোগবল, ব্রহ্মনিষ্ঠা, এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য, এবং মৃত্যুভয় বিনাশ করিবার জন্য উপায়স্বরূপ, পথস্বরূপ একবার সন্ন্যাস অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু যে পরিমাণে এবং যত কালের জন্য, এ সকল উচ্চ লক্ষ্য সাধনার্থ বিষয়ত্যাগ অত্যাবশ্যক সেই পরিমাণে এবং তত কালই বিষয় পরিত্যাজ্য। এই প্রকার যে বৈরাগ্য, অথবা সন্ন্যাস ইহার নাম তপস্যা। অশু কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য শরীরকে কষ্ট দেওয়া, শিষ্টরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা চক্ষু শত্রু হইয়াছে, তাহাকে তাহার বাঞ্ছিত বস্তু না দেখিতে দেওয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে অভিলাষ হইয়াছে, উত্তম বস্ত্র পরিধান না করা, উপাদেয় সামগ্রী আহার করিবার বিলাস বাড়িয়াছে, নিকৃষ্ট আহার করা, ইত্যাদি এই যে সকল তপস্যা, এই গুলি অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন তপস্যাশাস্ত্রে উপবাস করা, জল পান বন্ধ করা, ঊর্দ্ধবাহু হওয়া, শরীরকে লৌহদ্বারা বিদ্ধ করা, অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করা, তীক্ষ্ণ ক্ষুর উপরে শয়ন করা, গ্রীষ্মাতপ এবং শীত বর্ষাদি সহ্য করা ইত্যাদি যগুলি কঠোর ব্যাপার লিখিত হইয়াছে, এ সমুদায় কি যথার্থ তপস্যা? তপস্যাশাস্ত্রসম্বন্ধে তোমার স্থির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কত দূর শরীর নিগ্রহ করিতে পার, এবং কোন স্থলে শরীরনিগ্রহ প্রকৃত তপস্যাশাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা পরিষ্কাররূপে জানিয়া রাখিবে। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ জীবন এবং স্বাস্থ্যভূমির সীমা মধ্যে বৈরাগ্যের অধিকার নাই। সুতরাং এবং প্রাণ রক্ষা করিয়া তপস্যা দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিবে। যেমন গম্য স্থানে যাইবার জন্য রথারোহণ, সেইরূপ একাগ্রতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, এবং উচ্চ যোগ বল ইত্যাদি অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য তপস্যা অবলম্বন করিবে। যেমন গৃহ নির্ম্মিত হইলে আর বাঁশের ভারার প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আর তপস্যার আবশ্যক

কি? ক্ষুধা নিবারণ করিয়া শরীরকে পুষ্ট করিবার জন্য লোকে আহার করে। সমস্ত দিনও কেহ আহার করে না, তপস্যার নিয়মাদি সেইরূপ আত্মাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য সুখে দুঃখে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তপস্যার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম হইবে। তপস্যার মূল অভিপ্রায় এই যে ঈশ্বরের আদেশানুসারে বিশেষ বিশেষ ভোগ বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া তজ্জনিত কষ্ট দ্বারা মনকে পরিষ্কার করা। অগ্নির ভিতরে সোণাকে চির কাল রাখে না যত ক্ষণ সোণার খাদ বাহির হইয়া না যায় তত ক্ষণই সোণাকে অগ্নির মধ্যে সংশোধন করে। খাদ মুক্ত হইয়া সোণা নির্ম্মল হইলেই অগ্নি হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা দ্বারা সুন্দর অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করে। সেইরূপ যখন তপস্যারূপ হোমের অগ্নিতে আত্মা নির্ম্মল হইয়া উঠিবে তখন আর তপস্যার প্রয়োজন কি? চিত্তশুদ্ধি লাভার্থ কষ্টতপস্যা উপায়। সোণা নির্ম্মল হইলে যেমন অগ্নির আর মূল্য মহিমা নাই, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধ হইলে আর তপস্যার প্রয়োজন নাই। তপস্যার নেতা কে? তুমি নহ দেশাচার নহে, কোন মনুষ্য নহে, ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বর যদি বলেন এত ক্ষণের জন্য এই বিষয় পরিত্যাগ কর, ঠিক তত ক্ষণের জন্য সেই বিষয় পরিত্যাগ করিবে, আপনার রুচিকে কখনও সেবা করিবে না। তপস্যারূপ হোম অগ্নি দ্বারা আপনার আত্মরূপ গৃহ পরিষ্কার হইলে আর সেই অগ্নি রাখিবে না। জিজ্ঞাসা করিতে পার তবে বৈরাগ্যের কি কোন চিরস্থায়ী নিয়ম নাই? বৈরাগ্যের চক্র কি চিরকাল ঘুরিবে? কিছুই কি সমস্ত জীবনের নিয়ম নাই? আছে, বৈরাগী জীবন আছে। তাহা সন্ন্যাসী কিংবা তপস্বী জীবন নহে। তবে স্থায়ী বৈরাগী জীবন কি? নিদ্রা পরিত্যাগ নহে, নিদ্রাধিক্য নহে। আহার পরিত্যাগ নহে, আহার আধিক্য নহে। সংসার পরিত্যাগ নহে; সংসারাসক্তি নহে। লোক সঙ্গ পরিত্যাগ নহে, জনসমাজে আবদ্ধ নহে। শরীরকে খুব সুখ দেওয়া নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া নহে, মৃত্যুকে ভয় করা নহে। শুনুন! অত্যন্ত কষ্ট হইলেও মৃত্যু ইচ্ছা করিবে না। মৃত্যু ইচ্ছা মহাপাপ, আবার মৃত্যুভয়ও মহাপাপ। বৈরাগীর মুখ কি সর্ব্বদা সহাস্য? না। তবে বৈরাগীর মুখ দর্শনে এই ব্যক্তি বড় সুখী এ বলিয়া কাহারও হিংসা হয় না, দ্বিতীয়তঃ তদ্দর্শনে ইনি বড় দুঃখী এ বলিয়াও কাহারও দয়া হয় না। তবে বৈরাগীর মুখের ভাব কি? ধর্ম্মজনিত এক প্রকার গম্ভীর প্রশান্তভাব। গাম্ভীর্য্য এবং শান্তি এই দুই ভাব মিশ্রিত হইলে যে এক প্রকার শ্রী হয় তাহাই সমাহিত শান্তভাবপ্রধান বৈরাগীর মুখে প্রকাশিত হয়। দীনতা বৈরাগীর আর একটি প্রধান লক্ষণ। দীনতা কি? গরিব ভাব, বড় হইবার ইচ্ছা নাই, নম্রভাব, অল্পেতে সন্তোষ। দীনতা সন্তোষ বর্দ্ধন করে; সর্ব্বত্যাগ দীনতা নহে। এই সকল বৈরাগ্যের লক্ষণ। আজ এই পর্য্যন্ত।

ত্যাগেতেই ফল নহে আদেশানুসারে ত্যাগ করিলেই ফল হয়। এক জন যদি অসময়ে, অশুভক্ষণে সমস্ত সংসারও ত্যাগ করে, তাহাতেও শুভ ফল হবে না।

ধর্ম্মজনিত দীনতায় দুঃখবোধ নাই, ধর্ম্মার্থ দীন ব্যক্তি অকিঞ্চন হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

প্রটেষ্টাণ্ট পাদরী সাহেবদিগের সম্প্রতি যে একটী প্রকাণ্ড সভা হইয়া গিয়াছে, সেরূপ প্রকাণ্ড সভা পৃথিবীতে অদ্যাবধি আর কখন হয় নাই। সমস্ত ভারতবর্ষ, সিংহল দ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, জাপান দ্বীপ প্রভৃতি হইতে প্রায় ৪৬০ জন পাদরী একত্র হইয়া সাত দিন ধরিয়া প্রচারসম্বন্ধে নানা বিষয়ের বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। আমাদিগের আচার্য্য মহাশয়ও তাঁহাদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কন্‌ফারেন্সের প্রথম দিবসে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারপ্রণালীসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পাদরীদিগের মধ্যে উৎসাহের অভাব, তাঁহারা পবিত্রাত্মাকে ছাড়িয়া আপনাদিগের বুদ্ধিকেই সেবা করেন, অন্যান্য কথার মধ্যে বিশেষরূপে এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয়ান পাদরিগণ ব্রাহ্মসমাজ ও আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত ও আশান্বিত হইয়াছি। পাদরি সাহেবগণ অনেকেই আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতার মধ্যে চিন্তা করিবার অনেক গুলি নূতন কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু দুই এক জন অনুদার এবং অসময়জ্ঞ ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছেন। 'আমি আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে কেশবচন্দ্র সেনকে এদেশে সংশয়বাদের জন্মদাতা বলিয়া অভিযোগ করি" বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন বক্তৃতা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আমরা অবগত হইলাম, অনেক পাদরী সাহেব তাঁহার কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে কয় দিন সাহেবদের সভা হইয়াছিল প্রতিদিন ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্র সেনের নাম যে কতবার করিয়া নানা ভাবে উল্লেখিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। সাহেবদের কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে সকলেই ব্রাহ্মসমাজকে এখন একটি "প্রধান পরাক্রম" বলিয়া গণ্য এবং ইহার নেতাকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন।

খ্রীষ্টবিদ্বেষী, অবিশ্বাসী, দাম্ভিক ব্যক্তিরা খ্রীষ্ট ও তাঁহার দাসদিগের বিরুদ্ধে যেরূপই বলুন না কেন, আমরা নববিধানাশ্রিত, একথা অস্বীকার করা আমাদিগের পক্ষে মহাপাপ যে পাদরী সাহেবেরা পাপদলিত ভারতের পরিত্রাণ জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক এদেশে প্রেরিত হইয়া মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বরের অনন্ত কৌশলে ভারতবর্ষ যখন পুণ্য ও পরিত্রাণের মুকুট পরিধান করিয়া অন্যান্য জাতির সহিত স্বর্গরাজ্যে গৌরবের সিংহাসনে আরূঢ় হইবে, তখন যে শ্রদ্ধাস্পদ পরম বৈরাগী খ্রীষ্টদাস কেরি, ওয়ার্ড, মার্সম্যান এবং তেজস্বী মহাত্মা ডফ প্রভৃতির নাম স্বর্ণাক্ষরে তাহার উপর চিরকালের জন্য লিখিত থাকিবে নিতান্ত নাস্তিক অকৃতজ্ঞ না হইলে একথায় কে অবিশ্বাস করিবে? খুব বিদ্বান্ ভারতের বুদ্ধিমান্ ৪৬০ জন পরম বন্ধু ঈশ্বর ও তাঁহার খ্রীষ্টের নামে ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে যেখানে একত্র সমবেত হন পৃথিবীর মধ্যে সে স্থান যে অতি পবিত্র ও সুন্দর, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদিগের অন্তরে একটী কথা বার বার উত্থিত হয় তাহা বিনীত ভাবে এখানে প্রকাশ করিতেছি। পুরাকালে খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকেরা সভা করিতেন তাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের

পর যিহুদা জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে যখন তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন যিহুদা খ্রীষ্টানগণ যিহুদা জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল দ্বারা নানা জাতীয় খ্রীষ্টানদিগকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই প্রথম শতাব্দীতেই জেরুজিলাম মহা নগরে খ্রীষ্টানদিগের প্রথম সভা হয়। পিটার, জন, জেম্‌স, পল বার্ণেবস প্রভৃতি প্রেরিতগণ সকলেই তথায় উপস্থিত থাকিয়া অনেক বক্তৃতা করিয়া এই বলিয়া সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে নিতান্ত আবশ্যক বিষয় সকল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভাবে তোমাদিগকে আবদ্ধ করা পবিত্রাত্মা এবং আমাদিগের নিকট শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় না। তখনকার পাদরীরা প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্যারম্ভ করিতেন এবং নিশ্চয় জানিতেন যে পবিত্রাত্মার দ্বারা তাঁহারা পরিচালিত হইবেন, সুতরাং যে কোন সিদ্ধান্ত হইত তাহা গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করিতেন না। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দীতে নিস নগরে যে কৌন্‌সেল হয় কনষ্টাণ্টাইন দিগেট তাহার সভাপতি হন, তাহার সিদ্ধান্তও তখনকার খৃষ্টানগণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব কালের সভার কার্য্যের সঙ্গে পবিত্রাত্মা থাকিতেন এইরূপ বিশ্বাস ছিল। অনেক ভ্রম ও কুসংস্কার থাকিলেও কাথলিকেরা সভায় যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করেন তাহার মধ্যে এই ভাব বর্ত্তমান থাকে। প্রটেষ্টাণ্ট পাদরীগণ সে ভাবে তাঁহাদের সভার সিদ্ধান্ত সকল গ্রহণ করেন না। বুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তা, বিচারই তাঁহাদের নেতা তাঁহারা মনে করেন। তাঁহাদের সভার কার্য্যপ্রণালী দেখিলে পবিত্রাত্মাকে লইয়া তাঁহাদের মধ্যে যে একতা হইতে পারে তাহা বোধ হয় না। আচার্য্য মহাশয় যে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা পবিত্রাত্মকে ছাড়িয়া আপনাদিগের বুদ্ধিকে নেতা করিতেছেন তাহা তাঁহাদের সভার কার্য্য দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়। এই জন্যই আমরা বলি, প্রটেষ্টাণ্ট পাদরিদিগের সভায় কোন প্রকার সিদ্ধান্ত হওয়া অসম্ভব, যদি তাহা হয় তবে তাহা অধিকাংশের মতেই হইতে পারে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে নহে।

সে দিন সাহেবদের সভা দেখিয়া বোধ হইল যে, এ দেশে খৃষ্টানদিগের ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ভাব এদেশীয় খৃষ্টান ও পাদরিদিগের মধ্যে অনেক প্রবেশ করিয়াছে, সেকেলে বিজাতীয় ভাবপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী খৃষ্টধর্ম্ম ক্রমে চলিয়া যাইবার আশা হইতেছে। বক্তাদিগের মধ্যে অনেকেই জাতীয়ভাবে প্রচারের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মকে বৃথা আক্রমণ না করিয়া তাহার সত্য সকল দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের পুষ্টিপোষণ করার আবশ্যকতার কথা এক জন বক্তা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, হিন্দু ধর্ম্মের সত্য সকল তাঁহার মতে খ্রীষ্টেরই সত্য। প্রচারের সময় সঙ্কীর্ত্তন করা আবশ্যক এ কথা অনেকেই স্বীকার করিলেন। খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকেরা বেতনের উপর নির্ভর করিবেন না, বৈরাগী হইবেন। প্রচারার্থ অর্থ ও উৎসাহ দান সম্বন্ধে খ্রীষ্টানেরা ব্রাহ্মদিগের অনুকরণ করিবেন এক জন বক্তা এ কথাও বলিয়াছেন। এদেশীয় খ্রীষ্টানদিগের জন্য খ্রীষ্টমণ্ডলী হওয়া আবশ্যক মিশনরিগণের উদ্দেশ্য অতি উচ্চ হইলেও তাঁহারা যে এদেশীয়দিগের গূঢ় প্রকৃতি, ভাব ও অভাব সকল ঠিক বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা এদেশীয় খ্রীষ্টানমণ্ডলীর নেতা হইতে পারেন না, এসম্বন্ধে এদেশীয়দিগকে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েক জন বক্তা তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন বক্তার কথায় বোধ হইল তাঁহারা এদেশীয়দিগকে তত দূর স্বাধীনতা দিতে চাহেন না। মুসলমানদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে আনা সম্বন্ধে পাদরিদিগের মধ্যে অনেকেই দুর্ব্বলতা স্বীকার করিলেন। এক জন বক্তা বলিলেন, ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস নাই বলিয়া মুসলমানেরা ঘৃণা করে, সুতরাং তাহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করা তত সহজ নয়, খ্রীষ্টান হইলেও তাহারা সামান্য কারণে আবার মুসলমান হইয়া পাদরিদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। এদেশে অন্তঃপুরে ধর্ম্ম ও বিদ্যা প্রচার সম্বন্ধে বিবিরা যে বক্তৃতাগুলি করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা অবগত হইলাম সিদ্ধান্ত হইলে সর্ব্বসাধারণের নিকট গ্রাহ্য হইবে না বলিয়া সভায় কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় নাই, সভ্যেরা কেবল বক্তৃতা ও বাদানুবাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। যেখানে পবিত্রাত্মার অভাব সেখানে সভার ফল আর কি হইবে?

সংবাদ।

বিগত ১৪ই ১৫ই পৌষ খাঁটুরা গ্রামে ব্রহ্মোৎসব এবং সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছে, ভাই অমৃতলাল বসু ও ভাই কালীশঙ্কর দাস ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আরও ১০।১২ জন ব্রাহ্ম বন্ধু উক্ত গ্রামস্থ প্রিয় ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তথায় গিয়াছিলেন। দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ও ব্রহ্মমন্দিরে ২।৩ দিন উপাসনা বক্তৃতা সঙ্কীর্ত্তন ও বিশেষ মত্ততার সহিত পথে ও বাড়ী বাড়ী সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। উক্ত ভ্রাতার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী যে স্থানে পৌত্তলিক বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ভয়ানক উৎপীড়িত হইয়া আপন বিশ্বাসকে অযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তৎস্মরণার্থ উপাসনা ও প্রার্থনা হইয়াছিল। ১৬ই শনিবার অপরাহ্নে গোবরডাঙ্গা গ্রামে প্রমত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল, প্রায় সহস্র লোক শ্রোতা ছিল। রবিবার দিন বন গ্রামে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়।

মুক্তিসৈন্যদলের ভারতবর্ষস্থ অধিনায়ক মেজর টকার সাহেব এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী গত সোমবার সন্ধ্যার সময় কমলকুটীরে আগমন করিয়া, অনেক ক্ষণ প্রচারকদিগের সঙ্গে কথোপকথন ও গান বাদ্যাদি করিয়াছিলেন। ইহাঁদের জীবন অতি উচ্চ, ইহাঁরা বৈরাগ্য দীনতা বিনয় ও ক্ষমার দৃষ্টান্তস্বরূপ মসেস টকারের উৎসাহ ও প্রেম আশ্চর্য্য। তিনি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ঘাঘরা পরেন, তাঁহার মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র চাদর দ্বারা আবৃত ও কেশ ছিন্ন, তিনি ধর্ম্মপ্রচারে সর্ব্বাপেক্ষা সুনিপুণা। কোচ বিহারের মহারাণী ও তাঁহার মাতা অপর কতিপয় ব্রাহ্মিকা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মেজার টকারের পরিধানে ইজার চাপকান ও মস্তকে উষ্ণীষ স্কন্ধে পীত উত্তরীয়। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী আচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন, মেজার টকার সাহেব পূর্ব্বে একজন সিভিলিয়ান ও পাঞ্জাবের ডিপুটী কমিশানর ছিলেন, এইক্ষণ তাঁহার ভিক্ষান্ন উপজীবিকা। তাঁহার পত্নী আচার্য্য মহাশয় হইতে একটি কাষ্ঠের কমণ্ডলু চাহিয়া লইয়াছেন।

বিগত ১১ই পৌষ রবিবার বহরমপুর, গোরাবাজার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শুক্র ও শনিবার বহরমপুর ও গোরাবাজারের রাজপথে নগর সঙ্কীর্ত্তন ও গোরাবাজারের কালেজের ময়দানে "প্রত্যক্ষ ঈশ্বর" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। শনিবার প্রাতে ও রবিবার প্রাতঃসন্ধ্যা উৎসব ক্ষেত্রে উপাসনা হইয়াছিল এবং ক্রমান্বয়ে "ঈশ্বর জ্ঞান" "হৃদয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি" এবং "ঈশ্বর পরম ধন ও নিত্যশান্তি" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উৎসবান্তে সোমবারে অনেকগুলি দুঃখী সেবা হইয়াছিল। এই নবসমাজমণ্ডলী দিন দিন সত্যের পথে সমুন্নত হউক। ভাই দীননাথ মজুমদার উৎসবের কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

১ অগ্রহায়ণ হইতে ১৭ই পৌষ ১৮০৪।

আয়

মাসিক দান সংগ্রহ	...	৮২
এককালীন দান	...	১৫।০
বিশেষ সাহায্য	...	৬
সুলভসমাচার পত্রিকা	...	৯৯৶১৫
প্রচার যাত্রা	...	৬৬৸৵১৫
পাথেয়	...	১০৯।৵০
পুস্তক বিক্রয়	...	১৮৭॥৶১০
পরিচারিকা	...	৩৫৶০
বস্ত্র জন্য সাহায্য	...	১১৸৵১০
আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট	...	৩৪
শুভকর্ম্মের দান	...	১
আনুষ্ঠানিক দান	...	১
অপরের গচ্ছিত	...	৩৫
ধর্ম্মতত্ত্ব।		
গ্রাহকদিগের নিকট মূল্যপ্রাপ্তি	...	১০৮৸৶১৫
সমষ্টি		৭৫১ /১৫

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	৩০৫৫
বস্ত্র ও বিনামা	...	১৭/১০
ঔষধ	...	১।৵০
পালকি ভাড়া (মন্দিরে যাইতে)	...	৬/০
ক্ষুদ্র ব্যয় (ডাক মাশুল)	...	১৫৶১০
পাথেয়	...	১০৫।/০
পরিচারিকা	...	৫৸৵১৫
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	৬১৵১০
বাটী মেরামত	...	৮৶০
টপরা	...	২০৶০
পুরাতন ঋণশোধ	...	২
মৃত ভুবন কৃষ্ণের পরিবারের জন্য	...	১০।৵০
প্রচার যাত্রা	...	৬৬৸৵.৫
ধর্ম্মতত্ত্ব—		
ছাপাখানা ৬৯৶৫ ডাকমাসুল ২২॥৶৫ কাগজ ১১।৵০ ক্ষুদ্র ব্যয় ২		১০৫॥১০
সমষ্টি		[illegible]/১৫

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাম লাল ভড	...	১
,, ,, দ্বারিকা নাথ বসু	...	১৸০
,, ,, জয়পুরের সেন পরিবার	...	৫
,, ,, প্রিয়নাথ ঘোষ	...	৫
,, ,, মতিলাল রায়	...	২॥০
,, ,, মহিম চন্দ্র রায়	...	৪॥০
———একজন বন্দেল খণ্ড	...	।০

বস্ত্রহিসাবে সাহায্য।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র ঘোষ, বালী	...	২॥৵০
,, ,, শরৎচন্দ্র মিত্র	...	৯

বিশেষ সাহায্য

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয় নাথ ঘোষ, বহরমপুর	...	৬

আনুষ্ঠানিক দান।

———সাধু অঘোর নাথের বিধবা	...	১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস	...	১

মাসিক দানসংগ্রহ।

মহারাজা কুচবিহার	...	১০
শ্রীমতি মহারাণী কুচবিহার	...	৭
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ঘোষ	...	২
,, ,, আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত	...	।০
,, ,, গোপাল চন্দ্র বসু		[illegible]
,, ,, প্রমথ নাথ মিত্র		[illegible]
,, ,, রামেশ্বর দাস		[illegible]
,, ,, ভুবন মোহন দে		[illegible]
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ, বহরমপুর	...	৬
,, ,, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ পাল, মোকামা	...	৪
,, ,, প্রিয় নাথ ঘোষ, ভবানীপুর	...	২
,, ,, গগন চন্দ্র রায়, গাজিপুর	...	১
,, ,, কৃষ্ণ গোপাল রায় ঐ	...	২
,, ,, কালিদাস সরকার	...	১
,, ,, তারক চন্দ্র সরকার	...	১
,, ,, প্রকাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাঁকিপুর		১
,, ,, মধু সূদন সেন	...	১
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ, দিগুগাড়	...	২
,, ,, জয় গোপাল সেন	...	২॥০
,, ,, হরি মোহন নন্দী	...	১
,, ,, অক্ষয় কুমার রায়	...	১
,, ,, সাধু চরণ দে	...	১
,, ,, হর নাথ ভট্টাচার্য্য	...	১
,, ,, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	...	২
,, ,, কেশবচন্দ্র সেন	...	২
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর	...	২
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল	...	১
,, ,, চণ্ডী চরণ সিংহ, মুঙ্গের	...	৫
,, ,, কৃষ্ণ বিহারী সেন	...	১
,, ,, মুকুন্দ বল্লভ মজুমদার	...	২
,, ,, যদু নাথ ঘোষ	...	১
,, ,, তারক নাথ রায়	...	৸০
,, ,, দীননাথ চক্রবর্ত্তী	...	।০
,, ,, ত্রৈলোক্য নাথ সাহা	...	১
,, ,, লালা বলারাম	...	[illegible]
,, ,, এ, এস পিলাগাপালি মুদলীয়ার	...	[illegible]

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজস্কোয়ার [illegible] বিধানযন্ত্রে ১লা মাঘ শ্রীরামসর্ব্বস্ব [illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অষ্টম কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচী পত্র

বৈশাখ ৩৫৬ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	১
প্রার্থনাতত্ত্ব	৩
অলৌকিক রাসায়নিক	৮
প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম	১২
আদিম মনুষ্য	১৫
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৯
নূতন পুস্তকের সমালোচন	১৯
জ্যৈষ্ঠ ৩৫৭ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	২১
প্রার্থনাতত্ত্ব	২৩
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৩০
বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের সামাজিক মহত্ত্ব কিসে হয়	৩২
বর্ণ-ভেদ-প্রকরণ	৩৯
আদিম মনুষ্য	৪১
নূতন পুস্তকের সমালোচন	৪৫
আষাঢ় ৩৫৮ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৪৯
প্রার্থনাতত্ত্ব	৫১
বেদান্ত-দর্শন	৫৭
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৬৪
আদিম মনুষ্য	৬৭
শ্রাবণ ৩৫৯ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৬৯
ভবানীপুর একবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৭১
আর্য্য ঋষিদিগের সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতের উৎকর্ষ্য	৭২
বেদান্ত-দর্শন	৮৩
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ	৮৬
আদিম মনুষ্য	৮৯
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	৯১
ভাদ্র ৩৬০ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৯৩
মনের একাগ্রতা সাধন	৯৫
মেরু-জ্যোতিঃ	১০১
বেদান্ত-দর্শন	১০৩
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১১০
সম্বাদ	১১০
নূতন পুস্তকের সমালোচন	১১১
আশ্বিন ৩৬১ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	১১৩
ঈশ্বর আমাদিগের পিতা ও জগৎ আমাদিগের গৃহ	১১৫
বেদান্ত-দর্শন	১১৭

	পৃষ্ঠা
মানব-দেহে তাপ-সমীকরণ	১২০
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	১২৫
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ	১২৮
সম্বাদ	১৩১
নূতন পুস্তক	১৩১
কার্ত্তিক ৩৬২ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	১৩৩
বেদান্ত-দর্শন	১৩৫
মানব-দেহে তাপ-সমীকরণ	১৩৯
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	১৪২
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ	১৪৮
অগ্রহায়ণ ৩৬৩ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	১৫৩
বরাহনগর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৫৪
বেদান্ত-দর্শন	১৫৭
হিন্দু-সমাজ-সংস্কার	১৬৫
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ	১৬৭
পৌষ ৩৬৪ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	১৭৩
বেদান্ত-দর্শন	১৭৪
ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ	১৭৭
প্রাণ-বিনাশ-বিষয়ক নূতন মত	১৭৮
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	১৮৪
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ	১৮৮
জাভাদ্বীপ বাসিদিগের ভাষা ও ব্যবহার	১৯১
মাঘ ৩৬৫ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	১৯৩
বেদান্ত-দর্শন	১৯৪
তড়িৎ বিষয়ক জ্ঞান	১৯৭
আর্য্য ঋষিদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি	২০০
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	২০৪
ধর্ম্ম প্রচার	২০৭
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	২১১
ফাল্গুন ৩৬৬ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	২১৩
চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২১৪
ব্রহ্মসঙ্গীত	২২৭
বেদান্ত-দর্শন	২২৮
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ	২৩৩
সংবাদ	২৩৫
চৈত্র ৩৬৭ সংখ্যা	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	২৩৭
ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয়ত্ব	২৩৮
বেদান্ত-দর্শন	২৪০
আর্য্য ঋষি[illegible]র যোগ-সাধন পদ্ধতি	২৪৯
গুরু নানকের জীবন চরিত্র	২৫২

অকারাদি বর্ণক্রমে অষ্টম কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচী পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অলৌকিক রাসায়নিক ...	৩৫৬ ...	৮
আদিম মনুষ্য ...	৩৫৬ ...	১৫
আদিম মনুষ্য ...	৩৫৭ ...	৪১
আদিম মনুষ্য ...	৩৫৮ ...	৬৭
আদিম মনুষ্য ...	৩৫৯ ...	৮৯
আর্য্য ঋষিদিগের সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতের ঔৎকর্ষ্য ...	৩৫৯ ..	৯২
আর্য্য ঋষিদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি ...	৩৬৫ ...	২০০
আর্য্য ঋষিদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি ...	৩৬৭ ...	২৪৯
ঈশ্বর আমাদিগের পিতা ও জগৎ আমাদিগের গৃহ ...	৩৬১ ...	১১৫
ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ	৩৬৪ ...	১৭৭
ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয়ত্ব ...	৩৬৭ ..	২৩৮
চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৬৬ ...	২১৪
[illegible] বাসিদিগের ভাষা ও ব্যবহার ...	৩৬৪ ...	১৯১
তড়িৎ বিষয়ক জ্ঞান ...	৩৬৫ ...	১৯৭
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৫৬ ...	১
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৫৭ ...	২১
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৫৮ ...	৪৯
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৫৯ ...	৬৯
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬০ ...	৯৩
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬১ ...	১১৩
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬২ ...	১৩৩
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬৩ ...	১৫৩
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬৪ ...	১৭৩
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬৫ ...	১৯৩
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬৬ ...	২১৩
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ...	৩৬৭ ...	২৩৭
ধর্ম্ম প্রচার ...	৩৬৫ ...	২০৭
নানকের জীবন চরিত ...	৩৬৭ ...	২৫২
নূতন পুস্তকের সমালোচন ...	৩৫৬ ...	১৯
নূতন পুস্তকের সমালোচন	৩৫৭ ...	৪৫
নূতন পুস্তকের সমালোচন	৩৬০ ...	১১১
নূতন পুস্তক ঐ ...	৩৬১ ...	১৩১
প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম ...	৩৫৬ ...	১২
প্রার্থনাতত্ব ...	৩৫৬ ...	৩
প্রার্থনাতত্ব ...	৩৫৭ ...	২৩
প্রার্থনাতত্ব ...	৩৫৮ ...	৫১
প্রাণ বিন্যাস-বিষয়ক নূতন মত	৩৬৪ ...	১৭৮
ব্রহ্মসঙ্গীত ...	৩৬৬ ...	২২৭

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ভবানীপুর একবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৩৫৯ ...	৭১
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৩৫৭ ...	৩০
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৩৫৮ ...	৬৪
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৩৬১ ...	১২৫
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৩৬২ ...	১৪২
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৩৬৪ ...	১৮৪
ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র	৩৬৫ ...	২০৪
ভ্রমণ বৃত্তান্ত ...	৩৫৬ ..	১৯
ভ্রমণ বৃত্তান্ত ...	৩৫৯ ...	৯১
ভ্রমণ বৃত্তান্ত ...	৩৬০ ...	১১০
ভ্রমণ বৃত্তান্ত ...	৩৬৫ ...	২১১
মনের একাগ্রতা সাধন ...	৩৬০ ...	৯৫
মানব-দেহে তাপ-সমীকরণ	৩৬১ ...	১২০
মানব-দেহে তাপ-সমীকরণ	৩৬২ ...	১৩৯
মেরু-জ্যোতিঃ ...	৩৬০ ...	১০১
বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের সামাজিক মহত্ব কিসে হয় ...	৩৫৭ ...	৩১
বরাহনগর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৩৬৩ ...	১৫৪
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ ...	৩৫৭ ...	৩৯
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ ...	৩৫৯ ...	৮৩
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ ...	৩৬১ ...	১২৮
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ ...	৩৬২ ...	১৪৮
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ ...	৩৬৩ ...	১৬৭
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ ...	৩৬৪ ...	১৮৮
বর্ণ-ভেদ প্রকরণ ...	৩৬৬ ...	২৩৩
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৫৮ ...	৫৭
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৫৯ ...	৮৩
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬০ ...	১০৬
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬১ ...	১১৭
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬২ ...	[illegible]
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬৩ ...	[illegible]
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬৪ ...	[illegible]
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬৫ ..	[illegible]
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬৬ ...	২২৮
বেদান্ত-দর্শন ...	৩৬৭ ...	২৪০
সম্বাদ ...	৩৬০ ...	[illegible]
সম্বাদ ...	৩৬১ ...	[illegible]
সংবাদ ...	৩৬৬ ...	[illegible]
হিন্দু-সমাজ-সংস্কার ...	৩৬৩ ...	১৬২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য [illegible] আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। [illegible] বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯২১। [illegible] ১ চৈত্র শুক্রবার।